ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ

মাঘ, ১৩৪৫—পৌষ, ১৩৪৬

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্

(মাঘ, ১৩৪৫)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

(ফাল্গুন, ১৩৪৫—পৌষ, ১৩৪৬)

রামধনু কার্য্যালয়

১৬নং টাউনসেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর কলিকাতা

রামধনু

(মাঘ, ১৩৪৫—পৌষ, ১৩৪৬)

বিষয়-সূচী

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিকায় মূর্ত্তি (সচিত্র)	...	৭০৬
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রয়াণ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ	৯৫
অবাঞ্ছনীয় উপসংহার (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৬২
অমর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৯৫
আজগুবি (কবিতা)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৪৮১
আমরা পাঁচটী বোন্ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৬৭৩
আমাদের অদৃশ্য শত্রু ও বন্ধুবর্গ (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এস্-সি, এম্. বি	১৫৯
আমাদের মনোরঞ্জন (জীবনী)	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৩৯
আমার কবিতা (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী	৩০৫
আমার সদুপদেশ (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১৫২
আর কয়েকটি যৌগিক ব্যায়াম (সচিত্র প্রবন্ধ)	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫৮৬
আরশি-চরিত (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৬২৩
আষাঢ়ের দিনে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩২৩
উত্তর বাংলায় কৈবর্ত্তরাজ (ইতিহাসের কথা)	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ	৭৩৭
উনিশশ' উনচল্লিশের মহাযুদ্ধ (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৬৬০
একখানি চিঠি (সচিত্র)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ	৪৮৪
এক কণজন্মার কাহিনী (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	৬৩১
একটা জানালা নিয়ে (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	১২
একটি অদ্ভুত আত্মত্যাগের কাহিনী	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৯৪
একটি পাখী (কবিতা)	শ্রীফাল্গুনী রায়	৪০৭
এব্রাহাম লিঙ্কন্ (জীবনী)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্	৫০
এ যুগের চাষ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী	১৬৪
কর্ণেলিয়সের রত্ন (ইতিহাসের কথা)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৩১
কলিকাতার কয়েকটি দৃশ্য	...	৬২৮
কাজের লোক (চিত্র)	শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৬১
কালবোশেখী ঝড় (কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	৩৫৬

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
কুমারী বেলারাণী (সচিত্র)	...	৪০৬
কৃতী গ্রাহক-গ্রাহিকার কথা (সচিত্র)	...	৫০০
কেমন জব্দ	...	১৫১
ক্যাপ্টেন্ কুকের অভিযান (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৬৩৮
খণ্ডযুদ্ধ (গল্প)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭১৭
খাদ্যে আনাজ ও ফলের প্রয়োজনীয়তা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	১১৩
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে (কবিতা)	বন্দে আলি মিয়া	৫৭৯
খোলা চিঠি	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	১৭৯
চিঠিপত্র		৩১৫, ৩৮০, ৪৪৩, ৫০৬, ৫৭২, ৬৪৯, ৭০৫, ৭৫৮
চিত্রশালা	...	১২৪, ২৭৭
ছদ্মবেশ	শ্রীমতী লতিকা ঘোষ	৩৩৯
ছাপার উন্নতির যুগে (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী	৬৬৮
ছোটদের চিত্রশালা	...	১৮৮, ২৪৭, ৫০৭, ৬৪৪, ৭৬৫
জঙ্গল-কাহিনী (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০৭
জঙ্গল-চরিত (ঐ)	ঐ	৩০১
জর্জ্জ ওয়াশিংটন (জীবনী)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	১৪৪
জলযানের আদিকথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৬০৯
জান কি ? (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৫০২, ৬২২
জীবজন্তুর কাণ্ডকারখানা (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	২৭২
জীবজন্তুর ব্যবহার (ঐ)	ঐ	২০৩
জীবাণুর অত্যাচার (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৬৮৫
ঠাণ্ডা-কাহিনী (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৩৫৮
ঠাণ্ডা জল (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৩৩২
ডাক (কবিতা)	শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩
ত্রিপুরী কংগ্রেস (সচিত্র)	...	১৬২
দীনেশচন্দ্র (জীবনী)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৭৫৮
দুই ইস্কুল (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু	২৬০
দুষ্টু (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫১
দুঃখী বক (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	২২০
দেহগণিত (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]৮
দোকানের উপসংহার (গল্প)	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী	[illegible]

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ধপাস্ করে (কবিতা) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ...	৪৬৭
ধাঁধার উত্তর ...		৬৫, ১২৮, ১৯৩, ২৫৭, ৩২১, ৩৮৫, ৪৪৯, ৫১৩, ৫৭৭, ৬৫৮, ৭১৪, ৭৭১
ধূম্র-চরিত (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৪৯৫
নতুন জুতো (গান) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ...	৬৩০
নতুন ডাক্তার (নাটিকা) ...	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ	৩৪৬, ৩৮৮
নবরূপকথা (গল্প) ...	সম্বুদ্ধ ...	৫৯৩
নাকের বদলে মৈনাক (গল্প) ...	শ্রীশিবরামচক্রবর্ত্তী ...	১৯৭
নিরাশ্রয় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	১
নূতন ধাঁধা ...		৬৬, ১২৯, ১৯৩, ২৫৭, ৩২২, ৩৮৫, ৪৫০, ৫১৪, ৫৭৮, ৬৫৮, ৭১৪, ৭৭১
নৃমুণ্ড-শিকারী (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৩০, ৭৭, ১৭২, ২৩২, ২৯৫, ৩৫১, ৪৩১, ৪৮৯, ৫৬৩, ৬৯৫, ৭৪৭
পরলোকগত সম্পাদকের মাতামহ (জীবনী)	... ...	১০৬
পরেশনাথ (ভ্রমণ) ...	শ্রীকল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	২৫৩
পাদুকা-পরিচয় (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীদেবাশীষ সেন ...	২৩
পার্ল্ বাক্ (জীবনী) ...	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ...	৮৮
পা[illegible]ধানী (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৭২৪
পাহাড়ী (কবিতা) ...	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৪১৯
পাহাড়ী গরিলার দেশে (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৩৯
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ...	...	৩৮৬, ৫১২, ৬৫৪
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	৪৪, ৫১২, ৬৫৫
পুস্তক-পরিচয় ...	...	২৪৮ ৩১৪, ৪৪৫
পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যু (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীঅশোককুমার মিত্র, বি. এস্-সি ...	৮৪
পেশার বাহাদুরী (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি ...	৩২৪
প্রতিশোধ (গল্প) ...	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ ...	৬৭৫
প্রসাধনের পরিণাম (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি ...	৪১১
ফায়াফুঙ্গির মুল্লুকে (ভ্রমণ) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্ ...	৫৩৪
ফুলঝুরি (কবিতা) ...	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৬৮৪
ফুলের মূল্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৭৫, ১৬৯, ২০৬, ২৬৬, ৩৪১, ৪০১, ৪৬৩, ৫১৭
বড়দের কথা (প্রবন্ধ) ...	...	৯
বঙ্কু (গল্প) ...	শ্রীসুবোধ বসু ...	৪৫৬

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বাংলা-রহস্য (গল্প) ...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১৪
বিচার-সভা ...	...	৩১৬, ৩৭৮, ৪৪২
বিজ্ঞানের খেলা (বিজ্ঞান) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৫২২
বিজ্ঞানের নানা কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৭৪২
বিপদ্-নাট্যের দু'টি দৃশ্য ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৬১৬
বিরূপকথা (গল্প) ...	শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত, এম্. এ ...	২৮১
বৃষ্টি পড়ে (কবিতা) ...	শ্রীসমর সরকার এম্. এ ...	৬৩৭
বৃষ্টি-সৃষ্টি (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী ...	১০৭
বৈজ্ঞানিক ক্রীড়াকৌতুক (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	১৭
বৈজ্ঞানিক ক্রীড়া ও কৌতুক (ঐ)	ঐ ...	১১২
ব্যাকৃটিরিয়ার আরো গল্প (বিজ্ঞানের কথা)	ঐ ...	৪৫৩
ব্যাঘ্র-চরিত (শিকার-কাহিনী)	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৪৭৮
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক	...	৬১, ১১৯, ১৮৪, ২৪৫, ৩১০, ৩৬৯, ৪৩৮, ৫০৪, ৫০৭, ৭০৭, ৭৬৬
ভালবাসি (কবিতা) ...	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ ...	২৫৯
ভূগোলের মাষ্টার (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি ...	৭৩৫
ভূত দেখা (গল্প) ...	শ্রীসুবোধ বসু ...	৫৮১
ভূতনাথ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৬৭
মকরকেতুর অভিযান ...	শ্রীসুকুমার দে সরকার ...	৫২৬
মণিমঞ্জুষা ...	...	৩০৭, ৪৩৬, ৬৫২
মনোরঞ্জন (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৯০
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৫১
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	... ...	৬৫৪
মরাল (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৭১৫
মাকড়সা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীজগৎমোহন সেন, বি. এস্-সি, বি-এড্ ...	৭৫৪
মামীর কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	২২৬
মেঘ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৩৮৭
মেপে দেখ (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী ...	৩৯৬
মোয়া, ডোডো আর তার সঙ্গীরা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	[illegible]০
যুদ্ধের খবর (সচিত্র) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্ ...	[illegible]
য়্যালুমিনিয়াম্ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	[illegible]

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
রাজার বদলে দেশরক্ষক (ইতিহাসের কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ...	২১২
রাজা হব (কবিতা) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ...	৫১৫
রাবণ রাজার দেশ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৪২২
রামধনু (কবিতা) ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	১৩১
লক্ষ্মীর বিচার (গল্প) ...	শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	৭৩০
লজ্জাবতী সুন্দরীর জন্মকথা (সচিত্র)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	১৩২
লা-শিলারিও (গল্প) ...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ ...	১৩৬
শঙ্খিনীর পাল্ক (গল্প) ...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	৬৪৫
শত কবিতার শোচনীয় পরিণাম (গল্প)	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী ...	৫৯
শরতের গান (কবিতা) ...	শ্রীফাল্গুনী রায় ...	৫৬২
শহর ও গ্রাম (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৬১৫
শারদীয়া (কবিতা) ...	শ্রীমাধুরীরাণী ঘোষ ...	৫৬২
শাল-দোশালার কাণ্ড (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৬৯
শিশুর ডাক (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৬৫৯
শিশুসাহিত্য-সংবাদ ..	...	৫১১, ৫৭৩, ৬৫৫, ৭১০, ৭৬৯
শের শাহ (ইতিহাসের কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ...	৬৭৮
শেষরক্ষা (গল্প) ...	শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	৫৫৬
সত্যিই মা বোঝেন না (গল্প)	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	৪৮১
সন্দেশ ...		৬২, ১২৫, ১৯০, ২৪৯, ৩১৭, ৩৮১, ৪৪৬, ৫০৮, ৫৭৫,
...	...	৬৫৭, ৭১১, ৭৬৯
সব চেয়ে করুণ (গল্প) ...	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী ...	৪২০
সরস্বতী পূজোর বাজেট (কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ...	২১
সহজ হিসাব (কবিতা) ...	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ..	১৮৯
সাইরিংস (গল্প) ...	শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্. এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন	২৪৪
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ...	...	১৯, ১৭৮, ২৩৮, ৪৭৭, ৫২৪, ৭০৪
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর ...	...	৬৪, ১৮৯, ২৫৬, ৫০৫, ৫৬১, ৭৬৭
সীলসিংহ (শিকার কাহিনী)	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	৩৩৪
স্মৃতিতর্পণ ...	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী ...	৭৬
স্মৃতির পূজা ...	... ...	৯০
হল্যাণ্ড (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৬৮৯
হর্ষবর্দ্ধনের অমরত্ব লাভ (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৪৬৮
হৃদয়বিদারক ঘটনা (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু ...	২

রামধনু

ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৪৫
বার্ষিক ২৸০, ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।০

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভ

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, যাণ্মাসিক ১৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরত [illegible] সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ [illegible] টিকেট [illegible] হইবেন না। [illegible] কপি রাখিয়া লেখা [illegible] হইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। [illegible] উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের [illegible] তারিখের মধ্যে পাঠাইতে [illegible] কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাইতে পারিবেন।

[illegible]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

[illegible] বই-ই
কিনতে হবে
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
থেকে।

স্কুলের সব বই তো বটেই, তা' ছাড়া অন্যান্য সব রকম ভাল ভাল বাংলা, ইংরেজী বইও এখানেই পাবে।

যারা মফঃস্বলে থাক তারা সমস্ত বইএর ভি, পি, অর্ডার এখানে পাঠালেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

চিঠি লিখলেই আমাদের বাংলা বইএর সচিত্র ক্যাটালগ্ এবং ম্যাট্রিক্, আই-এ বা বি-এর ক্যাটালগ্ (ম্যাট্রিকের ও আই-এর সিলেবাসও) পাঠান হয়।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কবি হেমচন্দ্র বাগচীর
— কয়েকখানি সুন্দর বই —
ছোটদের উপন্যাস
তপনকুমারের অভিযান ... ৷৷০
ছোটদের গল্প
মায়া-প্রদীপ ... ৷৷০
কবিতার বই
দীপান্বিতা ... ১৷৷০
তীর্থপথে ... ১৲
মানস-বিরহ ... ৷৷০
প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ও অন্যান্য গ্রন্থালয়।
প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স, ২এ কুপার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
ঠাকুরমার ঝুলি
নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা
শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ৷৷০ আনা
শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷৷০ আনা
শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৷০, সাধারণ—১৷০
জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

২য় খণ্ড ... ৷৷০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।

রঙ্গিন ঝক্‌ঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—৷৷৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—৷৷৵০

একাধারে হাসি ও রহস্য (Mystery) দু'খানি বই-ই শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সং) ১৲

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৸০

বাংলার কিশোর-সমাজের চিরপ্রিয় চিরনূতন কুশাগ্রবুদ্ধি হুকা-কাশির দু'খানি অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী। "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ— শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ.

ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীরথীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই, সবই হাসির গল্প—হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। এত হাসির দাম মাত্র

দশ আনা

অনেক ছবি আছে, রঙ্গিন, বাঁধান মলাট

[illegible]

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ প্রণীত

রং-চং

গল্পের বই

কেবল হাসি — কেবল মজা

চমৎকার ছাপা — চমৎকার কাগজ

চমৎকার ছবি

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা, প্রিয়জনকে দিবার **গল্পের** বই

জন্মদিনের উপহার

সরস, সুন্দর, — ঝরঝরে ছাপা

হাস্যমধুর গল্প — চকচকে মলাট

অপরূপ ছবি

দাম নয় আনা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে, অল্প খরচে স্নো, পাউডার, সাবান, লজেন্স, কালি প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার উপায় এ বইএ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুবই কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

সুলেখক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন প্রণীত

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

এক সঙ্গে ছোটদের উপযোগী

দু'খানি উপন্যাস

ছেলে-মহলে এ বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

সুন্দর ছাপা, ছবি, মলাট ; দাম ৷৵০

কালীতারা প্রেস

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে, সুলভে ছাপার কাজ হয়। ছোট ছোট জব্‌ কাজ হইতে বড় বড় বই, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন—সমস্তই ছাপা হয়। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬, টাউনসেণ্ড্‌ রোড্‌, ভবানীপুর, কলিকাতা

উপরের সমস্ত পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত অভিনব বার্ষিক—

পাড়ায় একখানা ঝলমল গেলেই হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে! এতে হাসির গল্প, কবিতা, নাটক, এডভেঞ্চারের গল্প, ইতিহাসের গল্প, গান প্রভৃতি সবই আছে। তিনশত পৃষ্ঠার বই, রাশি রাশি ছবি, **দাম দেড় টাকা**

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণদের
সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে

সডাক বার্ষিক মূল্য	২৷৷৹ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য	১।৹ টাকা

প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার	১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫৲ টাকা

[প্রবেশ ফি ন্ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩।৹ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোটদের
নূতন বই !!

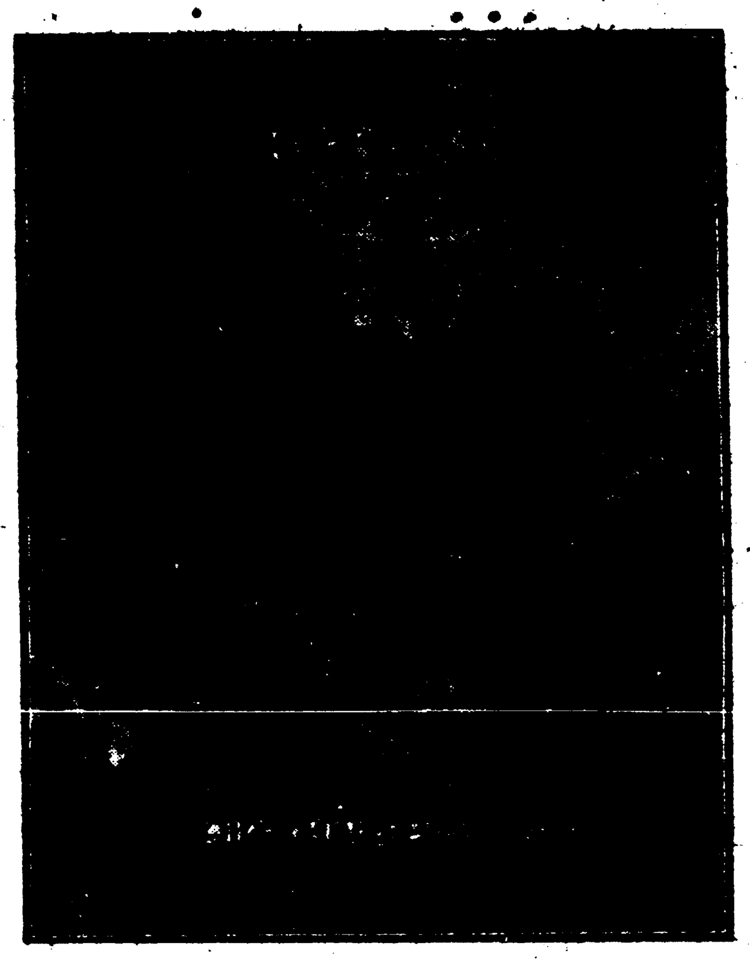

বাঘের মত বেড়াল, হাতীর মত ডালকুত্তা, তালগাছের মত দীর্ঘকায় মানুষের ভীষণ প্রতিহিংসা গায়ে কাঁটা দেয়।

দাম ১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কালান্তক লালফিতা ৷৷৵৹
শ্রীসুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত প্রণীত
পুরস্কার প্রতিযোগিতা ৷৷৵৹
শ্রীপ্রমথনাথ সেন প্রণীত
রাজর্ষি অশোক ৷৷৵৹
রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্ক্‌ল্ ।৵৹
সুর মাধুরী ।৵৹
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত
বিজ্ঞানের বিস্ময় (২য় সং) ৷৷৹

নূতন বই !!

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত
বালুচরের বিভীষিকা ৵৹
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
কুড়ের বাদশা ৵৹
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত
পদ্মার বুকে রহস্য ৵৹
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
অসম্ভবের দেশে ১৲
রক্তবাদল ঝরে ১৲

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটী বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত।
দাম ৷৷৵৹

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর
হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত
ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস ; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা ; ঝকঝকে বাঁধাই
দাম আট আনা
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়
কমলা পাব্লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

*** জলছবি ***

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর ! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ !

বার্ষিক ২৷৷৵০ ; ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য মাসিকের আকারে ও পরিবর্দ্ধিতরূপে
মাসপয়লা বৈশাখে একাদশ বর্ষে
পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য
সডাক ১৷৷০
ষাণ্মাসিক ৸৵০
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রসিদ্ধ লেখকদের নানা বৈচিত্র্যময় লেখায় ও ছবিতে এবছরের মাসপয়লা অপূর্ব্ব হইয়াছে।

মাসপয়লা ছোটদের সব চেয়ে প্রিয় ও সুলভ মাসিক।

আজই ১৷৷০ মণি অর্ডারে পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির
১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোটদের অপরূপ আশ্চর্য্য বই

পৃথিবীর রূপকথা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সবুজ লেখা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর গল্প

পৃথিবীর উপন্যাস

মূল্য পাঁচসিকা ও এক টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গল্পের দেশে

দক্ষিণারঞ্জনের সভলেখা বাছাই করা গল্প।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দুধসায়রের পথে

সুকুমার দে সরকার

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

পৃথিবীর সকল দেশের হাসির গল্পের সমষ্টি।
মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পৃথিবীর শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দু'খানা বই। মূল্য বারো আনা ও এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাচী পাবলিশিং হাউস
১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি—

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১৷০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৳০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৳০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷৹

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

=বইয়ের মত বই=

শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত

মজাদার	৷৶০	রামায়ণ	৷৶০
ইকড়ি-মিকড়ি	৷৷৶০	কাতু কুতু	৷৷০
হাঁউ মাঁউ খাঁউ	৷/০	টাকডুমাডুম্	৷/০
ছবির বই	৶১০	ধিন্-তা-ধিনা	৷০

কালোমাণিক ৷/০

শ্রীবিমল দত্ত প্রণীত

বিবিধ জ্ঞান	৷৷০	মজার পড়া	৶০
লাফিংগ্যাস্	৷৷০	জঙ্গলের রাজা	৷৷০

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ৷৷৶০
রত্নখনির বিভীষিকা ১৲
পিরামিডের গুপ্তধন ৳০

শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত

চলার পথে ৷০

চারু-সাহিত্য কুটীর
পি ৩৪, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

বাংলা ভাষায় নতুন জিনিষ

সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট গ্রন্থ

অনুসন্ধানী

রামধনুর সুলেখক
শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্
প্রণীত

সুকৌশলে বিশদভাবে, স্বচ্ছ, সরল ভাষায় নতুন ধরণে লেখা। এই চলমান যুগের সঙ্গে চলিতে হইলে এ বই একখানি ঘরে রাখিতেই হইবে।

খুব শীঘ্রই বাহির হইবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
৩বি, রসা রোড, কলিকাতা

এ মাসের দুটি জবর খবর—

মণ্টুর মাষ্টার

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

এবং

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

যাট পাউণ্ডের মূল্যবান্ পুরু কার্টিজ্ পেপারে বিরাট কলেবরে বিচিত্র রাজসংস্করণ—শিবরাম বাবুর বাছাই করা সেরা গল্প সব, যেমন ভারী মজার তেমনি দারুণ হাসির। এ-বইয়ের তুলনা হয় না। দাম সেই ছ' আনাই।

কলকাতার হালচালের সেই চূড়ান্ত হাস্যকর দু'ভাই, রামধনুর পাতায় প্রথম যাদের পরিচয় তোমরা পেয়েছ, মাসিক ভাইবোনে মাসের পর মাস শীঘ্রই আবার যাদের দেখা পাবে, সেই দু'ভাই হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে—বোমা-বারুদ্ এরোপ্লেন ঘটিত আসল আধুনিক মহাসমরে। গিয়ে কী বিপর্য্যয় কাণ্ড—কী মারাত্মক মজাই না তাঁরা বাধিয়েছেন পড়লেই টের পাবে! অসংখ্য ছবি—দাম কিন্তু ছ' আনা।

সব বড় বড় বইয়ের দোকানেই পাবে। আজই!

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে!

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

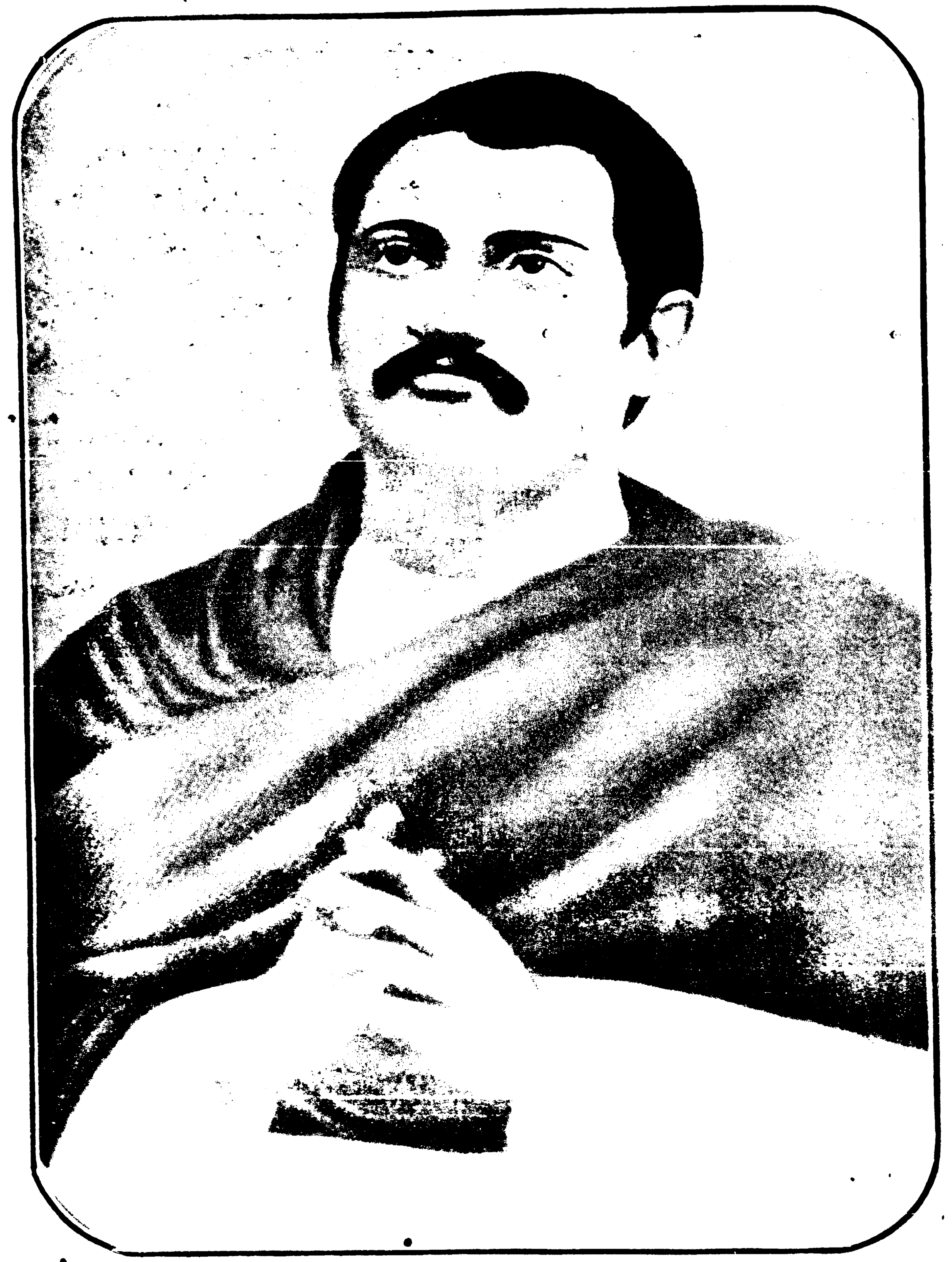

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

১২শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৫ | ১ম সংখ্যা

নিরাশ্রয়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আশ্রয় যার নাহি সত্য কি
সে জন নিরাশ্রয় ?
বিশ্বনাথ আর বিশ্ব যে তারে
আপন করিয়া লয়।
গ্রহে গ্রহে হায় বাজে তার টান,
তারে ল'তে ধরা হয় আগুয়ান.
তাহারে ধরিতে মাথা পাতে শিব,
ভগীরথ চেয়ে রয়।

২

আশ্রয় কোথা ? কোথায় রয়েছে
রবি শশী গ্রহ তারা,
এই যে ধরণী ঘুরিয়া ফিরিছে
নিজে আশ্রয়হারা !
তবু সে দিতেছে কত জনে ঠাঁই,
স্নেহের তাহার তুলনা যে নাই,
বুক বেয়ে তার স্নেহের নিঝর
করুণার ধারা বয়।

৩

শুধু একজন সবার আপন
সবাকার নির্ভর,
সবার শরণ, সবার সুহৃদ্,
নাহিক আত্মপর।
সে বিশ্বরূপ ভয় ও অভয়,
সৃষ্টি তাহারে আলিঙ্গি রয়,
নির্ভয় সেই যাহার হয়েছে
তার সাথে পরিচয়।

হৃদয়-বিদারক ঘটনা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

বই লিখে আমার নাম হয়েছে সেটা অস্বীকার করতে পারি নে। রোজগারও ভালো, যদিও বাইরের লোক যতটা বলে ততটা নয়। নানা বয়সের ভক্তদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত চিঠিপত্র আমি প্রায়ই পেয়ে থাকি। শালকেতে, বাজে শিবপুরে, চেৎলায় ও আলমবাজারে

আমি সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করেছি, খবরের কাগজে ফোটো বেরিয়েছে, আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে যে খোদ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে সম্বর্দ্ধনা হবে না সে কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

তোমরা মনে করতে পারো যে আমি বেশ আছি। আমার নিজের মতও অনেকটা সেইরকম। তবে কি জানো, অবিমিশ্র সুখ সত্যি বুঝি জগতে নেই। আমি জানি, আমাকে যারা হিংসে করে তারা আমার খ্যাতিটাকেই হিংসে করে। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমরা, খ্যাতিতে কোন সুখ নেই। যখন দেখতে পাই—উঃ, ঐ ঘৃণিত নামটাও মুখে আনতে হ'লো—না, আরো মর্ম্মান্তিক—যে-কলম দিয়ে আমি 'রহস্যশতক' 'জাল ইন্দ্রের ইন্দ্রজাল' 'কঙ্কালের কলঙ্ক' প্রভৃতি স্বনামধন্য বইগুলো লিখেছি, আমার সেই দশ বছরের পুরোনো ওয়াটারম্যান দিয়ে সেই ঘৃণিত নামটা লিখতে হ'লো !—যখন দেখতে পাই যে দিঙ্‌নাগ পালও একজন 'বিখ্যাত' লেখক, তার বইও লোকে কেনে এবং পড়ে, তার ছবিও কাগজে ছাপা হয়, মাঝেরহাট, কি বেহালা, কি লিলুয়াতে সে-ও সভাপতিত্ব করতে যায়, তখন আমি বুঝতে পারি খ্যাতি কত অসার জিনিস, আমার এই খ্যাতিকে রাস্তার কাদায় ছুঁড়ে পা দিয়ে থেঁৎলে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হায়, বাংলাদেশে বিখ্যাত হওয়া সোজা হ'তে পারে (দিঙ্‌নাগ পালই তো তার উদাহরণ !) কিন্তু একবার খ্যাতি অর্জন করলে আবার অ-খ্যাত হওয়া অসম্ভব। যতই আমি একে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, ততই এ ছিনে-জোঁকের মতো আমার গায়ে লেগে থাকে, এবং আমারই রক্তে দিন-দিন বর্দ্ধিত হয়। মনের দুঃখে এক-একবার ভাবি যা হয়েছে হয়েছে, এর পর আর নতুন কিছু লিখবো না, তা হ'লেই লোকে আস্তে-আস্তে আমাকে ভুলে যাবে; কিন্তু একদিকে সম্পাদক ও প্রকাশকের তাড়ায়, অন্যদিকে টাকা দরকারি জিনিস ব'লে সেটা সম্ভব হয় না।

তোমরা নিশ্চয়ই ঐ লোকটার লেখা পড়েছো। (দু' বার নাম করেছি, আর পারবো না, মাপ কোরো।) তোমাদের দোষ দিই নে—দেশসুদ্ধ লোকই ওকে নিয়ে লাফাচ্ছে, আর তোমরা তো ছেলেমানুষ ! আমি অবাক্ হ'য়ে ভাবি যে, সমস্ত লোক কি এতই বোকা যে এটাও বুঝতে পারে না যে ঐ লোকটার লেখায় ছত্রে-ছত্রে বানান ভুল, ভাষার ভুল, গল্পের মাথামুণ্ডু কিছু নেই, কাতুকুতু দিয়ে হাসায়, বহুরূপী সেজে ভয় দেখায়, মড়াকান্না কেঁদে চোখে জল আনে। ও যদি লেখক হয় তবে লেখক কে নয় ? সূত্রপাতেই তাকে একেবারে থামিয়ে দেয়া উচিত ছিলো; যার যোগ্য জায়গা একমাত্র পাটের গুদোম, যার যোগ্য কাজ একমাত্র হিসেব লেখা, তাকে বাহবা দিয়ে বাড়িয়ে তুলে এমন হয়েছে যে তার নিজেরই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; যত ঘোরতর রাবিশই লিখুক, মনে ভাবে কী একখানা কাণ্ডই ক'রে ফেলেছে ! আমার পক্ষে সব চেয়ে

হৃদয়-বিদারক ঘটনা এই যে ঐ লোকটা নিজেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে—এমন কি, এ-ও মনে করে যে আমি ওকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি! সেই ধারণা থেকে লোকে যখন ওর সঙ্গে আমার (ধরণী, দ্বিধা হও।) তুলনামূলক সমালোচনা লেখে তখন আমার সত্যি মনে হয় যে পৃথিবীতে না জন্মালেই ভালো ছিলো। আমার কোন-কোন ভক্ত এসে যখন বলে, 'সত্যি, আপনার লেখা! কোথায় লাগে—! (ঐ লোকটার নাম ক'রে)' তখন আমার ইচ্ছে করে ঐ ভক্তকে কড়াইতে চাপিয়ে গরম তেলে ভাজি।

এ-সব কারণে, বাইরে থেকে যাই মনে হোক, মনে আমার সুখ নেই। আর মনে সুখ নেই ব'লে শরীরও খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। এই অল্প বয়সেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ধরেছে, ডাক্তাররা ব্লাড প্রেশার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বলছেন। বুঝতে পারছি, আমার ভবলীলা আর বেশিদিন নেই। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সম্বর্দ্ধনা ঐ লোকটার কপালেই আছে। ওটার আবার ষাঁড়ের মতো শরীর কিনা!

সত্যি-সত্যি আমার শরীর সেবার এতই খারাপ হ'য়ে পড়লো যে ভাবলুম কলকাতার বাইরে কিছুদিন কাটিয়ে আসি। বাইরে গেলে হয়তো ঐ লোকটার নামও কানে কম আসবে, ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে না, খবরের কাগজ না খুললেও চলবে···সব রকমই সুবিধে। পুজোর আগে 'রক্তমাখা হাতে' লিখে কড়কড়ে পাঁচ শো টাকা পেয়ে গেলুম; সঙ্গে-সঙ্গে তল্পিতল্পা গুছিয়ে আমার দারজিলিং যাত্রা। কাউকে জানতে দিলুম না কোথায় যাচ্ছি; বাড়িতে ব'লে গেলুম যে আমার নামের কোন চিঠি, পত্রিকা কি খবরের কাগজ পাঠাতে হবে না, এবং কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার ঠিকানাও যেন না দেওয়া হয়। কিছুদিন শান্তিতে কাটিয়ে আসি।

দারজিলিং-এ সন্ট হিল্ রোডে বাড়ি নিয়েছিলুম। বাড়িটি অকল্যাণ্ড রোড থেকে অন্ততঃ দু'শো ফুট উঁচুতে, বুক-ভাঙা পথ। অনেকে সেটা অসুবিধে মনে করতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাতে ছিলো ডবল সুবিধে। প্রথমতঃ, ওঠা-নামায় আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারবে; দ্বিতীয়তঃ, এখানেও যদি ভক্তের উৎপাতের আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ দু'শো ফুট চড়াই আমাকে কিছুটা অন্ততঃ রক্ষা করতে পারবে। বেশ খুসি হ'য়েই বাড়িটিতে গুছিয়ে বসলুম। দারজিলিং-এ আকাশ নীল, বাতাস ঠাণ্ডা, চারদিকে চোখের অফুরন্ত ভোজ; তা ছাড়া হাঁটাহাঁটিতে ও আবহাওয়ার গুণে আমার প্রচণ্ড ক্ষিদে হ'তে লাগলো; যা খাই তাই হজম হ'য়ে যায়। মনে-মনে ভাবলুম, এ-ভাবে চললে আমি নতুন মানুষ হয়ে কলকাতায় ফিরবো।

কিন্তু হায়, সুখ মরীচিকা মাত্র। আমার প্রথম ফূর্ত্তির ধাক্কায় ভেবে দেখি নি, যে দারজিলিং-এই আমি সব চেয়ে কম নিরাপদ্। এখানে সকলেই দিনের বেশির ভাগ বাইরে কাটায়, সকলেই পায়ে হেঁটে বেড়ায়, এবং সহরটি অতিশয় ছোট। কাজেই এবার পুজোর হিড়িকে যত লোক

বেড়াতে এসেছে তাদের একজনের সঙ্গে অন্ত সকলের বহুবার দেখা হওয়া অনিবার্য্য। আমার অবস্থা এখানে যে খুব সুখের হবে না সেটা বুঝতে পারলুম সেদিন সকালবেলায়—

ম্যাল্-এ একটা বেঞ্চিতে ব'সে আছি, মনটা বেশ খুসি। বাড়ি থেকে দুটো ডিম, একটা বড়ো পাউরুটির অর্দ্ধেকটা (সঙ্গে মাখন ও জ্যাম) ও তিন পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন মনে হচ্ছে একটু পরেই আবার বেশ ক্ষিদে পেয়ে যাবে। এতেও কার মন ভাল না হয়, বলো? চুপচাপ ব'সে জঠরের অপূর্ব্ব শূন্যতা উপভোগ করছি, এমন সময় বিলিতি পোষাক পরা একটি ছেলে আমার সামনে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালো।

'চিনতে পারছেন?'

'না।' (বেশ রূঢ়স্বরেই)

'আজ্ঞে আপনিই তো সেই প্রসিদ্ধ লেখক—'

'আপনার কী দরকার?'

'সেবার মার্চ্চ মাসে আপনি শালকের মাভৈঃ লাইব্রেরির উদ্বোধন করেছিলেন—আমি সেখানে ছিলুম।'

'ও।'

'একবার আপনার পকেট থেকে রুমাল প'ড়ে গিয়েছিলো, আমিই তুলে দিয়েছিলুম।'

'ও।'

একটু চুপ।

'এখানে কোথায় আছেন?'

'হোটেল হিমালয়-এ।' ঝাড়া মিথ্যেটা বলতে একটু আটকালো মুখে, কিন্তু বললুম।

'কদ্দিন আছেন?'

'ঠিক নেই।' ব'লেই আমি উঠে পড়লুম, এবং ছেলেটির দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলুম যেদিকে চোখ গেলো।

এর পর দু'দিন আর ম্যালের রাস্তা মাড়াই নি। কেতাদুরস্ত পথঘাট ছেড়ে সহরের বাইরে নানা বিচিত্র পথে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু মানুষ কি অদৃষ্টকে এড়াতে পারে? একদিন জলাপাহাড়ের পথে একটা হাওয়া-ঘরে ব'সে তুষারশ্রেণীর সৌন্দর্য্যে মগ্ন হ'য়ে আছি, এমন সময় মস্ত একটা দলের মুখোমুখি প'ড়ে গেলুম—সেই ছেলেটি, আর একজন ভদ্রলোক, দুটি মেয়ে ও দুটি বাচ্চা ছেলে। আমি তড়াক ক'রে উঠে নীচের দিকের একটা রাস্তা দিয়ে দৌড় দেব ভাবছি, ছেলেটি ক্ষিপ্রগতিতে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালো।

'এই যে, নমস্কার। আপনি এখনো আছেন তা হ'লে?'

'আছি।'

'বেশ বাড়িটি পেয়েছেন সন্ট হিল্ রোডে।'

আমি চুপ।

'ইনি আমার দাদা। এখানেই থাকেন, ডাক্তার।' ছেলেটি পরিচয় করিয়ে দেওয়ামাত্র ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একগাল হেসে বল্লেন, 'আজ্ঞে আমার নাম রাজেন্দ্র রক্ষিত। আপনার দর্শন পেয়ে আজ ধন্য হলুম। আপনার বই কত যে পড়েছি! শুধু কি আমি? আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকে মারামারি লেগেই আছে। আর ওদের মা—তিনিও আপনার বই পেলে তাঁর দাঁতের ব্যথা পর্য্যন্ত ভুলে যান। আপনার প্রত্যেকটি বই দু' কপি ক'রে না কিন্‌লে আমার চলে না। এই মঞ্জু, তিনু—তোরা আয়, এঁকে প্রণাম কর্।'

ভদ্রলোকের চার-চারটি অপত্য একে-একে আমাকে প্রণাম করলো; আমি মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তার পর রাজেন বাবু বল্‌লেন, 'যদি অভয় দেন তো একটি অনুরোধ জানাই। আমাদের এতই যখন সৌভাগ্য হ'লো যে আপনাকে কাছাকাছি পেলুম আপনি কি···আপনি কি একদিন দয়া ক'রে আমাদের ওখানে···বেশিক্ষণের জন্য নয়···আপনার পায়ের ধুলো পেলে আমরা সবাই ধন্য হব।'

আমি আরম্ভ করলুম, 'আমার শরীর তো··'

'আজ্ঞে আপনার স্বাস্থ্য তো আমাদের পক্ষেও মূল্যবান্। ষ্টেশনের কাছেই আমাদের বাড়ি; বেড়াতে তো বেরোন রোজই, যদি দয়া ক'রে একদিন···যে কোনদিন আপনার সুবিধে, এই নরেন গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে।'

জগতে ভদ্রতা ব'লে একটা জিনিস আছে ব'লে বলতে হ'লো, 'দেখি।'

এর পরে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রোজ একবার ক'রে নরেনের আমার বাড়িতে আবির্ভাব হ'তে লাগলো। আমাকে না নিয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। রাজেন বাবু নিজেও দু'দিন এলেন। তখন আমার মনে হ'লো যে না যাবার চেষ্টায় আমি যতটা সময় ও শক্তি নষ্ট করছি, তার চাইতে একদিন গিয়ে আপদ্ চুকিয়ে ফেলা সহজ। তা ছাড়া, দারজিলিং-এর মতো জায়গায় বারোমাস থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের এত উৎসাহ—আমার সমস্ত বই দু' খানা ক'রে আছে—কিছুটা ভালোও লাগলো।

অগত্যা এক রবিবারের বিকেল চারটেয় নরেনের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বসবার ঘরটি আমার আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে সাজানো। চায়ের বিরাট্ আয়োজন,

এবং আমি এমনভাবে খেলুম যে আমার যে কখনো ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ছিলো তা যেন ভুলেই গেছি। রাজেন বাবুর ছোটো মেয়েটী হার্মোনিয়ম বাজিয়ে এক বছরের পুরোনো রেকর্ডের দুটি গান করলো। রাজেন বাবু নিজে নানা রকম আলাপে ও ভদ্রতায় আমাকে আপ্যায়িত করলেন—ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালোই লাগলো মোটের উপর।

তার পর আমি উঠি-উঠি করছি, রাজেনবাবু বললেন, 'ঐ আলমারিটায় আপনার বইগুলো, আপনি যদি দয়া ক'রে একবার···'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চলুন দেখি।'

ভদ্রলোকেরা বইয়ের যত্ন নেন বটে। কাচের আলমারির পাল্লাগুলোয় কালো পর্দ্দা দেওয়া, বাইরে ভারি তালা। তালা খোলা হ'লো, টানা হ'লো পাল্লা; দেখা গেলো সারি-সারি ঝকঝকে বই সাজানো···

একবার তাকিয়ে আমি আর দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি স'রে এসে একটা ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম; হঠাৎ যেন আমার ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গেলো।

বইগুলো সব **ঐ লোকটার।**

এদিকে রাজেন বাবু বলছেন, '···এই যে আপনার সব শেষের বইটি, "বিদ্যুল্লতা"। ওঃ, এটি যা হয়েছে!···এ কী! আপনার কি হঠাৎ অসুখ করলো?'

আমি বল্‌লুম, 'আজ্ঞে আপনারা ভুল করেছেন, আমার নাম জলদচি স্বাহা। ব-ফলাওয়ালা স্বাহা, মনে রাখবেন। ইংরিজিতে S-V-A-H-A। আমার পূর্ব্বপুরুষরা অশিক্ষিত ছিলেন, নিজের নামের বানান জানতেন না।'

নরেন ফস ক'রে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, দাদা, আমি তো তোমাকে বলেছি যে ইনি জলদর্চি-বাবু, দিঙ্‌নাগ বাবু নন। দিঙ্‌নাগ বাবু এবার পণ্ডিচেরি গেছেন যোগের লেসন্স্ নিতে, দেখো নি কাগজে?'

রাজেন বাবুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো; তিনি আমতা-আমতা ক'রে কী কতগুলো বললেন বুঝতে পারলুম না। শোনবার ইচ্ছেও ছিলো না।

নরেনই আবার বল্‌লে, 'তা আপনার বইও আছে আমাদের বাড়িতে। ওরে মঞ্জু, "চিত্রগুপ্তের ডায়েরি"খানা নিয়ে আয় তো।'

'আজ্ঞে ও-বইয়ের লেখক আমি নই। এবং আপনাদের বাড়িতে আমার বই নেই এ আমি খুব সুখের বিষয়ই মনে করি।'

'ভুল হ'য়ে গেছে, অপরাধ নেবেন না, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে···' রাজেন বাবুর করুণ আর্ত্তস্বর শুনতে পেলুম।

বাড়ি ফিরে এসে আমার ভয়ানক বমি হ'লো। ও বাড়িতে যা কিছু খেয়েছিলুম, সব; মায় পানটুকু সুদ্ধ। তার পর এলো জ্বর। জ্বর নিয়েই ফিরে এলুম কলকাতায়। সেই জ্বর থেকে একটা বিদ্ঘুটে শক্ত অসুখে দাঁড়ালো, মরতে-মরতে বেঁচে উঠলুম। কিন্তু মরলেই বুঝি ভালো ছিলো!

ক্যামেরার সামনে

ফটোগ্রাফার—হ্যাঁ, এইবার একটু 'পোজ্' দিন তো?

শিল্পী:—শ্রীযুক্তা বি. গুহ

বড়দের কথা

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল যেমন অনন্যসাধারণ, স্মরণশক্তির জন্য প্রসিদ্ধিও ছিল তেম্নি অসাধারণ। বাংলাদেশে ইংরাজ-রাজত্বের যখন গোড়াপত্তন আরম্ভ হয় জগন্নাথ সেই আমোলের লোক। সে সময় বাংলা দেশের যাঁরা চাঁই—তা তাঁরা বিদেশীই হোন্ আর এদেশবাসীই হোন,—প্রত্যেকেই জগন্নাথকে বিশেষ খাতির করে চল্‌তেন; যেমন ওয়ারেন হেষ্টিংস্, মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্ তো জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম করতে অজ্ঞানই হয়ে পড়তেন—যখন তখন কলকাতা থেকে সস্ত্রীক এসে তিনি জগন্নাথের ত্রিবেণীর বাড়ীতে অতিথি হতেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মরণশক্তি আমাদের দেশে ঠিক প্রবাদের মত চলে আসছে। কারও স্মৃতিশক্তির তারিফ করতে হলে আমরা প্রায়ই বলি, "ওঃ লোকটা যেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন!" ভদ্রলোকের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির একটু নমুনা শোন। একবার গঙ্গার ধারে দুই সাহেবের মধ্যে দারুণ ঝগ্ড়া বেধে যায়; প্রথমে কথা কাটাকাটি, তার পর একেবারে হাতাহাতি। ঠিক সেই সময় জগন্নাথ গঙ্গার ঘাটে বসে বসে আহ্নিক করছিলেন, কাজেই ব্যাপারটা তিনি আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করলেন।

তার পরেই তো দুই সাহেব পরস্পর পরস্পরের নামে একদম আদালতে নালিশ ঠুকে দিল। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ঘটনার কেউ সাক্ষী আছে?" তারা বল্লে, "আর তো কেউ সেখানে ছিল না, তবে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ঘাটে বসে ছিল বটে! সে সবই দেখেছে, সবই জানে।" তখন খোঁজ খোঁজ; অনুসন্ধানে জানা গেল, এ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণটি আর কেউ নন, স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন! তখন আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্য জগন্নাথের ডাক পড়ল; তিনি উপস্থিত হয়ে বিচারককে বল্লেন, "এরা ঝগড়া আর মারামারি যে করেছে তা আমি

নিজে চোখেই দেখেছি, কিন্তু দোষ কার তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কেননা আমি তো আর ইংরাজী জানি না! তবে কে কাকে কি বলেছে তা আমার স্পষ্ট মনে আছে”—এই বলে ঝগড়ার সময় কোন্ সাহেব কি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন আগাগোড়া তিনি তা বলে গেলেন। সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ঘটনাটা একটু-আধটু অতিরঞ্জিত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তা হলেও পণ্ডিতমশাই যে শ্রুতিধর ছিলেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

* * *

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা-সরকারের শিক্ষা বিভাগে উঁচু চাকরী করতেন তা তোমরা জান। বোধ করি এটাও জান যে তিনি ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্যের গর্ব্ব তাঁর ছিল। একবার এই নিয়ে ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে; একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। ইতিপূর্ব্বে মৌখিক পরিচয় না থাক্‌লেও ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে সমস্ত খবরই সে ভদ্রলোক রাখ্‌তেন; তাই একটু মজা করবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “মশাই ব্রাহ্মণ? কি করা হয়?”

“আজ্ঞে ব্রাহ্মণের যা প্রকৃত কাজ তাই করি—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা।”

“কিন্তু সে জন্য বেতন তো নিয়ে থাকেন?”

“হ্যাঁ, রাজ সরকার থেকে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে বই কি!” ভূদেব বাবু জবাব দিলেন।

তোমরা বোধ হয় ভূদেব বাবুর কথার তাৎপর্য্যটা বুঝতে পেরেছ? তিনি

প্রকারান্তরে জানালেন, যে ব্রাহ্মণ টাকার বদলে বিদ্যা বিক্রী করেন না বটে, কিন্তু রাজা যে আবহমানকাল থেকে ব্রাহ্মণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে আস্‌ছেন, সেটা গ্রহণ করায় কিছুই অগৌরবের কারণ নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনুপযোগী কোন কাজই তিনি করেন না।

* * *

স্যর আইজাক্ নিউটন

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব মহাজ্ঞানীর নাম চিরকাল সোনার অক্ষরে ছাপা থাক্‌বে, যাঁদের প্রখর বুদ্ধির পরিমাপ করাও অসম্ভব, তাঁরাও ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপারে মাঝে মাঝে এমন ভুল করে বসেন যে শুনলে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। অঙ্কশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্যর আইজাক নিউটন একবার কি কাণ্ড করেছিলেন শোন! একবার তিনি একটা বাক্সের মত জিনিষ তৈরী করলেন—উদ্দেশ্য তার ভেতর দুটো কুকুরকে রাখা হবে। তার গায়ে ফোকর থাকবে, সেই ফোকরের পথে কুকুরকে ভিতরে গলিয়ে দেওয়া হবে। কুকুর দুটো ঠিক একই আকারের নয়—একটা বড়, অপরটা তার চাইতে ছোট। নিউটন তাই জিনিষটার গায়ে করলেন দুটো ফোকর; একটা বড়, সেটা দিয়ে বড় কুকুরটাকে ভিতরে ঢোকাতে

হবে, অন্যটা ছোট, সেটা হবে ছোট কুকুরের ভিতরে ঢুকবার পথ। অত বড় পণ্ডিতের এ কথাটা একবারও খেয়ালে এল না যে একটা ফোকর করলেই যথেষ্ট হত, কেননা যে ফোকর দিয়ে বড় কুকুরকে ভেতরে গলান যাবে, সেই ফোকরে ছোটটাকে ঢোকাতে কোনই অসুবিধা হবে না! যে ব্যক্তি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বার করলেন, তাঁরও এমন ভুল হওয়া সম্ভব শুন্‌লে হাসি পায় না কি?

একটা জানালা নিয়ে—

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্‌-সি)

পীতাম্বর বাবুর কলকাতায় সেদিন কি একটা বিশেষ দরকার। সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন। পীতাম্বর বাবুর শয্যার প্রতি মায়া একটু বেশী, তাই প্রত্যহ সকালে যখন তিনি শয্যাত্যাগ করেন তখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে। এ হেন পীতাম্বর বাবুর সেদিন উঠ্‌তে হয়েছে ভোর পাঁচটায়, এবং প্রাণপণে সুরু করেছেন কলকাতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে। তবুও গেল দেরী হয়ে! দেরী হ'লো তাঁর নিজের দোষে—অথচ দোষী হ'লো বাড়ীর সকলে। তাঁর স্ত্রী অকারণে খেলেন তাড়া; সামনে পড়ল ছোট মেয়েটা, সে খেল প্রচণ্ড একটা চাঁটি; চাকরটার গেল চাকরী—বাবুকে সে আরও আগে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতে পারে নি বলে···! যাই হোক, দৌড়াতে দৌড়াতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকম করে এসে ট্রেন ধরলেন তিনি। ইণ্টার ক্লাসে ভীষণ ভীড়, কাজেই বাধ্য হয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে একটা ছোট্ট খালি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়লেন। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে মনটা একটু মুষড়ে গেল বৈকি পীতাম্বর বাবুর! গোটাকতক টাকা শুধু শুধু বেশী লাগল। কিন্তু তৃপ্তিও খানিক পেলেন মনের মাঝে এই ভেবে যে, ইণ্টারে গেলে ত স্রেফ্‌ 'ব্যাঙ-চ্যাপ্টা' হ'য়ে যেতে হ'তো কিন্তু এ সেকেণ্ড ক্লাসটী একদম খালি—নিশ্চয় আর কেউ উঠ্‌ছে না এই কয়টা ষ্টেশনের মধ্যে। কাজেই

বেশ সুন্দর একটা ঘুম দেওয়া যাবে বেলা দশটা পর্য্যন্ত। বেশ টেনে একটা নিদ্রার সম্ভাবনাতেই পীতাম্বর বাবুর টাকা বেশী লাগার দুঃখটা একেবারে যেন কর্পূরের মত উবে গেল। বেশ যুৎ করে পীতাম্বর বাবু ঘুমুতে সুরু করলেন। একটু পরেই গাড়ী এসে থাম্‌ল পরের ষ্টেশনে, এবং পীতাম্বর বাবুর অত সুখের ঘুম গেল ভেঙ্গে দরজা খোলার শব্দে। চোখ মেলে তিনি দেখলেন, একটী কুলি প্রকাণ্ড একটা সুটকেস ও একটী বেডিংসহ ঢুক্‌ল সেই কামরার ভিতর, এবং তার পশ্চাতে এক ভদ্রলোক ঢুক্‌লেন—চেহারাটা তাঁর অত্যন্ত রুক্ষ ধরণের। পীতাম্বর বাবুর মেজাজ গেল বিগ্‌ড়ে, মনে হ'লো কোথা থেকে তার সাত জন্মের শত্রু এসে আজ হঠাৎ দেখা দিল। ঐ ভদ্রলোকের উপর যতই রাগ হোক না কেন বলা ত যায় না কিছু! টিকিট ত ঐ ভদ্রলোকও করেছেন, আর পীতাম্বর বাবুও এ গাড়ী "রিজার্ভ" করে উঠেন নি; কাজেই তাঁকে নীরবে সব সহ্য করতে হ'লো। মহা বিরক্তিসহকারে তিনি আবার চোখ বুজলেন, যদি ঘুমটা একটু আসে! কিন্তু যো কি তার—ভদ্রলোকটী বেশ প্রাণ খুলে মনের আনন্দে সুরু করলেন শীষ দিতে। পীতাম্বরের ঘুম স্রেফ যাকে বলে 'বনিয়াদী ঘুম', কোনও শব্দ হ'লে তাঁর ঘুম যায় ভেঙ্গে। তাঁর আর ঘুম হ'লো না, উঠে বস্‌লেন। ভদ্রলোকটীর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

ভদ্রলোকটী একটু পরে উঠে গিয়ে পীতাম্বর বাবুর বাঁ দিকের দূরের জানালাটা নামিয়ে দিলেন। পীতাম্বর এইবার গর্জ্জে উঠ্‌লেন, "জানালা নামাবেন না, মশায়!"

"কেন মশায়, এ জানালা কি আপনার নিজস্ব সম্পত্তি নাকি?" বলে ভদ্রলোক এসে বস্‌লেন পীতাম্বরের ঠিক সামনে—পায়ের উপর পা তুলে দিলেন—এবং পকেট থেকে একটী চুরুট বা'র করে সেইটা ধরিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগ্‌লেন।

পীতাম্বর বাবুর পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল, দাঁত খিচিয়ে বললেন, "মশায়ের কাছ থেকে একটুও ভদ্রতা আশা করি নি, কারণ ভদ্রলোক সত্যিকারের আপনি নন। কিন্তু ট্রেনের নিয়ম আছে, সেগুলি মান্‌বেন ত, না কি?"

ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,—"কি নিয়ম তা কি শুন্‌তে পাই?"

পীতাম্বর বল্‌লেন, "নিয়ম হচ্ছে এই যে, যে প্রথম কামরায় ঢুক্‌বে সেই জানালা ইচ্ছামত খুল্‌তে এবং বন্ধ করতে পারবে। আমি সেইজন্য চাই যে ঐ জানালাটা যেমন ছিল তেমনি উঠিয়ে দেওয়া হোক্—আমার যথেষ্ট গরম করছে !"

ভদ্রলোকটী এবার মুখের চুরুটটা নামিয়ে পীতাম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সমানে যখন বকর-বকরই করবেন ঠিক করেছেন তখন শুনুন, সত্যিকারের নিয়ম কি শুনুন। শুনে রাখলে ভবিষ্যতে আর অন্য লোকের সামনে কখনও 'বোকা' বন্‌তে হ'বে না। মশায় যখন ঐ কোণটীতে বসে আছেন এঞ্জিনের দিকে মুখ করে তখন আপনি আপনার ঐ কাছের জানালাটা ইচ্ছে করলে বন্ধ করতে পারেন, ইচ্ছে করলে খুলে রাখ্‌তে পারেন। শুধু খোলা বা বন্ধ করা কেন, ইচ্ছে করেন ত ও জানালাটা আপনার বুক-পকেটে পূরে রাখ্‌তে পারেন—এমন কি খেয়েও ফেল্‌তে পারেন। তাতে আমার কি যায় আসে ? সে বুঝবেন আপনি আর রেলওয়ে কোম্পানী। কিন্তু ঐ দূরের জানালাটা, ওটা খোলা বা বন্ধ করার উপর আপনার মশায় কোন অধিকার নেই—আপনারও যা অধিকার আর ঐ মাঠের চাষাটারও সেই অধিকার। আমি ওটা নামিয়ে দিয়েছি, আমার ভীষণ শীত করছে—নামানই থাক্‌বে ওটা, আপনি যতই কেন বকে মরুন না !"

পীতাম্বর এবার উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "ওঃ, তা হ'লে আমার নিজে হাতেই এ কাজ করতে হ'লো"—বলে গিয়ে দূরের জানালাটা উঠিয়ে দিলেন ; দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে বল্‌লেন, "কেমন নামানই থাক্‌বে, না ?"

ভদ্রলোকের চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে, বল্‌লেন, "নিশ্চয় নামান থাক্‌বে"—বলে উঠে গিয়ে জানালাটা আবার নামিয়ে দিয়ে এসে বস্‌লেন।

পীতাম্বর আবার উঠে জানালার দিকে এগুতেই ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠে বল্‌লেন, "এইবার ঐ জানালা ছুঁয়েছ কি—(এবার আর 'আপনি' বলে কথা নয়) ঐ জানালা ভেঙ্গে তার মধ্যে দিয়ে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"—বলে উঠে দাঁড়িয়ে জামার আস্তিন গুটাতে লাগ্‌লেন।

পীতাম্বর ওঁর বলিষ্ঠ দেহ আর ভাবগতিক দেখে আর জানালার দিকে অগ্রসর

হ'লেন না। বল্‌লেন, "ভয় দেখাচ্ছ, খুন করবার ভয় দেখাচ্ছ ? আচ্ছা পরের ষ্টেশনে ট্রেন থামুক, গার্ডকে ডেকে তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। ট্রেনে আজকাল বড় গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে। ঘাড় ধরে তোমাকে বার করে দেবে, বুঝলে ?"—বল্‌তে বল্‌তে রাগে ও অপমানে তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌ল—চোখে এসে গেল জল।

সেই লোকটী দাঁত খিঁচিয়ে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্‌লেন, "আরে, আরে থাম, থাম ! কচি খোকা আর কি ?" কর্‌ছেন দেখ না ! একা বার হয়েছ কেন—মাকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল ; এখনও যে রকম বুড়ো খোকাটী আছ—!"

এই সময় পরের ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। পীতাম্বর দরজা দিয়ে মুখ বার করে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগ্‌লেন, "গার্ড, এই গার্ড !" কিন্তু কেউই তার কথায় কান দিল না।

পীতাম্বরের গলা তখন সপ্তমে চড়েছে—"গার্ড, হেই গার্ড !" শেষ পর্য্যন্ত গার্ড ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে হাজির—গাড়ী তখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।

পীতাম্বর গার্ডকে দেখেই চীৎকার করে উঠ্‌লেন—"দেখুন, আমি ঐ দূরের জানালাটা—"

গার্ড তাঁর কথায় বাধা দিয়েই বল্‌লে, "বুঝেছি, কিন্তু আমি কি করব বলুন, আজ তিন দিন হ'লো ঐ জানালাটার কাচ একেবারে ভেঙ্গে গেছে—আর আমিও সমানে কোম্পানীকে বল্‌ছি ওটা সারিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোম্পানীর লোকেদের কোন লক্ষ্যই নেই ওদিকে, আমার কি দোষ বলুন—" বল্‌তে বল্‌তে গার্ড ছুট্‌ল তার গাড়ীর দিকে।

গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করেছে।

দু'জনেই একসঙ্গে তাকালেন সেই গাড়ীর জানালাটার দিকে—দেখলেন শুধু জানালার কাঠের ফ্রেমটাই আছে—মাঝখানের কাচটী নেই—একেবারে ভাঙ্গা। এই জানালা নামাতেই এতক্ষণ একজনের করছিল অতিশয় গরম, আর উঠিয়ে দিতেই একজনের করছিল ভীষণ শীত !

দু'জনে জানালাটার দিকে একসঙ্গে খানিকক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থেকে

একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একসঙ্গেই বলে উঠ্‌লেন, "কি রকম নীরেট বোকা বনে গেলেন, মশায়!"

ট্রেন চল্‌তে লাগল সমানে, কেউ কারো সঙ্গে একটা কথাও বল্‌লেন না।

হাওড়ায় যখন ট্রেন পৌঁছাল, তখন কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে চললেন গেটের দিকে। যে গেট দিয়ে ভদ্রলোক বার হ'লেন সে গেট দিয়ে বার হ'লেন না পীতাম্বর বাবু—বার হ'লেন অন্য গেট দিয়ে।

বাইরে এসে পীতাম্বর বাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছাতেই প্রায় আধ ঘণ্টা লেট করেছে। তার মানে চৌরঙ্গীতে তাঁকে পৌঁছাতেই হ'বে আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে। একখানি কালীঘাটের বাস্ সবে ছাড়্‌ছিল। পীতাম্বর বাবু চীৎকার করে উঠলেন—"বাঁধো বাঁধো।" ছুটতে ছুটতে কোনও রকমে গিয়ে উঠ্‌লেন বাসে। বাসে উঠে ভাল করে তাকাতেই দেখেন, সেই বাসেই তাঁর সামনে সেই ভদ্রলোক বসে। তিনি আবার চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন, "এই বাঁধো, বাঁধো, নেই যায়েগা।" বলেই তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। সে বাস্ গেল চলে।

পরের বাস্ কখন পেলেন, পীতাম্বর সে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে ঠিক সময়ে যেতে পেরেছিলেন কিনা তা আমরা জানি না তবে এটা ঠিক অনুমান করতে পারি যে সেদিন যখন তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন তখন বাড়ীর সকলের যে অবস্থাটা হয়েছিল সে অবস্থাটা হওয়া কেউ বোধ হয় বিশেষ পছন্দ কর্‌ত না।

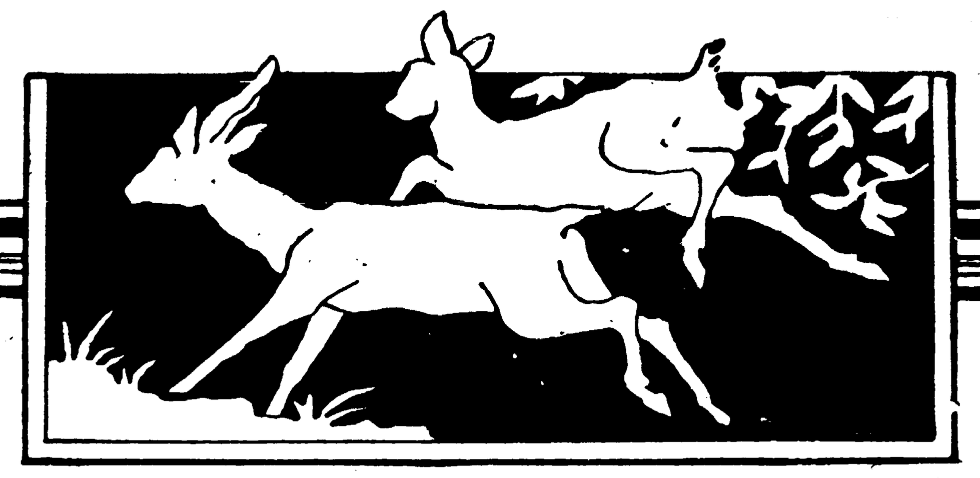

বৈজ্ঞানিক ক্রীড়া-কৌতুক

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ., বি.এস্-সি.)

বিদ্যুৎ লইয়া খেলা

আজকাল শীতকাল, বাতাস বেশ শুষ্ক হইয়াছে। ঘর্ষণ-সঞ্জাত বিদ্যুৎ (Frictional Electricity) সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার এই উপযুক্ত সময়। বর্ষাকালে, বা যে সময় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে সে সময়ে এই বিদ্যুৎ লইয়া পরীক্ষার সুবিধা হয় না।

সুনীল নামে একটি ছেলে সেদিন চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। তার চুলগুলি ছিল খুব শুকনা, হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল মাঝে মাঝে চুল আর চিরুণীতে পরস্পর ঘষা লাগিয়া কেমন একটা চিট্-চিট্ শব্দ হইতেছে। এমন মজার কাণ্ড, সবাইকে ডাকিয়া দেখাইবার লোভ সম্বরণ করা সুনীলের বয়সী ছেলের পক্ষে অসম্ভব। সুনীলের দাদা কিন্তু ব্যাপারটি দেখিয়া তেমন অবাক্ হইল না। সে কলেজে পড়ে, বিজ্ঞানের ছাত্র, বিদ্যুতের হাবভাব তার অজানা নয়। বিস্মিত সুনীলকে সে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। আর কিছু নয়, শুষ্ক চুল ও চিরুণীর ঘষায় বিদ্যুৎ জন্মিতেছে। শুধু তাই নয়, সুনীলকে সে আরও কতকগুলি মজার ব্যাপার দেখাইয়া দিল।

কতকগুলি কাগজের টুকরা কাটিয়া, মাথায় চিরুণীটা আঁচড়াইয়া সে সেটা কাগজ-টুকরাগুলির কাছে ধরিল, অমনি কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া গিয়া চিরুণীর গায়ে জড় হইল—ঠিক যেন চুম্বক আর লোহা! বাস্তবিক শীতকালে এই রকম বিদ্যুৎ লইয়া নানা রকম মজার মজার পরীক্ষা করা যায়। কয়েকটি তোমাদের শিখাইয়া দিতেছি। দেখিবে তোমরাও পরীক্ষাগুলি করিয়া কেমন আনন্দ পাইবে!

পরীক্ষার উপকরণ :—একখানি সেলুলয়েডের চিরুণী—দাম তিন আনা। একটা সীল করিবার গালার বাতি—দাম এক পয়সা; আধ বা সিকি ইঞ্চি চওড়া ও ২।৩ ইঞ্চি লম্বা কয়েক টুকরা কাগজ, ঐরূপ মাপের সিগারেট মোড়া টিনের পাত,

খানিকটা গুলি সুতা একটি পেনসিল; একটি পশমী গায়ের কাপড় বা কম্বল, একটা রেশমী রুমাল বা চাদর, এবং এক চামচে সরিষার বীজ।

পরীক্ষা ঃ—টেবিলের উপর খান দুই তিন মোটা বই চাপাও। একটি পেনসিলের মাথায় খানিকটা গুলি সুতা (১ ফুট) দু'ভাঁজ করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাও। পেনসিলের দুই তিন ইঞ্চি বইয়ের উপর রাখিয়া ঐ অংশের উপর আর কয়েকখানি বই চাপাও। বই ও পেনসিল টেবিলের কিনারায় এমন ভাবে রাখ যেন পেনসিলের ডগা ও উহার সংলগ্ন সুতা টেবিল হইতে ৪।৫ ইঞ্চি দূরে ঝুলিতে থাকে। এই দোদুল্যমান সুতাই হইবে তোমাদের বিদ্যুৎ-নির্দ্দেশক যন্ত্র।

এখন চিরুণীখানিকে তোমার গায়ের কাপড়ে বেশ করিয়া ঘষিয়া সুতার কাছে ধর। দুই তিন ইঞ্চি দূরে ধরিতেই দেখিবে সুতা চিরুণীর বিদ্যুতে আকৃষ্ট হইয়া তার গায়ে সংলগ্ন হইতেছে।

কম বার বা বেশী বার ঘষিয়া ঐ সুতা কি রকম বেগে এবং কত দূর হইতে আসিয়া চিরুণীর গায়ে সংলগ্ন হয় তাহা লক্ষ্য করিও। আর তাহার কতক্ষণ পরে উহা চিরুণীর গা হইতে পৃথক্ হইয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে তাহাও দেখিও।

এইবার চিরুণী কাপড়ে না ঘষিয়া কাপড়ের উপর চিরুণী দিয়া দুই তিনবার আঘাত কর এবং চিরুণী কেমন সুতা আকর্ষণ করে দেখ। আঘাতের মাত্রা ও সংখ্যা অনুসারে আকর্ষণের উগ্রতা কি রকম কম-বেশী হয় তাহাও লক্ষ্য কর।

এইবার চিরুণীটাকে হাতে ঘষিয়া বা আঘাত করিয়া পূর্ব্বের পরীক্ষা কর। তার পর সাধারণ কাপড়ে ঘষিয়া দেখ। বই বা অন্য জিনিসে আঘাত করিয়া দেখ।

এবারে সুতায় এক টুকরা কাগজ ঝুলাও ও উহার সহিত পূর্ব্বের পরীক্ষা কর। কাগজের বদলে এক টুকরা রাংতা ঝুলাও ও পরীক্ষা কর। তার পর ঐরূপ এক টুকরা কর্ক্ ঝুলাইয়া পরীক্ষা কর।

রেশমী সুতা, পশমী সুতা ইত্যাদি লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। চিরুণীর পরিবর্ত্তে গালার বাতি বা টুকরা লইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

কতকগুলি কাগজের কুচি টেবিলের উপর রাখিয়া ঘষা চিরুণীখানিকে উহাদের কাছে আন। কাগজগুলি লাফাইয়া চিরুণীতে সংলগ্ন হইবে। ঐরূপ সুতার কতকগুলি টুকরা লইয়া পরীক্ষা কর।

মুড়ি, খই, শুক্‌না পাতা প্রভৃতি অন্যান্য লঘু দ্রব্য লইয়াও পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

কতকগুলি সরিষা লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে সরিষার গতি, চিরুণীর গায়ে স্থিতি এবং পুনরায় তাহা হইতে পতন কেমন কৌতুকপ্রদ!

পরিশেষে হাত এবং চিরুণী প্রভৃতিকে ঈষৎ ভিজাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ কিরূপ ফল হয়।

তোমাদের পরীক্ষার ফল রামধনু-সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতে পার।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর শেষের দিকে দেখ]

১। নীচের তারিখগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিজন্য বিখ্যাত বল্‌তে পার?

১৭৬৫ খৃঃ; ১৮৫৮ খৃঃ; ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭ খৃঃ।

২। এভারেষ্টের সব চাইতে উঁচু জায়গায় পায়ে হেঁটে কে পৌঁছাতে পেরেছিলেন বল দেখি?

৩। VIBGYOR বল্‌তে কি বোঝায় জান কি?

৪। মণিকারের দোকানে জিনিষ কিন্‌তে গেলে দোকানদার হয়তো তোমায় বল্‌বে, অমুক জিনিষটা ক্যারেট্ গোল্ডে্‌র তৈরী, অমুকটা রোল্ড্ গোল্ডে্‌র, অমুকটা হোয়াইট্ গোল্ডে্‌র, অমুকটা গ্রীণ গোল্ডের—ইত্যাদি। এখানে ক্যারেট্ গোল্ড, রোল্ড্ গোল্ড, হোয়াইট্ গোল্ড এবং গ্রীণ্ গোল্ড্ বল্‌তে **ঠিক** কি বোঝ বল দেখি!

৫। নীচে যে কথাগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি কি ঠিক আছে?

(ক) লুম্বিনি-উদ্যান—বুদ্ধদেবের জন্মস্থান

(খ) নাগার্জ্জুন—বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন

(গ) আল্‌বেরুণি—আরব দেশীয় ঐতিহাসিক ; ভারত-পর্য্যটনে এসেছিলেন।

(ঘ) জন ষ্টুয়ার্ট্ মিল—সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ মনোনীত হয়ে ছিলেন।

(ঙ) কৃষ্ণদাস পাল—কল্‌কাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন।

(চ) বাটানগর—টাটানগরের ঠিক পরের রেল্‌ওয়ে ষ্টেশন।

(ছ) মাদুরা—নেপালের অন্তর্গত একটী উপত্যকা।

৬। নীচের ছবি দু'টি দেখে বল্‌তে চেষ্টা কর, কার অথবা কিসের ছবি।

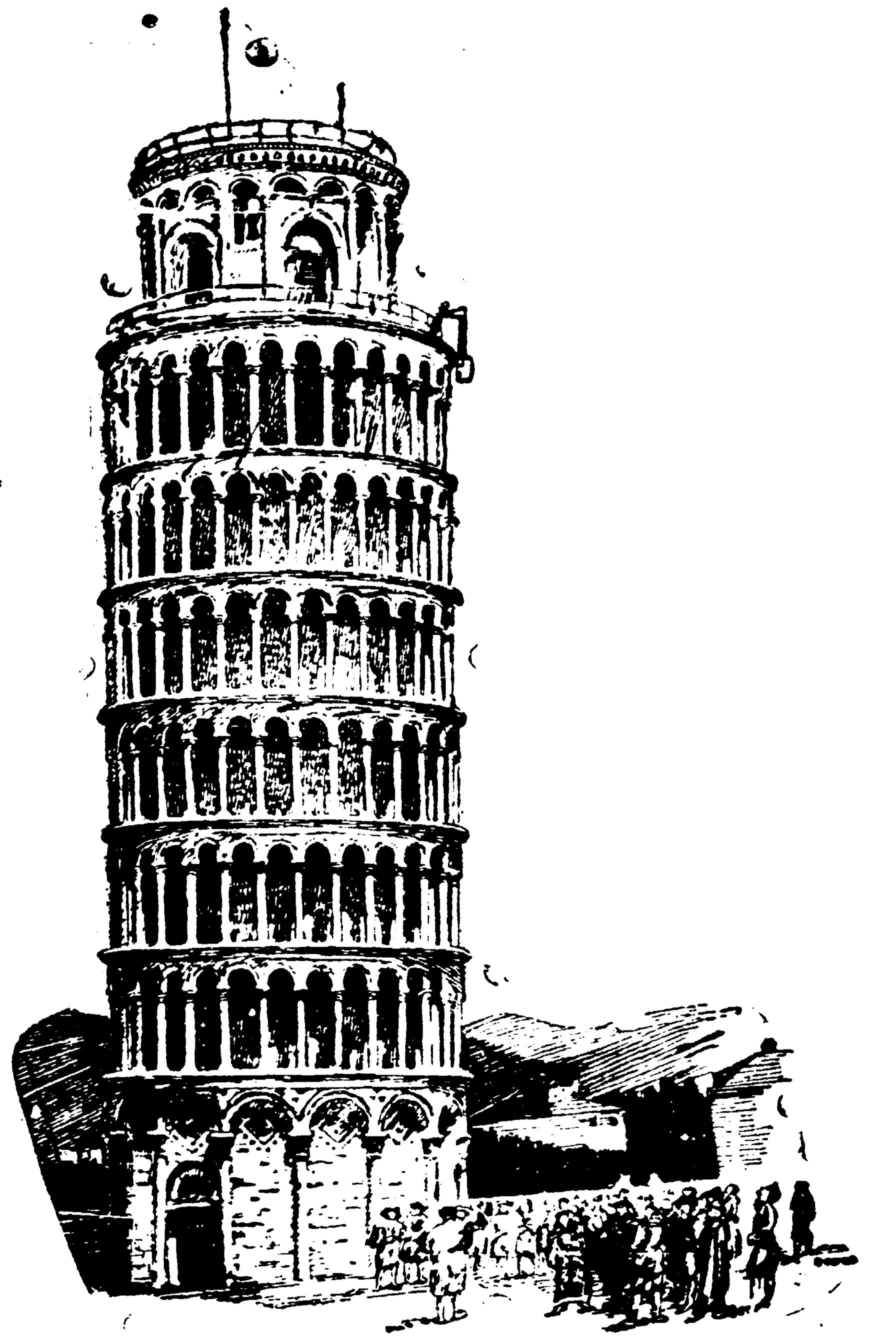

১নং

২নং

সরস্বতী পূজোর বাজেট

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

সরস্বতী পূজো হবে জগাই বাবুর ক্লাবে
খাতা হাতে চাঁদা তুল্‌তে ব্যস্ত হল সবে ;
মস্ত সে ক্লাব, মেম্বারেরা সবাই বড়লোক,
উঠ্‌ল চাঁদা—দেড়শো, কিংবা পৌনে দুশোই হোক্।
মিটিং হল, ভোটিং হল, রঙ্‌বেরঙী সভা
'হিয়ার, হিয়ার', 'শেম্ শেম্' হাততালি, বাহবা ;
হাতাহাতিই হবার জোগাড় বাজেট নিয়ে শেষে
ব্যাপার দেখে ভয় হল বা পূজোই যাবে ফেঁসে।
বিমল বলে, "ওসব এখন বাজে কথা থাক্
সিদ্ধি খাবার তিরিশ টাকা আগেই তুলে রাখ্।
তাতেও বোধ হয় কুলোবে না, পঁয়তিরিশই ভাল,
আর পনেরো রাব্‌ড়ি-মালাই, পেস্তা বাবদ্ ফেল
জবর ফূর্ত্তি করতে হবে বিসর্জ্জনের দিনে
লুট্‌ব মজা কেমন করে—ওসব জিনিস বিনে!"

মজু বলে, "খাওয়া-দাওয়া মাংস-টাংস ধরে
টেনেটুনে চল্লে পরেও পৌঁছুবে সত্তরে।"
হুম্‌কি ছেড়ে বল্লে ধীরু, "সত্তরে কি হয়?
দেড় শো লোকের আয়োজন সে সহজ কথা নয়!
সেদিন দেখো, এই ক্লাবেতেই আস্‌বে যত লোক
আমি বলি খাওয়ার খরচ একশো টাকা হোক্।"

অরুণ বলে, "এবার ধর বিসর্জ্জনের ফর্দ্দ
সব ক্লাবকে না হারালে বৃথাই মোরা মর্দ্দ!

চর্‌কি হাউই, রংমশাল ও তুব্‌ড়ি, উড়ন-তুব্‌ড়ি,
নাদাপেটা ফানুষ এবং পট্‌কা ছু'চার চুব্‌ড়ি,
একদমা আর ছু'দমা সব ছাড়ব ছুড়ুম্‌-ছুড়ুম্‌
কোন স্যাঙাৎ পাল্লা দিলে 'ঠুক্‌বো তাকে 'তুড়ুম্‌' ;
পদ্মপুকুর কন্‌সার্ট্‌কে পঁচিশ টাকা বায়না
আজই দেব, যেন তারা অন্য ক্লাবে যায় না।
দেখুক সবাই বিসর্জ্জনের ঘটাখানা কেমন।
বুঝ্‌বে তবে ক্লাবখানি এ নয়কো যেমন-তেমন !
আগের খরচ বাদ দিয়ে রয় তিরিশ টাকা বাকী
তাতেই এ সব খরচাগুলি কুলিয়ে যাবে না কি ?"
উঠ্‌ল কোরাস, "ঠিক মিলেছে, পৌনে ছু'শো খরচা,
জমা-খাতেও পৌনে ছু'শোই, থামুক বাজেট্‌ চর্চ্চা।"

একটি কোণে বসে ছিলেন সিগার-ধূমাচ্ছন্ন
বোঁচন বাবু ; বলেন তিনি—মুখটি অপ্রসন্ন—
"বিমল বাবুর সিদ্ধি এবং মজু বাবুর মাংস
ব্রাদার ধীরুর পি.এস্‌ খাতে তিরিশ টাকার 'টাংস'
অরুণ ভায়ার জাঁক-জমকি বিসর্জ্জনের বায়না
কোনটিই তো আবাহনের খরচ-খাতে যায়না !
সিদ্ধি হ'ল, বাত্তি হ'ল, ভাসান দেওয়ার ঘটা ;
তুব্‌ড়ি হাউই রং-মশালের রঙ্‌ বেরঙী ছটা ;
সব বিষয়েই খরচা এবং চর্চ্চা হল পাকা,
ঠাকুর-কেনার সময় শুধু রইলো না আর টাকা !"

পাদুকা-পরিচয়

(শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত)

ফোপ-দোরস্ত জামাকাপড়ের সঙ্গে বেশ মানান-সই একজোড়া ঝক্‌ঝকে জুতো পায়ে দিয়ে যখন রাস্তায় চলতে থাক, তখন ইচ্ছে হয় না কি যে লোকে একটু চেয়ে দেখুক ! মনে মনে জুতো-জোড়ার তারিফ করে বলুক, বাঃ, বেশ ষ্টাইলটী তো !

তোমাকে যাতে লোকে বেশ কেতা-দুরস্ত আধুনিক (অর্থাৎ আপ-টু-ডেট্‌) ভাবে তার জন্যে তোমার চেষ্টার অন্ত নেই ; কোনদিকে একটু ত্রুটী থাকবার জো নেই। আর যদিও জায়গা সবার নীচে তবুও আধুনিকতার একটী মস্ত বড় চিহ্ন তোমার অই জুতোজোড়া। জুতোর 'সেপ্‌' আর 'কাট্‌' তোমার আধুনিকতার মাপকাঠি ! এই তো তোমার ধারণা ?

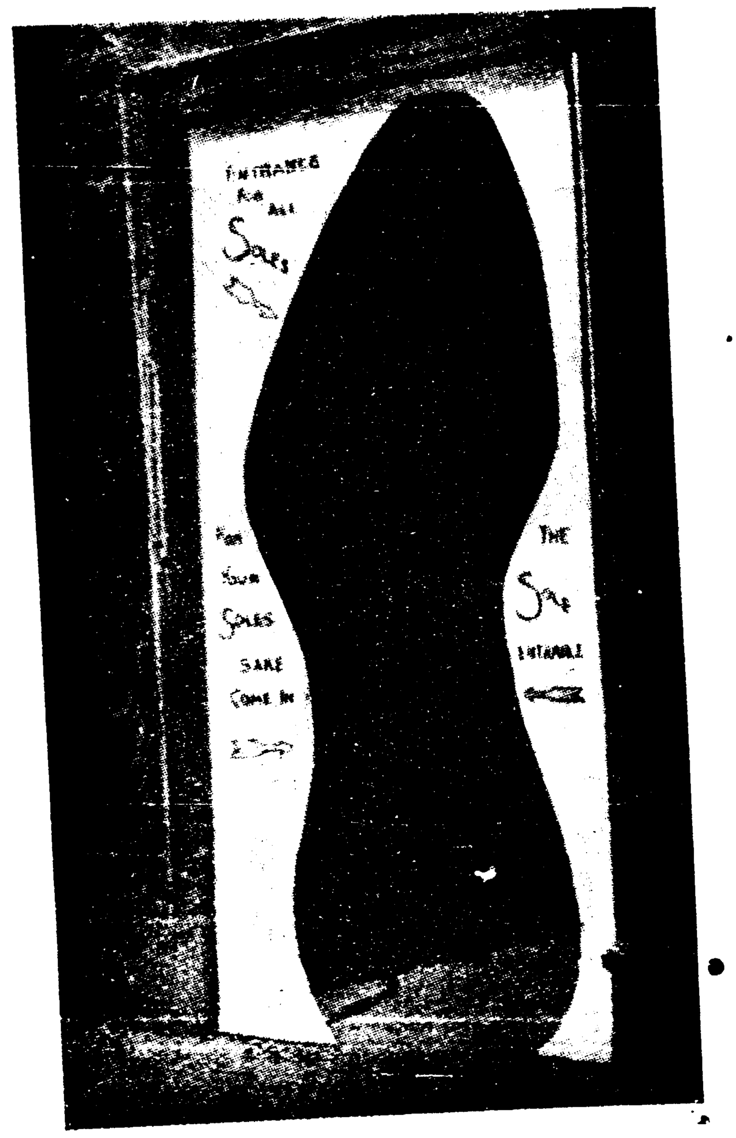

এটা একটা জুতোর দোকানে ঢোকবার দরজা ; দোকানীর মাথায় কেমন অভিনব কল্পনা এসেছে দেখ !

কিন্তু জুতো আধুনিক সভ্যতার আবিষ্কার নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে জুতোর ব্যবহার চলে আসছে পৃথিবীর নানা দেশে। তবে, তখনকার জুতো আর এখনকার জুতোয় অনেক তফাৎ।

জুতোর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পুঁথি মহাভারতে বেশ একটী মজার গল্প দেখ্‌তে পাই। একদিন নাকি ঋষি জমদগ্নি চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিজের মনেই ক্রমাগত তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিলেন ; তিনি ধনুকে তীর লাগিয়ে সেটাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেল্‌ছেন, আর তাঁর স্ত্রী রেণুকা সেই তীর কুড়িয়ে

এনে ফের তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন—এইভাবে অনেকক্ষণ চল্‌ছে। এখন মুস্কিল হচ্ছে এই যে, সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, মাথার ওপর কড়া রোদ। রেণুকার তাই বার বার গিয়ে তীর কুড়িয়ে আন্‌তে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। একবার তাই তিনি একটা গাছের ছায়ায় খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে তার পর তীর কুড়িয়ে আন্‌লেন। তাতে একটু দেরী হয়ে গেল; মুনি ঠাকুরের তো ভারী রাগ, চ'টে ম'টে তিনি প্রশ্ন করলেন কেন অতখানি দেরী হল? রেণুকা তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর অসুবিধার কথাটা জানিয়েই ফেল্লেন। শুনে ঠাকুরের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সূয্যি মামার ওপর, তাঁকে সাবাড় করেন আর কি! সূয্যিমামা অমনি এক ব্রাহ্মণের বেশে এসে উপস্থিত। শেষটাতে মুনিকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে সূর্য্যদেব তাঁকে একটী ছাতা আর একজোড়া জুতো দিয়ে গেলেন, বল্লেন, এ দুটোর ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে আর কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। সেই থেকেই নাকি মানুষে জুতো পরে আস্‌ছে।

যাক্ ও তো গেল গল্পের কথা। অনেকের ধারণা পৃথিবীর প্রাচীন অধিবাসীরা জুতো ব্যবহার করতে শিখেছে পশুপক্ষীদের কাছ থেকে। কথাটা অনেকটা হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে, নয়? কিন্তু সত্যি, বিশ্বাস ক'র, আমি ফের গল্প ফেঁদে বসবার চেষ্টা করছি না। ব্যাপারটা এমন বিশেষ কিছুই নয়। প্রায় সব জানোয়ারের পায়েই এমন কিছু ব্যবস্থা আছে যাতে তারা বাইরের নানান্ রকম অসুবিধা থেকে পা বাঁচিয়ে চলতে পারে। প্রকৃতি স্বয়ং জানোয়ারদের পায়ে নানা প্রকারের 'জুতো' (!) পরিয়ে দিয়েছেন। মানুষ তার সজাগ দৃষ্টি নিয়ে অই প্রকৃতিদত্ত ব্যবস্থার অনুকরণে নিজেদের পা বাঁচাবার ফন্দী আবিষ্কার করে ফেল্‌বে, এটা মোটেই বিস্ময়ের কথা নয়। প্রয়োজনের তাড়নাতেই মানুষকে প্রথম জুতো পরতে হয়েছে; সে প্রয়োজনটা কি, তার আভাসও দিয়েছি। পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে বেড়ান অধিকাংশ সময়েই বিশেষ সুখকর নয়। গ্রীষ্মকালে মাটী তেতে যখন আগুনের মত গরম হয়ে ওঠে তখন খালি পায়ে একটু হেঁটে আস্‌লেই সেটা বেশ বুঝতে পারবে। শীতের দেশে মাটী গরম হবার উৎপাত নেই বটে, কিন্তু বরফ পড়ে জমি যে হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে, তার কি করা! তা ছাড়া পথ চল্‌তে শক্ত

জিনিষের ঠোক্কর খাওয়ার সম্ভাবনা তো পদে-পদেই রয়েছে। এই সব ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেই জুতোর কথা মানুষের প্রথম মনে হল। কাজেই প্রথম আমোলে জুতোর চেহারাটা কি রকম হবার কথা তা তোমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবে। পায়ের তলাটা বাঁচানই প্রধান উদ্দেশ্য, ওপরটা সম্বন্ধে চিন্তার অবসর তখনও খুব বেশী হয় নি। এক্ষেত্রে জুতোর আকারটী হবে তোমরা যে স্যাণ্ডেল পায় দাও, অনেকটা তারই অনুরূপ—আমি শুধু আকারেরই কথা বল্‌ছি, সৌন্দর্য্যে তাঁর ধারে কাছেও আদিম জুতো পৌঁছাতে পারতো না। গাছের ছালই হোক, বা জন্তুজানোয়ারের চামড়াই হোক, বা এক টুকরো কাঠই হোক, সাইজ মত কেটে তার ওপর পা ফেলে দেওয়া হত, আর ঘাসের দড়ি বা চামড়ার ফালি বা যা হোক শক্ত কিছু একটা দিয়ে ওপর-নীচে জড়িয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা করা হত। আকারটা তা হলে আন্দাজ কর—তোমার পায়ের স্যাণ্ডেলের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নয় কি? ক্রমশঃ স্যাণ্ডেলের উপরিভাগের মালমশলা বৃদ্ধি পেতে লাগল; আরামের জন্যও বটে, আর ফ্যাসনের জন্যও বটে। যে 'স্যাণ্ডেল' সাধারণ লোকে পরে সে রকম তো আর ধনীরা ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের চাই বেশ সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত রংচংএ পাদুকা। সম্ভব হলে সোনারূপার কাজও করা থাকতে পারে। কিন্তু উপরের দিকে যদি দুটো চামড়ার ফালি শুধু সম্বল হয়, তবে সব মাটী! জায়গা কোথায়?

কাজেই জুতোর চেহারা দিনকে-দিন বদ্‌লেই চল্‌ল—উপরের দিক্‌টার ওপর ক্রমশঃই নজর পড়তে লাগ্‌ল। কিন্তু তা ব'লে 'স্যাণ্ডেল' ও সাধারণ ছোটখাট জুতো লোপ পায় নি কখনও। জুতোর রকম-ফের ঘটেছিল মাত্র—যার যা পছন্দ, যা সুবিধা! গ্রীস ও রোমে স্যাণ্ডেলের প্রতাপ যুগের পর যুগ ধরে অপ্রতিহতই ছিল, বলতে হবে। প্রাচীন সভ্যতার দিক্ থেকে এ দুটী দেশ কত দূর উন্নতিলাভ করেছিল, তা তোমরা জান। শিল্পকলায় এরা ছিল জগতের আদর্শ। আজ এই দু' হাজার আড়াই হাজার বছর পরে, পুরানো রোমান আমলের দু'-চারখানা স্যাণ্ডেলের নমুনা আমরা যা দেখতে পাই, তা' দেখে বাস্তবিকই মুগ্ধ-বিস্ময়ে তারিফ করে বলতে হয়—হ্যাঁ, 'জুতো' বটে!

মেইন্‌জ্‌ সহরের মিউজিয়ামে রোমান যুগের অনেক সামগ্রী আজ পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত আছে; তার ভেতর দেখ্‌তে পাওয়া যায় এক রোমান আমলের জুতোর কারখানা; সে কারখানায় সবই আছে—তৈরী স্যাণ্ডেল, স্যাণ্ডেল তৈরীর চামড়া, যন্ত্রপাতি—সব। শেষ দিক্‌টাতে রোমান্‌রা হয়ে পড়েছিল পরম বিলাসী, কাজেই পাদুকার উপর দিয়েও যত রকমে বিলাসিতা ফুটিয়ে তোলা যায় তার কোন রকম কসুর করে নি। পদ-মর্য্যাদা অনুসারে তাদের জুতোর রংও নাকি বদ্‌লে যেত।

'পাদুকা'র ইতিহাসে 'স্যাণ্ডেল'ই প্রথম সোপান বটে, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এ ধরণের পাদুকা কোনদিন আদৃত হয় নি। প্রথম থেকেই তারা পুরোপুরি ঢাকা জুতো ব্যবহার করতে সুরু করে। দিনরাত শীত-যন্ত্রণায় যারা অস্থির, প্রায় বরফের উপর দিয়ে যাদের চলাফেরা করতে হয়, তারা গোড়া থেকেই পা'দুটোকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে চাইবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য আদিমযুগে তাদের 'জুতো'র চেহারাও ছিল অদ্ভুত। শুকনো ঘাসের গোছা লতা দিয়ে বেঁধে বেঁধে তাদের জুতো তৈরী হ'তো, কোন রকমে যাতে পা দুটো একটু গুঁজে

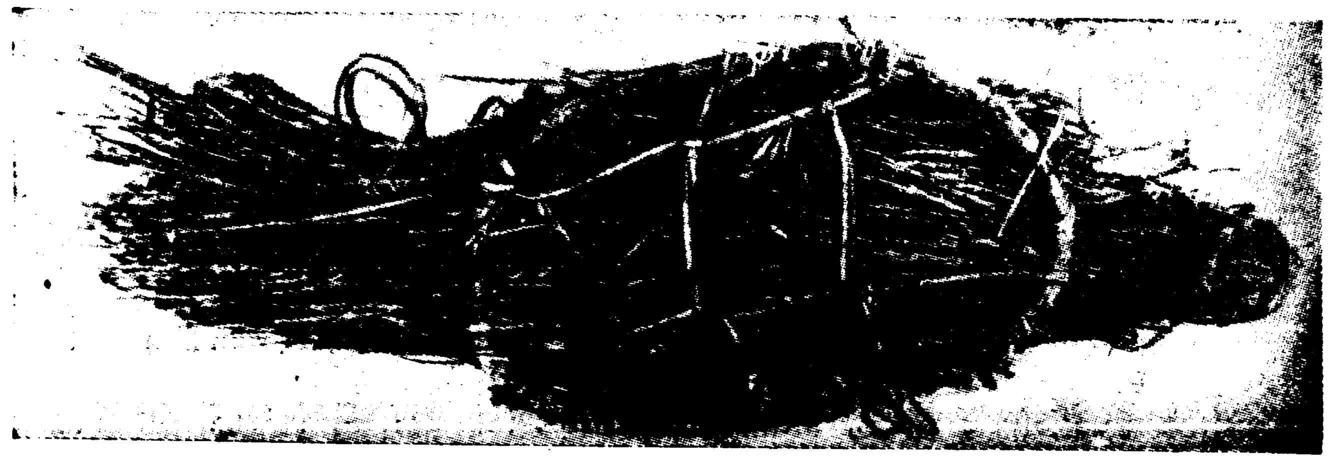

আদিম স্তরের পাদুকা

রাখা যায়। কিন্তু এমন শীতপ্রধান দেশ আছে যেখানে ঘাস বা অন্য যে কোন লতাপাতারও নিতান্ত অভাব। সে সব দেশে জুতো তৈরী হ'তো পশুপক্ষীর চামড়া দিয়ে—ঘাসের বদলে চামড়া আর লতাপাতার বদলে শুকনো নাড়ীভুড়ি। জুতো আমাদের কাছে বিলাসিতা হতে পারে, সভ্যতার মাপকাঠি হতে পারে,

কিন্তু এদের কাছে আত্মরক্ষার দু'খানি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানকার লোকেরা সভ্যতায় প্রায় আদিম যুগেই পড়ে রয়েছে; কাজেই তাদের জুতোও আদিম স্তর থেকে আর এগোতে পারে নি। যেমন ধর গ্রীণ্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী এস্কিমো জাত—সভ্যতায় তারা এখনও শিশু, কিন্তু বাস করতে হয় তাদের একদম বরফের রাজ্যে—এমন কি ঘরবাড়ীগুলোও তাদের বরফে তৈরী। জুতো না হলে তাদের কি চলে? প্রয়োজনের তাড়নায় পা দুটো যেন তেন প্রকারেণ পুরোপুরি আচ্ছাদিত রাখতে পারলেই তারা খুসী—সৌন্দর্য্যের দিক্‌ ভাববার মত সভ্যতা তাদের নেই। প্রথমে প্রয়োজনটাই বড় কথা, তার পর সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আর শুধু প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকে না, সৌন্দর্য্যও একটা মস্ত বড় বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখা গেছে (শুধু জুতো বলে নয়, পোষাক-আসাকেও সৌন্দর্য্যের ধারণা প্রতিদিনই বদ্‌লে যাচ্ছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের বেশভূষা হয়তো আধুনিক রুচিকে পীড়া দেবে)। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে জুতো সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যের যে ধারণা ছিল তা তোমাদের নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগ্‌বে—খুব লম্বা মাথাওয়ালা জুতো পায়ে দেওয়া তখন বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে গণ্য হত। কোন কোন লোকের সম্মান বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জুতোর মাথা দুটোও এত দূর লম্বা হয়ে পড়ত যে তাদের দড়ি দিয়ে হাঁটুর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত? কী দুরদৃষ্ট বল ত! ব্যাপার ক্রমশঃ এতটা গড়াতে আরম্ভ করল যে আইন জারি করে এ রকম জুতো পরা বন্ধ করে দিতে হয়। রাণী এলিজাবেথের যুগে আবার এক নতুন ফ্যাসানের সৃষ্টি হয়—জুতোর গোড়ালী খুব উঁচু রাখা আভিজাত্যের চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময়কার কোন বড়দরের লোকের পূর্ণাঙ্গ ছবি যদি তোমরা দেখে থাক—যেমন স্যর ওয়ালটার র‍্যালে প্রভৃতি—তো দেখ্‌বে তাদের জুতোর গোড়ালীটা কতখানি উঁচু! কী যে সুখ তাঁরা পেতেন ও শ্রেণীর জুতো পরে, তাঁরাই জানেন! তার পর ফ্যাসানের চাকা আবার ঘুরে যায়—নীচু গোড়ালীর আবার রেওয়াজ হয়।

ইংরাজীতে সত্যিকারের বুট (স্থ নয়) বল্‌তে যে শ্রেণীর জুতোকে বোঝাত, সেগুলো হাঁটু অবধি পাকে আবৃত করে রাখে—আজকাল ঘোড়-সোয়ারদের সে রকম 'বুট' পরতে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই। আজকাল অবশ্য সাহেবরা 'বুট' বল্‌তে পায়ের কব্জি অবধি ওঠা জুতোই বুঝে থাকেন—হাঁটু অবধি ওঠা জুতোকে বলা হয় জ্যাক বুট, টপ্‌ বুট, ওয়েলিংটন বুট ইত্যাদি।

জুতো তৈরীর ব্যবসা আজকাল যে কি রকম উন্নতি লাভ করেছে তা ভাব্‌লেও অবাক্‌ হয়ে যেতে হয়। কল্‌কাতার কাছে বাটা কোম্পানী জুতো তৈরীর কারখানা খুলেছেন, সেখানে কোন ছুটীর দিনে যাওয়ার সুযোগ করতে পারলে অনেক কিছু দেখে আস্‌বে। কানপুরও চর্ম্মশিল্পের একটা বড় আড্ডা। আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডে জুতো তৈরীর বিরাট্‌ বিরাট্‌ সব কারখানা আছে। এ সব কারখানায় সমস্ত জিনিষই হয় কলে। হাজার হাজার লোক অনবরত খাট্‌ছে, তাদের প্রত্যেকের কাজ অতি সূক্ষ্মভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে; একে বলা হয় Division of Labour। সাবেক আমলের চর্ম্মকারদের মত তারা আর সম্পূর্ণ জুতোজোড়াটি তৈরী করে না—সমস্ত প্রক্রিয়া তাদের জানা পর্য্যন্ত নাই। হয়তো দেড়শো ভাগের এক ভাগ কাজ তাদের দেওয়া হয়েছে, তারা সেই সামান্য কাজটুকুই জানে; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কারখানায় এসে যন্ত্রের সাহায্যে সেটুকু কাজই তারা অবিরাম করে যাচ্ছে। সকলের কাজ একত্র করলে তবে পূর্ণ জুতো-জোড়াটি তৈরী হবে—অবশ্য অত লোকের সম্মিলিত কাজের ফলে দিনে হয়তো জুতো তৈরীও হবে হাজার হাজার জোড়া। শুধু দেখতে সুন্দর নয়, জুতো যাতে আরামপ্রদও হয় যথেষ্ট, সেদিকেও কারখানার কর্ত্তাদের আর চেষ্টার ত্রুটি নেই। এ সমস্ত উন্নতি-ই হয়েছে ইদানীং। বছর পঁয়ষট্টি আগে ডান পা আর বাঁ পা'র জুতোয় পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য দেখা যেত না—দু'পাটিই হত ঠিক এক রকম; যেমন আমাদের দেশের নাগ্‌রা জুতোয় এখনও দেখা যায়।

পাদুকার আর একটী রূপ, খড়ম। এটীও এক রকমের স্যাণ্ডেল; তফাৎ শুধু এই, যে চামড়া বা অন্য কোনও বন্ধনীর পরিবর্ত্তে এতে শুধু একটী ক'রে বোল থাকে বুড়ো আঙ্গুলটিকে আটকে রাখ্‌বার জন্য। আর এটী আগাগোড়া কাঠের

তৈরী। অবশ্য আর এক রকম খড়মও আছে—সেগুলির উপরে একটা ক'রে চওড়া ফিতে দেওয়া থাকে। তবে সে সব হ'লো হাল-ফ্যাসানের খড়ম, আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা আজকাল তৈরী করে নিয়েছি। প্রথমোক্ত পাদুকাই হ'লো প্রকৃত খড়ম, আবহমান কাল ধরে যা'র ব্যবহার আমাদের দেশে চলে আসছে।

ঠিক ঠিক আমাদের খড়মের মত না হলেও পৃথিবীর নানা স্থানে কাঠের পাদুকার ব্যবহার আজও রয়েছে। য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র চাষীর দল আনন্দের সঙ্গে এই পাদুকা পায়ে দিয়ে থাকে। শুধু নিম্ন শ্রেণীর (!) লোকের জন্যই খড়মের সৃষ্টি এবং উচ্চ সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই,—এ কথা মনে করা ভুল। য়ুরোপ ও আমেরিকার ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাষ্ঠ-পাদুকার কদর নেই, এ কথা সত্যি, কিন্তু কেবল য়ুরোপ ও আমেরিকা নিয়েই তো পৃথিবী নয়! চীন, জাপানের ঘরে ঘরে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলে মহানন্দে এই কাঠের পাদুকা ব্যবহার করে। দেশের সেরা-ধনীর পায়েও যে কাষ্ঠবিনামা দীন দরিদ্রতম মজুরের পায়েও তাই, শুধু দামের পার্থক্য, এই যা।

তা' ছাড়া আরব, পারস্য, মিশর ইত্যাদি দেশেও কাষ্ঠপাদুকার কদর বড় কম নয়।

নৃমুণ্ড-শিকারী

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্দর-সন্ন্যাসী

দুনিয়ায় শুভ-ঘটনা বেশী ঘটে না।

আজ্‌কের পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনার ফর্দ্দের দিকে তাকালে ভয়ে চম্‌কে উঠতে হয়!

জাপান তার জ্ঞাতি-ভাই চীনের বিরাট্ দেহ কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করবার চেষ্টায় আছে; ইতালী আবিসিনিয়াকে খুন ক'রে আবার ফ্রান্সের গলা টেপ্‌বার মৎলোব আঁটছে; জার্ম্মানী স্রেফ্‌ মুখের উড়ো-ধাপ্পায় চেকো-স্লোভাকিয়াকে টিপে মেরে অতঃপর ইহুদি-জাতিকে মাটিতে ফেলে দু-পায়ে থেঁৎলাচ্ছে; এবং স্পেনের ভ্রাতৃযুদ্ধে এমন রক্তবন্যা ডেকেছে, যার শেষ কোথায় কেউ জানে না!

অথচ ভেবে দেখ, যে-সব দেশে ঐ-সব অশুভ হানাহানি চলছে, সেখানকার উপাস্য হচ্ছেন শান্তি ও প্রেমের ঠাকুর খৃষ্ট ও বুদ্ধদেব!

কিন্তু ও-সব তো হচ্ছে মহা মহা ঘটনা, ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়। ওদেরই সঙ্গে দুনিয়ায় ও-সবের তুলনায় ঢের ছোট, অথচ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অশুভকর এত ঘটনা নিত্যই ঘটে, যার হিসাব রাখা অসম্ভব; বলতে গেলে বলতে হয়, অশুভ-ঘটনার তরঙ্গের পর তরঙ্গে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে মানুষ বেঁচে আছে কায়ক্লেশে, কোন-রকমে।

এত কথা মনে হচ্ছে কেন, জানো? সম্প্রতি কলকাতা সহরে আর তার আশেপাশে এমন কাণ্ড নিত্যই ঘটছে যা কেবল অশুভ বা ভীষণ নয়, বীভৎসও বটে!

এ অঞ্চলে নৃমুণ্ড-শিকারীর আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঘটে জগন্নাথ ঘাটের কাছে। একজন মাড়োয়ারি শেষ-রাতে

গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছিল। সকাল-বেলায় তার মুণ্ডহীন ধড় পাওয়া গেল পথের উপরে।

পরদিন সকালে টালার কাছে খালের ধারে আবিষ্কৃত হ'ল এক পাহারা-ওয়ালার মৃতদেহ, তারও মুণ্ড পাওয়া গেল না।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে খিদিরপুর ডকের কাছে। রাতের গুমোটে এক কুলি খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কে বা কারা এসে বেচারার মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়।

এমনি ভয়াবহ ঘটনা ঘটল উপর-উপরি পনেরো বার। কখনো কাশীপুরে, কখনো খিদিরপুরে, কখনো ব্যারাকপুরে, কখনো কালীঘাটে, কখনো হাওড়া, শিবপুর, শালিখায় এবং কখনো কলকাতার প্রান্তবর্ত্তী জায়গায় পাওয়া যেতে লাগল মুণ্ডকাটা দেহের পর দেহ!

আতঙ্কে নগরবাসীরা স্তম্ভিত! পুলিসের দলবল পাগলের মত সহরময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগল— কিন্তু বৃথা! নরবলি বন্ধ হ'ল না।

রাত ৯টার পর সহরের পথে আর জনপ্রাণীকে দেখা যায় না। থিয়েটার-বায়স্কোপে রাত্রের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। একদিন সকালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে এক মাতাল ইংরেজ-নাবিকের কন্ধকাটা মৃতদেহ পাবার পর থেকে চৌরঙ্গীতেও মহা-বিভীষিকার সঞ্চার হ'ল।

কেল্লা থেকে গোরা ফৌয আনিয়ে পথে পথে পাহারা বসানো হ'ল। তখন নরবলি হয় সহরের বাইরে, অন্য কোন জায়গায়। ফৌয আর কত দূরে পাহারা দেবে?

এমন চুপি-চুপি খুনীরা কাজ সেরে চম্পট দেয় যে কাক-পক্ষীও টের পায় না। এতগুলো খুন হ'ল, কিন্তু খুনীদের দেখা তো পরের কথা, টুঁ-শব্দও কারুর কানে ওঠে নি। খুনীরা যেন ইন্দ্রজাল জানে, তারা যেন মৃত্যুর মত নিঃশব্দ ও অদৃশ্য!

কাগজওয়ালারা পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার বিরুদ্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলে। টাউন-হলে, মস্ত-বড় আন্দোলন-সভা বসিয়ে নগরবাসীরা প্রশ্ন তুললে—

আমরা টেক্স দিয়ে পুলিস পুষ্‌ছি কেন? আমাদের মাথাগুলো ঢুকবে হাঁড়ীকাঠে, আর পুলিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে ব'লে? মুস্কিলে প'ড়ে গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করলেন, যে এই নৃশংস হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে পারবে, তাকে দশহাজার টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা এক, আর হত্যাকারীকে ধরা এক। হত্যার সংখ্যার সঙ্গে পুরস্কারের টাকার সংখ্যাই কেবল বাড়তে লাগল।

পাথুরে-ঘাটার মেয়ো-হাসপাতালের কাছে একদিন একসঙ্গে তুটো লোকের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেল। পুলিস-তদন্তে প্রকাশ পেলে, তারা তু'জনেই তুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা, তাদেরও ব্যবসা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাহাজানি, খুনখারাপি। খুব সম্ভব, পুরস্কারের লোভেই রাত্রে তারা খুনী ধরতে পথে বেরিয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর কলকাতার বুকের উপরে যে এমন অসম্ভব সব ঘটনা ঘটতে পারে, এটা কেউ তুঃস্বপ্নেও মনে আনতে পারে নি। বিলাতের পার্লামেণ্টেও এই-সব ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ভারত-গভর্ণমেণ্ট থেকে কলকাতা পুলিসের উপরে এল জোর হুম্‌কি।

কিন্তু বেচারা পুলিস করবে কি? হত্যাকারীরা এমন সুচতুর ও সাবধানী যে, ঘটনাস্থলের কোথাও সামান্য একটা সূত্র রেখে যায় না। আর এই-সব অদ্ভুত হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি? কোথাও নিহত ব্যক্তিদের ট্যাঁক বা পকেট থেকে একটা পয়সাও চুরি যায় নি। এ খুনীর দল জাত বাছে না, উচ্চ-নীচ, বুড়ো-ছোঁড়া, গরিব-ধনী, সাহেব বা বাঙালী বা মাড়োয়ারি বা হিন্দু-মুসলমান কিছুই বিচার করে না—যেন-তেন প্রকারে সে কেবল কাটা মুণ্ড হস্তগত করতে চায়! মানুষের মাথা তো পাঁঠার মুড়ি নয়, এত মুণ্ড নিয়ে খুনীরা করবে কি? আর একটা রহস্যও লক্ষ্য করবার মত। যারা মারা পড়েছে, সবাই পুরুষ, খুনীরা নারীহত্যা করে নি।

উপরওয়ালাদের কাছ থেকে গরমাগরম ধমক খেয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দর বাবু আর কোন উপায় না দেখে সখের ডিটেক্‌টিভ জয়ন্তের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন।

চৌকির কোণে ব'সে পা নাচাতে নাচাতে জয়ন্ত বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশী, এবং তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করছে মাণিক।

সুন্দর বাবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্‌লেন, "হুম্! আমার চাকরি যায়-যায়, আর তোমরা করছ আনন্দ! মজায় আছ!"

জয়ন্ত বাঁশী নামিয়ে বল্‌লে, "আনন্দ করছি না সুন্দর বাবু, চিন্তা করছি।"

সুন্দর বাবু বল্‌লেন, "চিন্তা করছি বল্‌লেই হ'ল? স্বচক্ষে দেখছি প্যাঁ প্যাঁ ক'রে বাঁশী বাজাচ্ছ, স্বকর্ণে শুনছি বাঁশীর পোঁ পোঁ আওয়াজ, ওর নাম তোমার চিন্তা করা?"

—"আমি যে বাঁশী বাজাতে বাজাতেই চিন্তা করি সুন্দর বাবু!"

—"চিন্তা কর না ছাই কর! বাঁশী বাজিয়ে চিন্তা! যত সব অনাসৃষ্টি! তুশ্চিন্তায় পড়েছি বটে আমি, তোমার আবার কিসের চিন্তা হে?"

জয়ন্ত হেসে বল্‌লে, "গভর্ণমেণ্টের দশ হাজার টাকার পুরস্কার পনেরো হাজারে উঠেছে। এর পরেও একটু চিন্তা করব না?"

—"হুম্! তা হ'লে এই ভূতুড়ে খুনখারাপিগুলো নিয়ে তোমারও টনক নড়েছে?"

"টনক না নড়লে উপায় কি? নইলে আপনাকে সাহায্য করব কেমন ক'রে? আপনি যে সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার কাছেই সাহায্য চাইতে আসবেন, এটা তো জানা কথা! কাজেই আগে থাকতেই কাজ সেরে রাখছি।"

সুন্দর বাবু মুখ ভার ক'রে বল্‌লেন, "আমাকে সাহায্য করবে না কচুপোড়া করবে! এবারে সে গুড়ে বালি! এ-সব খুনের কোন মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"মানে না পাওয়া যাক্, তুটো সূত্র আমি খুঁজে পেয়েছি।"

সুন্দর বাবু ভুঁড়ির উপরে তুই হাত রেখে মস্ত এক লাফ মেরে সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "তুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছ! কোথায়?"

—"সেই গুণ্ডা তু'জনের লাস আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছি। আমার

মতে, খুনীদের দলে এমন একজন লোক আছে, গায়ের জোরে সে পৃথিবীর সব-চেয়ে বলবান্ লোককেও টিপে মেরে ফেলতে পারে। আর একজন লোক আছে, যে খুব সৌখীন। সে যদি বাঙালী হয় তবে তার নাম ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুয্যে হ'লেও অবাক্ হব না। সে উচ্চশ্রেণীর দামী এসেন্স ব্যবহার করে, দোক্তা দিয়ে পান খায়।"

দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে সুন্দর বাবু বললেন, "তা হ'লে তুমি খুনীদের চেনো?"

—"না, অনুমানে বলছি। গুণ্ডাদের দেহ দুটো দেখেছেন? হত্যাকারীর আলিঙ্গনে বা হাতের চাপে তাদের দেহের হাড়গুলো নানা স্থানে ভেঙে গেছে—তারা কোন আশ্চর্য্য শত্রুর কবলে পড়েছিল। তার পাল্লায় পড়লে আমিও বাঁচতুম না, অথচ আমার শক্তির নমুনা আপনার অজানা নেই। মৃতদেহ দুটো গঙ্গার ধারের রাস্তার উপরে প'ড়েছিল। আমি রাস্তা ছেড়ে গঙ্গার গর্ভে নেমে এই রুমালখানা দৈবগতিকে কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখছেন, রুমালখানা রক্তমাখা? হত্যাকারী হাতের রক্ত মুছে রুমালখানা গঙ্গাজলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু রুমাল যে জলে না প'ড়ে ডাঙায় গিয়ে পড়ল অন্ধকারে অতটা তার নজরে আসে নি। রুমালের এক কোণে তিনটে ইংরেজী হরপ তোলা রয়েছে—I. B. B.। ওতে আন্দাজ করতে পারি, রুমালের মালিকের নাম—যদি সে বাঙালী হয়—ইন্দূভূষণ বসু বা বাঁড়ুয্যে, বা অন্য কিছু। রুমালে রীতিমত দামী এসেন্স আর দোক্তার গন্ধ পাওয়া যাবে—দোক্তা-দেওয়া পান খেয়ে সে মুখ মুছেছিল।"

সুন্দর বাবু সানন্দে ব'লে উঠলেন, "রুমালের আর এক কোণে ধোপার মার্কাও রয়েছে! জয় ভগবান্, হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "সেইজন্যেই তো রুমালখানা আপনার হাতে দিলুম। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন্ থানার এলাকায় কোন্ ধোপা ঐ মার্কা কার জামা-কাপড়ে ব্যবহার করে।"

সুন্দর বাবু বেজায় ফূর্ত্তির সঙ্গে বললেন, "আঃ, বাঁচলুম! এতদিনে একটা সূত্রের মত সূত্র পাওয়া গেল! বিলিতী পার্লামেণ্টের এক সভ্য নাকি বলেছে,

কলকাতা পুলিসে অনেক অকেজো লোকের ভিড় হয়েছে! লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই!"

মাণিক এতক্ষণ পরে বললে, "বিলিতী পুলিসের বাহাদুরিই আমরা দেখি. কিন্তু তারাও জ্যাক দি রিপার-এর (Jack the Ripper) কি করতে পেরেছিল?"

সুন্দর বাবু বললেন, "জ্যাক দি রিপার কে?"

—"একজন অজানা হত্যাকারী। নারীদের হত্যা ক'রে অকারণেই সে তাদের দেহ ছুরি দিয়ে ফালা-ফালা ক'রে ফেলে রেখে যেত, সেইজন্যে তাকে 'রিপার' অর্থাৎ 'ছেদনকারী' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। লণ্ডন সহরে বিলিতী পুলিসের বুকের উপরে ব'সে রাত্রের পর রাত্রে সে নারীর পর নারী হত্যা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। পুলিস তাকে পোলাণ্ড্ থেকে আগত এক ইহুদী ব'লে সন্দেহ করে, তার চেহারারও বর্ণনা পায়, এমন-কি বিলিতী পুলিসের বড়-কর্ত্তার সামনে সে নিজে সশরীরে এসে দেখাও দেয়, তবু তাকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি! সুন্দর বাবু, এ-সব উপন্যাসের বাজে কথা নয়, একেবারে সত্যি কথা।"

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, জ্যাক দি রিপারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি খুব উপকার করলে! জ্যাক দি রিপারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এখানকার এই সব হত্যাকাণ্ডের এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে। জ্যাকের মত এ হত্যাকারীও অকারণেই নরহত্যা করছে। এ টাকাকড়ি নেয় না, খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে পালায়। এমন মুণ্ড-চুরি অর্থহীন। বিলিতী পুলিসের মতে, জ্যাক দি রিপার ছিল বাতিকগ্রস্ত উন্মত্ত। এও তাই নাকি?"

সুন্দর বাবু বললেন, "পাগল কখনো এমন চালাকের মত পুলিস আর সারা সহরের চোখে ধূলো দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারে?"

—"বাতিকগ্রস্ত পাগলদের আপনি চেনেন না সুন্দর বাবু! কেবল বিশেষ কোন বাতিক ছাড়া তাদের মধ্যে উন্মাদ-রোগের আর কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।"

সুন্দর বাবু বল্‌লেন, "দাঁড়াও না, আগে ধোপাকে খুঁজে বার করি, তার পর তার বাতিক ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "ধোপা সম্বন্ধে অত-বেশী নিশ্চিন্ত হবেন না সুন্দর বাবু! কারণ হত্যাকারী যদি কলকাতার লোক না হয়, তা হ'লে ধোপার খবর পাবেন কেমন ক'রে? তার চেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ধরবার জন্যে আর এক চেষ্টা করা যেতে পারে।"

—"কি চেষ্টা? যা বল, আমি রাজি আছি।"

—"রাজি আছেন? তা হ'লে ছদ্মবেশ প'রে দু-এক রাত বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে ব'সে থাকতে পারেন?"

—"কেন?"

—"দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল হচ্ছে গঙ্গা বা খালের কাছাকাছি জায়গায়। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীরা শেষ-রাতে নৌকোয় চ'ড়ে রোঁদে বেরোয়। তার পর মনের মত শিকারের সন্ধান পেলেই নরবলি দিয়ে আবার নৌকোয় চ'ড়ে পালায়। আপনি থাকবেন বাইরে প্রকাশ্য ভাবে, আর আমরা দলবল নিয়ে কাছেই লুকিয়ে থাকব। আপনার মাথার লোভে হত্যাকারীরা যদি এগিয়ে আসে—"

সুন্দর বাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "ধন্যবাদ, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি আছে। আমার মুণ্ডুটা যদি হঠাৎ খোয়া যায়, তা হ'লে খালি ধড়টা নিয়ে আমি কি করব? হুম্, এ হচ্ছে মারাত্মক প্রস্তাব!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "আপনার ভয় পাবার কোন কারণই নেই। আমরা বন্দুক নিয়ে আপনার মূল্যবান্ টাক-মাথার ওপরে কড়া পাহারা দেব।"

অনেকবার না না ক'রে সুন্দর বাবু শেষটা রাজি হয়ে বল্‌লেন, "বেশ, তাই হবে। আমি পোর্ট-পুলিসের লোককেও একখানা মোটর-বোট নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে বল্‌ব।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ, ও-কথা মনেও আনবেন না। হত্যাকারীরা কি এতই বোকা যে পোর্ট-পুলিসের বোট চিনতে পারবে না? তারা

নিশ্চয়ই অন্ধ নয়! বেশী লোকেরও দরকার নেই, আমি আর মাণিকই আপনার মাথা বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট! বেশী লোক থাকলেই গোলমাল হবে।"

* * *

রাত সাড়ে তিনটের সময়ে সুন্দর বাবু প্রাণটি হাতে ক'রে গুটি-গুটি খাল ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থলে এসে হাজির হলেন।

তাঁর মাথায় জটাজুট; মুখে লম্বা গোঁফ-দাড়ী, পরোনে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম।

খালের মুখে রেলওয়ে ব্রিজ, তার কোলেই গঙ্গার ধারে একটুখানি বাঁধানো জায়গা। সেইখানে ব'সে প'ড়ে সুন্দর বাবু চারিদিকে তাকিয়ে আন্দাজে বুঝতে চেষ্টা করলেন, জয়ন্ত ও মাণিক কোথায় লুকিয়ে আছে!

বোঝা গেল না। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এতটা পথ হেঁটে আসবার সময়েও সুন্দর বাবুর সঙ্গে অন্য লোক তো দূরের কথা, একটা পাহারা-ওয়ালারও দেখা হয় নি। সারা সহর যেন ভয়ে দম বন্ধ করে বোবা হয়ে আছে!

কলকাতা সহর যে গোরস্থানের মত এত নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে এ-কথা ধারণা করা যায় না। আগে আগে শেষ-রাতে যারা প্রাতঃস্নান করতে আসত, আজকাল তারাও দরজায় খিল লাগিয়ে ঘরের ভিতরে ব'সে থাকে।

নিজেকে সুন্দর বাবু অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে করলেন। জয়ন্ত আর মাণিক যদি কাছাকাছি না থাকে? যদি তারা ঠিক সময়ে আসতে না পারে, তা হ'লেই তো খাঁড়ার এক কোপে তাঁর মুণ্ড যাবে উড়ে!

আকাশে চাঁদ নেই, শেষ-রাতে গ্যাসের আলোগুলোও নিবে গেল।

গঙ্গার বুকে দূরে মাঝে মাঝে নৌকোর দাঁড়-ফেলার শব্দ হয়, আর সুন্দর বাবু চম্‌কে চম্‌কে ওঠেন ও ভাবেন,—ঐ রে, এল বুঝি রে!

সুন্দর বাবু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। জপ করবার ভঙ্গীতে আড়ষ্ট হয়ে তিনি ব'সে রইলেন এবং মনে-মনে সত্য-সত্যই দুর্গা-নাম জপ্‌তে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এল। সুন্দর বাবু হাঁপ ছেড়ে 'হুম্' ব'লে উঠে দাঁড়ালেন। হত্যাকারীরা এল না বলে তাঁর মনে এক তিল দুঃখ হ'ল না।

কিন্তু নাছোড়বান্দা জয়ন্তের তাড়নায় তাঁকে পরদিনেও সন্ন্যাসীর এই বিপদ্-জনক ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'ল।

সে-রাতেও চাঁদের ছুটি। গ্যাসের আলো নিবে গেল। সুন্দর বাবুর বুক ঢিপ্-ঢিপ্, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

চোখ কপালে তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, 'ও মা দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী! কাল-রাত পুইয়ে দাও মা, এর পর চাকরি গেলেও আর আমি এমুখো হচ্ছি না। ও মা, কখন্ ভোর হবে মা, কখন্ কাক-চড়াই পাখী ডাকবে, কখন্ ধাঙড়রা রাস্তা ঝাঁট্ দিতে বেরুবে!'

কাছেই কোথায় তিন-চারটে কুকুর যেন কি দেখে আতঙ্কে কেঁউ-কেঁউ ক'রে কেঁদে উঠল। সুন্দর বাবুর সন্দিগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি অন্ধকারের চারিদিকে ডুবে ডুবে যাকে দেখা যায় না সেই ভয়ঙ্করকেই খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল।

হঠাৎ তাঁর গায়ে কাঁটা দিলে,—গঙ্গার একটানা কুলু-কুলু শব্দের সঙ্গে আর-একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন! খালের জলে নৌকো-চলার শব্দ! সুন্দর বাবুর মনে হ'ল সে যেন মরণের ঘণ্টাধ্বনি!

শব্দ থামল। সব চুপচাপ। তার পর লোহার সাঁকোর রেলিংয়ের উপর থেকে যেন বিষম-ভারি কি-একটা লাফিয়ে পড়ল।

সুন্দর বাবু কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি একটু ফিরিয়ে ভয়ে-ভয়ে আড়-চোখে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ ক'রে বৃহৎ আবছায়ার মত কি একটা মূর্ত্তি গুড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু, হিংস্র পশুর দৃষ্টি! ওগুলো কি চক্‌চকিয়ে উঠছে? দাঁত!

ঝাপ্‌সা মূর্ত্তিটার আকার মানুষের মত বটে, কিন্তু তাকে মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না। মানুষের আকার কখনো অমন অসম্ভব চওড়া হয়? ওর দেহের সবটাই যে কালো, ওর পরোনে কি জামা-কাপড় কিছুই নেই?

অমানুষিক মূর্ত্তি আরো কাছে এল, সুন্দর বাবুর নাকে ঢুকল একটা বন্য বোঁট্‌কা দুর্গন্ধ!

এখনো জয়ন্ত আর মাণিকের সাড়া নেই! তাঁর মুণ্ড কচাং ক'রে কাটা না গেলে কি তাদের হুঁস্ হবে না? তারা যদি ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকে?·········নাঃ, আর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকা চলে না—চাচা আপন বাঁচা! মূর্ত্তিটাকে আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়।

সুন্দর বাবু হঠাৎ রিভলভার বার ক'রে খট্ ক'রে ঘোড়া টিপে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "জয়ন্ত! মাণিক! আমাকে বাঁচাও!"

রিভলভারের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই মহা আক্রোশে ও যন্ত্রণায় কে বিকট এক গর্জ্জন ক'রে উঠল! সুন্দর বাবুর সন্দেহ হ'ল, সে গর্জ্জন মানুষের নয়!

(ক্রমশঃ)

পাহাড়ী গরিলার দেশে

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্-সি)

আফ্রিকার ম্যাপ্ খুললে দেখবে তার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় 'কিভু হ্রদ' নামে একটা হ্রদ আছে। ঐ জায়গাটাকেও বলে কিভু—জায়গাটা বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোর মধ্যে। তোমরা ছেলেবেলায় যোগীন বাবুর সেই কবিতাটা নিশ্চয় পড়েছ—

"আফ্রিকাতে কাটায় সুখে কাফ্রি বারো মাস,
সেইখানেতে কঙ্গো দেশে জাম্বো করে বাস।"

এই সেই কঙ্গো দেশ। অবশ্য এ কঙ্গো দেশে জাম্বো ছাড়া আরও অনেক প্রাণী বাস করে, তাদের কথাই আজ বল্‌ব।

তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, অনেক দিন আগে একবার রামধনুতে, আমেরিকার 'মিউজিয়াম্ অব্ ন্যাচারাল হিস্ট্রি' সম্বন্ধে তোমাদের অনেক কথা বলেছিলাম। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি' অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা রকম সংগ্রহ এনে এই মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা হয়। এর জন্য বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম বিপদ্ সহ্য করে, এমন কি অনেক সময় প্রাণ

হাতে নিয়ে নানা দুর্গম দেশে, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে হাজির হন। বলা বাহুল্য এই সব বৈজ্ঞানিকের নজর প্রথমেই পড়ে আফ্রিকায়—কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ থেকে লোভনীয় জিনিষ এই জায়গাটিতে যেমন আছে পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় তেমনটা নেই, আর এই মহাদেশের অনেকখানি অংশ আজ পর্য্যন্তও সভ্য মানুষের অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে!

১৯২১ সনে কার্ল একেলি নামে এক ভদ্রলোক আমেরিকার মিউজিয়াম্ অব্ ন্যাচারাল্ হিষ্ট্রীর পক্ষ থেকে এই রকম এক উদ্দেশ্য নিয়ে আফ্রিকায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গরিলার সন্ধান করা। গরিলার কথা তোমরা অল্পবিস্তর সবাই জান, মানুষের বোধ হয় সব চেয়ে কাছাকাছি জীব এরা। অবশ্য আকারে, গায়ের জোরে বা মেজাজের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে মানুষ এদের ধারে-পাশেও দাঁড়াতে পারে না। গরিলার সংখ্যা পৃথিবীতে এখন খুব কম। একমাত্র আফ্রিকায়ই এদের দেখা পাওয়া যায়, তাও খুব দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। উপরে যে কঙ্গো দেশের কথা বলেছি, সেটাই গরিলার প্রধান আড্ডা।

বেলজিয়ান্ কঙ্গোর গভীর জঙ্গল—এখানেই পাহাড়ী গরিলা বাস করে।

কার্ল একেলি সাহেব গরিলার খোঁজ করতে করতে ঐ কিভু অঞ্চলে এসে হাজির হলেন। এ জায়গাটায় অনেকগুলি পুরোনো আগ্নেয়গিরি আছে—অবশ্য তাদের ভিতরকার আগুন বহুদিন নিভে গেছে, গভীর অরণ্য তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলেছে। পাহাড়গুলির মধ্যে মিকেনো, কারিসিম্বি আর বিশোক এই তিনটেই প্রধান। এদেরই উপরকার স্যাঁৎসেঁতে জঙ্গলে কার্ল একেলি এক জাতের পাহাড়ী গরিলার দেখা পেলেন।

গরিলা সম্বন্ধে বড় বড় শিকারীদের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায়, গরিলাকে তাঁরা যে রকম হিংস্র বলে এত কাল পরিচয় দিয়ে আসছেন, কার্ল একেলির মতে আসলে সে ততটা ভীষণ নয়। চেহারার দিক্ দিয়ে বল্‌ছি না, চেহারা তার বাস্তবিকই ভীষণ। একটা পূর্ণবয়স্ক বড় গরিলার ওজন পাঁচ মণও হয়ে থাকে। বুকের বেড়, হাতের কব্জী এ সবও মানুষের চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বড়; আর নিজের বুকে দমাদম্ কীল মারা অভ্যাসটিও তার বরাবরই আছে। তবু আক্রমণ না করলে নিজে থেকে তারা কখনও তেড়ে আসে না বা অনিষ্ট করতে চায় না; এমন কি একেলি সাহেব যখন তাদের ছবি তুলছিলেন তখন তারা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গাছে চড়ে তাঁর কার্য্য-কলাপ দেখ্‌ছিল।

কিন্তু একটা জিনিষ কার্ল একেলিকে ভাবিয়ে তুল্‌ল। সমস্ত জঙ্গল ঘুরে তাঁর দৃঢ় ধারণা হ'ল যে গরিলার সংখ্যা পৃথিবীতে এখন অতি সামান্য পরিমাণে এসে ঠেকেছে। গরিলা পৃথিবীতে বেশী নেই এ কথা সবাই অনুমান করেন— কিন্তু এদের সংখ্যা সম্ভবতঃ তাঁদের অনুমানের চেয়েও অনেক কম। তার ওপর শিকারীরা যে ভাবে এদের পিছু নিয়েছে তাতে ও ক'টা শেষ হ'তেও আর বেশী দেরী লাগবে না। চেষ্টা করে

কঙ্গো দেশের আর একটি অধিবাসী—হিপ্পো

ঠেকিয়ে না রাখলে এমন একটা জানোয়ার হয়তো খুব শীগ্‌গিরই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

দেশে ফিরে একেলি সাহেব চুপ্‌ করে বসে রইলেন না, এ বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন চালাতে লাগলেন। তিনি বল্লেন, কঙ্গো দেশের ঐ অঞ্চলটুকু শুধু পাহাড়ী গরিলারই আস্তানা নয়, ঐ অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে এত হরেক রকম জানোয়ারের এবং রহস্যময় গাছপালার সাক্ষাৎ মেলে যে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে ওর মত মূল্যবান্ জায়গা পৃথিবীতে কমই আছে। শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ থেকে নয়, ভূতত্ত্ব এবং ব্যবসার দিক্ থেকেও ওর যুড়ি মেলা ভার। প্রচুর সোনা, তামা, হীরে, টিন, কোবাল্ট্, এমন কি রেডিয়াম্ পর্য্যন্ত ওখানে পাওয়া যায়। বড় বড় হাতী, গণ্ডার, হিপ্পো, নানা জাতের পাখী, এমন কি প্রায়-লুপ্ত জানোয়ার ওকাপি এবং শ্বেত গণ্ডারও নাকি ওখানে

গাছের উপর গরিলা

আছে! আর গাছ-গাছারি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কয়েকটা আছে যা নাকি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওখানে এক রকম বামন জাতের মানুষ বাস করে—নৃতত্ত্ব-বিদ্‌দের কাছে তাদেরও দাম অনেক, কারণ শীগ্‌গিরই নাকি সে জাত পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। কাজেই এমন একটা মূল্যবান্ জায়গাকে ওভাবে যার তার হাতে নষ্ট হ'তে দেওয়া উচিত নয়, আইন করে বন্ধ করা দরকার।

কার্ল্ একেলি ও তাঁর কয়েক জন বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় অবশেষে বেলজিয়াম্-সরকার ও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তার পর ১৯২৫ সনে তাঁরা আদেশ দিলেন ও অঞ্চলের খানিকটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা একেবারে আলাদা করে রাখতে হবে, ওর কোন প্রাণী বা কোনও গাছপালা কেউ নষ্ট করতে পারবে না। শিকারীদের আর ওখানে পাত্তা দেওয়া হবে না। জায়গাটিকে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে, রাখতে হবে, শুধু বৈজ্ঞানিকেরা গিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবেন। বেল্‌জিয়ামের রাজা এলবার্টের নাম থেকে জায়গাটার নাম দেওয়া হ'ল "পার্ক ন্যাশনাল এলবার্ট"।

গভীর জঙ্গলে লতাপাতা দিয়ে
তৈরী গরিলার বাসা

প্রথমে ৬০,০০০ একার জায়গা নিয়ে এই 'বৈজ্ঞানিক বাগান' তৈরী হ'ল। তার পর সেটা বাড়িয়ে করা হ'ল ৫০০,০০০ একার। আজকাল ঐ রকম আরও দু'টি নতুন বৈজ্ঞানিক বাগান ওর কাছে তৈরী করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটা প্রকাণ্ড গবেষণাগারও সেখানে তৈরী করা হয়েছে। কেউ যাতে 'বাগানের' কোন ক্ষতি না করে সেজন্য স্কাউট্ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাস্তবিক জায়গাটা একটা দেখবার জিনিষ। সামান্য খানিকটা জায়গার মধ্যে কত কি রয়েছে! দু'টো বড় বড় হ্রদ—একটা স্বচ্ছ জলে টলমল করছে, আর একটার জল ঘোলা—ভিতরে অসংখ্য হিপ্পো! তার পাশে জলাভূমি। এদিকে দু'টো বড় বড় জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি—নায়ামলাগিরা আর নাইরাগোংগো, সারা দিন সারা রাত আকাশ রাঙ্গিয়ে রেখেছে। আর এক জায়গায় তিনটে মৃত আগ্নেয়গিরি—গভীর জঙ্গলে ঘেরা।

এর এক-এক অংশের আবহাওয়া এক-এক রকম। কোথাও বা প্রচণ্ড গরম, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ, আবার কোথাও বা রক্ত-জমান ঠাণ্ডা। পাহাড়ের নীচে বিরাট বাঁশ-বন, বুনো হাতী, বুনো মহিষে ভরা। তারও নীচে মৃত আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে-আসা লাভা জমাট পাথর হয়ে পড়ে আছে, সেখানে কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই।

পাহাড়ের উপর স্যাঁৎসেঁতে জঙ্গলে পাহাড়ী গরিলার আস্তানার কথা আগেই বলেছি। সেখানে গিয়ে চেষ্টা করলে গরিলার ঘর-সংসার নিজের চোখে দেখে আসা যায়। গরিলার খানা খাওয়া, সে এক ভয়াবহ ব্যাপার! একটা গরিলা-পরিবার মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জায়গা প্রায় পঙ্গপালের মতই চষে ফেলতে পারে। গাছপালার চেহারা দেখেই বৈজ্ঞানিকেরা ঠাহর করতে পারেন কোথায় গরিলা আছে বা একটু আগে ছিল। বুনো আঙ্গুরলতা, শ্যাওলা বা গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী গরিলার বাসা বা বিশ্রাম-স্থানও চেষ্টা করলেই দেখা যেতে পারে। এ সব বাসা তারা সাধারণতঃ খোলা জায়গায় বা মাথার উপর গাছের ডাল চাঁদোয়ার মত ঘিরে রেখেছে এমন কোন জায়গা বেছে তৈরী করে। মা-গরিলা বাচ্চাদের নিয়ে শোয়, পুরুষগুলি কাছাকাছিই থাকে। অবশ্য সময় সময় গাছের ডালেও গরিলার বাসা দেখা যায়—বোধ হয় চিতার আক্রমণ থেকে নিরাপদ্ থাকবার জন্য।

পৌষ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহকদের ভোটে ১১শ বর্ষের রামধনুর শ্রেষ্ঠ ৫টি গল্প :—সুষুপ্ত সিংহের শিকার-কাহিনী ও চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য (শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য), অগাধ জলের রুই-কাংলা (শ্রীহেমেন্দ্র রায়), বাবার চিকিৎসা সোজা নয় (শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী) ও নানকিন ফ্রণ্টে (শ্রীধীরেন্দ্র ধর)। শ্রেষ্ঠ ৫টি প্রবন্ধ :—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা (শ্রীসুবিনয় রায়), কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন (শ্রীসুরেন্দ্র রায়), একটি অসাধারণ প্রতিভার লোক ও কুইন্ মেরী (শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ও হিট্‌লার ও চেকোসোভাকিয়া (শ্রীপ্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়)। শ্রেষ্ঠ ৫টি কবিতা :—দিগ্বিজয় ও বলাকা (শ্রীকুমুদ মল্লিক), বাঙ্গলা-মা (শ্রীশচীন্দ্র সরকার), জন্ গিলপিনের ঘোড়দৌড় (শ্রীশৈলেন্দ্র মল্লিক) ও হ্যাঁচ্ছো হ্যাঁচ্ছো (শ্রীউপেন্দ্র মল্লিক)। এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় ১ম পুরস্কার পাইলেন—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার (গ্রাঃ নং ১৮৯০), লক্ষ্ণৌ; ২য় পুরস্কার পাইলেন—শ্রীমতী পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ১৫৪৭), দেরাদুন। পুরস্কার শীঘ্রই পাঠান হইবে।

[ধারাবাহিক উপন্যাস]*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক :—

হল্যাণ্ডের ডর্ট্ সহরের ডাক্তার কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্ল্ যেমন পণ্ডিত, তেমনি ধনী, আর তেমনি লাজুক তার একমাত্র নেশা টিউলিপ্ ফুলের চর্চ্চা। হারলেম টিউলিপ্ সমিতি হইতে ঘোষণা করা হয় যে, যে একটি নিখুঁত কালো রংএর টিউলিপ 'তৈরী' করিতে পারিবে তাকে এক লক্ষ গিল্ডার (স্বর্ণমুদ্রা) দেওয়া হইবে। ভ্যান্ বার্ল্ অক্লান্ত পরিশ্রমে কালো টিউলিপের 'বাল্‌ব' (যা হইতে চারা গজায়), ও তাহা হইতে তিনটি সাকার তৈরী করে। ভ্যান্ বার্লের প্রতিবেশী আইজাক্ বক্সটেলও টিউলিপ্-চর্চ্চা করিত, কিন্তু ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পারিয়া হিংসায় ফাটিয়া মরিত। এই সময়ে ভ্যান্ বার্লের ধর্ম্মবাপ কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ও তাঁর ভাই রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের হাতে মারা যান। তাঁদের কতকগুলি গোপনীয় কাগজ ভ্যান্ বার্লের কাছে থাকায় (কিসের কাগজ ভ্যান্ বার্ল্ তাহা জানিত না) বক্সটেলের চক্রান্তে ভ্যান্ বার্ল্ বন্দী হয় ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বক্সটেল কালো টিউলিপের সাকার চুরির চেষ্টা করে কিন্তু তার চেষ্টা বিফল হয়। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার সময়ে জেলার গ্রাইফাসের মেয়ে রোজার সঙ্গে ভ্যান্ বার্লের পরিচয় হয় ও রোজা তাকে সাহায্য করে। ভ্যান্ বার্ল্ উইল করিয়া সাকার তিনটি রোজাকে দিয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ষ্টাট্‌হোল্ডারের আদেশে ভ্যান্ বার্লের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভ্যান্ বার্ল্‌কে হেগ হইতে লুভেষ্টিনে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান হইতে সে পায়রার সাহায্যে চিঠি পাঠাইয়া রোজাকে খবর দেয়। রোজা চেষ্টা করিয়া বাপকে লুভেষ্টিনে বদলী করায়। ইহার পর কারাগারে রোজ সন্ধ্যায় রোজার সঙ্গে ভ্যান্ বার্লের দেখা হয়; রোজার সাহায্যে ভ্যান্ বার্ল্ অন্ধকার ঘরেই একটি সাকার পোঁতে, কিন্তু জেলার গ্রাইফাস্ টের পাইয়া তা নষ্ট করে। ভ্যান্ বার্লের পরামর্শ মত রোজা আর একটি সাকার পুঁতিয়া দেয়। রোজা লেখাপড়া জানিত না, ইতিমধ্যে ভ্যান্ বার্ল্ তাকে লেখাপড়া শেখায়। এই সময় কারাগারে জেকব নামে একজন নতুন আগন্তুক আসে; ভ্যান্ বার্ল্ ও রোজা কৌশলে টের পায় যে জেকব টিউলিপের লোভে আসিয়াছে। একদিন রাত্রে রোজার যত্নে তার ঘরে টবের মধ্যে কালো টিউলিপ ফোটে। রোজা ভ্যান্ বার্ল্‌কে তা দেখায় এবং পরামর্শ হয় পর দিন ভোরেই রোজার

* একটি বিখ্যাত বিদেশী উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ।

একজন পরিচিত লোক সে খবর লইয়া হারলেম সমিতির সভাপতির কাছে যাইবে। ভ্যান্ বার্ল্ আনন্দে নানা কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় শেষ রাত্রে রোজা আসিয়া খবর দেয় যে কালো টিউলিপ তার ঘর হইতে চুরি গিয়াছে। অথচ ঘর যেমন চাবিবন্ধ ছিল তেমনই আছে। তার পরে পড়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

এইবার একটু আগেকার কথা বলা দরকার। বুদ্ধিমান্ পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে জেকব্ লোকটি আর কেউ নয়, আসলে ছদ্মবেশী আইজাক্ বক্সটেল্। ভ্যান্ বার্লের পিছু পিছু সেও লুভেষ্টিনে আসিয়া হাজির হইয়াছে, এবং অজস্র পরিমাণ মদ উপহার দিয়া জেলার গ্রাইফাসের সঙ্গেও দস্তুরমত খাতির জমাইয়া লইয়াছে।

গ্রাইফাসের ধারণা জেকব্ একজন দিল্‌দরিয়া মেজাজের পয়সাওয়ালা লোক, রোজাকে বিবাহ করিবার লোভেই সে এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, আর কোন বদ্ মতলব তার নাই। জেকব্‌ও হাব-ভাব, চালচলনে সর্ব্বদা সেই ভাবটাই দেখাইতে কসুর করে নাই; ফলে জেলের আর সকলেও, এমন কি রোজা পর্য্যন্ত, তার সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করে নাই। তবে রোজার কাছে সে বিশেষ আমল পায় নাই।

অবশ্য আর একটা কাজ বক্সটেল ইতিমধ্যে গুছাইয়া রাখিয়াছে। যখনই সুবিধা হইয়াছে তখনই সে নানা ভাবে গ্রাইফাস্‌কে বুঝাইয়াছে যে ভ্যান্ বার্ল্ একটি ভয়ঙ্কর চীজ্,—একেবারে সয়তানের প্রতিনিধি, তার অসাধ্য কিছুই নাই। গ্রাইফাস্ যেন সব সময়ে সতর্ক থাকে। বলা বাহুল্য এ ওষুধ ধরিতেও দেরী হয় নাই—ভ্যান্ বার্ল্ সম্বন্ধে গ্রাইফাসের ধারণা বরাবরই একটু সন্দিগ্ধ ছিল, সে সন্দেহ এখন ভীষণ রকম বাড়িয়াছে।

গ্রাইফাস্ যেদিন প্রথম সাকারটি পা দিয়া পিষিয়া নষ্ট করিয়া দেয় বক্সটেল্ সেদিন প্রায় ভ্যান্ বার্লের মতই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ভ্যান্ বার্লের কাছে দ্বিতীয় একটি 'সাকার' আছে কিনা সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল না, কাজেই তার সমস্ত আশা বিফল হইল কিনা তা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এত দিন সে

সময়ে অসময়ে লুকাইয়া রোজার পিছু পিছু ঘুরিত, এই ঘটনার পর হইতে একেবারে ছায়ার মত রোজার অনুসরণ সুরু করিল। সন্ধ্যার পর রোজা যখন ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে দেখা করিতে যাইত, বক্সটেল খালি পায়ে চোরের মত তার পিছু পিছু যাইত, কান পাতিয়া তাদের কথাবার্ত্তা শুনিত। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই রোজা আর ভ্যান্ বার্লের সমস্ত গোপন অভিসন্ধির কথা জানিয়া ফেলিতে তাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না।

তার পর রোজা তাকে সন্দেহ করিল; বাগানে টিউলিপ্ পুঁতিবার ভান করিয়া কেমন করিয়া তাকে জব্দ করিল সে খবরও আমরা পাইয়াছি। বক্সটেল বুঝিল, অত সোজাসুজি ভাবে কাজ করিলে চলিবে না, এবার হইতে দস্তুরমত সাবধানে কাজ সারিতে হইবে।

বক্সটেলের একটা ভাল দূরবীণ ছিল সে কথা পাঠক নিশ্চয়ই ভুলেন নাই,—যে দূরবীণ দিয়া সে ভ্যান্ বার্লের ড্রাই-রুমের উপর নজর রাখিত। এবারেও সেই দূরবীণই হইল তার সহায়। বক্সটেল বেশ মোটা টাকার লোভ দেখাইয়া জেলের যে ঘরটায় রোজা থাকিত তার ঠিক উল্টা দিকের বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া লইল। খালি চোখের পক্ষে যথেষ্ট দূরে হইলেও সেখানে বসিয়া দূরবীণ দিয়া রোজার ঘরের ভিতরকার সমস্ত কার্য্যকলাপই বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। কাজেই রোজা যত গোপনেই কাজ করুক না কেন, বক্সটেলের শ্যেন-দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিল না।

বক্সটেল দেখিল, রোজা একটা পাথরের টবে একটা ছোট গাছ পুঁতিয়া দিয়াছে; সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে টব্‌টা জানালার ধারে রাখিয়া দেয়, সন্ধ্যার পর ভিতরে লইয়া আসে। ভ্যান্ বার্ল্ যে ভাবে তার টিউলিপের যত্ন করিত রোজাও গাছটিকে তার চেয়ে নেহাৎ কম যত্ন করিতেছে না। এ ভ্যান্ বার্লের সেই দ্বিতীয় সাকার না হইয়া যায় না। গাছে পাতা ধরিলে বক্সটেলের সকল সন্দেহ দূর হইল।

সেই দিন হইতে বক্সটেলের একমাত্র চিন্তা হইল কি ভাবে সে ঐ গাছটি চুরি করিবে। হ্যাঁ, চুরিই তাকে করিতে হইবে। একবার সরাইতে পারিলে তখন আর ধরে কার সাধ্য! তার মত টিউলিপ্-বিশারদের কথাই লোকে বিশ্বাস

করিবে না ঐ টিউলিপ্-চর্চ্চায় একেবারে অনভিজ্ঞ মেয়েটার কথা বিশ্বাস করিবে? আর ভ্যান্ বার্ল্ তো কয়েদী. তার মতামতের আর এখন কিই বা মূল্য আছে!

একটা বিষয় বক্সটেল কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না—কালো টিউলিপ্‌টির নাম 'টিউলিপা নিগ্রা বক্সটেলেন্‌সিস্' রাখিবে না 'টিউলিপা নিগ্রা বক্সটেলিয়া' রাখিবে! কোন্‌টা শুনিতে ভাল হইবে। কিন্তু যাক্, সে পরের কথা, এখন প্রথম কথা হইতেছে কি ভাবে টিউলিপ্‌টি চুরি করা যায়।

কাজটা নেহাৎ সোজা নয়। আট দিন ধরিয়া বক্সটেল লক্ষ্য করিল রোজা এক মূহুর্ত্তের জন্যও ঘর ছাড়িয়া নড়ে না। এ আট দিন সে ভ্যান্ বার্লের কাছেও যায় নাই। গতিক দেখিয়া বক্সটেল বড় ভাবনায় পড়িল।

কিন্তু আট দিন পরে তার ভাবনা ঘুচিল। আট দিন পরে রোজা ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। বক্সটেল এ সুযোগের অপব্যবহার করিল না, সে গিয়া রোজার ঘরের সম্মুখে হাজির হইল। দরজায় তালা বন্ধ, রোজা চাবি মুহূর্ত্তের জন্যও হাতছাড়া করে না।

চাবি কি করিয়া হাত করা যায়! আর হাত করিলেও রোজা যখনই সে খবর পাইবে অমনি তালা বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, ঘর খোলা রাখিয়া সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যাইবে না। কাজেই চাবি চুরির মতলব বক্সটেল ত্যাগ করিল।

পর দিন সন্ধ্যাবেলা রোজা ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে বক্সটেল এক তাড়া চাবি যোগাড় করিয়া আনিয়া আবার রোজার ঘরের দুয়ারে হাজির হইল। একটি একটি করিয়া চাবি গলাইয়া সে দেখিতে লাগিল কোনটায় তালা খোলে কিনা। একটা চাবি অনেকটা ঘুরিল, আর সামান্য একটু ঘুরিলেই হয়। বক্সটেল চাবিটার গায়ে খানিকটা মোম লাগাইয়া আবার তালায় ঢুকাইল, তালা এবারেও খুলিল না, কিন্তু চাবির গায়ে মোমের উপর একটা ছাপ পড়িল। বক্সটেল পর দিন একটা উকোর সাহায্যে সেই ছাপ অনুযায়ী চাবিটির সংস্কার করিয়া আবার যথাস্থানে হাজির হইল। একটু চেষ্টা করিতেই আজ তালা খুলিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একা বক্সটেল আর কালো টিউলিপের চারা। সাধারণ চোর

হইলে তখনই টব্‌টি লইয়া পালাইত, কিন্তু বক্সটেল সাধারণ চোর নয়; সে তখন তখনই টিউলিপ্ সরাইল না। চাবি যখন সে যোগাড় করিয়াছে তখন যে কোন সময়েই রোজার অনুপস্থিতিতে সে গাছটি সরাইতে পারিবে। এখন নিয়া লাভ কি? মিথ্যামিথ্যি জানাজানি হইবে—অপর পক্ষকে চুরি ধরিবার খানিকটা সময় দেওয়া হইবে! তা ছাড়া ফুল এখনও ফোটে নাই, সেটা ঠিক কালো হয় কিনা সেটাও দেখা দরকার। গাছের আদর-যত্নের ব্যবস্থাও ভ্যান্ বার্লের পরামর্শ মত হইলেই বেশী কাজ দিবে। এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি! যে মুহূর্ত্তে ফুল ফুটিবে সেই মুহূর্ত্তেই বক্সটেল সেটা লইয়া হারলেমে গিয়া হাজির হইবে। কার সাধ্য চুরি বলিয়া ধরে?

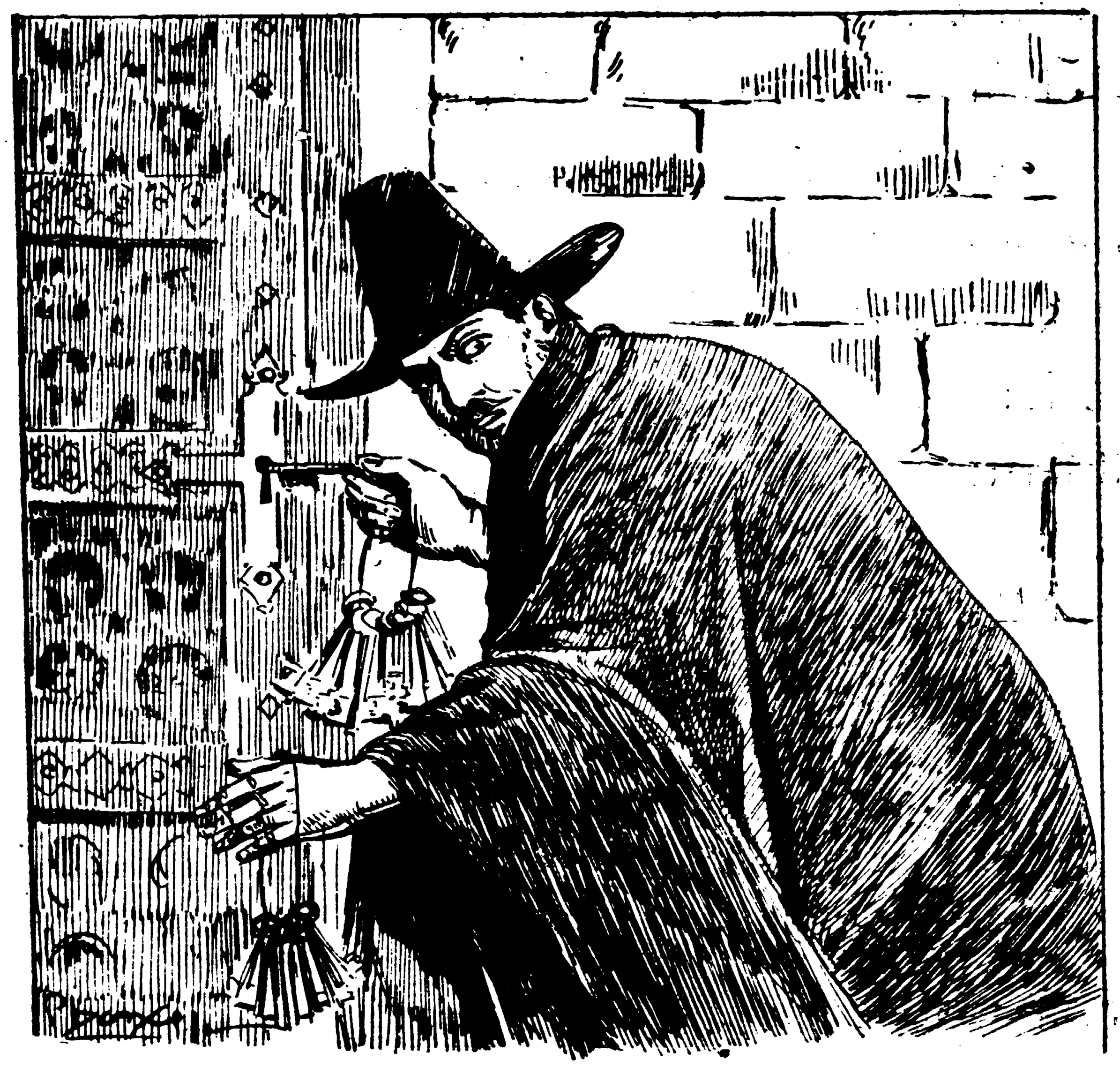

একটি একটি করিয়া চাবি গলাইয়া……

সেইদিন হইতে রোজ রাত্রে বক্সটেল আসিয়া রোজার ঘরে হানা দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন রোজা ভ্যান্ বার্লের কাছে গিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। বক্সটেল বুঝিল আজই ফুল ফুটিবে, আজই কাজ হাসিল করিতে হইবে। সে গ্রাইফাস্‌কে প্রচুর মদ খাওয়াইয়া বেহুঁস করিয়া রাখিল।

গভীর রাত্রে রোজা টিউলিপের টব্‌টি লইয়া বাহির হইয়া গেল। এ কি! রোজা হারলেমে যাইতেছে না তো! বকস্‌টেল নিঃশব্দ-পায়ে তার অনুসরণ করিল। রোজা ভ্যান্ বার্ল্‌কে ফুল দেখাইল, হারলেমে কি ভাবে লোক পাঠাইতে হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিল, বকস্‌টেল কান পাতিয়া শুনিল। তার পর রোজা ঘরে আসিয়া টব্‌টি রাখিয়া আলো নিভাইল, নিভাইয়া দরজায় তালা আঁটিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

রোজা কা'কে খবর দিতে গেল তা আমরা জানি। রোজার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছায়ামূর্ত্তি কাপড় ঢাকা দিয়া তার ঘরের সামনে হাজির হইল, পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া ঘর খুলিল; তার পরের মুহূর্ত্তেই অতি সন্তর্পণে টব্‌শুদ্ধ ভ্যান্ বার্লের বড় সাধের কালো টিউলিপ্‌টি তুলিয়া লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

এব্রাহাম্ লিঙ্কন্

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাম হামেশাই শুনে আস্‌ছ; ধনে, মানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষাদীক্ষায় ও দেশটি যে পৃথিবীর সেরা দেশগুলির অন্যতম সে বিষয়ে এতটুকু মতভেদ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম অবধি ওখানে সাধারণতন্ত্র চলে আস্‌ছে—রাজা নাই, চার বছরের জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত হন। আজ পর্য্যন্ত আমেরিকায় বত্রিশ জন প্রেসিডেণ্ট্ হয়েছেন; এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য দু'বারও প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু দু'বারের বেশী কাউকে প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত করবার প্রথা ওদেশে নাই। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন 'লিখিত-পড়িত' আইন নাই। প্রথম প্রেসিডেণ্ট্ জর্জ্জ ওয়াশিংটন পর পর দু' বার নির্ব্বাচিত হলেন; তৃতীয় বার কিন্তু তিনি সরে দাঁড়ালেন, কেননা অত বড় একটা পদ একই লোক বার বার অধিকার করে বসে থাক্‌বেন এটা গণতন্ত্রের

নীতির সঙ্গে বেশ খাপ খায় না। সেই অবধি ওই প্রথাই বরাবর চলে আস্‌ছে। অবশ্য ভবিষ্যতে এ প্রথার যে কখনও ব্যত্যয় ঘটবে না, জোর করে এ কথা বলা চলে না।

আমেরিকার এই বত্রিশ জন প্রেসিডেণ্টের মধ্যে দু'জনার নাম সবার ওপরে—জর্জ্জ ওয়াশিংটন আর এব্রাহাম লিঙ্কন। ওয়াশিংটনের জীবনী বারান্তরে শোনান যাবে, আজ এব্রাহাম্ লিঙ্কন সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌ব। অতি অদ্ভুত তাঁর জীবন-কাহিনী।

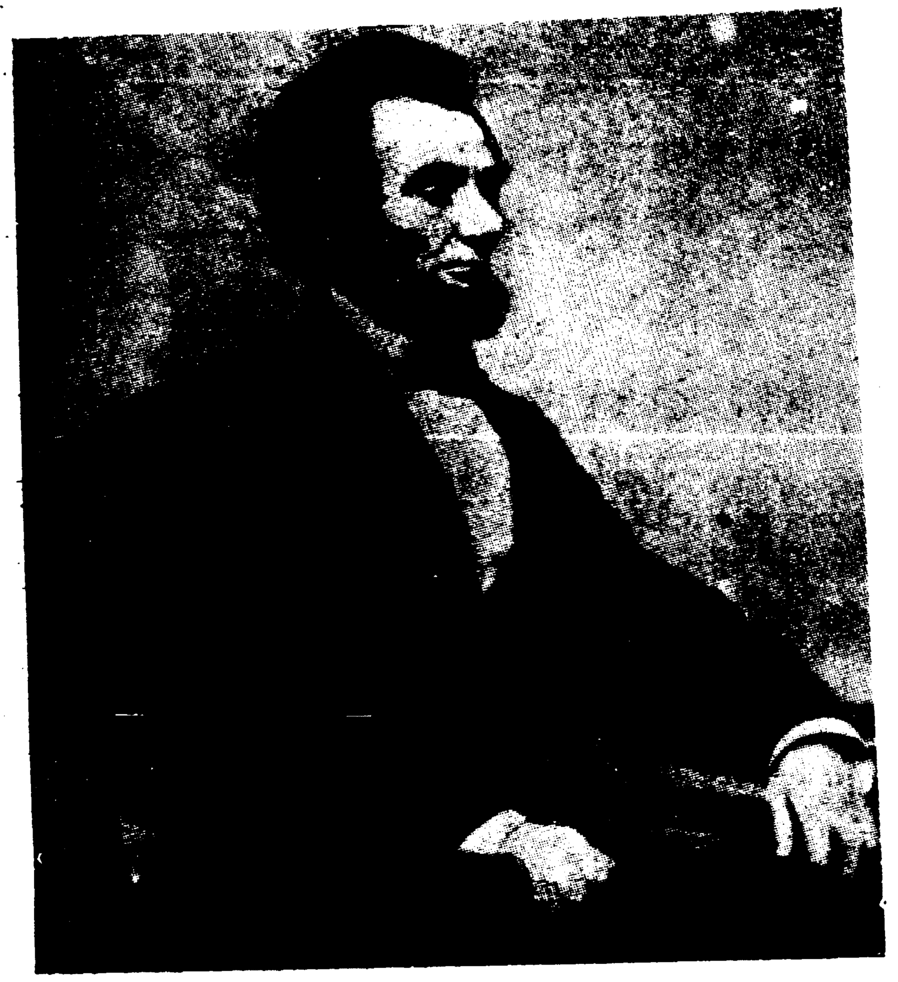
এব্রাহাম্ লিঙ্কন

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী এব্রাহামের জন্ম হয়—কোন ধনীর অট্টালিকাতে নয়, এমন কি একখানা পাকা-বাড়ীতেও নয়—কাঠের তৈরী অতি নড়বড়ে এক কুঁড়ে ঘরে! ঘরে-বাইরে 'লক্ষ্মীশ্রী'র অত্যন্ত অভাব। কুঁড়ের বাইরে চাষের জমি, কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছার অন্ত নাই সেখানে। তাঁর বাবা টমাস্ এব্রাহামের প্রবৃত্তিটা ছিল ভবঘুরে ধরণের, এক জায়গায় বেশী দিন বাস করা তাঁর ধাতে সইত না। এটা, সেটা, ছুতোরের কাজ, চাষবাস, অনেক কিছুই তিনি করতেন, তবে সব চাইতে ভাল লাগ্‌ত তাঁর বন্দুক ঘাড়ে করে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ান। ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজন তিনি বড় দেখতেন না; অমন চমৎকার দেহ রয়েছে, 'লাঙ্গল চালান'টা ঠিক সময়ে শিখে নিতে পারলেই তো হল! চুকে যাবে ল্যাঠা! ইস্কুলে পাঠিয়ে আবার কি হবে? কিন্তু ছেলের মা তাতে রাজী নন। ফলে এব্রাহাম আর তাঁর দিদি বই বগলে ইস্কুলে যেতে সুরু করলেন।

কিন্তু ভবঘুরে বাপ তাঁর এক জায়গায় থাকবার পাত্রই নন; এতদিন তাঁরা ছিলেন কেণ্টাকীতে, এবার চলে এলেন ইণ্ডিয়ানা নামে আর এক জায়গায়। এখন অবশ্য আমেরিকার ওসব অঞ্চলে প্রচুর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তখন ও-জায়গাটার চেহারা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এব্রাহামের বয়স তখন সাত-আট বছর, তিনি দেখ্‌লেন তাঁর বাবা বাসের জন্য যে জায়গাটি মনোনীত করেছেন, সেটি হচ্ছে একটি 'অরণ্য'—আশপাশের চারদিকে জনমানবের সাক্ষাৎ মেলা ভার—তবে গাছের প্রাণ আছে একথা যদি মেনে নেওয়া যায় তবে সঙ্গীর অভাব হবে না বটে, কেননা বন-জঙ্গল সেখানে অপর্য্যাপ্ত। বেচারার মন নিশ্চয়ই খুব দমে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে খুব বেশী চিন্তার অবসর দিলেন না, হাতে একখানা কুড়ুল তুলে দিয়ে বল্লেন, "নাও এবারে চট্‌পট্‌ জঙ্গল কাটতে আরম্ভ করে দাও, থাক্‌বার জন্য বাড়ী তৈরী করতে হবে তো!" সবাই মিলে জঙ্গল কাটা আর জমি সাফের কাজে লেগে গেলেন; দেখতে দেখতে একটা আস্তানাও গড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে সে রকম আস্তানায় তুমি থাকতে রাজী হতে না কক্ষণই, কেননা ঘরের বেড়া দেওয়া হল মাত্র তিন দিকে, একটা দিক্‌ রইল সম্পূর্ণ খালি! ওরকম জায়গায় আর কোত্থেকে মনে স্ফূর্ত্তি আস্‌বে বল! অত্যন্ত নিরুৎসাহের সঙ্গে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। তবুও যা হোক, প্রথমটাতে মা কাছে ছিলেন, কিন্তু বিধি তাতেও বাদ সাধলেন। ১৮১৮ সনে এক দারুণ মহামারী উপস্থিত হল, আর তার ফলে এব্রাহামের স্নেহময়ী জননীও চিরবিদায় নিলেন। দু'ভাইবোনের অবস্থা তখন মনে মনে একবার আন্দাজ কর।

কিন্তু ভগবান্‌ শেষ পর্য্যন্ত মুখ তুলে চাইলেন। টমাস লিঙ্কন দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন এক বিধবাকে; এব্রাহামের নতুন মা তাঁর আগের পক্ষের ছেলেপেলেদের নিয়ে তাঁর নতুন বাড়ীতে এলেন। তিনি আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর 'শ্রী' গেল ফিরে, এব্রাহাম্‌দের যত্ন-আত্তির ব্যবস্থা হল, সঙ্গীর অভাবও গেল ঘুচে। টমাস্‌ ভেবেছিলেন এইবার এব্রাহাম্‌কে দেবেন ক্ষেতখামারের কাজে লাগিয়ে, কিন্তু নতুন মা আপত্তি করে বস্‌লেন, তা কি হয়? ছেলেকে মূর্খ করে রাখা

যায় না কোন মতেই। কিছু দূরে একটা নতুন ইস্কুল খুলেছিল, এব্রাহাম ভর্ত্তি হলেন সেই ইস্কুলে।

এব্‌ (এব্রাহামের ডাকনাম ছিল 'এব্‌') দেখ্‌তে ছিলেন অত্যন্ত কদাকার, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই তাঁকে ভারী পছন্দ করত। হবে না কেন, ছেলের গুণ যে অনেক! মুখে মুখে চমৎকার গল্প তিনি বানাতে পারতেন, আবার মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর মিল দেওয়া কবিতাও তৈরী করে সবাইকে শোনাতেন। তার ওপর তাঁর সেই কুৎসিত মুখখানাকে হরেক রকমের বিট্‌কেল মুখ ভঙ্গীতে যখন তিনি বিকশিত করে তুলতেন তখন তাঁকে ভাল না বেসে আর উপায় কি? ইস্কুলে ছোটখাট দুষ্টুমীতেও তিনি পরিপক্ক ছিলেন। একবার তাঁদের ক্লাসের একটী মেয়েকে মাষ্টার মশাই একটা বানান জিজ্ঞাসা করেন; মেয়েটি 'i' হবে কি 'y' হবে ঠিক করে উঠ্‌তে পারছিল না। এব্রাহাম্‌ আস্তে আস্তে নিজের চোখের ওপর একটা আঙ্গুল বুলিয়ে গেলেন। তাৎপর্য্যটা বোধ হয় বুঝতে পারলে! ইংরাজীতে চোখকে বলা হয় 'আই'—এব্রাহাম্‌ তাই ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন—"আই বল্‌ রে, আই বল্‌, ওয়াই বলিস্‌ নি।"

মায়ের ইচ্ছা থাক্‌লেও এব্রাহামের কিন্তু বেশী দিন ইস্কুলে পড়া ঘটে ওঠেনি—সর্ব্বসাকল্যে এক বছরের বেশী নয়। ক্ষেত-খামারের কাজে বাপকে সাহায্য করবার জন্য সদাসর্ব্বদাই তাঁর তলব পড়ত। কিন্তু পড়ার আগ্রহ তাঁর যা দেখা যেত সেটা কম ছেলেরই দেখা যায়। সারাদিনের কাজকর্ম্ম শেষ করে আগুন পোহাবার চিম্‌নির জ্বলন্ত কয়লার সাম্‌নে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পড়ে যেতেন। কাগজের দরকার নাই, কাঠের ওপর কাঠ-কয়লা দিয়েই হরদম্‌ লিখে যাচ্ছেন, অঙ্কের পর অঙ্ক কষে চলেছেন। কোন জায়গায় ভাল বই পাবার সম্ভাবনা আছে জানলে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে বহুদূরে হেঁটে সে বই তিনি জোগাড় করে আন্‌তেন।

আগেই বলেছি এক জায়গায় চিরদিন বাস করা টমাস লিঙ্কনের কুষ্ঠিতে কখনও লেখে নি। এব্রাহামের বয়স যখন একুশ বছর তখন তাঁর বাবা ইণ্ডিয়ানা ছেড়ে ফের গিয়ে নতুন আস্তানা গাড়লেন ইলিনয়েতে। ইণ্ডিয়ানা ছেড়ে নতুন

আস্তানায় রওনা হবার ব্যবস্থা হল এই যে মেয়েরা যাবে ষাঁড়ে-টানা গাড়ীতে, আর পুরুষরা যাবে হেঁটে। অধিকাংশ সময় এব্রাহামকেই হতে হল গাড়োয়ান। ইলিনয়ে পৌঁছে আবার সেই কাঠ ফাঁড়া। তবে এখন এব্রাহাম যোয়ান মরদ হয়ে উঠেছেন, লম্বায় প্রায় সওয়া ছ ফুট, আর গায়েও অমানুষিক জোর।

নতুন বাড়ীঘরদোর তৈরী হল, কিন্তু লিঙ্কনের আর চাষবাসের কাজে মন বস্‌ল না। অন্য নতুন কাজ তাঁর চাই। ইতিপূর্ব্বে একবার তিনি মিসিসিপি নদীর বুকে মাল-বওয়া ফ্ল্যাটে কাজ করে এসেছিলেন, আরও একবার সেই কাজ জুটে গেল। যে ভদ্রলোকের কাজে শেষবার তিনি গেলেন তাঁর নাম অফ্‌কাট। অফ্‌কাট মনে মনে মৎলব এঁটে রেখেছিলেন যে নিউ সালেম নামে একটা গ্রামে তিনি হরেক রকম জিনিষের এক দোকান খুল্‌বেন। লিঙ্কন ফিরে আসতেই তাঁকে এই দোকানের ভার দেওয়া হল। দোকান কিন্তু চল্‌ল না।...

তা না চলুক, এখানে এসে লিঙ্কন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক জীবনে প্রবেশ লাভ করবার সুযোগ পেলেন—রাজনীতির কথা বল্‌ছি। নিউ সালেমে কতকগুলি যুবক মিলে একটা দল গড়েছিল, গ্রামে নতুন কেউ এলেই তারা একবার তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখ্‌ত। ঠিক হল তাদের দলপতির সঙ্গে এব্রাহামের এক কুস্তি-প্রতিযোগিতা হবে। আগেই বলেছি, এব্রাহাম ছিলেন বিরাট্ শক্তিশালী পুরুষ—কুস্তিতে নেমে দলপতি চিৎপাৎ হয়ে পড়লেন। সকলে তো অবাক্! এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দলপতিরা একদম্ ক্ষেপে যায়, কিন্তু এব্রাহামের বুদ্ধি-বিবেচনায় সেটি ঘট্‌তে পারল না। দলপতিকে তিনি খুসী রাখ্‌লেন, অথচ দলটিও রইল তাঁর হাতে। ক্রমে তাঁর উন্নত চরিত্রের পরিচয়ও সবাই আস্তে আস্তে পেতে লাগ্‌ল, তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে চল্ল। এব্রাহাম ভাব্‌লেন, নিউ সালেমের প্রতিনিধি হয়ে আইন-সভায় ঢোকবার চেষ্টা একবার করে দেখ্‌তে ক্ষতি কি? ১৮৩২ সনে করলেন সে চেষ্টা, কিন্তু হলেন ফেল্। এরই মধ্যে রেড্‌ইণ্ডিয়ান্‌দের সঙ্গে আমেরিকান্‌দের একটা ছোটখাট যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল, এব্রাহাম তাতে ভলাণ্টিয়ার দলের ক্যাপ্‌টেন হয়েছিলেন, কিন্তু আসল যুদ্ধ তাঁকে করতে হয় নি। তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, অফ্‌কাটের দোকান উঠে

যাওয়ার পর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা চালাবার জন্য কি ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন? করেছিলেন অনেক কিছুই, কিন্তু সুবিধা হয় নি কোনটাতেই। দিনকতক নিজেই আর একজনের সঙ্গে জুটে দোকান খুল্‌লেন, কিন্তু সে দোকান ফেল্ পড়্‌ল, লাভের বদলে ঘাড়ে পড়ল দেনা। নিউ সালেমের পোষ্ট-মাষ্টারী চাকুরী নিলেন, কিন্তু মাইনে এত কম যে পেটে খেতে পোষায় না। জরীপের কাজে সুবিধা হবে মনে করে শিখ্‌লেন সে কাজ, কিন্তু পয়সার বেলায় ঢুঁঢুঁ। শেষটাতে এক বন্ধুর পরামর্শে আইন শিখে ওকালতী সুরু করে দিলেন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। হ্যাঁ, একটা কথা, প্রথম বারে আইন-সভায় ঢুকতে না পারলেও, দু' বছর পরে সে চেষ্টা সফল হয়েছিল, আর তার পর, পর পর তিনবার আইন-সভার সভ্য তিনি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এ হ'ল "ছোট-দরের" আইন-সভা, খোদ্ যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভা, অর্থাৎ আমেরিকার কংগ্রেসে না ঢুক্‌তে পারলে আসল রাজনীতিতে নামা হল না। সে সুযোগও ঘট্‌ল বছর দশেক পরে, কিন্তু যে রাজনৈতিক দলের সভ্য হিসাবে তিনি কংগ্রেসে গিয়েছিলেন (Whig party), তারা তাঁর কাজকর্ম্মে খুসী হতে পারে নি, কাজেই দ্বিতীয় বার আর কংগ্রেসের সদস্য হওয়া এব্রাহামের বরাতে জুট্‌ল না। তাঁকে অবশ্য ওরগণের গভর্ণরের পদ সাধা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ফের ওকালতী ব্যবসাতেই পূরোপূরি মন দিলেন। পশার বেশ জম্‌তে লাগ্‌ল, অবস্থাও ক্রমেই ভাল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাকে বলে দেশজোড়া নাম তা তাঁর তখনও হয় নি, আমেরিকার অল্প লোকই তাঁকে চিন্‌ত।

কিন্তু কয়েক বছর বাদে এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল যার ফলে এব্রাহাম্ লিঙ্কনের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেটা কি ক্রমে বল্‌ছি।

গোড়াতে আমেরিকার সর্ব্বত্রই ক্রীতদাস-প্রথার চল্‌তি ছিল; কিন্তু উত্তর দিকে লোকেরা ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য আর কলকারখানার দিকে ঝুঁকে পড়ে; তারা দেখ্‌ল এসব কাজে ক্রীতদাস খাটিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হয় না; আর তা ছাড়া প্রথাটাও তো অতি বর্ব্বর! ফলে উত্তর-অঞ্চল থেকে দাস-প্রথা একদম্ লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে সেটা হল না। তার কারণ,

এদিক্‌টাতে কলকারখানা বিশেষ প্রসার লাভ করে নি, করেছিল চাষবাসের কাজ। চাষবাসের কাজে ক্রীতদাস খাটাতে পারলে সেটা বিশেষ লাভের ব্যাপার ; তুলোর ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওসব অঞ্চলে প্রচুর তুলোর চাষ আরম্ভ হয়, ফলে ক্রীতদাস প্রথা তুল্‌তে ওখানকার লোকেরা মোটেই রাজী হয় না। কোন্ কোন্ অঞ্চলে দাস-প্রথা থাক্‌তে দেওয়া হবে, আর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ও-জিনিষ চল্‌বে না তাই নিয়ে আপোষ-রফা দু'একবার হল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একদল লোক বল্‌তে লাগ্‌ল, দাস-প্রথা ভগবানের বিধি-বিরুদ্ধ, কাজেই সব জায়গা থেকেই ও প্রথা যে ভাবেই হোক্ তুলে দিতেই হবে ; দ্বিতীয় দল বল্‌তে লাগ্‌ল, দাসপ্রথা অতি জঘন্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ওটাকে বাড়তে না দিলেই, সীমাবদ্ধ করে রাখলেই, ভবিষ্যতে ওজিনিষ লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। এব্রাহাম্ লিঙ্কনেরও মত ছিল এই। তৃতীয় দল দাসপ্রথার পক্ষপাতী, তারা চাইল এ প্রথার আরও বেশী প্রসার। মেক্সিকোর সঙ্গে এক যুদ্ধে জিতে আমেরিকা অনেকগুলি নতুন জায়গা দখল করে নিয়েছিল ; সে সব জায়গায় দাস-প্রথার চলতি হবে কিনা তাই নিয়েই গণ্ডগোল তুমুল হয়ে উঠল। সব ইতিহাস বলতে গেলে কথা অনেক বেড়ে যাবে, শুধু এটুকু জেনে রাখ যে ব্যাপার ক্রমশঃ এম্‌নি হয়ে দাঁড়াল যে দাসপ্রথা তুলে দেওয়া দূরে থাক, তাকে বুঝি সীমাবদ্ধও রাখা আর সম্ভব হয় না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডগ্‌লাস্ নামে এক মাতব্বর একটী আইনের প্রস্তাব খাড়া করলেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে এবারে আসরে এসে নাম্‌লেন এব্রাহাম্ লিঙ্কন। এই সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, ইতিহাস সেটিকে চিরকাল স্মরণ করে রাখ্‌বে। কি বাগ্মিতায়, কি রাজনৈতিক দূরদর্শিতায়, কি মানব-জাতির প্রতি করুণায় এটি একটী অপূর্ব্ব বক্তৃতা। লিঙ্কনের যশ ছড়িয়ে পড়ল।...কিন্তু আইন পাশ বন্ধ করা গেল না।

চার বছর পরে এই ডগ্‌লাসের সঙ্গেই এক নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নেমে লিঙ্কন আবার এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিলেন ; সমঝদারেরা বুঝ্‌ল রাজনীতিক্ষেত্রে একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে বটে ! কিন্তু নির্ব্বাচনে তিনি জয়ী হতে পারলেন না। তা না হোন, দেশবাসীদের তখনও জান্‌তে বাকী ছিল যে এ সবের চাইতেও ঢের ঢের

বড় একটা পদ তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ডগ্‌লাসের প্রস্তাবিত আইনের কথা আগেই বলেছি, সেটি পাশ হতেই আমেরিকায় রিপাব্লিকান্ পার্টি নামে একটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে—তাদের উদ্দেশ্য দাসত্ব-প্রথাকে কোন মতেই আর বাড়তে দেওয়া হবে না। তারা ঠিক করলে আগামী বারের প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচনের বেলায় তাদের পক্ষ থেকে লিঙ্কনকেই দাঁড় করান হবে সেই পদের জন্য।

নতুন প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচনের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে ; লিঙ্কনের জয়ী হবার আশা ক্ষীণই বল্‌তে হবে, কেননা হাজার হলেও জনসাধারণের কাছে তখনও তিনি বেশ সুপরিচিত হয়ে ওঠেন নি ; ওধারে ভারিক্কি ভারিক্কি জনা কয়েক প্রার্থী রয়েছে। কিন্তু বিপক্ষ দলের ভোট্ গেল ভাগাভাগি হয়ে, ফলে নির্ব্বাচন-যুদ্ধে লিঙ্কনই করলেন জয়লাভ।

এব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত হয়েছেন এ খবর প্রকাশ হবামাত্র দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে (অনেকগুলি রাষ্ট্র একত্র মিশে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে একথা হয় তো তোমরা জান) একেবারে সাড়া পড়ে গেল। কল্পনার চোখে তারা একবার ভবিষ্যৎটা দেখে নিলে। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে, জনসংখ্যা তাদেরই বেশী, শাসন-ব্যাপারেও তাদেরই রীতিমত প্রাধান্য হতে চল্ল—এর পর দক্ষিণের কি দশা হবে, কে জানে ? হয় তো দাস-প্রথা একেবারেই তুলে দেওয়া হবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে একটী, তারপর অনেকগুলি রাষ্ট্র (দক্ষিণের) স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে তারা আর যুক্তরাষ্ট্রের কেউ নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তারা আলাদা হয়ে গেছে।

লিঙ্কনের দলের অনেকে বলাবলি করতে লাগ্‌ল, "তা এ ভালই হল, আপদ্ ঘাড় থেকে নামলেই বাঁচি।" এব্রাহাম্ কিন্তু তাতে সায় দিতে পারলেন না, জাতিকে তিনি কোন মতেই দু' ভাগ হতে দেবেন না। যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাতেই হবে, তা সে যে করেই হোক। ওদের তো আলাদা কোন স্বাধীন সত্তা নেই, ওরা যে যুক্তরাষ্ট্রেরই অংশ, জাতিরই অংশ !

ব্যস্, বেধে গেল ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই,—যা আজকাল চল্‌ছে স্পেন দেশে। লিঙ্কন যে কি বিরাট্ প্রাণ, কি মহান্ হৃদয় নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা এত দিনে,

৮

জাতির এই মহাসঙ্কটকালে লোকে টের পেতে লাগ্‌ল। দৃঢ়তা, ধীরতা, দেশ-প্রেমিকতা এবং চরিত্র-মাহাত্ম্যের যে পরিচয় তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় দিয়ে গেছেন তাতে তাঁর নাম চিরকাল ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। অসীম ক্ষমতা হাতে পেয়েও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি তার অপব্যবহার করেন নি। নিজের স্বার্থ বলে তিনি কিছুই জানতেন না—শুধু এক চিন্তা, এক ধ্যান—জাতিকে বাঁচাতে হবে।

বছর চারেক ধরে দারুণ যুদ্ধ চল্‌ল—গত মহাযুদ্ধের আগে এমন বিরাট্‌ ভাবে আর কখনও কোন যুদ্ধ নাকি হয় নি। ক্রমে দক্ষিণের দল কাবু হয়ে এল, তাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করলেন।

লিঙ্কন তখন সবে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্টের গদিতে বসেছেন, লীর আত্ম-সমর্পণের কথা তাঁর কানে এসেছে, হৃষ্টচিত্তে এক থিয়েটারে বসে তিনি অভিনয় দেখছিলেন। হঠাৎ জন্‌ উইল্‌কিস্‌ বুথ্‌ নামে এক অভিনেতা প্রেসিডেণ্টের বক্সের সামনে এসে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ল এক রিভলভারের গুলি। গুলি মেরেই লোকটা ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়ল। পা তার ভেঙ্গে গেল বটে, কিন্তু তবুও সে অবস্থাতেই ছুটে বাইরে এসে ঘোড়ায় চড়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথমটাতে উপস্থিত সকলেই কেমন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, তার পরে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সকলে ছুট্‌ল সেই হত্যাকারীর পেছনে। হাতে পেলে উন্মত্ত জনতা যে তাকে তৎক্ষণাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌ত সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। দিন কয়েক বাদে হতভাগার সন্ধান মিল্‌ল; পাপিষ্ঠকে বলা হল ধরা দিতে, কিন্তু সে রাজী হল না। তখন বন্দুকের গুলিতে তাকে শেষ করে ফেলা হল। কিন্তু যে মহাত্মাকে পাপিষ্ঠ গুলি করে রেখে এসেছিল, তাঁকে আর বাঁচান সম্ভব হল না।

অন্তর্বিপ্লবের সময়েই এব্রাহাম্‌ লিঙ্কন বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির যেখানে যত ক্রীতদাস ছিল সবাইকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য দাসপ্রথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে একদম্‌ তুলে দেওয়া হয়।

'শত-কবিতা'র শোচনীয় পরিণাম

(শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী)

রামানুজ কবি। না, দেড় পয়সার চুল-ওল্টানো কবি নয়, দস্তুরমত লিখিয়ে কবি। কতই বা বয়স হইবে? এরই মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছে সে। অবশ্য আমরা কেহই মাপিয়া দেখি নাই, আন্দাজে বলিলাম মাত্র। বহুদিন হইতেই আমরা ওর অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছি। পরীক্ষার আগে বোর্ডিংএ বসিয়া হয়ত একসঙ্গে 'য়্যালজেব্রা' কষিতেছি, হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া উহার দিকে তাকাইয়া দেখি খোলা জানালা দিয়া আকাশের চাঁদ দেখিয়া রামানুজ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। আমি নেহাৎ অকবির মত বলিয়া উঠিতাম, "কিরে, অঙ্ক পার্চ্ছিস না নাকি?" রামানুজ মাপা হাসি হাসিয়া বলিত, "অঙ্ক? এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে কি আর নীরস অঙ্কের স্থান আছে রে?" এই বলিয়া সে 'য়্যালজেব্রা' বন্ধ করিয়া টানিয়া বাহির করিত 'সঞ্চয়িতা' অথবা 'চয়নিকা' খানা। বলাবাহুল্য, এই সাঙ্ঘাতিক বৈচিত্র্য-প্রীতির দরুণই, রামানুজ আমার দুই বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রজীবন আরম্ভ করিয়াও, বর্ত্তমানে আমারই সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার এই ভাব, ছোট বেলায় ভাবিতাম বুজরুকী, কিন্তু এখন বুঝি উহা 'কাব্যি' রোগের পূর্ব্বলক্ষণ। তারপর আমরা বড় হইলাম, অর্থাৎ গাঁয়ের স্কুল ছাড়িয়া কলিকাতার কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম। কলিকাতার হোষ্টেলে অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিয়া রামানুজের কাব্য-প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্লাশে সে প্রায়ই যায় না, ফলে কবিবরের 'পার্সেণ্টেজের' সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। বিকালেও ঘর হইতে বাহির হয় না। ছোকরা কি এত লেখে? একদিন কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া রামানুজকে চাপিয়া ধরিলাম, "এই রেমো, ঘরে বসে গুজ গুজ করে কি লিখিস্‌ বল্‌ ত রাতদিন?" রামানুজ হাসিয়া বলিল, "বুঝবি রে, আর দু'টি মাস পরে বুঝবি; যখন আমার নাম—কবি রামানুজ সমাদ্দারের নাম বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বনিত হবে।" তারপর একটু চাপা গলায় কহিল, "আমি একটা বই ছাপাচ্ছি রে, নাম দিচ্ছি তার 'শত-কবিতা'। আমার একশ'টি বাছা বাছা কবিতা থাকবে তাতে। ৬৯টা হয়েছে, বাকী ৩১টা হলেই ছাপ্‌তে দেব। দাম করব নগদ দুটি টাকা। দামের কথা শুনিয়া একটা ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় আমি ঈষৎ ম্লান হইলাম। লক্ষ্য করিয়া রামানুজ কহিল, "কিরে, ঘাবড়ে গেলি যে? তা বলে কি আর তোকে কিনতে হবে? তোকে গোটা দুই এমনি দিয়ে দেব। কি বল্‌, য়্যাঁ?"

দিন দশেক পরে রামানুজ একদিন আমাকে উহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তার পর দেরাজ হইতে বাহির করিল একখানি বোম্বাই খাতা। হরেক রকম কবিতা তাহাতে। তারপরে আমাকে কহিল, "শেষ হল রে এত দিনে। আরও আগেই হ'ত, তা ধীরেসুস্থেই শেষ করলাম। শোন্ কয়েকটা।" রামানুজ পড়িল। সত্যই ছোঁড়াটার 'পার্টস্' আছে। প্রত্যেকটি কবিতাই বেশ উঁচুদরের। বিশেষতঃ "চামচিকের প্রতি কবি"টা ত' স্রেফ্ 'মার্ভলাস্'। আমি বলিলাম, "নে, এবার ছাপিয়ে ফেল্।" রামানুজ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তারই ব্যবস্থা এবার করতে হবে। দেখ্, কাউকে কিন্তু আগেই বলিস নি, বুঝলি?" দিন সাতেক পরে রামানুজ হাসিমুখে আমার ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, "প্রাণকেষ্ট, বইটা ছাপতে দিয়ে এলুম রে!" "কার কাছে দিলি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। রামানুজ উত্তর দিল, "আমাদের ক্লাশের রোল 'ফর্টিটু'কে চিনিস্ ত'? ঘনশ্যাম পাকড়াশী? ওদের একটা প্রেস আছে। ওকেই কাল দিয়ে এসেছি। আমার কাছ থেকে আগাম সে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আমাকে বল্লে ঠিক এক মাস পরে এসে ছাপা বইগুলি নিয়ে যেতে। 'প্রুফ-টুফ'গুলি ওই দেখে দেবে। ছেলেটা যাই বলিস্ বেশ সরল।" আমি বলিলাম, "ঘনশ্যাম পাকড়াশী? ওটা ত একটি আস্ত বাঁদর, বখাটের একশেষ! দিন কুড়ি ত' ও ক্লাশেই আসছে না! আর তুই ওকে দিয়ে এলি? রসিদ নিয়েছিস্ তো?"

রামানুজ কবিসুলভ হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে যা-তা বলিস্ তোরা! মানুষ হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখলি না!" বলিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিল। কয়েকদিন পরে, একদিন আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামানুজকে কহিলাম, "শুনেছিস, ঘনশ্যাম নাকি 'ট্র্যান্সফার' নিচ্ছে।" রামানুজ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। আমি বলিলাম, "অন্ততঃ ওর বাড়ী গিয়ে একবার খোঁজটা করে আয়!" সে উত্তর দিল, "উঁহু, আমি ঠিক এক মাস পরে যাব, আমি তোর মত অত খুঁৎখুঁতে নই।"

* * * *

দিন ১০।১২ পরের কথা বলিতেছি। হোষ্টেলে ঢুকিতেই একটি তুমুল কোলাহল শুনিলাম। দোতালায় উঠিয়া দেখিলাম জন ছয়-সাত ছাত্র একটি মাসিক পত্রিকা লইয়া হট্টগোল করিতেছে। কহিলাম, "কিরে, তোরা এমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন?" সমীর দাঁড়াইয়া কহিল, "শুনেছিস, এ মাসের 'বাঁশের বাঁশী'তে সেই বাঁদর ঘনশ্যামের একটা কবিতা বেরিয়েছে। বেড়ে লিখেছে কিন্তু। ছোঁড়াটাকে ঠিক আমরা চিনতে পারলুম না।" চট্ করিয়া আমার মনে একটা কথা জাগিয়া উঠিল, বলিলাম, "দেখি?" তাহারা দেখাইল। যা ভাবিয়াছি তাই। রামানুজের প্রথম কবিতা, 'চাঁদ—চাঁদ—চাঁদ' ঘনশ্যামের নামে 'বাঁশের বাঁশী'তে

বাহির হইয়াছে। কথাটা ভাঙ্গিলাম না উহাদের কাছে। রামানুজের সন্ধানে গেলাম। দেখি উহার ঘরে মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া আছে। ঢুকিতেই ফুঁপাইয়া উঠিল, কথা কহিতে পারিল না। আমি কহিলাম, "ওর বাড়ী গিয়েছিলি?" অতি কষ্টে রামানুজ বলিল, "গেছিলুম, ওরা কেউ নেই, পশ্চিমে চলে গেছে, আর আসবে না, ওখানেই পড়াশুনা করবে।" আমি বলিলাম, "কবিতাগুলির কপি ত' আছে?" রামানুজ নেহাৎ অকবির মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "নারে, তাও নেই, ওহো আমার পঞ্চাশ টাকা!" আমি রাগে; দুঃখে কথা বলিতে পারিলাম না, শুধু মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তুই একটি গর্দ্দভ।"

* * * *

সে মাসে 'তারকায়'ও উদীয়মান কবি ঘনশ্যাম পাকড়াশীর আর একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। তারপরে 'চন্দ্রকণায়'। তারপরে আরও অনেক কাগজে বাকীগুলি। এক কথায় 'সরল' ঘনশ্যাম এখন পূরাদস্তুর কবি। রামানুজ লেখা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। অনেক অনুরোধে আবার লিখিতেছে।

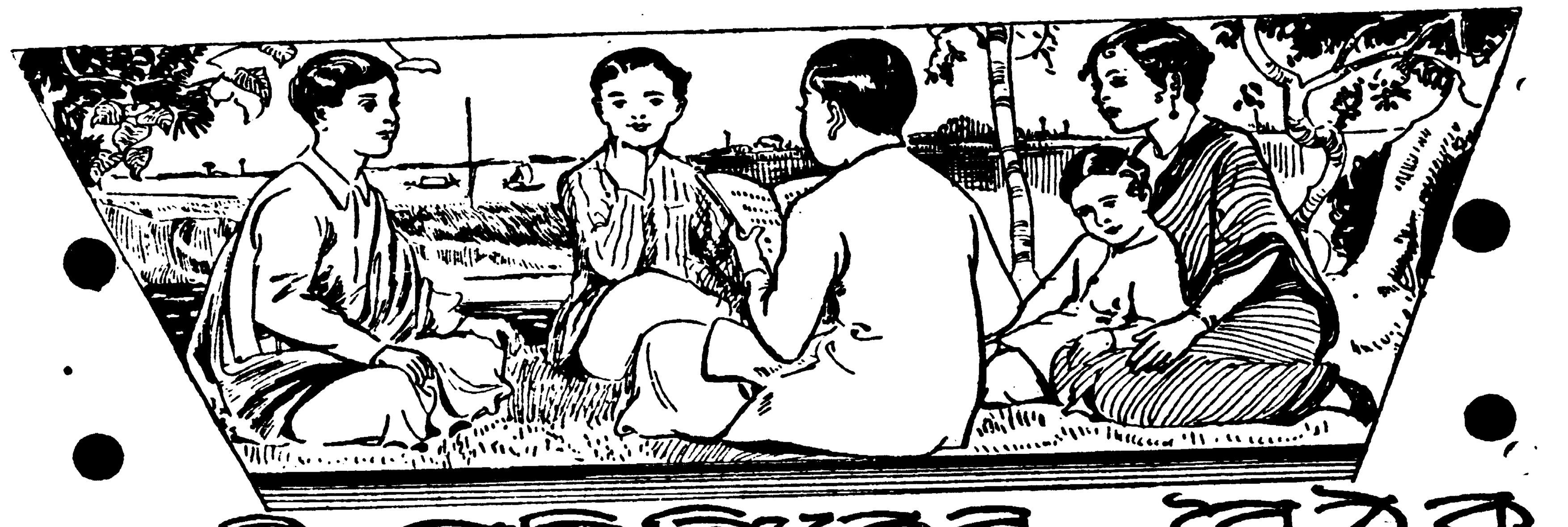

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

কৌতুক-কণা

(শ্রীরণেন্দ্রনারায়ণ সরকার)

ছোট ভাই :—বড়দা, আজ সরকার মশাই যখন আমাদের বড় ঘড়িটার নীচ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেটা হঠাৎ পড়ে যায়। আর একটু আগে পড়লেই তাঁর মাথার উপর পড়ত।

বড়দা :— আমি তো বরাবরই বলে আসছি, আমাদের ঘড়িটা বড় স্লো।

শীতের হাওয়া

(শ্রীআশালতা নন্দী)

উত্তর হ'তে এল শীতের হাওয়া ;
ভোর বেলা উঠে দেখি
চারিদিক্ সাদা এ কি !
ধরণীর সারা গায়ে কুয়াসা ছাওয়া !
তুপুরের রোদ্দুরে
হাওয়া দেয় ফুরফুরে,
দোলে তায় ধীরে ধীরে বনেতে কেয়া।
কাটে বেলা নিমেষেতে,
ডুবে রবি আকাশেতে,
ফের আসে কাঁটা-দেওয়া শীতের হাওয়া।

মুর্খ

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

"জল-টল, ভাত-টাত বলে কেন লোকে ?"
জিজ্ঞাসেন রাম বাবু প্রশ্ন-ভরা চোখে।
"মোরা নহি, চাষা-ভূষা ব'লে পায় সুখ",
কহিলেন শ্যাম বাবু হাস্য-ভরা মুখ।

সন্দেশ

এই মাসে রামধনু বারো বছরে পা দিল। রামধনুর জন্মদিনে আমরা পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। রামধনু তোমাদের মনের মত হউক ইহাই কামনা।

দেখিতে দেখিতে বড়দিন চলিয়া গেল। বরাবরই বড়দিনে কলিকাতা নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলায় মাতিয়া উঠে। এবারও এখানে কয়েকটি উঁচু-দরের খেলাধুলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম

ধর, ক্রিকেট। 'রণজি' প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে মধ্যভারত দলের সঙ্গে বাংলা-আসাম দলের খেলা হইয়াছিল, বাংলা-আসাম দল এক ইনিংস্ ও ১২১ রানে জয়লাভ করিয়াছে। ভ্যাণ্ডারগাচ্ এই খেলায় ১১৫ রান করেন। মধ্য-ভারত দলে সি, কে, নাইডু, মুস্তাক আলি প্রভৃতি খেলেন নাই, অধিনায়ক ছিলেন দিলওয়ার হোসেন। বাংলা-আসাম দলের অধিনায়ক ছিলেন লংফিল্ড্। ইহার কিছুদিন আগে এই প্রতি-যোগিতায় এই দল বিহার দলকেও এক ইনিংস্ ও ১৮৫ রানে হারাইয়াছিল।

* * *

তার পর টেনিস্। পূর্ব্ব ভারতীয় টেনিস্ প্রতিযোগিতাও শেষ হইয়াছে। আমেরিকা হইতে চারজন তরুণ খেলোয়াড়—ম্যাক্নীল, রবার্ট্সন, হ্যারিস্ ও ওয়েন য়্যাণ্ডারসন্ আসিয়া এবার এই খেলায় যোগ দিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ম্যাক্নীলই বিজয়ী হন। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ তুই খেলোয়াড় সোহানি ও গাউস মহম্মদকে যথাক্রমে সেমিফাইনালে ও ফাইনালে পরাজিত করেন। তাঁর আরও বাহাতুরী—এই প্রতিযোগিতায় কোন খেলোয়াড়ই তাঁর নিকট হইতে একটি সেট্ও লইতে পারেন নাই। আমেরিকান্ টেনিস্ খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাক্নীলকে এখন নবম স্থান দেওয়া হয়। অনেকেই মনে করেন খুব শীঘ্রই এই তরুণ খেলোয়াড় টেনিস্-জগতে আরও অনেক উঁচু জায়গা দখল করিবেন।

ম্যাক্নীল ছাড়া অন্য কোন আমেরিকান্ খেলোয়াড় ফাইনাল পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই। রবার্ট্সন জিম্ মেটার কাছে এবং য়্যাণ্ডারসন্ যুধিষ্ঠির সিংএর কাছে পরাজিত হন। ডাবল্স্-এও সোহানী ও সোনী ম্যাক্নীল ও হ্যারিস্কে ষ্ট্রেট্ সেট্এ হারান।

* * *

এ বছর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসবের কথা গত বারে তোমাদের বলিয়াছি। এ মাসের মুখ-পত্রে সেই মহাত্মার ছবি প্রকাশিত হইল।

* * *

প্রতিবারেই তোমাদের কিছু-না-কিছু শোকসংবাদ জানাইতে হইতেছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কামাল আতাতুর্ক, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ, মৌলানা শওকৎ আলি প্রভৃতি অনেক প্রতিভাবান্ ব্যক্তির তিরোধান হইয়াছে। এবারেও তু'টি তুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে। বাংলা-সাহিত্যের বড় আদরের লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক সম্প্রতি চিরবিদায় লইয়াছেন। 'চারু

বন্দ্যো'র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বাঙ্গালী চিরকাল আদরের সঙ্গে পড়িয়াছে। শিশুসাহিত্যেও তাঁর সুন্দর হাত ছিল—তাঁর লেখা "ভাতের জন্মকথা", "রবিন্সন ক্রুসো" প্রভৃতি বই বোধ হয় তোমরা পড়িয়াছ ? 'চারু বন্দ্যো' তাঁর লেখার ভিতর দিয়াই চিরদিন বাঙ্গালীর স্মৃতিপথে জাগিয়া থাকিবেন।

আর একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। ইনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি,—বিশেষতঃ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান. ছিল অসাধারণ। তাঁর স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নয়।

* * *

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

১। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে; ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষ শাসনের ভার গ্রহণ করেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যায়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হয়। (নতুন ভারত শাসন আইন পাশ হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে।)

২। আরভিন্ ও ম্যালোরী

৩। সূর্য্যের আলোতে সাতটি রং আছে, যথাক্রমে সেগুলির নাম—Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, ও Red. এই রংগুলির প্রথম অক্ষর পর পর যোগ করলে দাঁড়ায় VIBGYOR. VIBGYOR বল্‌তে সূর্য্যের আলোর এই সাত রংকে বোঝায়। রামধনুতে এই সাত রংই ফুটে ওঠে।

৪। সোনা কিছু নরম ধাতু, কাজেই কোন জিনিষ গড়তে গেলে সোনার সঙ্গে অন্য ধাতুর একটু খাদ মেশাতে হয়। এই রকমের খাদ মেশান সোনাকে বলা হয় ক্যারেট গোল্ড্ (carat gold)। এই মিশ্রণের চব্বিশ ভাগের মধ্যে যত ভাগ খাঁটী সোনা আছে, মিশ্রণটিকে তত ক্যারেট বলা হয়—১৮ ক্যারেট মানে, ১৮ ভাগ খাঁটী সোনা, ৬ ভাগ তামার খাদ।

খাদ খুব বেশী দিলে অন্য নাম হয়, রূপোর খাদ দিলে তাকে বলা হয় গ্রীণ

গোল্ড্, দস্তা-নিকেলের খাদ দিলে বলে হোয়াইট্ গোল্ড্; খুব পাতলা সোনার পাত অন্য ধাতুর ওপর পিটিয়ে বসিয়ে দিলে, সেটা হল রোল্ড্ গোল্ড্।

৫। (ক) ঠিক আছে। (খ) নাগার্জ্জুন ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদ্। (গ) ঠিক আছে। (ঘ) জন ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট্ জীবনে হন নি, তিনি ছিলেন ইংরাজ। তারপর তিনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক; সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকা স্বাধীনও হয় নি, প্রেসিডেন্ট্ বলে কোন পদও ছিল না। (ঙ) কৃষ্ণদাস পাল প্রসিদ্ধ সম্পাদক এবং বাগ্মী ছিলেন, ডাক্তার নয়। (চ) কল্‌কাতার নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ; এখানে বাটা কোম্পানীর জুতোর কারখানা বসেছে, সেই থেকেই এ নামের উৎপত্তি। টাটানগর এখান থেকে অনেক দূরে—বাংলার বাইরে। (ছ) মাদুরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী সহর, এখানেই বিখ্যাত মীনাক্ষি-মন্দির।

৬। ১ নং—পিসা নগরের বিখ্যাত হেলান স্তম্ভ (Leaning Tower of Pisa) ২নং—টাটা লৌহ-কারখানার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত স্যর জামসেদ্‌জী নসরবানজী টাটা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

'ন'এর জায়গায় 'ব' হবে; 'ম'এর জায়গায় 'র' হবে; 'জ'এর জায়গায় 'ক' হবে; 'া'এর জায়গায় 'ী' হবে; 'ব'এর জায়গায় 'ন' হবে।

উত্তরদাতাদের নাম

অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); অরুণা সেন (কলিকাতা): প্রমোদ চন্দ্র মুস্তাফী (জামশেদপুর); রাকেশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (দেওঘর বিদ্যাপীঠ); রত্না দেবী (পাটনা); ফটিক বাবু, বাবলু, অমল (সাটীরপাড়া); সবিতা ও তপন (কালীঘাট); শিবানী দেবী, বিন্দু, হাসি, খোকাখুকু (রমনা); মঞ্জু ঘোষ ও ইন্দিরা ঘোষ (কলিকাতা); রামেন্দু ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); সন্তোষ ভট্টাচার্য্য (ভাঙ্গা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); কোকডহরা

জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); খুকু, ভাস্ক, আতা (লাহোর); প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); অজিতকুমার বসু রায়চৌধুরী (খুলনা); রণেন্দ্রনারায়ণ সরকার (ঝালকাঠি); পাচু, পঞ্চমী, রাধু (বারাসত); লাবণ্য, অশোক, অনিল, বাণী (টিমারপুর, দিল্লী); মায়া দেবী (ফয়জাবাদ); ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (দিনাজপুর); পীযূষকুমার সেন, লীনা, ছকু ও হাবু (হেনজাদা—বর্ম্মা); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); রথীন্দ্র ও সুনীলকান্তি সেন (দিনাজপুর); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, মিহু ও মুক্তি (কালীঘাট); মঞ্জুভূষণ দত্ত (নোয়াখালি); রিণা রায় (বালিগঞ্জ); অজিত, রুবী, বৌদি, ঠুট্টা (কালীঘাট); অনিমা, কামাখ্যা ও কালিকা-প্রসাদ দেব (শ্রীহট্ট); সিতেন্দু গুপ্ত (স্বর্ণাসন—পাটনা); বড়দি, মেজদা, লক্ষ্মীমাণিক, প্রতিভা দেবী (সুনামগঞ্জ); অক্ষয়, নলিনী, অমূল্য (চণ্ডীপুর); দ্বিজেশ ভৌমিক (দিল্লী); চিত্ত, মনু, বিভান (জ্যোৎশ্রীরাম); এম্, এম্, বাহাউদ্দিন আহাম্মদ (কলিকাতা); জগৎরঞ্জন চাটার্জ্জি ও নিমু তরফদার (মুড়াগাছা); রেবন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (বিকানীর); অবন্তীকুমার সান্যাল ও সরযূবালা দেবী (কোরকদী); রাণু, অজয়, সঞ্জয় সরকার (যশোহর); জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুরদুয়ার); অঞ্জলি চৌধুরী, বাচ্চু, শ্যামল, মিঠু (সেখঘাট); আশালতা নন্দী (নওগাঁ); নীলা মুস্তাফী (কালীঘাট); নীলিমা দত্ত ও অমলকুমার দত্ত (ঢাকা); রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দিলীপ ও টুটু (ভবানীপুর); "প্রগতিসঙ্ঘ" (মান্দারকান্দি); মানবেন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)।

নূতন ধাঁধা

নীচের ধাঁধাগুলিতে দু'টি ক'রে অংশ দেওয়া আছে, কিন্তু ওদের উত্তর হবে একই কথায়। যেমন ধর, যদি ধাঁধা থাকে—বাজনার সঙ্গে যা করি, আমাদের দুধ দেয় সে, তবে উত্তর হবে 'গাই'। এই ভাবে চেষ্টা কর :—

(১) গাছে যা থাকে, খাটে চাদর তাই হয়।
(২) বইখানার ভাষা যা, আমরা কতকগুলি মুরগীকে তাই করি।
(৩) খাবারে যা কম দিয়েছে, লোকটাকে আমরা তাই করি।
(৪) যে জিনিষ খেতে মজা, সে জিনিষ সামলে চ'ল।

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত
দিগ্বিজয়ী বীর
The Teachers' Journal

Regd. No. C—1641

তোমাদের সব চেয়ে প্রিয় কি ?

মুখে যে যাই বল না কেন, রসনার তৃপ্তিই
যে সব চেয়ে বড় তৃপ্তি এ কথা গোপন
করলে চলবে কেন ?

খাবারের নাম করতেই আগে মনে পড়ে

ভীম নাগের খাবারের কথা

সেই **ভীম নাগেরই**

নব অবদান

বাংলা গোলা

ও

বায়ুশূন্য টিনে ভর্ত্তি রসগোল্লা

একাধারে যেমন পুষ্টিকর তেমনি উপাদেয়

ভীম নাগ—কলিকাতা

রামধনু

ছেলেমেয়েদের
সচিত্র
মাসিকপত্রিকা

বর্ষ, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৪৫
বার্ষিক ..., ষাণ্মাসিক ...
প্রতি সংখ্যা ।০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি. পি. চার্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। [illegible] মাস হইতে গ্রাহক হওয়া [illegible] নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। [illegible] হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি সম্বন্ধীয় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত [illegible] লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকিট [illegible]

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর [illegible] উল্লেখ করিবেন।

৫। [illegible] মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাইবেন।

১৩নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন নং সাউথ [illegible]
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য [illegible]
১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

নতুন বছরের সমস্ত নতুন বই-ই
কিনতে হবে
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
থেকে।

স্কুলের সব বই তো বটেই, তা' ছাড়া অন্যান্য সব রকম ভাল ভাল বাংলা, ইংরেজী বইও এখানেই পাবে।

যারা মফঃস্বলে থাক তারা সমস্ত বইএর ভি. পি. অর্ডার এখানে পাঠালেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

চিঠি লিখলেই আমাদের বাংলা বইএর সচিত্র ক্যাটালগ্ এবং ম্যাট্রিক্, আই-এ বা বি-এর ক্যাটালগ্ (ম্যাট্রিকের ও আই-এর সিলেবাস্ও) পাঠান হয়।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক: রামধনু শাখা-কার্য্যালয়: ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

কবি হেমচন্দ্র বাগ্চীর
— কয়েকখানি সুন্দর বই —

ছোটদের উপন্যাস

তপনকুমারের অভিযান ... ॥০

ছোটদের গল্প

মায়া-প্রদীপ ... ॥০

কবিতার বই

দীপান্বিতা ... ১॥০
তীর্থপথে ... ১
মানস-বিরহ ... ॥০

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ও অন্যান্য গ্রন্থালয়।
প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স, ২।এ কুপার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
ঠাকুরমার ঝুলি
নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ॥০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ॥০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১॥০, সাধারণ—১।০
জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

রামধনুর ভূতপূর্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

২য় খণ্ড ... ॥০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।

রঙ্গিন ঝক্‌ঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—॥৶০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—॥৶০

একাধারে হাসি ও রহস্য (Mystery) দু'খানি বই-ই শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সং) ১৴

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৸০

বাংলার কিশোর-সমাজের চিরপ্রিয় চিরনূতন কুশাগ্রবুদ্ধি হুকা-কাশির দু'খানি অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী। "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ ঃ—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,

ফ্যাক্টরী ঃ—১৯, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

অন্যান্য মাসিকের আকারে ও পরিবর্দ্ধিতরূপে

মাসপয়লা বৈশাখে একাদশ বর্ষে

পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য

সডাক	১৷৹
ষাণ্মাসিক	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা	৵৹

প্রসিদ্ধ লেখকদের নানা বৈচিত্র্যময় লেখায় ও ছবিতে এবছরের মাসপয়লা অপূর্ব্ব হইয়াছে।

মাসপয়লা ছোটদের সব চেয়ে প্রিয় ও সুলভ মাসিক।

আজই ১৷৹ মণি অর্ডারে পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির

১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷৹।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—A. H. Wlieeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান

এণ্ড কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্

অতি নিখুঁৎ ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা ঃ

অল্প লাভে-পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন ঃ—বড় বাজার—৪৭৭

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝক্‌ঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়ে ও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি। দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

বাংলা ভাষায় হাসির গল্প জমে না?
হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

একবার মাত্র পড়ে দেখ তো!
হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে যাবে।

দাম মাত্র আট আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

যদি হাস্‌তে হাস্‌তে
বিষম খাবার
ভয় না থাকে তো
শিবরাম বাবুর

কলকাতার হালচাল

খানা নিয়ে পরীক্ষা করতে পার।

এত হাসির দাম মাত্র
চৌদ্দ আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে মিলিয়া এ বই লিখিয়াছেন—এর চেয়ে বেশী কিছু বলিবার বোধ হয় দরকার নাই।

দাম ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের
পড়িয়া দেখিতে বলি।

দাম এক টাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাঙ্গালীকে আবার স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে বাঁচতে হলে এ বইখানি পড়া উচিত।

সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসা বার হয়েছে, তোমাদের গুরুজনদের একবার পড়ে দেখতে ব'ল।

২০০ পৃষ্ঠা, অথচ দাম ॥৶০

অধ্যাপক—শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

চা'য়ের ধোঁয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ
অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার
নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই
লেখক "চায়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন"—**কবি কুমুদরঞ্জন**
কৌতুকোদ্দীপক ছবিতে পরিপূর্ণ
দাম আট আনা

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী
প্রণীত

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প ঠাকুরমার মুখের গল্পের মত মিষ্টি ভাষায় লেখা।
পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা
সুন্দর সুন্দর পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি
দাম মাত্র বারো আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত অভিনব বার্ষিক—
পাড়ায় একখানা ঝলমল গেলেই হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে! এতে হাসির গল্প, কবিতা, নাটক, এড্ভেঞ্চারের গল্প, ইতিহাসের গল্প, গান প্রভৃতি সবই আছে। তিনশত পৃষ্ঠার বই, রাশি রাশি ছবি, **দাম দেড় টাকা**

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোটদের

নূতন বই !!   নূতন বই !!

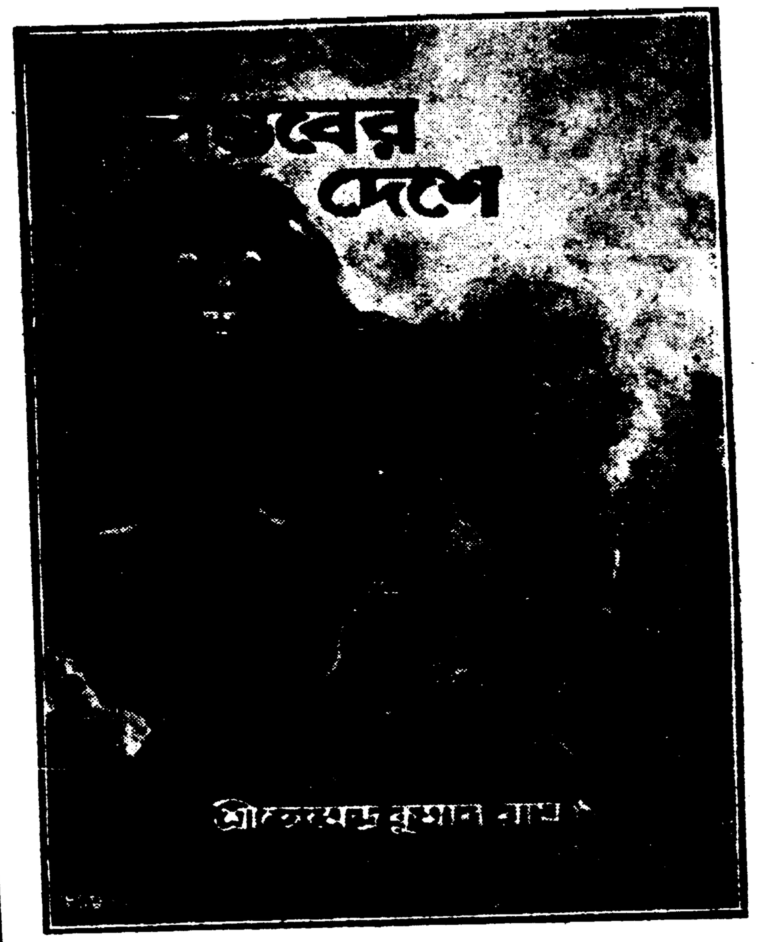

বাঘের মত বেড়াল, হাতীর মত ডালকুত্তা, তালগাছের মত দীর্ঘকায় মানুষের ভীষণ প্রতিহিংসা গায়ে কাঁটা দেয়।

দাম ১৲

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

বালুচরের বিভীষিকা ৸৵০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কুড়ের বাদশা ৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

পদ্মার বুকে রহস্য ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অসম্ভবের দেশে ১৲

রক্তবাদল ঝরে ১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কালান্তক লালফিতা ॥৵০

শ্রীসুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত প্রণীত

পুরস্কার প্রতিযোগিতা ॥৵০

শ্রীপ্রমথনাথ সেন প্রণীত

রাজর্ষি অশোক ॥৵০

রিপ্ ভান্ উইঙ্ক্ল্ ।৵০

সুর মাধুরী ।৵০

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বিজ্ঞানের বিস্ময় (২য় সং) ॥০

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটী বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত

দাম ॥৵০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোটদের অপরূপ আশ্চর্য্য বই

পৃথিবীর রূপকথা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সবুজ লেখা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর গল্প

পৃথিবীর উপন্যাস

মূল্য পাঁচসিকা ও এক টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গল্পের দেশে

দক্ষিণারঞ্জনের সদ্যলেখা বাছাই করা গল্প।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দুধসায়রের পথে

সুকুমার দে সরকার

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

পৃথিবীর সকল দেশের হাসির গল্পের সমষ্টি।
মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পৃথিবীর শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দু'খানা বই। মূল্য বারো আনা ও এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাচী পাবলিশিং হাউস
১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—॥০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲**

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

=বইয়ের মত বই=

শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত

মজাদার	।৵০	রামায়ণ	।৵০
ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি	॥৵০	কাতু কুতু	॥০
হাঁউ মাঁউ খাঁউ	।/০	টাক্‌ডুমাড়ুম্	।/০
ছবির বই	৵১০	ধিন্‌-তা-ধিনা	।০

কালোমাণিক ।/০

শ্রীবিমল দত্ত প্রণীত

বিবিধ জ্ঞান	॥০	মজার পড়া	৵০
লাফিংগ্যাস্	॥০	জঙ্গলের রাজা	॥০

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ॥৵০

রত্নখনির বিভীষিকা ১৲

পিরামিডের গুপ্তধন ৸০

শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত

চলার পথে ।০

চারু-সাহিত্য কুটীর

পি-৩৪ মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে
সডাক বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ টাকা
প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা
[প্রবেশ ফিঃ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩॥০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ মাসের দুটি জবর খবর—

মণ্টুর মাষ্টার

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

যাট পাউণ্ডের মূল্যবান্ পুরু কার্টিজ পেপারে বিরাট কলেবরে বিচিত্র রাজসংস্করণ—শিবরাম বাবুর বাছাই করা সেরা গল্প সব, যেমন ভারী মজার তেমনি দারুণ হাসির। এ-বইয়ের তুলনা হয় না। দাম সেই ছ' আনাই।

এবং

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

কলকাতার হালচালের সেই চূড়ান্ত হাস্যকর দু'ভাই, রামধনুর পাতায় প্রথম যাদের পরিচয় তোমরা পেয়েছ, মাসিক ভাইবোনে মাসের পর মাস শীঘ্রই আবার যাদের দেখা পাবে, সেই দু'ভাই হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে—বোমা-বারুদ এরোপ্লেন ঘটিত আসল আধুনিক মহাসমরে। গিয়ে কী বিপর্য্যয় কাণ্ড—কী মারাত্মক মজাই না তাঁরা বাধিয়েছেন পড়লেই টের পাবে! অসংখ্য ছবি—দাম কিন্তু ছ' আনা।

সব বড় বড় বইয়ের দোকানেই পাবে। আজই!

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে!

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা; ঝক্‌ঝকে বাঁধাই

দাম আট আনা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

* জলছবি *

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ!

বার্ষিক ২৷৷৵০; ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই, সবই হাসির গল্প—হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। এত হাসির দাম মাত্র

দশ আনা

অনেক ছবি আছে, রঙ্গিন, বাঁধান মলাট

যশস্বী লেখক
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ প্রণীত

রং-চং

গল্পের বই

কেবল হাসি কেবল মজা
চমৎকার ছাপা চমৎকার কাগজ
চমৎকার ছবি

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা, প্রিয়জনকে দিবার গল্পের বই

জন্মদিনের উপহার

সরস, সুন্দর, ঝরঝরে ছাপা
হাস্যমধুর গল্প চকচকে মলাট
অপরূপ ছবি

দাম নয় আনা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে, অল্প খরচে স্নো, পাউডার, সাবান, লজেন্স্‌, কালি প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার উপায় এ বইএ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুবই কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

সুলেখক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন প্রণীত

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

এক সঙ্গে ছোটদের উপযোগী

দু'খানি উপন্যাস

ছেলে-মহলে এ বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

সুন্দর ছাপা, ছবি, মলাট; দাম ॥৵০

কালীতারা প্রেস

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে, সুলভে ছাপার কাজ হয়। ছোট ছোট জব্‌ কাজ হইতে বড় বড় বই, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন—সমস্তই ছাপা হয়। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬, টাউনসেণ্ড্‌ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

উপরের সমস্ত পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিঃ (১বি, রমা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

রামধনু—

পরলোকগত ‘রামধনু’-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌
জন্ম—সন ১৩১০ সাল ২৭শে কার্ত্তিক শুক্রবার
মৃত্যু—সাল ১৩৪৫ ২১শে মাঘ শনিবার

১২শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৫ } ২য় সংখ্যা

ভূতনাথ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

কালো রঙ, ছোট্ট ছেলে ঝুঁপো ঝুঁপো চুল,
নাম ভূতো—অতি ধীরে যায় ইস্কুল।
একটী দোকান চেনা আছে পথে তার,
কচুরী সে কিনে খায় এক পয়সার।
ভাজা ও হালুয়া চায় নড়ে না মোটে,
দুষ্টু হাসিটী আছে লাগিয়া ঠোঁটে।
ছাড়িতে চাহে না যেন সে চেনা দোকান
লোকে ভাবে ছেলেটার আছে হাতটান।

ভূতনাথ একদিন ঠিক সন্ধ্যায়—
আসিয়া হালুয়া এক পয়সার চায়।
বিস্তর ক্রেতা, দোকানের লোকজন
অবিরাম খাটে, নাই বিশ্রাম ক্ষণ।
ভূতোরে দেখিয়া ভাবে এলো জঞ্জাল,
নড়িবে না, তার কাছে নাই কালাকাল।
দোকানী যা দেয় তার বেশী দিয়া কয়,
‘ফেরাফিরি করিয়ো না কাজের সময়’।

ঘণ্টাখানেক পরে—আর নাহি ভুল
দোকানে দাঁড়ায়ে ভূতো ঝুমঝুমো চুল।
‘জ্বালালে ছেলেটা’ বলি দোকানী তাকায়,
ভূতো বলে, ‘টাকাটা যে ছিল হালুয়ায়।
টাকা ত কিনি নি আমি, কিনেছি খাবার,
ফিরে নাও’ বলে ভূতো দাঁড়াল আবার।

দোকানী নামিয়া আসি শিরে দিয়া হাত
বলে, ‘তুমি ভূতো নও, তুমি ভূতনাথ।
চাঁদ মোর, সোনা মোর, তুমি মতিচুর,
ভাঙ্গা-চোরা বাক্সেতে কাবুলী আঙ্গুর।
ধুলা নও, রজ তুমি, নহ ত সহজ,
হইবে হাকিম তুমি, হবে তুমি জজ’।
* * *
বহুদিন চলে গেছে, হেরে লোকজন
ভূতনাথ আলো করে জজের আসন।
মোটর ছুটিয়া যায়, দোকানী দাঁড়ায়,
নমে শির, হাসি’ জজ বারবার চায়।

শালদোশালার কাণ্ড!

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

[হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই কাঠের ব্যবসা করে অজস্র টাকা করেছেন। চিরকাল আসামের জঙ্গলে কাটিয়ে তাঁরা দু’ ভাই এসেছেন কলকাতায় বেড়াতে। রামধনুর পুরোনো পাঠকেরা বোধ হয় তা জান।]

সেদিন সকাল হতেই সদরে কে কড়া নাড়্‌তে সুরু করেছে। ভারি খটাখট্ লাগিয়ে দিয়েছে তখন থেকে।

অনেকক্ষণ সুরমাধুরী উপভোগের পর হর্ষবর্দ্ধন বিচলিত হয়ে গোবর্দ্ধনকে আদেশ করেছেন অবশেষে:

“দেখ্ তো রে! কার এমন কড়া আওয়াজ! দেখ্ তো!”

দাদার হুকুমের ওয়াস্তাই ছিল গোব্‌রার। নীচে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি সে ফিরে এসেছে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে: “শাল বেচ্‌তে এসেছে একজন!”

“বটে?” শুনেই গুম্ হয়ে গেছেন হর্ষবর্দ্ধন।

“ডাক্‌ব তাকে?” দাদার উচ্চবাচ্যের অপেক্ষা করে গোব্‌রা।

“ডাক্‌বি? পাগল! ভাগিয়ে দে, এক্ষুণি ভাগিয়ে দে!” হর্ষবর্দ্ধন ঠিক হৃষ্ট হতে পারেন নি: “আক্কেল দেখো মানুষের! কামারশালে এসেছে ছুঁচ্ বেচ্‌তে! ছুঁচ বিক্রি করার জায়গা পায় নি! বলে আমাদেরই কত শালের জঙ্গল আমরা কেটে উড়িয়ে দিলাম, কত শাল গাছ উই ধরে খেয়ে গেল অম্‌নি—আর আমরা কিনা কিন্‌তে যাব শাল! আচ্ছা উজ্‌বুক্ তো এই সব কলকাত্তাই লোকগুলা!”

“সে গেছো-শাল নয় রে দাদা!” গোব্‌রা প্রতিবাদ করে: “মাথায় ক’রে বেচ্‌তে এনেছে বল্‌ছি!—”

“আহা গেছো-শাল না হোক্ কেঠো-শাল! ও একই কথা! শাল গাছকেই চেলা ক’রে তক্তা বানিয়ে শাল কাঠ হয়! না তো কি আকাশ থেকে পড়ে নাকি? ও আর এমন কি হাতী-ঘোড়া, যে পয়সা খসিয়ে কিন্‌তে হবে?”

“সে-শাল নয়,—সেদিক্ দিয়েই নয়!” গোব্‌রা এবার অনাবৃত করে: “শালের কাপড় নিয়ে এসেছে বেচ্‌তে!”

এতক্ষণ শাল গাছের উত্তুঙ্গ উচ্চতায় বিরাজ কর্‌ছিলেন, সেখান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের বাক্‌শক্তি লোপ পায়!

"শালের কাপড়! বলে কি!" অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে খুঁজে পান্ আবার: "পাটের কাপড়ই তো হয় শুনেছি! পাটের নাকি গাছও আছে, শোনা গেছে। কিন্তু—শাল কাঠ থেকে কাপড়! য়্যাঁ! বিজ্ঞানের বাহাদুরি আছে বল্‌তে হবে! কালে কালে হোল কি!"

কলকাতার সম্বন্ধে ক্রমশঃই তাঁর আশঙ্কা হতে থাকে। তাঁর ভাব্‌না হয়, এখানকার ভয়াবহ বৈজ্ঞানিকেরা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কোন্‌দিন হয়ত বাগে পেয়ে গোব্‌রার থেকেই না সুতো বার ক'রে বসে—সুতো বানাতে পারলে, তখন তাঁতে ফেলে মাকু ঠেলে গোব্‌রাকে কাপড় বানিয়ে ফেল্‌তে আর কতক্ষণ? সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন সাড়ে তিন হাতের এক ভাইকে, একমাত্র ভাইকে; আর বাড়ী ফিরে গেলেন এক যোড়া দশ হাতি কাপড় নিয়ে। না হয় সাড়ে তিন যোড়া কাপড়ই হোল, তাতেও এমন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা তিনি পান না, তেমন কিছু লাভও চোখে পড়ে না তাঁর।

"বল্‌ছে ভালো ভালো শাল-দোশালা আছে। ওপরে ডেকে আন্‌ব?" গোব্‌রা তাঁর দুশ্চিন্তায় বাধা দিয়েছে।

"আন্‌বি? আনা উচিত হবে?" ভাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, কৌতূহল তিনি দমন করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনের উৎসাহ দেখে তিনি অনুমতি দিয়ে ফেলেন।

"কিন্তু এই সব লোকের সঙ্গে বেশি মিশিস্ নে যেন। এরা, বৈজ্ঞানিকেরা বড় সুবিধের লোক নয়! ভাব করিস্ নে এদের সঙ্গে। কদাপি না।"

প্রকাণ্ড একটা বস্তাবাহীকে আনুষঙ্গিক করে যে ব্যক্তিটি উপরে এসে উপনীত হয়, বৈজ্ঞানিক কিনা বলা যায় না, তবে ফেরিওয়ালা বলেই তাকে হর্ষবর্দ্ধনের বেশি সন্দেহ হতে থাকে।

তবে সন্দেহ তাঁর বহুৎক্ষণ স্থায়ী হয় না, ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গেই, শাল-দোশালার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবা-মাত্রই, নিঃশেষে তা মিলিয়ে যায়। শাল কাঠের কাপড় দেখে তিনি তো আত্মহারা হয়ে পড়েন, যাদের তাঁরা এতদিন চেলিয়ে চিরে হদ্দমুদ্দ তক্তাই কেবল বানাতে পেরেছেন, তথাপি তারা প্রায় শক্তই থেকে গেছে, বল্‌তে গেলে; সেই নিতান্ত অপদার্থদেরই, কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-কৌশলে যে এমন চমৎকার, এমন চোস্ত আর এমন মোলায়েম জিনিসে পরিণত করা হয়েছে তা তাঁর ধারণারও অতীত। আবার রঙের বাহারই বা কত! হর্ষবর্দ্ধন একেবারে মশ্‌গুল্ হয়ে গেছেন, দু' চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন। বহুকাল ধরে 'বাঃ' ছাড়া আর কোন বাক্যই বেরয় নি তাঁর।

গোবর্দ্ধনের জিজ্ঞাসার জবাবে শালওয়ালা দামের আন্দাজ জানিয়েছে।

"বটে? পাঁচ টাকা থেকে পাঁচ শ' টাকা? তা হবে বই কি, দামী একটু হবেই

বই কি! শাল গাছ তো আর সস্তা নয়, আর কটা গাছে একটা কাপড় হয় কে জানে! পাঁচ শ' টাকা আর বেশি কি এমন?"

"পাঁচ টাকার গুলো বোধ হয় শাল পাতার তৈরী, কি বল দাদা?"

"তা নইলে কি অত সুবিধেয় দিতে পারে? আমরা কিন্তু দামীটাই কিন্‌ব। বের কর তো বাপু দু'খানা পাঁচ শ' টাকার। পাঁচ শ' টাকারই দাও, কি করবে, ওর চেয়ে বেশি দামের যখন নেই তোমার কাছে?"

"হাজার টাকা দামের নেই?" গোব্‌রা জিজ্ঞেস্ করেছে। শালওয়ালা তৎক্ষণাৎ দুটো দু হাজারী শাল সৃষ্টি করে ফেলেছে অবলীলাক্রমেই। অবশ্য শ্রীমতী ভানুমতীর অনুমতি নিয়ে।

"হাজার কেন বাবু, দু হাজার টাকা দামেরও মাল আছে আমার কাছে।" সুবর্ণসুযোগকে সাগ্রহে সে গ্রহণ করেছে: "উম্‌দা সব চীজ্ আমীর লোকের জন্যই তো বাবু!"

"আছে? বটে? তবে দু-হাজার টাকারই দু'খানা দাও।" মহাসমারোহেই হর্ষবর্দ্ধন শালদের অভ্যর্থনা করেছেন: "এ তো আমাদেরই জিনিস! আমাদেরই বুনো আত্মীয়! জংলী বন্ধু আমাদের! কেবল কলকাতায় এসে বৈজ্ঞানিকের ফেরে পড়েই এই দুর্দ্দশা না!"

"দুর্দ্দশা কেন?" শালের জবানী গোব্‌রা আপত্তি জানায়: "কেন, ভালোই তো করেছে বৈজ্ঞানিকে। চেহারাই ফিরিয়ে দিয়েছে এদের!"

"কিন্তু পরমায়ু কমিয়ে দিয়েছে কত! সেটা তো দেখ্‌ছিস্ নে! একটা শাল কাঠের আস্‌বাব্ পুরুষানুক্রমে টিকে থাকে, জন্মজন্মান্তর ভোগ-দখল করা যায়, কিন্তু কাপড় হয়ে এ আর বাঁচ্‌বে কদ্দিন? একবার ছিঁড়লেই হোল! শাল গাছের ন্যাকড়া তখন! হায় হায়!"

আত্মীয়ের বিয়োগব্যথায় হর্ষবর্দ্ধন বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। কাতর হবার কথা, সত্যিই।

"তা হোক্ গে!" গোবর্দ্ধন দাদার শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে: "জংলী জিনিসকে একেবারে সভ্য বানিয়ে দিয়েছে, আবার কি করবে?"

দু' হাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে, দু'খানা আলোয়ান্ গছিয়ে, শালওয়ালা যত শীঘ্র পেরেছে পিট্‌টান্ দিয়েছে, ফিরেও তাকাতে ভরসা পায় নি। যদি আবার 'পুনর্গছিত' হয়ে যায়! প্রায় দেড় মাইল্ পেরিয়ে তবে সে ফের শালদোশালার হাঁক্ ছেড়েছে। ছেড়েই ভেবেছে, আর কেন? অন্ততঃ আজ আর কেন? বাণিজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাঁক্ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে, আজকের মত।

দু' হাজার টাকায় হাল্‌কা হয়ে হর্ষবর্দ্ধনরা কিন্তু দুঃখিত নন্। না, একেবারেই বিমর্ষ নন্ তাঁরা! বরং অপরিচিত বৈজ্ঞানিক অনাহূত বাড়ী বয়ে এসে অযাচিত শাল দান করে গেছে

(হোক্ না কেন কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে, তাতেই কি ?) তাই ভেবেই তাঁদের অন্তর সকৃতজ্ঞ হয়ে আছে তখন থেকে। তাঁদের অমূল্য কাঠ যে কোনদিন নিজেদের গায়ে উঠ্‌বে, (অন্তিমে দেহরক্ষার পূর্ব্বে) এবং গায়ে উঠ্‌বে এত হাল্‌কা হয়ে, মোলায়েম হয়ে, আর এ হেন বেমালুম হয়ে, এ কথা কোনদিন তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। শাল গাছ ভেঙে গায়ে পড়্‌তে পারে ভাব্‌তেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে আগে, ঘুমের ঘোরেও তার মড়মড়ানি শুনে শিউরে উঠেছেন, বুকের ধড়ফড়ানি থাম্‌তে চায় নি, সেই শাল যে একদা এতখানি গায়ে-পড়া হবে, কেবল গায়ে-পড়া নয়, হামেসা গলাগলি হয়ে মেলামেশা করবে, ভাব্‌তেই পারেন নি কখনও। সেই বস্তু, সহধর্ম্মিণীর চেয়েও মধুরতর সম্বন্ধে, নিকটতর সম্পর্কে, অনিষ্টহীন ঘনিষ্ঠতায়, সম্প্রতি তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। ভাব্‌তেও রোমাঞ্চ হয়! অপরূপ রূপকথাই যেন! শালের গর্ব্বে তাঁদের হৃদয় ক্রমশঃই বিশালতর হয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে গোব্‌রা তখনই প্রস্তাব করে বসেছে: "চল দাদা, গায়ে জড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

পরমুহূর্ত্তেই তাঁরা আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়।

কিন্তু অঙ্গে শালের ঠাঁই দিয়েও, যদি উঁচু নজর না-ই থাকে, দুঃখের কারণ প্রায়ই ঘটে। যেতে যেতে অকস্মাৎ হর্ষবর্দ্ধনের মনে হয়েছে, কী যেন পড়্‌ল অন্তরীক্ষ থেকে—নিতান্ত ঘাড়ের কাছটাতেই। তিনি ঘাড় কাৎ ক'রে দেখেছেন, তার পরে আকাশে দৃক্‌পাৎ ক'রে দেখেছেন, না, সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

বিরক্তিব্যঞ্জক একমাত্র ধ্বনি বেরিয়েছে তাঁর মুখ দিয়ে: "ছ্যা!"

গোবর্দ্ধনও দাদার দৃষ্টির অনুসরণ করেছে, তার পরে, প্রতিধ্বনি না করেই, শালকে গা থেকে খুলে পুঁটুলি-প্রমাণ বানিয়ে নিজের বগলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বিনা বাক্যব্যয়ে।

উড্ডীয়মান কাকদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু একটু যেতেই কাছাকাছি একটা শাল-কাচানোর দোকান সাম্‌নে পড়েছে। গোব্‌রা দাদার শালটা কাচ্‌তে দেবার ইঙ্গিত করেছে, হর্ষবর্দ্ধন তাতে আপত্তি জানিয়েছেন:

"কী হবে কাচ্‌তে দিয়ে? বাড়ী গিয়ে খুলে ফেল্লেই হয়; রাস্তায় ফেলে দেয়াও চলে, কাউকে বিলিয়ে দেয়াই বা মন্দ কি? তার পর একটা ভালো দেখে, নতুন দেখে কিনে নিলেই হোল! কালকেই আবার এসে পড়্‌তে পারে সেই বৈজ্ঞানিকটা। আরো বেশি দামী দামী শাল নিয়ে কাল সকালেই হয়ত এসে পড়্‌বে!"

গোব্‌রা দাদার চেয়ে বিবেচক। সে বলেছে: "বাঃ, গায়ে না দাও, চৌকিতে পাতা চল্‌বে তো? বিছানার চাদর করতে দোষ কি? ক্ষতিই বা কী?"

শালের-চাদর-প্রস্তাবটা নেহাৎ অমনঃপূত হয় নি দাদার। তক্ষণি কাচানো-ওলাকে ডেকে শালটা সম্প্রদান করে ফেলেছেন; "কত লাগ্‌বে বাপু, আর কবে ফেরৎ পাওয়া যাবে বল তো ঠিক ক'রে?"

"কালই সকালে দিয়ে আস্‌ব আপনার বাড়ীতে। ভালো আলোয়ান কিনা, কাচ্‌তে যত্নই লাগ্‌বে, কত আর দেবেন? টাকা দুই দিন।"

"মোটে দু' টাকা? এত টাকার জিনিস কাচ্‌তে দু' টাকা মোটে? বল কি হে?" মণিব্যাগ্ থেকে একখানা দীর্ঘকায় নোট্ বার করেছেন তিনি: "তা বেশ, তাই। আটানব্বইটা টাকা আছে তো?"

"অত টাকা, গরীব মানুষ আমরা, কোথায় পাব বাবু?"

"বাঃ, এক শ' টাকার নোট যে!" গোব্‌রা প্রাঞ্জল করেছে: "তা ছাড়া খুচরো নোট তো নেই আমাদের সঙ্গে।"

"তবে তোরটাও ওকে ধোলাই কর্‌তে দিয়ে দে না কেন, গোবরা?"

"কিন্তু তাতেই আর কত বাড়বে বল? চার টাকাই তো?" শালটাকে বগলচ্যুত করতে করতে গোবরা বলেছে।

"এই নাও এই শাল দুটো, আর, এই নাও তোমার নোটখানা।"

হর্ষবর্দ্ধন উপদেশ দিয়েছেন: "পঁচিশ বার করে কাচবে প্রত্যেকখানা, তা হলেই এক শ' টাকা ফুরিয়ে গেল! এক পয়সাও ফেরৎ দিতে হবে না তোমাকে। চুকে গেল হাঙ্গাম্! না—কি বলিস্ গোবরা? পঞ্চাশ বার করেই কাচবে নাকি? আরও একখানা নোট তা হলে দিয়ে দেব ওকে? পঁচিশ বারে কি যথেষ্ট পরিষ্কার হবে না বলে তোর মনে হয়? না, পাঁচ শ' বারই কাচিয়ে ফেল্‌ব একবারে? য়্যাঁ?"

এক সঙ্গে এক গাদা নোটে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রতিবাদ এসেছে শাল-কাচিয়ের দিক্ থেকেই। নিজেই সে আপত্তি করেছে, পঁচিশ বারের কাচাকাচিই সারাদিনে কুলিয়ে ওঠানো অসম্ভব, তার ওপরে আরো পঁচিশ কিংবা পাঁচ শ' ধাক্কা বাড়লে, নেহাৎ অক্কার দিকেই পা বাড়াতে, বেমক্কাই মারা পড়তে হবে ওকে। অবশ্যি, তাতে ক'রে আরো বেশি পরিষ্কার হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু এত বেশি নির্ঘাৎ যে, যাকে বলা যেতে পারে, একদম্ পরিষ্কার! ঢাকাই মস্‌লিনের চেয়েও আরও সূক্ষ্মতর হয়তো, চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! শালও জখম্, সে নিজেও খতম্! আরো এক শ' টাকা, কি এক হাজার, এমন কি দশ হাজার টাকার নগদ মজুরিতেও সে কর্ণপাত করে নি, কানে আঙ্গুল দিয়ে, পিছিয়ে গেছে সভয়ে, হর্ষবর্দ্ধনের পরামর্শকে অবহেলা করেছে, অকাতরেই; ভীষণ পীড়াপীড়িতেও,

কিছুতেই, অর্থ-গ্রহণে মুক্তহস্ত হতে রাজি করানো যায় নি তাকে। অগত্যা, ক্ষুণ্ণ মনে, অবশেষে পঁচিশ বারের কড়ারেই রফা ক'রে ফেলেছেন দু ভাই। কী আর করবেন? ওঁদের অবশ্য আরো বেশি, এবং তারো বেশি, পরিষ্কার দেখার কৌতূহল ছিল, কিন্তু মজুরিতে না পোষালে কারুকে বেশি কড়াকড়ি করা চলে কি? তোমরাই বল?

পর দিন প্রাতঃকালে ওঁদের ঘুম ভালো করে ভাঙ্‌তে-না-ভাঙ্‌তেই আবার তেমনি কড়া আওয়াজ শোনা গেছে সদরে। হর্ষবর্দ্ধন পাশ ফেরার প্রলোভন সম্বরণ করেছেন: "সেই বৈজ্ঞানিকটা এসেছে বোধ হয়। সমাদর করে নিয়ায় গে।"

"কিন্তু যাই বল দাদা, কড়া-ধ্বনি কখনও চাটু হয় না।" যেতে যেতে অসন্তোষ-জ্ঞাপন করেছে গোব্‌রা। "কড়াতে আর চাটুতে অনেক তফাৎ।"

কিন্তু না, সে বৈজ্ঞানিক না, ভুলবশতঃ, বা দৈবক্রমে, নিতান্তই এসে পড়ে নি সে। নিষ্কাম এবং অকর্ম্মার ধাড়ী—সেই শাল-কাচিয়েই এসে হাজির।

"এই নিন্ বাবু, আপনাদের শাল!" এই বলে ছোট-খাটো, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট দুখানি রুমাল সে বার করে দেয়। "আর এই নিন্ ষোল টাকা ফের্‌তা।"

"এই সেই শাল নাকি?" দু ভাই পরস্পরের দিকে তাকান্, বিমূঢ় হয়ে। "য়্যাতো খাটো হয়ে গেল কি করে?" ভারী হক্‌চকিয়ে যান্ তাঁরা।

"আর টাকাই বা কিসের?" বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময়! "কিসের ফের্‌তা টাকা?"

"একুশ বারের বেশি কিছুতেই ধোলাই করা গেল না, তাই বাকী মজুরি ফেরৎ দিলাম মশাই!" শাল-কাচিয়ে বলে, দারুণ বিরক্তির সঙ্গেই বলে, "এ কি শাল বাবু, আপনাদের—যতই কাচি ততই গুটিয়ে আসে, ক্রমেই কেমন জমে গিয়ে জড় হয়ে ছোট হয়ে যায়!"

"বটে? ভারি তাজ্জব!" শালের বেয়াড়া হাব-ভাবে তাক্ লাগে তাঁদের।

"একুশ বার কাচ্‌তেই তো এই দশা, তাতেই এই রুমালে দাঁড়িয়েছে। আর বেশি কাচ্‌তে সাহস হোল না মশাই, কি জানি যদি ক্ষইতে ক্ষইতে খোয়া যায়, ছোট হতে হতে হারিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় সব শেষে! তখন আপনারা তো আমাকেই দুষ্‌বেন, আলোয়ানের দোষ তো দেখ্‌বেন না। বাড়ীর ছেলের দোষ আর কে দেখে বলুন?"

"শালের এমন বদভ্যাস আর কখনও দেখেছ কি?" গোব্‌রার কৌতূহল হয়।

"কখনো না। অবশ্যি কখনো-সখনো ধোয়ালে এক-আধটু খাটো হয় বটে, হয়েই যায় এম্‌নিতেই, কিন্তু এত দূর—? উঁহু, এজন্মে দেখি নি বাবু! আর কি করেই বা দেখ্‌ব বলুন? কখনও তো একবারে একুশ বার কাচ্‌বার সুযোগ পাই নি, (যদিও ওর মতে সেটা দুর্য্যোগ) একুশ বারেই একুশ বার কেচেছি॰ হয়ত একুশ বছর ধ'রে—নজরে পড়ে নি তাই।"

শাল কাচিয়ে চলে যায়, সেলাম্ না করেই। একদিনেই বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা; কাচানো শালের মতই, কে যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ওকে।

হর্ষবর্দ্ধনের ভাবনা সুরু হয়েছে। খবরের কাগজে যে সব নামজাদা সাবান প্রায় দেখা যায়,—পামোলিভ্, ভিনোলিয়া, মহিসুর চন্দন, কিংবা কিউটিকিউরা, এমন কি একটু দামী কার্ব্বলিক্ সোপেও, নিশ্চয় কাচানো হয় নি এদের; খেলো জিনিসে সস্তায় সার্‌তে গিয়ে শালটাকে সেরে ফেলেছে একেবারে। বনেদী মাল এ সব! আসামের শালবনের! যে-সে জঙ্গলের না তো! কতকালের অরণ্যানী এরা! মানী জিনিসের মর্য্যাদা রাখা হয় নি, ভাটা সাবান মাখানো হয়েছে, চার ধার থেকেই মাথা কাটা গেছে বেচারার, তাতেই লজ্জায় একদম্ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—আর কিছু না!

নিজের ধারণা তিনি বেশী ক্ষণ ধারণ করেন নি, চাপা গলায় গোব্‌রার কাছে বেফাঁস করেছেন: "তাই আমার মনে হয়! তাতেই!"

"এ তো ধোলাই করা নয়, এ যে একেবারে আস্ত ধোলাই করা!" গোব্‌রা খাপ্পা হয়ে গেছে: "মার্-পিটই বলা যেতে পারে বরং। আগে বল্লে না কেন দাদা? আমিও দিতাম ঐ ব্যাটাকে ধোলাই করে এক্ষুণি।"

"শাল-দোশালার কাণ্ড! কে জান্‌বে বল্!" হর্ষবর্দ্ধনের গদ্‌গদ্ কণ্ঠ।

"শালের কথাই বলো! দোশালা তুমি পাচ্ছ কোথায় আবার?" অন্য বস্তুর বিজ্ঞাপন শুন্‌তে রাজি নয় গোব্‌রা।

"কেন, পাচ্ছি না কেন? সাম্‌নেই পাচ্ছি। একজন হচ্ছে সেই বৈজ্ঞানিক যে শাল জিম্মা দিয়ে গেছে, আর একজন ইনি, যিনি তার কিম্মা বানালেন! এই দু'জনেই—তো!" হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা! "যাক্ গে, ভালোই হয়েছে! দু হাজার টাকার দুখান্ রুমাল্—মন্দ কি আর এমন?"

হর্ষবর্দ্ধন ভেবে-চিন্তে খুসিই হন্: "লাট্‌দেরও এত দামী রুমাল নেই! সম্রাট্‌দেরও না। সস্তা সাবানে কেচে শালটাকে একেবারে লাট্ ক'রে ফেলেছে লোকটা! যাক্, ভালোই করেছে! মন্দ কি? বাঃ, বেড়ে হয়েছে, তোফা! বাঃ বাঃ!"

লাট্-দু'জনকে, যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেন, তাঁর হর্ষধ্বনি ততই উথ্‌লে উঠ্‌তে থাকে। থামে না আর!

বাগ্দেবী

সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ

নৃমুণ্ড-শিকারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোমাঞ্চকর উপহার

বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে যে রেলপথের সাঁকো আছে, কলকাতায় সেটি একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। ও-সাঁকোটি হচ্ছে তিনতালা। সেটি এমন কায়দায় তৈরি যে, তলা দিয়ে যখন বড় বড় নৌকো আনাগোনা করতে চায়, তখন সাঁকোর সমস্ত একতালার অংশটি রেল-লাইন-শুদ্ধ শূন্যে অনেকটা উপরে উঠে যায়।

এই সাঁকোরই কাছে লাইনের উপরে একখানা খালি মালগাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তারই ভিতরে লুকিয়েছিল জয়ন্ত ও মানিক। এবং সেইখান থেকেই তারা সুন্দরবাবুর ব্যাকুল চীৎকার শুনতে পেলে।

তখন একেবারে শেষ-রাত। কিংবা সে সময়টাকে উষার আসন্ন জন্ম-মুহূর্ত্তও বলা যায়। যদিও তখনো আলো ফোটে নি, কিন্তু রাত-আঁধার পাৎলা হয়ে আসছে ক্রমশ।

জয়ন্ত ও মানিক চোখের নিমিষে গাড়ীর বাইরে লাফিয়ে পড়ল। এবং তারপরেই তাদের মনে হ'ল, সাঁকোর পাশের লোহার মই ব'য়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিপদক্ষেপে মহাশব্দ সৃষ্টি ক'রে খুব তাড়াতাড়ি দোতালায় উঠে যাচ্ছে! অত-বৃহৎ মূর্ত্তির অতখানি তৎপরতা বিস্ময়কর ব'লেই মনে হয়।

ওদিক থেকে সুন্দরবাবুর রিভলভার আরো তিন-চারবার অগ্নিবৃষ্টি করলে।

জয়ন্ত ও মানিক যখন সাঁকোর কাছে এসে পড়ল, সুন্দরবাবু হাঁউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "জয়ন্ত ভাই! আমাতে আর আমি নেই! মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি!"

কিন্তু তারা কেউ তাঁর কাঁদুনি শোনবার জন্যে দাঁড়াল না, তীব্র বেগে ছুটে এসেই লোহার মই ব'য়ে সাঁকোর দোতালায় উঠতে লাগল।

সুন্দরবাবু আবার একলা। ভয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটল হাজার হাজার সর্ষে-ফুল এবং তাঁর কাণে ঢুকল আর একটা আওয়াজ;—একখানা নৌকো জলে ছপাং-ছপাং শব্দ তুলে খালের এপার ছেড়ে ওপারে চ'লে যাচ্ছে।

গঙ্গার ধারে সারি সারি নৌকো বাঁধা ছিল। তার ভিতরে যে-সব মাঝী-মাল্লা ঘুমোচ্ছিল, সুন্দরবাবুর বিকট চীৎকারে ও রিভলভারের শব্দে তাদের ঘুম গেল ভেঙে,—তারাও বাইরে বেরিয়ে এসে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললে। তাদের গোলমাল শুনে সুন্দরবাবু কতকটা ধাতস্থ হ'লেন—অন্ধকারের ভয়াবহ নির্জ্জনতা ও বুকচাপা স্তব্ধতার কবল থেকে নিস্তার পেয়ে তিনি যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেই হাতীর মত ভারী অদ্ভুত জীবটা সাঁকোর দোতালায় উঠে যে ধুমধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল, এখন সে-সব গেছে থেমে থুমে। জয়ন্ত ও মাণিকেরও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপার কি? তাদের দেহের সঙ্গে মুণ্ডের সম্পর্ক বজায় আছে তো? —মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হ'তেই সুন্দরবাবুর কান্না পেলে; কিন্তু তবু তাঁর এমন ভরসা হ'ল না যে, সাঁকোর উপরে উঠে ব্যাপারটা কি উঁকি মেরে দেখে আসেন!

মিনিট-পনেরোর মধ্যেই পূর্ব্ব-আকাশে যখন উষার প্রথম আলোর ঝরণা খুলে গেল, গাছে গাছে পাখীরা যখন প্রভাত-সূর্য্যের উদ্দেশে বন্দনা-গীত রচনা করতে লাগল, তখন দেখা গেল, জয়ন্ত ও মাণিক সাঁকোর রেলপথের উপর দিয়ে আবার ফিরে আসছে।

সুন্দরবাবু বল্লেন, "হুম্! তোমরা উঠ্‌লে সাঁকোর দোতালায়, আবার নেমে পড়লে কখন্ হে?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "অনেকক্ষণ। সেই মূর্ত্তিটাকে ধরবার জন্যে আমরা সাঁকোর ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়েছিলুম।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি, আপনি অসময়ে রিভলভার ছুঁড়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তাকে ধরব কেমন ক'রে?"

—"হুম্, অসময়েই রিভলভার ছুঁড়েছি বটে! স্বচক্ষে দেখলুম, পাঁচ-ছ' হাত তফাতে একটা কিম্ভুতকিমাকার রাক্ষস! তার চোখদুটো করছে দপ্-দপ্, আর দাঁতগুলো করছে চক্-চক্! আর তার গায়ে কি বোঁট্‌কা গন্ধ রে বাবা! রিভলভার ছুঁড়তে আর এক সেকেণ্ড্ দেরি করলে তোমরা কি আমার মাথাটা আর কাঁধের ওপরে খুঁজে পেতে?"

—"রিভলভার ছুঁড়ে তাকে যদি বধ করতে পারতেন, তা হ'লেও একটা কথা ছিল!"

—"কি করব ভাই, টিপ্ যে ঠিক হ'ল না, আমার হাত যে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছিল! আমি তো তবু রিভলভার ছুঁড়ে তাকে ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তাকে দেখলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাঁত-কপাটি লেগে যেত!.........কিন্তু সে পালাল কোন্‌দিকে?"

—"খালের ওপারে গুদামের পর গুদাম, তারই অলিগলির ভিতরে ঢুকে বোধ হয় সে লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না, কিছুই দেখা গেল না, কিন্তু আমরা আরো তিন-চারজন লোকের জুতো-পরা পায়ের শব্দ পেয়েছি। যেন তারাও দৌড়ে পালাচ্ছিল!"

—"হুম্, গলা-কাটারা নিশ্চয় দল বেঁধে এসেছিল। সেই কিম্ভুতকিমাকারের আবির্ভাবের আগে আর পরে খালের মুখে আমি নৌকোর শব্দ শুনেছি। নৌকোয় চ'ড়ে কারা এসেছিল, আবার পালিয়ে গিয়েছে।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "সে-কথা আমরাও জানি। আমরা যখন সাঁকোর দোতালায়, নৌকোখানা তখন খালের ওপারে গিয়ে লাগ্‌ল। তার পরেই শুনলুম দুড়্‌দাড়্ ক'রে পায়ের শব্দ। কিন্তু নীচে নেমে নৌকোর মধ্যে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না।"

মাণিক বল্‌লে, "কিন্তু নৌকোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এই রাম-দা খানা। তাড়াতাড়িতে তারা ভুলে ফেলে গিয়েছে।" সে একখানা বড়, চক্‌চকে রাম-দা তুলে দেখালে।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বল্‌লেন, "বাপ্ রে, ঐ রামদা এনেছিল তা হ'লে আমার গলাতেই বসাতে ?"

মাণিক বল্‌লে, "রামদার বাঁটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে একটি 'S' হরপ ক্ষোদা আছে।"

সুন্দরবাবু সাগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে দেখে বল্‌লেন, "তাই তো হে, তাই তো !........কিন্তু জয়ন্ত, সেই রুমালের কোণে ছিল I. B. B. এই তিনটে অক্ষর !"

জয়ন্ত বল্‌লে, "হয়তো এটা হচ্ছে দলের আর কোন লোকের নামের আদ্য অক্ষর।"

—"সে নৌকোখানা আর একবার ভালো ক'রে পরীক্ষা করা দরকার।"

—"নৌকোখানা একজন পাহারাওলার জিম্মায় রেখে এসেছি। কিন্তু সেখানা পরীক্ষা ক'রে নতুন কিছু জানা যাবে ব'লে মনে হয় না। তার গায়ের নম্বর পর্য্যন্ত তুলে ফেলা হয়েছে। হয় সেখানা চোরাই নৌকো, নয় রাতের অন্ধকার ছাড়া তাকে চালানো হয় না। কিন্তু সুন্দরবাবু, যদিও আজ্‌কে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল, তবু আমরা অন্ধকার হাত্‌ড়ে গোটাকত দরকারী সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমত, দলের একজনের নামের আদ্য অক্ষর হচ্ছে I, আর একজনের S ; দ্বিতীয়ত, আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে বল্‌তে হবে, ওদের দলে একজন অদ্ভুত চেহারার অতিকায় লোক আছে, আর সেই-ই সব-প্রথমে চুপি-চুপি এসে আক্রমণ করে ; তৃতীয়ত, তারা মানুষের মুণ্ড কেটে নেয় রামদার কোপ্ মেরে, কারণ এর বাঁটের ধারে এখনো শুক্‌নো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে ; চতুর্থত, এরা বলি দেবার মানুষ খুঁজে বেড়ায় শেষ-রাতে গঙ্গার ধারে ধারে নৌকোয় চ'ড়ে। উপরন্তু ধোপার একটা মার্কাও পাওয়া গেছে। এতগুলো সূত্র এত সহজে পাওয়া ভাগ্যের কথা, এর একটা-না-একটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে লেগে যাবে।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ঐ হতচ্ছাড়া গলা-কাটার দল যদি নৌকোয় চ'ড়ে আনাগোনা ক'রে থাকে, তাহ'লে এ মামলা নিয়ে আমরা

আর মাথা ঘামিয়ে মরি কেন ? এ-সবের তদন্ত করুক্ পোর্ট-পুলিস, আমাদের পক্ষে মানে-মানে স'রে দাঁড়ানোই ভালো !"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বল্‌লে, "তা আর হয় না সুন্দরবাবু ! মাম্‌লাটা হাতে যখন নিয়েছি, আমাদের কৌতূহল যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনি স'রে পড়লেও আমরা আর ছাড়ব না, পোর্ট-পুলিসের সঙ্গেই কাজ করব।"

সুন্দরবাবু মুখ বিকৃত ক'রে বল্‌লেন, "ঐ তো ! ঐ তো তোমাদের রোগ—একগুঁয়েমির জন্যেই তোমরা একদিন পটল তুলবে ! বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গেই থাকব না-হয়, কিন্তু তোমাদের কাছে এই মিনতি ভায়া, আমাকে আর কখনো সন্ন্যাসী সাজতে বোলো না ! ছিপ্ ধ'রে মৎস্য-শিকার করবে তোমরা, আর আমার মাথাটা হবে তোমাদের টোপ্, এ মারাত্মক ব্যবস্থাটা বেশ যুৎসই ব'লে মনে হচ্ছে না !"

মাণিক বল্‌লে, "সুন্দরবাবু, এতদিন আমি জানতুম যে, আপনি নিজের দেহের মধ্যে টাক-পড়া দুঃখিত মাথাটার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটিকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন। কিন্তু আজ দেখছি আপনি মাথার জন্যেও মাথা ঘামান্ !"

সুন্দরবাবু মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "মাণিকের চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনলে হাড় যেন জ্ব'লে যায় ! চল জয়ন্ত, এখন বাসার দিকে ফেরা যাক্।"

তখন সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মাণিকের চারিদিকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত জনতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা সবাই বিষম আগ্রহে ঠেলাঠেলি ক'রে সব কথা শোনবার চেষ্টা করছিল। আকাশে তখন সূর্য্য দেখা দিয়েছে, অন্ধকারের সমস্ত রহস্য চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। দুই-তিনজন পাহারাওয়ালাও এতক্ষণ পরে কোন্ নিরাপদ গুপ্তস্থান থেকে অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে বুক ফুলিয়ে দু-হাতে ভিড় তাড়াতে তাড়াতে নিজেদের জীবন্ত অস্তিত্বের প্রমাণ না দিয়ে পারলে না।

সুন্দরবাবু তাদের দেখেই খাপ্পা হয়ে বল্‌লেন, "ওরে ডাল-রুটি-চোট্টা হনুমান পাঁড়ে আর জাম্বুবান চোবের বাচ্চারা ! এতক্ষণ কোন্ গর্ত্তে ঢুকে হিল্লী-দিল্লী ফতে করছিলে যাদু ? গরীব নিরীহদের গলাধাক্কা দিয়ে এখন তো খুব

বাহাদুরি দেখাচ্ছ ! কিন্তু এই একটু আগে আমি যখন কন্ধকাটা হবার ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে দিচ্ছিলুম, তখন তোমরা কাণে তুলো গুঁজে কোথায় ছিলে বাপধন ? রোসো, সব রাস্কেলের নামে রিপোর্ট করছি !"

সকলে গঙ্গার ধার ছেড়ে খালের পাশ দিয়ে বাড়ীমুখো হ'ল।

জয়ন্তদের বাড়ীর সামনে এসে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "উঃ! কাল সারা রাত না ঘুমিয়ে আমার চোখ ঢুলে ঢুলে পড়ছে ! জয়ন্ত, তোমার বাড়ীতে ব'সে আগে চার কাপ্ চা, আটখানা টোষ্ট্ আর চারটে এগ্-পোচ্ খেতে চাই ! নইলে আমার পক্ষে আজ ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো অসম্ভব !"

মাণিক বল্‌লে, "হ্যাঁ, যত পারেন খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ফূর্ত্তি করুন। নইলে যে মাম্‌লা হাতে নিয়েছেন, বিনা নোটিসে কবে যে মুণ্ডুটা হবে শূন্যে উড্ডীয়মান, শিবের বাবাও বলতে পারেন না !"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আঃ, খামোকা মন খারাপ ক'রে দাও কেন ভাই ?"

জয়ন্ত কড়া নাড়বামাত্র বেয়ারা এসে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলে। তারপর বল্‌লে, "একটা হিন্দুস্থানী লোক এসে আপনাকে খুঁজ্‌ছিল।"

জয়ন্ত একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "এত সকালে ! কে সে ?"

—"জানি না হুজুর। একটা কাঠের বাক্স আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে, তার বাবু নাকি সেটা হুজুরকে ভেট দিয়েছেন। ব'লেই সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। বাক্সটা আমি বটুকখানার টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছি।"

জয়ন্ত আরো-বেশী বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "তুনিয়ায় মাণিক ছাড়া আমার এমন বন্ধু কে আছেন, কাক-চিল ডাকতে-না-ডাকতেই আমাকে ভেট্ পাঠাবার জন্যে যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ? চল তো, বৈঠকখানায় ঢুকে আগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক্ !"

সকলে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখলে, মাঝখানের বড় টেবিলটার উপরে বসানো রয়েছে একটা গেঙো-কাঠের প্যাকিং বাক্স। তার চারিদিকেই পেরেক আঁটা।

একদিকের পেরেকগুলো খুলতে খুলতে জয়ন্ত বল্‌লে, "উপহারে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে ব'লে মনে হচ্ছে। বাক্সটা বেশ ভারী।"

একটু পরেই ডালাটা খুলে গেল। বাক্সের ভিতরদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "চমৎকার উপহার। সুন্দরবাবু, এ-রকম উপহার পেলে আপনি বোধ হয় খুবই খুসী হ'তেন ?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "উপহার লাভের ভাগ্য আমার নেই, আমার বরাত চিরদিনই খারাপ। দেখি, তুমি কি পেলে ?" কিন্তু এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভিতরে একবার মাত্র উঁকি মেরেই তিনি যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে বিকট স্বরে ব'লে উঠলেন, "হুম্, হুম্, হুম্, হুম্ !"

মাণিকও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভিতরে তাকিয়ে সভয়ে দেখলে, তার চোখের পানে আড়ষ্ট চোখে চেয়ে আছে একটা রক্তহীন রোমাঞ্চকর কাটা মুণ্ড ! সে মুণ্ড ভারতবাসীর নয়, ইংরেজের !

জয়ন্ত কঠোর স্বরে অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "হে অজানা বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ ! এ উপহারের কথা জীবনে আমি ভুলব না !"

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যু

(শ্রীঅশোককুমার মিত্র, বি.এস-সি)

মানুষ পৃথিবীকে জন্মাইতে দেখে নাই, মরিতে দেখিবে কিনা জানি না, কিন্তু পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যু লইয়া মানুষ অনেক গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছে।

পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। সহজ সুবোধ লোক বলিবেন, গণ্ডগোলে দরকার নাই—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা সকলেই মানিয়া থাকি, ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছায় কোন একদিন এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন, পৃথিবীর মালমসলা না হয় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট হইতে আসিল, কিন্তু এই পৃথিবীর উৎপত্তিটা হ'ল কি ভাবে?

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি—এ বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত। কিন্তু এই সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহারা সকলে এক কথা বলেন না। কেহ বলিবেন সূর্য্য তরল অবস্থায় যখন ঘুরিত তখন ইহা হইতে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিল। আধুনিক অনুমান যাহা অনেকেই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সেটাই এখানে আলোচ্য বিষয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্ পৃথিবীর জন্ম একটা দৈবায়ত্ত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে একটা দুর্লভ ও কল্পনাতীত ঘটনা ঘটে। একটা বৃহৎ তারকা এই অসীম আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের নিকটে আসিয়া পড়ে। সূর্য্য এবং চন্দ্র যেমন পৃথিবীতে জোয়ার ও ভাঁটার সৃষ্টি করে, সেই রকম এই তারকাটিও নিশ্চয় সূর্য্যে একটা ভীষণ জোয়ারের সৃষ্টি করিয়াছিল। যতই তারাটি কাছে আসিতে লাগিল সূর্য্যের জোয়ার ততই সূর্য্য হইতে তারাটির দিকে উঠিতে লাগিল। জোয়ারের আকার অনেকটা হাঁসের ডিমের মত—মাঝখানটা মোটা, দুই দিক সরু—হইল। তারাটি সূর্য্যের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জোয়ারের উপর এত আকর্ষণ পড়িল যে এই জোয়ার সূর্য্য হইতে ছিন্ন হইল এবং নিজেও ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এখন মনে হইতে পারে, জোয়ারটা যখন সূর্য্য হইতে বিচ্যুতই হইল তখন সেটা প্রকাণ্ড তারকাটিতে গিয়া ধাক্কা মারিল না কেন?

আগেই সেইজন্য বলা হইয়াছে যে এটা একটা দৈবায়ত্ত ঘটনা। সূর্য্য হইতে ছিন্ন হইয়া জোয়ারটি তারাটির আকর্ষণে তাহারই দিকে ছুটিল। তারাটি ক্রমে দূরে যাইবার ফলে তাহার আকর্ষণ-শক্তি কমিয়া গেল এবং নিজের কাছে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা তাহার আর রহিল না। কিন্তু তারার দিকে একটা গতি তাহার হইয়াছে, সূর্য্যের টানে এখন জোয়ারটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ঠিক যেমন সুতায় ঢিল বাঁধিয়া ঢিলটী ঘুরান যায়। ক্রমে এই জোয়ার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গ্রহগণের উৎপত্তি হইল আর সেই অবধি গ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে। এই গ্রহগুলির মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটী। সূর্য্য হইতে পর পর গ্রহগুলির নাম করিলে বলিতে হয়—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, গ্রহপুঞ্জ, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, নেপ্‌চুন্ ও প্লুটো। গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বৃহস্পতি হইতে দু'দিকেই গ্রহগুলি ক্রমে আকারে ছোট হইয়াছে। এই ঘটনা স্যার জিন্‌সের অনুমানের অনেকটা স্বপক্ষে; কারণ আগেই বলা হইয়াছে যে তারাটির আকর্ষণে জোয়ার হাঁসের ডিমের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং এইটাই যখন খণ্ড খণ্ড হইল তখন মাঝের গ্রহ যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইবে এবং বৃহস্পতি হইতে দুধারেই গ্রহ ছোট হইয়া আসিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পৃথিবীর জন্ম ত এইভাবে হইল, এখন মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যা'ক্।

পৃথিবীর মৃত্যু একদিন হইবেই, তবে বিলম্ব আছে। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড বলিয়াছেন—'পৃথিবীর ধ্বংস গরমে হইবে কি ঠাণ্ডায় হইবে বলা যায় না তবে ধ্বংস হইবেই'। অধ্যাপক জেবন্‌স্ বিজ্ঞানের দিক দিয়া বলিয়াছেন 'পৃথিবীর মৃত্যু লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেই হইবার সম্ভাবনা কিন্তু আজই যে হইবে না এমন কথা বলিতে পারি না।'

পৃথিবী এবং প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে কিন্তু গ্রহগণের মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণের জন্য তাহারা নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে পারে না। এমন দিন কি আসিতে পারে না যখন পৃথিবী কিংবা অন্য কোন গ্রহ আপনার পথ হইতে সরিয়া পরস্পর সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়া যাইবে? লাপ্‌লাস্ প্রতিপন্ন করেন যে

গ্রহগণ পরস্পর আকর্ষণে সামান্য পথভ্রষ্ট হইতে পারে বটে কিন্তু চিরস্থায়ী পথচ্যুতির আশঙ্কা নাই। তাহারা পরস্পর আকর্ষণে এদিক ওদিক বিচলিত হয় কিন্তু আবার নিজের পথে ফিরিয়া আসে। সৌরজগতের এমন কোন শক্তি নাই যাহা গ্রহগণের স্থায়ী পথচ্যুতি করিয়া তাহাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগায়। সৌরজগতের মত জটিল যন্ত্রের কি সুনিয়ত শৃঙ্খলা!

ধূমকেতুর জন্য আর এক বিপদ। মাঝে মাঝে কোথা হইতে কখন হঠাৎ ইহার আবির্ভাব হইবে কিছুই বলা যায় না। এমন দিন যদি আসে যে এই রকম একটা বৃহৎ ধূমকেতুর মধ্যে পৃথিবী ঢুকিয়া যায় তবে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে? ধূমকেতুর জন্য পৃথিবীর মৃত্যু হইবে না—ভয় নাই। ধূমকেতু দেখিতে যত বড়ই হউক ইহার ওজন অত্যন্ত কম—ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিলে পৃথিবীব কিছুই হইবে না, ধূমকেতুই পথভ্রষ্ট হইবে। অজ্ঞাতসারে আমরা দুই একবার ধূমকেতুর ভিতর দিয়া চলিয়াও গিয়াছি—খুব উল্কাপাত ছাড়া পৃথিবীর কোন ক্ষতিই হয় নাই।

আর একটা কথা—পৃথিবীর নিজের দোষে নিজেই মরিতে পারে কিনা? পৃথিবীর ভিতর অত্যন্ত গরম, সেই শক্তির বলে হঠাৎ যদি পৃথিবী ফাটিয়া যায়! পৃথিবীর ভিতর অত্যন্ত গরম—কেহ কেহ কল্পনা করেন, পৃথিবীর মাঝখানে তরল পদার্থ বর্ত্তমান, কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিন্ দেখাইয়াছেন যে তাহাই যদি হয় তবে চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রে যেমন জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরেও তাহাই হইত আর তাহা হইলে আমাদের অবস্থা এতদিনে কি হইত সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর মাঝখানে অতএব তরল পদার্থ নাই—একেবারে নাই এমন কথা বলা যায় না। তবে পৃথিবীর মাঝখানে তরলপদার্থের সমুদ্র বর্ত্তমান নাই, এমন শক্তি নাই যাহার জন্য পৃথিবীর প্রলয় হইতে পারে। আবার পৃথিবীর মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরি আছে—পৃথিবীর ভিতরকার শক্তিতে মাঝে মাঝে তাই প্রাদেশিক প্রলয় হয় কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর মৃত্যুর সম্ভবনা নাই।

জর্জ্জ ডারুইন্ এক নূতন কথা বলেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের উল্টাদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর

আবর্ত্তনের বেগ একটু করিয়া কমিতেছে এবং চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িতেছে। এমন দিন ছিল যখন চন্দ্রমণ্ডল আমাদের আরও নিকটে ছিল। এমন দিন আসিবে যখন চন্দ্রমণ্ডল এখনকার চেয়ে অনেক দূরে চলিয়া যাইবে। পৃথিবী এখন ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে, তখন ১১০০ বা ১২০০ ঘণ্টায় একবার ঘুরিবে—৭।৮ দিনে বৎসর হইবে। মানুষের অস্তিত্ব সে পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা জানা নাই কিন্তু ঘটনাটি অনিবার্য্য। ঠিক পৃথিবী হইতে যেমন চন্দ্র দূরে যাইতেছে, পৃথিবীও সূর্য্য হইতে তেমনই দূরে যাইবে—পৃথিবী পথভ্রষ্ট তখন হইবেই—ফল কি হইবে বলা বাহুল্য।

পৃথিবীর মৃত্যু হইবে শক্তির অপচয়ে। শক্তি নানা রকমে জগতে বিদ্যমান্। লর্ড কেলভিনের মতে প্রত্যেক শক্তি তাপরূপে পরিণত হয়। এমন দিন আসিবে যখন সমস্ত শক্তি সমান পরিমাণ তাপে পরিণত হইবে—তখন জগদ্‌যন্ত্রের চলাচল বন্ধ হইবে—গ্রহ-উপগ্রহ গতিরহিত হইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবে। ব্রহ্মাণ্ড গতিরহিত হইবে—বৃহৎ পিণ্ডের রূপ ধারণ করিবে। ইহাকে প্রলয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর মৃত্যুর আর একটা কারণ হেলমহোলজ্ দিয়াছেন। সূর্য্য বিনা পৃথিবীর মৃত্যু অনিবার্য্য। সূর্য্য তাপ ছড়াইতেছে, সেই তাপের কিঞ্চিৎ অংশমাত্র লইয়া পৃথিবীর জীবন। সূর্য্য হইতে যত তাপ বাহির হইতেছে, সূর্য্য তত আয়তনে ছোট হইতেছে. ২।১০ হাজার বৎসরেও সেটা বোঝা যায় না কিন্তু কোটি বৎসর পরে তাহা বোঝা যাইবে। পরে এমন দিন আসিবে যখন সূর্য্য একেবারে নিবিয়া যাইবে। এই রকম নির্ব্বাপিত সূর্য্য আকাশে দুই একটি দেখা গিয়াছে। সেই সময় পৃথিবীর মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য তাহার বহুপূর্ব্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে।

উপসংহারে, এক কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীর মৃত্যু সহজে হইবে না—আমাদের সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু এই সব আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি আমরা কত ক্ষুদ্র, আমরা কত অজ্ঞ। আমাদের জীবন এই বিশ্বের অসীম কালের কাছে চক্ষের পলকমাত্র। আমাদের পৃথিবী বিশ্বের নিকট সারা সমুদ্রের ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র, আমরা একথা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, আমাদের অন্তরালে

নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এই বিশ্বের সমস্ত শক্তির পরিচালক। তাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি সুশৃঙ্খল সুবদ্ধ নিয়মে বাঁধা। আমরা তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলিয়া ডাকিব এবং কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব—

'মাথা নত করে দাওগো তোমার চরণ-তলে'

পার্ল বাক

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

পার্ল বাক নামে একজন আমেরিকান মহিলা এবার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমেরিকান হ'লেও বাক চীন দেশকেই মাতৃভূমি মনে ক'রে থাকেন; কারণ নিতান্ত শৈশবেই তাঁর বাবার সঙ্গে তিনি চীনে চ'লে আসেন এবং মাতৃভাষা শেখবার আগে শেখেন ও-দেশের ভাষা। কাজেই চীনকে জন্মভূমি মনে করা আশ্চর্য্যের কথা নয়।

সাধারণ জিনিষের মধ্যে যাঁরা অসাধারণ কিছু দেখতে পান তাঁরাই শক্তিশালী শিল্পী এবং পার্ল বাক ঠিক তাই। তাঁর যে-কোন বই প'ড়লে দেখতে পাবে যে নায়ক-নায়িকারা অতি সাধারণ লোক। সেইসব লোকের জীবন-যাত্রা, তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ বাকের লেখনীর গুণে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

আমেরিকায় আরও অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক আছেন। তাঁরা আমেরিকার সভ্যতার গতি, সেখানকার বর্ত্তমান সমস্যা প্রভৃতি বড় বড় বিষয় নিয়ে বই লেখেন। কিন্তু অকস্মাৎ বাক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন সেখানে কারণ পাঠকেরা দে'খল, এ লেখিকার লেখায় বড় বড় ব্যাপার নাই, জটিল সমস্যার সমাধান নাই। তবু আছে রসের বন্যা এবং অপূর্ব্ব মাধুর্য্য।

তোমরা অনেকেই 'গুড আর্থ্' নামক ফিল্ম্ দেখেছ। সে-দিনটা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, যেদিন 'গুড আর্থ' ফিল্ম্ দেখে এলাম। কী আনন্দই যে পেয়েছিলাম সেদিন! তার পর শুনলাম ও-বইটার লেখিকার নাম

পার্ল বাক। তাই এ বছর তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন শুনে আশ্চর্য্য হইনি মোটেই।

'গুড আর্থ্' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সনে এবং বাকের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীময়। এই বইর বিষয়বস্তু একটি চৈনিক কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রা।

বাকের বেশীর ভাগ নায়ক-নায়িকা চীনে। তার কারণ পূর্ব্বেই ব'লেছি যে ছেলেবেলা থেকে রয়েছেন তিনি চীনে। আর তিনি নিজেও বলেন, "চীন দেশকে জানি কারণ ছেলেবেলা থেকে সেখানে বাস ক'রছি আর চীন জাতির মধ্যে থা'কতে আমার ভাল লাগে।"

চীন দেশের সেইসব গ্রাম যেখানে উগ্র সভ্যতার আলোক আজও পৌঁছয় নি, যেখানে মানুষ মানুষকে হিংসা করে না, ঘৃণা করে না, সেখানে বাক তাঁর উপন্যাসের যবনিকা তোলেন।

বাকের সৃষ্ট চরিত্র যে অত সজীব হয় তার কারণ তিনি নিজে সেইরূপ চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, গল্প করেছেন, তাদের সুখ-দুঃখের ভার নিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন বলে তাঁর উপন্যাস অত ভাল হয়।

পার্ল বাকের কয়েকটি বিখ্যাত বইর নাম দি মাদার, দি এক্সাইল্, ইয়ং রিভল্যুশনিষ্ট, এ হাউস ডিভাইডেড্, দি ফাইটিং এঞ্জেল্ ইত্যাদি। তোমরা বড় হয়ে এ গুলোর মধ্যে যে-কোন একটা বই প'ড়ে দে'খলে বাকের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাবে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়া যে কত কঠিন সে-কথা তোমরা জান। বাঙ্লা দেশ থেকে পেয়েছেন কেবল মাত্র গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, কতদিন আগে! কিন্তু কোন বাঙালী লেখিকার খ্যাতি আজও অতদূর যায় নি। ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকের কোন লেখিকা হয়তো একদিন পার্ল বাকের মতো নোবেল পুরস্কার লাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে—সেই আশায় রইলাম।

স্মৃতির পূজা

গভীর দুঃখের মধ্যে এবার 'রামধনু' বাহির করিতে হইল। এতকাল যিনি রামধনুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন সেই সম্পাদক মনোরঞ্জন বাবু আর ইহজগতে নাই। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন। তাঁহার স্মৃতির পূজা স্বরূপ কয়েকটী কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবারকার 'রামধনু'তে সন্নিবেশিত হইল।

১। মনোরঞ্জন

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

সোনার প্রদীপ দপ্ করে হায়
নিভে যাওয়া—প্রাণে বাজে ;
বাকি ছিল তার কত কাজ, আহা—
কত কাজ ধরা মাঝে !
এখনো উঠান-ভরা রোদ তার,
গাছ ভরা শুধু মুকুল আশার।
মধ্য গগনে না যেতে রবির
অস্ত যাওয়া কি সাজে ?

২

স্নিগ্ধ শান্ত মূরতি তাহার,
হৃদি ভরা পরিমলে,

নীরস ধরায় ফুলের ফসল
এমন কচিৎ ফলে !
অতি সুন্দর রামধনু সম,
অমল জীবন তার অনুপম,
রামধনুকেরি মতন ক্ষণিক,—
মিলালো নয়ন-জলে।

৩

তীব্র বেদনা চক্ষের জলে
যায় না যায় না ধোয়া,
হয় নি কখনো, হবে না পূরণ
যে রত্ন গেল খোয়া।
ধরার এ সব পরশ মাণিক
সোনা করে ধূলি আসিয়া খানিক।
পরশাকাঙ্ক্ষী পড়ে থাকে তার
পশ্চাতে শুধু লোহা।

২। অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রয়াণ

(অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ)

বাণীর বরপুত্র, রামধনু পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, রিপণ কলেজের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক, সর্ব্বজনমনোরঞ্জন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য আর ইহলোকে নাই। বিগত ২১শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যার পরে (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) পঞ্চদশ দিবস দুরন্ত টাইফয়েড ও ম্যানিন্জাইটীস্ রোগের যন্ত্রণা ভোগ

করিয়া তিনি পিতামাতা, পত্নী, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন, সহকর্ম্মী, অনুরাগী ছাত্র ও সাহিত্যিক বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া অকালে, মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে, সাধ্বী পত্নীকে, ভ্রাতা, ভগ্নী ও অবোধ শিশুপুত্রকন্যাকে প্রবোধ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, যিনি মৃতের পূত আত্মা শান্তিধামে লইয়া গিয়াছেন, তিনিই স্বজনবর্গের শোকাহত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন।

তিক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ১৩১০ সালে জলপাইগুড়ী নগরে মাতামহ ডাক্তার তারাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কিছুদিন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ফিনান্স্ বিভাগে বঙ্গের বাহিরেও কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি তিনটী বিষয়ে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করেন এবং প্রত্যেকটীতেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক মনোরঞ্জন তাঁহার মধ্যম পুত্র, জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্র বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের "রিডার" পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ক্ষিতীন্দ্রের পরিচয় "রামধনু"র পাঠকবর্গের নিকট দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মেধাবী বলিয়া মনোরঞ্জনের খুব সুযশ ছিল। বাল্যজীবনে নানা বিদ্যালয়ে পড়িয়া তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর আই,এ, বি,এ ও এম্-এ পরীক্ষা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯২৬ সনে তিনি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার অত্যল্পকাল পরেই রিপণ কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হ'ন। প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল অধ্যাপনা করিয়া শিক্ষাব্রতীর একমাত্র কাম্য—ছাত্রগণের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ এবং সহকর্ম্মীদিগের

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন—বিশিষ্টরূপে লাভ করিয়া, অকালে এবং অকস্মাৎ তিনি মরদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

তিনি প্রকৃতই শিক্ষাব্রতী ছিলেন—ছাত্রগণের মঙ্গলকামনায় তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থায় জ্ঞান হারাইবার ঠিক প্রাক্কালে পূর্ব্ববিজ্ঞাপিতমত কলেজে একটী Special Class লইতে পারিলেন না বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ আদর্শ আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেই সম্ভব ছিল। তিনি ছিলেন সাধক।

ছাত্রগণ তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক। সাহিত্যে সুরুচি প্রচার ছিল তাঁহার আদর্শ। নগেন্দ্রনাথ বসুর "বিশ্বকোষে" তাঁহার কয়েকটী সুচিন্তিত সন্দর্ভ স্থান পাইয়াছে। শিশুসাহিত্যে ছিলেন তিনি অপরাজেয় কথা-শিল্পী। ছেলেদের জন্য ডিটেক্টীভ উপন্যাস লেখা আরম্ভ করিয়া তিনি বঙ্গভাষায় অমর দান রাখিয়া গিয়াছেন। কিশোরবয়স্ক দিগের জন্য লিখিত গল্পে তিনি একাধারে নীতি, মার্জ্জিত রুচি ও অনাবিল রসধারার পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার কোন কোন পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হইয়াছে এবং শিশু-সাহিত্যে তাহাদের স্থান চিরস্থায়ী রহিবে। চায়ের ধোঁয়া, পদ্মরাগ, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, সোনার হরিণ (এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই), নূতন পুরাণ প্রভৃতি তাঁহার লেখা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের সহিত একযোগেও কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "রামধনু" শিশু পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালাদেশ তথা বাঙ্গালাভাষা তাঁহাকে হারাইয়া অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সম্পাদক হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছিল অসীম। তিনি যাহা লিখিতেন এবং সম্পাদনা করিতেন, যতক্ষণ তাহা না দোষশূন্য বা নিখুঁত বলিয়া মনে করিতেন ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। Perfection বা নির্ভুলতা ও পূর্ণাঙ্গতা ছিল তাঁহার আদর্শ। রামধনুর গত সংখ্যায় প্রকাশিত "এব্রাহাম্

লিঙ্কন্”এর জীবনী লিখিবার সময় তিনি একটী সামান্য কথার সত্যতা নিরূপণ করিতে যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কোন লেখক একখানি বিরাট্ পুস্তক লিখিতেও সে কষ্ট স্বীকার করে না। তাঁহার যুক্তি ছিল এই, "বাল্য হইতে যাহার নির্ভুলতা ও চরম উৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা না জন্মে, পরবর্ত্তী কালে সে কখনও যশ লাভ করিতে পারে না।"

কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন আরও অনেক বড়। তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। বন্ধু হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে তাঁহাকে শোকে অধীর হইতে দেখিয়াছি। নিজ গোষ্ঠীর বাহিরে সহপাঠী বন্ধুর জন্য মানুষ যে এত শোকাতুর হইতে পারে তাহা অচিন্তনীয়। ইহা হইতে আমরা তাঁহার অন্তরের নির্ম্মলতা ও কোমলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

সহকর্ম্মীর প্রতি কোন দ্বেষদ্বন্দ্ব দূরে থা'ক, ক্ষণিক সঙ্কীর্ণতাও কোন দিন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ইহা হইল তাঁহার অন্তরের মহানুভবতার পরিচয়। এই মনোভাব মানুষে বিরল। ঈর্ষা, অসূয়া ও দ্বেষশূন্য হৃদয় মরজগতে দুর্ল্লভ। ইহা সজীব মনুষ্যত্বের লক্ষণ, মহাপুরুষের চরিত্রগত গুণ।

তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী অথচ হিতবাদী। তাঁহার প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে অধ্যাপকগণের বসিবার ঘর সর্ব্বদা মুখর হইত।

তিনি ছিলেন সরল ও প্রফুল্লতাময়। তাঁহার নিকট যে আসিত সেই তাঁহার সদানন্দময় ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। তাঁহার হাস্যময় মুখের সংক্রামকতা গুণ ছিল। সময় সময় যে ক্ষণিক গাম্ভীর্য্যের বিকাশ দেখা যাইত তাহা তাঁহার গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মিগণের নিকট অধিক কৌতূহলের কারণ হইত। অনেক সময় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাঁহার বিশেষ চিন্তাক্লিষ্ট হইবার কারণ হইয়াছে, বাসের অসুবিধায় কলেজে আসিতে ৫ মিনিট কাল বিলম্ব বা ছেলেদের জন্য প্রস্তুত নোট বাটীতে ফেলিয়া আসা। ভগবান্ তাঁহার জীবনে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব ঘটান নাই। ইহাকেই বলে সত্যকার শিশুর সারল্য।

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়। রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যে বাৎসরিক ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়, মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন তাহার প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তিনি ব্যাট্ হস্তে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ছাত্র ও অধ্যাপক উভয় পক্ষই দীর্ঘকালব্যাপী করতালি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত। অধ্যাপকগণ বহুবারই তাঁহার সাহায্যে বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি (Sportsman-like spirit) জীবনের সকল কাজেই আমরা দেখিতে পাইতাম।

অধ্যাপনাব্রতী ব্যক্তির পক্ষে অর্থের গৌরব বা পদের গৌরব যে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত হইতে অনুভব করা যাইত। তাঁহার পিতার পদমর্য্যাদা বা আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা আমরা কোন দিন তাঁহার মুখে শুনি নাই।

পিতামাতার হিতের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। জীবনের অতি নগণ্য বিষয়েও তিনি পিতার উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন।

তিনি ছিলেন একান্ত পরদুঃখকাতর ও সমবেদনাপর। কাহারও বিপদে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। বারম্বার সংবাদ লইয়া ও নানারূপ সেবা দ্বারা তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিতেন। এই বয়সেই তাঁহার সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিতেন।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন একটা মহৎ চরিত্র যাহা সুনিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা কালের কঠোর কুঠারাঘাতে অকালে বিনষ্ট হইল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে ভালবাসেন তরুণ বয়সেই তাহাদিগকে কোলে টানিয়া লন। আমরা আর তাঁহার প্রাণখোলা হাসি শুনিতে পাইব না, তাঁহার গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠের বক্তৃতা আর কলেজগৃহকে মুখর করিবে না, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ-সম্ভাষণ আর বন্ধুগৃহকে প্রতিধ্বনিত করিবে না, আর আমাদের একজন সোদরপ্রতিম বন্ধু সময়ে অসময়ে ছুটিয়া দেখা করিতে

আসিবেন না। এ জীবনে তাঁহাকে আমরা হারাইয়াছি, জানি না জন্মান্তরে আবার মিলন হইবে কিনা। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি চিরদিনই হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। তাঁহার অনুরক্ত বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্মৃতিকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের এই অশ্রুকণার অঞ্জলি মৃতের সমীপে পৌঁছাইয়া দেন।

৩। স্মৃতি-তর্পণ

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

"অজর অমর অরূপ রূপ,
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ;
দেহ নহে মোর চির-নিবাস,
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব-আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন;
না থাকে সন্দেহ, না থাকে ভয়,
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়;
জীবনে মরণে না রহে ছেদ,
ইহ পরলোকে না রহে ভেদ।"

ইহলোকের কাজ সমাপ্ত করিয়া সদাশিব, সরল, অমায়িক, সুলেখক, সুরসিক, সুপণ্ডিত, বন্ধুবৎসল মনোরঞ্জন আজ পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। অনন্তলোক হইতে তাঁহার ডাক আসিয়াছিল, তাই তিনি ক্ষণভঙ্গুর, রোগক্লিষ্ট নশ্বর দেহ ছাড়িয়া, এ লোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা,

ভগিনী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, সহকর্ম্মী, ছাত্র এবং তাঁহার পরমপ্রিয় "রামধনু"র শত শত পাঠক-পাঠিকার প্রাণ শূন্য করিয়া যবনিকার অন্তরালে, জীবন-নদীর পরপারে চিরবিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা এত শীঘ্র তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই বলি তিনি "অকালে" চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহ, প্রেম, প্রীতির বন্ধন কঠিন আঘাতে সহসা ছিন্ন হইয়া প্রাণে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে;—তাই আমরা জীবনের কাজের অবসানকে "অকাল" বলিয়া দুঃখ করিতেছি।

মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলবিধানে যদি বিশ্বাস করি, তবে দেখিব তিনি অমরলোকে পরমপিতার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন; তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে;—"মাতৃকোলে শিশুসন্তান যেমন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ।" নিদারুণ শোকের আঘাতের মধ্যে এই বিশ্বাসই প্রাণের সান্ত্বনা। "ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি তাই শোকসাগরে নামি"।

তিনি যে কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের পক্ষে সে কাজ আজ হইতে অতি প্রিয় কর্ত্তব্য হইল। "রামধনু" তাঁহার পরম আদরের, স্নেহের বস্তু ছিল;—"রামধনু"র কোমলপ্রাণ পাঠক-পাঠিকা তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রপাত্রী ছিলেন। আজ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার অশ্রুর সহিত স্মরণ করি;—তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আজ সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠুক। পরলোক হইতে তিনি পাঠকপাঠিকাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

"রামধনু" যেন তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে পারে; তাঁহার পবিত্র স্মৃতি যেন পরিচালকগণের অনুপ্রাণনা ও পথের পাথেয় হয়। তাঁহার আত্মা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত থাকুন!

৪। পরলোকগত সম্পাদকের অকাল বিয়োগে ‘রামধনু’র যে সকল ৺ভাধ্যায়ী ভদ্রলোক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকখানা পত্র এখানে প্রকাশিত হইল।

(১)

প্রীতিভাজনেষু,

প্রিয় ক্ষিতীন্দ্র বাবু, আজ হঠাৎ সংবাদপত্রে দারুণ দুঃসংবাদের কথা পড়িয়া মর্ম্মাহত হইলাম। এমন আকস্মিক আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যেন বিশ্বাস হইতেই চায় না।

জলপাইগুড়িতে যখন ছিলাম, তখনই “রামধনু”র জন্ম; সেই থেকেই পত্রের মধ্য দিয়া আমাদের আলাপের সূত্রপাত। তার পর পত্রযোগেই কত অন্তরঙ্গ আলোচনা পরামর্শের ভিতর দিয়া এতদিনে মনোরঞ্জন বাবুর সাথে আমার পরম হিতৈষী সুহৃদের সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়াছিল। আজ তাঁহার অকালবিয়োগ আমার পক্ষে আত্মীয় বিয়োগের মতোই মর্ম্মান্তিক।

আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিবার মতো ভাষা নাই। মহাকাল তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনাদের সকলের দুঃখের ভাগী হইবার দাবী জানাইয়া আজকের মত বিদায় লইতে চাই।

ঈশ্বর তাঁর আত্মার তৃপ্তিবিধান করুন এই প্রার্থনা। ইতি—

সমব্যথী

—নলিনী দাশগুপ্ত

(২)

প্রিয়বরেষু—

ক্ষিতীন বাবু, পরমশ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার সহিত যতটুকু পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নানা সদ্‌গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্‌লা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া শিশু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

আপনাদের এই দুর্জ্জয় শোকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিলাম। ইতি—

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

(৩)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মনোরঞ্জন বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু আপনারই নয়, শিশু-সাহিত্যেরও আজ চরম দুর্ভাগ্য। বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্যের ধারা যে পথে এগিয়ে চলেছে, তার হিসাব নিকাশের খাতায় মনোরঞ্জন বাবুর নাম প্রথম পাতায় অমর হ’য়ে থাকবে। আজকের দিনে আপনাকে সহানুভূতি জানাবার ভাষা আমাদের নেই কিন্তু শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে একান্তভাবে এই প্রার্থনাই করি, তাঁর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক্‌. যে কঠিন ব্রতকে তিনি সাধনার পথে রূপ দিয়ে গেছেন, তার ধারা অব্যাহত থাকুক্‌ এবং যাদের জন্যে তিনি তাঁর আজীবন সাধনাকে উৎসর্গ ক’রে গেছেন, সেই সব বিকাশোন্মুখ শিশু হৃদয় তাঁর আদর্শকে সাম্‌নে ধ’রে সংগ্রামের পথে উদ্‌বুদ্ধ হ’য়ে উঠুক। ইতি—

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত
For Children’s Corner
Ballygunge Institute
Calcutta

(৪)

'রামধনু'র ভূতপূর্ব্ব গ্রাহক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ যে একটী কবিতা পাঠাইয়াছেন তাহার প্রথম ৪ ছত্র এখানে প্রকাশিত হইল।

রামধনুকে রঙে রঙে রঙিয়ে দিয়ে তুমি,
আজকে কোথায় চলে গেলে ছেড়ে মর্ত্ত্যভূমি ?
তরুণ মনের রঙীন নেশার যত অরুণ আশা
তাই দিয়ে তুমি গড়্‌তেছিলে কল্পনারই বাসা।

'রামধনু'র পাঠকপাঠিকারা বোধ হয় শুনিয়া একটু তৃপ্তি লাভ করিবেন যে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার রিপণ কলেজে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র ইত্যাদির এক মিলিত সভায় মনোরঞ্জন বাবুর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ঐ কলেজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পরলোকগত অধ্যাপকের স্মৃতিরক্ষার্থ এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

হাবড়া সঙ্ঘ লাইব্রেরীর ছাত্র-সমিতি এক সভায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটী প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছেন।

'রামধনু' সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (অধুনা পরলোকগত) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী। গভার শোকের মধ্যেও এই সাধ্বী রমণীকে দুইটী রোগক্লিষ্ট শিশু-সন্তানের পরিচর্য্যা করিতে হইতেছে।

পরলোকগত সম্পাদকের যমজ পুত্র অমিতাভ ও অনিরুদ্ধ (ডাক নাম কুশী-

লব)। বয়স ২ বৎসর কয়েক মাস। ইহারা টাইফয়েড্ রোগে ভুগিয়া এখন আরোগ্যোন্মুখ।

পরলোকগত সম্পাদকের কন্যা মঞ্জুশ্রী। ইহার বয়স এখন ৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার শিক্ষার জন্য মৃত সম্পাদকের বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল।

পরলোকগত সম্পাদকের বৃদ্ধ পিতা ('রামধনু'র প্রথম সম্পাদক) ও শোকক্লিষ্টা মাতা। পুত্র-বিয়োগে এই শোকাচ্ছন্না প্রৌঢ়া জননীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনোরঞ্জন বাবুর পিতা 'রামধনু'র প্রথম সম্পাদক হইলেও স্বয়ং মনোরঞ্জন বাবু প্রথম হইতেই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। প্রবন্ধ সংগ্রহ, অর্থসাহায্য, স্বয়ং ইহাতে লেখা ও ইহার বহুল প্রচারের চেষ্টা কোন দিকই তিনি উপেক্ষা করিতেন না।

পরলোকগত সম্পাদকের মাতামহ

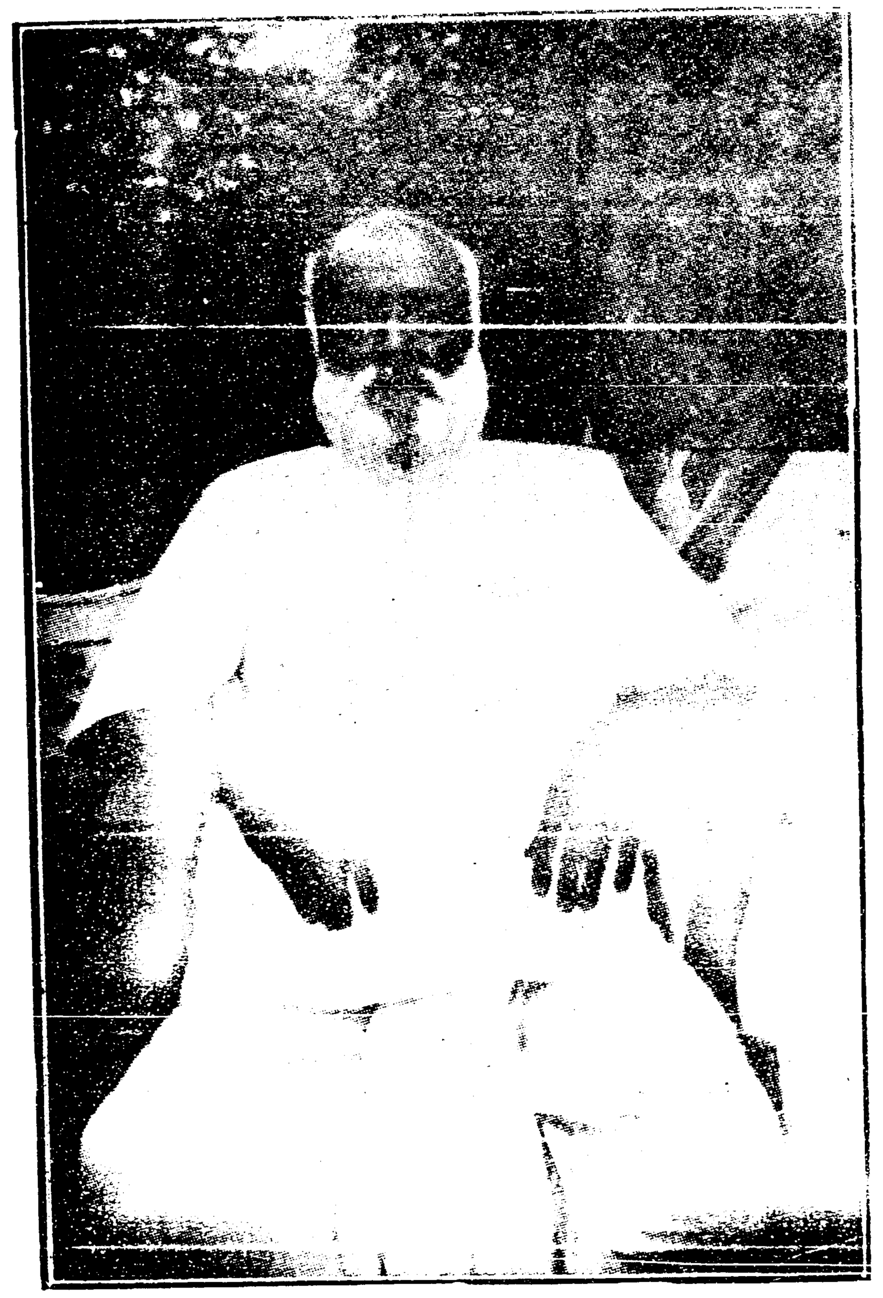

ইনি রুগ্ন শরীরে দৌহিত্রের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণের পর গত ১১ই ফাল্গুন জলপাইগুড়ী নগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে জলপাইগুড়ীর 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

"এখানকার প্রাচীন নাগরিক ডাঃ তারাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের উপরে হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন, তবে বহু বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তিনি বহু বৎসর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

তিনি স্পষ্ট বক্তা ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। সম্মুখে কোন অন্যায় হইতে দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাঁহার মৃত্যুতে একজন খাঁটী প্রাচীন নাগরিকের অভাব হইল। তাঁহার পরলোকগত আত্মার পরম মঙ্গল হউক।"

বৃষ্টি-সৃষ্টি

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

সেকালের আদিম মানুষ পৃথিবীতে এসে প্রকৃতির ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড় হ'য়ে থাকত। তখন শীত ছিল দারুণ, বর্ষা ছিল ভীষণ—বৃষ্টি নাম্‌লে আর থামার লক্ষণ দেখা যেত না। বন্যা ছিল তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

তখনকার দিনে অতিবৃষ্টির ভয়ই বেশী ছিল। অনাবৃষ্টির ভয় বেশী কিছু ছিল না; কারণ, চাষবাস তখন কিছুই জানা ছিল না; নিরামিষের চলও বেশী ছিল না। মানুষ তখন বেশীর ভাগই আমিষাশী ছিল।

ক্রমে মানুষ ঘর-বাড়ী বানাতে, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করতে শিখ্‌ল। তখনও সে বৃষ্টির মাহাত্ম্য ভাল করে বুঝ্‌তে পারে নি।

আরও বহুকাল পর সে চাষবাস কর্‌তে শিখ্‌ল; গাছ লাগা'তে শিখ্‌ল, রাস্তাঘাট তৈয়ারী কর্‌তে শিখ্‌ল। তখন বৃষ্টির আবশ্যকতা একটু একটু বুঝ্‌তে পার্‌ল।

বহু শতাব্দী ধ'রে ক্রমশঃ উন্নতি ক'রে, মানুষ খাল-নালা, পুকুর ইত্যাদি কাটা'তে শিখ্‌ল, চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা কর্‌তে শিখ্‌ল। কিন্তু, বৃষ্টি না হ'লে সব ব্যবস্থাই মাটি।

তখনকার সাদাসিধা লোকেরা প্রকৃতির অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা বা ধৃষ্টতা তা'দের ছিল না। বৃষ্টির অভাব হ'লে তা'রা, তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে দেবতার কাছে বৃষ্টি ভিক্ষা ক'রে পূজা করত; দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নৈবেদ্য, বলি প্রভৃতি দিত। আজও এই রকমের বৃষ্টিভিক্ষার পূজা নানা দেশে প্রচলিত আছে। গোণ্ড, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতের লোকেরা পশু-বলি দিয়ে এই রকমের পূজা এখনও ক'রে থাকে।

শুধু বৃষ্টি ভিক্ষা কর্‌লেই তো হ'লো না;—আমার হয়তো বৃষ্টির দরকার, আর দশজনের হয়তো দরকার নাই। কাজেই, আমি চাইলেই যে বৃষ্টিপাতের

আবশ্যকতা প্রমাণ হয়ে গেল, তা নয়। তা' ছাড়া, চাইলেই বৃষ্টির মত জিনিষ পাওয়া যায় না।

বৃষ্টি সম্বন্ধে নানা গবেষণা আজ হাজার হাজর বৎসর ধ'রে হয়ে আস্‌ছে। মেঘের সৃষ্টি হয় কেমন ক'র? মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কেমন ক'রে? কোন্‌টা বৃষ্টির মেঘ, বোঝা যায় কেমন ক'রে? মেঘের আকৃতি দেখে প্রকৃতি জানা যায় কেমন ক'রে? ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণ কি? কি রকমের জায়গায় বৃষ্টিপাত বেশী হয়? মরুভূমির সৃষ্টি কেন এবং কেমন ক'রে হয়? আবহাওয়া সম্বন্ধে হিসাব এবং মাপ রাখা যায় কেমন করে?—ইত্যাদি শত শত রকমের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা আজ যুগ-যুগান্ত ধ'রে চ'লে এসেছে।

বহু শতাব্দীর গবেষণা আর বিজ্ঞানের ক্রমশঃ উন্নতির ফলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত, বিজলী-চমক, শিলাবৃষ্টি, রামধনু, ঘূর্ণিবায়ু, প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং এই সব বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, মাপজোকের শত শত রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, হিসাব এবং মাপের উপায়ও বহু রকমের আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু এত জ্ঞান, এত গবেষণা, এত অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত করা'বার ব্যবস্থা আজও কর্‌তে পারে নি।

সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বড় বড় সহরে বাস কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, কল-কারখানা স্থাপন কর্‌ছে, কৃষির উন্নত প্রণালীতে চাষবাস কর্‌ছে, বড় বড় ফলের বাগান করছে। এ সবের জন্য জল প্রচুর পরিমাণে চাই। বৃষ্টি না হ'লে জলের অভাব হবে; কাজেই সভ্য-জগতের ব্যাপারও অচল হবার সম্ভাবনা হবে।

নলকূপ, বাঁধ, ইঁদারা প্রভৃতির সাহায্যে জলের অভাব কতক পরিমাণে দূর করা যায়; কিন্তু, সব জলেরই তো গোড়ায় বৃষ্টিপাত। বেশীদিন বৃষ্টি না হ'লে নলকূপের জল ক্রমশঃ ক'মে আস্‌বে, বাঁধের জল শুখিয়ে আস্‌বে, ইঁদারাও শুখিয়ে যাবে। কাজেই, স্বাভাবিক বৃষ্টির অভাব হ'লে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত কর্‌তে পার্‌লে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তাপ লেগে জল বাষ্প হ'য়ে আকাশে উড়ে যায়। সেই বাষ্প ক্রমশঃ উপরে উঠ্‌তে থাকে আর ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। যথেষ্ট ঠাণ্ডা হ'লে শেষটায় মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘের জলীয় বাষ্প ধূলা-বালি বা অতি ছোট জিনিষের কণার সংস্পর্শে এসে বৃষ্টিপাত হয়। বিজলী-চমকেও বৃষ্টিপাতের সাহায্য হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে, মেঘের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে, তাকে কৃত্রিম উপায়ে জমাট বাঁধিয়ে ফেল্‌তে পারলেই বৃষ্টিপাত হ'তে পারে।

ব্যাপারটা বেশ সোজাই মনে হচ্ছে। মেঘের মধ্যে কামানের গোলা ছাড়্‌লেও তো ধোঁয়া এবং গোলার টুকরা মেঘের জলীয় বাষ্পকে জমা'তে পারে!

বহুকাল আগে এই বিশ্বাস অনেক বৈজ্ঞানিকের ছিল। একজন গবেষণা ক'রে বল্‌লেন, ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর নাকি দু'দিন ধ'রে বৃষ্টি পড়েছিল; আর একটি যুদ্ধের পর অকালে পরিষ্কার আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং বৃষ্টিপাত হয়, ইত্যাদি।

তখনই পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো; কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হ'লো না। মেঘ থাকে যথেষ্ট উঁচুতে; গোলা মেরে তার উপর বিশেষ ফল আর কি পাওয়া যাবে? কিছুকাল চেষ্টার পর এই উপায়টি আর পরীক্ষা করা হ'লো না।

মেঘের মধ্যে বিজলী চম্‌কা'তে পার্‌লে কেমন হয়? কিন্তু, অত উঁচুতে বিজলী-চমকের ব্যবস্থা করা যাবে কেমন ক'রে? আর যদি পারাই যায়, যেখানে বিজলী-চমকের কল বসান হবে সেখানেই যে মেঘ পাওয়া যাবে তা'র মানে কি? আর, শুধু একটি জায়গায় প্রত্যেকবার বৃষ্টিপাত করিয়ে বিশেষ লাভ আর কি হবে? খরচও তো বড় কম হবে না। কাজেই এই উপায়টিও কাজে লাগ্‌ল না।

এরোপ্লেনের যুগে আবার নূতন বুদ্ধি মানুষের মাথায় এলো। আচ্ছা, যদি এরোপ্লেন থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত (Electrically Charged) সূক্ষ্ম বালীর কণা মেঘের উপর ফেলা যায়, তা' হ'লে তো বৃষ্টিপাত হ'তে পারে। এ বিষয়ে দু'একটি পরীক্ষা ক'রে নাকি আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। ফল খুব সন্তোষজনক না হ'লেও

এই উপায়টি কাজে লাগান সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু, এর খরচ এত বেশী যে, বৃষ্টিপাতের খরচ পোষানো মুস্কিল।

আর একটি উপায়ে আরও সুন্দরভাবে বৃষ্টিপাত করানো হয়েছে। এরোপ্লেন থেকে মেঘের উপর শুক্‌নো বরফ (Dry ice) (জমানো কার্ব্বন ডাই অক্সাইড বায়ু) ফিন্‌কি দিয়ে ছড়িয়ে ফেলে সহজে বৃষ্টিপাত করা যায়, দেখা হয়েছে। কিন্তু, এ উপায়ও ব্যয়সাধ্য। খরচ না পোষালে অমন বৃষ্টিপাতে দরকার কি?

এরোপ্লেন থেকে বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত বালুকণা মেঘের উপর ছড়িয়ে বৃষ্টিপাতের চেষ্টা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (U. S. A.) অধ্যাপক হ্যাট-ফিল্ড্ সাহেব নাকি বৃষ্টি জন্মাবার রাসায়নিক উপায় আবিষ্কার করেছেন। একটা উঁচু মাচানের উপর প্রকাণ্ড একটা কাঠের চৌবাচ্চা বসিয়ে তা'র মধ্যে শত শত পাত্রে তাঁর আবিষ্কৃত এক রকম 'মশলা' জলে গুলে ভ'রে দেওয়া হয়। চোঙ্গার নীচে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। দিনে সূর্য্যের তাপে আর রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে পাত্রের মশলাকে বাষ্পাকারে পরিণত করা হয়। সেই বাষ্পের নাকি বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টান্‌বার ক্ষমতা আছে। কিছুকাল এইভাবে চল্‌লে নাকি সেই জায়গার উপর মেঘ জমা হয়, আর শেষটায় বৃষ্টিপাত হয়। এই ব্যাপারটা কতখানি সত্যি তা'র কিছু প্রমাণ নাই; তবে, সে দেশে এক সময় এটা নিয়ে হৈচৈ পড়েছিল। এই

উপায়ে বৃষ্টিপাতের খরচ সম্বন্ধেও কিছু জানা নাই; তবে, এটা নিশ্চয়ই ঠিক যে, খরচ কম হ'লে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা খুব বেশীই চল্‌ত। কিন্তু, এটার কথা বিশেষ কিছু শোনা যায় না আর।

বৃষ্টি সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে আজও নানা দেশে নানা রকমের পরীক্ষা এবং গবেষণা চ'লেছে। যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁ'রা বল্‌ছেন, "জল সরবরাহ এবং দূর থেকে জল বয়ে আনার সস্তা, সহজ ব্যবস্থা কর, মাটির নীচের জল গভীর নলকূপ দিয়ে তুলে আন, বড় বড় নলের এবং ঝাঁঝরা-মুখের সাহায্যে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত নিজের এলাকায় প্রত্যেকে জন্মাও;—দেখ্‌বে, বৃষ্টির অভাব আপাততঃ কম বোধ হবে।"

একদিকে অনাবৃষ্টি—অন্য দিকে অতিবৃষ্টি। এ দেশ হয়তো শুখিয়ে চৌচির, ও দেশ বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। তাই এ যুগের বৈজ্ঞানিক বল্‌ছেন, "বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা যেমন চাই, মেঘ তাড়াবার ব্যবস্থাও তেমন চাই;—তবে তো বন্যার হাত থেকে বাঁচা যায়।" প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে জেতা কি মুখের কথা? বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, প্রকৃতির সব বাধা মানুষ কিছুতেই কাটাতে পার্‌ল না আজও।

বিংশ শতাব্দীর দাম্ভিক মানুষকে আজও প্রকৃতির ঝড়, ঘূর্ণিবায়ু, বন্যা, ভূমিকম্প হার মানিয়ে দিচ্ছে।

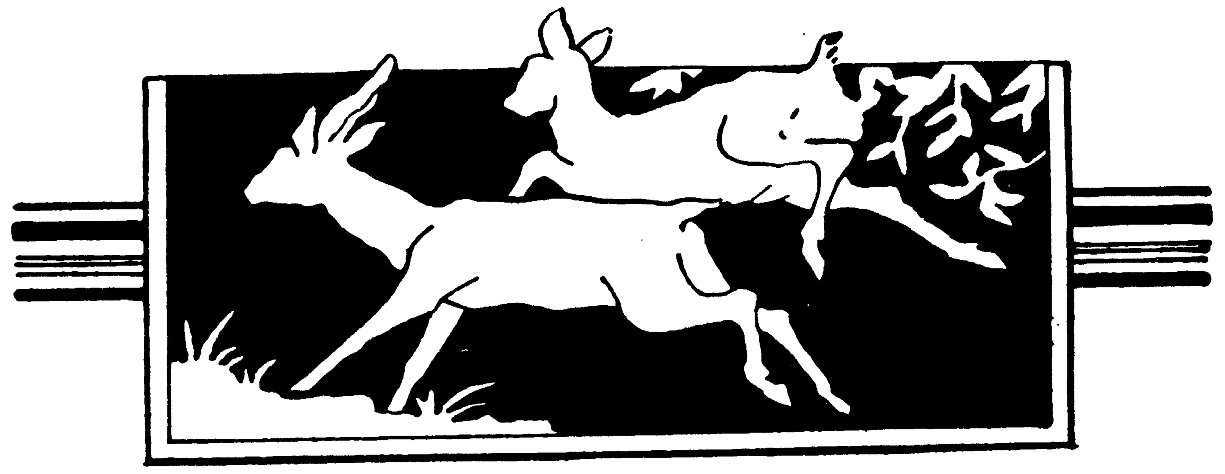

বৈজ্ঞানিক ক্রীড়া ও কৌতুক

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি)

একটা দোকানে ভাঙ্গা চসমাটা সারাইতে গিয়াছিলুম। দোকানের সত্বাধিকারী বলিল "আপনাকে একটু ব'সতে হবে, চসমার একটি অংশ বাহির হ'তে আনতে হবে।" তার পর বলিল "আমাদের সবাই চা খাচ্ছে, আপনি এক পেয়ালা খাবেন কি?" আমি বাহিরের চা বড় একটা খাই না, কিন্তু এমন ভদ্রভাবে নিমন্ত্রণটি করিল যে তাহার প্রত্যাখ্যান করাটাও শক্ত বোধ হইল। স্বীকার পেলুম। লোকটি কার্য্যান্তরে বাহিরে গেল। আমার সামনের টেবিলে দুই জন ছিলুম। একটি ভৃত্য দুইটি চায়ের সসার এবং তদুপরি উল্টাইয়া স্থাপিত দুটি টি-কাপ টেবিলের উপর স্থাপিত করিল। ভাবিলুম বোধ হয় কেটলি করিয়া এইবার চা আসিবে। কিন্তু ভৃত্যটী একটি ডিস ও কাপ দরজার কাছে লইয়া সহসা উল্টাইয়া দিল; এবং অমনি এক কাপ চা আনিয়া সাম্‌নে সমুপস্থিত করিল। আমি চমৎকৃত হইলাম, পদার্থবিজ্ঞানের এই পরীক্ষা ভৃত্য কোথা হইতে আয়ত্ত করিল ?

পরে জানিলাম, ডিসের উপর উল্টান পেয়ালায় করিয়া চা আনাটা আফিস অঞ্চলে অনেক জায়গায় পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকগুলি সুবিধা। আনিবার সময় ছলকাইয়া চা পড়িয়া যায় না; উহাতে ধূলা-বালি পড়ে না। আর উহা শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায় না।

বাড়ীতে আসিয়া ঐ প্রথা ছেলেদের শিখাইলাম। তাহাদের একবেলা বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। অনভ্যস্তের হাতে দুই এক পেয়ালা চাও যে পড়িয়া গেল না তা নয়। জল দিয়া প্রথম পরীক্ষাটা করাই ভাল। তবে সব চায়ের পেয়ালায় হয় না। ডিস্ দিয়া যে পেয়ালার মুখ ভাল ঢাকা যায় তাতেই হয়। উল্টাইবার সময় কয়েক ফোঁটা চা পড়িয়াও যায়।

তোমরা এইভাবে পরীক্ষা কর। একটি কাচের গেলাস জল দিয়া ভর্ত্তি কর কম জল থাকিলেও হয়)। একখানি পুরাণ পোষ্টকার্ড বা নিমন্ত্রণের কার্ড

দিয়া গেলাসটির মুখ ঢাক। পড়ে কার্ডটির উপর হাত দিয়া চাপিয়া গেলাসটিকে উল্টাইয়া দাও এবং কার্ড হইতে হাত সরাইয়া লও—জল পড়িয়া যাইবে না। এখন তোমার পদার্থবিজ্ঞান খুলিয়া দেখ যে বায়ুমণ্ডলের চাপের জন্যই কার্ড ও জল উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পড়িয়া যাইতেছে না।

খাদ্যে আনাজ ও ফলের প্রয়োজনীয়তা

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি)

খাদ্যে আনাজ ও ফল সকল যে কত বেশী আবশ্যক দ্রব্য সে কথা তোমাদের নানা ভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

আজ দুই জন প্রসিদ্ধ খাদ্যতত্ত্ববিদের মত সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সারমান (Sherman) প্রসিদ্ধ আমেরিকা-দেশীয় খাদ্যতত্ত্ববিৎ—তাঁহার Chemistry of Food and Nutrition নামক গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থের পাঁচ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান খাদ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফন নুর্ডেন (Von Noorden) শিশুখাদ্য সম্বন্ধে যে অমূল্য কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই অংশটি আমি তোমাদের জন্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"খাদ্যে প্রচুর মাত্রায় আনাজ ও ফল থাকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে লোককে বুঝাইতে হইবে। ঐ সকল পদার্থ শরীরের পূর্ণ পরিণতি এবং সমস্ত শারীর ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক। ছেলেদের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস যে ছেলেরা যদি সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিজ্জভোজী হইত তাহা হইলে সে ব্যবস্থাও আমাদের বর্ত্তমান যুগের (ইউরোপের) প্রচলিত শিশুখাদ্য-ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল হইত। এখন যে ভাবে ইউরোপে ছেলেদের খাওয়ান হয় তাহা কতকটা মাংসভোজী জন্তুর মত। আনাজ ও ফলে যে লোহ থাকে তাহাই শরীরে লৌহ-অংশ দিবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদান। যদি আমরা ঐ আনাজ ও ফল দিতে কার্পণ্য করি তাহা হইলে রক্তগঠন কার্য্য অতি ধীরে হইতে

থাকে। সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির যকৃৎ, প্লীহা এবং হাড়ের মজ্জার মধ্যে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় লৌহ সঞ্চিত থাকে। কিন্তু যে সকল শিশুকে কম মাত্রায় আনাজ ও ফল দেওয়া হয় তাহাদের ঐ সকল শারীর যন্ত্রে যথেষ্ট মাত্রায় লৌহ সঞ্চিত থাকে না।"

সারমানও বলেন "খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় স্বাভাবিক খাদ্য থাকিলে আহারে রুচি বজায় থাকে। অতিরিক্ত ভাবে পরিষ্কৃত করা খাদ্যে (যেমন চিনি, সাদা ময়দা, সাদা চাউলে) কৃত্রিমভাবে গন্ধাদি মিশাইয়া উহাদিগকে মনোরম করিলেও উহারা সম্যক্ মাত্রায় বেশী দিন রুচি প্রদান করিতে পারে না। স্বাভাবিক খাদ্যে শুধু যে ভিটামিন সকল আছে তাহাই নহে, উহাদের মধ্যস্থ খনিজপদার্থ-সমূহ এবং পুষ্টিকর অ্যামাইনো অ্যাসিড্ সমূহও (amino-acids) অত্যন্ত উপকারী।"

বাংলা-রহস্য

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

হাজারিবাগ থেকে কোডার্ম্মা যাবার মধ্যপথে হঠাৎ মোটর-সাইকেলখানা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে রাত্রের মত অগত্যা পথের ধারে সেই পুরাতন ডাকবাংলায় আশ্রয় নিতে হয়। ঘরের জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে প্রথমে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু উপায় কি?

বাংলার রক্ষকটি কিন্তু লোক মন্দ নয়। দেহাতি লোক, ঘোর-প্যাঁচের বড় একটা ধার ধারে না। যত দূর সম্ভব আমাকে তুষ্ট করবার চেষ্টাই করে। খানিক-ক্ষণ বিশ্রামের পর একবার বাইরে যাবার দরকার হয়। আমার ইতস্ততঃ ভাবটা কিন্তু লোকটির দৃষ্টি এড়ায় না। বলে, "বেশী রাত করবেন নি হুজুর, যান, বাইরের কাজটা সেরে আসেন। ভয় কি কত্তা, মাল-পত্তরগুলো থুয়ে যান, মুই তো রইলাম।"

এর পর মনের সঙ্কোচভাব বড় একটা থাকে না। পিস্তল, নোটবই, কলম, ঘড়ি সবই একে একে বিছানার ওপর রাখতে হয়। পকেটে থাকে শুধু ব্যাগটা, কি জানি···সাবধানের বিনাশ নেই!

লোকটার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকতে বকতে রাত্রি এগারটা বেজে যায়। সারাটা দিনের হাড়ভাঙ্গাপরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও দুরন্ত পেটের জ্বালা এইবার একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসে। সম্বলের মধ্যে তখন শুধু ফ্লাস্কের চা আর কয়েক টুক্‌রা মাত্র রুটি। তাই দিয়ে কোন রকমে তাদের একটু শান্ত করতেই নিদ্রাদেবী এসে আবেদন জানান।

অবস্থা বুঝে লোকটি আপনা হ'তেই বলে, "চলি কত্তা, শুয়ে পড়েন।"

এতক্ষণ বাস্তবিকই নিজেকে নিঃসহায় বলে মনে হয়। বলি, "এত রাত্রে এই বন-জঙ্গল ভেঙ্গে ঘরে আজ না-ই বা গেলে!"

নিরুপায় ভাবে উত্তর আসে, "কি করি কত্তা, বাচ্ছা-ছাওয়াল ছুটোর ব্যামো, জরু একলা, রেতের বেলা সামাল দিতে পারবে নি! চাঁদিনী রাত, মশালটে জ্বেলে নিয়ে হন্ হন্ করে যেয়ে পড়ব। আসি কত্তা।"

এর পর আপত্তি করাটা খুবই স্বার্থপরতা বলে মনে হয়। জীর্ণ কপাট দু'খানা ভেজিয়ে দিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে শয্যায় গা ঢেলে দি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘরের মধ্যে কি বিকট অন্ধকার! ছাতের ভাঙ্গা টাইলের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সে বীভৎসতাকে যেন বাড়িয়ে তোলে আরও বেশী। ঘরের মেজের দিকে নজর পড়ায় অন্তরাত্মা একেবারে শিউরে ওঠে। আলেয়ার আলোর মত ছাপ ছাপ আলোয় সমস্ত জায়গাটা প্রদীপ্ত। ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই পুনরায় কানে আসে সেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ বিকট শব্দ।

অভ্রের খনির ইন্‌স্পেক্টর হয়ে পর্য্যন্ত সঙ্গিহীন রাত্রি যাপন এবং দৈহিক বল ও মনের জোরে অনেক রকম বিপদের হাত থেকে বেঁচে আসা আজ অবশ্য নূতন নয়, কিন্তু আজকের এই ঘটনা-বৈচিত্র্য মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আতঙ্কের

সৃষ্টি করে। দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ায় শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। সম্মুখে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে এক বিকটাকার মূর্ত্তি! মুখটা তার বনমানুষের মত, বড় বড় চোখ দুটোয় যেন হীরকের জ্যোতি! আবার সেই শব্দ শোনা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় দেহটা যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে।

কালবিলম্ব না ক'রে পিস্তলটা তুলে নিয়ে উপর্য্যুপরি দুইবার ঘোড়া টিপি। কিন্তু অদৃষ্টের কি ক্রূর পরিহাস, মূর্ত্তির কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যায় না। পুনরায় সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেই আবার তাকে লক্ষ্য করে তিনবার গুলি ছুড়ি, কিন্তু সবই নিষ্ফল।

অভ্রখনি

গ্রাহক শ্রীঅক্ষয় বিশ্বাস প্রেরিত ছবি

এইবার প্রকৃতই আমি নিরুপায়; কেন না পিস্তলের ঘোড়া টিপে বুঝতে পারি গুলি শূন্য। একমনে ভগবান্‌কে ডাকতে থাকি। এমন সময় আমার কোলের ওপর কয়েকটা কি এসে পড়ায় চমকে উঠি। কুড়িয়ে দেখি, কি সর্ব্বনাশ, এ যে আমারই পিস্তল-নিক্ষিপ্ত গুলি পাঁচটী! সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতক্ষণ নূতন বিপদের আশঙ্কায় শিথিল হয়ে আসে। মূর্ত্তিটিও যেন আমাকে পরিহাস ক'রে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মাথাটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

মনে মনে ভাবি, আর কেন? ভুত, প্রেত, পিশাচ কিম্বা দেহী যেই হোক, কাপুরুষের মত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধই বাঞ্ছনীয়। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত পৌরুষ একত্র করে নিমেষের মধ্যে একেবারে চৌকীর ওপর থেকে সশব্দে মূর্ত্তিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর

দুইজনে গড়াতে গড়াতে বারাণ্ডা পার হয়ে উঠানের ওপর এসে পড়ি। এই সময় মূর্ত্তির মাথায় ঢাকা বন-মানুষের মুখোসটা ছিট্‌কে পড়ায় চাঁদের আলোয় তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিস্ময়ের সঙ্গে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে বাংলার সেই রক্ষকের মূর্ত্তি।

আমার শরীরে তখন অসুরের বল। তার বুকের ওপর বসে দুহাতে গলাটা টিপে ধরতেই করুণ কণ্ঠে সে প্রার্থনা জানায় "চরণে নাগি কত্তা, জানে মারবেন না—ছাপোষা নোক। মোর কোনই কসুর নেই, মুই হুকুমের নোকর!"

এত নৃশংসতার পরও লোকটার মুখ দেখে ও কথা শুনে কি জানি কেমন যেন মায়া হয়। মনে ভাবি, এখন ত সে আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি! তার নিজের আলখাল্লা দিয়ে হাত দুটোকে বেঁধে তুলে বসিয়ে দি।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝতে পারি যে বাস্তবিকই এ সমস্ত কাজ তার নিজের ইচ্ছাকৃত নয়, মূলে আছে কোন বুদ্ধিমান্ লোক। আর সে লোক আর কেউ নয়, স্বয়ং এই বাংলার মালিক।

ঘরের জ্বলন্ত মেজের কথা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেয়, "আইজ্ঞা কত্তা, অব্বরের গুঁড়ার সাথে গন্ধক মিশায়ে ছড়ায়ে দি, আঁধারে অমনতর রোশনাই হয়।"

মনে মনে মস্তিষ্কের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারি না। "আচ্ছা বাপু, বন্দুকের ঐ গুলি গুলো? পাঁচ পাঁচটা গুলি, আমার এ তো ভুল হবার নয়!"

"ভেবে দেখেন হুজুর, সেই রেতের বেলা যখন বন্দুক, ঘড়ি আর সব মাল পত্তর মোর ঠাঁই থুয়ে আপনি টাট্টি সারবার নেগে বাইরে গেছিলেন, সেই ফাঁকে মুই বন্দুক থেকে সীসে ক'টা খুলে থুয়েছিলাম। এও মনিবের ঠাঁই শেখা কত্তা, তেনার ও সব আছেন কিনা!"

পুনরায় তাকে তারিফ করি।—"আচ্ছা এমনি করে আজ পর্য্যন্ত কত জান মেরেছ বাপু?"

একটু দম নিয়ে লোকটা উত্তর দেয়, "উটি একদম করি নাই কত্তা!

৮

অমনতর 'বেশ'-করে দুয়ারে দেখা দেবার সাথে সাথেই কত লোক মূর্চ্ছা গেছেন, নয়তো মাল পত্তর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন! কি করি কত্তা, মালিকের হুকুম আর পেটের দায়ে আর জরু-ছাবালের তরেই না এমনতর কত্তে হয়, নইলে পরে তলব পাওয়া যায় না। মা কালীর 'কিরে' মালিক, আজ পর্য্যন্ত ঐ রাহাজানি বেইমানির এক ছেদামও ঘরকে থুই নি, সবটুকুনই মনিবের ঘরে থুয়ে এসেছি।"

অবস্থা বুঝে লোকটার ওপর সত্যই কেমন সহানুভূতি হয়। "বেশ, এর চেয়ে ভাল নোকরি যদি আমি তোমায় দি, করতে রাজি আছ?"

লোকটি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "এই লহমায় হুজুর, হুজুরের জুতার দাস হয়ে রইব, দোহাই কত্তা।"

"তবে কিন্তু তোমার মনিবের এই সব ব্যাপার কাল সকালে পুলিসের কাছে সব বলতে হবে। তা'কে আমি কিছুতেই রেহাই দেব না!"

পুলিসের নামে লোকটা চম্‌কে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, "দোহাই হুজুর, ঐটি করবেন নি। মনিব বহুত টাকার মালিক, ভদ্দরনোক, তেনার কসুর কেউ দেখবে নি। মাঝে থেকে নোকরি ত যাবেই, তার সাথে দু'চার সন কয়েদও হয়ে যাবেন।"—

কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে এক মুহূর্ত্তও আমার বিলম্ব হয় না। সত্যই ত, এর চেয়ে গুরুতর পৈশাচিক অপরাধে অপরাধী কত লোকই না আজকাল শুধু ভদ্রতার মুখোস প'রে আর টাকার জোরে এই সমাজের ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, আর তার প্রায়শ্চিত্ত করে এই সমস্ত নিরীহ গো-বেচারার দল!

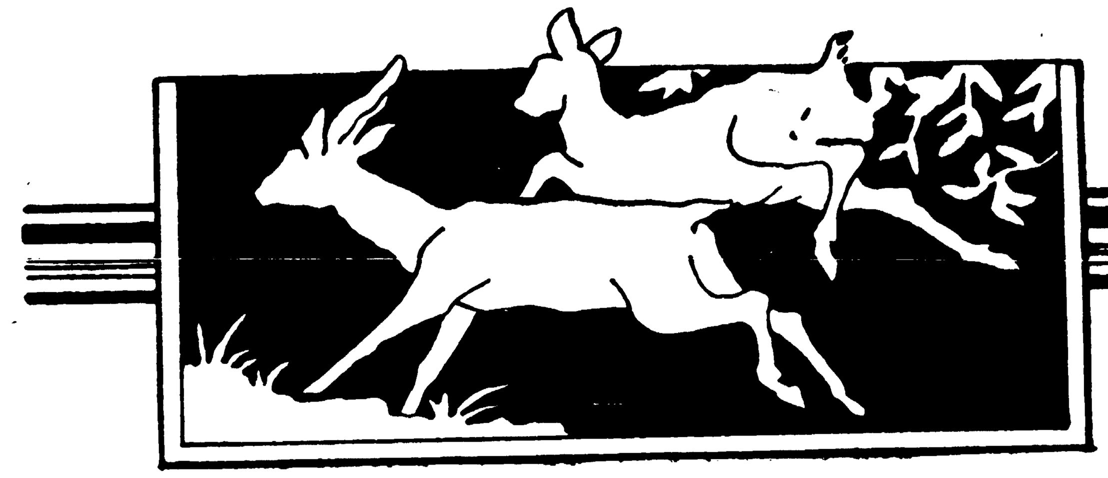

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

স্মৃতি-তর্পণ

(শ্রীমতী অমিতা সেন)

সোনালী উষার মধুর পরশে টুটিয়া ঘুমের ঘোর
সুপ্তি ভাঙ্গানো চেতনায় হেরি বিসর্জ্জনের ভোর,
চলে গেছ তুমি—চারিদিকে শুধু শুনিতেছি নাই নাই,
বিদায় বেলার করুণ সুরটি বাঁশীতে বাজিছে তাই,
মোদের হৃদয়-আকাশে কত না স্নেহ ও প্রীতির সাথে—
ভুবন-ভুলান **'রামধনু'**টিরে আঁকিলে তুলিকা পাতে—
সোনার কাঠির রঙীণ পরশে রাঙালে **'পদ্মরাগে'**—
জাগালে মনের গহন কাননে **'সোনার হরিণ'**টিকে।
হাসির তুফান **রহস্য** ভরা কৌতুক কত বাণী
মনের দুয়ারে সবার যে কত করিয়াছে কাণাকানি।
সে সকল মায়া, ফেলে নি কী ছায়া কোন কথা নাহি বলে—
—চলে গেছ ফেল **'রামধনু'**টীরে অনাদরে ধূলি-তলে।

অভিমানে তার সজল নয়নে ঘনায় মৌনব্যথা—
ভোরের আকাশে তারি সাথে জাগে ভাষাহীন ব্যাকুলতা।
অতীতের সেই আনন্দ স্মৃতি স্মরিয়া যে বেদনায়—
ক্ষুদ্র এ মোর শিশু চিত্তের অর্ঘ্য সঁপিনু পায়।

পত্র

(শ্রীসুনীলকান্তি সেন)

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আজ একটা খবর পড়লুম—আমাদের প্রিয় সম্পাদক মশায় আর ইহলোকে নেই। প'ড়ে মর্ম্মাহত হয়ে গেছি। কথাটা কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই তো এ মাসেও তাঁর লেখা পড়েছি। এ মাসের প্রবন্ধে তিনি আশা দিয়েছিলেন আমাদের জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনী শোনাবেন। তাঁর সে আশা আর সফল হলো না—নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তাঁকে এই কালব্যাধি ধরলো কি করে? কখন্ তাঁর অসুখ হোলো? একবারেই কি সব শেষ? কিচ্ছু বুঝ্ছি না। সব জানাবেন। সব জানবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে বসে রইলুম। যাঁর একটা নূতন প্রবন্ধ আস্ছে মাসের রামধনুতে দেখতে পাবো আশা করে বসেছিলুম তাঁরই এই আকস্মিক মৃত্যু-খবর শুনতে হোলো। রাত্রিপ্রভাতে যে কত কিছু অবিশ্বাস্য খবর শুন্তে হয়, আশ্চর্য্য! কি ভেবে বসেছিলুম—আর কি হোলো!

রামধনু আমাদের জীবনের একজন সাথী। আর তার সম্পাদককে আমাদের মনের আসনে খুব উঁচুতে বসিয়ে রেখেছিলুম। কত দিন তাঁর চেহারা কল্পনার চোখে দেখেছি—বইয়ের পাতার ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে। তাঁর গল্প, উপন্যাস,

প্রবন্ধ পড়ে কত আনন্দ পেয়েছি। তাঁর 'পদ্মরাগ' পড়ে মনে হয়েছিল এত বুদ্ধি তিনি পান কোথা? পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলো আমার এ প্রশ্নটাকে ব্যাপক করা বই ছোট করতে পারে নি। আর তাঁর জনপ্রিয়তার জলন্ত পরিচয় মাঘ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল।

সকলেই মরে—তার জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু তাঁর অকাল বিয়োগের জন্য। সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে যেতে হোলো। তাঁর অকাল বিয়োগে রামধনুর যে কত ক্ষতি হোলো তা বলা যায় না। প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা যেন শান্তি লাভ করে।

আমার নমস্কার জানবেন।

কুমারী লীলা মুস্তাফীর পত্র

মান্যবর মহাশয়,

সংবাদপত্রে আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে একাধারে বিস্ময়াভিভূত ও আন্তরিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। আজ তাঁর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা আজ কত বড় একজন শিশুসাহিত্যিককে হারাইয়াছি; বঙ্গ-শিশুসাহিত্যকোশ হতে আজ একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। তাঁর পুণ্য আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।

রামধনুর গ্রাহকদিগের মধ্যে অন্য যাঁহারা সম্পাদকের পরলোকগমনে সমবেদনা প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন পরিচালকবর্গ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন। অনেকের পত্র বিলম্বে আসায় ও পত্রিকায় স্থানাভাব ঘটায় সকলের পত্র ছাপিবার সুবিধা হইল না। গ্রাহকদিকের মধ্যে শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য্য, মুড়াগাছা বাণী মন্দিরের জগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও হাবড়া ছাত্রসঙ্ঘ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রেরিত পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক গোলযোগের মধ্যে কোন কোন পত্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

কার দোষ ?

(শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস)

নিজে যদি দোষ করে নয় সেটা দোষ,
বলে 'ওতে কিবা হবে?' করে নাকো রোষ।
অপরে করিলে তাই-ই রেগে হয় খুন,
যত নয় দোষ তার রাগে সে দ্বিগুণ!

মেয়ে দেখা

(শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল)

রামকমলের পিশ্‌তুতো ভাই শ্যামকমলের বিয়ে,
বল্লে রামু, "মেয়ে কেমন দেখ্‌ব নিজে গিয়ে।
আজকালকার ছোঁড়াগুলোর পছন্দ নেই মোটে,
পাত্রী বাপু ভাল কি হয়, রং মাখলেই ঠোঁটে?
উঁচু নজর চাই, তা বোঝ? নয়ক সেটা সোজা,
দোদো-মোধোর কাজ কি ভায়া ভাল পাত্রী খোঁজা?"
"রামুই তবে একলা যাবে," বল্লে শ্যামুর মাতা,
"কাজ কি গিয়ে অন্য কারুর, আন্‌বে শেষে যা তা!"
দিন, ক্ষণ সব পাঁজি দেখে, দুর্গা দুর্গা ব'লে,
শ্যামুর ভাবী শ্বশুর বাড়ী গেলেন রামু চ'লে।
হপ্তা পরে এলেন রামু, মুখটী হাসি-মাখা,
বুক ফুলিয়ে বল্লে, "সহজ নয়ত সবি দেখা!
নিজের চোখে দেখা যা সব, মন দিয়ে তা শোনো,
ত্রিতল বাটী তিনটে, আর দ্বিতল দুটো, গোনো।

বসত বাটীর তেরটা ঘর, ভাড়ার সাতটা ক'রে,
টাকা আছে হাজার ত্রিশেক, নতুন করকরে।
আটটা আছে ধানের গোলা, তিনটে মুসুর ডা'লের,
নটা আছে পুরুষ্টু গাই, দশটা বলদ হালের।
শ্বশুর মশাই বড়ই ভালো, যেন গোবেচারা,
আমায় দেখে করবে কি তার না পায় কুল-কিনারা।
শ্বাশুড়ী নয়, ভগবতী, যত্ন কল্লে কত,
বাহান্নটা বা'টি ক'রে বেন্নন দিলে যত।
সাত পুকুরের বড় রুইয়ের মুড়োই দিল পাতে,
লোক ভাল কি মন্দ সেটার প্রমাণ হাতে হাতে।"
ব্যস্ত হয়ে বল্লে তখন শ্যামকমলের মাতা,
"সবই বাছা হ'ল যেন, মেয়ের কথা কোথা?"
চমকে গিয়ে, জিবটী কেটে, বল্লে, "তাইত বটে,
কাজের মাঝে, মেয়ের কথা নাইক মনে মোটে।"

"পল্লী-সন্ধ্যা"

(শ্রীআশালতা নন্দী)

গোধূলি নামিল ঐ
ধরণী-তলে,
রবি মামা গেল চ'লে
অস্তাচলে।
পাখীরা কুলায়ে চলে
পক্ষ মেলে,
খেলা ফেলে ঘরে আসে
দুষ্টু ছেলে।

ধেনূদল ঘরে ফেরে
ধূলা উড়ায়ে,
রাখাল বালক চলে
লাঠিটী লয়ে।
পল্লী-বধূরা সব
আঁচল গলে
প্রণতি জানায় ধীরে
তুলসী মূলে।

চিত্রশালা

দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির, কালীঘাট

(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র)

প্রাকৃতিক দৃশ্য

(শ্রীপবিত্র রায়)

সন্দেশ

যুক্তপ্রদেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সেখানকার কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সহিত যোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অনেকে সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যেরূপ উদ্যম চলিতেছে তাহাতে সুফল নিশ্চয়। বিহার প্রদেশেও বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। আবার সম্প্রতি আসাম গবর্ণমেণ্টও বিহারের পথ অবলম্বন করা স্থির করিয়াছেন। বাংলা দেশ কবে এ বিষয়ে যুক্তপ্রদেশের দৃষ্টান্ত ধরিয়া চলিবে?

* * *

এবার রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট্ খেলায় বাংলা-আসাম প্রথমে মাদ্রাজকে, পরে দক্ষিণ-পাঞ্জাবকে হারাইয়া দিয়া জয় লাভ করিয়াছে। বাংলা-আসামের দলে সাহেব খেলোয়াড় থাকিলেও বাংলার এই গৌরব রামধনুর পাঠকেরা অবশ্যই অনুভব করিবেন।

* * *

এবার রয়্যাল এগ্রিহর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটী তাঁহাদের আলিপুরের বাগানে ফুলের প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। নানা প্রকার মনোরম পুষ্পে বাগান নন্দন-কানন হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ফুল ভাল বাসেন—কেই বা না ভাল বাসে?—তাঁহাদের এইরূপ প্রদর্শনী একটা দেখিবার জিনিষ। ফল তরকারী-ও প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল।

* * *

জাপানীরা ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা হইতে ৫০০ মাইলের মধ্যে বিমানের ঘাঁটি করিয়াছে। ফলে উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ নিরাপদ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট এখন কি ব্যবস্থা করেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

বরোদার মহারাজ সার্ সয়াজীরাও গাইকোয়াড় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গাইকোয়াড়-বংশীয় হইলেও রাজপুত্র ছিলেন না। মহারাণী যমুনা বাঈ পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্রের ঘর হইতে কয়েকটী বালককে আনাইয়া ও পরীক্ষা করিয়া ইঁহাকে অল্পবয়সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই নির্ব্বাচন সার্থক হইয়াছিল। রাজপুরীতে আসিবার পর এই বালকের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা ভালমতই হইয়াছিল। বাল্য-কাল হইতেই তাঁহাকে রাজ্যের নানা

কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্য্য চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুবার ঘুরিয়া নানা প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও স্বরাজ্যের নানা প্রকার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জন ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। তিনি প্রজাদিগকে নানা প্রকার অধিকার দিয়াছিলেন, রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ডাক্তারখানা, কলেজ, স্কুল, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি নানা প্রকার রাজ্যের হিতকর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সামাজিক বিষয়েও তিনি নানা উদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বরাজ্যে অনেককে খুব উচ্চপদ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার তিনটী পুত্রই অকালে মারা যাওয়ায় পৌত্র প্রতাপসিংরাও উত্তরাধিকারী হইলেন। ভগবান্ এই আদর্শ নৃপতির আত্মার কল্যাণ করুন।

*   *   *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে পর পর কতকগুলি দুর্ঘটনা হওয়ায় অনেকেই বিচলিত হইয়াছেন। রেলের যাত্রীদিগকে নিরাপদ করার জন্য নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একদল পরিদর্শক নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন যাহারা রেল কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিবে না, কিন্তু রেলের এই সকল ব্যবস্থা দেখাশুনা করিবে।

*   *   *

আর একটী গভীর শোকের সংবাদ। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লাট সাহেব লর্ড

ব্রাবোর্ণ গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথম বয়সে সাধারণ শিক্ষা ও সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ৩৮ বৎসর বয়সে বোম্বের লাট হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। সেখানে কৃতকার্য্যতার পুরস্কারস্বরূপ পরে তাঁহাকে বাংলা প্রদেশের লাট করা হয়। বর্ত্তমান বড়লাটের বিদায়কালে তিনি কিছুদিন বড়লাটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের গভীর শোকের মধ্যেও তাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার মৃত দেহ কলিকাতায় সেণ্টজন্ গির্জ্জায় সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

*   *   *

১২ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিন লক্ষের অধিক লোক নাকি এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল। খিচুড়ী, লুচি, দই, বুঁদে ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। কীর্ত্তন, কথকতা, গান ইত্যাদিতে চাঁদোয়ার তল মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক ছিল, ষ্টল্ খোলা হইয়াছিল। ভীড়ের চাপে যাহারা আঘাত পাইয়াছিল তাহাদের সেবার বন্দোবস্ত ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান দেখান ব্যাপারে এখনও ভারতভূমি অতুলনীয়। বেলুড়ে সম্প্রতি যে প্রকাণ্ড মঠ উঠিয়াছে তাহা একটী দেখিবার জিনিষ।

*   *   *

এবার ত্রিপুরীতে যে কংগ্রেস্ বসিবে তাহার জন্য উদ্যোগ আয়োজন খুবই চলিতেছে। যাহাতে দেশের লোক দলাদলিতে লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া একযোগে দেশের মঙ্গল সাধন করে সেইদিকে লক্ষ্য থাকিলেই আমরা সুখী হইব।

*   *   *

গৌহাটীতে এবারকার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এবারে মূল সভানেত্রী হইয়াছিলেন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

*   *   *

বিখ্যাত সাহিত্যিক শিবরতন মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদও এবার রামধনুর পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। ইনি বীরভূম জেলায় সিউড়ি নগরে আসিয়া অনেক মূল্যবান্ সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিছুদিন সরকারী চাকুরী ও কিছুদিন ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হউসে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু সাহিত্যসেবাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি বীরভূমের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষার লেখকদের বিবরণ সংগ্রহে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু গ্রন্থখানি

সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরীতে বহু পুস্তক ও হাতে লেখা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহে বাংলা ভাষার প্রসার সম্বন্ধে একটী আলোচনা-সভা হইয়া গিয়াছে। আলোচনায় অনেক নাম করা লোক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে বাঙ্গালীদের রোজকার কাজে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করা উচিত, বাংলা দেশে অন্য স্থানের যে সব লোক আছে তাহাদের সহিত যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা হওয়া উচিত, বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষার প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। বাংলা ভাষা ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছিল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। পাতা; ২। পালি; ৩। চিনি; ৪। তাল।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

ধীরাজকুমার, শঙ্করদা, ভোম্বল, বাণী ও নিলন (জলপাইগুড়ি); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); স্বদেশ মজুমদার ও শচীন সেন (ফরিদপুর); ফটিক বাবু, নীরদ ও অমল (সাটীরপাড়া); শিবানী সরকার, উষাদি ও সরমাদি (ধুবড়ী); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, নির্ম্মল ও বিমল (কালিঘাট); কুমারী অরুণা সিংহ (কটক); জিতেন্দ্র ও বেঙ্গলী বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (মধুবনী); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (বীরভূম); লতিকা, শুকদেব ও যুথিকাচন্দ্র (মাদ্রাজ); সুনু, খুকু, খোকা, ঝুণু ও মানস (শ্রীহট্ট); শ্রীমান অমূল্য মুখোপাধ্যায় শ্রীমান অনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান হেরম্ব মুখোপাধ্যায় (দিল্লী), কুমারী মঞ্জু ঘোষ (কলিকাতা); কুমারী ছায়া দেবী (খুলনা); পুতুল ও গৌরী (খারুয়া)।

যাঁহাদের একটী ভুল হইয়াছে—

সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুর দুয়ার); প্রমোদ ও প্রবীর (জামসেদপুর); বাণী, কিকি, নলুদা ও খোকা (চাইবাসা); জগৎরঞ্জন

চ্যাটার্জ্জি ও মায়া চ্যাটার্জ্জি (মুড়াগাছা); 'শতদল' (আলিগড়); আর্য্যকুমার দত্ত (মজঃফরপুর); রত্না দেবী (পাটনা); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); অরুণিমা রায় (ঢাকা); সবিতা রায় ও সুনন্দা দত্ত (কুমিল্লা); শ্রীমতী নীলা মুস্তাফী (পাটনা); বেলা, সিপ্রা, প্রবীর প্রসান্ত, সতী মজুমদার (হাওড়া); বেবীদি, দুর্গাদি, কানাইদা ও বেণু দত্ত (কলিকাতা); প্রগতি সঙ্ঘ (মান্দারকান্দি); খোকা, প্রতিমা দেবী ও অশোক দেবী (কলিকাতা); আশালতা নন্দী (আসাম); অঞ্জলি চৌধুরী, নীলিমা, অনিমা, নিবেদিতা ও নমিতা (শ্রীহট্ট) শ্রীপ্রভাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

নীচের আটটি ধাঁধার প্রত্যেকটিতে ২টি বা ৪টি '—' চিহ্ন আছে। যে গুলিতে দুটি চিহ্ন আছে, সেগুলি একই কথা বসিয়ে পূরণ করতে হবে। যাহতে ৪টি চিহ্ন আছে, তার প্রথম দুটি এক কথা আর শেষ দুটি আর একটি কথা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

(১) গমের গুদাম করেছিস; তার ফলে এখন ইঁদুরের — —।

(২) রাস্তার ধারে — ভাগের — ভাল হবে কি? এক একটি — নিয়ে — বারণ করবে কেমন ক'রে?

(৩) প্রকাণ্ড গামলা — — বেদনার কারণ হতে পারে।

(৪) — — দেখ্ছে আকাশের গায়।

(৫) কয়েক — — কিনে আন।

(৬) সুন্দর মালা পেলে সবাই — —।

(৭) পুত্রের আনন্দে — দেখিয়া কোন্ — না খুসী হয়?

(৮) নারিকেলের — — শোভা গলায় কিছু সুন্দর হয় না।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

মনোরঞ্জন বাবুর স্মৃতি সভায় রিপণ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দকর্ত্তৃক উপযুক্ত প্রকারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। অতএব মনোরঞ্জন বাবুর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, অনুরাগী বন্ধুবর্গ বা রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকার নিকট সবিনয় প্রার্থনা, যদি তাঁহারা উক্ত তহবিলে কিছু দান করিতে ইচ্ছুক হ'ন, অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর ম্যানেজারের নামে উহা প্রেরণ করিলে সাদরে ও ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে এবং রামধনু পত্রিকায় প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

বশংবদ
শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ

পরিচালকগণের নিবেদন

১। এবারকার প্রবন্ধ কবিতাদি হইতে পাঠকবর্গ কতকটা বুঝিতে পারিবেন কি দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া রামধনুকে দিন কাটাইতে হইয়াছে। রামধনুর কার্য্যাধ্যক্ষও টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারাবাহিক গল্প 'ফুলের মূল্য' সেইজন্য এবারকার রামধনুতে গেল না। ফাল্গুনের রামধনু যে বিলম্বে প্রকাশিত হইল তজ্জন্য পাঠকবর্গ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন ইহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে রামধনুর সাহিত্যিক আসন যাহাতে অটুট থাকে সে পক্ষে চেষ্টার ত্রুটী হইবে না।

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের জীবন-কথা—দাম আট আনা

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন— "উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে…আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন…প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

বর্ত্তমান বাঙ্‌লার উদীয়মান কথাশিল্পী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

সূর্য্যোদয়—৷৷০

বিচিত্রা—"'সূর্য্যোদয়ে'র গল্পগুলিকে এক কথায় চিত্তাকর্ষক বলা চলে।…"

যুগান্তর—"রচনা-বিন্যাস সুন্দর। অস্পষ্টতা, অসাড়তা লেখার কোথাও নাই। কয়েকটি রেখায় লেখক গল্পের যে পটভূমি আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই আকর্ষণীয়।…"

শ্রীহর্ষ— "…'সূর্য্যোদয়' বইটি ভালোই হয়েছে।…"

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা
ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, (কলিকাতা) কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

বাংলা ভাষায় নতুন জিনিষ

সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট্ গ্রন্থ

অনুসন্ধানী

রামধনুর সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

সুকৌশলে বিশদভাবে, স্বচ্ছ, সরল ভাষায় নতুন ধরণে লেখা। এই চলমান যুগের সঙ্গে চলিতে হইলে এ বই একখানি ঘরে রাখিতেই হইবে।

খুব শীঘ্রই বাহির হইবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড
১বি, রমা রোড, কলিকাতা

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৵০; প্রতিসংখ্যা ।০. ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

নতুন বছরের সমস্ত নতুন বই-ই
কিনতে হবে
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
থেকে।

স্কুলের সব বই তো বটেই, তা' ছাড়া অন্যান্য সব রকম ভাল ভাল বাংলা, ইংরেজী বইও এখানেই পাবে।

যারা মফঃস্বলে থাক তারা সমস্ত বইএর ভি. পি, অর্ডার এখানে পাঠালেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

চিঠি লিখলেই আমাদের বাংলা বইএর সচিত্র ক্যাটালগ্ এবং ম্যাট্রিক্, আই-এ বা বি-এর ক্যাটালগ্ (ম্যাট্রিকের ও আই-এর সিলেবাস্ও) পাঠান হয়।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

কবি হেমচন্দ্র বাগ্চীর
= কয়েকখানি সুন্দর বই =

ছোটদের উপন্যাস
তপনকুমারের অভিযান ... ৷৷০
ছোটদের গল্প
মায়া-প্রদীপ ... ৷৷০
কবিতার বই
দীপান্বিতা ... ১৷৷০
তীর্থপথে ... ১৲
মানস-বিরহ ... ৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ,
কলিকাতা ও অন্যান্য গ্রন্থালয়।
প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স, ।এ কুপার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
ঠাকুরমার ঝুলি
নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ৷৷০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৷০, সাধারণ—১।০
জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝক্‌ঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি।

দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

ডোঙ্গরের বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ— শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস:—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,
ফ্যাক্টরী:—১৯, হিন্দুস্থান রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।**
মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে!

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাঙ্গালীকে আবার স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে বাঁচতে হলে এ বইখানি পড়া উচিত।

সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসা বার হয়েছে, তোমাদের গুরুজনদের একবার পড়ে দেখতে ব'ল।

২০০ পৃষ্ঠা, অথচ দাম ৷৵০

অধ্যাপক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

চা'য়ের ধোঁয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই

লেখক "চায়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন"—**কবি কুমুদরঞ্জন**

কৌতুকোদ্দীপক ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম আট আনা

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী প্রণীত

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প ঠাকুরমার মুখের গল্পের মত মিষ্টি ভাষায় লেখা।

পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা

সুন্দর সুন্দর পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি

দাম মাত্র বারো আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে ; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয় ; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে ; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৸৹।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন ; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—A. H. Wheeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸৹ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান এণ্ড কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্‌

অতি নিখুঁৎ ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা।

অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

১৩৫ ১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায় বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে

সডাক বার্ষিক মূল্য	... ২৸৹ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য	১।৹ টাকা

প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ যোগদান করিয়া লাভবান্‌ হউন

প্রথম পুরস্কার	১০৲	টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫৲	টাকা

[প্রবেশ ফিঃ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ; ভিঃ পিঃ তে ৩৷৹ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।

৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য মাসিকের আকারে ও পরিবর্ত্তনে

মাসপয়লা বৈশাখে একাদশ বর্ষে

পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য

সডাক	১৷৷৹
ষাণ্মাসিক	৸৶৹
প্রতি সংখ্যা	৶৹

প্রসিদ্ধ লেখকদের নানা বৈচিত্র্যময় লেখায় ও ছবিতে এবছরের মাসপয়লা অপূর্ব্ব হইয়াছে।

মাসপয়লা ছোটদের সব চেয়ে প্রিয় ও সুলভ মাসিক।

আজই ১৷৷৹ মণি অর্ডারে পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির

১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত অভিনব বার্ষিক—

পাড়ায় একখানা ঝলমল গেলেই হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে! এতে হাসির গল্প, কবিতা, নাটক, এড্ভেঞ্চারের গল্প, ইতিহাসের গল্প, গান প্রভৃতি সবই আছে। তিনশত পৃষ্ঠার বই, রাশি রাশি ছবি, দাম দেড় টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

যত রাজ্যের ভালো গল্প

আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের গল্প-সঞ্চয়িকা

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত

নামকরা লেখকদের নামকরা লেখা, সেরা লিখিয়েদের শ্রেষ্ঠ রচনা যিনি যে ধরণের গল্পে অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অভূতপূর্ব্ব, তাঁদেরই নিখুঁত লেখনীর সেই ধরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পটি নিয়ে অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

বাদশাহী গল্প এবং বিস্ময়কর গল্প, রোমাঞ্চকর গল্প এবং ডিটেকটিভ গল্প, পাড়াগাঁয়ের গল্প আর অলৌকিক গল্প, করুণ গল্প এবং হাসির গল্প, হাল্কা গল্প এবং দুঃসাহসিক গল্প, সামাজিক গল্প এবং শিকারের গল্প, রূপক গল্প এবং জঙ্গলের গল্প, যুদ্ধের গল্প এবং মজার গল্প—যিনি যে ধরণের গল্পে ওস্তাদ,—এই সঞ্চয়নে তাঁর সেই স্বতন্ত্রধারার শ্রেষ্ঠতম গল্পই কেবল।

পনেরজন প্রসিদ্ধ লেখকের বিশিষ্ট রচনারীতি ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রসের আবেদন নিয়ে পনেরোটি বাছাই করা গল্প। স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদকের একটি চমৎকার গল্প সর্ব্বপ্রথমেই।

তোমরা ত' আনন্দ পাবেই, তোমাদের বাবা ও মা, দাদারা ও দিদিরাও এই সঞ্চয়ন পড়ে আনন্দ পাবেন।

বাজারের আর সব সঞ্চয়নের মত নয়।

═বইয়ের মত বই═

শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত

মজাদার ।৵০ রামায়ণ ।৵০ লাফিংগ্যাস্ ॥০ জঙ্গলের রাজা ॥০
ইকড়ি-মিকড়ি ॥৵০ কাতু কুতু ॥০ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ॥৵০
হাঁউ মাঁউ খাঁউ ।৵০ টাকুডুমাডুম্ ।৵০ রত্নখনির বিভীষিকা ১৲
ছবির বই ৵১০ ধিন্‌-তা-ধিনা ।০ পিরামিডের গুপ্তধন ৸০
কালোমাণিক ।৵০

শ্রীবিমল দত্ত প্রণীত

বিবিধ জ্ঞান ॥০ মজার পড়া ৵০

শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত

চলার পথে ।০

চারু-সাহিত্য কুটীর পি ৩৪, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

ছোটদের

নূতন বই !! নূতন বই !!

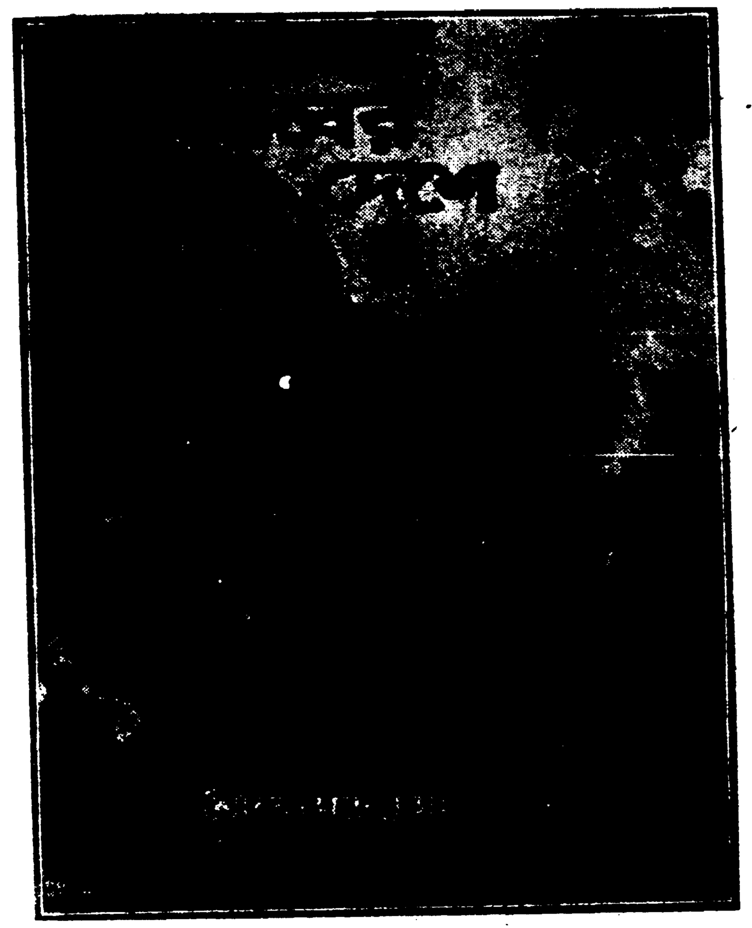

বাঘের মত বেড়াল, হাতীর মত ডালকুত্তা, তালগাছের মত দীর্ঘকায় মানুষের ভীষণ প্রতিহিংসা গায়ে কাঁটা দেয়।

দাম ১৲

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

বালুচরের বিভীষিকা ৸০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কুড়ের বাদশা ৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

পদ্মার বুকে রহস্য ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অসম্ভবের দেশে ১৲
রক্তবাদল ঝরে ১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কালান্তক লালফিতা ॥৵০

শ্রীসুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত প্রণীত

পুরস্কার প্রতিযোগিতা ॥৵০

শ্রীপ্রমথনাথ সেন প্রণীত

রাজর্ষি অশোক ॥৵০
রিপ্ ভান্ উইঙ্ক্‌ল্ ।৵০
সুর মাধুরী ।৵০

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বিজ্ঞানের বিস্ময় (২য় সং) ॥০

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটী বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

দাম ॥৵০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোটদের অপরূপ আশ্চর্য্য বই

পৃথিবীর রূপকথা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সবুজ লেখা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর গল্প

পৃথিবীর উপন্যাস

মূল্য পাঁচসিকা ও এক টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গল্পের দেশে

দক্ষিণারঞ্জনের সদ্যলেখা বাছাই করা গল্প।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দুধসায়রের পথে

সুকুমার দে সরকার

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

পৃথিবীর সকল দেশের হাসির গল্পের সমষ্টি।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পৃথিবীর শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দু'খানা বই। মূল্য বারো আনা ও এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাচী পাব্‌লিশিং হাউস
১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস.; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা ; ঝক্‌ঝকে বাঁধাই

দাম আট আনা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

* জলছবি *

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর ! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ !

বার্ষিক ২৸৹ ; ষাণ্মাসিক ১৷৶৹ ; প্রতি সংখ্যা ।৹

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই, সবই হাসির গল্প—হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। এত হাসির দাম মাত্র

দশ আনা

অনেক ছবি আছে, রঙিন, বাঁধান মলাট

যশস্বী লেখক

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ প্রণীত

রং-চং

গল্পের বই

কেবল হাসি — কেবল মজা

চমৎকার ছাপা — চমৎকার কাগজ

চমৎকার ছবি

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা, প্রিয়জনকে দিবার গল্পের বই

জন্মদিনের উপহার

সরস, সুন্দর, হাস্যমধুর গল্প — ঝরঝরে ছাপা, চকচকে মলাট

অপরূপ ছবি

দাম নয় আনা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে, অল্প খরচে স্নো, পাউডার, সাবান, লজেন্স্, কালি প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার উপায় এ বইএ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুবই কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

সুলেখক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন প্রণীত

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

এক সঙ্গে ছোটদের উপযোগী

দু'খানি উপন্যাস

ছেলে-মহলে এ বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

সুন্দর ছাপা, ছবি, মলাট ; দাম ৷৷৶০

কালীতারা প্রেস

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে, সুলভে ছাপার কাজ হয়। ছোট ছোট জব্ কাজ হইতে বড় বড় বই, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন—সমস্তই ছাপা হয়। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬, টাউনসেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা

উপরের সমস্ত পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র

(দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত)

চিত্রাধিকারিণী—শ্রীমতী মীরা দেবী

১২শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৫ | ৩য় সংখ্যা

রামধনু

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

যাঁর প্রতিভার সপ্ত বর্ণে
ছিলে. রামধনু, আঁকা,
ছত্রে, ছত্রে, পর্ণে. পর্ণে,
রহ সে কিরণে মাখা।

মলিন শোকের মেঘের বক্ষে,—
ঘুচাতে তাহার গ্লানি,
হও গো উদয় করুণ চক্ষে,
শুনাতে অমর বাণী।

লজেঞ্জ সুন্দরীর জন্মকথা

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি)

বাপ্পা বলিল—

"দাদামণি একটা গপ্প বল—সেই সাদা বাঘটার গপ্প।"

নেবু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল "বাঘ বুঝি সাদা হয়?"

"দাদামণি, বাঘ বুঝি সাদা হয় না? সেই লাল বাঘটার গপ্প বল যেটা মূলোর ক্ষেতে মূলো খেতে ঢুকেছিল।"

নেবু আবার হাসিল, "বাঘ বুঝি মূলো খায়, তুই যেমন বোকা বাপ্পা"। বাপ্পা অপ্রস্তুত হইল, "দাদামণি, বাঘ বুঝি মূলো খায় না?"

নেবুর ফরমাস, লজেঞ্জ কেমন করিয়া তৈরী হয় বলতে হবে। বাপ্পার কিন্তু বাঘের গল্প চাই—তা সে সাদা বাঘই হউক আর রাঙা বাঘই হউক—সে মূলোই খা'ক আর মাংসই খা'ক। দাদামণি গোলে পড়িল। শেষে রফা হইল, লজেঞ্জের জন্মকথাই হইবে কিন্তু তার মধ্যে দুটা বুনো শূয়োরের কথা থাকিবে। সিংওয়ালা শূয়োরের কথা। বাপ্পা উৎসাহিত হইল, "সিংওয়ালা শূয়োর।" নেবু হাসিল, "বাপ্পা, তোকে বোকা ভেবে দাদামণি যা তা গল্প করে—শূয়োর কি সিংওয়ালা হয়?" দাদামণি সংশোধন করিল, "সিংওয়ালা না, দুটো বড় বড় গোঁপের মত কষ-দাঁত-ওয়ালা শূয়োর—যা দিয়ে তারা জন্তু ও মানুষের পেট চিরে দিয়ে মেরে ফেলে।"

বাপ্পা চিতোরের প্রসিদ্ধ বীর দীর্ঘাকার বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুভুজ বাপ্পারাও নহেন। ছেলে, বয়স বছর তিনেক; নেবু পাতিনেবু, কমলা নেবু নহে—মেয়ে, বয়স আট।

অতঃপর লজেঞ্জের জীবন-কথা আরম্ভ হইল। মনে কর সেই তেপান্তরের মাঠ—যেখানে দু'চার মাইলের মধ্যে বড় গাছ-জঙ্গল বা বাড়ী-ঘর কিছুই নাই—শুধু ধুধু করে মাঠ। সেই মাঠ হইতে বাপ্পা, নেবু, ডুলু, টুলু, আলু, পটল প্রভৃতি বাঙ্গালার ও অবাঙ্গালার যাবতীয় ছোট ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে বুড়াদের ভাব করিবার অব্যর্থ মহৌষধ লজেঞ্জ সুন্দরীর জন্ম আরম্ভ।

সেই তেপান্তরের মাঠে মাঝে মাঝে লম্বাচওড়া আখের ক্ষেত। এক মানুষ, দেড় মানুষ সমান উঁচু। নিবিড় সবুজ পত্রসম্পদে সুশোভিত কাল কাজলা আখের সুপরিস্কৃত, সুশ্রেণীবদ্ধ ক্ষেত দেখিয়া কাহার না নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়?

সেই আখের ক্ষেতে ছেলেরা লুকাচুরি খেলিয়া আনন্দ পায়। বাঘ লুকাইয়া থাকিয়া অতর্কিত গরু বাছুরের প্রাণ বধ করে—ক্বচিৎ মানুষকেও আক্রমণ করে। আখের লোভে রাত্রে বন্য শূকর বা শৃগালের দল আসিয়া আখ খাইয়া সেখানে আনন্দে নৃত্য বা যুদ্ধ করিয়া আখগাছগুলিকে বিক্ষত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া চাসীর অপকার করে।

শৃগাল ও শূকরের উৎপাতে চাসীরা আজকাল এক জাতীয় কাল, সরু আখ উৎপাদন করে। উহাদের ডাঁটি শক্ত বলিয়া জন্তুরা তাহাদের বেশী অনিষ্ট করিতে পারে না।

আখগুলি যখন বড় হয় ও পাকে তখন তাহাদিগকে কাটিয়া আখ মাড়াই করিবার কলে লইয়া যাওয়া হয়। ছোট চাসীদের আখ মাড়াইবার কল—দুটী লোহার ছোট থাম (roller); গরুতে টানিয়া থামগুলিকে ঘুরাইতে থাকে। ঘুরন্ত থাম দুটির মধ্যে আখ ঠেলিয়া দেওয়া হয়। আখ পিশিয়া গিয়া উহা হইতে রস বাহির হইতে থাকে।

এখন দেশে অনেক চিনির কল হওয়ায় অনেক চাসী কলে আখ বেচিয়া টাকা লয়। কলে রেলগাড়ী ও মোটরলরী করিয়া বহু আখ দূর হইতে আনা হয়। ঐ সকল আখ ষ্টীম এঞ্জিনের দ্বারা চালিত, বৃহৎ এবং ক্ষমতাবান্ আখ-মাড়া কলের রোলারের মধ্য দিয়া পেষা হইয়া এককালে প্রচুর আখের রস প্রস্তুত করে।

আখের রস জ্বাল দিয়া ছোট চাসীরা গুড় প্রস্তুত করে; বড় কারখানায় একেবারে চিনি প্রস্তুত হয়। গুড় সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতেও চিনি প্রস্তুত করা যায়।

ছিদ্রযুক্ত ধাতুনির্ম্মিত পিপা বা সিলিণ্ডারের (cylinder) মধ্যে গুড় পুরিয়া পিপাটিকে ঘুরান হয়। এই যন্ত্রকে সেন্ট্রিফিউজ (cutrifuge) বলে। ঐরূপ

ঘুরানর ফলে গুড়ের গায়ে সংলগ্ন মাতভাগ বাহির হইয়া যায় এবং লালচে চিনির দানা বাহির হয়। এইরূপ চিনিও বাজারে বিক্রয় করা হয়।

লালচে চিনি জলে গুলিয়া উহার ময়লা রং দূর করা হয়। লাল চিনিগোলা কয়লার সঙ্গে মিশাইলে কয়লা ময়লা রংটা টানিয়া লয়। পরে ছাঁকিয়া কয়লা বাদ দিলেই পরিষ্কার চিনির গোলা বাহির হয়। উহাকে ঢিমে আঁচে জ্বাল দিয়া কিংবা বড় কারখানায় ভ্যাকুয়াম্ প্যান (vacuum pan) নামক যন্ত্রসাহায্যে ঘন রসে পরিণত করা হয়। ঐ রস ঠাণ্ডা হইলে উহা হইতে চিনির দানা বাহির হয়।

এইরূপে লজেঞ্জের প্রথম ও **সর্ব্বপ্রধান** উপকরণ **চিনি** নিৰ্ম্মিত হইল।

লজেঞ্জের অপর তুই প্রধান উপাদান অম্ল ও গন্ধ। এই তুইটী উপাদানের জন্যই ছেলেদের কাছে লজেঞ্জের এত আদর। অম্ল ও গন্ধহীন লজেঞ্জের প্রয়োজন কি? বাতাসা, কদমা, চিনি ও মিছরীর দানা গন্ধহীন লজেঞ্জের মত—বরং গুণে বড়; কারণ মিছরীর দানার মধ্যে ভেজাল মেশান যায় না। কোন জিনিষ যখন দানা বাঁধে তখন তার সব ভেজাল বাহিরে থাকিয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর লজেঞ্জের মধ্যে অনেক ভেজাল মিশান হয়।

অম্লের মধ্যে নিম্বুকাম্ল (সাইট্রিক এসিড citric acid) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইতালী, স্পেন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপ প্রভৃতি দেশে বড় বড় লেবু গাছের বাগান আছে। ঐ সকল লেবু আমাদের পাতি ও কাগজির মত; উহাদের রস হইতে সাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। ঐ এসিড্ সাদা দানাদার বস্তু, কতকটা মিছরীর টুকরার মত: বাজারে বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। পাতি লেবু, কাগজি লেবু, গোঁড়ালেবুতেও অনেক সাইট্রিক এসিড্ আছে।

টার্‌টারিক এসিড্ প্রধানতঃ আঙ্গুরের বাগান হইতে আসে। মদ প্রস্তুত করার পিপার গায়ে একপ্রকার চটা লাগিয়া থাকে; উহা হইতে টার্‌টারিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। উহাও দেখিতে সাইট্রিক এসিডের মত—শক্ত, সাদা এবং দানাদার। আমাদের দেশের তেঁতুলে অনেকটা টার্‌টারিক এসিড্ থাকে।

গন্ধ অনেক রকমের। ইহার বেশীর ভাগ গাছপালা হইতে এবং কতকটা প্রাণী হইতে উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানকালে কয়লা হইতেও অনেক গন্ধ প্রস্তুত হয়। কয়লা

হইতে আলকাৎরা সুন্দরীর উদ্ভব (তোমরা নাক সিটকাইতেছ); আলকাৎরা সুন্দরী হইতে বহু বিচিত্র রঙ, গন্ধ ও ঔষধের সৃষ্টি! প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরাও জানিতেন, পাঁক হইতে পদ্মের উৎপত্তি। পদ্মের অপর নাম পঙ্কজ।

একটা চলতি গন্ধ লেবুর খোসা হইতে উৎপন্ন হয়। লেবুর খোসাগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয় না। উহাদিগকে বক যন্ত্রের সাহায্যে চুয়াইয়া লইলেই খোসার মধ্যস্থ তৈল তাপে উপিয়া গিয়া বকযন্ত্রের শীতল আধারে গিয়া জমে। উহার সহিত কিছু জলও থাকে। পরে জল হইতে তেলকে পৃথক্ করা হয়।

লজেঞ্জের অপর একটা উপাদান গঁদ (gum acacia); বাবলা গাছ হইতে উহার উৎপত্তি। বাবলার আঠাকেই গঁদ বলে। মরুদেশের বাবলার গঁদই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সেনিগাল ও আরবদেশের গঁদ খুব প্রসিদ্ধ। গঁদে আঠা তৈরী হয়, তা তোমরা জান। লজেঞ্জেও গঁদ আঠারই কাজ করে। লজেঞ্জে গঁদ থাকিলে লজেঞ্জগুলি বেশ শক্ত ঝর্ঝরে হয়। মুখের ভিতর বেশ ধীরে গলিতে থাকে।

নিম্নলিখিতভাবে অল্পমাত্রায় লজেঞ্জ প্রস্তুত করা যাইতে পারে:—চিনি ও এসিড্ বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া লও। গঁদটাকে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া ঘন আঠায় পরিণত কর। একটা পাথরের উপর (লুচিবেলা মার্ব্বলের চাকি হইলেও চলিবে) চিনির ও এসিডের গুঁড়া এবং গন্ধ বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। অতঃপর একটু করিয়া গঁদ দিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য মাখিয়া একটা দলা প্রস্তুত কর—একটা বড় ময়দার লেচির মত। পরে লেচিটাকে বেলিতে থাক। বেলিবার সময় যাহাতে বেলুনের (roller) গায়ে লেচিটা জড়াইয়া না যায় সেজন্য তাহার উপরে মাঝে মাঝে একটা নেকড়ার মধ্যস্থ চিনির পুঁটুলি হইতে চিনির গুঁড়া ছড়াইয়া দাও। লেচিটা যখন সিকি ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চি মোটা একখান রুটির মত হইয়াছে তখন ছুরি দিয়া উহাকে আধ বা সিকি ইঞ্চি চতুষ্কোণ আকারে কাটিয়া লও। অতঃপর সেগুলির উপর চিনির গুঁড়া ছড়াইয়া পৃথক্ করিয়া ডিস্ বা থালায় করিয়া বাতাসে শুকাইতে দাও।

আর এক প্রকারের লজেঞ্জ তৈরী হয় অনেকটা আমাদের দোলের ছাঁচ প্রস্তুত করিবার মত। চিনিটা বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া অল্প একটু জল,

এসিড্ ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া লইবে। পরে পাত্রটিকে মৃদু আঁচে উত্তপ্ত কর। চিনিটা যখন গলিয়া যাইবে তখন একটী থালায় ঈষৎ তৈল মাখাইয়া তদুপরি গরম রস ফোঁটা ফোঁটা আকারে ঢালিতে আরম্ভ কর। ঠাণ্ডা হইলেই রস জমিয়া শক্ত লজেঞ্জের আকার ধারণ করিবে।

কথা শেষ করিয়া দাদামণি দেখিল, বাপ্পা ঘুমাইতেছে—বরাহখণ্ড পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিতে উৎসাহ ছিল। নেবু হাই তুলিতেছিল, সে বলিল—লজেঞ্জগুলি খাইতে ত অত চমৎকার, উহা তৈয়ারী করিতে এত ঝঞ্ঝাট!

লা-শিলারিও

[স্পেন-যুদ্ধের গল্প]

(শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর)

হাসপাতালের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আস্‌ছে। আহতেরা চমকে ওঠে, নার্সরা চমকে ওঠে, ডাক্তাররা চমকে ওঠে। সকলেরই চোখে মুখে আতঙ্কের আভাষ।

খবর এনেছিল একজন স্কাউট্। ছুটতে ছুটতে এসে সে হাঁপাচ্ছিল।

একজন আহত সৈনিক মাথাটা একটু তুলে স্কাউটের মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি এ খবর পেলে কোথায়?

স্কাউট্ বল্‌লে—আমি ফ্রন্টলাইন থেকে আসছি—

—কোন্ দিকের ফ্রন্ট থেকে?

—সেভিল্—স্কাউট সংক্ষেপে জবাব দিলে।

সেভিল্? কথাটা বিশ্বাস করতে কারুর মন চাইল না। সেভিল্ সেখান থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে। যারা আজ এখানে বিছানার উপর পড়ে আছে তাদের অধিকাংশই সেভিল-ফ্রণ্টের সৈনিক। তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা জাগে, চেনা ও জানা কতজন আছে সেই সেভিলফ্রণ্টে, ট্রেঞ্চের এক হাঁটু জলকাদার মধ্যে। তাড়াতাড়ি একসঙ্গে চারিদিক থেকে প্রশ্ন হয়—যারা ফ্রণ্টে আছে তাদের কি হোল?

—এক নম্বর ট্রেঞ্চে বিদ্রোহীরা দু'হাজার জনকে বন্দী করেছে, দু'নম্বর ট্রেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে আমরা পিছু হটে আসছি। দু'নম্বরে বেশীরভাগ সৈন্যই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল, আর বেশীক্ষণ তারা যুঝতে পারবে বলে মনে হয় না।

—চারিদিক থেকে গোলযোগ ওঠে—তিন নম্বর প্লেটুনের খবর জান?

—এগারো নম্বর?

—আট নম্বর?

—চার?

স্কাউট একটুখানি থেমে সকলের মুখের পানে তাকিয়ে জোর গলায় বলে—কারুরই খবর আমার জানা নেই। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি, যে কোন প্লেটুনেরই আর বিশেষ কেউ বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছে তারা এখন হাতাহাতি লড়ছে।

—তা হ'লে আমরা এখন কি করি?—সকলে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলো, কতজন তাদের মধ্যে এখনও বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। তাদের সন্ত্রস্ত মুখের পানে তাকিয়ে স্কাউটের বদলে ডাক্তারই জবাব দিলেন, বল্‌লেন—ভয় কি? তোমাদের কোন ভয় নেই। বিদ্রোহীরা সভ্য সৈনিক, সৈন্যদের সঙ্গে তারা লড়াই করবে, তোমাদের সঙ্গে কি?

তথাপি তারা সেকথা বিশ্বাস করতে পারে না। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের তারা ভাল করেই জানে। বাঁচার আশা নেই কিন্তু অসুস্থ দেহ নিয়ে এখান থেকে তো পালাবারও উপায় নেই। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কি?

অক্ষম আহতের দল উদাস চোখে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে। সত্য ব'লে, নীতি ব'লে তা হ'লে কিছু নেই। ভগবান্‌ও নেই, ও শুধু মানুষের একটা সাজানো কথা। না হ'লে তারা এতো লড়ছে দেশের জন্য, জাতির জন্য, সম্মানের জন্য, তবু তারা হারছে। ভগবান্ থাকলে কি এমন হয়?

স্কাউট যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনি তাড়াতাড়ি চলে যায়—কত দূর-দূরান্তরে তাকে এখন খবর নিয়ে যেতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করার মত যথেষ্ট অবসর তার নেই।

ডাক্তারের মুখের পানে তাকিয়ে একজন নার্স জিগ্‌গেস করে—কি হবে ডাক্তার?

—ডাক্তার মৃদু হেসে বলে—হবে আবার কি?

—এতোগুলো লোক শত্রুর হাতে মরবে? এদের যে অনেকেই বাঁচতো ডাক্তার?

—সবাই যে মরবে, এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?

—বার্গস্ ফ্রন্টে আমি যে নিজের চোখে দেখেছি ডাক্তার। হাসপাতালটায় ওরা আগুন জালিয়ে দিলে।

—কিন্তু এখন আমরা কি আর করতে পারি বল ? একখানি তো মাত্র এম্বুলেন্স, তিনশো আহতকে নিয়ে এখন যাই কোথা ? ওদের তো এখানে ফেলে রেখেও চলে যাওয়া যায় না। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদেব এখন উপায় কি ?

অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ব'লে আবার কিছু আছে নাকি ? নার্স টী বাহিরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মন তার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেভিল্ ফ্রন্টে তার ভাই ও প্রতিবেশী ছেলেরা সব লড়ছে। তাদের মধ্যে এতক্ষণে কেউ হয়তো আর বেঁচে নেই ! আর কতক্ষণ পরে বিদ্রোহীরা এসে পড়লে এখানেও কেউ আর বেঁচে থাকবে না। এই তাদের অদৃষ্ট। যারা দুর্ব্বল ও গরীব যত কিছু বিপত্তি সব তাদের অদৃষ্টেই ফলবে, আর সবলের, ধনিকের অদৃষ্টেই যত কিছু সুখ আর আনন্দ ! ওঃ আজ যদি তার ক্ষমতা থাকতো, ভূমধ্য সাগরের জলে হত্যাকারী ফ্যাসিস্ত ও জার্ম্মানঃ বাহিনীকে সে ডুবিয়ে দিত, সব কিছু দম্ভ ও সাম্রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রক্তলোলুপ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নাম স্পেনের বুক থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত। ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত ভাবে স্পেনিস নার্স টী বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে সজোরে এক ঘুসি মারলো। সমস্ত হাতখানি ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো।

ডাক্তার কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, মৃদু হেসে বল্‌লেন—অতো চঞ্চল হয়ো না সিষ্টার !

—চঞ্চল হব না ? তুমি বল কি ডাক্তার ! আমার সোনার দেশকে ওরা শ্মশান করে দিলে, বোমা ফেলে কত গ্রাম মাটির সঙ্গে সমান করে দিলে, কামান দেগে কত লোক খুন করলে, আর তাদেরকেই কিনা আমরা এখানে স্বাগতম্ জানাবো, এর চেয়ে আর দুঃখের কি হতে পারে ডাক্তার বল ?

—সবই তো জানি সিষ্টার, কিন্তু তুমি একা কি করতে পার বল ? হাজার হাজার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েও কিছু করতে পারছে না, তোমার আমার মত দু-একজন কি করবে বল ?

ডাক্তারের কথাগুলি শিলারিও মনে প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারলো না, কোন জবাব দিল না। অস্থিরভাবে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে গেল, প্রতিটী শয্যাশায়ী আহত সৈনিকের মুখের পানে তাকায় আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্ক তাদের চোখে। এদের আর বাঁচানো গেল না। ফ্যাসিস্তদের হাতে এদের মৃত্যু অনিবার্য্য কিন্তু উপায় নেই।···সত্যই কি উপায় নেই ?···শিলারিও কপালে চিন্তার রেখা পড়ে।

ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যায়, শিলারিও আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, পূর্ব্বদিকের আকাশের গায়ে কয়েকখানি প্লেন দেখা যায়, ফড়িংয়ের মত উড়ে আসছে। ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, বলে—জার্মান হাংকেল্ বোম্বার !

লা-শিলারিও বোমারু প্লেনগুলির পানে তাকিয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

ঘর্-ঘর্ ঘর্-ঘর্ ক'রে প্লেনগুলি মাথার উপর এসে পড়লো, গতি হয়ে এল মন্থর, যেন এক সময়ে তারা আকাশের গায়ে থমকে দাঁড়ালো। তার পর মাথার উপর গোল হয়ে ঘুরতে সুরু করলে। ঘুরতে ঘুরতে সহসা চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গীতে নীচের দিকে নেমে এসেই একটা বোমা ফেলে উপর দিকে উঠে গেল—বোমাটী মাটীতে পড়েই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল। মাটী কেঁপে উঠলো, অদূরে পাহাড়ের গায়ে খানিকটা ধূলো ও ধোঁয়া উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

তার পর বুম্ বুম্ বুম্ ক'রে দেখতে দেখতে চারিপাশ কয়েক মিনিটের মধ্যে বোমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

হাসপাতালের মধ্যে থেকে আর্ত্তনাদ উঠলো।

লা-শিলারিও আর ঠিক থাকতে পারলো না ; দু'হাতে কয়েক সেকেণ্ড মাথাটা চেপে ধরলো, মাথার মধ্যে কিসের যেন একটা যাতনা তাকে চঞ্চল করে তুললো। সহসা অত্যন্ত কাছে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে চমকে উঠলো, তর তর করে ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বল্‌লে—আমি চললাম ডাক্তার !

—কোথায় ?

সে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য শিলা আর দাঁড়ালো না, সে ততক্ষণে পথে গিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ পরে প্লেনগুলির পিছনে ঘন পাহাড়ের আড়ালে শত্রুবাহিনী আত্মপ্রকাশ করলো, তাদের ব্যাণ্ডের বাজনা বাতাসকে মুখর করে তুললে—তক্ তক্ তর্‌র্ তক্—ততর্ ততর্ তক্ !

সারি সারি ট্যাঙ্ক আর মেশিনগান নিয়ে যারা এগিয়ে এল তাদের মধ্যে স্পেনিয়ার্ডয়ের চেয়ে মূর ও ইতালিয়ানই বেশী।

পথের উপরেই হাসপাতাল। সৈন্যদল হাসপাতালের দরজার কাছে আসতেই ইংরাজ ডাক্তার তাদের অভ্যর্থনা জানালো—we welcome you, nationalist soldiers !

সে কথা তারা বুঝতে পারলো কিনা কে জানে, ডাক্তারকে ধাক্কা দিয়ে সেনারা হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকলো হাসপাতালের ভিতরে।

এক লহমায় শান্তিপূর্ণ হাসপাতালটীর মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। একটা হুড়মুড় শব্দ, দীর্ঘ আর্ত্তনাদ, উল্লাসের উচ্ছ্বাস—সব মিলে এক ভয়াবহ অবস্থা ঘনিয়ে উঠলো। সামনে যাকে পেল ফ্রাঙ্কের ইতালিয়ান ও মূরসেনার দল সঙীনের খোঁচায় তাদের জীবনান্ত করে দিলে। আহতদের মুমূর্ষু দুর্ব্বলতার কথা তারা একবারও ভাবলো না, নিজের জয়োল্লাসে তখন তারা মাতাল।

শিলার কানে এসে বাজলো আহতের আর্ত্তনাদের রেশ। শিলা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তার বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠলো। ভগবান্ ব'লে কি কিছু নেই? এর কি কোন প্রতিফল নেই? এত নিরীহ দুর্ব্বল লোককে খুন করলেও কি পাপ হয় না? তবে…

শিলা দ্রুত পা চালালো—কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে সে কিছুই জানে না। কিসের যেন নেশায়, কিসের যেন এক উত্তেজনায় সে এগিয়ে চললো।

জেনারেল্ লানোর ফ্যাসিস্তবাহিনী 'মার্চ্চ-সং' গাইতে গাইতে ছোট সহরটীর বুকে এসে পড়লো। ভীত নাগরিকেরা তাদের গলা পেয়েই পথের দু'পাশে এসে জড়ো হলো। সৈন্য-বাহিনীকে দেখেই তারা ফ্যাসিস্ত কায়দায় ডান হাতখানি মাথার উপর তুলে ধরে চীৎকার করে উঠলো—সাহ্-লুদ- স্বাগতম্!

—আরীবা ফ্রাঙ্কো—ফ্রাঙ্কো দীর্ঘজীবী হোক্!

জয়ের উল্লাসে উদ্দীপ্ত সেনাদল নতুন উৎসাহে আরো জোর গলায় মার্চ্চসং গাইতে সুরু করলো—

গাহ জয়—গাহ জয়—গাহ জয়,
ফ্যাঙ্কো-বাহিনী জানেনা ভয়,
ফ্যাসিস্ত্-বাহিনী জানেনা ভয়,
হবে আমাদের জয়,
বল আমাদের জয়
এস্পেন্-ময়,
কুলি-মজুরেরে করি পরাজয়
ফ্যাসিস্ত-বাহিনী জেনো নিশ্চয়
লাল বাহিনীরে করিবেক লয়,
ধনিক-বাদের নাহিক ভয়,
গাহ জয়—গাহ জয়
এস্পেন্-ময়!

সন্ধ্যাবেলা নগরপ্রান্তে ফ্রাঙ্কো বাহিনীর তাঁবু পড়লো।

সেনারা বিশ্রামের আয়োজন করছে এমন সময় জমকালো পোষাক-পরা এক মহিলা ডেপুটী মার্শালের তাঁবুর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। মহিলাটীর বয়স হয়েছে অনেক, মুখের উপর বয়সের কুঞ্চিত রেখা পড়েছে, একটী সুদৃশ্য লাঠির উপর ভর দিয়ে কোন রকমে সে পথ চলে।

ডেপুটী মার্শাল ক'দিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, এখন আবার বিশ্রামের সময় সামনে বুড়ীকে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল। রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলে—কী চাই?

কাঁপা গলায় বুড়ী বললে—আমার একটা মিনতি আছে বাবা—

—কী?

—আমার একটা কথা বল্তে এসেছি, বাবা—!

—কী, বল তাড়াতাড়ি করে—

—তোমরা কি রাজা আল্ফান্সোর * দলের সৈন্য?

—না, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর।

—ওই হ'ল একই কথা, যে রাজা সেই সেনাপতি। রাজা নিজে তো আর যুদ্ধে যায় না, জেনারেলকে পাঠায়। তা তোমরা যখন জেনারেলের লোক ভালই হয়েছে তোমরা এসেছ, এইসব কুলি-মজুরদের জ্বালায় তো বাবা অস্থির হয়ে পড়েছি, ওই যে ওদের কি বলে—কম্রেড্ কম্রেড্…

ডেপুটী-মার্শাল অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন, বললে—আহা, কি বলবে ফস্ করে বল না, অত ভূমিকা কেন?

—বল্ছিলাম কি বাবা, আমার ছেলেটাও ওইসব কমরেড্দের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে ওই তোমাদের রাজার দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। তার কোন খবর-টবর তোমরা জান? সে তো গেছে আজ প্রায় দু'বছর হ'ল, কোন খবরই নেই।

—তার নাম কি?

—ফিলিপ্।

—শুধু নাম বললে তো কিছু বলা যাবে না, অমন কত ফিলিপ আছে, কে কাকে চেনে? প্লেটুন, ব্যাটালিয়ন, রেজিমেণ্ট, সব বলতে হবে তো।

—তাতো বাবা জানি না, তবে শুনেছি সে নাকি এখন একজন 'মেজর' না 'মাইনর' কি একটা হয়েছে।

—ওঃ মেজর ফিলিপ্, তাই বল। সে খুব নাম করেছে, এখন সে আমাদের উত্তরবাহিনীতে লড়ছে, আমি যত দূর জানি সে এখন বেশ ভালই আছে।

—ভাল আছে তো বাবা, তা হলেই ভাল, তা হলেই আমি সুখী। তা তোমরা যখন, বাবা, তার বন্ধুবান্ধব তোমরা কে এখানে এমন ভাবে থাকবে? চল না ওই তো আমার বাড়ী, তোমরা আমার ফিলিপের বন্ধু হয়ে এখানে এই খড়ের বিছানায় পড়ে থাকবে, তা কি হয়,

* স্পেনের সিংহাসনচ্যুত রাজা

চল বাবা চল। ফিলিপের অভাবে বাড়ী আমার খাঁখা করছে, তোমরা তার বন্ধু-বান্ধব, তোমরা দু'দিন গিয়ে থাকলে তবু, বাবা, মনে একটু শান্তি পাব—

বুড়ী যে বাড়ীখানি দেখালে সেটা সত্যাই একটা প্রাসাদ, তাঁবুর খড়ের বিছানার তুলনায় অতবড় বাড়ীর নরম পালকের বিছানার প্রতি লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। ডেপুটী মার্শাল্ বললে—নেমন্তন্ন করে যে নিয়ে যাচ্ছ, খাওয়াবে কি বল ত?

—আর বাবা, কি আর খাওয়াবো বল, এক কাপ্ কফি পর্য্যন্ত কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। কুলিমজুরগুলো যত সব হাঙ্গাম বাধিয়েছে, তা আমার ঘরে মাখম আর কফি ছাড়া সবই আছে—

ডেপুটী মার্শাল্ চারজন লেফ্‌টেনান্টকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

বুড়ী বললে—তোমরা যাবে মাত্র পাঁচজন? কেন, আরো যারা যাবে চলুক না, আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা। তোমাদের এই তাঁবুর চেয়ে অনেক ভাল—

ডেপুটী মার্শাল আরো জনকয়েক অন্তরঙ্গ সহকারীকে সঙ্গে লন।

বুড়ীর বাড়ী সেখান থেকে দু-পা। বাড়ী তো নয় যেন একটা প্রাসাদ, প্রত্যেকটা আসবাব-পত্রে, প্রত্যেকটা জিনিষে আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। ডেপুটী মার্শাল জিজ্ঞেস করলে—তুমিই বুঝি এই অঞ্চলের জমিদার?

—আর জমিদার! ছিল বটে জমিদারী দশ বছর আগে। এখন বাবা আর কিছুই নেই, এখন আর কেউ খাজনা দিতে চায় না, প্রজারা বিদ্রোহ করে। ওই রাশিয়া থেকে সব কারা এসেছে, ওরাই সব নষ্ট করলে, না হলে বাবা চাকর-বাকরগুলো পর্য্যন্ত কিনা আজ বন্দুক ধরে লড়াই করছে।…

বুড়ী খাওয়ায় ভাল।

যতক্ষণ ওরা খায় বুড়ী কাছে বসে শুধু বকবক করতে থাকে। যত তার অভিযোগ শ্রমিক-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে সিগারেট খেতে খেতে দিব্যি নরম বিছানায় তারা গা এলিয়ে দেয়, তারপরেই অকাতরে নিদ্রা।

বুড়ী খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরের সামনে বারান্দায় পায়চারী করে, তখন তার চলা-ফেরায় বার্দ্ধক্যের এতটুকু জড়তা নেই। একটু আগেও যে লাঠি ধরতে তার হাত কাঁপছিল, এখন আর তা বিশ্বাস করা যায় না।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হতে লাগলো, সৈনিকদের নাসিকা গর্জ্জন শোনা যেতে লাগলো। অন্ধকারে ছদ্মবেশী বুড়ী প্রত্যেকটা ঘরের সামনে এসে নিশঃব্দে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে; তার পর দেখা গেল, কেরোসিন তেলের বোতল নিয়ে ঘরগুলির চারিপাশে নিঃশব্দে সে তেল ছড়াচ্ছে।

কতক্ষণ পরে মধ্যরাত্রির অন্ধকারকে চকিত ক'রে প্রাসাদের বুকে লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। চারিপাশে হৈচৈ পড়ে গেল, সৈন্যদল ছুটে এল, নাগরিকেরা ভীড় জমালো।

সেনাধ্যক্ষদের করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

সেনারা এগিয়ে এসে দেখে, বুড়ী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে—বুড়ী, আমাদের ডেপুটী মার্শাল্? লেফ্‌টেনান্ট্‌রা?

—সব ওই আগুনে পুড়ে মরছে।

পুড়ে মরছে! হুড়মুড় করে সবাই ছুটে আসে বাড়ীর মধ্যে। যে লোকটা প্রথম এসে সদর দরজায় হাত দিয়েছিল, গুলি খেয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। উপর থেকে বুড়ী চীৎকার ক'রে উঠলো—খবরদার! যে বাড়ীতে ঢোকার চেষ্টা করবে তাকেই আমি গুলি করবো।

আর একজন সৈনিক তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে এল, তৎক্ষণাৎ গুলি খেয়ে সেও লুটিয়ে পড়লো। উপরের বারান্দা থেকে বুড়ী হিহি করে হেসে উঠলো। তার পর চীৎকার করে উঠলো—কমরেড্ লা-শিলারিওর হাতের গুলি কখনও ব্যর্থ হয় না, যারা পুড়ে মরছে তাদের মরতেই হবে, যে তাদের বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসবে সেও মরবে।

সৈনিকরা চীৎকার করে উঠলো—বিদ্রোহী, কম্যুনিষ্ট…

—আমি বিদ্রোহী নয়,—লা-শিলারিও চীৎকার করে উঠলো—বিদ্রোহী তোমরা, বিদ্রোহী তোমাদের জেনারেল্ ফ্রাঙ্কো। তোমরা খুনী, তোমরা লুণ্ঠনকারী। সেভিলে তোমরা ত্রিশহাজার শ্রমিককে ছেলেমেয়ে নির্ব্বিচারে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছ, তাই আমার আদালতে তোমাদের অধিনায়কদের জীবন্ত দগ্ধ করার আদেশ হয়েছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ওদের পুড়ে মরতেই হবে!

বহ্নিমান্ ঘরের মধ্যে থেকে সেনানায়কদের আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল। লা-শিলারিও হাহা করে হেসে উঠে আবার চীৎকার করে উঠলো—তোমরা আজ বিকালে আমাদের হাসপাতালের নিরস্ত্র আহতদেরকে নির্দ্দয়ভাবে খুন করেছো, এখন তোমাদেরই খুন হবার পালা, তোমরা বীর, তোমরা বিজয়ী, মরণ নিয়ে তোমরা খেলা করছ, অথচ মরতে তোমাদের এতো ভয় কেন?

সৈনিকরা চীৎকার করে উঠলো—গুলি কর, ওকে খুন কর!

—তোমরা কত লোককে নিরাশ্রয় করেছ, অন্নহীন করেছ, পিতৃমাতৃহীন করেছ, জাতি এজন্য কোনদিন তোমাদের ক্ষমা করবে না, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতেই হবে। আজ

লা-শিলারিওর আদালতে তোমাদের অধিনায়কদের যে সাজা দেওয়া হ'ল, তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জনমতের আদালতে সেই সাজারই ব্যবস্থা হবে···

কট্‌-কট্‌ কট্‌-কট্‌, ক'রে নীচে কয়েকটা বন্দুক গর্জ্জে উঠলো। লা-শিলারিওর মুখের কথা মুখেই রইল, আহত হয়ে বারান্দার রেলিং টপ্‌কে সে নীচে এসে পড়লো, উত্তেজিত মুর ও ইতালিয়ান সৈন্তরা তার উপর লাফিয়ে পড়লো, কয়েক লহমায় তার দেহটা সঙ্গীনের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করে ফেললো, তার পর কলরব করতে করতে বাড়ীর দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

কিন্তু তখন সেই জ্বলন্ত ঘরগুলির মধ্যে থেকে সেনানায়কদের উদ্ধার করার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেছে। ঘরগুলিকে ঘিরে এমন আগুন জ্বলছে, যে তার মধ্যে থেকে কাউকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, রক্ষা করার জন্য যে সে আগুনের মাঝে প্রবেশ করবে সে যে জীবন নিয়ে তার মধ্যে থেকে বাহির হয়ে আসতে পারবে সে আশাও কম।

সৈনিকরা হৈচৈ তুললো—জল···জল···পাইপ্‌···

গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এমন সুন্দর একখানি বাড়ী এভাবে ধ্বংস হতে তারা কোনদিন দেখে নি।

জর্জ ওয়াশিংটন *

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্‌-আর্‌-এ-এস্‌)

যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ পৃথিবীর অবস্থা ওলট্‌ পালট্‌ করিয়া দিয়াছেন জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি যীশুখৃষ্ট ছিলেন না, রামকৃষ্ণ পরমহংসও ছিলেন না। কিন্তু তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর কম লোকেই তাহা পারে।

আমেরিকার ওয়েষ্টমোর্‌ল্যাণ্ড কাউন্‌টীর অন্তর্গত ব্রিজেজ্‌ ক্রীক্‌ নামক স্থানে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা অগষ্টাইন্‌ ওয়াশিংটন বিলাতে কতকটা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কিছুদিন জাহাজে ঘুরিয়াছিলেন এবং

* মাঘ সংখ্যার রামধনুতে "এব্রাহাম লিঙ্কন" প্রবন্ধে পরলোকগত সম্পাদক রামধনুর পাঠকদিগকে ওয়াশিংটনের জীবনী শোনাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে না পারায় লেখককে এই জীবনী সংক্ষেপে শোনাইতে হইল।

শেষকালে আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশে অনেক জমির মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন। তখন এই সকল স্থানে জমির মূল্য কী ই বা ছিল? জর্জ তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম সন্তান।

প্রথম বয়সে জর্জ যে বিদ্যালয়ে খুব একটা নাম করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তিনি কিছু লাটিন শিখিয়াছিলেন এবং অঙ্কশাস্ত্র ও জরীপের কার্য্য অনেকটা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষা প্রকৃতির কর্ম্মশালায়।

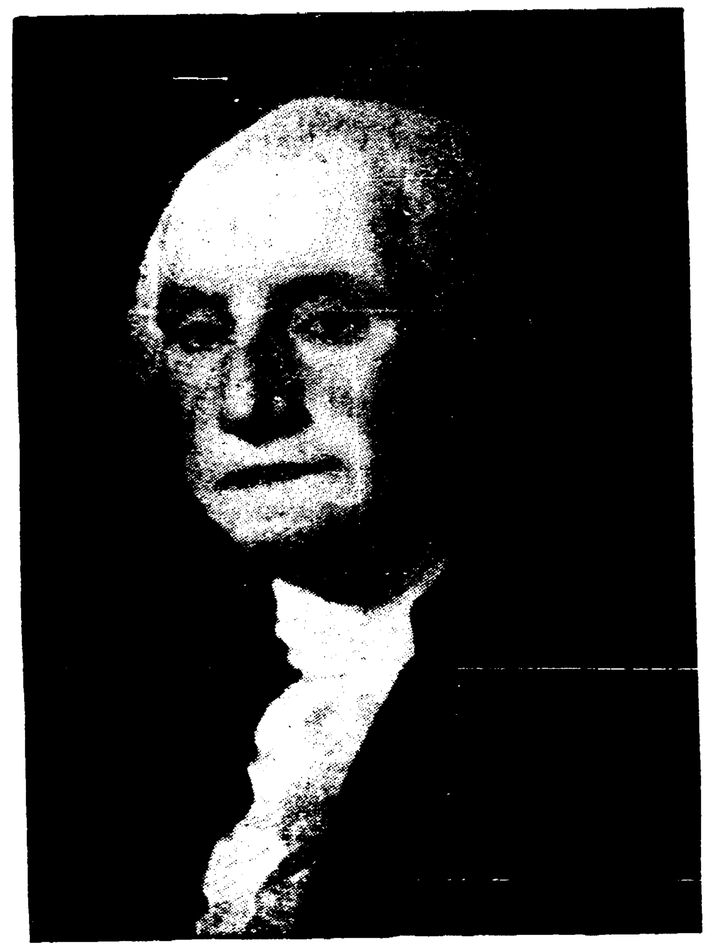

জর্জ ওয়াশিংটন

জর্জের বয়স যখন ১১ বৎসর তখনই তাঁহার পিতা মারা যান। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লরেন্স তখন তাঁহার দেখাশুনার ভার লইলেন। কিছুদিন গেলে লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স্‌ নামক এক জমিদারের অধীনে জর্জের আমিনী কার্য্য যুটিল। এই কার্য্য যে খুব সুখের ছিল এমন বলা যায় না। উপযুক্ত আহার যুটিত না, একটী মাত্র কম্বলের তলে রাত্রি কাটাইতে হইত। তাহার উপর ছিল মশামাছির উৎপাত এবং হিংস্র লোকের সহিত বলপরীক্ষা। যাহা হউক, জর্জ এই কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিবার পরও আবার অন্যত্র জরীপের কার্য্যেই লাগিয়া গেলেন। তাঁহার উপর লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সের নজর পড়িল। তিনি এই লর্ডের গৃহে নিমন্ত্রণ ও তাঁহার লাইব্রেরীতে পুস্তকাদি পড়িবার সুযোগ পাইতে লাগিলেন।

জর্জকে বসন্ত রোগে ধরিল। রোগ সারিল কিন্তু মুখে দাগ রাখিয়া গেল। কিছুদিন পরই তাঁহার দাদা লরেন্স মারা গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে লরেন্সের কন্যারও সেই দশা ঘটিল। ফলে জর্জ বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের মালিক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু জমি পাইলেই ত হয় না! তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার চাই।

জর্জ পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার হস্তে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি হইল না। তিনি সম্পদের মুখ দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহা তাঁহার ভাল লাগিত—ঘোড়ায় চাপা, শিকার, নাচ—ইত্যাদিও চলিতে লাগিল। তাঁহার চেহারা ছিল লম্বা, শক্তি ছিল বেজায়। সব জোরের কার্য্যই তাঁহাকে মানাইত। মাছধরা তাঁহার একটা বাতিকের মধ্যে ছিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জর্জ ভার্জিনিয়ায় যুদ্ধবিভাগে চাকরী পাইলেন। কিন্তু কৃষিক্ষেত্র ছাড়িলেন না, ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যেও খুব উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন।

এখন যেটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তখন সেটা অনেকগুলি স্বস্বপ্রধান উপনিবেশে ভাগ করা ছিল। প্রধানতঃ বিলাত হইতে লোক আসিয়া এই সকল উপনেবেশ স্থাপন করে। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা। ফরাসীদের রাজ্য ছিল নিকটেই। মাঝে মাঝে ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ বাধিত। জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধবিভাগে যাওয়ার পর ফরাসীদিগের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরিত হইলেন এবং পরে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহাতেও যোগ দিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ ও আমেরিকানরা বার বার দলে ভারী ফরাসীদিগের নিকট হারিতে লাগিল কিন্তু জর্জ পরাজিত দলে থাকিয়াও নিপুণতার জন্য যশ লাভ করিতে লাগিলেন। একবার ফরাসীদিগের হাতে পড়িয়াও শেষে রেহাই পাইয়া গেলেন।

জর্জের চাকরী ছিল উপনিবেশের সৈন্যদলে। খাস বিলাত হইতে নিযুক্ত সেনাধ্যক্ষদিগের পদমর্য্যাদা অনেক বেশী দেখিয়া তিনি একবার বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু পরে সেনাপতি ব্র্যাডক্ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহাকে দলে টানিয়া লইলেন। ব্র্যাডক্ মারা গেলেন কিন্তু জর্জের বেপরোয়া ভাব ও যুদ্ধকৌশলের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

জর্জ ভার্জিনিয়ার নাগরিক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এক বিধবাকে বিবাহ করিয়া তিনি বিশাল সম্পত্তির কর্ত্তা হইয়া বসিলেন এবং কৃষিক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষেত্রে বিস্তর তামাক ও নানাবিধ ফল জন্মিত। তিনি ভার্ণন পর্ব্বতের উপর নিজের থাকিবার বাড়ী করিলেন।

ক্রমে মাতৃভুমি ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশগুলির বিবাদ বাধিল। বিলাতের কর্ত্তারা উপনিবেশগুলিকে বাণিজ্য বিষয়ে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু উপনিবেশের উপর কর চাপাইতে বিরত ছিলেন না। ঐ করের টাকায় কাহাদের উপকার বেশী তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিল। বিলাত হইতে একটা ষ্ট্যাম্প আইন পাশ হইল যাহার ফলে অনেক কেনা-বেচার ব্যাপারেই ট্যাক্স লাগিত। উপনিবেশগুলির শ্বেত অধিবাসীরা প্রধানতঃ ইংলণ্ডেরই লোক বা তাহাদের বংশধর ছিল। তাহারা মূল ইংলণ্ডের সহিত সমান অধিকার দাবি করিবে ইহা বিচিত্র কি? ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট আইন করে ও ট্যাক্স বসায় কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে আমেরিকা হইতে কোন প্রতিনিধি থাকে না, তাই আমেরিকার লোক এইরূপ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করিল। ফলে ষ্ট্যাম্প আইন কিছুদিন পরে উঠিয়া গেল। বিলাতী গবর্ণমেণ্ট চা ব্যতীত অন্য জিনিষের উপর যে কর ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু এই চা' লইয়াই শেষে হুলস্থুল বাধিয়া গেল। উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গেরা বিলাত হইতে আমদানি চা কেনা বন্ধ করিল। একবার চা'এর জাহাজ ফিরাইয়া দিল, একখানি জাহাজের চা সমুদ্রে ফেলিয়া দিল।

আমেরিকার সহিত এই সকল বিবাদে বিলাতের অনেক লোক আমেরিকার পক্ষাবলম্বী ছিলেন কিন্তু বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ চলিতেই লাগিল, ক্রমে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে যে কংগ্রেস্ বসিয়াছিল তাহাতে জর্জ ওয়াশিংটন স্বদেশের পক্ষে বেশ ভাল করিয়া যোগ দিলেন। তিনি ভার্জিনিয়ার ভলান্টিয়ার সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। উপনিবেশের লোক বিলাত হইতে নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীর স্থলে নিজেদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিল এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

রীতিমত যুদ্ধ বাধিলে জর্জই হইলেন আমেরিকান সৈন্যের প্রধান সেনাপতি। তিনি এই কার্য্যের ভার লইলেন বটে কিন্তু বলিলেন যে তিনি নিজেকে এই কার্য্যের উপযুক্ত মনে করেন না এবং তাঁহার খরচের জন্য যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত কোন বেতনই লইবেন না।

ওয়াশিংটনের দলে সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না, দলাদলিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং সৈন্যমধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। তাঁহার চেষ্টা, উদ্যম ও যুদ্ধ কৌশল সকল বাধা ব্যর্থ করিল। অভিজ্ঞতা তিনি ক্রমশঃ লাভ করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর জয়-পরাজয়ের বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়া আমেরিকা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইল, জর্জ ওয়াশিংটনও দেশের লোকের নিকট আরও প্রিয় হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রান্সের সহিত মিতালি হওয়ায় আমেরিকার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আত্মসমর্পণ করার পর যুদ্ধের আর বেশী কিছু থাকিল না। যাহা কিছু ছিল তাহা শেষ করিয়া আরও প্রায় ২ বৎসর পরে ওয়াশিংটন জঙ্গী লাটের পদে ইস্তফা দিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন তাঁহার প্রিয় স্থান মাউণ্ট ভার্ণনে।

আমেরিকার স্বাধীনতা মূর্ত্তি, ফরাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত (পাদ-পীঠটী ছাড়া)

সেখানে কয়েক বৎসর কৃষিক্ষেত্রে কাটাইবার পর আবার তাঁহাকে দেশের ডাকে সাড়া দিতে হইল। এবার দেশের শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা। বিদ্রোহের প্রথম ভাগে ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ হইতে প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একটী কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেস্ করিয়া

তাহাতে কাজকর্ম্মের আলোচনা চালাইতেন। ইহারা সৈন্য যোগাড় করিতেন, নোট চালাইতেন, যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেন কিন্তু ইহাদের ন্যায্য ক্ষমতা কতটুকু ছিল তাহা বলা কঠিন। ক্রমে এক সমিতি গঠিত হইল ও তাহাতে কতকগুলি সর্ত্ত ঠিক হইল। কংগ্রেস্ ঐ সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিলেন কিন্তু উপনিবেশের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির তাহা গ্রহণ করিতে অনেকদিন লাগিল। তখন রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা ছিল অনেক, কেন্দ্রীয় সভার খুব কম। প্রতিনিধিরা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত সদস্য। যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা গেল বাস্তবিক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কিছু একটা নাই, কংগ্রেসের কর ধার্য্য করার ক্ষমতা নাই এবং রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিবাদ করিতে মোটেই পিছ্ পাও নহে।

এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এক সভা বসে। জর্জ ওয়াশিংটনকে আবার কৃষিক্ষেত্র হইতে আসিয়া সভাপতিত্ব করিতে হয়। ইহাতে স্থির হয়, কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্যের জন্য দুইটী পরিষদ্ থাকিবে; ইহার একটীতে ছোটবড় সকল রাষ্ট্রের সমান ভোট্ থাকিবে, অপরটীতে রাষ্ট্রের লোক সংখ্যানুসারে ভোট্ পাইবে। আর সকল যুক্তরাষ্ট্রের উপর থাকিবেন প্রেসিডেণ্ট।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। জর্জ মনে করিয়াছিলেন, যখন সমস্ত ঠিক হইয়া গেল, তখন এবার তাঁহার অবসর লাভ ঘটিবে। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়ে কে? রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় সকলেই তাহাকে চাহিয়া বসিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের প্রথম প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে হইল। প্রচুর শৃঙ্খলা ও বিচার-শক্তির সহিত তিনি এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট কি ভাবে চলিবেন ও রাজকার্য্য চালাইবেন সে বিষয়ে তিনি কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রেসিডেণ্টের রাজোচিত পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সকলের সহিত চলাফেরা করিতেন।

আমেরিকার প্রেসেডেণ্টের পদে ৪ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচন হয়। জর্জ ওয়াশিংটন পর পর দুইবার প্রেসিডেণ্টের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিলে তিনি একেবারে ঐ পদ গ্রহণে অসম্মতি

জানাইলেন। এই সময়ে তিনি স্বদেশবাসীকে নানা উপদেশ দিয়া এক বাণী প্রচার করেন। প্রথম রাষ্ট্রপতিস্বরূপ ওয়াশিংটনকে কম ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই। তিনি বলিয়াই এই সব অতিক্রম করিয়া আমেরিকাকে এত বড় করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি প্রধানতঃ নিজের কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনে কাটাইতেন। ইহার মধ্যেও একবার যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা হওয়ায় তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল এবং তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে আর যুদ্ধে নামিতে হয় নাই। অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণের সময় একবার তাঁহার বুকে ঠাণ্ডা লাগিল এবং তাহার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দেহত্যাগ করিলেন।

আমেরিকানদিগের মতে তিনি ছিলেন "যুদ্ধে প্রথম, শান্তিতে প্রথম এবং তাঁহার স্বদেশীদের হৃদয়ে প্রথম"। পৃথিবীর সকলেই এই মত সমর্থন করিবে। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়, কিন্তু মাতৃভক্ত ছিলেন তিনি চিরকাল।

ওয়াশিংটন অনেক সময় পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন বটে কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাধারণ লোকের মত নিজের হাত পা লাগাইতে ক্রুটী করিতেন না। কথিত আছে একবার যুদ্ধের সময়ে তাঁহারই অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র সেনানায়ক একটী ভারী দ্রব্য তুলিতে নিজের কাঁধ না দেওয়ায় তাঁহা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ওয়াশিংটন তখন অশ্বারোহণে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন এবং অশ্ব হইতে নামিয়া স্বয়ং সাধারণ লোকের সহিত নিজের কাঁধ পাতিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র সেনানায়কটী তাঁহাকে চিনিতেন না।

এত বড় বড় কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু খেলাধুলা, নাচ ইত্যাদিতে তাঁহার বিরতি ছিল না। বেশী বয়সেও যে তিনি নাচিতেন ইহা বোধ হয় আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতে আন্তরিক সরসতার ও সৌন্দর্য্য-বোধেরই পরিচায়ক।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

কতবার সঙ্গে দেখা, শুনেছিনু প্রীতি-স্নিগ্ধ বাণী,
কুশল শুধায়েছিলে কত দিন যুক্ত করি পাণি।
মনে হ'ত, ওই মন যেন চির স্নেহ-রসে ভরা,
উছলিত সে আনন্দ, যে আনন্দে মধুর এ ধরা।
হেথা পথ চেয়ে আছে তোমার তরুণ ছাত্রদল,
ফোটাবে না তুমি আর তাদের কি হৃদয়-কমল ?
তোমার গগন-তলে উঠেছিল **'রামধনু'** ফু'টে,
চপল শিশুর দল বাহিরিয়া এসেছিল ছু'টে।
উৎস্রীর ধারার মত উছলিত হাস্যরস খানি,
কোন্ সে অলখ হ'তে নিশিদিন ঝরিত না জানি।
শুখালো সে শুভ্রধারা, নিভে গেল প্রীতি-স্নিগ্ধ হাসি
পৃথিবীর ভালবাসা ফেলে বলো কারে ভালবাসি ?
কোন্ দেব শিশুদের স্বর্গপুরে গল্প শুনাইতে—
ছেড়ে গেলে এ ধরণী, রিক্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে ?
ছিলে বন্ধু, আছ বন্ধু, রবে বন্ধু চিরদিন মোর—
যেথা থাকো লয়ো মোর শ্রদ্ধা, এক বিন্দু আঁখি-লোর।

কেমন জব্দ

মণ্টুর বয়স ৩ বৎসর। সে গাড়ী চড়িয়া মাঝে মাঝে তার মামাবাড়ী অর্থাৎ 'দাদামণি'র বাড়ী যায় ও তাহাতে বেশ আমোদ পায়।

মণ্টুর দাদামণি তাহাকে খুব আদর করেন। একদিন কিন্তু কি নিয়া ঝগড়া বাধিল। মণ্টু রাগিয়া বলিল "তোমাকে মামাবাড়ী নিয়া যাব না"।

৮

আর যাই কেনো ভাই, কেনো চাই, কি, আনো—
আমার সদুপদেশ, কিনো নাকো পিয়ানো!

[গল্প]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বন্ধু এসে বল্‌লে, "পিয়ানো কিন্‌বি? বেশ দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে। বেচে ফেল্‌ছে একটা সাহেব।"

"পিয়ানো!" আমি অবাক্ হয়ে যাই। "পিয়ানো কেন? পিয়ানো কি একটা কেন্‌বার জিনিস?

"বাঃ, দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে যে! বেচে ফেল্‌ছে—"

"হ্যাঁ, বুঝিচি। একটা সাহেব!" আমি বাধা দিয়ে বলি—"কিন্তু এত জিনিস থাক্‌তে পিয়ানো কেন? পিয়ানো কেন কিন্‌তে যাব?"

"তা হলে কি কিন্‌বি? আর তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না দাঁওয়ে এখন। আজকের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বিলেত চলে যাচ্ছে কিনা, তাই বেচে ফেল্‌ছে—"

"শুনেছি শুনেছি। একটা সাহেব। সাহেবের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বেচ্‌তে গেছে। আমার কিন্তু বিস্তর কাজ।"

বন্ধু কিন্তু নাছোড়বান্দা। দাঁওয়ের জিনিস্ কেন হাতছাড়া করা অন্যায়, কত দামী দামী জিনিস, নামমাত্র মূল্যে, মিলে যায় দাঁওয়ের মাথায়, একটা দাঁও নষ্ট হতে দেয়া কতখানি বোকামি—ইত্যাদি—সব কিছু আমাকে বোঝাতে থাকে।

সমস্ত শুনে টুনে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি: "কিন্তু, ভাই, আমার তো কোনো দরকার নেই পিয়ানোর! বাজাতেও জানি না যে আমি!"

"বাজাতে আর কি! এম্‌নিতেই বাজে যে। চাবি টিপ্‌লেই হোলো। বেলো কর্‌তেও হয় না। কোন হাঙ্গাম নেই, ঢের ভালো তোর ঐ হারমোনিয়মের চেয়ে। আর বাজ্‌না? যা চাস্? বেহালার টুং টাং থেকে, গোরার ব্যাণ্ডের বাদ্যি—সব এক জায়গায় বসে শুন্‌তে পাবি। কি মজা বল্‌তো!"

"তাতো শুন্‌লাম, কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' না। দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে, বুঝছিস্ নে বোকা? দেরী কর্‌লে শেষটায় ভীড় ঠেলে পিয়ানোর কাছে পৌঁছানই যাবে না হয় তো! ফস্‌কে যাবে এমন দাঁওটা।"

আমি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠি: "কত দাম একটা পিয়ানোর?"

"তা কে জানে? তোর কাছে যা আছে সব নে সঙ্গে, আমিও নিয়ে এসেছি কুড়ি টাকা। ওতেই কুলিয়ে যাবে আশা করি।"

বন্ধুবরের কুড়ি টাকা, এবং আমার বাক্স, বইয়ের মলাট, বালিশের ওয়াড় এবং বিছানার তলা সমস্ত কুড়িয়ে আরো গোটা সাতাত্তর যোগাড় হোলো। বন্ধু বল্‌লে: "আর কিছু নেই? জুতোর সুখতলার মধ্যে? কি, আর কোথাও? ঐ আলোয়ান্‌টা ঝেড়ে দেখ্‌ব?"

"নাঃ! এমন কি, ঐ ছাতাটার ভেতরেও যদি খোঁজো, কিম্বা, দাড়ি কামানোর বাক্সটাও হাতড়াও, একটা পাই পয়সারও সাক্ষাৎ পাবে না।"

"যাক্, ওতেই হয়ে যাবে। কতই বা দাম হবে একটা পিয়ানোর? একটা হারমোনিয়মের চেয়ে কতই বা বেশী হবে আর? তা ছাড়া যদি সস্তাতেই না পেলাম তবে আর দাঁও কিসের!"

ইউরোপীয়ান্ য়্যাসাইলাম্ লেনের এক সাহেব,—বিজ্ঞাপনটা একেবারে বাজে নয়। ঠিকানাতে পৌঁছাতেই সঠিক খবর পাওয়া গেল—বিলেত তিনি যাবেন কিনা বলা যায় না, তবে পিয়ানোটা তিনি বেচে ফেল্‌বেন সত্যিই। এবং আরও আমাদের সৌভাগ্য যে এখনো বিকিয়ে যায়নি, জলজ্যান্তই টিকে আছে জিনিসটা।

আমি বন্ধুর গা টিপি: "তুই যে বল্‌লি ভারী খদ্দেরের ভীড় হবে? কিন্তু আর লোক কই? আমরা ছাড়া তো আর কাউকেই দেখ্‌ছিনে এখানে।"

"খোঁজই পায়নি। ক'জনই বা দাঁওয়ের খবর রাখে? কজনই বা পড়ে খবরের কাগজ? আর আমার মত বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে কেই বা পড়ে?"

তা বটে! আমি মনে মনে ঘাড় নাড়ি।

সাহেব আমাদের সঙ্গে ক'রে, ড্রইং রুমে নিয়ে যান, পিয়ানোর সঙ্গে মুলাকাৎ করিয়ে দ্যান্। বন্ধু তো বেশ মরীয়া হয়ে ওটার কাছে অবধি এগিয়ে যায়, এমন কি, ভরসা ক'রে ওটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দ্যায় পর্য্যন্ত।

আমাদের দুজনেরই পছন্দ হয়ে যায়, কিন্তু দাম শুনে তো চক্ষু চড়ক গাছ! আড়াই হাজার টাকায় সাহেবের কেনা, এবং আন্‌কোরাই বল্‌তে হবে—এই কারণে আসল থেকে দুশো পঁচিশ মাত্র বাদ দিয়ে ছাড়্‌তে তিনি রাজি আছেন। এমন কি, আর পাঁচ টাকা কমিয়ে দু হাজার দুশো কুড়ি কর্‌তে গেলেও কিছুতেই তিনি পেরে উঠ্‌বেন না, একথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আমাদের।

বন্ধু মুখ কাচু মাচু করে বল্‌লে: "তাহলে সেলাম সাহেব! পিয়ানো কেনা আমাদের

হোলো না। কেবল পঁচাশি টাকা নিয়ে বেরিয়েছি আমরা। বাড়্তি একটা পয়সাও নেই আমাদের সঙ্গে। থ্যাঙ্ক ইউ!"

ধন্যবাদটা দিলে, পিয়ানোটার গায়ে হাত বুলাতে দেবার জন্যই, বোধ হয়।

"নো, নো ডোণ্ট্ গো—মিষ্টার!" সাহেব এক লাফে আমাদের সাম্নে এসে পড়েন। "গিভ্ মি দি এইটি ফাইভ্ য়্যাণ্ড টেক্ ইয়োর পিয়ানো! টেক্ ইট্ রাইট্ য়্যাওয়ে!"

বন্ধুর কানে ফিস্ ফিস্ করি—"খ্যাপা নাকি সাহেবটা? কাম্ড়ে দেবে নাতো? পালাই এখান থেকে।"

সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়! দু'হাজার দু'শো পঁচিশ থেকে, অযাচিতভাবে, এক ধাক্কায় কেবলমাত্র পঁচাশিতে নেমে আসা এবং তার সঙ্গে, এ পাড়াটার নাম, ইয়োরোপীয়ান্ য়্যাসাইলাম্ লেন্, যোগ করলে যা দাঁড়ায় তাতে সন্দেহ না হওয়াই অস্বাভাবিক।

বন্ধু কিন্তু ঘাব্ড়ায় না: "দাঁও কাকে বলে জানিস্ নে তো! সাহেবও একটা দাঁও পেয়েছে য়্যাদ্দিন পরে—ফস্কাতে রাজি নয় সহজে! দাঁওয়ের মাথায় কি লাভ-লোক্সানের খেয়াল থাকে? কাণ্ডজ্ঞানই লোপ পেয়ে যায়! দাঁও আর বলেছে কেন তবে?"

"কাজ নেই দাঁও-য়ে। কেটে পড়ি চল্।" আমি আবার বলি, "ভয় কর্ছে আমার!"

"তোর কথাতেই আর কি!" বন্ধু বেজায় বেপরোয়া। "এই মোক্ষম্ দাঁওটা—মারা যেতে দিই আর কি তোর কথায়!"

আমি কি বল্‌ব ভেবে পাই না।

"বের্ কর্ তোর টাকা!" বন্ধু আর একদণ্ড নষ্ট কর্‌তে রাজি নয়—"যদি পালাতেই হয় পিয়ানোকে নিয়েই পালাবো!"

বন্ধুর প্ররোচনায় প'ড়ে নগদ পঁচাশি মুদ্রা বার ক'রে, সাহেবের সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই, দাঁওটাকে আত্মসাৎ কর্‌লাম। এবং পাছে সাহেবের মতিগতি হঠাৎ বদ্লায় এই ভয়ে কামড় খাবার আগেই তক্ষুণি কুলী ডাকিয়ে, পিয়ানোকে নিয়ে স'রে পড়্‌লাম সটাং।

কিন্তু পিয়ানোকে নিয়ে তো আর মেসে ওঠা চলে না, রাখাও চলে না বাসাবাড়ীতে, পাঁচজনের মধ্যে—কাজেই, মাসিক দশ টাকা ভাড়ায়, কাছাকাছি পাড়ায় একটা কুঠুরি নিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল।

এবং তার পরেই আমরা সদ্য:পরিচিতের সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলাম। আমি একধারে বস্‌লাম, বন্ধু আর এক ধারে—দু'খানা টুল্ নিয়ে দু'জনে—এবং দু'জনেই বাজাতে লাগ্‌লাম পূরো দমে।

বাজ্‌না না তো, বাজ্ পড়া! সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে, দারুণ সোরগোল তুলে সে-একটা কিছু সুরু হ'ল বটে! সুরের জগঝম্প যাকে বলে!

বন্ধু বাজাতে বাজাতেই বলে, গলা বাজিয়েই বলে: "ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী ব'লে শুনেছিস্ তো? পিয়ানোয় সব কটা বাজে এক সঙ্গে। ওর কাণ্ডই ওই!"

"কী বল্লি? ছয় রাগ?" আমাকেও চেঁচাতে হয় ওর কানের কাছে—যা হট্টগোলে আওয়াজ, কথা শুন্‌বার যো কি! "একে আর রাগ বলে না, যাঃ! বরং ক্রোধ বলাই ঠিক। কী ভয়ঙ্কর রাগ রে বাবা!"

পুরাকালে সুরাসুরে মিলে সমুদ্রের সেই আদ্যশ্রাদ্ধ পুরাণে পড়া গেছে, আর এ কালে, একটি-মাত্র বাদ্যযন্ত্রকে ঘিরে, তাদের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব পুনরায় যেন প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। স্বকর্ণেই কর্‌লাম।

বন্ধু বল্‌লে: "খাসাই আছে জিনিসটা! একটা খদ্দের পেলে বেশ দাঁওয়ের মাথায় বেচা যায় আবার। তাড়াহুড়া না ক'রে র'য়ে ব'সে বেচ্‌তে পার্‌লে অনেক দর উঠ্‌বে। হাজার টাকায় কিন্‌তেও বেজার হবে না কেউ।"

হাজার টাকার কথায় আমার টনক্ নড়্‌লো। বাস্তবিক, বোকা হ'লে কি হবে, বন্ধুটার বুদ্ধি আছে। মাথা খাটিয়ে, দাঁওয়ের হিড়িকে, বেড়ে কিনেছে তো পিয়ানোটা! এখন বড়লোক বন্ধুদের একজনকে বেছে এটা গছাতে পার্‌লেই হ'ল!

ওই রকম একটা দুরভিসন্ধি স্কন্ধে নিয়ে, বড়লোক ব'লে নামডাকওয়ালা জনৈক বন্ধুর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

একেবারেই তো ফস্ ক'রে বলে ফেলা যায় না, গরজ দেখালে দর পাবো কেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা পাড়তে হয়।

"একটা কথা বল্‌ছিলাম ভাই। বল্‌ছিলাম কি, একটা পিয়ানো—"

বলা মাত্রই বন্ধুটি লাফিয়ে ওঠেন।

"পিয়ানো-কেনার কথা বল্‌ছ তো? বেশ ত, বেশ ত, ভালোই ত! বলো কি বল্‌বে?" বন্ধুটির দারুণ আগ্রহ দেখা যায়।

আমি বিস্মিতই হই: "পিয়ানো-কেনার কথাই যে, তুমি জান্‌লে কি ক'রে?"

"বাঃ, এতে অবাক্ হবার কি আছে? পিয়ানোর নাম কে না জানে? কার না কেন্‌বার সাধ? টাকায় পোষালেই তক্ষুণি কিনে ফেলে মানুষ! কেনই বা না কিন্‌বে? প্রত্যেক বড়লোকের বাড়ীই পিয়ানো আছে যে! মাঝারী লোকদের বাড়ীতে 'সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্' পাবে তুমি। উপর-চালাক্ ফ্যাসন্-বাজরাও অন্ততঃ ওপরের ফ্রেম্‌খানাও বাড়ীতে রেখেছে। পিয়ানোয় কতখানি মানুষের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেয়, তার খবর রাখো?"

আমি ঘাড় নাড়ি। সত্যিই, এতখানি জানা ছিল না। গুণগরিমা জেনে ওকে গা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে মায়াই করে।

অমন বনেদী জিনিসকে বেচে ফেল্‌তে মন কেমন কর্‌তে থাকে, তবু এর কাছে—এ-হেন সমঝ্‌দার্‌, সজ্জন গুণী ব্যক্তির কাছে—হতভাগ্য পিয়ানোটার ভালো দামই পাওয়া যাবে, আশা ক'রে ঈষৎ উৎফুল্লই হই।

"যা বলেছ মিথ্যে না, ভাই! তা, দামটা তুমিই ঠিক করে ফ্যালো, তুমি যা বল্‌বে তাঁই, তাতেই আমি রাজি। তুমি ওর দরও জানো, আদরও জানো।"

"না না! সে কি হয়? তুমি একটা দাম বলো আগে, তার পর, আমার যদি না পোযায় আমি বল্‌ব তখন।"

"হাজার টাকা কি খুব বেশি হবে মনে করো?" অগত্যা আমিই বলি।

"বেশি? পাগল! একটা ভালো পিয়ানো কিন্‌তে কত পড়ে জানো? তার পরে তার পেছনে খর্‌চা তো লেগেই আছে। আজ মেরামৎ, কাল পালিশ, পরশু আবার টিউনিং—পিয়ানো পোষা না হাতী পোষা! খর্‌চা কত একটা পিয়ানোর!"

"কুলী খর্‌চাই তো কুড়ি টাকা!" আমার অনুযোগ আমি যোগ করি। "জানা আছে আমার। দশ জন কুলী লাগে—দু' টাকার কমে মাথা পাত্‌তেই রাজি হয় না কেউ।"

"ধুত্তোর কুলী-খর্‌চা! পিয়ানো সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়াই নেই। হাজার টাকা বলাতেই তা বুঝতে পেরেছি—আর বল্‌তে হবে না!" বন্ধুটির আপাদমস্তক বিরক্তি প্রকাশ পায়।

"তা হলে—তা হলে—" আমি ইতস্ততঃ করি। কী যে বল্‌ব ঠিক ভেবে পাই না। দামটা কম ব'লে ফেলা হয়েছে, যথার্থই; দু' হাজার, এমন কি আড়াই হাজার বল্লেও খুব বেশি বলা হ'তো না, তাও নিঃসন্দেহ, কিন্তু বেমক্কা কম দর—নিতান্তই মাটির দাম দেয়ার জন্যেই কি বেটপ্‌কা এই পায়াভারী খদ্দেরটা হাত ফস্‌কে যাবে? তবু, চারদিক্‌ খতিয়ে এবং অগ্রপশ্চাৎ বহুং বিবেচনা ক'রে খুব বেশি উপরে উঠ্‌তে সাহস পাই না, আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলি—"তা হলে—তুমি কি বলো তবে—দেড় হাজার?

"হ্যাঁ, দেড় হাজার হ'লে, তবু খানিকটা মানায় বটে। ওটা সতের শো ক'রে ফেল। তুমি নেহাৎ বন্ধু বলেই বল্‌ছি! কুলী খর্‌চা টর্‌চা—যা বল্‌ছ ও-সব আমার; তোমাকে দিতে হবে না। আমারই লোক গিয়ে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে। আন্‌কোরা নতুন জিনিস ভাই—একেবারে খাস বিলিতি খাসা পিয়ানো; দেখ্‌লে চোখ জুড়োবে আর শুন্‌লেই অজ্ঞান! বুঝ্‌লে, বন্ধু, সতের শো, এমন বেশি কিছু বলি নি, বাজারে ওর দাম ঢের বেশি—প্রায়

ডবল্‌ বল্‌তে গেলে। তা, টাকাটা কি সঙ্গে এনেছ? ও! কাছে নেই এখন? তা, তা আর কি হয়েছে? তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে অবিশ্বাস করি নে। পিয়ানোটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর তবে। হ্যাঁ, এখনই—এখনই ভালো। দেরি করে লাভ কি? আমার সরকার যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। তাকেই দিয়ে দেবে টাকাটা। না, না, ঘাবড়াচ্ছ কেন? পুরো দেড় হাজারই যদি এখন না পারো, তাতে কি হয়েছে? তুমি বন্ধুমানুষ, তোমাকে কি অবিশ্বাস করি? এখন যা পারো তাই দিয়ে দিয়ো—হাজার, কি, সাত শো, কি, পাঁচ শো? তাও পারবে না এখন? একটা কথাই বল্‌ছ, না যে! বেশ যা পারো এখন, তার আর কি বল্‌ব? চার শ'? তিন শ'? আড়াই শ? দেড় শ? পঁচাশি? পঁচাত্তর? তেপ্পান্ন—বাহান্ন?—যা পারো এখন দিয়ে দেবে, তার পরে তোমার সুবিধেমত বাকীটা মাসিক কিস্তিতে যত মাসে পারো দিলেই চল্‌বে। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে কি আর অবিশ্বাস?"

তার কথা না শুনে, আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ি। পড়বার পর আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াই না।

তারপর যে বন্ধুর কাছেই যাই—কী বড় লোক, আর কী ছোট লোক—সেখানেই শুনি, তার নিজেরই বা তার কোন এক বন্ধুর ভালো একটা পিয়ানো বিক্রীর আছে। বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে দাঁওয়ে। সবাই বেচ্‌তেই চায় পিয়ানো, কেন্‌বার লোক কেউ নেই। প্রত্যেকের পিয়ানোই চমৎকার, চূড়ান্ত, আর উপাদেয়—কেউবা সবে পয়সা খরচ ক'রে আবার টিউনিং করিয়েছেন—বিক্রি কর্‌বার মৎলবেই অবশ্যি, কেউ বা বিক্রি ক'রে সারানোর খর্‌চা উঠ্‌বে কিনা সন্দেহ পোষণ ক'রে তারপর আর সারান্‌নি—তবে সামান্যই একটু খারাপ, সারিয়ে নিলেই নতুন হয়ে যাবে আবার!

এ সব দেখে শুনে পিয়ানো বেচার আশায় ইস্তফাই দিতে হ'ল। কিন্তু মাস মাস দশ টাকা করে পিয়ানোর ঘর ভাড়া গুণোকার দিতে হচ্ছে সেটাও তো কম কথা নয়! কোথাও ঝেড়ে ফেল্‌বারও উপায় নেই, এম্‌নি পেলেও নিতে রাজি নয় কেউ—পিয়ানোটা যেন বুকে চেপে বসেছে আমার। ঝক্‌মারি তো যথেষ্টই হয়েছে—মাশুলের হাত থেকেও পরিত্রাণ দেখ্‌ছি না। বিভীষিকাই দাঁড়িয়ে গেল, বল্‌তে গেলে।

এমন সময়ে পাড়াগাঁ থেকে আমার মামাত ভাই এসে হাজির। কলকাতায় কোন্‌ এক রেসিডেন্সিয়াল্‌ ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, গোটা চারেক টাকা তার চাই। একটা চৌকি কেনার দরকার।

চার টাকা! কোথায় পাবো চার টাকা! মনের মধ্যেই হাতড়াই! চার্‌ চার্‌ টাকা! কম টাকা নয়! বালিশের ওয়াড়, পাপোষের তলা, সুট্‌কেশের খাঁজ-খোঁজ হাতড়ানো বৃথা! যেদিন

থেকে পিয়ানো কিনেছি, একসঙ্গে চার টাকার মুখ দেখিনি, দেখ্‌লেও, অনেকক্ষণ ধ'রে দেখ্‌বার সুযোগ পাইনি। গল্প লিখে টিখে যখন যা পেয়েছি দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই ফুট্ কড়াই। পিয়ানোর বাকী ঘর ভাড়া গুণ্‌তে আর ওর চিকিৎসা আর হেফাজতে যে টাকাটা ধার কর্‌তে হয়েছে তারই মোটা হারের সুদ শুধ্‌তেই সব নিঃশেষ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে ফেলি: "টাকা—টাকা কি হবে? চৌকিই দেব তোকে। বাড়্‌তি একটা চৌকিই রয়েছে আমার। দিব্যি তোফা চৌকি! তার রং আর পালিশ্ দেখ্‌লে তাক্ লেগে যাবে তোর! তোর হোষ্টেলের বন্ধুদেরও। চৌকিই নিবি, চল্।"

নিয়ে গিয়ে পিয়ানোটা তাকে দেখাই। এতদিনে এটার একটা গতি-মুক্তি হ'ল, তাহলে।

অনেকক্ষণ ধরে সে এই অদ্ভুত বস্তুটিকে দেখে, ভালো করেই দেখে! দেখে নিতো কখনো! কিন্তু দেখে টেখে মুখখানা কি রকম যেন করে। ভাবে বোধ হয়, এ আবার কি চৌকিরে বাবা! হয়ত মনে মনে কঠোর সমালোচনাই করে। একবার সাহস ক'রে, গায়ে হাতও ঠেকায়। কিন্তু কেমন যেন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে থাকে তবু।

"দেখ্‌ছিস্ কেমন চমৎকার!" আমি ওকে উৎসাহ দিই। "খুব দামী জিনিস!"

ভায়া আমার নাক সিঁট্‌কোয়: "এ চৌকিতে আমার কাজ নেই দাদা! যেটা তোমার মেসে আছে, তুমি যাতে শোও, সেইটাই আমায় দিয়ো বরং। ছেলেদের হোষ্টেলে দামী জিনিস রাখা কি ভালো? আর, তা ছাড়া, তোমাকেই মানায় এই রকম জাঁদ্‌রেল্ চৌকি। তুমি হচ্ছ লেখক মানুষ।"

মামাত ভাই যে খাস্ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, বিশ্বাস কর্‌তে আমার কষ্ট হয়।

মামাতো ভাইকে তারপর থামানো যায় না। তক্ষুণি সে, মুটে ডাকিয়ে, আমার বিছানা নামিয়ে রেখে, মেসের চৌকিটাকে নিয়ে উধাও হয়। এক মুহূর্ত্ত আর দাঁড়ায় না, কি জানি সবল মুহূর্ত্তে যদি 'না' বলে ফেলি আবার।

আর আমি? আমার কথা বলাই বাহুল্য।

এতদিন পিয়ানো ছিল আমার আশ্রয়ে, তারপর থেকে, আমিই তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি। ওটাকে তাড়াবার আর কোনো রাস্তা না পেয়ে, আমারই আস্তানা গেড়েছি তার উপরে। ওর সঙ্গে কি দুর্ব্ব্যবহার কর্‌ছি, বল্‌তে চাও? নাঃ, এ হচ্ছে আমার মহৎ প্রতিশোধ। নিতান্তই দায়ে ঠেকে।

আমাদের অদৃশ্য শত্রু ও বন্ধুবর্গ

(অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এস্-সি, এম্-বি)

গোড়াতে অবশ্য মনে হইবে যে আমি বুঝি ঠাকুরমার ভূত-প্রেতের গল্প বা আরব্যোপন্যাসের প্রদীপের দৈত্যের কাহিনী বলিতে যাইতেছি কিন্তু তা নয়। এ পৃথিবীতে সচরাচর যে সব প্রাণী তোমরা দেখিতে পাও তাহা ছাড়াও অগণিত এমন বহুসহস্র জীব আছে যাহাদিগকে চোখে দেখা যায় না, এমন কি অনেক সময় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও যাহাদিগের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এই সমস্ত জীবাণু সংখ্যায় অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অত্যন্ত অধিক এবং ইহাদের অধিকাংশ আমাদের অপকার করে বলিয়া আমাদের শত্রু; যদিও কেউ কেউ পরোক্ষে আমাদের উপকারে আসে। ইহাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।

এক মিটার কাহাকে বলে তোমরা অনেকেই জান, উহা এক গজের অপেক্ষা একটু বড়। মিলিমিটার মানে $\frac{১}{১০০০}$ মিটার। $\frac{১}{১০০০০০০}$ মিটারকে মাইক্রোমিলিমিটার বলে। এই সব জীবাণু সাধারণতঃ এক মাইক্রোমিলিমিটার বা তার চেয়েও ছোট। $\frac{১}{১০০০}$ সেরে হচ্ছে এক গ্রাম, সুতরাং এক মিলিগ্রাম হইতেছে $\frac{১}{১০০০০০০}$ সের। ৫০০০০০ লক্ষ এইরূপ জীবাণুর ওজন হবে ১ মিলিগ্রাম বা তার চেয়েও কম। সুতরাং তোমাদের হয়ত ধারণাই হইবে না কত ছোট এই জীবাণুরা এবং কত অল্প জায়গায় কোটী কোটী এইরূপ জীবাণু বসবাস করিতে পারে। আমাদের চারিদিকে, আমাদের খাদ্যে, পানীয়ে, বাতাসে, মাটীতে, অসংখ্য জীবাণু রহিয়াছে, কিন্তু ইহারা ত ঈশ্বরেরই জীব। ইহারাও খাদ্য চায়, বাঁচিয়া থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করে। আমাদের পৃথিবী এত ছোট যে এই জীবাণুরা ক্রমবিস্তৃতি লাভ করিলে সংখ্যায় কম অন্য সব বড় প্রাণীর ধ্বংস-সাধন হইবেই। সুতরাং দুইদলে অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে!

ইহাদের বংশবৃদ্ধির প্রণালী খুব সাদাসিদে। একটী জীবাণু ২০।৩০ মিনিটে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী জীবাণুর সৃষ্টি করে। সেই দুইটী অবার

আর ২০।৩০ মিনিটের মধ্যে ৪টী তে পরিণত হয়। তোমাদের মধ্যে যারা ভাল অঙ্ক জান তাহারা অঙ্ক কসিয়া বলিতে পার যে এই ভাবে জন্মাইলে একটী জীবাণু ২৪ ঘণ্টায় কত বড় সংসারের সৃষ্টি করিবে। দেখিবে যে একটী জীবাণু ২৪ ঘণ্টায় ২০০ লক্ষ জীবাণুর জন্ম দিবে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পার যে এই রক্তবীজের বংশকে সহজ ভাবে বাড়িতে দিলে আমাদের অস্তিত্ব শীঘ্রই লোপ পাইবে।

এই জীবাণুগুলি উদ্ভিজ্জাতীয় বা প্রাণিজাতীয়। ইহারা পাকে-প্রকারে যদি আমাদের দেহে প্রবেশ করে তবে প্রথমে রোগের সৃষ্টি হয় এবং পরে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। উদ্ভিজ্জাতীয় জীবাণুগুলি কলেরা, টাইফায়েড্, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ জন্মায়, আর প্রাণিজাতীয় জীবাণুগুলি ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি অসুখের সৃষ্টি করে।

শরীর রোগমুক্ত রাখিতে হইলে, তাহা হইলে, আমাদের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা হইবে এই জীবাণুগুলির আক্রমণ হইতে দূরে থাকা। কিন্তু প্রধান বিপদ্ হইতেছে যে ইহারা অদৃশ্য। সাপ-বাঘ চোখে দেখা যায়, সুতরাং তাহাদিগকে এড়ান সোজা। এই জীবাণুগুলি শরীরে নানা উপায়ে প্রবেশ করে। কেউ কেউ প্রশ্বাসের সহিত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে—যথা নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদির জীবাণু। কেউ কেউ খাদ্য-পানীয়ের সহিত অন্ত্রমধ্যে ঢুকিয়া কলেরা, টাইফয়েডের সৃষ্টি করে। আবার কেউ কেউ কীটপতঙ্গের কামড়ের সঙ্গে ত্বকের মধ্য দিয়া রক্তে মিলিয়া ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগের কারণ হয়। সুতরাং আমাদের পারিপার্শ্বিক জল, বাতাস ইত্যাদি বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। খাদ্যপানীয়ের বিশুদ্ধতার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কীটপতঙ্গের কামড় হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। তবে যদি অদৃশ্য শত্রুর হাত হইতে অব্যাহতি পাই।

ইহাও সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সব লোক এইসব জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানা রোগে ভুগিতেছে ত্যহাদের দেহ হইতে নিশ্বাসের সঙ্গে, মলমূত্রের সঙ্গে রোগজীবাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং জীবাণুদের ডিপো এই রোগীদিগকে অতি সাবধানে রাখিতে হইবে। তাহাদের কাপড়-চোপড়

ফোটাইয়া বা ঔষধ দিয়া জীবাণু-মুক্ত করিতে হইবে। সেবা-শুশ্রুষা-কারীরা সর্ব্বদা এইসব বিষয়ে সতর্ক হইলে তবে অন্য লোকে এইসব জীবাণুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবে। এইসব রোগীদিগকে রীতিমত চিকিৎসা দ্বারা জীবাণু-মুক্ত করিলে রোগের বিস্তার কমিবে।

তোমরা তা ছাড়া জান যে বসন্ত, কলেরা ইত্যাদির প্রতিষেধক টীকা লইলে এই সব সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে না। এই টীকাগুলি কি, জান কি? ইহারা মৃত রোগজীবাণুর দেহ। ইহাদিগকে অল্প মাত্রায় আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে আমাদের শরীরের রোগজীবাণু মারিবার ক্ষমতা বাড়ে সুতরাং যখন সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ জীবন্ত জীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করে তখন তাহারা শীঘ্রই বিনষ্ট হয় এবং রোগের সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই হইল মোটামুটী আমাদের অদৃশ্য শত্রুমণ্ডলীর কথা এবং তাহাদিগকে কি উপায়ে জব্দ রাখিতে পারা যায় তাহার কিছু আভাস, এখন আমাদের অদৃশ্য বন্ধুমণ্ডলীর সম্বন্ধে তুই এক কথা বলিয়া এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করিব।

অনেক জীবাণু পরোক্ষে আমাদের বহু প্রকার উপকারে লাগে। মাটীর সার বৃদ্ধি করিয়া দেয় বহু জাতীয় জীবাণু। এক জাতীয় জীবাণু শর্করা হইতে সুরাসার তৈয়ারী করে। তাহারাও আমাদের অশেষ উপকারে আসে। তোমাদের মধ্যে যাহারা দই খাইতে ভালবাস তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে একজাতীয় জীবাণু তুধকে দইতে পরিণত করে। এই সব জীবাণু আমাদের অন্ত্রস্থ বহু রোগজীবাণুর শত্রু—সুতরাং দই অনেক রকম পেটের পীড়ায় উপকারী।

আর এক রকম জীবাণু আজ কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ দিয়াও দেখা যায় না। ইহাদের কাজ হইতেছে রোগ-জীবাণুগুলি ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের নাম দিয়াছেন "জীবাণু-খাদী" এবং নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে ইহাদের চাষের বন্দোবস্ত করিতেছেন। যখন সব রোগ-জীবাণুর যম এই জীবাণুখাদী জীবাণুসকল আবিষ্কৃত হইবে তখন আমাদের পক্ষে এই অদৃশ্য রোগ-জীবাণুগুলির সহিত সংগ্রাম করা সহজ হইবে।

মনে কর সন্দেহ হইল যে, তুমি খাবারের সঙ্গে কতকগুলি কলেরা-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করাইয়াছ। অমনি বৈজ্ঞানিকের কাছে দৌড়িলে। তিনি এক গ্লাস কলেরার জীবাণুখাদী জীবাণুর সরবৎ তোমায় খাইতে দিলেন। তোমার আর কলেরা হইবার ভয় থাকিল না। কলেরা রোগীকেও ঐ উপায়ে রোগমুক্ত করা সহজ হইবে।

আমি এই কয় পৃষ্ঠায় এই সব অদ্ভুত জীবাণুর সামান্য কিছু পরিচয় দিলাম। আশা করি বড় হইয়া তোমরা ইহাদের তথ্য আরো সংগ্রহ করিবে যাহাতে উহাদের সহিত সংগ্রামে সর্ব্বদা জয় লাভ করিয়া তোমরা সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে পার।

ত্রিপুরী কংগ্রেস

এবার জব্বলপুর হইতে কতকটা দূরে ত্রিপুরীতে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গ্রামের লোককে কংগ্রেসে টানিয়া আনিবার জন্য কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এখন গ্রামে গিয়া করা হয়। মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপার লইয়া আহার বন্ধ করিয়াছিলেন। আহার আবার আরম্ভ করার পরও ডাক্তারেরা তাঁহাকে কংগ্রেসে আসিতে বারণ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি আসেন নাই। এদিকে সভাপতি সুভাষচন্দ্র কঠিন পীড়া সত্ত্বেও ডাক্তারের নিষেধ না মানিয়া ত্রিপুরী চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ষ্ট্রেচারে চড়িয়া সভা-মণ্ডপে গিয়াছিলেন কিন্তু অনেক সময়ই স্বয়ং সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির কাজ চালাইয়াছিলেন।

সুভাষ বাবু যেরূপ পীড়ার মধ্যে যেরূপ উদ্যম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখাইয়াছেন তাহা, কংগ্রেসের ইতিহাসে কেন, অনেক ক্ষেত্রেই অতুলনীয়। দলাদলির ভাব কিন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণ মেটে নাই। সুভাষচন্দ্র যাহাতে অত্যধিক ক্ষমতা পরিচালনা

না করিতে পারেন, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। দেখা যাউক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দলাদলির ভাব পরিণামে কিরূপ দাঁড়ায়। তিনি যদি কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে অনশতব্রত অবলম্বন না করিয়া অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং একটা মিটমাট করার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় কংগ্রেসের পক্ষে ভাল হইত। রাজকোট রাজ্যের প্রজাদিগের অধিকারের জন্য অনশনব্রত আবশ্যক হইলে তাহার পরে করিলেও চলিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

যে সকল কংগ্রেস্ নেতা এবার ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েক জনের প্রতিকৃতি এখানে দেওয়া গেল।

(খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, ইঁহার সঙ্গে এখানে যে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখা যাইতেছে তিনি এবার কংগ্রেসে যান নাই)

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

শ্রীযুক্ত জওয়াহারলাল নেহরু

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

এ যুগের চাষ

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

মানুষের সব কাজে বিজ্ঞান কত সাহায্য কর্‌ছে ; কৃষির কাজে কি সাহায্য কর্‌ছে না ? ভবিষ্যতের কৃষিকাজ কি বিজ্ঞানের কাছ থেকে কিছু আশা কর্‌ছে না ?

আমরা সকলেই জানি, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, আগাছা, অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়, পঙ্গপাল প্রভৃতি প্রতি বৎসর কত লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট করে। বিজ্ঞান কি এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা কর্‌তে পারে না ?

অনাবৃষ্টির ফলে জলের অভাব হয় ; জলের অভাবে ফসল শুখিয়ে যায়। এ যুগে নলকূপ, বাঁধ প্রভৃতি দিয়ে জলের অভাব দূর করার ব্যবস্থা হয় ; বড় বড়

ঝাঁঝরি-নলের সাহায্যে, পাম্পের দ্বারা কৃত্রিম বৃষ্টিরও ব্যবস্থা করা হয়। বহুদূর থেকে জল এনে মরুভূমিও উর্ব্বরা করা হয়।

অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হ'লেই মুস্কিল। তা'র ভাল রকম ব্যবস্থা মানুষ আজও কর্‌তে পারে নি ; তবে, বন্যার বেগ কমাবার চেষ্টা চলেছে। ঝড়ের ভয় আজকাল অনেকটা ক'মে গেছে ; তবে, ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতির ভয় এখনও আছে।

আগাছা, অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়. পঙ্গপাল প্রভৃতিই ফসলের প্রধান শত্রু। এই বিষয়ে বিজ্ঞান কৃষকের অনেক সাহায্য কর্‌ছে। যে ভাবে এই বিষয়ের পরীক্ষা চ'লেছে, দেখে মনে হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের ভয় একেবারে দূর হয়ে যাবে। আগাছার ভয় তো ইতিমধ্যেই অনেক ক'মে গিয়েছে।

রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পোকামাকড় নষ্ট করার অনেক রকম জিনিষ আবিষ্কার করা হয়েছে। কোনটা তরল, কোনটা বাষ্পের মত, কোনটা গুঁড়ো জিনিষ। কোনটা পিচকারী দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়, কোনটা পাম্পের সাহায্যে (বাষ্পীয় জিনিষ) ছাড়িয়ে দিয়ে পোকামাকড়ের দম বন্ধ ক'রে মেরে ফেলার সাহায্য করে, কোনটা জলে গুলে মাটিতে ফেল্‌তে হয় বা গুঁড়োর আকারে মাটিয়ে ছড়িয়ে দিতে হয়। সবগুলিই পোকামাকড়ের পক্ষে বিষাক্ত জিনিষ।

কিন্তু, এ সবেও যথেষ্ট হয় না। পোকামাকড়ের ডিম নষ্ট করা সহজ ব্যাপার নয়। বিস্তৃত জায়গায় পোকামাকড় মারার ব্যবস্থা করাও কঠিন। তাই আজকাল এরোপ্লেন থেকে বিষাক্ত হাওয়া ছড়িয়ে গাছের উপরের পোকা-মাকড় মারা হচ্ছে। পোকামাকড়ের ডিম নষ্ট করার জন্য এখন অন্য উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে।

বীজ থেকে যখন ছোট অঙ্কুর ওঠে, তখনই তার উপর পোকামাকড়ের নজর বেশী হয়। তাই আজকাল বোতলে অঙ্কুর গজান'র বা পরীক্ষাগারে ছোট ছোট বাক্সে অঙ্কুর গজান'র ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বোতলে জলের মধ্যে গাছের খাদ্য আবশ্যকমত গুলে দিয়ে তার মধ্যে বীজ ফেলে দেওয়া হয়। অঙ্কুর গজাবার পর আবশ্যকমত খাদ্য বদলিয়ে ছোট চারাকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা

করা হয়। তার পর ছোট ছোট বাক্সে পরিষ্কার মাটি দিয়ে চারাগুলিকে ভাল সারের সাহায্যে বাড়্তে দেওয়া হয়। এইভাবে চারাগুলি খুব তাডাতাড়ি বেড়ে ওঠে—একটিও নষ্ট হয় না। পরীক্ষাগারে নানা পরীক্ষার ফলে চারার খাবার সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ হচ্ছে এবং পুষ্ট. সুন্দর চারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জন্মাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মাটির উপর এক্স-রে আলো লাগিয়ে আগাছার বীজ, অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় এবং তার ডিম অনায়াসে নষ্ট ক'রে ফেলা যায় ;—পরীক্ষা ক'রে এই তথ্য

এই টমাটোগুলি এক্স-রে আলোর সাহায্যে বেড়ে উঠেছে

জানা গিয়েছে। তাই আজকাল এই বিষয় নিয়ে অনেক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা চ'লেছে। অবশ্যি, সব ফসলে এই উপায় অবলম্বন করা লাভজনক না হ'তে পারে—কিন্তু, উপায়টি জানা থাক্‌লে অনেক ফসলের বেলাই কাজে লাগান যাবে। বাড়ন্ত গাছের উপর এবং ফলের উপর এই আলো অত্যন্ত উপকারী। এর সাহায্যে গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে ; ফল পুষ্ট হয়।

মাটির ভিতর দিয়ে জোর বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে পোকামাকড় এবং ডিম নষ্ট করার চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে। এই উপায়ে অল্প খরচে অনেকখানি জমি নিরাপদ আর নির্দ্দোষ করা যেতে পারে।

শীতের দেশে, মাটির মধ্যে তার বসিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে মাটি গরম ক'রে তাড়াতাড়ি ফসল জন্মাবার চেষ্টা খুব সফল হয়েছে। আলোর সাহায্যে ফসল তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাও সফল হয়েছে।

শুধু যে ফসলকে আগাছা, পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে বাঁচিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তুল্‌তে হবে তা' নয় ; ফসলের পরিমাণ বাড়া'তে হবে, তা'র গুণ বাড়া'তে হবে, আকারে বাড়াতে হবে। এর জন্যও খুব চেষ্টা চলেছে।

বীজের উন্নতি ক'রে ফসলের গুণ বাড়ান হচ্ছে ; চারার উন্নতি ক'রে ফল-তরকারীর আকার, শাঁস আর গন্ধেরও খুব উন্নতি হচ্ছে, ফলের বীজ ছোট হচ্ছে, খোসা পাতলা হচ্ছে, শাঁস বেশী রসাল হচ্ছে, রং সুন্দর হচ্ছে। এই সব উন্নতির গোড়ায় কত কালের চেষ্টা রয়েছে, ভাব্‌লে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। কত লোকের জীবনব্যাপী সাধনা এর গোড়ায় রয়েছে। এ বিষয়ে আগেও "রামধনু"তে কিছু লেখা হয়েছে।

ফল-তরকারীর শুধু উন্নতি করেই বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষান্ত নন্ ; নানা নূতন জাতের ফল, তরকারী, ফসল উৎপন্ন করার উপায় এঁরা আবিষ্কার করেছেন এবং কর্‌ছেন।

গাছ থেকে কলম করার উন্নত প্রণালীর ফলে কলমে শিকড় গজান অতি সহজ ব্যাপার হ'য়ে পড়্‌ছে। ছোট কলমের গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মানও সম্ভবপর হচ্ছে।

এত রকমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাড়াতাড়ি চাষ করাও তো চাই ; তাই আজকাল চাষী কৃষিকাজে কলের সাহায্য নিতে আরম্ভ করেছে। মাটি চাষ করা, মৈ দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল কাটা, ঝাড়া, আঁটি বাঁধা প্রভৃতি সব কাজই আজকাল কলের সাহায্যে করা হচ্ছে। এখন আর ছোট ছোট ক্ষেতের আদর নাই। বিরাট্ ক্ষেতে বড় বড় কলের সাহায্যে, উন্নত প্রণালীতে চাষ ক'রে কলির চাষী প্রচুর ফসল জন্মাচ্ছে। সেই ফসল সারবান্ আর পুষ্ট।

ফলের বাগানও আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে দেখ্‌বার মত জিনিষ হয়েছে। সুন্দর রসাল ফলগুলি যখন গাছে ধরে, তাদের আকার, রং, গন্ধ সবই সুন্দর হয় ;

সংখ্যায়ও তা'রা অনেক। ফল কাট্‌লে কোনদিন পোকা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; খোসার গায় দাগও দেখা যায় না।

আমাদের দেশে সূর্য্যের তাপ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তার সাহায্যে ফসল তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। আমরা যদি এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়ে, পোকা-মাকড়, আগাছার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে পারি, ফল তরকারীর আকার, চেহারা, গন্ধ আর গুণ বাড়াতে পারি, কলের সাহায্যে উন্নত প্রণালীতে চাষ ক'রে ফসলের পরিমাণ বাড়াতে পারি, ভাল সারের সাহায্যে ফসল পুষ্ট কর্‌তে পারি, চেষ্টা ক'রে নূতন রকমের ফল, তরকারী, ফসল জন্মাতে পারি, তবে এই "শস্য-শ্যামলা" দেশের অবস্থা কি রকম হবে একবার ভেবে দেখ তো! এমন দেশেও লোকে না খেতে পেয়ে মারা যায়! চাষের যথেষ্ট উন্নতি হ'লে, তার জন্য এত লোকের অন্নসংস্থান হবে আর খাবার জিনিষ এত সস্তা হবে যে, না খেতে পেয়ে মরাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়্‌বে।

দেশের এই অবস্থা আসা নির্ভর করে শিক্ষিত লোকেদের উপর;—অর্থাৎ তোমাদের উপর।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্যান্ বার্লের ক্ষোভ

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর ভ্যান্ বার্ল্ কথা কহিল। উত্তেজনায় তার স্বর তখনও কাঁপিতেছে। "রোজা, রোজা. এ অসম্ভব,—এ হ'তে পারে না—হ'তে দেব না।—কিছুতেই না।"

রোজার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ভ্যান্ বার্ল্ তেমনি উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিল, "কে এ চুরি করেছে আমরা জানি—জেকব্, জেকব্! সে ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু—কিন্তু রোজা, এ চুরি আমরা হ'তে দেব না—একটা চোরের হাতে এ ভাবে আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেব না। জেকব্‌কে ধরতে হবে, ও টিউলিপ্ কেড়ে আনতে হবে—যে ক'রেই হোক্।"

রোজা ধরা-গলায় কহিল, "কিন্তু কি ক'রে সম্ভব—বাবাকে না জানিয়ে? পৃথিবীর কতটুকু আমি জানি? তা ছাড়া এ যে বড় কঠিন কাজ! হয়তো আপনি বাইরে থাকলে আপনিও পেরে উঠতেন না।"

"আমি পার্‌ব—পার্‌ব। শুধু একবারটি তুমি দরজাটা খুলে দাও। আমি দেখে নেব জেকব্ কত বড় সয়তান। তোমার পায়ে পড়ি রোজা, একবারটি দরজাটা খুলে দাও।"

৮

রোজা কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, "তা যদি পারতাম তা হ'লে কি এত দিন আপনাকে এ ভাবে বন্দী থাকতে হ'ত? সে সাধ্য যে আমার নেই—চাবি পাব কোথায়?"

"চাবি তোমার বাপের কাছে আছে—তোমার সয়তান বাপের কাছে। সে-ও যে জেকবেরই একজন সাকরেদ। উঃ, আমার টিউলিপ্ কি ভাবে পা দিয়ে থেঁৎলে দিয়েছে!"

রোজা চুপি চুপি কহিল, "আস্তে, কেউ হয়তো শুনতে পাবে।"

"আস্তে!" ভ্যান্ বার্ল্ গর্জ্জিয়া উঠিল। "রোজা, তুমি যদি দরজা খুলে না দাও তবে আমি এ দরজা ভেঙ্গে বেরোব, তার পর যাকে পাব তাকে খুন কর্‌ব।" বলিতে বলিতে ভ্যান্ বার্ল্ পাগলের মত প্রচণ্ড বেগে দরজায় ঝাঁকুনি দিতে সুরু করিল, তার গায়ে যেন তখন অসুরের শক্তি। সমস্ত কারাগার সে শব্দে কাঁপিয়া উঠিল।

রোজা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিল, "একটু—একটু ঠাণ্ডা হোন্, কেউ টের পেলে বড় মুশ্‌কিল হবে।"

কিন্তু ভ্যান্ বার্ল্ সে কথায় গ্রাহ্য করিল না। শান্ত, নম্র, নিরীহ ভ্যান্ বার্ল্ আজ যেন একেবারে আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছে! সে তেমনি পাগলের মত দরজায় ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "কি বল্‌ছ তুমি রোজা! ঠাণ্ডা হব! কিছুতেই না। এ জেলের প্রত্যেকটি পাথর আমি চুরমার কর্‌ব—আর হতভাগা গ্রাইফাস্‌কে খুন করে তবে ছাড়্‌ব। আমার টিউলিপ্‌কে সে যে ভাবে থেঁৎলিয়েছে তেমনি ভাবে তাকে আমি দু' পায়ে পিষে মার্‌ব।"

রোজা তাকে থামাইবার জন্য কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চুপ্ করুন, আমি যে ভাবে পারি আপনার ঘরের চাবি যোগাড় করে আন্‌ব।"

রোজার কথা ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে পিছনে কার বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল। রোজা চমকিয়া পিছন ফিরিতেই তার মুখ ছাইএর মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কণ্ঠস্বর আর কারও নয়, গ্রাইফাসের। ভ্যান্ বার্লের চীৎকারে আর দরজার প্রচণ্ড শব্দে তার নেশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গ্রাইফাস্‌কে দেখিয়া ভ্যান্ বার্ল্ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, "এই সেই হতভাগা এসেছে।"

গ্রাইফাস্ তার দিকে না তাকাইয়া বজ্রমুষ্টিতে রোজার একখানি হাত ধরিল, ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মত হুঙ্কার দিয়া কহিল, "বটে, তুমিও এর মধ্যে! আমার চাবি চুরি করবে! তার পর এই ভণ্ড, রাজদ্রোহীটার সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করে আমাকে খুন করবে! বটে?" তার পর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ভরিয়া ভ্যান্ বার্লের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভিজে বেড়ালটির মত টিউলিপ্ নিয়ে পড়ে আছ—যেন বিশ্বসংসারে আর কিছুরই ওপর আসক্তি নেই—আর তলে তলে এই কাণ্ড! আর শেষে কিনা আমারই মেয়েকে হাত করা! উঃ, আমি কি সাপের গর্ত্তে বাস করছি! কিন্তু কিছু ভাবনা নেই, কালই এর যথা রীতি ব্যবস্থা হবে। হেগ্-এর সেই ঘটনা—উইট্ ভাইদের কথা লোকে নিশ্চয়ই ভোলে নি। শীগ্‌গিরই তারা আবার তার একটা দ্বিতীয় সংস্করণ দেখতে পাবে। যাক্ পণ্ডিতমশাই, এখন আর তোমাকে কিছু বল্‌ব না, আপাততঃ খাঁচায় বসে যত পার থাবা চুলকাও, কাল এর ব্যবস্থা হবে।" বলিতে বলিতে গ্রাইফাস্ তেমনি দৃঢ়হস্তে রোজার হাত ধরিয়া তাকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় রোজার ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল, "হতাশ হবেন না ডাক্তার ভ্যান্ বার্ল্, আমার যত দূর সাধ্য আমি কর্‌ব।"

গ্রাইফাস্ চলিয়া গেলে ভ্যান্ বার্ল্ কঠিন পাথরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল; তার মুখ দিয়া শুধু অস্ফুটস্বরে বাহির হইল, "উঃ ভগবান্, চুরি গেল! শেষে এমনি ভাবে চুরি গেল!"

* * *

এইবার বক্সটেলের একটু খোঁজ নেওয়া যাক্। টিউলিপ্ চুরি করিয়া সে এক মুহূর্ত্ত সময়ও বাজে নষ্ট করে নাই। টব্‌টি গায়ের কাপড়ের আড়ালে ঢাকিয়া সে তখনই লুভেস্টিন্ জেলের বাহির হইয়াছিল—দরজা রোজাই খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। বাহিরে একটা গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, বক্সটেল কালবিলম্ব না করিয়া তার মধ্যে উঠিয়া বসিল; বলা বাহুল্য এখন আর বন্ধুবর গ্রাইফাসের কাছে বিদায় লইবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

TIGHT BINDING

৮

গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, কারণ কালো টিউলিপ্ বেশী ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু এ ভাবে চলিলে হারলেমে পৌঁছিতে অনাবশ্যক দেরী হইবার সম্ভাবনা। বক্সটেল তাই পথিমধ্যে এক সহরে গাড়ী দাঁড় করাইয়া একটা কাঠের বাক্স যোগাড় করিল, তার পর তার ভিতরটা শ্যাওলা দিয়া ভাল করিয়া মুড়িয়া তার মধ্যে টিউলিপ্‌টি বসাইয়া লইল। এখন আর ঝাঁকুনিতে ভয় নাই, কোচ্‌ম্যানের চাবুক খাইয়া ঘোড়া দু'টি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।

পর দিন ভোরে বক্সটেল হারলেমে পৌঁছিল। প্রথমেই চুরির সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করিবার জন্য সে পুরানো টব্‌টি ভাঙ্গিয়া টিউলিপ্‌টিকে আর একটা নতুন টবে পুঁতিয়া লইল, তার পর ভাঙ্গা টব্‌টা খালের জলে ফেলিয়া দিল। তার পর সে হারলেমের উদ্যান-সমিতির সভাপতির কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইল যে সে এইমাত্র একটা নিখুঁত কালো রংএর টিউলিপ্ লইয়া হারলেমে পৌঁছিয়াছে। চিঠি পাঠাইয়া, একটা স্বস্তির নিঃশাস ফেলিয়া বক্সটেল সহরের একটা নাম-করা হোটেলে গিয়া বাসা লইল। (ক্রমশঃ)

নৃমুণ্ড-শিকারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কেল্লা মার্ দিয়া!"

এ কী ভয়ানক ভেট!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে আরো পিছিয়ে প'ড়ে একখানা চেয়ারের উপরে তাঁর প্রায়-অবশ বিপুল দেহখানি স্থাপন করলেন। তার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন, "ফ্যান্ খুলে দাও, ফ্যান্ খুলে দাও! হুম্, আমার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে!"

মাণিক বিজলী-পাখা চালিয়ে দিলে, জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাক্সের ভিতরটা আরো ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল।

নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে একজন ইংরেজ খালাসীকেও বলি দিয়েছে, খবরের কাগজে সে-কথাটাও প্রকাশ পেয়েছে যথা সময়ে। জয়ন্ত বুঝ্‌লে, এ হচ্ছে সেই খালাসীটারই কাটা মুণ্ড! কোন ধারালো অস্ত্রের এক কোপে বেচারার মুণ্ডটাকে দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হয়েছে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ দেখে হঠাৎ কাটা-মুণ্ডের মাথার সোনালী চুলের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নিলে। তার পর একটু বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "দেখ্‌ছি, মুণ্ডটাকে 'স্পিরিটে' ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। চুলগুলো এখনো ভিজে রয়েছে, বাক্সের ভিতর থেকেও 'স্পিরিটে'র গন্ধ বেরুচ্ছে!"

মাণিক বল্‌লে, "তার মানে?"

—"মুণ্ডটাকে বোধ হয় জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল।"

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "ও বাবা, সে কি? বরফ-টরফ দিয়ে লোকে মাছ-মাংসই টাট্‌কা রাখে জানি, খাবে ব'লে। স্পিরিটের মধ্যে ফেলে এরা কাঁচা মড়ার মাথা টাট্‌কা রাখ্‌তে চেয়েছে কেন? এরা মানুষের মুড়ো খায় নাকি?"

মাণিক বল্‌লে, "হ'তে পারে। আর সেই জন্যেই হয়তো আপনার মুড়োর ওপরে ওদের লোভ প'ড়েছিল।"

সুন্দরবাবু রেগে টং হয়ে বল্‌লেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও, মাণিক?"

—"আমি বল্‌তে চাই, আপনার মুড়োটাও পেলে ওরা হয়তো পচ্‌তে দিত না, স্পিরিটে ভিজিয়ে টাট্‌কা রাখ্‌ত। তার পর কোন্ শুভদিনে হয়তো সুন্দরবাবুর মুড়ো দিয়ে সুন্দর ডাল রেঁধে ফেল্‌ত। তবে দুঃখের কথা এই যে, সে মুড়োর ডাল খাবার জন্যে কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ করত না।"

সুন্দরবাবু এত ক্রুদ্ধ হ'লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্য্যন্ত বেরুলো না।

জয়ন্ত বল্‌লে, "মাণিক, ঠাট্টা-ঠুট্টি রেখে এখন কাজের কথা শোনো।...এই কাটা মুণ্ডটা আমাদের কাছে কেন পাঠানো হয়েছে?"

মাণিক বল্‌লে, "নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে। খুনীরা আমাদের

গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, কারণ কালো টিউলিপ্ বেশী ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু এ ভাবে চলিলে হারলেমে পৌঁছিতে অনাবশ্যক দেরী হইবার সম্ভাবনা। বক্সটেল তাই পথিমধ্যে এক সহরে গাড়ী দাঁড় করাইয়া একটা কাঠের বাক্স যোগাড় করিল, তার পর তার ভিতরটা শ্যাওলা দিয়া ভাল করিয়া মুড়িয়া তার মধ্যে টিউলিপ্‌টি বসাইয়া লইল। এখন আর ঝাঁকুনিতে ভয় নাই, কোচ্‌ম্যানের চাবুক খাইয়া ঘোড়া দু'টি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।

পর দিন ভোরে বক্সটেল হারলেমে পৌঁছিল। প্রথমেই চুরির সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করিবার জন্য সে পুরানো টব্‌টি ভাঙ্গিয়া টিউলিপ্‌টিকে আর একটা নতুন টবে পুঁতিয়া লইল, তার পর ভাঙ্গা টব্‌টা খালের জলে ফেলিয়া দিল। তার পর সে হারলেমের উদ্যান-সমিতির সভাপতির কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইল যে সে এইমাত্র একটা নিখুঁত কালো রংএর টিউলিপ্ লইয়া হারলেমে পৌঁছিয়াছে। চিঠি পাঠাইয়া, একটা স্বস্তির নিঃশাস ফেলিয়া বক্সটেল সহরের একটা নাম-করা হোটেলে গিয়া বাসা লইল। (ক্রমশঃ)

নৃমুণ্ড-শিকারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কেল্লা মার্ দিয়া!"

এ কী ভয়ানক ভেট!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে আরো পিছিয়ে প'ড়ে একখানা চেয়ারের উপরে তাঁর প্রায়-অবশ বিপুল দেহখানি স্থাপন করলেন। তার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন, "ফ্যান্ খুলে দাও, ফ্যান্ খুলে দাও! হুম্, আমার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে!"

মাণিক বিজলী-পাখা চালিয়ে দিলে, জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাক্সের ভিতরটা আরো ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল।

নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে একজন ইংরেজ খালাসীকেও বলি দিয়েছে, খবরের কাগজে সে-কথাটাও প্রকাশ পেয়েছে যথা সময়ে। জয়ন্ত বুঝ্‌লে, এ হচ্ছে সেই খালাসীটারই কাটা মুণ্ড! কোন ধারালো অস্ত্রের এক কোপে বেচারার মুণ্ডটাকে দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হয়েছে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ দেখে হঠাৎ কাটা-মুণ্ডের মাথার সোনালী চুলের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নিলে। তার পর একটু বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "দেখ্‌ছি, মুণ্ডুটাকে 'স্পিরিটে' ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। চুলগুলো এখনো ভিজে রয়েছে, বাক্সের ভিতর থেকেও 'স্পিরিটে'র গন্ধ বেরুচ্ছে!"

মাণিক বল্‌লে, "তার মানে?"

—"মুণ্ডুটাকে বোধ হয় জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল।"

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "ও বাবা, সে কি? বরফ-টরফ দিয়ে লোকে মাছ-মাংসই টাট্‌কা রাখে জানি, খাবে ব'লে। স্পিরিটের মধ্যে ফেলে এরা কাঁচা মড়ার মাথা টাট্‌কা রাখ্‌তে চেয়েছে কেন? এরা মানুষের মুড়ো খায় নাকি?"

মাণিক বল্‌লে, "হ'তে পারে। আর সেই জন্যেই হয়তো আপনার মুড়োর ওপরে ওদের লোভ প'ড়েছিল।"

সুন্দরবাবু রেগে টং হয়ে বল্‌লেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও, মাণিক?"

—"আমি বল্‌তে চাই, আপনার মুড়োটাও পেলে ওরা হয়তো পচ্‌তে দিত না, স্পিরিটে ভিজিয়ে টাট্‌কা রাখ্‌ত। তার পর কোন্ শুভদিনে হয়তো সুন্দরবাবুর মুড়ো দিয়ে সুন্দর ডাল রেঁধে ফেল্‌ত। তবে দুঃখের কথা এই যে, সে মুড়োর ডাল খাবার জন্যে কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌ত না।"

সুন্দরবাবু এত ক্রুদ্ধ হ'লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্য্যন্ত বেরুলো না।

জয়ন্ত বল্‌লে, "মাণিক, ঠাট্টা-ঠুট্টি রেখে এখন কাজের কথা শোনো।...এই কাটা মুণ্ডুটা আমাদের কাছে কেন পাঠানো হয়েছে?"

মাণিক বল্‌লে, "নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে। খুনীরা আমাদের

চেনে আর ভয় ক'রে, তাই তারা বল্‌তে চায়, আমরা যদি ওদের পথ থেকে স'রে না দাঁড়াই, তা হ'লে আমাদেরও ঐ দশা হবে।"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "বোধ হয় তোমার আন্দাজ ভুল নয়। কিন্তু এখন কতকগুলো কথা ভেবে দেখ। আমরা যে এ মামলা হাতে নেব, কালকের আগে আমরাই তা জানতুম না। সুতরাং এটা বোঝা শক্ত নয় যে, খুনীরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে পরে। কিন্তু পরে, কখন্? কাল রাতে আমরা যে তাদের ধর্‌বার জন্যে কোন ফাঁদ পেতেছি, সে কথা নিশ্চয়ই তারা জান্‌ত না, কারণ জান্‌লে তারা ফাঁদে যে পা দিত না সেটা জোর ক'রেই বলা যায়। আর কাল রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তারা আমাদের চিন্‌তে পারে নি। তা হ'লে তারা কখন্ আমাদের আবিষ্কার করেছে?"

মাণিক একটু ভেবে বল্‌লে, "খুব সম্ভব আজ সকালে।"

—"বেশ, তোমার এই অনুমান ধ'রেই অগ্রসর হওয়া যাক্। ভোর হবার পর আমরা গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করেছিলুম, আধ-ঘণ্টার বেশী নয়। তার পর সেখান থেকে বাসায় ফির্‌তে আমাদের সময় লেগেছে বড়-জোর পনেরো মিনিট।"

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বল্‌লেন, "তোমাদের জ্বালায় আর পারি না জয়ন্ত! এই কি আধঘণ্টা আর পনেরো মিনিটের হিসাব রাখ্‌বার সময়?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "সুন্দরবাবু, আপনি এখন আমাদের কথায় কাণ পাতবেন না—তার বদলে চা, টোষ্ট্ আর এগ্-পোচ্ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকুন।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "ঐ কাটা-মুণ্ডুর সামনে ব'সে আমি খাবার খাব? হুম্, থুঃ, থুঃ!"

—"তা হ'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকুন, কারণ এখন আমরা খুনীদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা কর্‌ছি।"

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্‌লেন, "ছাই কর্‌ছ!"

সে টিপ্পনী কাণে না তুলে জয়ন্ত বল্‌লে, "শোনো মাণিক! দেখা যাচ্ছে, সকাল হবার পর আমরা বাড়ীর বাইরে ছিলুম মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র।

তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে যে, ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কেউ আমাদের দেখেই ছুটে বাসায় গিয়ে, স্পিরিটে চোবানো মড়ার মাথা তুলে নিয়ে, প্যাকিং বাক্সে পু'রে, তাড়াতাড়ি আমাদের ফের্‌বার আগেই এখানে রেখে পালিয়ে গিয়েছে।"

মাণিক উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "সাবাস্ জয়ন্ত, সাবাস্! তুমি তো বল্‌তে চাও, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে-লোক এতগুলো কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী থেকে দূরে বাস করে না?"

—"ঠিক তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আড্ডা গঙ্গা কি খালের ধার থেকে খুব কাছেই। দেখ্‌ছ মাণিক, আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কতটা ছোট্ট হয়ে পড়্‌ল? সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "হুম্, কিছুই না। তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে আমি হতভম্ব হয়েছি! এত সহজে এত বড় আবিষ্কার! আশ্চর্য্য!"

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানী বার ক'রে নস্য নিতে নিতে বল্‌লে, "এখন কথা হচ্ছে, খাল আর গঙ্গার আশেপাশে বড় কম রাস্তা আর বাড়ী নেই। কোন্ রাস্তায় আর কোন্ বাড়ীতে গেলে আমরা খুনীদের আড্ডা খুঁজে বার কর্‌তে পারব?"

সুন্দরবাবু আবার হতাশ হয়ে প'ড়ে বল্‌লেন, "হুম্, ওটা খুঁজে বার করা অসম্ভব।"

জয়ন্ত প্যাকিং বাক্সের দিকে অল্পক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল। তার পর চুল ধ'রে মুণ্ডটাকে টেনে তু'লে বল্‌লে, "প্যাক্ করার সময়ে মুণ্ডটার চারপাশে দেখ্‌ছি কতকগুলো খবরের কাগজ পূরে দেওয়া হয়েছে। মাণিক, কাগজগুলো বের ক'রে ফেল তো!"

মাণিক কাগজগুলো টেনে নিয়ে বল্‌লে, "তিন দিনের তিনখানা 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্'।"

জয়ন্ত মুণ্ডটাকে আবার বাক্সের ভিতরে রেখে বল্‌লে, "হুঁ। অতএব ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, খুনীদের দলের কেউ নিয়মিত ভাবে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' পড়ে। তা হ'লে আমরা কোন মূর্খ সাধারণ অপরাধীর পাল্লায় পড়ি নি—তার পেটে

অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ইংরেজী বিদ্যা আছে! হয়তো সে 'ষ্টেট্স্‌ম্যানে'র বাঁধা গ্রাহক।"—বল্‌তে বল্‌তে সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্‌লেন, "জয়ন্ত অমন হঠাৎ ছুটে পাগলের মত কোথায় গেল হে?"

মা িক বল্‌লে, "বোধ হয় আপনার জন্যে চা আর খাবার আন্‌তে।"

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন, "যে-হাতে সে কাটা-মুণ্ড ছুঁয়েছে, সেই হাতে আমার খাবার আন্‌বে? আমি কখ্‌খনো খাব না!"

—"খাবেন না কি, খেতেই হবে!"

—"খেতেই হবে? ইস্, জোর নাকি? ওর ছোঁয়া খাবার যদি খাই, তা হ'লে আমি তো অনায়াসেই মড়ার মাংসও খেতে পারি? হুম্, জয়ন্তকে মানা ক'রে দাও, আমার এখনি গা বমি-বমি কর্‌ছে! হুম্, ওয়াক্—ওয়াক্!"

মাণিক বহু কষ্টে সুন্দরবাবুকে শান্ত ক'রে বল্‌লে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ আর আপনাকে খেতে অনুরোধ কর্‌ব না—আপনার গা বমি-বমি থামিয়ে ফেলুন।"

—"তা যেন থামালুম, কিন্তু আজ আমি এখুনি বিদায় হ'তে চাই।"

—"না না, আর একটু বসুন—জয়ন্ত আগে ফিরে আসুক্!"

মিনিট-পনেরো পরে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত ফিরে এসে বল্‌লে, "আমি 'ষ্টেট্স্‌ম্যান্' আপিসের বিশেষ এক বন্ধুকে 'ফোন্' কর্‌তে গিয়েছিলুম।"

—"কেন?"

—"আমি জানি, এ-অঞ্চলের খুব কম বাঙালীই 'ষ্টেট্স্‌ম্যানে'র বাঁধা গ্রাহক। সুতরাং গঙ্গা আর খালের সঙ্গম-স্থলের কাছাকাছি রাস্তাগুলোর মধ্যে 'ষ্টেট্স্‌ম্যানে'র কোন্ কোন্ নিয়মিত গ্রাহক আছেন, 'ফোনে' সেই খবর জান্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম।"

—"কি জান্‌তে পার্‌লে?"

—"কয়েকজন গ্রাহকের নাম আর ঠিকানা জান্‌তে পেরেছি।"

—"তার পর?"

—"একজনের কিছু সন্ধান নিতে হবে। তাঁর নাম সত্যচরণ চৌধুরী, তিনি ১৫নং বিষ্ণুবাবুর লেনে * থাকেন। বিষ্ণুবাবুর লেন্ থেকে গঙ্গার ধারে যেতে বা আমার বাড়ীতে আস্‌তে মিনিট কয়েকের বেশী লাগে না।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে কারুর উপরে সন্দেহ করা ঠিক নয়।"

—"সুন্দরবাবু, আপনি কি এরি মধ্যে ভুলে গেলেন যে, রাম-দা'র বাঁটের ওপরে S হরপ ক্ষোদা আছে? কে বল্‌তে পারে ওটা সত্যচরণ চৌধুরীর নামের আদ্য অক্ষর নয়?"

সুন্দরবাবু লাফ মেরে ব'লে উঠ্‌লেন, "ঠিক, ঠিক! হুম্।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "সেই রক্তাক্ত রুমালের কোণে ছিল I. B. B. এই তিনটে অক্ষর। সুন্দরবাবু, আপনি এখন S-কে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে থানায় গিয়ে খবর নিন, রুমালের ধোপার মার্কার কোন কিনারা হ'ল কিনা?"

* * *

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় জয়ন্তের ফোন্ টুং-টাং ক'রে উঠ্‌ল।

মাণিকের তবলার সঙ্গতের সঙ্গে জয়ন্ত তখন তার নিয়মিত বাঁশীর সাধনায় নিযুক্ত ছিল। সে তাড়াতাড়ি বাঁশী ফেলে ফোন্ ধর্‌লে।

—"হ্যালো!"

—"আমি, হুম্!"

—"কি ব্যাপার, সুন্দরবাবু?"

—"বিষম ব্যাপার! ধোপার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলেরই ধোপা! তার সঙ্গে গিয়ে যার রুমাল তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার নাম ইন্দুভূষণ ব্যানার্জ্জি। সে সওদাগরি আপিসে কেরাণীগিরি করে!"

—"তার বাড়ীর ঠিকানা কি?"

—"১৫-A নং বিষ্ণুবাবুর লেন্। তোমার সত্যচরণ চৌধুরীর বাড়ীর গায়েই তার বাড়ী।"

* নামটি কল্পিত

—"কিন্তু আপনি কি সত্য চৌধুরীর বাড়ীতেও কোন খোঁজ নিয়েছেন?"

—"না। বল তো, এখুনি নি।"

—"আপনাকে সে-সব কিছুই করতে হবে না। খোঁজ যা নেবার, আমিই নিয়েছি। আপনি বরং ইন্দুভূষণকে নিয়ে আমার এখানে আসুন।"

—"হুম্, এখনি যাচ্ছি। জয়ন্ত, আমার প্রাণটা ভারি খুসী হ'য়ে উঠেছে—কেল্লা মার্ দিয়া!" (ক্রমশঃ)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর শেষের দিকে দেখ]

১। এখানে যে ছবি দেওয়া হইল বল ত কার বা কিসের? ইনি বা ইহা কি জন্য বিখ্যাত?

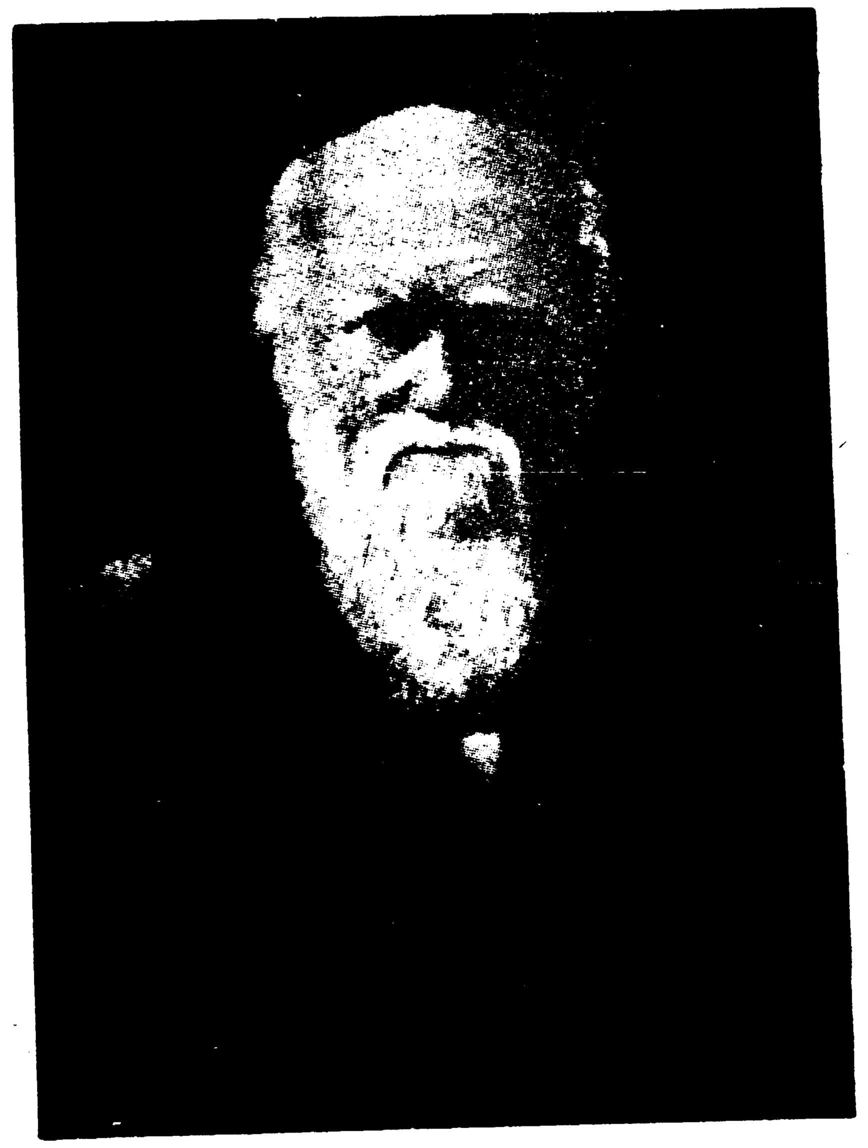

১নং

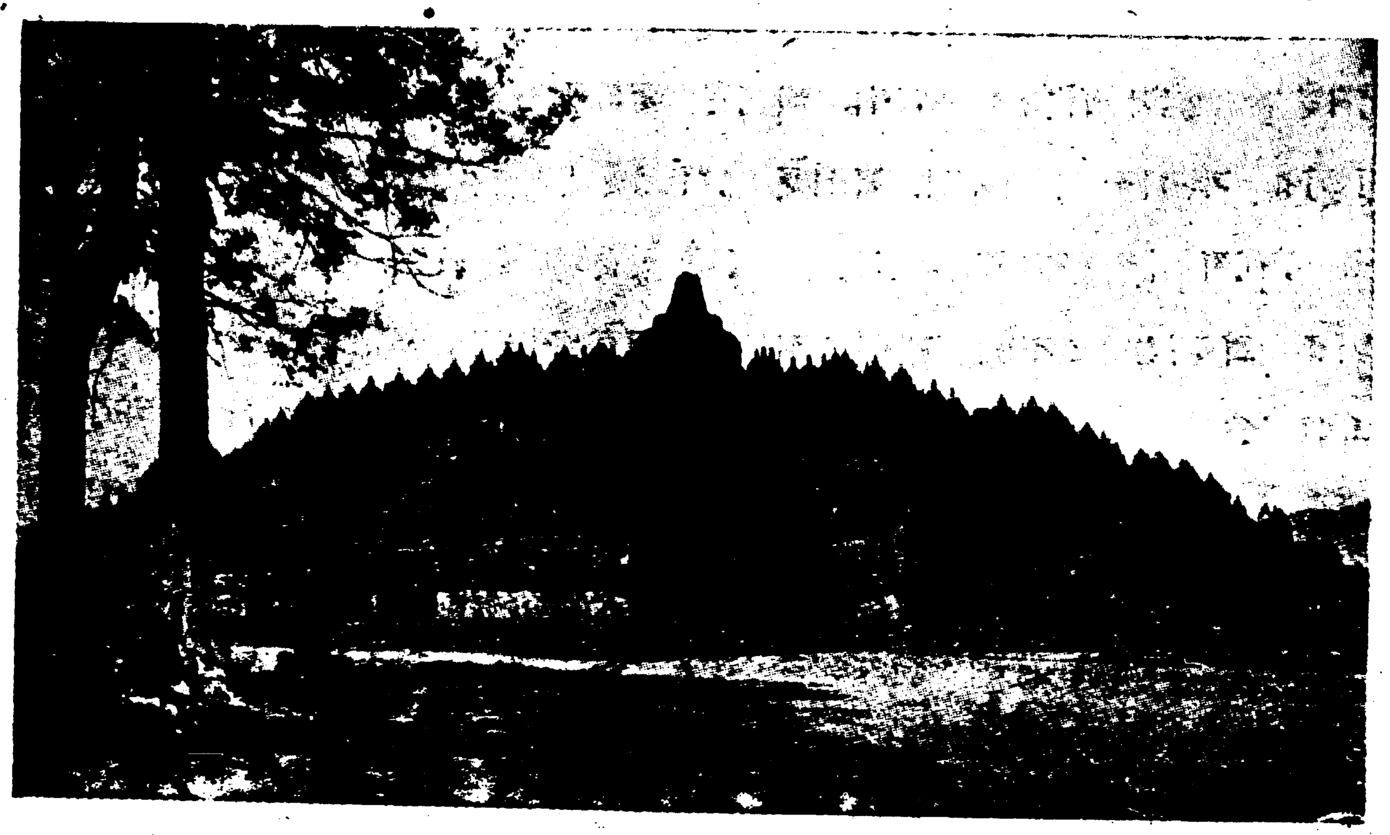

২নং

২। ভারতবর্ষে নূতন শাসন প্রণালী চালু হবার পর একজন স্ত্রীলোক মন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন। বল ত কে? তাঁহার পিতার ও ভ্রাতার নাম কি?

৩। একজন ইংরেজ জাতীয় নৃপতির উপাধি রাজা। বল দেখি তিনি কোথায় রাজত্ব করেন এবং তাঁহার নাম কি?

খোলা চিঠি

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি)

রামধনুর পাঠক-পাঠিকা - আমার ছোট আদরের ভাই বোন সব,

আমি এত দিন শুধু তোমাদের জন্য গল্পই লিখে আস্‌ছি—কিন্তু আজ লিখ্‌তে বসেছি চিঠি। আমি এত দিন আমার গল্পের ভিতর সমানে ছড়িয়ে দিয়েছি হাসির আবীর—যেন তোমাদের মুখ তা'তে লাল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আজ কিন্তু এ চিঠির মধ্যে 'হাসির' কোন ছোঁয়াচই পাবে না—পাবে কতকগুলি কথা—যা শুধু কান্নায় ভেজা।

আজ হয়ত এ চিঠি না লিখ্‌তে হ'লেই ভাল হোতো—তবুও ভাই, না লিখে উপায় নেই। দুঃসংবাদের পাখা আছে জানি—তাই এ কথাও জানি, মনোরঞ্জন বাবুর মৃত্যুর সংবাদ তোমরা সবাই পেয়েছ। বিলেত থেকে একটা হাওয়া আমাদের দেশে কিছুকাল এসেছে—যে হাওয়ার গুণে আমরা, কেউ মারা গেলে. তখন করি প্রকাণ্ড একটা সভা আর সেই সভায় গলা ফাটিয়ে তার জন্য শোক করি—এবং শোক যে করলাম সেটাও খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে বা'র করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু ঘরের কোণে ব'সে কতখানি শোকে কার যে কত চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে তা সংসার জান্‌তে পারে না। শোক যেখানে যত গভীর—ব্যথা যেখানে যত নিবিড়—প্রকাশ সেখানে তত অল্প। তবে করুণ অস্ফুট কাতর ধ্বনি কি একটুও শোনা যায় না? যায়—আর সেই কাতর ধ্বনি শুন্‌লেই বুকটা ব্যথায় গুমরে ওঠে। তাই ত গত মাসের রামধনুতে তোমাদের কচি বুকের সত্যিকারের ব্যথা যখন দেখ্‌তে পেলাম কালীর অক্ষরে ছাপা—তখন সত্যিই চোখের জল রাখ্‌তে পারিনি।······প্রথমে পরিচালকদের মধ্যে আমাকে একজন বলেছিলেন—"রবি বাবু, আপনি কিছু লিখুন মনোরঞ্জন বাবুর সম্বন্ধে।" প্রথমটায় রাজি হয়েছিলাম—কিন্তু শেষে মন বস্‌ল বেঁকে—ঘটা ক'রে 'শোকের কথা' লিখ্‌তে চাইলে না কিছুতেই; তারপর বিধি সাধ্‌লে বাদ—ক্লাসে ছেলেদের 'বিজ্ঞান' পড়া'তে গিয়ে দারুণ ভাবে পুড়্‌ল হাত—একটী মাস আমার হাতটী—এবং ডা'ন হাতটীই—রইল বাঁধা। মন বোধ হয় খুসী হোলো এই ভেবে যে হাত বোধ হয় আর বিদ্রোহ কর্‌তে পার্‌বে না।

যিনি মনোরঞ্জন বাবুর অতি অন্তরঙ্গ এমনি একজন কারো কিছু লেখা উচিত তাঁর সম্বন্ধে; শোক করার উদ্দেশ্যে নয়—মনোরঞ্জন বাবুর সম্বন্ধে তোমাদের শুধু কিছু পরিচয় দেবার জন্য। সে কার্য্যভার দেখ্‌লাম নিয়েছেন মাননীয় হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—যিনি ছিলেন মনোরঞ্জন বাবুর সহকর্ম্মী—এবং মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন যাঁর দক্ষিণ হস্ত। আমি যে আজ এ চিঠি লিখ্‌তে বসেছি তার কারণ কি এইবার সেই কথাই বল্‌ব।

তোমরা হারিয়েছ তোমাদের সম্পাদক—আমি হারিয়েছি আমার বন্ধু।

ব্যথা কার বেশী. কে জানে! তবে এটা ঠিক আজ তোমাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক—তোমাদের যে এতখানি প্রিয় হয়ে উঠেছি আমি আমার লেখার দিক দিয়ে—সে সমস্তই আমার বন্ধু মনোরঞ্জন বাবুর জন্য। আগে লিখ্‌তাম বড়দের জন্য গল্প—মনোরঞ্জন বাবুই আমাকে জোর ক'রে শিশু সাহিত্য, ক্ষেত্রে টেনে আনেন! আমার আজ যা কিছু প্রতিষ্ঠা শিশু সাহিত্যে, সে শুধু তাঁরই জন্য। আজ এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি তোমাদের মাঝে যে বড়দের লেখা লিখ্‌তে প্রায় ভুলেই গেছি। মনোরঞ্জন বাবুর পরিচয় তোমরা পেয়েছ হরিসাধন বাবুর গত মাসের লেখাতে। একথা সত্যি তাঁর গুণের আর অন্ত ছিল না—তবুও পরিচয় তার দিয়ে শেষ করা যায় না শত শত পাতা লিখ্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে। হরিসাধন বাবুর প্রত্যেকটী কথা কতখানি সত্যি তা আমি জানি। কিন্তু তাঁর অন্তর যে কত বড় ছিল সে কথা ত, ভাই, লিখে জানান যায় না,—ব'লে বোঝান যায় না,—শুধু বোঝা যায় অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে, যে সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আর, তা ছাড়া সংসারে এমন লোক কেউ কেউ থাকে যারা অতি বড় মানুষ অথচ সামান্য মানুষের মধ্যেই তাদের জীবন কাটিয়ে দিয়ে চলে যায়—জগতে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে না। বড় নাম করা লোকের মাতৃভক্তির কথাই লোকে শোনে—জানে, কিন্তু তোমার আমার মত এমন লোক কত আছে যাদের মায়ের প্রতি ভক্তি-ভালবাসার কাছে তাঁদের মায়ের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা হয়ত ঠিক সূর্য্যের কাছে প্রদীপের মতই অনুজ্জ্বল! কিন্তু সে সব লোককে কেউ জানেও না। এমনিই সংসারের নিয়ম। তোমরা তোমাদের রচনার বইএর Life of any great manএর যে সব গ্রন্থাবলীর কথা পড় মনোরঞ্জন বাবুর সেই সব great menএর অনেকের মতই গুণাবলী এবং বড় অন্তর ছিল।

সে কথা যাক্—মনোরঞ্জন বাবুর বিষয় তোমরা অন্য কিছু জান বা না জান—এইটুকু শুধু জেনে রেখ যে তিনি তোমাদের সত্যিকারের ভাল বাস্‌তেন মন প্রাণ দিয়ে। "সত্যিকারের" এই কারণে বল্‌ছি যে তিনি চাইতেন আগে তোমাদের ভাল কর্‌তে—তারপর তোমাদের খুসী কর্‌তে। এইটেই সত্যকারের

ভালবাসার লক্ষণ। ছোট বেলায় মা-বাপকে মনে হয় মহা শত্রু—মাষ্টার মশায়দেরও। কারণ তাঁরা অনেক কিছুই বারণ করেন—অনেক কিছুতেই বাধা দেন। পেটের অসুখ কর্‌লে মা যখন সাগু বা বার্লির বাটী এনে সামনে ধরেন তখন মনে হয় 'মা' বুঝি পরম শত্রু, কিন্তু যদি সেই সময় কেউ লুকিয়ে দুটো 'চীনা বাদাম' পকেটে গুঁজে দিয়ে যায়, তখন মনে হয় এর চেয়ে বুঝি 'বন্ধু' আর আমার জগতে কেউ নেই। বড় হ'লে এ ভুল যায় কেটে—তখন বোঝা যায় 'মিত্র' কে সত্যিকারের।

মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন তোমাদের বাপ-মায়ের মতই শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমরা পাছে কখনও একটী কথাও ভুল না শেখ সে জন্য ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি—হরিসাধন বাবু এ কথা লিখেছেন। আমিও জানি ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা। একদিন তোমাদের রামধনুতে 'বীটোফেন' সম্বন্ধে কি লিখ্‌তে গিয়ে তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বাধ্‌ল ওঁর সামান্য একটু খট্‌কা। ওঃ! নির্ভুল খবরটী পাওয়ার জন্য সে কি ঘোরাটাই ঘুর্‌লেন ভদ্রলোক (অবশ্য আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরালেন সমানে) এবং শেষ পর্য্যন্ত মহাপণ্ডিত, রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্র নারায়ণের কাছে গিয়ে তবে সিদ্ধান্ত হ'ল কোথা তাঁর জন্মস্থান।……বাড়ী ফির্‌লাম—রাত তখন দশটা প্রায়।

তারপর ছিল 'প্রুফ্‌' দেখা;—কখনও যেন একটী বানানের ভুল না থাকে সে দিকে ছিল অসীম সাবধানতা। ছেলেদের কাগজে ভুল থাক্‌লে হয়ত ভুলটাকেই তারা ঠিক মনে করে নেবে—এই ভয় ছিল তাঁর ভীষণ।

সব চেয়ে ছিল ভূতের গল্পের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ—এই বিষয়ে তিনি পেয়েছিলেন আমার আন্তরিক সহানুভূতি। এই ভূতের গল্পের বিষয়ে বিরুদ্ধ মত ছিল ব'লেই বল্‌ছি তিনি তোমাদের সত্যকারের ভালবাস্‌তেন। তোমাদের 'ভাল' না ক'রে খুসী করাই যদি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে ভূতের গল্প দিয়েই "রামধনু" ভরিয়ে দিতে পার্‌তেন। এ কথা তিনি জান্‌তেন যে ছেলেমেয়েরা 'ভূতের গল্প' পড়্‌তে পেলে মহা খুসী হয়—কিন্তু খুসী হওয়াটাই ত সব নয়—সঙ্গে সঙ্গে মহা অপকারটীও যে হয়! বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের আমরা

ছোটবেলা থেকেই 'জুজু' আর ভূতের ভয় দেখিয়ে করে তুলি ভীরুর চূড়ান্ত, তার উপর যত সব 'বাজে' ভূতুড়ে গল্প পড়ে ছেলেরা হয়ে পড়ে ভীরুর রাজা। বড় হয়ে হয়ত বুঝতে পারে সব আজগুবি—কিন্তু রক্তের সঙ্গে যে ভয়ের ঐ বীজাণু মিশে যায় সে আর ছাড়তে চায় না। খুসী করা যায় না অন্য গল্প লিখে? ভাল হাসির গল্প—য়্যাডভেঞ্চারের গল্প—করুণ রসের গল্প, বিদেশী গল্পের অনুবাদ, রূপকথা, জন্তুজানোয়ারের গল্প, লেখা যায় না? মনোরঞ্জন বাবুর সেইজন্য ছিল রাগ যত সস্তা দামের 'ট্র্যাস্‌' ভয়-দেখান ভূতের গল্পের উপর। তাতে হয়ত লেখকদের উপকার হ'তে পারে—কিন্তু ছেলেমেয়েদের হয় তা'তে মহা অপকার।

বড় যখন হ'বে তখন বুঝবে—ব্যবসায় বা কাগজ চালানর দিকে শুধু লক্ষ্য থাক্‌লে তিনি ভূতের গল্পের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযান কর্‌তেন না—বরং তা দিয়েই "রামধনু" ভরিয়ে ফেল্‌তে পারতেন। তোমাদের যাঁরা অভিভাবক তাঁরা হয়ত এ কথা বুঝ্‌বেন।

যিনি তোমাদের এত ভালবাস্‌তেন—এত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন—তোমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল রামধনুর মধ্যে দিয়ে। আজ তিনি নেই—আছে তাঁর অতি আদরের "রামধনু"। আজ আমার এই চিঠি লিখ্‌তে বসার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমাদের আমার আন্তরিক অনুরোধ, একেবারে আমার নিজস্ব অনুরোধ জানাতে যে তাঁর এত প্রিয় 'রামধনু'র রং যেন মিলিয়ে না যায় তাঁর অভাবে। যাকে ভালবাসা যায় সে যখন হঠাৎ কালের ডাকে এ সংসার থেকে বিদায় নেয় তখন মানুষ চেষ্টা করে চায়—সেই ভালবাসার লোকটীর যা ভালবাসার জিনিষ ছিল তাকেই সাদরে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। আমিও তাই চাই যে তোমাদের কাছে "রামধনু"র আদর যেন কোনও দিন একটুও না কমে।

আমরা, যারা তোমাদের জন্য গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখে আস্‌ছি এত দিন, আমরা লিখে যাব তোমাদের জন্য, তোমাদের ছোটদের জন্য, তার পর যা'রা জন্মাবে তা'দের জন্য। আমি, এবং আরো অনেকে—যাঁদের তোমরা ভালবাস এবং যাঁরা তোমাদের ভালবাসেন—বিশেষতঃ যাঁরা মনোরঞ্জন বাবুকে ভালবাসতেন তাঁরা চেষ্টা কর্‌বেন তাঁদের তূলি দিয়ে "রামধনু"র রং সমানভাবেই উজ্জ্বল

রাখ্তে—কেবল যাদের মনের আকাশে সে রং ফুটে উঠ্বে সেই আদরের
তোমরা—"রামধনু"র পাঠক-পাঠিকারা—ঠিক থাক্লেই হ'ল। আজ মনোরঞ্জন
বাবুর বাড়ীতে বিপদের ঘন আঁধার আস্তে আস্তে কমে আস্ছে—তবুও এখনও
পরিষ্কার হ'তে দেরী। তোমাদের প্রিয় ক্ষিতীন বাবুর অসুখ সেরেছে তবে
তিনি এখনও সারেন নি। কাজেই যে 'রামধনু' প্রত্যেক মাসের ১লা বা'র
হ'য়ে অস্‌ছে—বুকষ্টলে যে রামধনুর আবির্ভাব দেখ্লেই বোঝা যেত যে
আজকে 'মাসের পয়লা', সেই রামধনু হয়ত এখন দু'-এক মাস একটু বা'র হ'তে
দেরী হচ্ছে—কিন্তু তোমরা যা'রা রামধনুকে ভালবাস তারা নিশ্চয় কিছু মনে
কর্‌বে না এ ত্রুটীর জন্য। ক্ষিতীন বাবু ভাল হ'লে আবার তেমনি বেরুবে 'রামধনু'
যেমন বেরুচ্ছিল এতদিন। আজ চলি চিঠি শেষ ক'রে। পরে লিখ্‌ব তোমাদের জন্য
গল্প—কেমন আমার আদরের ভাই বোনেরা ?

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

উৎসর্গ

(শ্রীসুকৃতি মৈত্র)

রামধনুতে লিখ্‌ব ব'লে
আজ এসেছি ভাই,
সাতটী রঙে লেখনী মোর
রঙিয়ে দিতে চাই।

জানি না ত' প্রথম হাতে
দেব যাহা অঞ্জলিতে,
ফুটবে কিনা প্রাণের পরশ
গভীর হয়ে তাই,
সাতটী রঙে পরে পরে
রঙিন্ হয়ে ভাই !

রামধনুরই আলোর ছোঁয়া
লেগেছে মোর বুকে ;
তাই ত' আমি এলাম নামি
না জানি কোন্ সুখে !
সহায় যদি হন্ ভগবান্,
রঙের ধারায় মাতা'ব প্রাণ,
আমার মনের ফুলগুলি সব
উঠ্‌বে ফুটে ভাই ;
রামধনুরই রঙের মাঝে
মিলিয়ে দিতে চাই।

ছোট্-দা

(কুমারী শোভা দেবী)

ছোট্দা, তুমি আমার বুঝি ছোট্দা তুমি ভাই ?
তবে কেন তোমার সাথে কোথাও মিল নাই ?
তুমি দেখ বড় কত—কেমন তোমার নাম,
স্কুলের নামও কেমনতর,—সাউথ-সুবার্ব্বান !

পড়ি আমি পাঠশালাতে, হাত-দেড়েকও নই,
ছনিয়ায় কি নাম ছিল না "সৃষ্টিধর" টা বই ?
ছোট্‌দা, তোমার নামটী কেমন, মিষ্টি কেমন ঢং,
কেমন তোমার উজ্জল বরণ, কাঁচা রোদের রং !
বাড়ীর লোকে সবাই তোমায় ছোট্‌দা বলে ডাকে,
'সৃষ্টি' ছেড়ে ছোট্‌দা হ'তে মন যে আমার লাগে।
নীল আকাশে মেঘ জমেছে—রংএর সীমা নাই,
মেঘের কোলে মেঘ হয়ে যে মিলিয়ে যেতে চাই।
আকাশ বরণ মাঠের কোলে কাশ উঠেছে ছলে,
হিয়া আমার নেচে উঠে তারি তালে তালে।
আঁকা বাঁকা, সুনীল, গভীর ছুটছে ভাগীরথী,
লুটিয়ে পড়ে বিশ্বমাঝে, হব কি তার সাথী ?
শান্ত উষায় ফুল-কুঁড়িরা হাতছানিতে ডাকে,
মাতিয়ে দিতে তাদের সন্ত-প্রাতের সভাটাকে।
এদের ডাকও কিন্তু আমি ভুলে যেতে চাই—
ছোট্‌দা সাথে ছোট্‌দা হয়ে মিশিয়ে যদি যাই।

কথা-কণা

(শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস)

আশা ত্যাগ ক'র নাক', বুক বেঁধে আজ
অলসতা ত্যাগ ক'রে কর নিজ কাজ।
চেষ্টা কর শুধু কাজে সুফল লভিতে,
স্বরগ আসিবে নামি এই পৃথিবীতে।*

* ইংরাজী কবিতার ভাবাবলম্বনে

স্বর্গীয় "রামধনু" সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতির
প্রতি আমার

ভক্তি-অর্ঘ্য

(শ্রীশচীকান্ত রায়)

হঠাৎ কেন প্রলয়-বন্যা ডাকলো রে আজ সাগর-জলে,
উঠ্‌লো যে রোল চৌদিকে হায়—ডুব্‌লো রবি অস্তাচলে !
পূর্ণ-চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ কালো মেঘের পড়লো ছায়ে,
আঁধার হ'লো আকাশ ভুবন—করুণ ধ্বনি বইলো বায়ে।
আকাশ পটের কোটী তারায় একটী বুঝি অভাব ছিল,
তাই গোপনে বঙ্গ-মায়ের কণ্ঠমণি হ'রে নিল।
এক ভুবনে কান্না কেবল, আর ভুবনে শাঁখের ধ্বনি,
কূল দিয়ে কূল রাখছে যেন উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী।
চাইতো যারে শিশু-যুবা জ্ঞানের আলোক পাবার তরে,
লিখ্‌বে নাকি কিছুই তারা—তাঁহার স্মৃতি লক্ষ্য করে ?
তোমার তরে কর্‌বো যে দান, আমার যে দেব ! আর কিছু নাই,
নয়ন-জলে অর্ঘ্য দেবো, চরণ-তলে দাও যদি ঠাঁই।

সম্পাদকের মন্তব্য

"খোলা চিঠি"র লেখক আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা এখনও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের অকালবিয়োগে দুঃখ ও সমবেদনাসূচক পত্রাদি পাইতেছি। যাঁহারা এইরূপ পত্রাদি লিখিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ছোটদের চিত্রশালা

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন, বোম্বাই

(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীসুনীলকুমার গোস্বামী, খগোল, দানাপুর)

"অদূরে শোভিছে ঐ
তালীবন বীথি।"

(আলোকচিত্রগ্রহিত্রী—শ্রীরেণুকণা কুমার, পূর্ণিয়া)

সহজ হিসাব

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

যান বাজারে প্রতিদিনই শ্রীমান্ ধুরন্ধর,
কেনাকাটির আগেই তিনি ক'রে ফেলেন দর।
"কত'য় দেবে? বাপ রে বাপ—তৈরী সোনার নাকি?
বাল্‌তি কত? ছ' আনা দাম? দাও ওটাকে রাখি!
নিচ্ছি দুটো - দামটা কিছু কমিয়ে বল ওহে—"
এমনতর অনেক কথা ওঠেন তিনি ক'হে।
"কর্ত্তা ওহে, শুন্‌ছ, ওহে, দু'টো কতয় দেবে?
দাম বল না? তুমিই বল দশটি আনা নেবে?
"আচ্ছা যদি একটা নেই দেবে 'কত'য় শুনি?
ছ'আনা চাই একটাতেই? দাঁড়াও দেখি গুণি!
দু'টোয় মিলে দশটি আনা—ওইটা আনা ছয়—
অপরটা যে চারটি আনা শুভঙ্করী কয়!
আচ্ছা দাও চার আনাতে বালতি ওটি মোরে,
কাঁদ্‌ছ কেন? বল আমায়,--পা দু'টি মোর ধরে?"

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

১। ১নং—চার্ল্‌স্ ডারউইন। ইনি সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার মত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে খুব আদর লাভ করিয়াছে। ইঁহার মতে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষ জাতীয় ছিল।

২নং—জাভা দ্বীপের বরবুদুরের মন্দির। ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের একটী সুন্দর ও বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। ধ্যানী বুদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য মূর্ত্তিও আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। জাভা

বা যবদ্বীপে যে এক সময়ে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিশেষ প্রভাব ছিল এই মন্দির ও অন্যান্য মন্দির তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

২। যুক্তপ্রদেশে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন। ইঁহার পিতা ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু, ভ্রাতা পণ্ডিত জওয়াহারলাল নেহ্‌রু।

৩। বোর্ণিও দ্বীপের অন্তর্গত সারাওয়াক নামক স্থানে একজন ইংরেজ রাজত্ব করেন। তাঁহার উপাধি রাজা, নাম স্যর্ চার্লস্ ভাইনার ব্রুক্। ('অনুসন্ধানী' ৩০৬ পৃষ্ঠায় ইঁহার উল্লেখ আছে।)

সন্দেশ

আমরা গতবার বাংলার লাট লর্ড ব্র্যাবোর্ণের মৃত্যুসংবাদ রামধনুর পাঠক-গণকে দিয়াছি। তাঁহার পত্নী লেডী ব্র্যাবোর্ণ এ দেশে থাকিয়া আর কি করিবেন?—গত ৪ঠা মার্চ্চ (২০শে ফাল্গুন) তারিখে বোম্বাই হইতে বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছেন। যাওয়ার সময় বোম্বাই-এর লাট ও তাঁহার পত্নী জাহাজে গিয়া তাঁহার সহিত অনেক আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন।

*　　*　　*

স্থানে স্থানে যে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইতেছে তাহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উভয় পক্ষের ভাল লোকদের উচিত এই সকল বিষয় আপোষে মিটাইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে সকলকে রাখা। কাশী, কাণপুর ইত্যাদি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই এই সকল দাঙ্গায় লোক বেশী মারা যায়। ছোরা মারা. লুট-পাট, ঘরে আগুন দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার বড় বেশী হইতেছে। সম্প্রতি কাশীতে রাধাকৃষ্ণ শেঠ নামে একটী স্কুলের ছাত্র দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। পুলিস আবশ্যক বুঝিলেই গুলি চালাইতেছে, দেশের কি লজ্জার কথা!

*　　*　　*

স্পেন দেশে ত সেনাপতি ফ্রাঙ্কোরই জয় হইল। সমস্ত স্পেন ইঁহার হাতে আসিতে আর বেশী বিলম্ব নাই মনে হয়। গণতন্ত্রের দল ইঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ইটালী ও জার্ম্মানীর

সাহায্য পাইয়াই ফ্রাঙ্কোর এই সাফল্য। জার্ম্মানীর হের হিট্‌লার ও ইটালীর মুসোলিনী ক্রমেই বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছেন।

*　　*　　*

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্ সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন আর সভাপতি হইয়াছিলেন প্রাথমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত বিশেষ কর্ম্মচারী আব্দুল হাকিম সাহেব সভায় প্রাথমিক শিক্ষার দুর্দ্দশা ও শিক্ষকগণের দুরবস্থা বিষয়ে বক্তারা অনেক কিছু বলিয়াছিলেন।

*　　*　　*

রাজকোট রাজ্যের ঠাকুর সাহেবের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত করিয়াছিলেন। বড় লাট সাহেবের মধ্যস্থতায় তিনি এই ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। ভারতের ফিডারাল্ কোর্টের বড় জজ সাহেব রাজা ও প্রজার মধ্যে শেষ মীমাংসা করিবেন স্থির হইয়াছে। মহাত্মা বড় লাট সাহেবের আহ্বানে তাঁহার সহিত নয়া দিল্লীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে অনেক অলোচনা হইয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

পূর্ব্বে জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করিয়াছিল, পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটার অনেক জার্ম্মান বাস করে বলিয়া সে অংশটাকেও নিজেদের পেটের মধ্যে নিয়াছিল। এ বার চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া মোরেভিয়া ও বহিমিয়াকেও কুক্ষিগত করিয়াছে অর্থাৎ আশ্রিত রাষ্ট্র করিয়া নিয়াছে। রাজধানী প্রাগ্ এখন জর্ম্মানীর হুকুমে চলে। মেমেল্ও বাদ যায় নাই। বিনা রক্তপাতে জার্ম্মানেরা কার্য্যটা সমাধা করিয়া লইয়াছে। হিট্‌লারের বাহাদুরী বটে!

*　　*　　*

শিম্পাঞ্জীর আস্তানা :—আমেরিকায় ফ্লরিডার অন্তর্গত অরেঞ্জ উপবনে শিম্পাজী জাতীয় বনমানুষের এক আস্তানা খোলা হইয়াছে। এখানে বহু শিম্পাঞ্জী আনিয়া পোষা হইতেছে। শিশুকাল হইতে তাহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে। কেমন করিয়া শিম্পাঞ্জী ক্রমে মানুষে পরিণত হইল সে বিষয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব সাহেবেরা অবশ্যই আবিষ্কার করিবেন। এখানে শিম্পাঞ্জীর বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে, ব্যারামাদির পরীক্ষা হইতেছে, মানুষের সহিত মিতালি করাইবার চেষ্টা হইতেছে, আরও কত কি হইতেছে!

*　　*　　*

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলন :—সম্প্রতি

ভবানীপুরে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। অনেক নাম করা ডাক্তার ও কবিরাজ মিলিয়া এই সম্মেলনকে সফল করার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য খারাপ কেন, কিসে তাহার উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখন কাজে কিছু হয়, বাঙ্গালী সবল হইয়া সুস্থ শরীরে, কেবল লেখক নয়, কর্ম্মক্ষম হয় ও বীরজাতির শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে, আশা করি সম্মেলনের পরও বক্তা ও শ্রোতারা সে দিকে মন দিবেন।

* * *

হকি খেলায় নারী :—এবার বাংলার মেয়ে হকিদল মাদ্রাজের দলকে হারাইয়া দিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ্ নিয়াছে। প্রথমে বোম্বাই'র দল হারে, পরে মাদ্রাজী দল। ইহাতে কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালীর কৃতিত্ব নাই—মেম্‌সাহেবে মেম্‌সাহেবে খেলা। তবু নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। নামটা ত হইয়াছে বাংলার !

* * *

কৃত্তিবাসের স্মৃতি সভা :—কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণ আমরা বর্ত্তমানে যে আকারে পাই ঠিক সে আকারে তিনি লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার রামায়ণই বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে রামায়ণী কথা ছড়াইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান ছিল নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। এখানে গত ফাল্গুন মাসে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে এক সভা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সভা আরও কত বৎসর হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন ইহাতে লোক জমে কম। বাঙ্গালী কবে তাহার এই নিজস্ব কবির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইবে ?

* * *

ফিলিপ্পাইন দ্বীপপুঞ্জে এসিয়ার অন্যান্য দেশের লোকের অবাধ প্রবেশের অধিকার নাই। কতকগুলি বিধি নিষেধের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ফলে ভারতবর্ষের ও চীনের লোকদিগকে অনেক সময়ে খুব অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই বিধিনিষেধগুলি পরিবর্ত্তিত করার প্রয়োজন হইয়াছে। ফিলিপ্পাইনের প্রেসিডেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

* * *

প্রভাতী টেক্সটাইল্ মিল্‌স্ :—কলিকাতা হইতে কিছু দূরে পানিহাটীতে এই মিলের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে। এ দেশে বিদেশ হইতে বহু কৃত্রিম রেশমের কাপড় আসে। এ দেশে এমন কোন মিল্ নাই যাহাতে এইগুলি প্রস্তুত হয়। আমরা যে মিলের কথা বলিলাম ইহাতে এই জাতীয় কাপড় প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত হইবে। তাহা হইলে দেশের একটা খুব উপকার হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ০পাল, ২। ফল, ভাগা, ৩। মাল্লা, ৪। তারা, ৫। আনার, ৬। গলায়, ৭। মাতা, ৮। মালার

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই।

যাঁহাদের তিনটী মাত্র ভুল হইয়াছে :—

শিশিরকুমার দাশগুপ্ত, (কলিকাতা) ; অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (কলিকাতা)।

অন্য যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন :—

সবিতা, অলি, গোলাপ (কুমিল্লা) ; কালিদাস পাল (রাজসাহী)।

নূতন ধাঁধা

নীচের চিঠিখানিতে স্থানে স্থানে শব্দ বদল করিয়া তার জায়গায় তার প্রতিশব্দ বা ভাবার্থসূচক শব্দ বসাইয়া লইলেই চিঠিখানা পড়া যাইবে। চিঠিখানার পাঠোদ্ধার কর তো :—

ওগরু স্মরণশক্তিহীনস্বামী,

এ দেবাঘ সজননীসংখ্যা বিশেষ সীতা ? রবিবাবুর একখানা বই গরলম গাছের গুঁড়ি ! আকাশচুলের কথা ইংরাজী অক্ষর বিশেষ শরীরের অংশ শুলইলে ; এ বিরক্তকাহার কথা-সংবাদই উৎসর্গ। স্বাক্ষরসটা প্রহার সোনহের বালিকা গ্রহণ করিয়া ভাগমন করিয়াছে। এ যাবাছান্ধান মুদ্রাবিশেষ নহেই। সযন্ত্রেরই মন আহার করূরাপ। ভাসুরপত্নী ঘোড়া অনাত্মীয়ে জালইতে অঙ্গবিশেষরিবে। ইতি—অমৃত-কিরণ

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

মনোরঞ্জন বাবুর স্মৃতিসভায় রিপণ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ কর্ত্তৃক উপযুক্ত প্রকারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। অতএব মনোরঞ্জন বাবুর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, অনুরাগী বন্ধুবর্গ বা রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকার নিকট সবিনয় প্রার্থনা, যদি তাঁহারা উক্ত তহবিলে কিছু দান করিতে ইচ্ছুক হ'ন, অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর ম্যানেজারের নামে উহা প্রেরণ করিলে সাদরে ও ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে এবং রামধনু পত্রিকায় প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

বশংবদ
শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ

উক্ত তহবিলের জন্য প্রাপ্ত

		জের—	৫৲
শ্রীরামানুজ সেন	২৲	শ্রীমতী পূর্ণিমা নন্দী	২৲
শ্রীমতী আরতি ও শোভন মুখোপাধ্যায়	২৲	„ ডলি রায়	২৲
„ আশা নন্দী	১৲	গ্রাহক নং ২২২৪	॥০
	৫৲		৯॥০

রামধনু আফিসে প্রেরিত কাহারও টাকা এই স্বীকারপত্রে না উঠিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের জীবন-কথা—**দাম আট আনা**

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন—"উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে...আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন...প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

বর্ত্তমান বাঙ্লার উদীয়মান কথাশিল্পী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

সূর্য্যোদয়—১॥০

বিচিত্রা—"সূর্য্যোদয়ে'র গল্পগুলিকে এক কথায় চিত্তাকর্ষক বলা চলে।..."

যুগান্তর "রচনা-বিন্যাস সুন্দর। অস্পষ্টতা, অসাড়তা লেখার কোথাও নাই। কয়েকটি রেখায় লেখক গল্পের যে পটভূমি আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই আকর্ষণীয়।..."

শ্রীহর্ষ—"...'সূর্য্যোদয়' বইটি ভালোই হয়েছে।..."

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, (কলিকাতা) কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

বাংলা ভাষার নতুন জিনিষ

সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট গ্রন্থ

অনুসন্ধানী

রামধনুর সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

সুকৌশলে বিশদভাবে, স্বচ্ছ, সরল ভাষায় নতুন ধরণে লেখা। এই চলমান যুগের সঙ্গে চলিতে হইলে এ বই একখানি ঘরে রাখিতেই হইবে।

বাহির হইয়াছে

মূল্য—দেড় টাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড

১বি, রমা রোড, কলিকাতা

রামধনু

ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

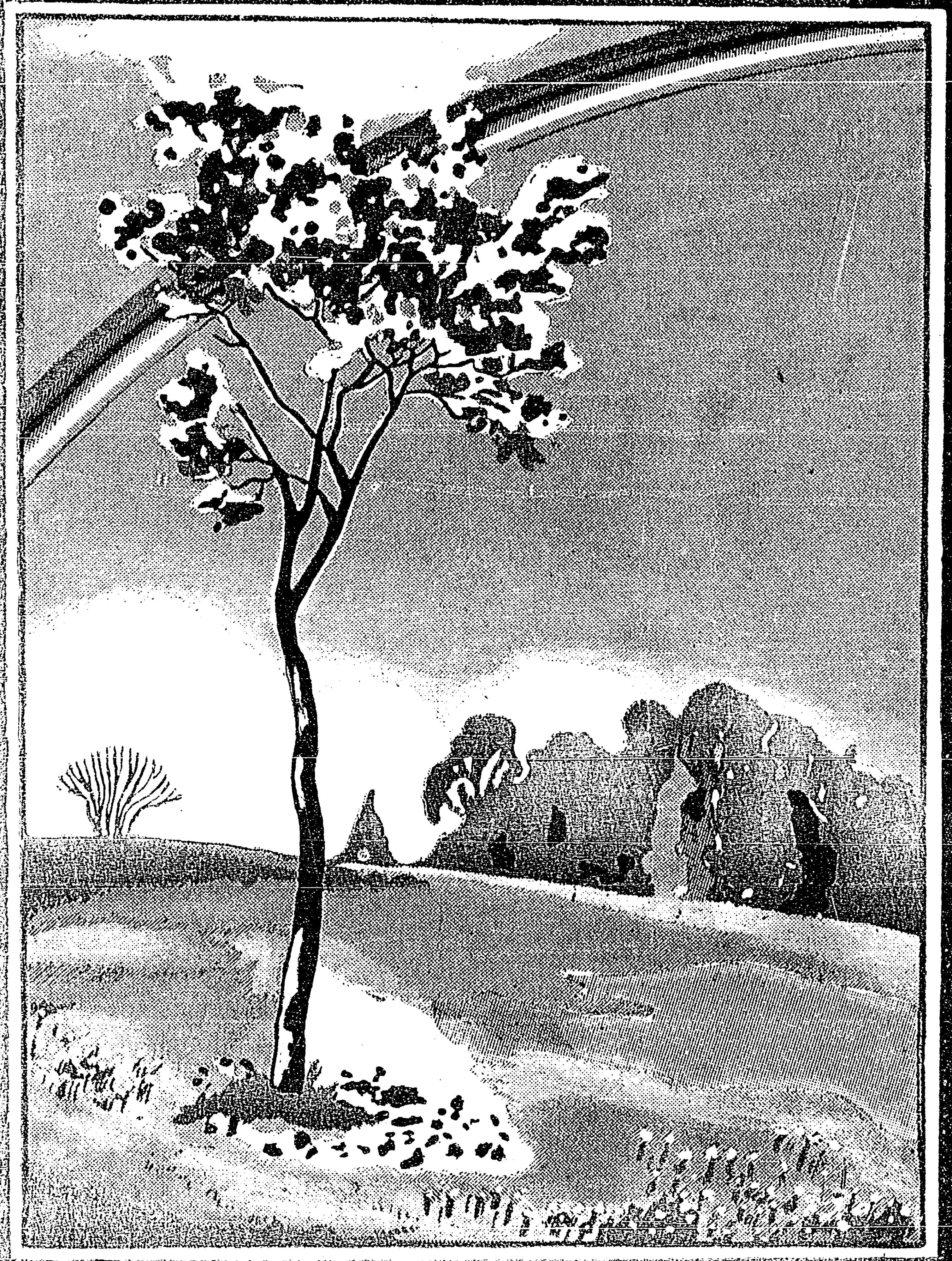

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৬
বার্ষিক ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।০

— সম্পাদক —

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উক্তমাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। যাঁহার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

=বইয়ের মত বই=

শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত

মজাদার ।৵০ রামায়ণ ।৵০ ফাক্লিংগাস্ ॥০ জঙ্গলের রাজা ॥০
ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি ॥৵০ কাতু কুতু ॥০
হাঁউ মাঁউ খাঁউ ।/০ টাকডুমাডুম্ ।/০
ছবির বই ৶১০ ধিন-তা-ধিনা ।০
কালোমাণিক ।/০

শ্রীবিমল দত্ত প্রণীত

বিবিধ জ্ঞান ॥০ মজার পড়া ৵০

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ॥৵০
রত্নখনির বিভীষিকা ১৲
পিরামিডের গুপ্তধন ৸০

শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত

চলার পথে ।০

চারু-সাহিত্য কুটীর পি ৩৪, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

যত রাজ্যের ভালো গল্প

আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের গল্প-সঞ্চয়িকা

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত

নতুন বছরের সমস্ত নতুন বই-ই
কিনতে হবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

থেকে।

স্কুলের সব বই তো বটেই, তা' ছাড়া অন্যান্য সব রকম ভাল ভাল বাংলা, ইংরেজী বইও এখানেই পাবে।

যারা মফঃস্বলে থাক তারা সমস্ত বইএর ভি. পি, অর্ডার এখানে পাঠালেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

চিঠি লিখলেই আমাদের বাংলা বইএর সচিত্র ক্যাটালগ্ এবং ম্যাট্রিক্, আই-এ বা বি-এর ক্যাটালগ্ (ম্যাট্রিকের ও আই-এর সিলেবাস্‌ও) পাঠান হয়।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক: রামধনু শাখা-কার্য্যালয়: ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

কবি হেমচন্দ্র বাগ্‌চীর

— কয়েকখানি সুন্দর বই —

ছোটদের উপন্যাস

তপনকুমারের অভিযান … ॥০

ছোটদের গল্প

মায়া-প্রদীপ … ॥০

কবিতার বই

দীপান্বিতা … ১॥০
তীর্থপথে … ১৲
মানস-বিরহ … ॥০

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ও অন্যান্য গ্রন্থালয়।
প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স, ।এ কুপার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের

মজার পদ্য—মূল্য ॥০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের

দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ॥০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত

কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা

মূল্য—রাজ সংস্করণ—১॥০, সাধারণ—১।০

জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই
পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে ; বাংলায় শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয় ; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে ; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷০।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন ; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান ৪—A. H. Wheeler & Co.,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়
৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান
এণ্ড কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্

অতি নিখুঁত ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা।

অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

ডোঙ্গরের
বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ.

ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে ?

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাঙ্গালীকে আবার স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে বাঁচতে হলে এ বইখানি পড়া উচিত।

সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসা বার হয়েছে, তোমাদের গুরুজনদের একবার পড়ে দেখতে ব'ল।

২০০ পৃষ্ঠা, অথচ দাম ৷৵০

অধ্যাপক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

চা'য়ের ধোঁয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই

লেখক "চায়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন"—**কবি কুমুদরঞ্জন**

কৌতুকোদ্দীপক ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম আট আনা

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী প্রণীত

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প ঠাকুরমার মুখের গল্পের মত মিষ্টি ভাষায় লেখা।

পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা

সুন্দর সুন্দর পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি

দাম মাত্র বারো আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা

আজব বই প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরীর নূতন বই

জীব-জগতের আজব কথা

পশুপাখীর জগতে কত মজা, কত আজব, কত অবাক-কাণ্ড, এই বই পড়্‌লে জান্‌তে পারবে। গল্পের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। পশুপাখীর হাসির পাল্লার ছবি, রঙ্গ-তামাসা খেলাধূলার ছবি, অদ্ভুত এবং মজার চেহারার ছবি, পরস্পরে ভাব-পাতানোর ছবি;—এগুলি লেখার সঙ্গে মিলে পড়ার কৌতূহল অনেক বাড়িয়ে দেবে। শিম্পাঞ্জিভায়ার দারুণ চিঠিখানা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই পড়তে হবে। এই বই প'ড়ে পশুপাখীদের ভালবাস্‌বে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে;—কৌতূহল তো বাড়বেই।

পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি। সুন্দর, রঙ্গিন মলাট। চমৎকার রঙ্গিন ছবি। বড় অক্ষরে, মোটা চক্‌চকে শাদা কাগজে, পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা মজবুত বাঁধাই। উপহারের উৎকৃষ্ট বই।

দাম মাত্র পাঁচ সিকা

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নববর্ষে

ছোটদের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বেঁটে বক্কেশ্বর (উপকথা) ৸০

কুড়ের বাদশা (ঐ) ৸০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

বালুচরের বিভীষিকা (এ্যাড্‌ভেঞ্চার) ৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল্‌ প্রণীত

পদ্মার বুকে রহস্য (এ্যাড্‌ভেঞ্চার) ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অসম্ভবের দেশে (এ্যাড্‌ভেঞ্চার) ১৲

রক্তবাদল ঝরে (এ্যাড্‌ভেঞ্চার) ১৲

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত

ভিক্তর হুগোর গল্প ৷৶০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

শনিবারের বিকেল (গল্পসমষ্টি) ৷৶০

শ্রীপ্রমথনাথ সেন প্রণীত

রাজর্ষি অশোক (পবিত্র জীবনী) ৷৶০

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মাখন দেঁড়ে ৷৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কালান্তক লালফিতা (হাসির গল্প) ৷৶০

শ্রীইন্দুভূষণ রায় প্রণীত

জানোয়ারদের যুদ্ধযাত্রা ৷০

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রণীত

দেবতার রোষ ।৵০

দানবে মানবে ।৵০

মায়া-মুকুর ।৵০

শ্রীপ্রমথনাথ সেন প্রণীত

সুর-মাধুরী ।৶০

রিপ্‌ ভ্যান্‌ উইঙ্ক্‌ল্‌ ।৶০

শ্রীত্রিভঙ্গ রায় প্রণীত

গৌতম বুদ্ধ ১৲

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বিজ্ঞানের বিস্ময় ২য় সংস্করণ ৷০

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

পুরস্কার প্রতিযোগিতা (উপন্যাস) ৷৶০

শ্রীভীমাপদ ঘোষ প্রণীত

মণিকাঞ্চন ৷৶০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে

সডাক বার্ষিক মূল্য	২৷৷০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য	১।০ টাকা

প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার	১০৲	টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫৲	টাকা

[প্রবেশ ফিঃ নাই

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়— ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৷০ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩৷৵০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝক্‌ঝকে সুন্দর রঙীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

"কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙীন মলাট

দম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙিন মলাট। অসংখ্য ছবি। **দাম আট আনা**

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই, সবই হাসির গল্প—হাস্তে হাস্তে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। এত হাসির দাম মাত্র

দশ আনা

অনেক ছবি আছে, রঙিন, বাঁধান মলাট

যশস্বী লেখক

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ প্রণীত

রং-চং

গল্পের বই

কেবল হাসি　কেবল মজা

চমৎকার ছাপা　চমৎকার কাগজ

চমৎকার ছবি

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা, প্রিয়জনকে দিবার গল্পের বই

জন্মদিনের উপহার

সরস, সুন্দর,　ঝরঝরে ছাপা

হাস্যমধুর গল্প　চকচকে মলাট

অপরূপ ছবি

দাম নয় আনা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে, অল্প খরচে স্নো, পাউডার, সাবান, লজেন্স, কালি প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার উপায় এ বইএ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুবই কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

সুলেখক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন প্রণীত

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

এক সঙ্গে ছোটদের উপযোগী

দু'খানি উপন্যাস

ছেলে-মহলে এ বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

সুন্দর ছাপা, ছবি, মলাট; দাম ॥৵০

কালীতারা প্রেস

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে, সুলভে ছাপার কাজ হয়। ছোট ছোট জব কাজ হইতে বড় বড় বই, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন—সমস্তই ছাপা হয়। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

উপরের সমস্ত পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

ছোটদের অপরূপ আশ্চর্য্য বই

পৃথিবীর রূপকথা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সবুজ লেখা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা　ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর গল্প

পৃথিবীর উপন্যাস

মূল্য পাঁচসিকা ও এক টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গল্পের দেশে

দক্ষিণারঞ্জনের সভলেখা বাছাই করা গল্প।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দুধসায়রের পথে

সুকুমার দে সরকার

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

পৃথিবীর সকল দেশের হাসির গল্পের সমষ্টি।

মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পৃথিবীর শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুখানা বই। মূল্য বারো আনা ও এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাচী পাব্লিশিং হাউস

১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ

১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর

হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস ; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা ; ঝক্‌ঝকে বাঁধাই

দাম আট আনা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

*** জলছবি ***

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর ! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ !

বার্ষিক ২।৶৹ ; ষাণ্মাসিক ১।৶৹ ; প্রতি সংখ্যা ।৹

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা ভাষায় হাসির গল্প জমে না ?

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

একবার মাত্র পড়ে দেখ তো !

হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে যাবে।

দাম মাত্র আট আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

যদি হাস্‌তে হাস্‌তে

বিষম খাবার

ভয় না থাকে তো

শিবরাম বাবুর

কল্‌কাতার হালচাল

খানা নিয়ে পরীক্ষা করতে পার।

এত হাসির দাম মাত্র

চৌদ্দ আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে মিলিয়া এ বই লিখিয়াছেন—এর চেয়ে বেশী কিছু বলিবার বোধ হয় দরকার নাই।

দাম ॥৵-

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের

পড়িয়া দেখিতে বলি।

দাম এক টাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
২য় খণ্ড ... ॥০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।
রঙ্গিন ঝক্‌ঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

প্রাপ্তিস্থানঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—॥৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—॥৵০

একাধারে হাসি ও রহস্য (Mystery)
দু'খানি বই-ই শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর
আনিয়াছে

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সং) ১৲

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৸০

বাংলার কিশোর-সমাজের চিরপ্রিয় চিরনূতন
কুশাগ্রবুদ্ধি হুকা-কাশির দু'খানি অপূর্ব্ব
রহস্যময় কাহিনী। "বিচিত্রা" প্রভৃতি
পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

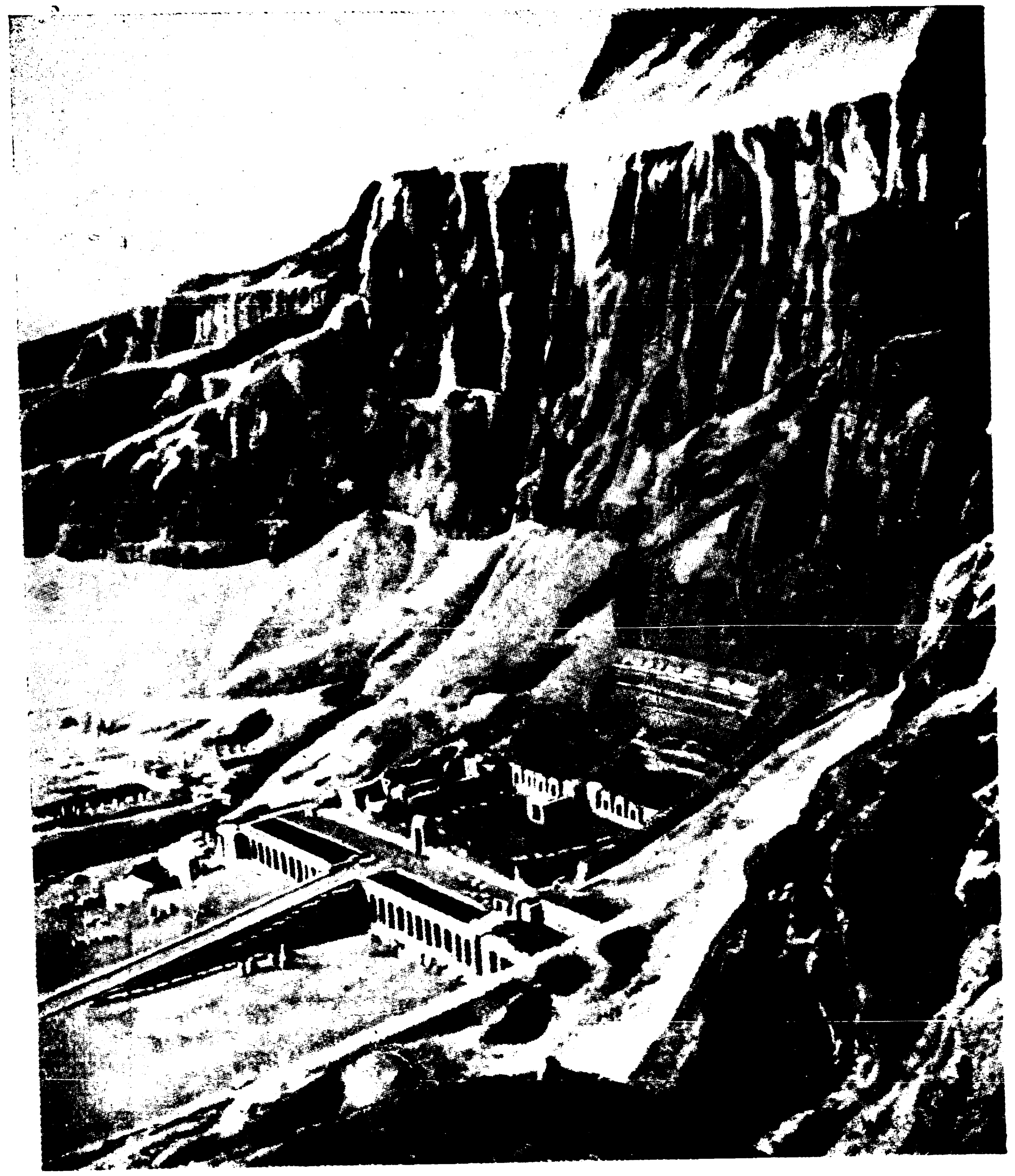

মিশরের একটি দৃশ্য

এই পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে মিশর দেশের বড় রাজার 'মামি' পাওয়া গিয়াছে।

("মামীর কথা" প্রবন্ধ দেখ।)

১২শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৬ { ৪র্থ সংখ্যা

অমর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

রসিক বড়ই ছিল, মিঠে ছিল স্বর,
সার্থক ছিল তার নামটী অমর।
কড়ি, পাশা, দাবা, তাস
খেলিত সে বার মাস,
বেহালা সাধিত ধ'রে নিশি ছু'পহর।

সেতারে ও এসরাজে খাসা ছিল হাত,
বাহবা দিয়েছে তারে গুণী কালোয়াৎ।

৮

সেবা, পূজা, হোম, জাগে,
কোথায় কি যে না লাগে,
সবাকার কাছে পেত সমান আদর।

সহজ, সরল ছিল স্বভাব উহার,
সঙ্গী সে ছিল শিশু, বৃদ্ধ, যুবার;
ভোজ কি চড়ুইভাতি
হ'লেই হ'ত সে সাথী
ভোজনে ও রন্ধনে সমান তুখড়।

শিল্পী সে ছিল ভাল, চিত্রে নিপুণ,
সত্যাই একাধারে ছিল বহু গুণ।
তারি বলে পে'ত বল
বর-যাত্রীর দল;
একাই করিত মাৎ বৃহৎ আসর।

তর্ক বিতর্কেতে সম ওয়াকিফ্,
সে ছিল মোদের আলাদীনের প্রদীপ।
না পাইয়া তারে একা
উৎসব লাগে ফাঁকা,
দেশ হারায়েছে যেন আধেক গুমর।

তার কথা, তার গান, হাসি বিদ্রূপ,
কাণে জাগে, হয় নাই—হবে নাক চুপ।
সাথে নিশিগন্ধার
গুঞ্জন লাগে তার,
নীরব সেতার তার অধিক মুখর।

নাকের বদলে মৈনাক!

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

ভারী বিপদে পড়া গেছে নাক নিয়ে। নিজের নাক নিয়ে। নাক যে তার মালিককে এতখানি নাকাল্ করবে, কোন দিন ধারণা করতে পারি নি।

নাকের জ্বালায় বাড়ী থেকে বেরুতে পারছি নে। এক গাল জঙ্গল—দাড়ি কামালে তবে তো বেরুব বাড়ী থেকে? আর—আর দাড়ি কামানোর কথা ভাব্তে গেলেই প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দাড়ি কামাই আর না কামাই, আপিস কামাই করা চল্বে না তো! এ হেন মুখ নিয়ে, বাড়ী থেকে বেরুন না গেলেও,—ভদ্রসমাজে অপ্রকাশ্য হলেও,—আপিসে কিন্তু বেরুতেই হয়। আপিস ভদ্রসমাজের বাইরে।

কিন্তু আপিসে গিয়েই কি নিস্তার আছে? কালকের কথাই বলি।

আমাকে দর্শন-মাত্রই, বড় সাহেবের প্রথম প্রশ্ন হয়েছে: "হ্যালো বাবু! ডু ইউ টেক্ ইয়োরসেল্ফ্ ফর্ এ চাইনিজ?"

আমি তো হক্‌চকিয়েই গেছি: "বেগ্ ইয়োর্ পার্ডন্ সার্!"

"টোমার কি সণ্ডেহ হয় যে টুমি একটি চীনেম্যান্ আছো?"

রাগ হ'লে আমরা যেমন হিন্দী চালাই, তেমনি খুব রেগে গেলে, আমাদের সাহেবের মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা বেরুতে থাকে।

"নো—নো, সার্! নেভার্ সার্, সার্টেন্‌লি নট্ সার্!"

"টবে ডারি কামাও নাই কেনো? ওন্‌লি দি চাইনিজ্, দোজ্ ব্লেসেড্ পিপ্‌ল কুড্ য়্যাফোর্ড্ নট্ টু শেভ্! উহাডের ডারি হইটেছে না। টুমি এভ্‌রি ডে টোমার্ সমুডায় ডারি কামাইয়া টবে এখানে আসিবে, আদার্‌ওয়াইজ্—"

সাহেব আর বলেন না, অধিক বলা বাহুল্য মনে করেন। কিন্তু ওর বেশী বলার দরকারও ছিল না, ওতেই আমি বিলক্ষণ বুঝে নিই, আদার্ ওয়াইজ্ টের্ পেতে দেরি হয় না আমার। জাহাজের ব্যাপারে আনাড়ি হতে পারি, কিন্তু আদার ব্যাপারে ওয়াইজ্ নই এ কথা কি ক'রে বল্‌ব?

"থ্যাঙ্কিউ সার্!" ব'লে সহাস্যবদনে সাহেবের কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে আসি। গম্ভীর মুখে গিয়ে বসি নিজের টেবিলে। সেই দণ্ডেই ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে যাব কিনা ভাব্‌তে থাকি গুম্ হয়ে।

৮

বাস্তবিক, দাড়ির প্রতি কটাক্ষপাতে ভারী প্রাণে লাগে। দাড়ি তো কি হয়েছে? দাড়ি কি হ'তে নেই? দাড়ি কি হয় না মানুষের? দুর্ভাগ্যক্রমে ছাগল হয়ে জন্মাতে পারে নি ব'লে কি দাড়ি রাখা চল্‌বে না এ জীবনে? এ কি অন্যায় কথা! দাড়ির স্বাধীনতায় এ কি রকম হস্তক্ষেপ!

তক্ষুণি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ফস্‌ফস্‌ ক'রে লিখ্‌তে সুরু ক'রে দিই—

নাঃ, যেখানে দাড়ির দিকে এতখানি কড়া নজর, সেখানে চাকৃরি করা পোষাবে না আমার!

আমার মৎলব জান্‌তে পেরে, আপিসের বন্ধুরা ছুটে আসেন বাধা দিতে। সকলেই আমাকে চাকৃরি ছাড়্‌তে নিষেধ করেন, বারম্বার বারণ করেন, বরং তার বদলে, যদি নিতান্ত দুঃসাধ্য না হয়, দাড়িটা কামিয়ে ফেল্‌তেই অনুরোধ জানান।

সবার মুখেই ঐ এক কথা! "বিনয়বাবু, বলেন কি? দাড়ির জন্য চাকৃরি ছাড়বেন? ছি ছি! দাড়িকে কখনও এতটা প্রশ্রয় দেবেন না। দাড়ি তা হ'লে মাথায় উঠ্‌বে মশাই!"

"বল্লেই হ'ল কামিয়ে ফেলুন! জানেন? নাকের মধ্যে ফোড়া হয়েছে যে, খবর রাখেন তার?" চ'টেম'টে প্রকাশ করেই ফেলি: "যার জ্বালা সেই জানে, পরের কী! কামিয়ে ফেলুন বল্লেই হ'ল? আপনাদের তো আর দাড়ি নয়!"

"ও, তাই নাকি!" তাঁরা সবাই যেন একসঙ্গে আকাশ থেকে পড়েন: "নাকের মধ্যে ফোড়া, বলেন কি মশাই?"

"তবে আর বল্‌ছি কি! আপনারা তো বল্‌ছেন কামান্‌ আর কামান্‌! আপনারা তো বলেই খালাস্‌। আমি এদিকে কামাই কি ক'রে বলুন্‌ দেখি?"

তাঁরা একাদিক্রমে আমার নাকের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারৃতে সুরু করেন; "ফোড়া কই? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তো!"

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? অবাক্‌ করৃলেন মশাই! নাকের মুখটাতেই হয়েছে যে! ফুস্‌কুরিটা চোখে পড়্‌ছে না আপনাদের? আশ্চর্য্য!"

"ফুস্‌—কুরি!" তাঁদের সবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে একসঙ্গে। "ফুস্‌কুরি কেবল! তাই বলুন!"

"কেন, কমটা কি হয়েছে বলুন তো! আপনারাই অবাক্‌ করৃলেন দেখ্‌ছি! নাকের মধ্যে কি আবার কার্ব্বাঙ্কল্‌ হবে নাকি? বড় বড় ফোড়ার কি তত জায়গা আছে অট্টুক্‌ ফাঁকে? নাক তো কেবল, মৈনাক তো নয় আর! কত বড় ফোড়া চান্‌ নাকের মধ্যে শুনি?"

"নাকের মধ্যে ফুস্‌কুরি, তো দাড়ি কামাতে কি হয়েছে?"

"আপনারা তো বল্‌বেনই! বলে ওরই ঠেলায় রক্ষে নেই, প্রাণ যাবার যোগাড়! মাথা পর্য্যন্ত ধরে গেছে তার তাড়সে।"

"তাই তো, তাই তো! ভারী মুস্কিল তো!" আমার নাক অথবা নোকৃরি, কোনটারই ভবিষ্যৎ তাঁদের খুব উজ্জল ব'লে মনে হয় না।

"যাক্‌, চাকৃরি ছাড়্‌বেন না। ছুটি নিয়ে বাড়ী যান্‌ আজ্‌কের মত। নিজের হাতে না পারেন, দেখুন যদি নাপিত-টাপিত ডাকিয়ে কামিয়ে ফেল্‌তে পারেন দাড়িটা—"

বড়বাবুও স্বয়ং বল্লেন—"দাড়ির জন্যে চাকৃরি ছাড়ে? পাগল! দাড়ির ভাবনা কি? দাড়ি তো বিরল নয়! কতই না পাওয়া যাবে! দু'দিন না কামালেই দাড়ি। কিন্তু চাকৃরি একবার গেলে এ বাজারে আবার—হুম্‌—!"

বড়বাবুও বিজ্ঞ লোক। অধিক বলা বাহুল্য বিবেচনা করেন।

আমিও, ট্রামে, বাসে, রাস্তার ভীড়ে, কোনো রকমে নাক সাম্‌লে, এবং আপনাকে বাঁচিয়ে আপিস থেকে ফিরি। বাসায় আর ফিরি না—আপিস-ফেরৃতা সোজা চ'লে যাই শ্যামবাজারে—মাসীমার বাড়ী।

ফোড়ার কথা শুনে মাসীমা সান্ত্বনা দেন্‌: "ফোড়া তো কী হয়েছে! দাঁড়া, তিসির পুল্‌টিশ্‌ ক'রে আন্‌ছি! লাগাতে না লাগাতে ফেটে যাবে এক্ষুণি। বলে কত গণ্ডা ফোড়াই ফাটালুম পুল্‌টিশ্‌ দিয়ে! উরুস্তম্ভই সারিয়ে দিলাম কত! এ ত কেবল, ওর নাম কি, নাকের ফোড়া!"

সর্ব্বাণী বলে উঠেছে: "বোতলের সেঁক দিলে হয় না বিনুদা? বাবা যে দিচ্ছিলেন সেদিন পেটে। আমি জল ফুটিয়ে বোতলে পু'রে আন্‌ছি। তাই দেয়া যাক্‌, কি বলো, বিনুদা?"

আমার সায় দিতে দেরি হয় না। চাক্‌রি তো বহুমূল্য, নাকও কিছু ফ্যাল্‌না না—দুই যদি এক যাত্রায় রক্ষা পায়, মন্দ কি!

বল্‌তে না বল্‌তে, স্পিরিটের বোতলে গরম জল ভরে' সর্ব্বাণী এনে হাজির করে। "এই নাও বিনুদা, নাকে সেঁক দাও।"

কিন্তু বোতল হচ্ছে পেল্লাই এবং আমার নাক হচ্ছে নামমাত্র। নাকরা সচরাচর যেমন হয়ে থাকে আর কি। তাকে যৎকিঞ্চিৎও বলা যায়, যৎপরোনাস্তিও বল্‌তে পারো। যত প্রকারেই বোতলটাকে বাগাতে যাই এবং নাকে লাগাতে যাই, কিছুতেই দুজনের মিলন ঘটানো যায় না। মাঝখান থেকে হাত পুড়ে ফোস্কা হবার যোগাড়!

"নাঃ, বোতলের কম্ম নয়!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলি : "হোমিওপ্যাথির ক্ষুদে শিশি-টিশি থাকে তো ছাখ্! নাকের সঙ্গে এটাকে ঠিক খাপ্ খাওয়ানো যাচ্ছে না।"

ততক্ষণে মাসীমা প্রকাণ্ড এক পুলটিশ্ নিয়ে এসেছেন : "বিনু, লক্ষ্মীটি, এইটে চেপে বসিয়ে দাও তো নাকে। ব্যথা-ট্যথা সব সেরে যাবে এক্ষুণি!"

ক্যালিকোর রুমালে সুবিস্তৃত মাসীমার শ্রীহস্তের রচনা দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির!

"করেছ কি মাসীমা? এত বড় পুলটিশ্! নাকে জায়গা কই অত? আমার তো আর হাতীর নাক নয়!" আমি বলি।

"হাতীর নাক কিনা জানি নে। পুলটিশ্ দিলে ফোড়া ফেটে যায় এই জানি!" মাসীমা গজ্‌গজ্ করেন।

"কিন্তু—কিন্তু—এই ত একটুখানি নাক! কোথায় এর লাগাবো পুল্‌টিশ্, তুমিই বলো!" আমি কিন্তু কিন্তু করি।

"যদি জায়গাই নেই তবে নাকে ফোড়া করার সখ্ কেন বাপু!" মাসীমা ভারী বিরক্ত হন। সেবাধর্ম্মের এতখানি বাজে খরচ তিনি বর্‌দাস্ত কর্‌তে পারেন না। কিন্তু কি ক'রে তাঁকে খুসী করি? অত বড় পুল্‌টিশ্‌কে বাজেয়াপ্ত করা আমারও ক্ষমতার বাইরে।

অন্তু একটা কথা বলে ততক্ষণে : "আমি তোমার ফোড়া ফাটিয়ে দেব বিন্‌দা? বিনা পুল্‌টিশেই পার্‌ব আমি।"

"তুই!" এত দুঃখেও আমার হাসি পায়।

"বাঃ, আমি শিখেচি যে জে-কে-শীলের কাছে।"

"কে জে-কে শীল? কোথাকার ডাক্তার?

"ডাক্তার নয়, বক্সিং করেন তিনি। কিন্তু, কি বল্‌ব তোমায় বিন্‌দা, ফোড়া আর বেশী কি, কত লোকের নাকই ফাটিয়ে ছ্যান এক ঘুষিতে—" বিনু রহস্যটা ব্যক্ত করে : "দেব আমি তেম্‌নি করে' সারিয়ে?"

"দূর্। ও সব হাতুড়ে চিকিৎসার কর্ম্ম নয়!" আমি ঘাড় নাড়ি : "তা ছাড়া মুষ্টিযোগ—টোট্‌কায়—বিশ্বাসই নেই আমার।"

"বাস্! কি যে বলো বিন্‌দা! হাতে হাতে ফল পাবে, বল্‌ছি। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায়।" বক্সারের মামুলি পোজ্ নিয়ে সে একেবারে আমার নাকের সম্মুখীন।

সেরেছে রে! কী সর্ব্বনাশ! অন্তুর হাতেই আমার অন্তিম দশা ঘট্‌ল বুঝি! ওর জে-কে-শীলতার হাত থেকে আত্মরক্ষা কর্‌তে সেই যে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছি, উঠেছি আজ সকালে।

উঠেই মেসোমশায়ের কাছে প্রথম খোঁজ করেছি—না, কোন ডাক্তার কবিরাজ হাকিমের নয়—কেবল একজন নাপিতের। যে-করেই হোক্, দাড়ি কামিয়েই তবে আজ আপিস্ যাওয়া।

মেসোমশাই বলেছেন : "একটা কালা নাপিত আছে বটে এ-পাড়ায়। কামাতে আসেও বটে এ-বাড়ীতে। ভালোই কামায়, কিন্তু—"

"আর কিন্তু নয় মেসোমশাই! কালা হোক্, কাণা হোক্, খোঁড়া হোক্, গোদালো হোক্, গলগণ্ড-ওয়ালা হোক্, কিছু যায় আসে না। কেবল নুলো না হলেই হোলো! তাকে চাই আমার এক্ষুণি।"

"—কিন্তু কখন যে সে আস্‌বে তার কিছু স্থিরতা নেই!" মেসোমশাই তাঁর ভণিতা শেষ করেন।

তবেই হয়েছে! নাপিতের স্থিরতা নেই জেনে আমি তো আর স্থির থাক্‌তে পারি না! আমাকে বেরিয়ে পড়্‌তেই হয়।

কিন্তু তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মোড়ে, পরামাণিকের খোঁজে, কিন্তু এত গণ্ডা সেলাই বুরুশ্ গেল, ধুনুরি গেল, আরো কত কি যে গেল,—কিন্তু একজনও কি হাতে-ক্ষুর-ওয়ালার পাত্তা নেই! এদিকে সওয়া-নটা বাজে, আপিসের টাইম্ হতে চল্ল প্রায়—

বিশ্বের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফির্‌ছি, দেখি, মেসোমশায়দের গলির মধ্যেই একটা নাপিত। একজনের বাড়ীর রোয়াকে অযাচিতভাবে বসে আছে।

দু'জনকে পেয়ে দু'জনে যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

গোড়াতেই নাপিতকে সাবধান করে দিই : "দেখো বাপু, নাকটা বাঁচিয়ে! নাকের মধ্যে ফোড়া হয়েছে কিনা! খুব সাম্‌লে, বুঝেছ? হাত-টাত লাগে না যেন।"

নাপিত ঘাড় নেড়ে বলে : "ভালো করেই কামাব বাবু—কাট্‌বে না। ভয় নেই আপনার।"

"না, না। কাটুক্, তাতে কি? একটু-আধটু কেটে গেলে কী হয়? অমন কতই যায়! কেবল নাকটা দেখো তুমি। ওটাতে ধাক্কা-টাক্কা লাগ্‌লেই গেছি!"

নাপিত বলে : "ক্ষুরে ধার থাক্‌বে না কেন বাবু? কত লোককেই তো কামাচ্ছি রোজ! কেউ বলে না যে দীনু নাপ্‌তের ক্ষুরে ধার নেই।"

"আহা, ধার থাকুক্ না কেন! ক্ষতি কি তাতে? কিন্তু এ-ধারটাও যেন থাকে।"

"না বাবু! সাবান খারাপ পাবেন না আমার কাছে। তবে যদি বলেন, কেবল জল বুলিয়েও কামিয়ে দিতে পারি। রসিক নাপিতের ছেলে তেমন ক্ষমতা রাখে।" এই ব'লে

বারো-আনা-টাক পড়ে-যাওয়া বুরুশ দিয়ে, কাপড়-কাচা-সাবানই খুব সম্ভব, ঘষ্‌তে সুরু ক'রে দেয় আমার গালে।

সূত্রপাতেই বুরুশের একটা পোচ্‌রা লাগিয়ে দেয় আমার নাকের উপত্যকায়। আমি চম্‌কে উঠি: "আহা হা! কর্‌ছ কি? নাকে ব্যথা যে, বল্‌লাম না তোমায়?"

"হ্যাঁ, ফিট্‌কিরিও আছে বই কি! কামাবার পরে লাগিয়ে দেব। সবই রাখ্‌তে হয়। না রাখ্‌লে চলে আমাদের?"

ব'লে দ্বিগুণ উৎসাহে বুরুশ চালাতে থাকে।

আধখানা গাল নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়েছে, হঠাৎ ক্ষুরের খোঁচ্‌ লেগে যায় নাকে। আমি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠি: "গেছি রে বাবা! এ কোন্‌ খুনে নাপিতের পাল্লায় পড়্‌লাম রে বাপ্‌!"

মুখ টেনে নিয়ে, নাকের উপর হাত বুলাতে থাকি,—নাক এবং হাতের এক ইঞ্চি সমান্তরাল বজায় রেখেই হাত বুলাই। ব্যবধান রেখে এবং সাবধান হয়ে।

"তোমাকে তখন থেকে বল্‌ছি না—নাক সাম্‌লে? একটা সামান্য কথা মনে থাকে না তোমার?" এইবার ভালো ক'রে তাকে প্রত্যঙ্গটা দেখিয়ে দিই—"এই নাকটা বাদ দিয়ে কামানো যায় না নাকি?"

নাপিত এবার আরো এগিয়ে এসে ভালো করে। নাকটাকে লক্ষ্য ক'রে অবশেষে, সমস্ত মুখটাকে প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে বলে: "কই, কামাবো যে বল্‌ছেন, তা, নাকে দাড়ি কই আপনার? কারু কারু কাণে দাড়ি হয় বটে, কামিয়েওছি বহুৎ, কিন্তু নাকে দাড়ি না থাক্‌লে কামাবো কোথায়?"

কথা শুনে আমি তো অবাক্‌! কালা নাকি লোকটা?

নাপিত আপন মনেই ঘাড় নাড়ে আবার: "বেশ, যখন বল্‌ছেন, তখন দিচ্ছি ক্ষুর বুলিয়ে।"

ব'লে সাঁড়াশীর মতো শক্ত দুই আঙুলে আমার নাকটাকে বাগিয়ে ধরে, এবং অন্য হাতে ক্ষুরটাকে আগিয়ে আনে।

তার পর? তার পর আর আপিস যেতে হয় নি, সোজা হাসপাতালেই যেতে হয়েছে। আর নাক? নাকের দিকে তাকানো যায় না। আড়ে-বহরে তার বাড়-বাড়ন্ত, এখন এমন অভ্রভেদী যে শুধু নাক বল্লে তার অপমান করাই হয়। তাকে নাসিকা বলাই উচিত এখন!

জীব-জন্তুর ব্যবহার

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি)

সেদিন ক্লাবে জীব-জন্তুর আচরণ সম্বন্ধে কথা উঠিল। অনেকেই তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী সুরু করিলেন। সৌরীন বাবু বলিলেন :—

আমার একটি কুকুর কিছুকাল হইতে ঘায়ে কষ্ট পাইতেছিল। ঔষধ দিয়াছিলাম, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। পাছে উহার জলাতঙ্ক রোগ হয় এই ভয়ে আমি উহাকে মারিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করি। স্ত্রী কিন্তু রাজী হইলেন না। বলিলাম, যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়া উহাকে মারিব; ক্লোরোফর্ম্‌ করিব—ঘুমাইয়া পড়িবে, আর উঠিবে না। কিংবা পোটাসিয়াম্‌ সিয়ানাইড্‌ ইন্‌জেক্‌সন দিব, মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যু হইবে। তিনি কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা কুকুরটিকে সরাইবার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইল। এক আত্মীয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন একখানি মোটরবাস্‌ কিনিবার জন্য। বাসে (Bus) করিয়াই তাঁহার দেশে ফিরিবার কথা। কুকুরটিকে ঐ বাসে চাপাইয়া দেওয়া হইল। শুনিলাম সেটিকে বর্দ্ধমানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ ঘটনার আট দশ দিন বাদে কুকুরটী পুনরায় কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে—অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুঃস্থ অবস্থায়। তাহাকে আর তাড়াইয়া দিবার উপযুক্ত মনের শক্তি নাই। সম্ভবতঃ সে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্‌ ধরিয়া হাওড়া পর্য্যন্ত সোজা আসিয়াছে। তার পর কলিকাতার বাড়ী খুঁজিতে তাহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছে।

সৌরীন বাবু পুনরায় বলিলেন :—তাঁহাদের বাঁকুড়ার নিকটস্থ পল্লীগৃহে বহুকাল হইল একদিন বিড়ালের গর্জ্জন ও সাপের ফোঁসফোসানিতে গ্রীষ্মকালীন অপরাহ্ণ-নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। পরে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একটা জলের কলসীর কাছে দুইটা বিড়াল ও একটা সাদা গোখুরা সাপের লড়াই চলিতেছে। গোখুরাটা ফণা উঠাইয়া গর্জ্জন করিতেছে ও ছোবল মারিতেছে। একটী বিড়াল সাপটীর সামনে ও অপরটী তাহার পিছনে স্থান

গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। সাপটা ছোবল মারিলেই তাহার সামনের বিড়ালটা সরিয়া যাইতেছে এবং উহার পিছন দিকের বিড়ালটা সাপের মাথায় থাবা দিয়া আঘাত করিতেছে। সাপ তাহার দিকে ফিরিয়া যেই তাহাকে ছোবল মারিতে যায় সে সরিয়া পড়ে এবং অপর বিড়ালটা সাপকে থাবা মারে। এইরূপ যুদ্ধের কিছুক্ষণ পরে ক্রমশঃ সাপটা ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সাহস পাইয়া বিড়ালেরা বেশ জোরে জোরে আক্রমণ করিতে লাগিল। পরে সাপটাকে মারিয়াই ফেলিল।

তোমরা যদি কোথাও মুষ্টিযুদ্ধ দেখিয়া থাক তাহা হইলে ঐ লড়াইয়ের বিষয় কতক বুঝিতে পারিবে। একজন বৃহৎকায় ব্যক্তির সহিত একজন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ব্যক্তির মুষ্টিযুদ্ধ হইতেছে। বৃহৎকায়ের দম কম কিন্তু গায়ে জোর বেশী। তাহার উদ্দেশ্য, যত শীঘ্র পারে যুদ্ধ শেষ করে। ক্ষীণকায়ের দম বেশী কিন্তু বল কম। সে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিতে চাহে না, বৃহতের আক্রমণ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকে। পরে সে যখন দেখে, বৃহৎ হাঁফাইতেছে তখন সে একটু একটু করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে বৃহৎ যখন খুব হাঁফাইয়া পড়ে তখন ক্ষীণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

দেখা যাইতেছে, কুকুর, বিড়াল যদিও মানুষের কিছু ক্ষতি করে কিন্তু তাহারা যে মানুষের পরম উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের ভয়ে বাড়ীতে সাপ আসিতে পারে না এবং আসিলে সহজেই ধরা পড়ে।

মহাদেব বাবু বলিলেন :—

আমাদের একটা গরু ছিল; কয়েক বৎসর হইল এক গোয়ালার নিকট হইতে উহাকে কেনা হইয়াছিল। গরুটার একবার অত্যন্ত পীড়া হয়। আমাদের প্রতিবেশী এক সাহেব পশু-চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাকে দেখান হয়। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। গরুটি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া মাটী অবলম্বন করিল; ভাবিলাম শীঘ্রই মারা যাইবে। এমন সময় একদিন তাহার পুরাণ মনিব সেই গোয়ালা

আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে বলিল,—'আমি কিছু করিতে পারি কিনা দেখি'। গরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সে তাহাকে ডাকিল এবং তাহার গায়ে হাত বুলাইল। গাভী তাহার আহ্বানে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর সে গরুটিকে লইয়া চলিয়া গেল। দিন আষ্টেক বাদে গোয়ালা গাভীটাকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। সেটা তখন বেশ সারিয়া গিয়াছে। চিকিৎসার মধ্যে' শুনা গেল, উহাকে প্রথম কয়দিন পোয়াটাক করিয়া তাড়ি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

মুকুন্দ বাবু বলিলেন :—

এক ব্যক্তিকে আমার একটী বড় বাছুর দান করিয়াছিলাম। বাছুরটীর নতুন মনিবের বাড়ী আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ী হইতে প্রায় সাত আট মাইল দূরে। দুই-তিন বৎসর পরে একদিন দেখি সেই শীর্ণকায় বাছুরটী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। দু-তিন বৎসর পরেও কি গরুদের স্মরণশক্তি বজায় থাকে! আর কলিকাতার অনন্ত রাস্তা অলি-গলির মধ্য দিয়া সে আসিলই বা কি করিয়া!

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সভাপতি-সমীপে

রোজাকে ভাল করিয়া শাসাইয়া গ্রাইফাস্ সে রাত্রের মত তাকে তার ঘরে পাঠাইয়া দিল। এমন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর রোজা যে খুবই ভয় পাইয়া যাইবে এবং নতুন করিয়া আর কিছু করিবার সাহস পাইবে না সে বিষয়ে গ্রাইফাস্ নিশ্চিন্ত ছিল! বরঞ্চ রোজার কথা ছাড়িয়া কতক্ষণে সে বন্ধুবর জেকবের কাছে সমস্ত ঘটনাটা রং চড়াইয়া বলিবে এই ভাবিয়াই সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু মেয়েকে সে চিনিতে পারে নাই। শান্ত, কোমল প্রকৃতির রোজা প্রয়োজন হইলে অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য যে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে সে ধারণা গ্রাইফাসের ছিল না।

রোজা তার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। আর দেরী নয়, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় হয়তো শেষ আশাটুকুও নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। ঘরে গিয়া সে তাড়াতাড়ি পথে চলার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি জিনিষ এবং তার সম্বল তিন শ' গিল্ডার বাহির করিয়া একটা ছোট পুঁটলি বাঁধিল, কৃপণের ধনের মত অতি সন্তর্পণে টিউলিপের তৃতীয় সাকারটি বাহির করিয়া কাগজে মোড়া অবস্থাতেই জামার ভিতর লুকাইয়া লইল; তার পর ঘরের দরজায় ভাল করিয়া চাবি দিয়া যে পথে বক্সটেল পালাইয়াছিল চুপি চুপি সেই পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

লুভেষ্টিন্ জেলের কাছেই একটা আস্তাবল ছিল, সেখানে দরকার মত ভাড়াটে গাড়ী পাওয়া যাইত। রোজা প্রথমে সেইখানে গেল। কিন্তু গাড়ী পাওয়া গেল না। যে একখানা গাড়ী ছিল তা কিছু পূর্ব্বে বক্সটেল লইয়া গিয়াছে। শুধু কয়েকটি ঘোড়া ছিল, অগত্যা রোজা তারই একটা ভাড়া করিল। গাড়ীওয়ালা তাকে জেলারের মেয়ে বলিয়া চিনিত, কাজেই ঘোড়া দিতে কোন আপত্তি করিল না।

যে ছেলেটির হাত দিয়া রোজা হারলেমে সভাপতির কাছে চিঠি পাঠাইয়াছিল তাকেই সে তার সঙ্গী করিয়া লইবে ঠিক করিল। সে হাঁটিয়া রওনা হইয়াছে, কাজেই একটু জোরে ঘোড়া ছুটাইলেই রোজা তাকে ধরিতে পারিবে।

রোজার অনুমান ভুল হয় নাই, মাইল তিনেক যাইতেই দেখা গেল ছেলেটি

নদীর পাড়ের একটা রাস্তা ধরিয়া……চলিয়াছে।

নদীর পাড়ের একটা রাস্তা ধরিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। রোজা গিয়া তাকে থামাইল। সভাপতির কাছে লেখা চিঠিখানির আর কোন প্রয়োজন ছিল না, রোজা সেটা চাহিয়া লইল; তার পর ছেলেটিকে তার সঙ্গে হারলেম্

৫

যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। ছেলেটি রাজী হইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইল।

রোজা যে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে গ্রাইফাস্ তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। অবাধ্য মেয়ে নিজের ঘরে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে এই ধারণা লইয়াই সে মনে মনে উল্লসিত হইয়া ছিল। রাত্রে খাওয়ার সময়—রোজা যখন লুভেষ্টিন্ হইতে বহুদূরে—তখন রোজার খোঁজ পড়িল। পরিচারিকা আসিয়া জানাইল, অনেক ডাকাডাকিতেও মেয়ের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। অগত্যা গ্রাইফাস্ নিজেই উঠিল। রোজার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেও অনেকক্ষণ চীৎকার করিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন শব্দ শোনা গেল না। রাগে টং হইয়া গ্রাইফাস্ জেলের চাবিওয়ালাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তালা খোলা হইল, কিন্তু রোজাকে পাওয়া গেল না। রোজা কোথায় গেল? রান্নাঘর, বাগান, জেলখানার আনাচে-কানাচে, কোন জায়গাই গ্রাইফাস্ খুঁজিতে বাকী রাখিল না, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। গ্রাইফাস্ তখন ভ্যান্ বার্লের ঘরে গিয়া হাজির হইল, তার জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্ করিল, তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিল, তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিবার ভয় দেখাইল, কিন্তু রোজার কোন সংবাদ পাইল না। ভ্যান্ বার্ল্ নীরবে সমস্ত সহ্য করিল, একটি প্রতিবাদ করিল না,—তার মুখে কোন রকম ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। গ্রাইফাস্ তখন জেকবের খোঁজ করিল, বলা বাহুল্য জেকবেরও কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

পর দিন সকালে, বক্সটেল হারলেমে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পরে, রোজাও হারলেমে পৌঁছিল। প্রথমেই সে উদ্যান-সমিতির সভাপতি ভ্যান্ হেরিসেনের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সভাপতি মহাশয় তখন অফিসে বসিয়া একটা জরুরী 'রিপোর্ট্' লিখিতেছিলেন, রোজা দেখা করিবার অনুমতি পাইল না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, দেখা না করিয়া কিছুতেই নড়িবে না। আবার সে দ্বারোয়ানকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে কালো টিউলিপের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, দেখা তাকে করিতেই হইবে।

'কালো টিউলিপ্' কথাটার মধ্যে এমন একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল যে এবার আর সভাপতি মহাশয় 'না' করিতে পারিলেন না; একটু পরেই তাঁর ঘরে রোজার ডাক পড়িল।

সভাপতি মহাশয়ই প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, "কি ব্যাপার! শুনলাম কালো টিউলিপের কথা কি বলতে এসেছ? আশা করি ফুলটির কোন কিছু ক্ষতি হয় নি?" তাঁর স্বরে উদ্বেগের আভাস।

রোজা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে, তবে টিউলিপের নয়, আমার। সে জন্যই আপনার কাছে এসেছি। ফুলটি চুরি গেছে।"

সভাপতি মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "য়্যাঁ—য়্যাঁ— বল কি! চুরি গেছে?" তাঁরও গলা রীতিমত কাঁপিতেছিল।

রোজা কোন রকমে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'হ্যাঁ'।

সভাপতি মহাশয় খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর কহিলেন, "কে চুরি করেছে কিছু জান?"

"আমার একজনকে সন্দেহ হয় কিন্তু আগে থাকতে কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাই না।"

"কিন্তু সন্দেহ হ'লে তা তো সহজেই মেটান যায়। এইটুকু সময়ের মধ্যে চোর নিশ্চয়ই খুব বেশী দূর যেতে পারে নি।"

রোজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কহিল, "তার মানে?"

"মানে—দু' ঘণ্টা আগেও তো সেটা আমিই নিজের চোখে দেখেছি!"

"আপনি নিজের চোখে দেখেছেন! কোথায়? কার কাছে? উত্তেজনায় রোজা আবার কাঁপিতে লাগিল।

"কেন, তোমার মনিবের কাছে।"

"আমার মনিব!"

"কেন, তুমি কি মাষ্টার আইজাক্ বক্সটেলের কাছ থেকে আস্‌ছ না?"

"আমি!"

"হ্যাঁ, তুমি।"

রোজা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "সে কি, আপনি আমাকে কে বলে ঠাওরেছেন ?"

সভাপতি মহাশয় অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তুমিই বা আমায় কে মনে করেছ ?"

"আমার ধারণা আপনি উদ্যান-সমিতির সভাপতি। আমার টিউলিপ্— আমার কালো টিউলিপ্ চুরি গেছে, তাই আমি আপনাকে জানাতে এসেছি।"

সভাপতি মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও মাষ্টার বক্সটেলের কালো টিউলিপ্টা চুরি গেছে ?"

"না, আমার কালো টিউলিপ্টা। মাষ্টার বক্সটেল কে আমি জানি না, তাঁর নাম আমি এই প্রথম শুনছি।"

"সে কি ! মাষ্টার বক্সটেলকে তুমি চেন না অথচ তোমার কাছেও একটা কালো টিউলিপ্ ছিল !"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমারটা ছাড়াও কি আর একটা আছে ?" রোজার স্বরে হতাশার সুর।

"হ্যাঁ, বক্সটেল সাহেবের কাছেও একটা আছে।"

"সেটাও কি একেবারে কালো ?—একটাও দাগ নেই ?"

"না, নিখুঁত কালো সেটা, কোন দাগ নেই।"

"সেটা কি এখানে আছে ?"

"না, সেটা এখন তাঁর কাছেই আছে। শীগ্গিরই আমরা সমিতি থেকে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর্ব, তা'তে সেটা দেখান হবে। তার পর প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেওয়া হবে।"

রোজা অনেকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বক্সটেল সাহেবের চেহারাটা কি এই রকম ?– রোগা, একটু তামাটে রং, বড় বড় চুল, অল্প একটু দাড়ি আছে—বয়স চল্লিশের কোঠায় ?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই বটে।"

"অত্যন্ত ছট্ফটে, পা দু'টো একটু বাঁকা, একটু কুঁজো—?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকটা তাই।"

"আচ্ছা, টিউলিপ্টা কি একটা পাথরের টবে ছিল ?"

"অত তো আমার মনে নেই, টবের চেয়ে ফুলের দিকেই আমার নজর ছিল বেশী।"

রোজা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই সেটা আমার টিউলিপ্— আপনার কাছে সেটা আমি ফেরৎ চাই।"

সভাপতি মহাশয় এবার একটু ঝাঁঝাল সুরেই বলিলেন, 'তার মানে তুমি বলতে চাও মাষ্টার বক্সটেল—যিনি এক সময়ে একজন নামজাদা টিউলিপ্-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন—তিনিই তোমার টিউলিপ্ চুরি করেছেন, এই তো ? তোমার মাথা ঠিক আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। যাই হোক্, এখন আমার তর্ক করবার সময় নেই, হাতে আমার অনেক জরুরী কাজ। ইচ্ছে করলে তুমি বক্সটেল সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে বোঝাপড়া করতে পার—তিনি হোয়াইট্ সোয়ান্ হোটেলে বাসা নিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আসতে পার।"

রোজার মুখ দিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ বাহির হইল। শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয় একটু নরম হইলেন। তিনি উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার বয়স অল্প, শোধরাবার সময় এখনও আছে। আমি তোমার বাপের বয়সী, একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি। এ সব মৎলব ছাড়। একলক্ষ গিল্ডার অবশ্য সামান্য টাকা নয়—যে কোন লোকেরই লোভ লাগতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু সব কাজই পরিণাম ভেবে করা উচিত। এখানে আদালত বলে একটা জিনিষ আছে এবং একটা জেলখানাও আছে। এ সব মনে রেখে কাজ ক'র। আর আমি কিছু বল্তে চাই না।" সভাপতি মহাশয় পুনরায় নিজের টেবিলে ফিরিয়া আসিলেন, তার পর আবার তাঁর অর্দ্ধসমাপ্ত রিপোর্টের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

৪

রাজার বদলে দেশরক্ষক

(শ্রীবিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর্-এ-এস্)

তোমরা জান বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কর্ত্তৃত্বে রাজ্যশাসন চলে কিন্তু সেখানে রাজাও আছেন এবং রাজার কতকগুলি কর্ত্তব্যও আছে। বিলাতের এই রাজ্যশাসন প্রণালী একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। বিলাতের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না—এ অবস্থা বহুদিনের চেষ্টায় ঘটিয়াছে। এই চেষ্টা সময়ে সময়ে যে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত ক্রম্‌ওয়েলের ইতিহাসে তোমরা তাহা পাইবে।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ড্ পূর্ব্বে দুই স্বতন্ত্র রাজার অধীনে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। স্কট্‌দিগের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্ ইংলণ্ডে আসিয়া যখন (আত্মীয়তাসূত্রে) সেখানকার রাজা হইয়া বসিলেন তখনই দুই দেশ একছত্রের অধীন হইল এবং রাজার নাম হইল প্রথম জেম্‌স্। ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোক দুই-ই খৃষ্টান হইলেও উপাসনার নিয়মাদির মধ্যে অনেকটা তফাৎ ছিল। খাস ইংলণ্ডের সকল লোকেরও ধর্ম্ম বিষয়ে এক মত ছিল না। জেম্‌সের পর তাঁহার পুত্র প্রথম চার্ল্‌স্ রাজা হইলে এই মতভেদ আরও স্পষ্ট হইয়া গোলমাল বাধাইতে লাগিল। রাজাও অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ফলে রাজায় ও প্রজায় বিবাদ বাধিয়া গেল।

এই বিবাদের সময় স্যর জন্ ইলিয়ট্, জন্ পিম্ ও হ্যাম্‌ডেন্ নামক তিন ব্যক্তি প্রজাপক্ষে অনেক কিছু করিয়াছিলেন কিন্তু যিনি মাথা তুলিয়া ক্রমে সকলের বড় হইয়া উঠিলেন এবং ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীতে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দিলেন তাঁহার নাম অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের হান্টিংডন নামক স্থানে অলিভারের জন্ম। তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ রাজমন্ত্রী ছিলেন বটে কিন্তু অলিভার দরিদ্রের গৃহে না জন্মিলেও খুব একটা বড় লোকের ঘরে জন্মান নাই। তাঁহার পৈতৃক বিষয়কর্ম্ম ছিল চাষবাস।

অলিভার স্কুলে ও কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন এবং কিছুদিন আইনও শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ব্যারিষ্টার হন নাই। ধরিতে গেলে তিনি লেখাপড়াতে খুব বড় একটা কিছু হইতে পারেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মে তাঁহার খুব বিশ্বাস,—এমন কি গোঁড়ামিও—ছিল। এই বিশ্বাসই তাঁহার জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভের একটা প্রধান কারণ। তিনি যাহা করিতেন, মনে করিতেন তাহার মধ্যে ভগবানের প্রেরণা আছে।

অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্

অল্প বয়সেই অলিভার অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে নাম করিলেন। ফলে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লেমেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এত অল্প বয়সে পার্লেমেণ্টে আসাতেই বোঝা যায় আশে-পাশের লোকের তাঁহার উপর কিরূপ আস্থা জন্মিয়াছিল। অল্প দিন পরে অলিভার হান্টিংডনের জমি বিক্রয় করিয়া সেণ্ট্ আইভ্‌স্ নামক স্থানে আসিলেন। এখানে পশু চরাইবার জমিই ছিল তাঁহার প্রধান সম্বল। পরে তিনি তাঁহার মাতুলের উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার অবস্থা ফিরিল।

জেম্‌স্ ইংলণ্ডের রাজা হইয়া পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে নানা উপায়ে শাস্তি দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্ল্‌স্ সিংহাসনে বসিয়া দেখিলেন রাজনৈতিক আকাশ মোটেই পরিষ্কার নয়। কিন্তু তিনি পড়িলেন ডিউক্ অব্ বাকিংহাম নামক এক কুমন্ত্রীর পাল্লায়। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে মিলিয়া প্রজাদিগের অপ্রিয়

অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাকিংহাম ঘাতকের হস্তে মারা গেলেও চার্ল্‌সের স্বেচ্ছাচারিতা থামিল না। তিনি আবশ্যক মনে করিলেই পার্লেমেণ্ট ডাকিতেন কিন্তু পার্লেমেণ্ট তাঁহার বিরোধিতা করিতে লাগিল। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে যে পার্লেমেণ্ট বসিল তাহাতেই ক্রম্‌ওয়েল্‌ প্রথম যোগদান করেন। এই সময়ে ধর্ম্মে পবিত্রতা ও রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা এই দুই আদর্শ বিলাতের লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ এই আদর্শের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দের পার্লেমেণ্ট বেশী দিন টিকিল না। চার্ল্‌স্‌ বিনা পার্লেমেণ্টে অনেক দিন রাজকার্য্য চালাইলেন। তাঁহার খরচ অনেক ছিল। কখনও নিজের রাজকীয় ক্ষমতায়, কখনও পুরাতন আইনের দোহাই দিয়া তিনি টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজায় ও প্রজায় বিবাদ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। স্কট্‌দিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে চার্ল্‌স্‌কে আবার পার্লেমেণ্ট্‌ ডাকিতে হইল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ কেম্ব্রিজের প্রতিনিধিস্বরূপ এই পার্লেমেণ্টে যোগ দিলেন। কিন্তু এ পার্লেমেণ্ট টিকিল আরও কম দিন। চার্ল্‌স্‌ পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন কিন্তু বেশী দিন এভাবে চালাইতে পারিলেন না। লোকে কর না দিলে, লোকে সাহায্য না করিলে, ব্যয়শীল রাজার রাজকার্য্য চলে কেমন করিয়া? রাজাকে আবার পার্লেমেণ্ট ডাকিতে হইল। এই পার্লেমেণ্ট অভিযোগ আনিয়া তাঁহার অন্য এক মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড ঘটাইল; তাহার পরে যে চার্ল্‌সের নিজেরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল তাহার মূলেও ছিল এই পার্লেমেণ্ট।

লোককে সজাগ করিতে পিম্‌, হ্যামডেন প্রভৃতি এই পার্লেমেণ্টে যে বক্তৃতা-শক্তি দেখাইয়াছিলেন, অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্‌ যে সেরূপ কিছু দেখাইতে পারিয়াছিলেন এ কথা বলা চলে না। তবে তাঁহার বক্তৃতায় দৃঢ়তা ছিল, লোকে তাহা শুনিত। তিনি যাহাকে অত্যাচার মনে করিতেন—বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে—তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন। পার্লেমেণ্ট গৃহে তাঁহার পোষাকের পারিপাট্য মোটেই ছিল না। টুপীতে ফিতার পর্য্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু এ সকল অভাব পূরণ করিত তাঁহার মনুষ্যোচিত উন্নত শরীর, লাল টক্‌টকে মুখ এবং পার্শ্বলম্বিত তরবারি।

তিনি নানা সমিতির কার্য্যে যোগ দিতেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন এবং নিজে যেরূপ ধর্ম্ম জিনিষটাকে বুঝিতেন সেই গণ্ডীর মধ্যে অপরকে স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মচর্য্যায় বাধা পাইলে তিনি দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত এরূপ মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

কিন্তু তাঁহার প্রধান উৎসাহ ছিল বীরত্বের কাজে। যখন রাজা চার্ল্‌স্‌ পার্লেমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় লইলেন এবং যুঝিতে সঙ্কল্প করিলেন, যখন পার্লেমেণ্ট মনে করিল বিপন্ন স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে যুদ্ধই আবশ্যক, যখন রাজার সহিত পার্লেমেণ্টের বিবাদ রক্তারক্তিতে পৌঁছিল, তখন ক্রম্‌ওয়েল্‌ দৃঢ়পদে আসরে নামিলেন। রাজা সৈন্য একত্র করিতে লাগিলেন, পার্লেমেণ্টের পক্ষেও সৈন্য-সংগ্রহ কার্য্য চলিল। অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্‌ এই কার্য্যে যোগ দিলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি এসেক্সের অধীনে যুদ্ধে নামিলেন। এজ্‌হিলে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে প্রজাপক্ষের অন্য লোক হটিলেও ক্রম্‌ওয়েলের অশ্বারোহী দল অটল রহিল। তিনি তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন এবং সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও ভগবানে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিতে লাগিলেন। রাজকীয় সৈন্য ছিল সুশিক্ষিত। ক্রম্‌ওয়েল্‌ বুঝিয়াছিলেন, পার্লেমেণ্টের সৈন্যদলকে উপযুক্ত ও যুদ্ধকুশল করিতে হইলে ইহাদিগের মধ্যে একটা ধর্ম্মের প্রেরণা আবশ্যক। তাঁহার এ বিষয়ে চেষ্টা সফল হইল। তিনি নাকি বলিতেন, "ভগবানে বিশ্বাস রাখ, বারুদ শুক্‌নো রাখ"।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে ক্রম্‌ওয়েলের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল পদে উন্নীত হইলেন, বিভিন্ন কমিটীতে স্থান পাইলেন, এবং সেনাপতি আর্ল্‌ অব্‌ ম্যান্‌চেষ্টারের প্রিয়পাত্র হইলেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্ষ্টন্‌ মুর্‌ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ক্রম্‌ওয়েলের বীরত্বেই রাজকীয় সৈন্য শোচনীয় ভাবে হারিয়া যায়। বিপক্ষদলের সেনাপতি বিস্মিত হইয়া ক্রম্‌ওয়েলের সৈন্যদলের নাম Ironside অর্থাৎ 'লৌহপার্শ্ব' দেন। তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পার্লেমেন্টের তরফে নূতন আদর্শ সৈন্যদল গঠিত হইলে ক্রম্‌ওয়েল অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হইলেন এবং নেস্‌বীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল বিক্রম দেখাইলেন। পরাজিত চার্ল্‌স্‌ ওয়েল্‌সে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে বেতন না পাইয়া পার্লেমেন্টী সৈন্য অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। চার্ল্‌স্‌ স্কট্‌দিগের দ্বারা ধৃত হইয়া পার্লেমেন্টী সৈন্যের হাতে গিয়া পড়িলেন। পার্লেমেন্ট অর্থাভাবে বেতন না দিয়াই সৈন্যদিগকে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু সৈন্যেরা সে ভাবে সরিয়া গেল না। তাহারা পার্লেমেন্টের উপর এক হাত লইল,—রাজার সহিত মিট্‌মাটের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল।

মিট্‌মাট হইল না—আবার যুদ্ধ বাধিল। রাজার পক্ষে তখনও সৈন্য ছিল কিন্তু রাজার দল জিতিতে পারিল না।

ক্রমে সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতকতা, রক্তপাত ইত্যাদি দোষ চাপাইয়া রাজার বিরুদ্ধে বিচার দাবি করিল। পার্লেমেন্টের অনেক সভ্যকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাকী লোক কোন রকমে একটা বিচারালয় দাঁড় করাইয়া রাজার বিচার করাইল। চার্ল্‌স্‌ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই কার্য্য যে আইন-সঙ্গত হইয়াছিল এ কথা বলা চলে না। ইহা প্রবল কর্ত্তৃক তুর্ব্বলের উপর প্রতিশোধ। ক্রম্‌ওয়েল্‌ও ইহার মধ্যে ছিলেন, দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না।

পার্লেমেন্টের যেটুকু বজায় ছিল সেটুকুই ক্ষমতা চালাইতে লাগিল। লর্ড সভা তুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপদ উঠিয়া গেল, ইংলণ্ড সাধারণতন্ত্র হইল।

দেশের অনেক কার্য্য তখনও বাকী। আয়র্লণ্ডে পার্লেমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলিতেছিল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ সেখানে সৈন্য লইয়া চলিলেন কিন্তু কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিতে হইল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ এই বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে যে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আয়র্লণ্ড পরে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু আয়র্লণ্ডের সহিত বন্দোবস্তের সময় যে সেখানকার লোকদিগের উপর সুবিচার করা হইয়াছিল এ কথা বলা চলে না।

এদিকে নিহত নৃপতি চার্ল্‌সের পুত্র দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌কে স্কটেরা রাজা বলিয়া

স্বীকার করিয়া লওয়ায় ইংরাজে ও স্কটে যুদ্ধ বাধিল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ সেনাপতি হইয়া স্কট্‌ দলনে চলিলেন এবং অসীম যুদ্ধকৌশল দেখাইয়া জয়লাভ করিলেন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বিজয়দৃপ্ত ক্রম্‌ওয়েল্‌ যখন লণ্ডনে ফিরিলেন তখন তাঁহার প্রতিপত্তি দেখে কে? পার্লেমেন্ট্‌ তাঁহার বৃত্তি বরাদ্দ করিল, তাঁহার বাসের জন্য বহুমূল্য অট্টালিকা দিল। পদে ও গৌরবে তিনি তখন সৈন্যবিভাগে ক্যাপ্‌টেন জেনারেল এবং শাসনসমিতির ও পার্লেমেন্টের সদস্য। লোকে ক্ষমতা হাতে পাইলে সহজে ছাড়িতে চাহে না। বিলাতে এই সময়ে পার্লেমেন্ট নামক যে পদার্থটী ছিল তাহাও এই দোষ হইতে মুক্ত ছিল না। এই "পার্লেমেন্ট" যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। ক্রম্‌ওয়েল্‌ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি এই 'পার্লেমেন্ট' উঠাইয়া দিলেন। তখন সৈন্যাধ্যক্ষরূপে ক্রম্‌ওয়েলের অপ্রতিহত ক্ষমতা। তিনি গির্জ্জাগুলির সাহায্যে তাঁহার মনোমত এক পার্লেমেন্ট গড়াইয়া তুলিলেন। এই সময়ে হল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল।

সৈন্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন, রাজার বদলে দেশে একজন Protector বা রক্ষক থাকিবে। ক্রম্‌ওয়েল্‌ই এই রক্ষকের পদ পাইলেন (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর)। তাঁহাকে রাজা করার কথা হইয়াছিল কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তিনি রক্ষকের কাজ চালাইতে লাগিলেন কিন্তু দেশে রাজা না থাকায় কিছু অসুবিধা হয় নাই এমন নয়। হাজার হইলেও পুরুষানুক্রমিক রাজার নামেও একটা কাজ হয় এবং তাঁহার কতকগুলি অধিকার থাকে যাহা কোন 'ভুঁইফোড়' সহসা অর্জ্জন করিতে পারে না। অবশ্য ক্রম্‌ওয়েলের কাজে সহযোগিতার জন্য একটা সমিতি ছিল এবং ক্রম্‌ওয়েলের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সকল রকমের বাধা কাটাইয়া দিয়াছিল।

ক্রম্‌ওয়েল্‌ অবসর পাইয়াই শান্তির কার্য্যে মন দিলেন। হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি হইল; ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ ও আয়র্লণ্ডের সুশাসনের ব্যবস্থা হইল। ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যে—গির্জ্জাপরিচালন-ব্যাপারে—কতকগুলি নূতন নিয়ম হইল।

সৈন্য ও নৌবিভাগেই ক্রম্‌ওয়েলের বেশী কৃতিত্ব। নানা স্থানে ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। স্পেন্‌ ও ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ ছিল।

নৌসেনাপতি ব্লেক্ স্পেন্‌কে নাস্তানাবুদ করিয়া দিলেন। ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হইল (১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে)।

পার্লেমেণ্ট সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হইল। আবার লর্ড সভা স্থাপিত হইল, কিন্তু অবাঞ্ছিত লোকদিগকে সরাইয়া দিবার চেষ্টার ক্রটী হইল না।

শান্তির সময়ে ক্রম্‌ওয়েল্ সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া পুলিস্ বাড়াইয়া দিলেন। যাহারা এখনও রাজার পক্ষে ছিল তাহাদিগের উপর অতিরিক্ত কর বসান হইল।

পার্লেমেণ্ট হইতেই ক্রম্‌ওয়েলের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি বলিতে হইবে। কিন্তু পার্লেমেণ্টের সহিত তিনি খুব বন্ধুত্ব রাখিতে পারেন নাই। অনেক সময় মত মিলিত না এবং তাঁহার পার্লেমেণ্ট স্থায়ী হইত না।

পরিশ্রান্ত অবস্থায় ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যু হয়। প্রকৃতিদেবী তখন গর্জ্জন করিতেছিলেন—বাহিরে ঝড় বহিতেছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে"।

অনেক বিষয়েই ক্রম্‌ওয়েল্ একজন লোকের মত লোক ছিলেন। ভগবানে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল—পুরাতন ও নূতন বাইবেল দুই-ই তিনি মানিতেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতা ভগবানের কৃপায় হইতেছে বলিয়া মনে করিতেন, তবে ধর্ম্মে গোঁড়ামি তাঁহার একটা দোষের মধ্যেই ধরিতে হইবে। সময়ে সময়ে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিলেও তাঁহার প্রকৃতি নিষ্ঠুর ছিল না—তিনি লোভীও ছিলেন না। সৈন্য কর্ত্তৃক দেশের লোকের উপর অত্যাচার না হয় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বাহিরে কঠোর দেখাইলেও তাঁহার ভিতরে রসের অভাব ছিল না।

ক্রম্‌ওয়েল্ অনেক শত্রু করিয়াছিলেন। গুপ্ত ঘাতকের ভয়ে তিনি শেষ বয়সে কাপড়ের নীচে কবচ পরিতেন। দ্বিতীয় চার্ল্‌সের রাজ্যপ্রাপ্তির পর তাঁহার দেহ কবর হইতে তুলিয়া শিকলে লটকাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল তাহা হইতে দেশকে শান্তির পথে আনিতে তিনিই ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি।

ক্রম্‌ওয়েলই বিলাতে বর্ত্তমান শাসননীতি চালু করিয়া গিয়াছেন বলিয়া যে একটা কথা চলিয়া আসিয়াছে তাহা আংশিকভাবে সত্য, সম্পূর্ণ নহে। ক্রম্‌ওয়েলের

শাসনপ্রণালী বেশী দিন টেকে নাই। কিন্তু ইংরেজ জাতি এই আন্দোলনে যে শক্তি লাভ করিয়াছিল তাহার ফল এখনও চলিয়া আসিতেছে। পার্লেমেণ্টের প্রাধান্য এখন আর কেহ অস্বীকার করে না। ক্রম্‌ওয়েল রাজপদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার

বর্ত্তমান পার্লেমেণ্ট গৃহ

করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বিলাতে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। তাঁহার পুত্র রিচার্ড্ হাতে ক্ষমতা পাইয়াও রাখিতে পারেন নাই। সকল বাপের ছেলেই উপযুক্ত হয় না!

প্রথম চার্ল্‌সের পুত্র উষ্টারের যুদ্ধে অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। তিনিই আবার ফিরিয়া রিচার্ডের স্থলে দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ রূপে বিলাতের রাজসিংহাসনে বসিলেন। বংশগত রাজার মহিমা ইংলণ্ড ভুলিল না, কিন্তু রাজাও পার্লেমেণ্টের মহিমা মানিয়া লইলেন।

৮

দুঃখী বন্ধু

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

আমাদের বন্ধুর কী হ'লো তাই ভাবি।

মুখে তার হাসি নেই, চোখ সর্ব্বদাই আধ-বোজা, চুল উসকোখুসকো, গায়ের জামাটাও সব সময় খুব পরিষ্কার নয়। আর মুখের ভাবখানা ঠিক বাংলা পাঁচের মতো—কিংবা প্যাঁচার মতোও বলতে পারো—বিশ্বসংসারের উপর দিবারাত্র চটে আছে। আমাদের এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকে, মুখ যেন অমাবস্যার রাত ; কি হয়ত খবরের কাগজটা মুখের সামনে খুলে ঝাড়া এক ঘণ্টাই কাটিয়ে দেয়, কোনো কথা শুধোলে জবাব দেয় না, শুধু মাঝে-মাঝে 'উঃ উঃ' ক'রে ওঠে।

—'কি হ'লো? তোমার সেই কলিকের ব্যথাটা বুঝি?' সহানুভূতির স্বরে আমরা জিজ্ঞেস করি।

—'উঃ, গেলো, গেলো, সব, সব গেলো!'

—'কি হ'লো? কী ব্যাপার?'

আমরা বেশ একটু ব্যস্তই হ'য়ে উঠি, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারি যে বন্ধুর উত্তেজনার কারণ কলিকের ব্যথা নয়, চেক্ দেশের উপর দিনে-ডাকাতি। তারপর খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে বন্ধু কথা বলতে আরম্ভ করে। তাকে কথা না ব'লে বক্তৃতা বললেই ভালো হয়। সে আমাদের অকাট্য প্রমাণসমেত বুঝিয়ে দেয় যে পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই হয় গুণ্ডা, নয় ধূর্ত্ত, নয় মূর্খ, নয় ইতর, এবং চারদিকের অবস্থা যে ভাবে ঘনিয়ে আসছে তাতে বনবাসেই একমাত্র সুখ, তবে মুস্কিল এই যে বনও আজকাল খুঁজে পাওয়া শক্ত—সব বিলকুল সহর হ'য়ে যাচ্ছে।

বন্ধুর মেজাজের মার্করি দিন-দিনই চড়ছে। বাড়ীর লোক সর্ব্বদাই তার ভয়ে তটস্থ। তার ঘরে যেন কেউ না ঢোকে, তার কোনো জিনিসে কেউ যেন হাত না দেয়, তার সঙ্গে কেউ যেন কথা না বলে। সে-ও কারো সঙ্গে কথা বলে না পারতপক্ষে, বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ঘরে তালা দিয়ে যায়, বাড়ীর মধ্যে সে যেন থেকেও নেই। এদিকে পান থেকে চূণ খসলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বাড়ীতে হুলুস্থূল বাধায়, চাকরদের মারতে ছোটে, তার পর ধড়াম্ ক'রে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে-শুয়ে দু'ঘণ্টা হাঁপায়। ওর মা কাঁদতে-কাঁদতে বলেন—'এই ছেলেটার জন্যেই একদিন আমার মরণ হবে।'

দেখে-শুনে আমাদেরও মনে হয় যে বন্ধু আর সে-বন্ধু নেই।

আমরা সব নেহাৎই ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তান, কেউ কেরাণী, কেউ মাষ্টার, কেউ বটতলার উকিল। পৃথিবীর বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের কোথায়—নিজেদেরই ভাবনার শেষ নেই। সন্ধ্যেবেলায় ব'সে দু'-চারটে খুচরো গল্প-গুজব পর্য্যন্ত আমাদের দৌড়, তার মধ্যে রাজা-উজিরের কথাও হয়তো ওঠে, তা ইংরিজিতে একটা কথা আছে—বেড়ালের তো আর রাজার দিকে তাকাতে মানা নেই।

গল্পে বন্ধু ছিলো ওস্তাদ, খুসি ছিলো ওর অফুরন্ত ; ওর ফিটফাট গোলগাল চিকচিকে নধর চেহারাটি দেখলেই আমাদের ভালো লাগতো। আর এখন ওকে একটি মেজাজের বাণ্ডিল বললেও চলে। কি কারণে, এবং কার উপরে যে ওর এত রাগ তা আমরা সাধারণ মানুষ কিছু বঝতে পারি নে।

সেদিন তাই ওকে বললুম, 'বন্ধু, তোমার হয়েছে কি বলো তো?'

'কী যেন', বন্ধু গম্ভীরমুখে বললে, 'আমি নিজেও অনেক ভেবেছি। ভেবে কিছু কূল কিনারা করতে পারি নি।'

'সর্ব্বদাই হাঁড়িমুখ ক'রে আছো কেন? পৃথিবীর অবস্থা এখন খুবই খারাপ, কিন্তু নিজের কথাও একটু ভাবতে হয়।'

বন্ধু বললে, 'হ্যাঁ, এখন থেকে আমি তা-ই করবো ভাবছি।'

'কী করবে?'

'নিজের কথাই ভাববো শুধু। স্বার্থপর এবং ধূর্ত্ত না হ'লে এ-জগতে……'

এই রে! বুঝি সুরু হ'লো বক্তৃতা। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কথা নয়। নিজের শরীরটা তো ভালো করতে পারো অন্ততঃ?'

'আর শরীর!' বন্ধু প্রকাণ্ড একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশভাবে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলে।

'হ্যাঁ, শরীরটাই তোমার মোটে ভালো যাচ্ছে না। আর সেইজন্যেই বোধ হয়…'

'ভালো যাচ্ছে না মানে?' বন্ধু হঠাৎ চটে উঠলো। এ কি তোমাদের সব শরীর নাকি যে দু'দিন একটু ফ্যাঁচফ্যাঁচ সর্দি হ'য়ে সেরে গেলো! জানো, গত দেড় বছরের মধ্যে আমার একদিনও ক্ষিদে পায় নি?'

শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম।—'বলো কী! এ ক দি ন ও না?'

'একদিনও না। ধূ-ধূ মনে পড়ে সেবার ক্রিস্‌মাসে দাদার কাছে জলপাইগুড়ি গেছলুম, ফেরবার সময় ট্রেনে ক্ষিদে পেয়েছিলো—তার পর এই তেরো মাসের মধ্যে আমার একটি বারও ক্ষিদে পায় নি।'

৮

'তা হ'লে……'

'তা হ'লে আর কি! বাঁধা সময়ে খেতে বসতে হয়, তাই বসি, রাত্তিরে শুতে যেতে হয়, তাই যাই। রাত্তিরে আমার ঘুমও হয় না জানো তো?'

'একেবারেই না?'

'না, রাত্তিরে একেবারেই ঘুম হয় না, তাই ভোরের দিকে ন'টা অবধি ঘুমুতে হয়।'

'আর দুপুরে—?'

'দূর্, দুপুরে ঘুমুবো কোত্থেকে? দুপুরে আপিস না?' বন্ধু হঠাৎ একটু হেসে ফেললো।

'আমরা তো শুনি তোমাদের আপিসে না গেলেও চলে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেখে দাও ও-সব বাজে কথা। কে বলে ও-সব কথা, শুনি? যে বলে তাকে ধ'রে আনো না, দু'দিনেই বুঝিয়ে দিচ্ছি কা'কে বলে আপিস! খাটতে খাটতে প্রাণ বেরিয়ে গেলো, আর বলে কিনা—হ্যাঁঃ!'

আমি বললুম, 'আহা—অত চটো কেন? বেশ তো, না-হয় আপিসে খাটোই খুব, সে তো আমরা সকলেই খাটি। কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থা যা বলছো তাতে তোমার সাবধান হওয়া উচিত।'

'বলো তো কী করা যায়?'

'আমি বলি শোনো। এক নম্বর, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবে—'

'থাক্, আর ব'লো না। মোটে রাত্তিরে ঘুম হয় না, তার আবার ভোরবেলা ওঠো! পাগল নাকি!'

'আচ্ছা তা হ'লে বিকেল বেলা আপিস থেকে ফিরে খানিকক্ষণ একটু ঘুরে আসবে। লেক্ তো কাছেই আছে।'

বন্ধু যেন আঁৎকে উঠে বললে, 'আরে সর্ব্বনাশ! লেকে বেড়াবার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো।'

আমি নেহাৎ সাদাসিদে লোক, কথার অত মারপ্যাঁচ বুঝি না; বোকার মতো জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন? লেক্ তো বেশ ভালো জায়গা। সকলেই তো সেখানে বেড়াতে যায়!'

এবার বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে একটু হাসলো যে নিজেকে একটা আরশোলার চেয়েও তুচ্ছ মনে হ'লো! 'সকলে যায় ব'লেই তো সেখানে আমার যাওয়া অসম্ভব,' বন্ধু বললে। 'উঃ, ঐ লোকের ঘেঁষাঘেঁষি! যত রাজ্যের সব ফ্যাসানওলা, গাড়িওলা ধাড়ি খোকার ভীড়! উঃ, কী ক'রে তুমি বলতে পারলে কথাটা!'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে রইলুম, আর বন্ধু বলতে লাগলো, 'শোনো, আমি নিজের চিকিৎসা নিজেই ভেবে ফেলেছি। পয়লা নম্বর—খবরের কাগজ আর ছোঁবো না।'

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললুম, 'হ্যাঁ, সেটা বেশ ভালো হবে। তার পর?'

'তার পর যোগের এক্সারসাইজ্ করবো।'

'এ-বয়সে আবার যাদবের পাটিগণিত নিয়ে বসবে?'

বন্ধু আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললে, 'পাটিগণিতের যোগ নয়। যোগ—ইয়োগ্—সাধু সন্ন্যেসীরা যা ক'রে থাকে।'

'তুমি যোগ করবে!'

'কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লে কেন? যোগ করা মানে গেরুয়া পরাও নয়, গায়ে ছাই মাখাও নয়। কতকগুলো এক্সারসাইজ্ আছে—বুঝলে না—সেগুলো করলে শরীর খুব ভালো হয়।'

'তুমি জানো সে-সব?'

'ও আমার কাছে সব ছবি-টবি আছে, দেখে নেব। ও-সব বেড়ানো-টেড়ানো আমাকে দিয়ে হবে না। এক মাস এক্সারসাইজ্ করবার পর দেখো চেহারা। কেমন ঘুম না হয় এবং আর ক্ষিদে না পায় দেখা যাবে।'

'কবে থেকে আরম্ভ করছো?'

'এই শীগ্গিরই। সত্যি, আমার শরীরের জন্যই এত মন-মেজাজ খারাপ হয়; শরীরটাকে এবার না সারালে আর চলছে না।'

কয়েকদিন পরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী বন্ধু, তোমার যোগের কত দূর?'

'এই তো হচ্ছে।'

'উপকার পাচ্ছো কিছু?'

'এখনো ঠিক আরম্ভ করি নি। কয়েকখানা বই আনিয়েছি, তাতে সব অদ্ভুত কথা লিখেছে।'

আরো কয়েকদিন গেলো। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লেই শুনি হয় তার কোমর ব্যথা, নয় তার মাথা-ধরা, কোনদিন বা বুক দুড়দুড় করে, কোনদিন বা চোখে কম দেখে। আমি একদিন ভালো মনে ক'রেই বললুম, 'যোগের এক্সারসাইজে তা হ'লে বুঝি ফল হ'লো না বিশেষ?' অমনি বন্ধু খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'চুপ করো—যে বিষয়ে কিচ্ছু বোঝো না সে বিষয়ে কথা বলতে আসো কেন?'

বলো তো, এমন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কি সম্ভব?

এমনি করে মাস খানেক কাটলো। পুজোর ছুটি এলো কাছে। আমরা বললুম, 'যোগ-টোগ সবই তো হ'লো, চলো এই ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে আসি, তাইলে বেশ ভালো লাগবে, দেখো।'

বঙ্কু বললে, 'এটা মন্দ কথা নয়। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?'

তখন আমরা ব'সে ব'সে দূরের ও কাছের প্রায় সমস্ত জায়গার কথা ভাবতে লাগলুম। কিন্তু যে জায়গার নাম করি, বঙ্কু তক্ষুণি মাথা নাড়ে। দার্জ্জিলিং? ওরে বাবাঃ! ঐ ভীড়ের মধ্যে! দেওঘর? রক্ষে করো, সাঁওতাল পরগণায় যা সাপ! পুরী? আরে রাম, একবার তো গিয়েছিলুম, হোটেলে পাশের ঘরে বুড়ো বাপ ছেলেকে নামতা মুখস্থ করাতো। এমন জায়গা চাই যেখানে আর কেউ যাবে না, যে জায়গা খুব নির্জ্জন, অথচ, যেখানে সাপের কি চোরের উপদ্রব নেই, যেখানে হোটেলে সব রকম সুখ-সুবিধেই আছে, অথচ যা প্রায় সভ্য জগতের বাইরে; পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, নদীর ধারে এমন একটি জায়গা—যেখানে খবরের কাগজ পৌঁছায় না, রেডিও কি গ্রামোফোন নেই, যেখানকার হাওয়াটি ঠাণ্ডা ও জলে ক্ষিদে হয়। এমন একটি জায়গার কথা আমরা ভাবতে চেষ্টা করলুম, খুঁজে-খুঁজে দু'-একটি যে না বেরোল তাও নয়, কিন্তু সে-সব জায়গা এতই দূরে যে যেতে-আসতেই প্রায় ছুটি কাবার, তা ছাড়া খরচেও কুলোয় না।

'তা হ'লে দরকার নেই,' বঙ্কু বললে, 'মানুষের ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে গিয়ে আমার শরীর আরো খারাপ হবে।'

আমরা কয়েক জন দল বেঁধে পুরী যাওয়া ঠিক করলুম। বঙ্কুকে অনেক বোঝালুম, অনেক সাধাসাধি করলুম, কিছুতেই ওকে রাজি করানো গেলো না। বললে, 'পুরী গিয়ে তো দেখবো কলকাতার আদ্ধেক লোকই সেখানে। মরো গিয়ে তোমরা! আমাদের বাড়ীরও সবাই যাচ্ছেন ডিহিরি-অন-শোণ-এ।'

আমরা বললুম, 'বেশ তো, সেখানেই যাও না-হয়।'

'ক্ষেপেছো! বাড়ীর একগাদা লোকের সঙ্গে!' বঙ্কু যেন দস্তুরমতো অপমানিতই বোধ করলে। 'এই বেশ ভালো হ'লো—পূজোর সময় কলকাতার আদ্ধেক লোকই বাইরে চ'লে যায়—ফাঁকা বাড়ীতে নিরিবিলি বেশ ভালোই থাকবো।'

বঙ্কুকে কিছুতেই রাজি করানো গেলো না, অগত্যা ওকে ফেলেই আমরা চ'লে গেলুম পুরীতে।

দিন দশেক সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে, হো-হো ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসেই বঙ্কুর বাড়ী গেলুম ওকে দেখতে। গিয়ে দেখি সারা বাড়ী খাঁ-খাঁ করছে, জনপ্রাণীর সাড়া নেই! বঙ্কুর ঘরেরও দরজা বন্ধ। কিন্তু দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। ভিতরে ঢুকে দেখি, সমস্ত ঘরে অবিশ্বাস্য বিশৃঙ্খলা, আর খাটের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে বঙ্কু—অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কাছে গিয়ে ডাকলুম—'বঙ্কু, বঙ্কু!'

ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো।

গলা চড়িয়ে আরো দু'-একবার ডাকলুম, তারপর আস্তে ধাক্কা দিলুম। কিন্তু বঙ্কু একেবারে সাতপল্লা ঘুমের অন্ধকারে তলিয়েছে, তাকে ডেকে তোলে কার সাধ্য! তারপর যা সুরু হ'লো তাকে মল্লযুদ্ধ বললেও ভুল হয় না। দু' হাতে বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিতেই সে গড়িয়ে খাটের ও-ধারে গিয়ে থামলো। আমি ঘুরে এসে খাটের ওধার থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে এধারে চালান করলুম, তারপর তার শিয়রে দাঁড়িয়ে চুল ধ'রে টানলুম, তারপর আবার খাট পরিক্রমণ ক'রে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলুম, তারপর গালের উপর ক'ষে দুটো চিমটি কাটলুম, তারপর······

থাক্ গে, এ বৃত্তান্ত বাড়িয়ে আর লাভ কি? মোট কথা, বঙ্কুর যখন ঘুম ভাঙলো, তখন আমার পিঠ ঘামে ভিজে গেছে, আর আমি দস্তুরমতো হাঁপাচ্ছি। শেষ পর্য্যন্ত একখানা বই তুলে নিয়ে বঙ্কুর মাথায় একটা বাড়ি দিতে হয়েছিলো—বেশ জোরে, অথচ সাবধানে। হা-হা ক'রে বঙ্কু উঠে বসলো, ঘোলাটে চোখে চারিদিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো—'উঁ? উঁ?' এবং প্রায় দু'-তিন মিনিট গোঁ-গোঁ আওয়াজ করবার পর হঠাৎ বললে, 'ও, মিণ্টু! তুমি!'

আমি বললুম, 'তুমি কি ভেবেছিলে?'

'আর ব'লো না—একটা স্বপ্ন দেখছিলুম, ঘরে চোর ঢুকেছে, আর সে যেন আমার হাত-পা বেঁধে আমার মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। উঃ!'

আমি বললুম, 'বুঝলুম, এই তোমার ইন্‌সম্‌নিয়া!'

'আর ব'লো না!' বঙ্কু এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলো। 'কাল—বিশ্বাস করো—সারাটা রাত এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি নি—'

'দিনের বেলায় এত ঘুমুলে রাত্তিরের আর দোষ কি?'

'আরে না—এই তো একটু চোখ বুজেছিলুম। তুমি কখন এসেছো? কবে ফিরলে?' বেশ ভালোই তো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

আমি বললুম, 'তোমার খবর কি, বলো। নিরিবিলি ছুটি কাটালে বেশ?'

'আর ব'লো না—এ ক'দিন পাড়ায় যা পূজোর বাজনা—পাগল যে হ'য়ে যাই নি এই বেশি। এই পৃথিবীতে কি আর শান্তি আছে?'

আমি গম্ভীর সহানুভূতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়লুম। সত্যি, বঙ্কুর মতো দুঃখী আর নেই।

মামীর কথা

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

মামী বলতে, যে মামী "তাই-তাই" ব'লে মামা-বাড়ী গেলে ঠেঙ্গা নিয়ে তেড়ে আসেন—অন্ততঃ ছড়া-সাহিত্যে যাঁর সম্বন্ধে ঐ রকম একটা বিশ্রী অপবাদ আছে, সে মামীর কথা যেন মনে ক'রে ব'স না। এ মামী মিশর দেশের মামী। আজকের কথা নয়, হাজার হাজার বছর আগে, যখন পৃথিবীর বেশীর ভাগ জায়গাই সভ্যতার দিক্ দিয়ে ভয়ানক রকম পিছিয়ে ছিল তখন, এরা তোমার আমার মতই রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে ছুনিয়ার সভ্য জাতের একজন হয়ে ঘুরে বেড়াত।

আফ্রিকার নীল নদের ধারে বহু দিনের সুসভ্য মিশর দেশের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিচয় আছে? নীল নদের ধারে মানুষের হাতে গড়া পাথর দিয়ে তৈরী পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু তিন কোণা পিরামিডের ছবিও তোমরা অনেক দেখেছ। পৃথিবীর প্রাচীন সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এই একটি জিনিষ ছাড়া আর

মিশরের পিরামিড্—এরই ভিতর রাজা-রাজড়াদের মামী রাখা হ'ত।

কোনটিই আজ টিকে নেই। কি অদ্ভুত কৌশলে, কি অসম্ভব পরিশ্রমে শত শত মাইল দূর থেকে পাথর কেটে এনে প্রাচীন মিশরীয়েরা এই সব অভিনব জিনিষ

তৈরী করেছিল ভাবলেও অবাক্ হয়ে যেতে হয়! কোন কোন পিরামিড্ উঁচুতে সাড়ে চার শ'-পৌণে পাঁচ শ' ফুট্ আর নীচের দিকে ৭০০-৭৫০ ফুট্ পর্য্যন্ত চওড়া দেখা গেছে! কোনটা তিন হাজার বছরের পুরোনো, কোনটা চার হাজার বছরের, কোনটা বা তারও আগেকার। অথচ আজও সেগুলো তেমনি অটল ভাবে পাহাড়ের মতই দাঁড়িয়ে আছে!

এই পিরামিড্গুলি আসলে কি তাও বোধ হয় তোমাদের অনেকের জানা আছে। এগুলি মিশরের প্রাচীন ফেরো (রাজা) বা ধনী লোকদের সমাধি-মন্দির। মানুষ মরে গেলে তার কবরের উপর সমাধি-মন্দির তৈরী করবার রেওয়াজ অনেক দেশেই আছে, কিন্তু পিরামিডের বিশেষত্ব এই যে এর ভিতরে যে মৃতদেহ আছে তা সাধারণ কবরের মত নয়। প্রাচীন মিশরে মানুষ মারা গেলে তার দেহটাকে নানা রকম ওষুধপত্র দিয়ে এমন ভাবে রাখবার চেষ্টা করা হ'ত যাতে তার চামড়া, মাংস, চোখ, নাক, দাঁত কিছুই পচে না নষ্ট হ'তে পারে। এই সব সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় 'মামী'। পিরামিডের মধ্যে যাঁদের কবর দেওয়া হ'ত তাঁদেরও এমনি ভাবে 'মামী' ক'রে রাখা হ'ত।

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতার যাদুঘর ভাল ক'রে দেখেছ তারা নিশ্চয়ই মামী দেখেছ—কারণ এই যাদুঘরে একটী মিশরীয় মামী এনে রাখা হয়েছে। এই মামীটি প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো। এর শরীরের সমস্ত অংশ প্রায় শুকিয়ে গেলেও গায়ের চামড়া, দাঁত প্রভৃতি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

মৃতদেহকে মামী ক'রে রাখবার প্রচলন মিশরে কি ভাবে আরম্ভ হ'য়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, অনেক অনেক আগে—প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশরে মানুষ মারা গেলে তাকে পাৎলা আবরণে ঢেকে ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়ে সাধারণ ভাবেই কবর দেওয়া হ'ত। মিশর দেশ সাহারা মরুভূমিরই কাছাকাছি। মরুভূমির গরম বাতাস আর বালির গুণে সে সব কবরের মৃতদেহ সহজে পচ্ত না—এমন কি বহুদিন পরেও মরুদস্যুরা অলঙ্কারের লোভে সে কবর খুঁড়ে ফেল্লে দেখতে পেত শবের চামড়া, মাংস, এমন কি মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। এর থেকে তখনকার লোকের ধারণা হ'ল

মানুষ মারা গেলেও তার সব শেষ হয়ে যায় না—কবরের মধ্যেও সে বেঁচে ওঠে, কাজেই জীবিত লোকদের যে সব জিনিষ রাতদিন দরকার সে সব মৃতের সঙ্গে না দিলে তার অসুবিধা হবে। সেই থেকে কবরের মধ্যে মৃতের সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার, আবশ্যকীয় আসবাবপত্র, অলঙ্কার, টাকা-পয়সা প্রভৃতি দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ হ'ল। বলা বাহুল্য ছোটখাট কবরে এত জিনিষ আঁটা সম্ভব নয়, তাই তারা বড় বড় সমাধি-গৃহ তৈরী করতে সুরু কর্‌ল। এই সব প্রশস্ত সমাধি-গৃহে মৃতদেহের সঙ্গে তার জীবিতকালের যা কিছু প্রিয় জিনিষ সব ভরে দেওয়া হ'ত। কিন্তু সমাধি-গৃহ তৈরী হবার পর দেখা গেল মৃতদেহ আর অবিকৃত থাকছে না। কি করে থাকবে? মরুভূমির গরম বালি আর বাতাসের সঙ্গে তার সংস্পর্শ বন্ধ হয়েছে, বদ্ধ ঘরের বাতাস মৃতদেহ পচিয়ে নষ্ট করতেই সাহায্য করছে। তখন সুরু হ'ল নানা রকম ওষুধপত্রের সাহায্যে মৃতদেহকে কৃত্রিম উপায়ে অবিকৃত রাখবার চেষ্টা; এই চেষ্টাই ক্রমে, ঐতিহাসিক যুগে, আরও উন্নত প্রণালীতে মামী তৈরী করবার রীতি প্রবর্ত্তন কর্‌ল।

মৃতদেহকে কি ভাবে মামী করা হ'ত সে বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। মামীর প্রচলন প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগে থেকে সুরু হয়েছিল; তার পর কত অসংখ্য রাজা—কত অসংখ্য রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করে গেছেন,—বিভিন্ন রাজার আমলে মামী তৈরীর প্রণালীতেও কত বিভিন্ন পরিবর্ত্তন হয়েছে! রাজা-রাজড়াদের কবরে মৃতদেহের সঙ্গে অনেক রকম জিনিষ—পোষাক-আসাক, আসবাবপত্র, আরও কত কি পাওয়া গেছে! সে সব দেখে সে সময়কার রীতিনীতি, লোকের হালচালের অনেক খোঁজ পাওয়া গেছে। সমাধি-গৃহের দেয়ালে সে সময়কার মিশরীয়দের আঁকা নানা রকম ছবি—বিশেষ করে মিশরীয়দের ছবির অক্ষরে নানা রকম লেখাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছে। তোমরা বোধ হয় জান যে অনেক

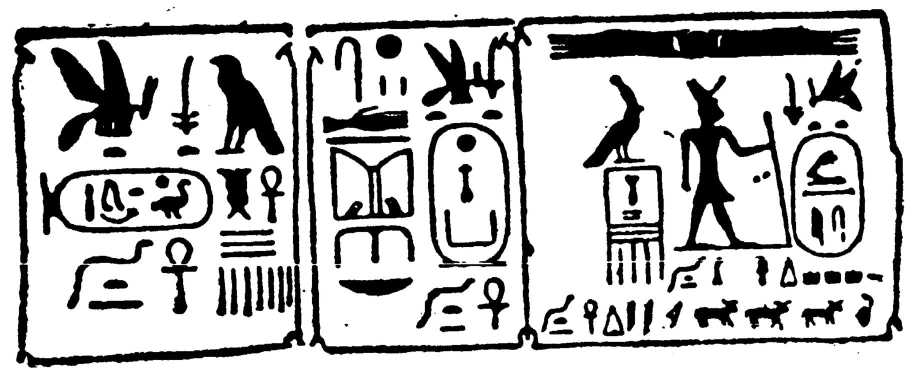

প্রাচীন মিশরের ছবির অক্ষরে লেখার নমুনা

পণ্ডিত মনে করেন, মিশরেই প্রথম লেখার সৃষ্টি হয়—সে লেখা ছবির অক্ষরে লেখা হ'ত। মিশরের বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ 'মৃতের পুঁথি' থেকে নানা অংশ এই সব কবরের দেয়ালে উদ্ধৃত আছে, প্যাপাইরাস্ গাছের ছালেও (যা থেকে কাগজের নাম পেপার) কতক লেখা আছে। কাজেই এই সব ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং নানা জায়গার বড়লোকদের মামী পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা মামী তৈরীর রহস্যও কতকটা বের করে ফেলেছেন। অনেক পণ্ডিত বিভিন্ন রাজবংশের আমলে মামী তৈরীর প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছেন।

এই সব বিবরণ থেকে জানা যায়, মামী তৈরীর প্রক্রিয়া অনেক রকম ছিল। কখনও মৃতদেহ চিরে ভিতর থেকে নরম অংশ বের করে ফেলা হ'ত (অবশ্য হৃদ্‌পিণ্ডটা সব সময়েই যথাস্থানে রেখে দেওয়া হ'ত), তারপর সেটাকে সেই অবস্থায় কয়েক দিন বা সপ্তাহ ক্ষার বা নূনের জলে ডুবিয়ে রাখা হ'ত; কখনও না চিরে আস্ত দেহটিকেই ক্ষারজলে ডুবান হ'ত; ডুবাবার পর কখনও বা চামড়া আর মাংস-পেশীর ভিতরে বালি-মাটী ইত্যাদি দিয়ে যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক চেহারা রাখবার চেষ্টা করা হ'ত। কখনও কখনও মাথার ভিতর ছিদ্র করে তা থেকে মগজ বের করে ফেলা হ'ত। ক্ষার, নূনের বদলে রজন প্রভৃতি অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যও ব্যবহার করা হ'ত। প্রাথমিক প্রক্রিয়ার পর সর্ব্বাঙ্গে আরও কতকগুলি মশলা মাখিয়ে খুব ভাল ক'রে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হ'ত। কখনও বা মামীর দেহে নকল চোখ, নকল রং লাগাতেও কসুর করা হ'ত না। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে নানা রকম শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র—এ সবও বাদ যেত না। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে মামী ক'রে সমাধিস্থ করতে প্রায় আড়াই মাস তিন মাস কেটে যেত।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা মামী নিয়ে আরও নতুন নতুন ধরণের গবেষণা আরম্ভ করেছেন। মামীর উপর এক্স-রে ফেলে, মামীর বিভিন্ন অংশ বের করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করে সেকালকার অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আবিষ্কার করছেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। আগেই বলেছি, রাজা-রাজড়া, ধনী লোকদের মামী সমাধিস্থ করবার সময় মৃতের সমস্ত প্রিয় জিনিষও সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হ'ত। কাজেই রাজা-রাজড়াদের সমাধি পিরামিড্‌গুলিতে বহু ধনরত্নও

রেখে দেওয়া হ'ত। ধনরত্নের চাইতে প্রিয় আর কোন্‌টা? এই সব ধনরত্নের লোভে পিরামিড্‌গুলিতে প্রত্যেক যুগেই চোর-ডাকাতের উপদ্রব হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এই সব দস্যুরা পিরামিডের ভিতরে ঢুকবার অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করে যখন তখন তার মধ্যে ঢুকে লুঠপাট করতে কসুর করে নি। জিনিষ-পত্র ভেঙ্গে, তচ্‌নচ্‌ করে, সোনাদানা ও অন্যান্য মূল্যবান্‌ সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে, এমন কি মামীকেও রেহাই দেয় নি; কঠিন অস্ত্রের সাহায্যে মামীর আবরণ (এবং অনেক সময় দেহও) কেটে তার গায়ের মূল্যবান্‌ অলঙ্কার সরিয়েছে। দস্যুর উপদ্রব সহ্য করে নি এমন পিরামিড্‌ খুব অল্পই আছে। ঐ সব দস্যুদের বংশধরেরাও পুরুষানুক্রমে ঐ সব ধনরত্ন পেয়ে আসছে এবং প্রয়োজন মত তা' বিক্রী করতেও ছাড়ছে না। এ সব ধনরত্ন কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে খোঁজও তারা রাখে। গাস্তন মাস্‌পেরো নামে একজন ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ একবার একদল আরবের কাছে এই রকম কতকগুলি জিনিষ দেখতে পান। জিনিষগুলি দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়, তিনি নানা রকম ভয় দেখিয়ে তাদের জেরা করতে থাকেন; কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। অবশেষে টাকার লোভ দেখাতে তারা তাঁকে একটা এ যাবৎ অজ্ঞাত পিরামিডের ভিতরে নিয়ে যায়। মাস্‌পেরো ছ' হাজার বছরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেখানকার মামীগুলি তুলে আনেন।

প্রায় ছ' হাজার বছর আগেকার মিশরের একজন রাজার মামী

ঐ সব মামীর একটির পরিচয় পাওয়া গেল—তিনি হচ্ছেন ফেরো মেনেপ্‌টা। বাই-বেলের 'ওল্ড্‌ টেষ্টামেন্ট্‌' অংশে একজন অত্যাচারী ফেরোর উল্লেখ আছে। কোন কোন ইহুদীদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই ফেরোর নাম ছিল মেনেপ্‌টা, এবং ইনি লোহিত সাগরে ডুবে মারা যান। মেনেপ্‌টার মামী আবিষ্কার হ'লে পরে বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুরু করলেন। দেখা গেল, বাস্তবিকই এই মামীর গায়ে জমাট্‌ নূনের দানা পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ একে

সমুদ্র থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অণুবীক্ষণ দিয়ে মামীর হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার চারদিকে জমাট্‌ ক্যাল্‌সিয়াম্‌ রয়েছে– অর্থাৎ উক্ত রাজার 'য়্যাথেরোমা' নামক রোগ দেখা দিয়েছিল। ঐ রোগে সদ্যমৃত একজন লোকের হৃদ্‌পিণ্ডও ঐ ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল দু'টোতে কোনও তফাৎ নেই। য়্যাথেরোমা হ'লে রোগীর রক্তের চাপ অর্থাৎ 'ব্লাড্‌ প্রেসার' বেড়ে যায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ফেরো মেনেপ্‌টা হাজার ছয়েক (?) বছর আগে ব্লাড্‌ প্রেসারে ভুগেছিলেন। মামী পরীক্ষা করে রাজার চেহারা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি খবর পাওয়া গেল—যেমন, তাঁর নাকটা ছিল বেশ টিকাল, শরীরটাও ছিল বেশ নধর, বয়সও অনেক হয়েছিল ইত্যাদি। দস্যুরা এই মামী কুড়ুল দিয়ে কেটে তার শরীরের অনেক জায়গা নষ্ট করে দিয়েছিল।

মেনেপ্‌টার মামী ছাড়া ছোট-বড় নানা বয়সের আরও অনেক মামী পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা সেকালকার নানা রোগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বের করেছেন। প্রাচীন মিশরে অস্ত্রচিকিৎসার চল ছিল, ক্ষতস্থান সেলাই করার ব্যবস্থা ছিল। রোগের মধ্যে বাত, যক্ষ্মা, দাঁতের ব্যারাম 'পায়োরিয়া', 'য়্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌' প্রভৃতির প্রকোপ ছিল। আবার এমন কতকগুলি ব্যারাম ছিল যা আজকাল বড় একটা হয় না; এগুলি বেশীর ভাগই হাড়ের ব্যারাম।

প্রাচীন মিশরে মানুষ ছাড়া অন্য জানোয়ারের মামীও পাওয়া গেছে; যেমন ধর, বিড়ালের মামী, কুকুরের মামী, চিল, পেঁচা, কুমীর, ষাঁড় প্রভৃতির মামী। এর কোন কোনটা পবিত্র জীব বলে এত আদর পেত, আবার কোন কোনটা আদর পেত মরা মানুষের প্রিয় জীব বলে।

মিশর ছাড়া পৃথিবীর আরও কোন কোন জায়গায় মরা মানুষকে মামী করে রাখবার প্রথা প্রচলিত ছিল, দু'-এক জায়গায় এই সেদিন পর্য্যন্ত এই প্রথা দেখা গেছে। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে মামী তৈরীর প্রণালী প্রায় মিশর দেশের মতই ছিল, তবে বেশীর ভাগ জায়গায়ই মামী এবং তা তৈরীর প্রণালী ছিল আরও নীচু দরের। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চলেও অনেক মামী পাওয়া গেছে। বিশেষতঃ ভেনেজুয়েলা, কলাম্বিয়া, ইকুয়েডর, বলিভিয়া এবং পেরু দেশে

পাওয়া ইন্‌কা সভ্যতার মামীর নাম বিশেষ ভাবে করা যেতে পারে। আমেরিকায় আজকাল এই সব মামী নিয়ে প্রচুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে।

নৃমুণ্ড-শিকারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবন্ত ও সবাক্ বস্তা

ফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে জয়ন্ত যেন আপন-মনেই বললে, "১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে থাকে সত্যচরণ চৌধুরী, আর ১৫-A নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে হচ্ছে ইন্দুভূষণ ব্যানার্জ্জির বাড়ী। আশ্চর্য্য!"—সে ফোনে এইমাত্র যা শুনাল, মাণিকের কাছে সব খুলে বললে।

মাণিক উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বল কি জয়, বল কি! রাম-দার ওপরে ক্ষোদা ছিল S অক্ষর আর রুমালে ছিল I. B. B. এই তিন অক্ষর। দুই ঘটনাস্থল থেকে আমরা এই দুটি সূত্র পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এ-সূত্র দুটির কোনই দাম ছিল না। কলকাতায় কত হাজার লোকের নামের সঙ্গে ঐ 'এস্' আর 'আই-বি-বি' অক্ষরগুলি মিলে যায়, কে তার হিসাব রাখে? দৈবক্রমে কত সহজে আমরা আসল লোকদের ঠিকানা আবিষ্কার ক'রে ফেললুম! জয়ন্ত, ভাগ্যদেবী আমাদের সহায়, নইলে এটা সম্ভবপর হ'ত না!"

জয়ন্ত বল্লে, "গোয়েন্দারা যত বুদ্ধিমান্ই হোক্, ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ তাদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। আবার অপরাধীদের উপর-চালাকিও তাদের অনেক কাজে আসে। ধর, এই মুণ্ড-শিকারীদের কথা। কাটা মুণ্ড ভেট পাঠিয়ে ওরা যদি আমাদের মিথ্যা ভয় দেখাবার চেষ্টা না করত, তা হ'লে বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্যচরণ চৌধুরীর উপরে আমাদের কোন সন্দেহই পড়ত না। ওরা তিন-তিনটে মারাত্মক ভুলও করেছে। প্রথম, রক্তাক্ত রুমালখানা ঘটনাস্থলের কাছে ফেলে গেছে। দ্বিতীয়, রামদাখানাও নৌকো থেকে তুলে নিয়ে যায় নি। তৃতীয়, উপর-উপরি তিনদিনের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' প্যাকিং-বাক্সে রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদের দলের কেউ ঐ কাগজ-খানার নিয়মিত পাঠক। হ্যাঁ, ওদের ৪ নম্বরের ভুলের কথাও বলি। ওরা আজ সকালেই অত শীঘ্র আমাদের ভয় না দেখালেই ভালো করত। ঘণ্টা-কয়েক অপেক্ষা করবার পর মুণ্ডটা পাঠালে আমরা তো কিছুতেই ধরতে পারতুম না যে, খুনীরা আমাদের বাড়ীর এত কাছে থাকে!"

মাণিক বল্লে, "তুমি তো আজ বৈকালে বাইরে বেরিয়েছিলে। কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে কিছুই তো বললে না?"

—"গিয়েছিলুম বিষ্ণুবাবুর লেনে সত্য চৌধুরীর খবর নিতে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। বিষ্ণুবাবুর লেনের ১৫ নম্বর বাড়ীর সামনেই এক মুদীখানা আছে। মুদীর সঙ্গে ভাব ক'রে তার মুখেই শুনলুম, সত্য চৌধুরী হচ্ছে নাকি বিহার অঞ্চলের এক জমিদার। কলকাতার ও-বাড়ী-খানা সে গেল বছরে কিনেছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে, মাঝে মাঝে দেশে যায়। বয়স হবে বছর চল্লিশ। ভীষণ শাক্ত, এ বছরে এমন ঘটা ক'রে কালীপূজো করেছে যে, তেমন ঘটা এখানকার কেউ কখনো দেখে নি। দারুণ লম্বা-চওড়া আর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা—তাকে দেখলে সৌখীন জমিদার ব'লে মনে হয় না, মনে হয় সেকালকার কাপালিক ব'লে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, প্রতি অমাবস্যায় রক্তবস্ত্র প'রে কালীপূজোয় বসে। পাড়ার কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না, তবে তার বাড়ীতে লোকের অভাব নেই। অনেক চাকর, দ্বারবান্ আর কর্ম্মচারী সেখানে বাস করে।"

মাণিক বল্লে, "১৫-A নম্বরের বাড়ী থেকে সুন্দরবাবু যে ইন্দু বাঁড়ুয্যেকে ধরেছেন, সেও নিশ্চয় তা হ'লে ঐ সত্য চৌধুরীরই চ্যালা?"

—"তাই তো হওয়াই উচিত। নইলে ইন্দুর নাম লেখা রক্তাক্ত রুমাল ঘটনাস্থলে পাওয়া যেত না। সত্য চৌধুরীর বাড়ীর পাশেই আছে হাত-তিনেক চওড়া একটা খুব-সরু গলি। তারপরেই ছোট ছোট তিনখানা বাড়ী, তাদের নম্বর হচ্ছে ১৫-A, ১৫-B, ১৫-C। সে বাড়ীগুলো দেখলে মনে হয়, একখানা বাড়ীকেই যেন তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর বেশী আর কিছু আমি লক্ষ্য করি নি, কারণ তখন ১৫-A নম্বরের উপরে আমার কোনই সন্দেহ হয় নি। ....ব্যাস্, আর কোন কথা নয়। ঐ শোনো, বাড়ীর দরজায় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল! ঐ শোনো, সুন্দরবাবুর 'হুম্' ব'লে হুহুঙ্কার!.........(উচ্চকণ্ঠে) আসুন সুন্দরবাবু, আসামীকে নিয়ে উপরেই আসুন!"

সিঁড়িতে দুম্-দাম্ পায়ের শব্দ। তার পর প্রথমেই ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হলেন বিজয়ী বীরের মত স্ফীত বক্ষে, দৃপ্ত চক্ষে, গর্ব্বিত ভঙ্গীতে সুন্দরবাবু! তার পর দুইজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দেখা গেল হাতকড়ি-পরা ও কোমরে দড়ী-বাঁধা অবস্থায় আসামীকে।

সুন্দরবাবু সদম্ভে বললেন, "হুম্! এই নাও ভায়া, মুণ্ড-শিকারী ইন্দু বাঁড়ুয্যেকে! দেখছ তো, কত চট্-পট্ কাজ হাঁসিল ক'রে ফেললুম? হেঁ-হেঁ বাবা, তোমাদের মতন সখের গোয়েন্দার সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাৎ!"

কিন্তু জয়ন্ত ও মাণিক তখন সুন্দরবাবুর মুখ-সাবাসি শুনছিল না, তারা নিষ্পলক নেত্রে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়েছিল আসামী ইন্দু বাঁড়ুয্যের দিকে।

এই কি এতগুলো ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামীর মূর্ত্তি? তার অতিশয় রোগা-লিক্‌লিকে দেহখানা সাম্‌নের দিকে বেঁকে পড়েছে কুম্‌ড়োর ফালির মত—একটা ঠেলা মারলেই সে দেহ যেন মাটিতে প'ড়ে ঠুন্‌কো কাচের পেয়ালার মত ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মুখখানা ভয়ে মড়ার মত সাদা, চোখ দুটো তাড়া-খাওয়া খরগোসের মত বিস্ফারিত এবং হাত-পাগুলো কাঁপছে থর্‌-থর্‌ ক'রে।

জয়ন্ত ও মাণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে ইন্দু ধপাস্‌ ক'রে মাটির উপরে ব'সে পড়ল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কলকাতার বুকের উপরে বেপরোয়ার মত যারা এমন ভয়াবহ খুনের পর খুন করতে পারে, তাদের কেউ কখনো এমন কাপুরুষ হয়!

সুন্দরবাবু হুম্‌কি দিয়ে ব'লে উঠলেন, "থাক্‌ থাক্‌, ঢের হয়েছে। আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না! যখন আমার মুণ্ডুটা কচ্‌ ক'রে কেটে ফেলতে এসেছিলে তখন প্রাণে মায়া হয় নি চাঁদ?"

জয়ন্ত দুই পদ অগ্রসর হয়ে নরম স্বরে বললে, "তোমার নাম কি?"

অশ্রুকাতর কণ্ঠে আসামী বললে, "শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌, শ্রীইন্দুভূষণ, না ছাই! বিশ্রী ইন্দুভূষণ!"

জয়ন্ত বললে, "তুমি কি কর?"

—"টম্‌সন্‌, মরিসনের আপিসে চাকরি।"

—"কত টাকা মাইনে পাও?"

—"ষাট টাকা।"

—১৫-এ বিষ্ণুবাবুর লেনে তোমার সঙ্গে আর কে থাকে?"

—"আমার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওখানে আমাদের অনেক কালের বাস। আমরা তিন ভাই পাশাপাশি তিনখানা বাড়ীতে থাকি, আগে ও-বাড়ীগুলো এক ছিল, এখন ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে।"

—"সত্য চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?"

—"খুব অল্প। তিনি জমিদার মানুষ, আমাদের মতন গরিব লোককে কেয়ারই করেন না। আমাদের বাড়ীগুলো তিনি কিনে নিতে চান, আমরা রাজি নই। এই সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একবার আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল।"

—"আচ্ছা ইন্দু, তুমি জানো তো, কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে ডবল খুন হয়েছিল, আর সেইখানেই তোমার একখানা রক্তমাখা রুমাল পাওয়া গেছে?"

ইন্দু আবার কাঁদতে লাগল।

—"কাঁদছ কেন? ও রুমাল কি তোমার নয়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ও-রুমাল আমার। কিন্তু ওখানে ও-রুমাল কেমন ক'রে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠলেন,—"কিছুই বুঝতে পারছেন না, ন্যাকা চৈতন আর কি! দুদিন পরে যখন ফাঁশিকাঠে দোল খাবে, তখন ঠিক বুঝতে পারবে।"

ইন্দু এবারে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠে বললে, "ইনস্পেক্টার-বাবু, আমি নির্দ্দোষ—আমার কথা বিশ্বাস করুন!"

জয়ন্ত মিষ্ট স্বরে বললে, "ইন্দু, কেঁদো না। যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক জবাব দাও। তুমি নির্দ্দোষ হ'লে তোমার কোন ভয়ও নেই।"

চোখের জল মুছতে মুছতে ইন্দু বললে, "কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন। আমি মিথ্যা বলব না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ইস্‌, উনি মিথ্যা বলবেন না—ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির!"

মাণিক টিপ্পনী কাটলে, "সুন্দরবাবু, আপনার উপমার ভুল হ'ল। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির একবার মিথ্যাকথা ব'লেছিলেন।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "হুম্‌! বলেছিলেন—বেশ করেছিলেন!"

—"তা হ'লে ইন্দুও আজ একবার মিথ্যা বলতে পারে।"

—"ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইন্দুর তুলনাই হয় না। যুধিষ্ঠির কোনদিন মুণ্ডু শিকার করেন নি—হুম্‌!"

জয়ন্ত বললে, "ইন্দু, ভালো ক'রে মনে ক'রে দেখ। কোনদিন তোমার রুমাল হারিয়েছে?"

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলে। তার পর তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "হ্যাঁ মশাই, মনে পড়েছে।"

—"কি?"

—"হপ্তাখানেক আগে আমার ঘর থেকে একখানা রুমাল আশ্চর্য্য উপায়ে অদৃশ্য হয়েছিল!"

—আশ্চর্য্য উপায়ে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিন আমার ময়লা জামা-কাপড় ছাড়বার কথা। আমার স্ত্রী ফর্সা জামা-কাপড় আন্‌লায় ঝুলিয়ে রাখলেন আর একখানা রুমাল পাট্‌ ক'রে রাখলেন টেবিলের উপরে। আপিস যাবার সময়ে খেয়ে-দেয়ে উপরে উঠে আমি কিন্তু রুমালখানা আর খুঁজে

৮

পেলুম না!' স্ত্রী বললেন, বোধ হয় জোর-হাওয়ায় কোনগতিকে সেখানা উড়ে গেছে! অগত্যা সেই কথাই আমাকে মানতে হ'ল।"

—"যে টেবিলের উপরে রুমাল রেখেছিলে, তার সামনে—অর্থাৎ খুব কাছেই একটা জান্‌লা ছিল তো?"

—"কি আশ্চর্য্য, ঠিক বলেছেন! টেবিলের গায়েই জান্‌লা আছে।"

—"জান্‌লার বাইরে কি আছে?"

—"একটা খুব-সরু গলি।"

—"তার পর?"

—"সত্যবাবুর বাড়ীর বারান্দা।"

—"সেই বারান্দা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে আমি কি তোমার জান্‌লার ভিতর দিয়ে টেবিলের উপরে হাত দিতে পারি?"

ইন্দু বিস্মিত স্বরে বললে, "তা পারেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ কি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নস্যদানী বার করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্ত, তুমি কি আমার মাম্‌লাটা ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টায় আছ? তুমি কি বলতে চাও, পাশের বাড়ী থেকে অন্য কেউ রুমালখানা চুরি করেছে? কেন? ভারি তো দামী জিনিষ! আমি ইন্দুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"

ইন্দু কাতর স্বরে বললে, "আমি সত্যি কথাই বলেছি ইন্‌স্পেক্টার-বাবু! আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করব! তোমার ঘর, টেবিল আর জান্‌লাও দেখব!… এই সেপাই! বদমাইস্‌টাকে ধ'রে নিয়ে চল্! আমি এখনি ওর বাড়ীতে যাব। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা? দেখাচ্ছি মজাটা!"

জয়ন্ত বললে, "চলুন সুন্দরবাবু, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি সত্য চৌধুরীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।"

সুন্দরবাবু মুখ ভার ক'রে বললেন, "তুমি যা-খুসি করতে পারো, কিন্তু দয়া ক'রে আমাকে আর সাহায্য করতে এস না। হুম্, তুমি সাহায্য না করলেও আমার চলবে।"

সুন্দরবাবু আসামী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মাণিক বললে, "জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর যে, ইন্দুর রুমাল সত্য চৌধুরী বা অন্য কেউ চুরি করেছে?"

—"হ'তে পারে।"

—"কিন্তু, কেন?"

—"পুলিশকে বিপথে চালনা করবার জন্যে।……কিন্তু ও-কথা এখন থাক্। এস আগে একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নি, তার পর সত্য চৌধুরীর বাড়ীর দিকে যাত্রা।"

চা-পান ক'রে মিনিট পনেরো পরে জয়ন্ত ও মাণিক যখন বাড়ী থেকে বেরুলো, রাত তখন দশটা হবে।

একে তো এ-অঞ্চলের পথঘাটগুলো এ-সময়ে নির্জ্জন হয়ে পড়ে, তার উপরে আগেই বলা হয়েছে, নৃমুণ্ড-শিকারীদের উৎপাতে গঙ্গার আশপাশের রাস্তায় রাত্রে আজকাল লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক জনপ্রাণাকে দেখতে পেলে না। নিঝুম স্তব্ধতার মধ্যে পথের উপরে শব্দ সৃষ্টি করতে লাগল কেবল তাদের দু'জনের পায়ের জুতোগুলো।

এদিক্ থেকে বিষ্ণুবাবুর গলিতে ঢোকবার আগেই মাঝে পড়ে ছোটখাটো একটা মাঠ। তারই ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের কাণে জাগল অদ্ভুত একটা শব্দ! কে যেন 'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' রবে আর্ত্তনাদ বা গর্জ্জন করছে!

জয়ন্ত ও মাণিক সচমকে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল। আকাশে ক্ষীণ চাঁদের রেখা মাত্র, গ্যাসের আলোও স্পষ্ট নয়।

মাণিক ভ্রূ সঙ্কুচিত ক'রে দেখে বল্‌লে, "মাঠের ওপরে বস্তার মতন ওগুলো কি প'ড়ে রয়েছে?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "খালি প'ড়ে রয়েছে নয়, বস্তাগুলো ছট্‌ফট্ করছে!"

তারা এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

অম্‌নি একটা বস্তা আরো জোরে ব'লে উঠল, "হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ!"

বড় বড় তিনটে চটের থ'লে, তাদের মুখগুলো বাঁধা!

থ'লেগুলোর বাঁধন কাটতেই বেরিয়ে পড়ল সুন্দরবাবু ও দুই পাহারাওয়ালার মূর্ত্তি! প্রত্যেকেরই হাত-পা-মুখও বাঁধা!

জয়ন্ত সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর মুখ ও হাত-পা মুক্ত ক'রে দিয়ে বল্‌লে, "কি ভয়ানক! এ কি কাণ্ড?"

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ঐ তেমাথার মোড়ে আসতেই গলির ভিতর থেকে কারা বেরিয়ে এসে আমাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেল্‌লে, তার পর থ'লের ভেতরে পূরে আমাদের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখে স'রে পড়ল!"

—"তাদের দেখতে পান নি?"

—"কি ক'রে দেখব ভাই? দেখ না, ওখানকার ছুটো গ্যাস নিবিয়ে রেখেছে! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার!"

—"ইন্দু? ইন্দু কোথায় গেল?"

—"হুম্‌, লম্বা দিয়েছে! পাপী কখনো সত্যি কথা কয়? তুমি সেই সন্তানের কথায় ভুল্‌লে ব'লেই তো আমার এই দুর্দ্দশা! নইলে আজ রাত্রে আমি কি আর এ-মুখো হতুম? তারই দলবল এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে! হায় হায়, হাতে পেয়েও হারালুম!"

জয়ন্ত অবাক্‌ হয়ে ভাবতে লাগল, মানুষ চেনা কি এতই শক্ত? তার চোখেও ইন্দু ধূলো দিলে!

(ক্রমশঃ)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর শেষের দিকে দেখ]

১। নীচে ও পরপৃষ্ঠায় যে ছবি দেওয়া হইল, দেখিয়া বল ত' কিসের ছবি? ইহাদের সম্বন্ধে কি জান?

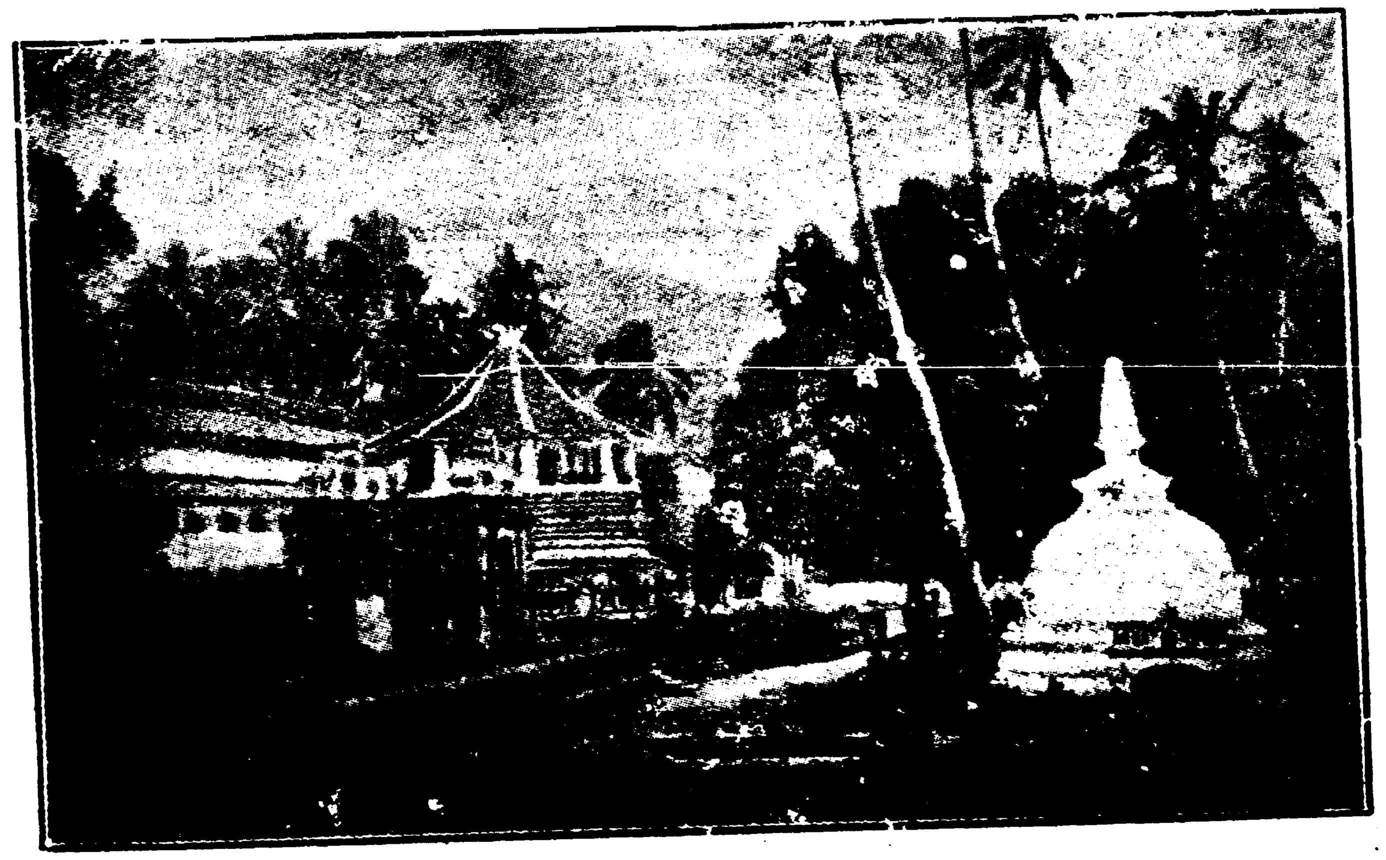

১নং

২। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ৪ খানি সংবাদপত্রের নাম কি?

৩। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে এই মত ইউরোপে প্রথম কে প্রকাশ করেন? তাঁহার পরিচয় জান?

৪। কলিকাতায় যে কেল্লা আছে তাহার নাম কি? কাহার নামে ঐ কেল্লা?

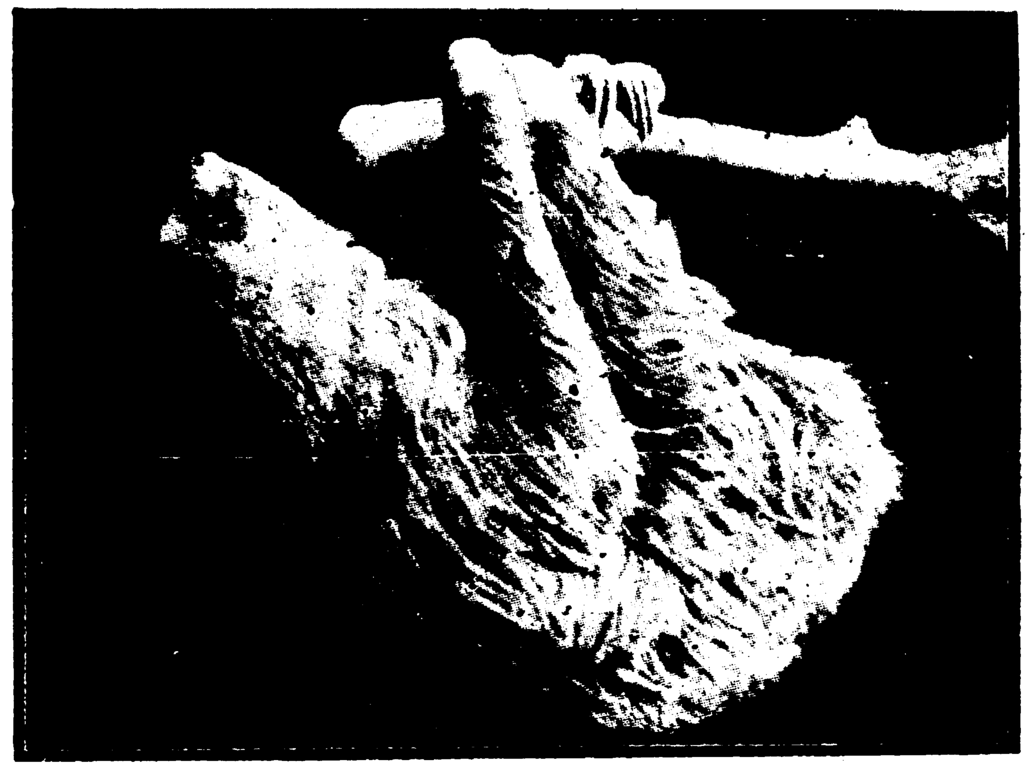

২নং

৫। মানুষের শরীরে কয়খানা হাড় আছে?

আমাদের মনোরঞ্জন

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

বাল্যকালে বাবা মা যখন নাম রাখেন তখন তাঁরা জান্‌তেও পারেন না বড় হয়ে ছেলে সে নামের উপযুক্ত হবে কিনা। তাই সুদর্শনের দেখ্‌বে বেশ কালো বিদঘুটে চেহারা, নীলিমার হয়তো ফুট্‌ফুটে রং! কিন্তু আমাদের মনোরঞ্জন বাবুর যিনি নাম রেখেছিলেন তাঁর যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল, এ জোর করেই বলা চলে। চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, এমন মিষ্টি স্বভাব, প্রাণ-খোলা ভাব এ যুগে আমি আর দেখি নি। আমার জানাশোনা লোকেদের মধ্যে, সব সময়ে মুখে হাসি লেগেই আছে—বোধ হয় মনোরঞ্জন বাবুর ছাড়া আর কারও দেখি নি। তা ছাড়া কথায়, প্রত্যেকটা কথায় রস ঝরে পড়্‌ছে! যেমন ওঁর লেখা ছিল রসাল, তেমনি ছিল ওঁর কথা। ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌লে মনে হ'ত 'এমন মানুষও হয়!'

আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ অনেক দিনের। তখন রামধনুর প্রেসে আমাদের কিছু জিনিষপত্র ছাপা হচ্ছিল, সেই সূত্রে, তারপর রামধনু বেরোবার প্রথম থেকেই আমাকে উনি উৎসাহ যা দিয়েছেন তা বলবার নয়। প্রায় প্রতি মাসেই এসে এক গাদা বই দিয়ে যেতেন, বলতেন, "ননী, দু'দিনে এটা লিখে দাও, একটু তাড়াতাড়ি আছে।" এমনও হয়েছে যে আমি এক পৃষ্ঠা ক'রে লিখেছি, আর এক পৃষ্ঠা ক'রে 'কম্পোজ' হয়েছে। তারপর আলোচনা, কি ক'রলে কাগজ ভালো হয়, কি লেখা দেওয়া উচিত। এই নিয়ে এত মাথা ঘামাতে আমি আর কোন সম্পাদককে দেখি নি। ওঁর সম্পাদনার একটা বিশেষ গুণ ছিল, যা আমি আর কারও মধ্যে দেখি নি, সেটি হ'ল বিষয় নির্ব্বাচন। তিনি আগে থেকে ঠিক ক'রে রাখ্‌তেন গেল বার সাধারণ জ্ঞানের উপর লেখা গেছে, এবারে যাবে বিজ্ঞানের উপর; গেল বার পুরাণের গল্প গেছে, এবারে যাবে ইতিহাসের গল্প। তাই ঐতিহাসিক কাউকে পাকড়াও ক'রে একটা লেখা লিখিয়ে নিয়ে তবে তিনি নিরস্ত হতেন। এতে সুবিধে ছিল এই যে রামধনুর 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড্' থাক্‌ত সমান, প্রত্যেকটি সংখ্যা হ'ত 'পঠিতব্য', প্রত্যেকটিতে বৈচিত্র্য থাক্‌ত অনেক, এবং একঘেয়ে গল্প বা লেখা, কখনও যেত না। বাংলা শিশু-সাহিত্যে রামধনুর প্রতিষ্ঠার মূল কারণ হ'ল এই—মনোরঞ্জনের মনোরঞ্জন-স্পৃহা ও সুদক্ষ সম্পাদনা। অনেকে বলেছেন যে রামধনুতে একদল লেখক ছাড়া অন্য লেখকদের লেখা বেশী বেরুত না। তারও কারণ এই। আর সাহিত্যে যে সব মাসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের এ দোষ থাক্‌তেই হবে। যেমন সন্দেশ, প্রবাসী। এর কারণ খুব সরল, 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড্' ঠিক রাখতে হ'লে এমন কয়েক জন লেখক যোগাড় ক'রে রাখতে হয় প্রত্যেকটী মাস যাঁদের উপর নির্ভর করা চলে। মনোরঞ্জন বাবু সম্পাদনার এ মূল তথ্যটি বুঝতেন।

একদিনের কথা মনে প'ড়ে। 'রামধনু' অফিসে গিয়ে দেখি, মনোরঞ্জন বাবু মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন। আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার কি?" মনোরঞ্জন বাবু বললেন, "তুমি আমাকে 'কন্‌গ্র্যাচুলেট্' কর্‌তে পার।" আমি বললাম, "কারণ?" "কারণ, আমি এমন একটি চরিত্রের কল্পনা করেছি, যাতে বাংলা-সাহিত্যে একটা নতুন

জিনিষের আবির্ভাব হবে।" "যথা?" "হুকাকাশি।" বলে তাঁর প্রচণ্ড হাসি। আমি তো অবাক্! ঐ অদ্ভুত নামটীর অর্থ কি? হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, "হুকা খেলে কি হয়? কাশি তো? এ দুয়ে মিলিয়ে হ'ল আমার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়কের নাম। অবশ্য এই অদ্ভুত নামটির জন্য ভদ্রলোককে জাপানী বানাতে হ'ল। তবে তাঁর সাকরেদটি full-blooded বাঙালী, আর তার নাম হ'ল রণজিৎ—অর্থাৎ বুদ্ধির যুদ্ধে জিৎ অনিবার্য্য।" এতক্ষণে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হ'ল। তাঁর স্বভাবসুলভ রস তিনি নীরস গোয়েন্দার নামেতে ঢেলেছেন। অদ্ভুত!

সেদিন তিনি ঠাট্টাচ্ছলে যা বলেছিলেন, দু'দিন বাদেই দেখা গেল তা কত বড় সত্যি! সত্যিই তাঁর 'হুকাকাশি' বাংলা শিশু-সাহিত্যে একেবারে নতুন জিনিষ আমদানী কর্‌ল। হুকাকাশিকে নিয়ে বেশী গল্প তিনি লিখে যেতে পারেন নি, কিন্তু যা লিখেছেন তাতেই তাঁর নাম শিশু-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

কি আশ্চর্য্য ডিটেক্‌টিভের সৃষ্টিই না তিনি করেছেন! তাঁর ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি তখন বেরুচ্ছে। আমাকে ডেকে বল্‌লেন, "ওহে ননী, তোমার কাছে শার্লক্ হোম্‌স্‌এর সব বই আছে?" আমি বল্‌লাম, "না, নেই তো, তবে যোগাড় কর্‌তে পারা যায়।" "তা হ'লে একবার Six Napoleon গল্পটা পড়ে দেখো তো, আর তোমার হ'য়ে গেলে আমাকে একবার দেবে। লোকে বল্‌ছে Six Napoleonএর মত নাকি হয়ে যাচ্ছে!" পড়ে দেখ্‌লাম, ঘোষচৌধুরীর ঘড়ির সঙ্গে Six Napoleonএর সম্পর্ক বের কর্‌তে হ'লে বাংলা সাহিত্যের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের প্রত্যেকটি লেখা ইংরেজী থেকে নিছক চুরি ব'লে ধরে নিতে হয়। তিনি আশ্বস্ত হ'য়ে আবার লিখতে সুরু কর্‌লেন। এ রকম অদ্ভুত "মরালিটি" জ্ঞান যদি আমাদের সাহিত্যিকদের থাক্‌ত!

'সন্দেশ' উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিশু-সাহিত্য থেকে হাস্যরসের হয়েছিল প্রায় তিরোধান, কিন্তু মনোরঞ্জন বাবু তার একটা 'চার' বাঁধলেন, তাতে জন্ম হ'ল চারু বাবুর, রবি বাবুর। এঁদের আবির্ভাবের মূলে রয়েছে মনোরঞ্জন বাবুর প্রেরণা। এই দুই শক্তিশালী শিশু সাহিত্যিকের জন্য বাংলা-সাহিত্য মনোরঞ্জন বাবুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বে। এঁরা ছাড়া আরও অনেক বড় বড়

সাহিত্যিক—যাঁরা বড়দের সাহিত্যে নাম করেছিলেন, তাঁদেরও মনোরঞ্জন বাবু টেনে শিশু-সাহিত্যে নামিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের লেখা?—চা'য়ের ধোঁয়া, হাস্য ও রহস্য পড়তে বস্‌লে সত্যিই হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফেটে যায়।

আজ লিখ্‌তে বসে কত কথাই না মনে হচ্ছে! কি রকম ভালোবাসতে পার্‌তেন তিনি! একদিন কথায় কথায় তিনি জান্‌তে পারলেন যে আমার ছোট ভাই Economics পড়ে। তিনি বল্‌লেন, তা হ'লে তার কিছু বোঝবার থাক্‌লে আমার কাছে আস্‌তে ব'লো। আমি তো অবাক্! আজকাল অনেক অধ্যাপকই জানি প্রাইভেট্ পড়িয়ে প্রচুর টাকা করেন। অথচ—! আমি আমার ছোট ভাইকে তাঁর কাছে যেতে বল্‌লাম। সে সাত দিন মাত্র পড়েছিল, তাতে সমস্ত Economics তিনি শেষ করে দিয়েছিলেন। ভায়ার মতে, সাত দিনে সে যা শিখেছে, Class Lectureএ সাত মাসেও তা সে শিখ্‌তে পারত না। এমন অদ্ভুত ছিল তাঁর অধ্যাপনা-শক্তি! অথচ পড়াতেন অমনি, টাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রাণের দাবী যেখানে বড়, পার্থিব জিনিষ সেখানে যে কত ক্ষুদ্র হয়ে যায় তা বুঝেছি ওঁর সংস্পর্শে এসে।

বহু দিন আমি কোন কাগজেই লিখ্‌তে পারি নি। নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। দেখা হ'লেই অভাব-অভিযোগের অন্ত থাক্‌ত না। তাই এবারে একটু সময় পেয়ে মনোরঞ্জন বাবুকে চিঠি দিলাম—কি রকম লেখা চান জিজ্ঞেস ক'রে। তার উত্তর আর তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি; অথচ তার দিন কুড়ি আগেও লোকের কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। এ স্নেহের পরশ যেই পেয়েছে সেই ধন্য হয়েছে, কিন্তু তার অভাব পূরাবো কি দিয়ে?

ডাক

(শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

ডাক এসেছে আজকে রে ভাই, বনের সীমানায়,
নদীর পারে জলার ধারে আয় রে চলে আয়।
ফাগুন হাসে জলে-স্থলে,
আমের বউল গাছের তলে
গন্ধ ছড়ায় চতুর্দ্দিকে নীল আকাশের গায়।

পড়ার পুঁথি বন্ধ ক'রে বাইরে যাবি কে?
কুলুঙ্গিতে পাত্‌তাড়ি বই গুছিয়ে রেখে দে।
দেখ্ না দূরে বকুল-শাখে
সকাল থেকেই কোকিল ডাকে,
অপরাজিতা, কনকচাঁপা সবাই জেগেছে।

ভ্রমর ওড়ে মধুর রবে গোলাপ-শাখাতে.
সৌরভেতে মত্ত পাখা পরাগ মাখাতে।
শাখায় শাখায়, লতায়, গাছে
নতুন ঋতুর ছন্দ নাচে,
সবুজ প্রাণের স্পন্দ জাগে সবুজ পাতাতে।

আকাশ-বাতাস, বিশ্ব-জগৎ দিচ্ছে তোদের ডাক,
এমন দিনে ঘরের কোণে থাকিস নে নির্ব্বাক্।
বার্ত্তা নিয়ে নতুন প্রাণে
কাঁপিয়ে দিয়ে ঐকতানে
দুঃখ যত, দৈন্য যত আজকে ভুলে থাক্।

সাইরিংস

[গ্রীক্-পুরাণ]

(শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্.এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন)

গ্রীস্ দেশের আর্কেডিয়া প্রদেশে এক সময়ে কোনও বনে সাইরিংস্ নামে এক বনদেবী বাস ক'র্‌তেন। তাঁর মনোহর রূপ ছিল, এবং তিনি এত দ্রুত দৌড়াতে পারতেন যে, অন্যান্য বনদেবতাদের সঙ্গে যখনই দৌড়াতেন, তখনই জয়ী হ'তেন।

স্যাটার নামক বনদেবতাদের শরীরের ওপরের আধখানা মানুষের মত, এবং নীচের আধ-খানা ও কান দুটো ছাগলের মত। স্যাটারদের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁর নাম প্যান্। তিনি মেষপালকদের দেবতা ছিলেন।

এক দিন প্যান্ একটা কুঞ্জবনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে সাইরিংস্‌ও সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সাইরিংসের রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে প্যান্ তাঁর সঙ্গে কথা ব'লবেন ব'লে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'লেন। কিন্তু তাঁর ছাগলের মত পা ও লোমশ কান দেখে সাইরিংস্ ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। প্যান্ তাঁর পেছু পেছু ছুট্‌লেন, কিন্তু সাইরিংসের গতি এত ক্ষিপ্র ছিল যে, প্যান্ তাঁর নাগাল পেলেন না।

দৌড়াতে দৌড়াতে সাইরিংস্ একটা নদীর ধারে গিয়ে পড়্‌লেন, এবং সেখানকার জলদেবীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ক'র্‌লেন। জলদেবীরা তাঁকে জলের ভেতর টেনে নিলেন। যেখান থেকে সাইরিংস্ অদৃশ্য হলেন সেখানে এক ঝাড় নল-খাগড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে জন্মাল।

প্যান্‌ও প্রাণপণে দৌড়ে আস্‌ছেন। তিনি সাইরিংসের কাছে পৌছে তাঁকে ধরবেন ব'লে হাত বাড়ালেন, ভাব্‌লেন এইবারে ধ'রে ফেলেছি, কিন্তু দেখ্‌লেন তাঁর হাতে কতকগুলো নল! আগের মুহূর্ত্তেই সাইরিংস্ জলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, এবং তাঁর স্থানে নলের ঝাড় জন্মেছে।

তখন প্যান্ শোকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস নলের ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চ'লে যাওয়াতে সঙ্গীতের ন্যায় একটী মধুর ধ্বনি হ'ল। সে স্বরে মুগ্ধ হয়ে কতকগুলি ফাঁপা নল বেছে নিয়ে তাদের কেটে ও যুড়ে প্যান্ বাঁশী তৈরী ক'র্‌লেন, এবং যে বনদেবীকে তিনি হারিয়েছেন তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্য তাঁর ঐ নলনির্ম্মিত বাঁশীর নাম রাখ্‌লেন 'সাইরিংস্'।

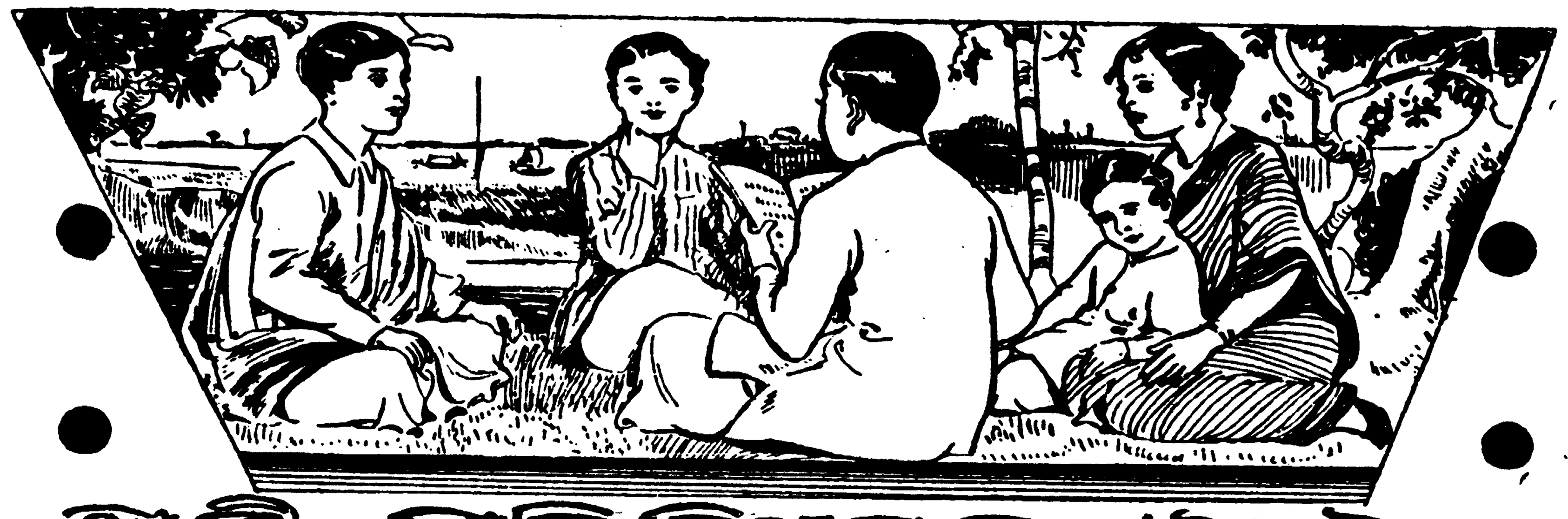

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বর্ষ বোধন

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

আজ বোশেখের প্রথম দিনে তোমারই গাই বন্দনা
বর্ষ নবীন, হউক তোমার জয়;
যাক্ মুছে যাক্ গত কালের জল্পনা ও কল্পনা,
হারিয়ে-যাওয়া লজ্জা, ক্ষতি, ভয়।

তোমার রথের ঘর্ঘরানি শুনছি বসে আজ কানে,
ভাস্‌ছে চোখে আস্‌ছে-কালের ছবি,
রিক্ত হিয়া উঠ্‌ছে ভরে রূপে, রসে আর গানে,
তাই তো তোমায় প্রণাম জানায় কবি।

চল্‌তে পথে কুড়িয়ে-পাওয়া সঙ্গী যারা যায় চলে
ভবের হাটে কেনা-বেচার শেষে,
তাদের লাগি ঝুরছে আঁখি, লুকাই তাহা কোন্ ছলে
কেমন করে কান্না ঢাকি হেসে!

সব ভুলে আজ সবার সাথে তবুও করি বন্দনা,
বর্ষ নবীন, গাই তোমারি জয়,
আঁকছি বসে তোমার তরে আগমনীর আল্পনা,
ভুলেছি আজ লজ্জা, ক্ষতি, ভয়।

সাদা ফুল

(শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল)

(১)

আমার দিন ফুরাল—
ফুরাল !
ভাবছি এসে দিনের শেষে
কোন্ কাজেতে সে গেল !

কুঁড়ির বাঁধন কাট্‌ল যবে
অবাক্ হয়ে দেখি
সোনার আলো লুটায় ধরায়,
বুকের পরে, এ কি !

আপন-হারা হ'য়ে
গেলাম আমি ব'য়ে
সোনার আলোয় ভাসিয়ে দেহ,
সোনার আলো মাখি'।

(২)

সন্ধ্যা কখন এল ?—
ওগো এল !
রঙ্গীন বেশে মলিন হেসে
তপন কখন গেল ?

ভাঙ্গ্‌ল যবে রঙ্গীন নেশা
ব্যাকুল হ'য়ে দেখি
আসছে ধীরে আঁধার নিশা
ধরার পরে, এ কি !

ব্যর্থ জীবন ল'য়ে
গেলাম আমি ব'য়ে
রাতের কালোয় ভাসিয়ে দেহ,
রাতের কালি মাখি'।

ছোটদের চিত্রশালা

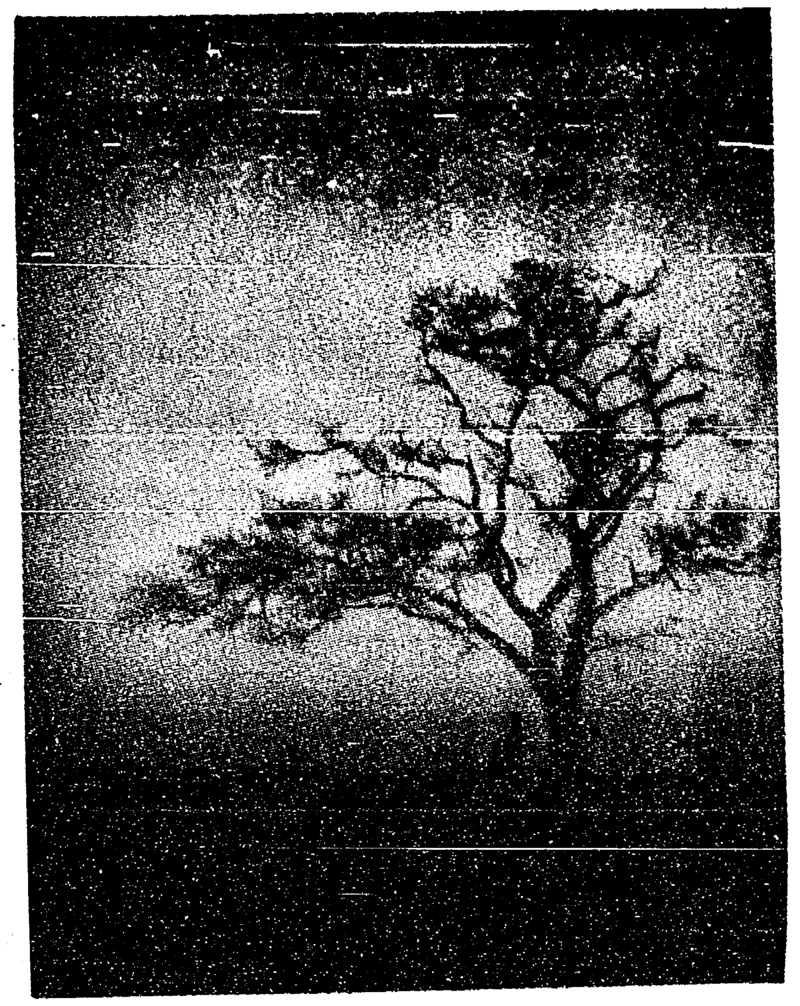

একা
(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীসুনীলকুমার গোস্বামী)

রমনা লেক্, ঢাকা
(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত)

৮

পুস্তক-পরিচয়

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞানের বই)। শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ., বি.এল্. প্রণীত। প্রকাশক : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা। প্রায় 'পৌণে চারশ' পৃষ্ঠা, দাম ১॥•

বর্ত্তমানে পৃথিবী যে ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ক্রমেই যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা'তে একই লোকের পক্ষে বিশদভাবে তুনিয়ার সমস্ত খবরাখবর রাখা প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে। কিন্তু তবু বল্‌ব, প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক, না হ'লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বই ঘেঁটে এ সব তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর ; এই অভাব দূর করবার জন্যই তথ্যপঞ্জী বা সাধারণ জ্ঞানের বইএর দরকার। ইংরেজী সাহিত্যে এই ধরণের ছোট-বড় অনেক বই দেখেছি, কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় বই একখানাও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। সম্প্রতি ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের খান কয়েক বই বেরিয়েছে বটে কিন্তু সেগুলি বেশীর ভাগই কতকগুলি প্রশ্ন আর তার উত্তরের তালিকা মাত্র, ক্রমানুবর্ত্তিতা রেখে বিভিন্ন বিষয়ের মোটামুটি একটা পরিচয় দিতে কেউ চেষ্টা করেন নি। 'অনুসন্ধানী' পড়ে মনে হ'ল এত দিন পরে বাংলা ভাষার এই অভাবটি দূর করবার একটা বড় রকম চেষ্টা হয়েছে এবং এ চেষ্টায় গ্রন্থকার রীতিমত সাফল্য লাভও করেছেন।

বাস্তবিক, 'অনুসন্ধানী'কে একাধারে একটা ছোটখাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (Encyclo-paedia) এবং বর্ষপঞ্জী (Year book) বলা যেতে পারে। জ্ঞানের যত রকম শাখা আছে ক্রমানুবর্ত্তিতা রক্ষা করে গ্রন্থকার তার প্রায় সবগুলিরই মোটামুটি পরিচয় দিয়েছেন এবং তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি (অল্প পরিসরে যতটা সম্ভব) সন্নিবিষ্ট করতে ক্রটী করেন নি। এই সব তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে আর যখন তখন জিজ্ঞাসা-বাদ (Reference) এর জন্য নানা বই খুঁজে বেড়াতে হবে না। এদিক্ দিয়ে দেখলে ছেলে-বুড়ো সকলেরই এ বই প্রভূত উপকারে আসবে। বইখানার শেষ দিকে প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণানুক্রমিক সূচীটাও লক্ষ্য করবার জিনিষ। এ রকম বিস্তারিত ভাবে কোন্ কথা কোথায় আছে তা তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করবার উপায় দেওয়া না থাকলে তথ্যপঞ্জী জাতীয় বইএর উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়।

অমলেন্দু বাবুর রচনার সঙ্গে রামধনুর পাঠকেরা সুপরিচিত। তাঁর স্বচ্ছ, সহজ ভাষা,

সরস রচনাভঙ্গী বইখানিকে আরও উপাদেয় করেছে। ছেলে-বুড়ো যে কোন বয়সের লোকই বইখানা পড়ে আনন্দ পাবে। ভূমিকায় তিনি যে লিখেছেন, বইটা সকলকার ভাল না লাগলেও কাজে লাগতে পারবে, সে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। আমরা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁর এ বই সকলের কাজে তো লাগবেই, ভালও যথেষ্ট লাগবে।

বইখানার ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। মলাটের পরিকল্পনাটি অতি সুন্দর। পৃষ্ঠা-সংখ্যাও প্রায় চারশ'র কাছাকাছি। সেই হিসাবে দেড় টাকা দাম মোটেই বেশী হয় নি। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে বইখানির স্থান হওয়া উচিত। বাংলার প্রত্যেক গৃহে গৃহে আমরা এর প্রচার কামনা করি।

সন্দেশ

পরলোকে সন্তোষের মহারাজা :— ৩১শে মার্চ্চ (১৭ই চৈত্র) তারিখে সন্তোষের মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা কার্য্যে নাম করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন বাংলার আইন সভায় সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অন্য কয়েকটী সভারও সভাপতি ছিলেন। ফুটবল্ খেলায় তাঁহার বিপুল উৎসাহ ছিল—তিনি অনেক দিন আই. এফ্. এ.'র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন।

* * *

পরলোকে বিরাজমোহন মজুমদার :— বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। খুলনা জেলায় তাঁহার জন্ম। তিনি লণ্ডন মিশনারি কলেজে ও বিজ্ঞান-সম্মেলনে (Science Association)এ কিছুদিন অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজে তিনি বহুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি আইন বিষয় একখানি পত্রিকাও পরিচালন করিতেন। কিছুদিনের জন্য তিনি

আইন কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

* * *

নৌকা বাইচ্ :—অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতি বৎসরই পাল্লা দিয়া বাইচ্ খেলা হয়। এ বৎসর কেম্ব্রিজ্ এই প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ডকে হারাইয়া দিয়াছে। এইবার ধরিয়া ৯১ বার এই প্রতিযোগিতা হইল। আমাদের কলিকাতায়ও লেকে আজকাল বিভিন্ন কলেজের মধ্যে এইরূপ নৌকা বাইচ্ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে।

* * *

কলিকাতা করপোরেশন :—কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন-প্রথা বদ্-লাইবার জন্য বাংলার মন্ত্রীরা এক বিল্ আনিয়াছেন। উহার বিরুদ্ধে কলিকাতায় প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনকারীরা সম্প্রদায়বিশেষের পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিপক্ষে। তাঁহারা মনে করেন ইহা জাতীয়তাবিরোধী। দেখা যাউক শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়।

* * *

স্পেনে ফ্রাঙ্কো দেখাইয়া দিয়াছেন—'বলং বলং বাহুবলং'। তিনি বিদেশী সৈন্য আনিয়া স্পেন দখল করিয়া লইলেন—এখন আমেরিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত!

* * *

জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ :—চীনারা সম্মুখ-যুদ্ধে জাপানের সঙ্গে না পারিয়া এখন চোরাগোপ্তা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। দূরে দূরে থাকে, সুবিধা বুঝিলেই জাপানীদের উপর পড়িয়া কতকগুলি হতাহত করিয়া দিয়া যায়। এইরূপে তাহারা অনেকটা সফলও হইয়াছে। জাপানকে যেরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে তাহাতে তাহার টাকা-পয়সা যোগানই এক বিষম সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

রাজকোটে রাজা প্রজা সমস্যা লইয়া স্বয়ং বড়লাট সাহেব মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন ও ফিডারেল আদালতের প্রধান বিচারপতির উপর মীমাংসার ভার দিয়াছেন। এদিকে দেশীয় রাজ্যের রাজারা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ভিতরকার ব্যাপারে লাট সাহেব কতটা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? সম্ভবতঃ ইহা লইয়া এবার বিলাতে ভারতসচিবের নিকট দরবার চলিবে।

* * *

কাশীনরেশ পরলোকে :—গত ৪ঠা এপ্রিল মহারাজা স্যর্ আদিত্যনারায়ণ

সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

কাশীর অপর পারে রামনগর তাঁহার রাজধানী। এইখানেই তাঁহার দেহ-ত্যাগ ঘটিয়াছে। মহারাজ বেশ লেখা-পড়া জানিতেন এবং খেলাধূলায়ও তাঁহার প্রীতি ছিল।

লর্ড কার্জ্জনের সময়ে রামনগর রাজ্যকে করদ ও মিত্র রাজ্যের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়।

* * *

আলবেনিয়া গ্রাস :—জার্ম্মানী চোকো-স্লোভাকিয়া প্রভৃতি গ্রাস করিল। হিট্‌লারের মিতা মুসোলিনীই বা একেবারে কম যাইবেন কেন? তিনি সৈন্য পাঠাইয়া আলবেনিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছেন। আলবেনিয়ার রাজা জোগ্, তাঁহার রাণী এবং মন্ত্রীরা রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছেন। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল আল-বেনিয়ারও রাজা হইলেন। এইরূপ জোর-জবরদস্তির ফলে মধ্য ইউরোপে কবে যে আবার একটা ভীষণ যুদ্ধ বাধিবে কে বলিতে পারে?

* * *

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন :—এবার কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বসিয়া-ছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া-ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত আর মূল সভাপতির কার্য্য চালাইয়াছিলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীতি বাবুর অভিভাষণ বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল।

* * *

দেশীয় রাজ্যে রাজা-প্রজা আন্দো-লন :—নানা দেশীয় রাজ্যে এইরূপ আন্দোলনের ফলে গোলযোগ বাধি-য়াছে। রাজকোট রাজ্য লইয়া ত' মহাত্মা গান্ধী কিছুদিন অনাহারে ছিলেন। এবার রামদুর্গ রাজ্যে গোল-যোগ বাধিয়াছে। লোক উত্তেজিত হইয়া জেলখানা আক্রমণ করিয়াছিল ও সেখানে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। পুলিশের সহিত মারামারিতে কতকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে।

* * *

নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন :—এবার খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌলত-পুরে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি হইয়া-ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য।

* * *

পরলোকে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক:— 'ভারতবর্ষে'র প্রবীণ সম্পাদক, বাংলা সাহিত্যিকদের সরকারী 'দাদা', রায় জলধর সেন বাহাদুর গত ২৬শে চৈত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথম বয়সে শিক্ষক ছিলেন, পরে হিমালয় পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস ও অন্য নানা রকমের বই লিখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার রচিত 'হিমালয়' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট দান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

*   *   *

কবি ইয়েট্‌স্‌ও আর ইহলোকে নাই। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজী সাহিত্যে কবিতা লিখিয়া যাঁহারা অমর হইয়াছেন কবি ইয়েট্‌স্ তাঁহাদের একজন। ১৯২৩ সনে ইনি সাহিত্যের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কবি ইয়েট্‌স্‌এর বাড়ী আয়ার্ল্যাণ্ডে। ইনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সহিত পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় হয় ইঁহারই সাহায্যে; রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা ইনিই লিখিয়া দিয়াছিলেন।

*   *   *

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার হকি লীগ্ খেলা শেষ হইল। এবারেও বিজয়ী হইল দুর্দ্ধর্ষ কাষ্টম্‌স্ দল। বাস্তবিক, হকি লীগ্ বিজয়ের গৌরব যেন এই একটি দলেরই একচেটিয়া হইয়া আছে! অবশ্য রেঞ্জার্স্‌ও কম যায় না, এবং এবারেও শেষ দিন পর্য্যন্ত এই দুই দলের কে যে লীগ্ জিতিবে তাহা বুঝা যায় নাই। শেষ খেলায় এই দুই দল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু কেহই কাহাকে হারাইতে পারে নাই। কাষ্টম্‌স্ ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও কাছে না হারায় এক পয়েন্ট্ বেশী পাইয়া লীগ্ বিজয়ী হয়।

লীগ্ তালিকায় সকলের নীচে হইয়াছে বর্ডার রেজিমেন্ট্ দল। কিন্তু সৈনিক দল বলিয়া তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে নামিবে না। দ্বিতীয় বিভাগে নামিবে ডালহৌসী ও ভবানীপুর দল। ইষ্ট বেঙ্গল দল এবারে বহু কষ্টে প্রথম বিভাগে টিকিয়া গিয়াছে।

লীগের পর বেইটন্ কাপ্ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। ওদিকে বোম্বাইএও আগা খাঁ কাপ্ প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

হকির পরেই কলিকাতায় ফুটবলের মরশুম লাগিবে। এখনই তাহার বিপুল তোড়জোর আরম্ভ হইয়াছে।

পরেশনাথ

[ভ্রমণ]

(শ্রীকল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রাহক)

গাড়ী যখন আমাদের পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে এনে পৌঁছে দিলে তখন ভোর ৫টা। পূজার শেষ, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সঙ্গে মা ও মাসীমা থাকায় আমরা ৬টি ডুলী ভাড়া ক'রে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ ক'রলাম। তখন বেলা ৭টা।

পরেশনাথ পাহাড়ে চড়বার দু'টি রাস্তা আছে; একটি হাজারীবাগ-গিরিডি রাস্তায় "মধুবন" নামক স্থান দিয়ে, আর একটি গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের "নিমিয়া ঘাট" নামক ষ্টেশন দিয়ে। নিমিয়া ঘাটের পরের ষ্টেশনের নাম "পরেশনাথ" (ইস্‌রি); কিন্তু ষ্টেশনের নাম পরেশনাথ হ'লেও এখান দিয়ে পাহাড়ে যাবার কোন পথ নেই। পরেশনাথ পাহাড়ের অনেক যাত্রীই ষ্টেশনের নাম "পরেশনাথ" দেখে ভুল ক'রে এখানে নেমে থাকেন। আমরা নিমিয়া ঘাটের রাস্তা দিয়েই পাহাড়ে চড়া স্থির ক'রেছিলাম। কারণ এই পথে, মধুবন থেকে যে রাস্তা উঠেছে তার চেয়ে, খাড়াই কিছু কম। পাহাড়ের তলা থেকে মন্দির পর্য্যন্ত প্রায় ৬ মাইল। এই ৬ মাইল পথ ওঠা বেশ শ্রমসাধ্য।

আমরা সকলে মিলে সংখ্যায় ছিলাম ৩৭ জন। কাজেই এক বৃহৎ বাহিনী নিয়ে আমরা হৈ-হৈ শব্দে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করি। চারি দিকে মেঘ ক'রে থাকায় দিনটা বেশ ঠাণ্ডা।

যে পথটা মন্দির পর্য্যন্ত গেছে তাতে মাইল্ পোষ্ট্ দিয়ে দূরত্ব নির্দ্দেশ করা আছে। ১½ মাইল্ পথ ওঠার পর ডান দিকে একটি প্রস্তরপূর্ণ "পাকদন্ডী" উঠে গেছে। আমরা ৫ জন সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সেই "পাকদন্ডী" দিয়ে উঠতে লাগলাম। "পাকদন্ডী" দিয়ে পাহাড়ীরা কাঠ আনে। এই রাস্তা দিয়ে নীচের রাস্তা থেকে ওপরের রাস্তায় খাড়াই উঠে অনেকটা পাড়ি দেওয়া যায়। এই "পাকদন্ডী" দিয়ে আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেটা ২¼ মাইল। কাজেই এত কষ্ট ক'রে মোটে ¾ মাইল পথ বাঁচিয়ে আমাদের কোনও লাভই হ'ল না। আমাদের সময়ও এমন কিছু বাঁচে

নি। এতে যা কষ্ট হ'লো, আমরা যদি ঐ $\frac{3}{4}$ মাইল পথ ঘুরে আসতাম তা হ'লে এত কষ্ট হ'তো না। আমরা পৌঁছবার ৫ মিনিট পরেই ডুলীওয়ালারাও এসে উপস্থিত হ'লো। ২$\frac{1}{4}$ মাইল পোষ্টের কিছু আগে আর একটি "পাকদন্তী" বাঁদিকে উঠে গেছে। আমরা ৫ জন আবার সেটা দিয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী খাড়াই পথ উঠে আমরা যেখানে উপস্থিত হ'লাম, সেখানে বন-জঙ্গল খুব ঘন এবং দিনের বেলায় জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। আমাদের সকলেরই বেশ ভয় হ'লো। আমি তখনই যে দিক্ দিয়ে উঠেছিলাম, ফের সেই দিকে নামতে লাগলাম। আর চার জন আমার ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে আমার পিছু পিছু নামতে লাগ্‌ল। যে পথ আমরা আধ ঘণ্টায় উঠেছিলাম, সেই পথ প্রাণভয়ে দশ মিনিটে নেমে এসে ফের যখন রাস্তায় পড়লাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আর সবাই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম তখন বেলা ৯টা। সবাই আমাদের জন্য ভাবছিলেন। গিয়েই বেশ এক চোট বকুনি খাওয়া গেল। ডুলীওয়ালাদের মুখে শুনলাম যে ২$\frac{1}{4}$ মাইলের রাস্তাটা পাকদন্তী নয়। পাহাড়ীদের গাছ কাটতে যাবার রাস্তা মাত্র। আমরা বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। নীচে থেকে ৩ মাইল উপরে ঝরণাটা পাওয়া যায়। ঝরণায় জল খেয়ে ফের যখন সবাই রওনা হ'লাম তখন বেলা ৯॥টা। ঝরণার আগে পর্য্যন্ত পথটা কিছু ভাল ছিল, কিন্তু ঝরণার পর থেকে রাস্তা সুরু হ'লো সরু, খাড়াই এবং পিছল।

আরও খানিকটা ওঠার পর একবার মেঘে সমস্ত পাহাড়টা ঢেকে গেল। কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখলাম দিব্যি রোদ! ডাকবাংলার কিছু আগে আর একটি পথ এসে আমাদের পথের সঙ্গে মিশেছে। পথটি এসেছে মধুবন থেকে। গিরিডি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা এই পথ দিয়ে পাহাড়ে চড়ে থাকেন। ডাকবাংলায় যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ১১টা। উঠতে সময় লেগেছিল ৩॥ ঘণ্টা।

ডাকবাংলাটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছবির মতন। কিন্তু মেঝের ও ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলাম যে এতে যাত্রীর যাতায়াত খুবই কম। আমরা সঙ্গে করে নীচে থেকে প্রচুর জল এনেছিলাম। ওপরে ভাল জল পাওয়া যায় না।

সেই ঠাণ্ডা জলে হাত ধুতে বেশ আরাম লাগল। ডাকবাংলার কাছে গাছতলাতে সব ডুলী রাখা হ'লো। আমরা খাবার তৈরী ক'রেই এনেছিলাম। ঠিক হ'লো মন্দির দেখে এসে খাওয়া-দাওয়া হবে।

পরেশনাথে ১টী বড় আর ২৫টী ছোট মন্দির আছে। বড় মন্দিরটি সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। বেশী সময় না থাকায় আমরা কেবল ঐ মন্দিরটি দেখা স্থির করলাম। ডাকবাংলা থেকে মন্দির পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত খাড়াই, চড়া খুব কষ্টকর। এই সব মন্দিরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ছাড়া আর সকলের যাওয়া বারণ। কাজেই ডুলী আর এই পথটুকু আসে না।

সুন্দর মন্দির। মন্দিরের ভিতর এত ঠাণ্ডা যে মনে হ'লো জল জমে বরফ হ'য়ে যাবে। মন্দিরের মধ্যে একটা সিংহাসন। তা'তে পার্শ্বনাথের দুটী পদচিহ্ন। বেলা ১২ টার সময় আরতি দেখলাম। মন্দিরে বসে থাক্‌তে থাক্‌তেই চারদিক্ মেঘে ঢেকে গেল। নীচে তাকিয়ে দেখলাম রোদ। দূরে বরাকর নদীটি সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। চারিদিকে যে সৌন্দর্য্য দেখলাম তা ভুলবার নয়। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই নীল।*

মেঘটা কেটে যেতে আমরা ফের ডাকবাংলায় ফিরে এসে গাছের তলায় খাওয়া-দাওয়া সার্‌লাম। খানিকটা ঘুমিয়ে ফের যখন নামতে আরম্ভ করলাম তখন বেলা ২টো। ওঠার চেয়ে নামা অনেক সহজ। যে পথ আমরা ৩॥ ঘণ্টায় উঠেছিলাম, তা যখন ২ ঘণ্টায় নেমে এলাম তখন বিকেল ৪টে।

পাহাড়ে চড়বার আগে আমাদের পাহাড়ে চড়া সম্বন্ধে অন্য ধারণা ছিল। অনেকের মুখে অনেক ভয়াবহ গল্প শুনেছিলাম। কোন্ একদল ভদ্রলোক নাকি পাহাড় থেকে নেমে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন! এই সব শুনে আমাদের মনে একটা ভয় ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তো তেমন কিছু ভয়ের দেখলাম না। আমরা বেশ সুস্থ শরীরেই নেমে এসেছিলাম এবং অজ্ঞানও হই নি। নীচে এক জায়গায় P. W. D. পোষ্টার দেখলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে রাস্তাটা P. W. D.র তত্ত্বাবধানে, এবং গভর্ণমেণ্ট থেকে ৪ জন কুলি দেওয়া

* লেখকের প্রেরিত মন্দিরের ছবি আসছে মাসে বেরোবে। —রাঃ সঃ

হয়েছে এই রাস্তা ভাল রাখবার জন্য। কুলিদের ভার জনৈক ওভারসিয়ারের উপর ন্যস্ত। কিন্তু রাস্তার অবস্থা দেখে তো মনে হ'লো না যে কখনও সে সব রাস্তা মেরামত হয়। অনেক জায়গায় দেখলাম ঝরণার উপর করোগেটের সীট্ পাতা পুল ঝুল্‌ছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাস্তা পাথরে পরিপূর্ণ এবং ভয়ানক পিছল। সব দেখে মনে হ'ল, ওপর-ওয়ালারা বোধ হয় এই রাস্তার প্রতি উদাসীন এবং কুলিরাও বোধ হয় বিনা কাজেই মাইনে খাচ্ছে।

আমরা ডুলীওয়ালাদের ভাড়া দিয়ে যখন ফের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম তখন সন্ধ্যা ৫টা।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখ]

১। ১নং—সিংহল দ্বীপস্থ কান্দীর দন্ত-মন্দির। বৌদ্ধদের এটি একটি তীর্থস্থান; বুদ্ধদেবের দন্ত এই মন্দিরে আছে।

২নং—'স্লথ্' নামক জানোয়ার। জানোয়ারদের মধ্যে সব চেয়ে অলস বলিয়া এদের বদ্‌নাম আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এরা এই একই ভাবে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। অনেক সময় দীর্ঘকাল না নড়াচড়ায় এদের গায়ে স্যাঁৎলা জমিয়া যায়।

২। (১) বাঙ্গালা গেজেট (প্রথম বাহির হওয়ার তারিখ ১৮১৬ খৃঃ), (২) সমাচারদর্পণ (১৮১৮), (৩) ব্রাহ্মণ-সেবধি (১৮২১), (৪) সম্বাদকৌমুদী (১৮২১)।

৩। নিকোলাস্ কোপার্ণিকাস্ (১৪৭৩—১৫৪৩ খৃঃ)। ইনি একজন প্রাশিয়ান্ ডাক্তার; জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে নানা আবিষ্কার করিয়া ইনি ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

৪। ফোর্ট্ উইলিয়াম্। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে।

৫। ২০৬ খানা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা এই রকম হইবে :—

ওগো ভোলানাথ,

এ দেশের সমাচার জান কী? ঘরে বাইরে (অথবা সে) বিষম কাণ্ড! ব্যোমকেশের কথা আর নাই শুনিলে; এদিক্‌কার কথাবার্ত্তাই বলি। সহিসটা মার সোনার বালা লইয়া ভাগিয়াছে। এ যাবৎ সন্ধান পাই নাই। সকলেরই মন খারাপ। যা হয় পরে জানিতে পারিবে। ইতি সুধাংশু

উত্তরদাতাদের নাম

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, মিনু, পুতুল ও নির্ম্মল (কালীঘাট); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); বেবীদি ও বেণু দত্ত (কলিকাতা); মণিকা ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর—কলিকাতা); কাকাবাবু, দেবপ্রসাদ মিত্র, সুনু ও বাচ্চু সরকার (যশোহর); রিণা রায় (কলিকাতা); লীলা দাশ (কুমিল্লা); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); জগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (মুড়াগাছা—বাণী-মন্দির)।

নূতন ধাঁধা

সন্তুদের ইস্কুলে একজন খামখেয়ালী মাষ্টার মশাই আছেন, মাঝে মাঝে তিনি পরীক্ষায় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন দেন। এবারও বাংলার পরীক্ষায় তিনি একটা মজার প্রশ্ন দিয়াছিলেন। প্রশ্নটি নীচে হুবহু তুলিয়া দিলাম, তোমরা দেখ তো উত্তর দিতে পার কিনা!

নীচের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ কর; কিন্তু সাধারণ শব্দ দিয়া পূর্ণ করিলে চলিবে না; প্রত্যেকটি শব্দ 'বাবা', 'কাকা', প্রভৃতি কোন না কোন আত্মীয়ের নাম হওয়া চাই :—

(১) য — নাজপুর যাওয়া নাই হয় এ — লদহই যাইও।

(২) লোকটা — — য় আগুন লাগিয়া মরিল, নি — বার সময় পর্য্যন্ত পাইল না; — তার কাল হইল।

(৩) বাহ — হবা, তোমাকে বুদ্ধিমান্ ভাবিতাম, কিন্তু দেখিতেছি তুমি বো — নপুর্ বুঝি আসামে?

(৪) তিনি অতি মহৎ, সর্ব্ব — ন করেন অথচ দা — পিটাইয়া তা জাহির করেন না।

(যদি সবগুলি পার তবেই উত্তর দিও।)

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

রিপণ কলেজের উক্ত তহবিলে সাহায্যের জন্য চৈত্র মাসের রামধনুতে যে প্রাপ্ত টাকার ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে উহাতে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ তহবিলের জন্য রামধনু কার্য্যালয়ে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার একটী সংশোধিত তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

শ্রীরামানুজ সেন	...	১৲
শ্রীমতী আরতি ও শ্রীশোভন মুখোপাধ্যায়	...	২৲
„ আশা নন্দী	...	১৲
„ প্রতিমা দেবী	...	২৲
„ ডলি রায়	...	২৲
গ্রাহক নং ২২২৪	...	॥০
চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যগণ	...	২॥০
শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার সেন	...	১৲
কুমারী যূথিকা চন্দ্র	...	২৲
শ্রীমতী গৌরী সেন	...	২৲
শ্রীরামপুর “বাসন্তী পাঠাগার”এর সভ্যগণ	...	৫৲
শ্রীশশাঙ্কশেখর মজুমদার	...	৫৲
শ্রীমতী পুষ্প ব্যানার্জি	...	১৲
শ্রীরমেন্দ্রনাথ রক্ষিত	...	॥০
		২৭॥০

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের জীবন-কথা—দাম আট আনা

প্রবাসী বলেন—“ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।”

সম্মিলনী বলেন—“উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।”

The Teachers' Journal বলেন, “ইতিহাসকে...আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন...প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।”

বর্ত্তমান বাঙলার উদীয়মান কথাশিল্পী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

সূর্য্যোদয়—১॥০

বিচিত্রা – “সূর্য্যোদয়ে’র গল্পগুলিকে এক কথায় চিত্তাকর্ষক বলা চলে।...”

যুগান্তর – “রচনা-বিন্যাস সুন্দর। অস্পষ্টতা, অসাড়তা লেখার কোথাও নাই। কয়েকটি রেখায় লেখক গল্পের যে পটভূমি আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই আকর্ষণীয়।...”

শ্রীহর্ষ –“...‘সূর্য্যোদয়’ বইটি ভালোই হয়েছে।...”

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, (কলিকাতা) কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

বাংলা ভাষার নতুন জিনিস

সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট গ্রন্থ

অনুসন্ধানী

রামধনুর সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

সুকৌশলে বিশদভাবে, স্বচ্ছ, সরল ভাষায় নতুন ধরণে লেখা। এই চলমান যুগের সঙ্গে চলিতে হইলে এ বই একখানি ঘরে রাখিতেই হইবে।

বাহির হইয়াছে

মূল্য—দেড় টাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

রামধনু

ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬
বার্ষিক ২৸৹, ষাণ্মাসিক ১৸৹
প্রতি সংখ্যা।৹

— সম্পাদক —

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম-এস-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৶০, ষাণ্মাসিক ১৸৶০ ; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ১০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

= বইয়ের মত বই =

[illegible]

চারু সাহিত্য কুটীর [illegible]

[illegible]

যত রাজ্যের ভালো গল্প

[illegible]

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী [illegible]

পরলোকগত রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—৸৶০
(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)
হাস্য ও রহস্য—৸৶০
একাধারে হাসি ও রহস্য (Mystery)
দু'খানি বই-ই শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সং) ১৲
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৸০
বাংলার কিশোর-সমাজের চিরপ্রিয় চিরনূতন কুশাগ্রবুদ্ধি হুকা-কাশির দু'খানি অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী। "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
২য় খণ্ড ... ॥০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।
রঙ্গিন ঝক্‌ঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই
পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷০।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—A. H. Wheeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়
৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান
এণ্ড কোং
রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক
অতি নিখুঁত ভাবে করিয়া থাকি
অথচ
দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা।
অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই
আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।
একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন
২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)
ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

ডোঙ্গরের
বালামৃত
শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।
সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন
সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক
কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন
হেড্‌ অফিস্‌ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,
ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড্‌, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস্‌-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝক্‌ঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্‌ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি।

দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের
সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে

সডাক বার্ষিক মূল্য	২॥০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য	১।০ টাকা

প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্‌ হউন

প্রথম পুরস্কার	১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫৲ টাকা

[প্রবেশ ফিঃ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩॥০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৩০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর
হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত
ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস ; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা ; ঝক্‌ঝকে বাঁধাই
দাম আট আনা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

জলছবি

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর! **অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ!**

বার্ষিক ২।৶০ ; ষান্মাসিক ১।৶০ ; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
- আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ॥০
- মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৶০
- গুজবের জন্ম ।৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
- মণ্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৶০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সোনার পাহাড় (উপন্যাস) ॥৶০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
- বেজায় হাসি (২য় সংস্করণ) ।/০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
- মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৶০
- বুদ্ধির লড়াই ।৶০
- পরীর গল্প ।৶০

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
- বলতো (ধাঁধার বই) ॥৶০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
- গল্প ঠাকুরদা ।৶০
- এক পেয়ালা চা ।৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
- জীবনের সাফল্য ।৶০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
- অঞ্জলি ।৶০
- নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সংস্করণ) ।৶০
- জাতকের গল্পমঞ্জুষা ।৶০
- গল্পবীথি (২য় সংস্করণ) ।৶০
- শিশু-সারথি ।৶০

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র
- খাদে ডাকাতি ।৶০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
- রাজার ছেলে (উপন্যাস) ॥৶০

শীঘ্রই বেরুবে—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
- দুর্গম পথে

শ্রীসুকুমার দে সরকার
- অরণ্য রহস্য (উপন্যাস)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
- অচিন দেশে রাজকন্যা

ছোটদের বার্ষিকী
শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকমের গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

দাম ১৷০ দাম ১৷০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোম্ন্ শর্ম্মার

আজব গল্প — চার আনা

অনেক গল্প — চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প — চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প — চৌদ্দ পয়সা

অধ্যাপক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

চা'য়ের ধোঁয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই

লেখক "চায়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন"—**কবি কুমুদরঞ্জন**

কৌতুকোদ্দীপক ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম আট আনা

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন-কথা—**দাম আট আনা**

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন—"উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে···আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন···প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা

সুলিখিত সুচিত্রিত বিচিত্র বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

পৃথিবীর রূপকথা — ১৷৷০

সবুজ লেখা — ১৷৷০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড — ৸০

রাজকাহিনী ২য় খণ্ড — ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পদ্মরাগ বুদ্ধ — ১৲

সুকুমার দে সরকার

দুধসায়রের পথে — ৸৶০

সতীকান্ত ও শোভনলাল

পৃথিবীর উপন্যাস — ১৲

সতীকান্ত ও মোহনলাল

পৃথিবীর গল্প — ১।০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাড়ী থেকে পালিয়ে — ১৲

দেশবিদেশের হাসির গল্প — ৸০

আশ্চর্য্য সংবাদ

ছোটদের জন্য লেখা পৃথিবীর সকল দেশের গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি নির্ব্বাচন করে এক একখানা বই প্রকাশ করা হবে। পুরু সাদা কাগজে স্পষ্ট রূপে ছাপা, অসংখ্য পাতাজোড়া ছবি বোঝাই ১০০ পৃষ্ঠার উপরের এক-একখানা বইয়ের দাম হবে মাত্র ছ আনা। সোণালী ভারী মলাটে যে কারিকুরি করা হবে তা ছেলেমেয়েদের স্বপ্নের অতীত। প্রথম বই দু'খানার নাম দেওয়া হল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ এই বই দু'খানা বাজারে পাওয়া যাবে

সতীকান্ত গুহ এম,এ বি,এল
শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম,এ
সম্পাদিত

দুরন্ত দুনিয়া — ।৶০

যুদ্ধ অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও রহস্যের রোমাঞ্চকর কাহিনী

পৃথিবীর বিস্ময় — ।৶০

জীবনে যা কখনো দেখনি, শোননি, শুনে বিশ্বাস করোনি সেই সব অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী

প্রাচী পাব্লিশিং হাউস
১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷৹ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের

মজার পদ্য—মূল্য ।৹ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের

দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ।৹ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা

মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৹, সাধারণ—১।৹

জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সুলভতম শিশু-মাসিক

ছেলেখেলা

বার্ষিক আট আনা। ষাণ্মাসিক—চার আনা।
প্রতিসংখ্যা—তিন পয়সা।

প্রতি মাসে ধাঁধায় ২০৲ ও রচনা প্রতিযোগিতায় দুইটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার! আবার বছরে যারা একবারও পুরস্কার পাবে না, তারাও ২৷৹ টাকা দামের উপহার পেতে পার। রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক হবে গ্রাহক-গ্রাহিকারাই, অন্য কেউ নয়!

নমুনা সংখ্যার জন্য ৴৫ ডাকটিকিট পাঠাও।

S. R. Sen, 31, P. K. Tagore Street,
Calcutta.

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে মিলিয়া এ বই লিখিয়াছেন—এর চেয়ে বেশী কিছু বলিবার বোধ হয় দরকার নাই।

দাম ৷৶৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাবভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

নববর্ষে

শিশু-সাহিত্যে নব অবদান

মণি-কাঞ্চন

অস্কার-ওয়াইল্ড, টলষ্টয় ইত্যাদি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গল্পের সরস অনুবাদ। প্রত্যেক গল্পটির একটি করে বিশিষ্টতা আছে, যা সহজেই শিশুদের মানসিক চিন্তাকে পবিত্র এবং দৃঢ় করে তুলবে।

ছবি, বাঁধাই, ছাপা,
অতুলনীয়

দাম ৷৵৹

কয়েকটি বাছা বাছা বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
কালান্তক লালফিতা (হাসির গল্প) ৷৵৹

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
ভিক্তর হুগোর গল্প (অনুবাদ) ৷৵৹

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাখন-দেঁড়ে (উপন্যাস) ৷৵৹

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়
গৌতমবুদ্ধ (পুণ্যজীবনী) ১৲

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
বালুচরের বিভীষিকা ৸৹

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
কুড়ের বাদশা ৸৹
বেঁটে বক্কেশ্বর ৸৹

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—॥০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট. কলিকাতা

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে !

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আজব বই প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরীর নূতন বই

পশুপাখীর জগতে কত মজা, কত আজব, কত অবাক-কাণ্ড, এই বই পড়্‌লে জান্‌তে পারবে। গল্পের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। পশুপাখীর হাসির পাল্লার ছবি, রঙ্গ-তামাসা খেলাধূলার ছবি, অদ্ভুত এবং মজার চেহারার ছবি, পরস্পরে ভাব-পাতানোর ছবি;—এগুলি লেখার সঙ্গে মিলে পড়ার কৌতূহল অনেক বাড়িয়ে দেবে। শিম্পাঞ্জিভায়ার দারুণ চিঠিখানা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই পড়তে হবে। এই বই প'ড়ে পশুপাখীদের ভালবাস্‌বে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে;—কৌতূহল তো বাড়বেই।

পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি। সুন্দর, রঙ্গিন মলাট! চমৎকার রঙ্গিন ছবি। বড় অক্ষরে, মোটা চক্‌চকে শাদা কাগজে, পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা মজবুত বাঁধাই। উপহারের উৎকৃষ্ট বই।

দাম মাত্র পাঁচ সিকা

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল

হাস্যরসপূর্ণ উপন্যাস ৮৵৹

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্যরসপূর্ণ ছোটগল্প ... ... ॥৹

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ॥৵৹

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ॥৹

সুলেখক প্রাবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে

ও

অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ... ॥৵৹

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ৮৹

কয়েকখানি কাজের বই

সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্ এ, বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট্ গ্রন্থ। একাধারে "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" ও "বর্ষপঞ্জী" (Year book)। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ (Reference)এর জন্য আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

প্রায় পৌনে চার শ' পৃষ্ঠা,—**দাম ১॥০**

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, লজেন্স, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। **দাম ॥৵৹**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

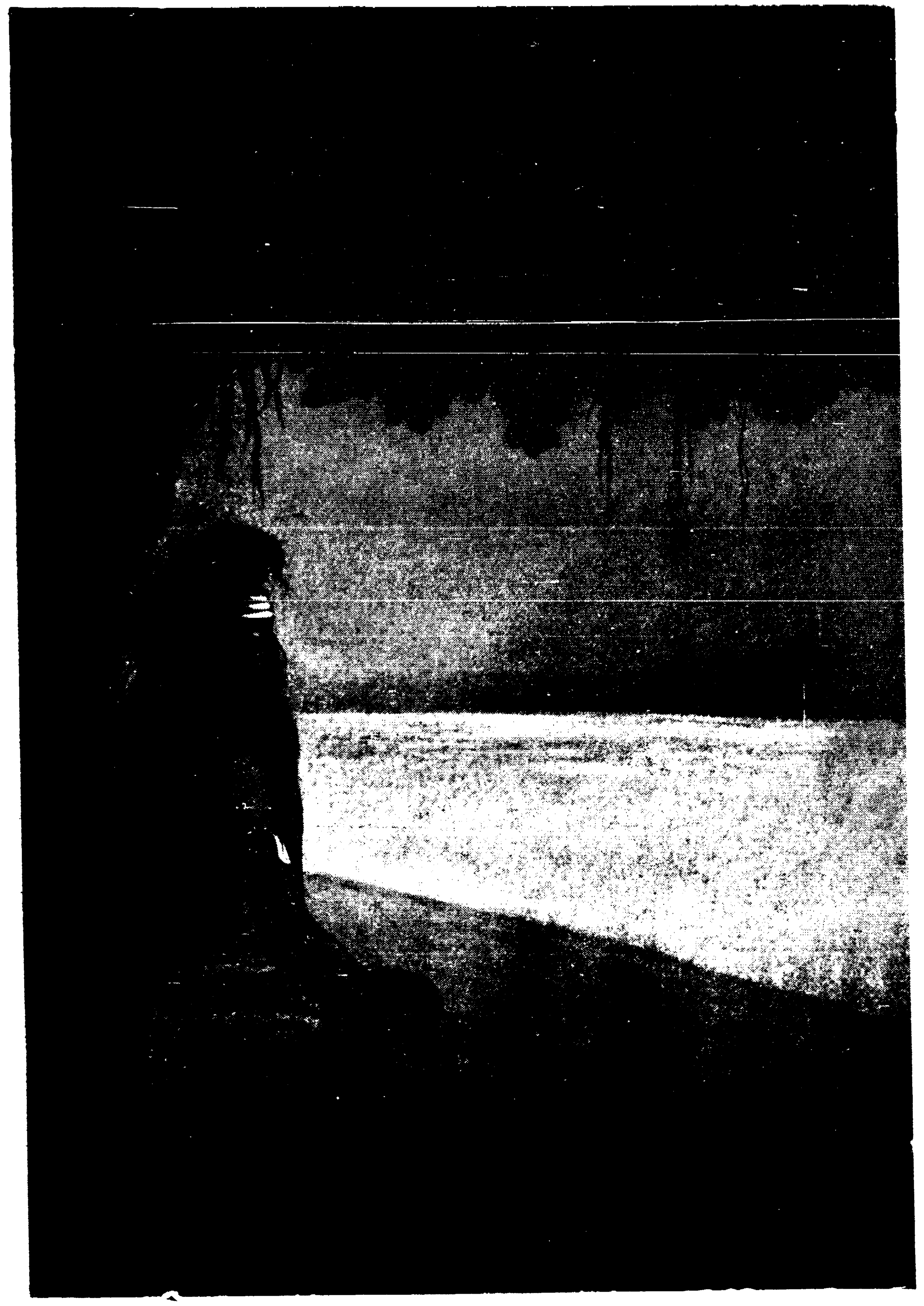

তমসার তীরে

শিল্পী—কুমারী অরুণা দাস

১২শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ | ৫ম সংখ্যা

ভালবাসি

(৺ অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ., বি.এল্)

ভালবাসি, যবে শশী আকাশের গায়
আলোকের ঝলকের বন্যা ছড়ায় ;
উদয়-অচলে যবে ভানু দেন দেখা,
দীঘি-জলে উচ্ছলে কনকের রেখা ;
বড় ভালবাসি আমি অবারিত মাঠ,
আমার সে খুলে দেয় মনের কপাট ;
আর ভালবাসি আমি উদার সাগর,
বিরাট্ নগাধিরাজ ধ্যান-সুন্দর ;

ভালবাসি শরতের শ্যামল ধরণী,
মরতে ছড়ান যেন মরকত-মণি।

ভালবাসি ফাগুনের সাজানো বাগান,
ফুলের সুবাস আর পাখীদের গান;
ভালবাসি, সন্ধ্যায় যদি বৈশাখে
দখিনের মিঠে হাওয়া গায় এসে লাগে;
ভালবাসি আষাঢ়ের টুপুর টুপুর
বরষা রাণীর যেন পায়ের নূপুর!
তারি মাঝে ফুটে ওঠে যদি রামধনু
পুলকে দ্যুলোকে ওড়ে আমার এ তনু!

এ সবের চেয়ে আমি আরো ভালবাসি
তোমাদের কচি মুখে স্বরগের হাসি।

দুই ইস্কুল

(শ্রীসুবোধ বসু)

মিনু মায়ের বড় আহ্লাদে মেয়ে। কাজে কাজেই দুধে সরে সে বেশ গোলগাল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পড়াশুনোয় তার উৎসাহটা কিছু কম। অঙ্ক কষ্‌বার সময় হ'লেই তার পেটের ব্যথা আরম্ভ হয়,—কোনও দিনই এর ব্যতিক্রম হয় না। মিনুর দাদা এ অজুহাত মান্‌তে না চেয়ে যখন তাকে ধম্‌কাতে উদ্যত হয়, মিনুর মা তাড়াতাড়ি এসে মেয়েকে আগ্‌লে বলেন—'ওকে বকিস্ নে, বাছা; কৃমির কামড়ে ও কি এক মিনিটও শান্তি পায়!'

মিনুর দাদা বলে—'সারা ভোর লজেঞ্চুষ, সারা দুপুর চকোলেট, আর বিকেল

বেলায় মিছ্‌রি সের দেড়েক ক'রে গিল্‌লে কৃমি পেটের মধ্যে কিল্‌বিল্ করতে থাক্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?'

'ওর সব কিছুই তোরা বেশি দেখিস্', মা মিনুর পক্ষ নিয়ে বল্‌লেন। 'ওসব ছাড়া আর কি খায় ও? কিছুই যদি পেটে না পড়ে তবে যে শুকিয়ে শেষ হ'য়ে যাবে!'

'তা হ'লে চকোলেটের বরাদ্দটা ওর আর কিছু বাড়িয়ে দাও', মিনুর দাদা সামান্য শ্লেষ করে বল্‌ল, 'দেখো, মেয়ে তোমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন মোটা হ'য়ে ওঠে। কৃমিগুলোও ওকে পেট-ব্যথা আন্‌তে সাহায্য ক'রে ইস্কুল থেকে দূরে রাখ্‌তে পারবে।'

কিন্তু মিনুর মার কন্যা-স্নেহ পূরাদমেই চল্‌তে থাক্‌ল।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, মিষ্টি খাওয়াটা মিনুর পক্ষে পূরোপূরি লাভ নয়। ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীরা ওর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করেন তাকে কোনওমতেই মধুর বলা যায় না। মিষ্টি জিনিষ তাই ওকে বাড়ীতেই সংগ্রহ ক'রে ক্ষতিপূরণ ক'রে নিতে হয়।

পড়াশুনোর সময় কোথায়? ভোরে পুতুলদের বিছানা থেকে উঠাতে হয়—তাদের মুখ-ধোওয়ানো আছে, খাওয়ানো আছে। নিজেরও না খেলে নয়;—এবং মিষ্টির দোকানে জিলিপিগুলি জান্‌লা দিয়ে কেবলই হাতছানিতে ডাকতে থাকে। একটু বেলা হ'লে, নন্দরাণী, যূথিকা, নিভাননী প্রভৃতির খোঁজখবর নিয়ে আসা নেহাৎই কর্ত্তব্য। তার পর বেড়াল-বাচ্চাকে স্নান করানো আছে, পায়রা-গুলিকে চাল ছিটিয়ে দিতে হয়, এক দান্ লুডো না খেল্‌লে মন ভালো থাকে না, লজেঞ্চুষের দোকানটায় একবার ঘুরে না এলেই নয়। তার পর নিজের তেল দেওয়া আছে, স্নান ক'রে, জামা প'রে প্রস্তুত হওয়া আছে—পড়াশুনোর সময় পাওয়া কি সোজা? সন্ধ্যাবেলায় ওর ঘুম পায়;—রাত্তিরেও তাই সে পড়তে পারে না। কিন্তু তা ব'লে মিনু সপ্তাহে তিন চার দিনের বেশি মোটেই ইস্কুলে কামাই করে না।

জীবন-যাত্রাটা ওর এক রকম মন্দ চলছিল না। এমন সময় এক নতুন 'দিদিমণি' ইস্কুলে এসে উদিত হ'য়ে ওর জীবনটা দুর্ব্বহ ক'রে তুলবার উপক্রম কর্‌লেন। দিদিমণি কলেজ থেকে সদ্য আই-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছেন; ছাত্রীদের আদর্শ ছাত্রী ক'রে গড়ে তুলবার তাঁর দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু মিনুকে সে আদর্শে নিয়ে পৌঁছান যে কি বৃহৎ ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারুর টের পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দিদিমণি ওকেও আদর্শ ছাত্রীতে পরিণত করবার দুরূহ ব্রত গ্রহণ ক'রে বসলেন। ফলে—

'মিনু ?'

মিনুর কর্ণে দাদার এ আহ্বান সুধা বর্ষণ করল না—কারণ বেলা তখন সাড়ে দশটা।

'স্নান, খাওয়া হবে না ? ইস্কুল ক'টায় বসে শুনি ?'

'পেটের ভেতরটা', মিনু ঢোক গিলে বল্‌লে, 'বুঝ্‌লে দাদা, কেমন যেন কুরিয়ে কুরিয়ে উঠছে; টক্ ঢেকুর একটু অন্তর অন্তর কেবলই—'

'যাও, স্নানে যাও। ইস্কুলে গেলেই টক্ ঢেকুর ভালো হয়ে যায়।'

মিনু প্রায় নিরুপায় বোধ কর্‌ল। এ-দিক্ ও-দিক্ তাকিয়ে কাছাকাছি কোথাও মাকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু এটা তার জানা ছিল যে দৃষ্টির বাইরে থাক্‌লেও মা শব্দের নাগালের বাইরে ছিল না। তাই সহসা সমুখের চেয়ারটায় ধপাস্ ক'রে সে বসে পড়ল, এবং পেটের একটা দিক্ হাত দিয়ে চেপে ধ'রে সানুনাসিক চীৎকার করে উঠ্‌ল—'উঃ রে, মা রে, পেটের ব্যথায় মরলুম গো—আর সইতে পারি নে গো—'

'ও কি হ'লো, ও কি হ'লো!' বল্‌তে বল্‌তে মিনুর মা ছুটে এলেন। 'য়্যা! ব্যাপার কি, খুকি?—ও বড় খোকা, মেয়ের মুখ যে নীল হয়ে উঠল! ডাক্তারবাবুকে শীগ্‌গির খবর দে।'

'এ ডাক্তারে সারাবার রোগ নয়।' মিনুর দাদা বল্‌ল। 'বরঞ্চ ইস্কুলের হেড্-মিস্‌ট্রেসের কাছে যাই—তাঁর কাছে এর অমোঘ ওষুধ আছে।'

'য়্যা, বলিস কি তুই! এমন পেটের ব্যথা কেউ অবহেলা করে!—কি ওষুধ আছে মাষ্টারনীর কাছে ?'

'ইস্কুল-ছুটি।' মিনুর দাদা বল্‌ল। 'ইস্কুল বন্ধ, এই খবর এলেই দেখো কেমন চট্ ক'রে ওর এই দারুণ পেটের ব্যথাটা সেরে যায়!'

এর পরে কত দিন পর্য্যন্ত রীতিমত ইস্কুলে যাবার পর সহসা একদিন মিনু প্রকাশ্যভাবেই বেঁকে বস্‌ল। নতুন দিদিমণির দৌরাত্ম্যে ওর জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। ওকে আদর্শ ছাত্রী ক'রে তৈরী করবার দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে মঞ্জরী-দি মিনুকে কান-ধ'রে-দাঁড়ানো, নিল্-ডাউন্, চেয়ার-ডাউন্ প্রভৃতি থেকে ধাপে ধাপে উঠিয়ে বেঞ্চের উপর স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু এখানেও তিনি থেমে যান্ নি—কেবলমাত্র মিনুর জন্যই বই পড়ে নতুন নতুন শাস্তিদানের প্রক্রিয়াগুলি শিখে নিচ্ছেন, এ খবরও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় মিনু, প্রকৃত বুদ্ধিমতীর মত, মাকে সব কথা বলে সরে পড়বার উদ্যোগ করেছে।

ব্যাপার দেখে মিনুর দাদা মাকে অনুযোগ দিল—'মেয়েটার ভবিষ্যৎ তুমি একেবারে ঝর্‌ঝরে না ক'রে ছাড়বে না দেখছি!'

মাও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বল্‌লেন—'রাক্ষুসীর হাতে মেয়ে ছেড়ে দেব বৈ কি! ঈস্, কী করেছে দুধের মেয়েটাকে! কান দুটো টেনে টেনে একেবারে বাঁদরের মত লম্বা ক'রে দিয়েছে; এ কান ঢেকে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে হয়! মাষ্টারনী না কশাই! একবার হাতের কাছে পেতাম—'

পেলে কি করতেন তাও ভঙ্গী ক'রে দেখিয়ে দিলেন—ওরও কান দুটো টেনে লম্বা ক'রে দিতেন, আর কিছু নয়।

ছেলের কাছে বলে হতাশ হ'য়ে মিনুর বাবাকে প্ররোচিত ক'রে মিনুর মা ইস্কুলের সেক্রেটারির কাছে এক কড়া চিঠি লেখালেন—ইস্কুলে লেখাপড়া শেখানোর জন্য দেওয়া হয়, কান টানার জন্য নয়। নতুন দিদিমণির কি শাস্তি-বিধান হয়, শীগ্‌গির যেন জানানো হয়।

দিন সাতেক পরে সে-চিঠির জবাব এল। সেক্রেটারি লিখেছেন—এ-বিষয়ে

তিনি বিশদ তদন্ত করছেন; কিন্তু সব শিক্ষয়িত্রীই একমত যে মিনুর মত দুষ্টু, অবাধ্য, অমনোযোগী, আহ্লাদে মেয়ে সারা ইস্কুলে নেই—ওকে শোধ্রান বিশেষ প্রয়োজন।

জবাব পেয়ে মিনুর মা চটেমটে আগুন হলেন। তা বৈকি, মাষ্টারনীদের কোনই দোষ নেই, যত দোষ বেচারী মিনুর! তাঁর আক্রোশ অসম্ভব বেড়ে উঠ্‌ল। মিনুর বাবাকে বল্‌লেন, 'নতুন দিদিমণির নামে মামলা রুজু কর্‌ব; মেয়ের কান টেনে লম্বা করে দেবে, এত সাধ্য!'

মিনুর বাবা কিন্তু ভরসা পেলেন না। বুঝালেন—'কানটা আগে ওর কতটা লম্বা ছিল সে-মাপ তো রাখ নি; এখন কি ক'রে বলতে পার টেনে কতটা লম্বা করেছে?'

'করে নি আবার, একশ' বার করেছে। আমি ওর মা, আমি জানি নে?'

'তা জানো বৈকি। কিন্তু আদালতে সে-কথা বললে তো আর চলবে না।—বরঞ্চ ওকে এ-ইস্কুল ছাড়িয়ে অন্য জায়গায় ভর্ত্তি করিয়ে দাও।'

মিনুর মার রাগ কিছুতেই পড়ল না। সর্ব্বদিকে হতাশ হয়ে তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে উঠল। স্থির করলেন, মেয়ের কান টেনে যে বড় ক'রে দিয়েছে, যেমন করেই হোক তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়বেন।

এদিকে একদিন ইস্কুলের মেয়েরা ও শিক্ষয়িত্রীরা শুনতে পেল নতুন শিক্ষয়িত্রী মঞ্জরী শীগ্‌গিরই স্কুল ছাড়ছেন, কারণ তাঁর বিয়ে হচ্ছে।

ঘর ভালো, বর ভালো। মঞ্জরীর বাড়ীর লোকেরা তো ভারি খুসি। টাকা পয়সা না নিয়ে আজকালকার দিনে ক'জন এমন ছেলের বিয়ে দেয়! ধন্য সদাশিব বাবু—বরের বাপ, ধন্য নির্লোভ, উদার এবং উপযুক্ত বর মৃগেন! কি সহজেই না ও-পক্ষ মঞ্জরীকে পছন্দ ক'রে গেল! একদিন শুধু মাত্র সদাশিব বাবু কনে দেখতে এলেন, আর কেউ নয়; পছন্দও তখনই হয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। মঞ্জরী ঠিক করেছে, ইস্কুলের দুষ্টু মেয়েগুলিকে ছেড়ে এবার শ্বশুর-বাড়ীর ছেলেপুলেদের আদর্শ ছাত্রছাত্রী ক'রে গ'ড়ে তুলবে। কাউকে আদর্শ ছাত্র না করলে তার চল্‌বেই না।

একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল। একই সহর; মোটর-গাড়িতে চড়ে' মঞ্জরী বরের সঙ্গে প্রথম শ্বশুর-বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌ল। শানাই, বাঁশী আরও কত বাজ্‌না বেজে উঠল তার ঠিক নেই; একমাত্র উলুধ্বনিতেই একটা কোলাহল সৃষ্টি হবার যোগাড়!

এয়োরা সব হাঁকলেন—'কোথায় মৃগেনের মা, কই গেলে? বৌমাকে প্রথম তোমাকেই বরণ ক'রে নিতে হবে। মধু কোথায়?—প্রথমে নতুন বউয়ের মুখে মধু দিতে হয়—ও মৃগেনের মা—!'

আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে বর মৃগেন আর কনে মঞ্জরী এসে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জরীর মুখে ঘোম্‌টা বড় ক'রে টানা।

'খুকি?'

'কি মা?' মিনু বল্‌ল।

'এই তো সেই?' নব-বধূর মুখের ঘোম্‌টা উঠিয়ে মিনুর মা জিজ্ঞেস করলেন।

'হাঁ, মা, এই-ই। ঈস্! আমার কান দুটো কতখানি লম্বা—'

'ও মৃণালের মা', এয়োরা বল্‌লেন, 'অমন কটমট ক'রে তাকিয়ে কী দেখছ? বউয়ের মুখে মধু গুঁজে দাও—'

'দিচ্ছি', বলে এগিয়ে এসে মিনুর মা অকস্মাৎ হাতটা বাড়িয়ে নতুন বউয়ের কানটা টেনে ধরলেন। হেঁকে বল্‌লেন—'কেমন, আর টেনে আমার মেয়ের কান লম্বা করবে? টেনে তোমার কান যোড়া আমি অন্ততঃ ওর সমান লম্বা না করি, তবে মিছেই শ্বাশুড়ী হয়েছি।—'

এই অভাবনীয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। শুধু বিজয়গর্ব্বে মিনুর মা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগলেন; আর আহ্লাদে মেয়ে মিনু খুসী হ'য়ে ভাবতে লাগল ওটা ছিল আমার ইস্কুল, আর এটা 'নতুন দিদিমণির';—কেনওটাই কম যায় না!

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্যান-সমিতির আর একজন সভ্য

রোজা তখনই হোয়াইট্ সোয়ান্ হোটেলে রওনা হইল; জেকব্‌কে সে আজ দেখিয়া লইবে। তার সঙ্গী ছোক্‌রাটিও ইতিমধ্যে সব কথা শুনিয়াছে, জেকব্-দলনে তারও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেল। তবে রোজা তাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে টিউলিপের কোন ক্ষতি করিবে না।

বাজারের কাছাকাছি পৌঁছিয়া রোজার উত্তেজনা একটু কমিল, মাথা ঠাণ্ডা করিয়া এইবার সে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইল। বাস্তবিক, হোয়াইট্ সোয়ান্ হোটেলে গিয়াই বা সে কি করিবে! বক্সটেল নামধারী লোকটি যদি জেকব্ না হয়—কিংবা যদি স্বয়ং জেকব্‌ই হয় তাহা হইলেই বা তার কি করিবার আছে! এমনও তো হইতে পারে যে জেকব্ টিউলিপ্ চুরি করিয়া সেটা আর একজন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়াছে। সে ক্ষেত্রে রোজা তার নিজের টিউলিপ্ চিনিতে পারিলেও তা প্রমাণ করা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না, লাভের মধ্যে চোরকে সাবধান হইবার খানিকটা সুযোগই দেওয়া হইবে।

হঠাৎ রোজার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল—শব্দে মনে হইল সহরশুদ্ধ লোক যেন এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে! ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতে বাজারের অপর দিকে সত্যি সত্যিই একটা বিরাট্ জনতা ভাসিয়া উঠিল। সবাই হৈ-চৈ করিতেছে, যেন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে! রোজা আর আগাইল না, সঙ্গী ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, "থাক্, আর যাব না, চল, ভ্যান্ হেরিসেন সাহেবের কাছেই ফিরে যাই।"

বড় রাস্তা ছাড়িয়া উভয়ে একটা ছোট গলি ধরিল। হট্টগোলের কারণ এইবার বুঝা গেল; কালো টিউলিপের আগমন-বার্ত্তা আগুনের মত সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলের মুখেই সেই আশ্চর্য্য ফুল আর তার জন্য বিরাট্ পুরস্কারের কথা।

কালো টিউলিপের নাম করিয়া সভাপতি মহাশয়ের কাছে হাজির হইতে এবারেও রোজাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না; কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতেই তাকে চিনিতে পারিয়া সভাপতি মহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। রোজাকে তিনি ভাল চোখে দেখেন নাই, তাঁর ধারণা, হয় সে একটি উন্মাদ, নয়তো তার চেয়েও খারাপ—একটি প্রবঞ্চক। এ হেন জীবের সঙ্গে বাজে তর্ক করিয়া তাঁর মূল্যবান্ সময় তিনি নষ্ট করিতে পারেন না। তিনি জানাইলেন, ও বিষয়ে আর কোন আলোচনা তিনি করিবেন না।

কিন্তু রোজা নাছোড়বান্দা; সে হাত-যোড় করিয়া কাকুতি-মিনতি সুরু করিল, "ভগবানের দোহাই, আমার কথা শুনুন, নয়তো পরে এজন্য আপনাকে সারা জীবন আফ্‌শোষ করতে হবে।"

কথা শুনিলে কার না রাগ হয়, ভ্যান্ হেরিসেন্‌ও এবার রাগিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি জালাতন, এ দেখছি আমাকে কালো টিউলিপের রিপোর্টটাও লিখতে দেবে না।"

রোজা দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার কথা না শুনলে আপনার ও রিপোর্ট একটা মিথ্যা—শুধু মিথ্যা নয়, একটা পাপের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হবে। আপনি মাষ্টার বক্সটেল্‌কে একবার এখানে আসতে বলুন, আমি দেখিয়ে দেব আমার ফুল আর তার চোরকে আমি চিনতে পারি কিনা।"

সভাপতি মহাশয় আবার মুখ তুলিলেন, "বেশ, যদি তাই হয়, যদি তাদের চিনতেই পার, তোমার কথা প্রমাণ করতে পারবে তো?"

রোজা কি জবাব দিতে গেল, কিন্তু তার কথা বাহির হইবার আগেই বাড়ীর সদর দরজায় একটা বিরাট্ হৈ-চৈ শোনা গেল, যেন এক সঙ্গে বহু লোকের উল্লাস বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল। "কি হ'ল, কি হ'ল?" বলিতে বলিতে রোজার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সভাপতি মহাশয় বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন; যা দেখিলেন তা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা যায় না। একতলার সিঁড়ি পর্য্যন্ত রাস্তার লোকে ভরিয়া গিয়াছে, আর সিঁড়ির উপরে একজন সৌম্যকান্তি তরুণ যুবক ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছেন। যুবকের পোষাক সাধাসিধা—বেগুণী ভেলভেটের কোট, ধারে ধারে রূপার কাজ করা, কিন্তু তবু তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তাঁকে দেখিলেই অভিজাত শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁর পিছনে দু'জন পদস্থ রাজকর্ম্মচারীও উঠিতেছিলেন।

ভ্যান্ হেরিসেন্ আভূমি নত হইয়া যুবককে অভিবাদন করিলেন, "কুমার, কুমার, আপনি নিজে এই গরীবের ঘরে এসেছেন!"

যুবক আর কেউ নন, স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডার, অর্থাৎ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা!—কুমার উইলিয়াম্ অব্ অরেঞ্জ। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "জানেন না বুঝি, আমারও যে বাড়ী হল্যাণ্ড! কাজেই সমস্ত হল্যাণ্ডের লোকে যা ভালবাসে আমিও তাই বাস্‌ব এতে আর আশ্চর্য্য কি? হল্যাণ্ডের সকলেই ফুল ভালবাসে—বিশেষ করে টিউলিপ্ ফুল। লিডেনে বসে শুনলাম এতদিন পরে নাকি হারলেম্ সহরে সত্যি সত্যিই একটা কালো টিউলিপের আবির্ভাব হয়েছে, তাই নিজে দেখতে ছুটে এসেছি।"

একজন সৌম্যকান্তি তরুণ যুবক ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছেন

ভ্যান্ হেরিসেন্ গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের সমিতির আজ কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!"

ষ্টাট্‌হোল্ডার তাঁর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, ও-সব কথা পরে হবে—ফুলটা কোথায়?"

"ফুলটা এখনও তার মালিকের কাছেই আছে।"

"কে সে, কোথাকার লোক?"

"ডর্ট্ সহরের মাষ্টার আইজাক্ বাক্সটেল্; তাকে আমি এক্ষুণি খবর পাঠাচ্ছি; আপনার নাম শুনলে সে এক্ষুণি ছুটে আসবে। আপনি যদি ততক্ষণ একটু দয়া করে আমার ঘরে—"

কুমার আবার হাসিয়া কহিলেন, "বেশ বেশ, বস্‌ব বই কি। বক্সটেলের কাছে লোক পাঠিয়ে দিন।"

ভ্যান হেরিসেন্ একজন লোককে তখনই হোয়াইট্ সোয়ান্ হোটেলে পাঠাইয়া দিলেন,

তারপর ষ্টাট্‌হোল্ডারকে সঙ্গে করিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা গোলমাল বেধেছে।"

"কিসের গোলমাল?" কুমার প্রশ্ন করিলেন।

আমতা আমতা করিয়া ভ্যান্ হেরিসেন্ তখন রোজার আবির্ভাব-কাহিনী নিবেদন করিলেন। বড়ই দুঃখের কথা, কালো টিউলিপ্ আসিতে না আসিতে তার আর একজন দাবীদার জুটিয়াছে। তবে তাঁর মনে হয় মেয়েটি জুয়াচোর, বলা বাহুল্য টাকার লোভেই সে এই দাবী আনিয়াছে।

ষ্টাট্‌হোল্ডার শুনিয়া গম্ভীর হইলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কি প্রমাণ এনেছে?"

"সেই কথাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন। মেয়েটি পাশের ঘরেই রয়েছে।"

ষ্টাট্‌হোল্ডার একটু থামিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করা হয় নি? বেশ, তবে আমিই জিজ্ঞাসা কর্‌ব; দেশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং উপস্থিত থাকতে অন্য লোকের ওপর বিচারের ভার দেবার দরকার নেই।" একটু আগাইয়া তিনি আবার কহিলেন, "আপনি আগে যান, আর ভাল কথা, আমার পরিচয় এখন দেবেন না।"

দু'জনে ধীরপদে অফিস্-কক্ষে ঢুকিলেন, ষ্টাট্‌হোল্ডার ঘরের এক অন্ধকার কোণে চেয়ার টানিয়া বসিলেন। রোজা নিজের চিন্তায়ই মগ্ন ছিল, ষ্টাট্‌হোল্ডারকে সে লক্ষ্য করিল না। ষ্টাট্‌হোল্ডার নিকটবর্ত্তী শেল্‌ফ্ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া ইঙ্গিতে ভ্যান্ হেরিসেন্‌কে প্রশ্ন সুরু করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। ভ্যান্ হেরিসেন্ রোজার দিকে চাহিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এবার তোমার যা বল্‌বার বলতে পার। এই ইনি হচ্ছেন উদ্যান-সমিতির আর একজন সভ্য, এঁর কাছেই বল; কিন্তু খবরদার, সত্যি কথা বলবে, কিছু গোপন করবে না।"

"আমার যা বল্‌বার তা তো বলেছি।"

"কি বলেছ?"

"বক্সটেল্ সাহেবকে তাঁর ফুল সমেত এখানে আসতে বলুন। আমি যদি তাঁকে চিনতে না পারি আমি অকপটে তা স্বীকার কর্‌ব। কিন্তু—কিন্তু ইনি যদি—যাকে আমি সন্দেহ করেছি সেই লোক হন তা হ'লে আমি আমার ফুল আপনাদের কাছে দাবী কর্‌ব। এজন্য যদি আমাকে প্রমাণ সমেত স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডারের কাছেও যেতে হয় তাও আমি যাব।"

"তা হ'লে তোমার প্রমাণ আছে বল?"

"ভগবান্ আমাকে সাহায্য করবেন।"

সভাপতি মহাশয় ষ্টাট্‌হোল্ডারের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু তিনি তখন কি যেন ভাবিতেছিলেন, বোধ হয় তাঁর মনে হইতেছিল এ মেয়েটির কণ্ঠস্বর তিনি যেন কোথায় শুনিয়াছেন। ভ্যান্ হেরিসেন্ প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যে বল্‌ছ তুমিই এই ফুলের মালিক, এর স্বপক্ষে তোমার কি যুক্তি আছে?"

"বাঃ, আমি যে নিজে হাতে আমার নিজের ঘরে টবের মধ্যে এই টিউলিপের গাছ লাগিয়েছি!"

"তোমার নিজের ঘরে? কোথায়?"

"লুভেষ্টিনে। আমি সেখানকার জেলারের মেয়ে।"

কুমার এতক্ষণ বই পড়িবার ভান করিতেছিলেন, এইবার মৃদুস্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, তাই-ই বটে, এবার আমার মনে পড়ছে।"

ভ্যান্ হেরিসেন্ আবার প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে তুমি খুব ফুল ভালবাস, নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ফুল সবাই ভালবাসে।"

"এবং তুমি টিউলিপের চাষ সম্বন্ধেও খুব অভিজ্ঞ?"

রোজা একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর কহিল, "আপনারা দু'জনেই সম্মানিত লোক, আপনাদের আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি?"

রোজার কণ্ঠে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে দু'জনেই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। রোজা কহিল, "সত্য কথা বলতে কি, টিউলিপ্-চর্চ্চায় আমার অভিজ্ঞতা সামান্যই আছে। মাস তিনেক আগে আমি লিখতে-পড়তেও জানতাম না। না, এ কালো টিউলিপ্ আমার হাতে তৈরী হয় নি, এ তৈরী করেছে লুভেষ্টিন্ কারাগারের একজন হতভাগ্য বন্দী।"

এবার কুমার স্বয়ং কথা কহিলেন, "লুভেষ্টিন্ কারাগারের একজন বন্দী! তা হ'লে একজন রাজবন্দী বল? কারণ ওখানে তো রাজবন্দী ছাড়া আর কেউ নেই!"

রোজার একবার মনে হইল, এ কণ্ঠ তার পরিচিত, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না। সে কম্পিত-কণ্ঠে শুধু কহিল, "হাঁ, একজন রাজবন্দীই বটে।"

সভাপতি মহাশয় এবার শিহরিয়া উঠিলেন। "বল কি! রাজবন্দীদের তো একেবারে নির্জ্জনে রাখবার কথা! তুমি তা হ'লে এ সব জেনেশুনেও বাপের পদ-মর্য্যাদার সুবিধাটুকু কাজে খাটিয়েছিলে বল?"

রোজা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল হ্যাঁ, সে লুকাইয়া এই রাজবন্দীর সহিত প্রত্যহই দেখা করিত। শুনিয়া সভাপতি মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "হতভাগা মেয়ে!"

কিন্তু ষ্টাট্‌হোল্ডার রোজাকে কিছু বলিলেন না, তিনি ভ্যান্ হেরিসেন্‌কেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "থাক্, আমাদের টিউলিপ্ নিয়েই দরকার, রাজনীতির চর্চ্চা ক'রে কি হবে?" তারপর রোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছিলে বল।"

রোজা তখন একে একে গত তিন মাসের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। গ্রাইফাসের নিষ্ঠুরতা, প্রথম সাকার পায়ে দলিয়া নষ্ট করা, বন্দীর দুঃখ, দ্বিতীয় সাকার পুঁতিবার সময় তাদের সতর্কতা, বন্দীর অদ্ভুত ধৈর্য্য, কয়েকদিন টিউলিপের খবর না পাওয়ায় তার অবস্থা, আহার ত্যাগ, কালো টিউলিপ্ ফুটিলে তা দেখিয়া বন্দীর প্রচণ্ড আনন্দ, তারপর তা চুরি গেলে তার দারুণ নৈরাশ্য—কোন কথাই সে বাদ দিল না।

রোজা থামিলে কুমারই আবার কথা কহিলেন; বলিলেন, "কিন্তু এই বন্দীর সঙ্গে তোমার আলাপ তো বেশী দিনের নয়!"

রোজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিল।

কুমার কহিলেন, "অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে তোমার বাবা আর তুমি মাস চারেকের বেশী লুভেষ্টিনে যাও নি।"

হ্যাঁ, তা ঠিক।"

"তা হ'লে বুঝি তোমাদের আগেই পরিচয় ছিল? ঐ বন্দীর জন্যই বুঝি তোমার বাবাকে লুভেষ্টিনে বদলী করাবার চেষ্টা করেছিলে?"

রোজা সলজ্জ কণ্ঠে স্বীকার করিল যে সে হেগ্-এ থাকিতেও এই বন্দীকে চিনিত। কুমার মৃদু হাসিলেন। এই সময় যে লোকটিকে বক্সটেলের কাছে পাঠান হইয়াছিল সে আসিয়া খবর দিল, বক্সটেল ফুল সমেত হাজির হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

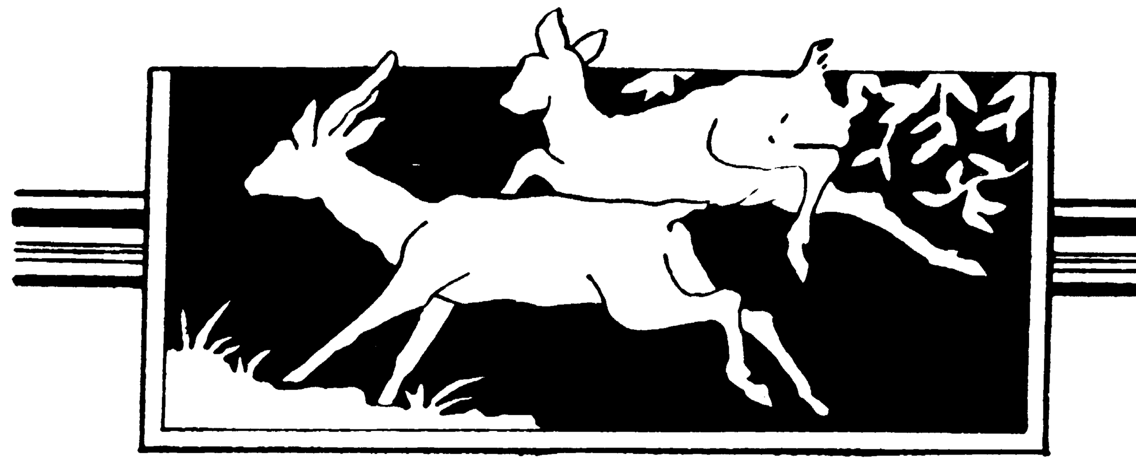

৮

জীব-জন্তুর কাণ্ডকারখানা

[প্রবন্ধ]

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

জীব-জন্তুর কাণ্ডকারখানা লইয়া আমাদের ক্লাবে যে সব আলোচনা হইয়াছিল গত বৈশাখ মাসের রামধনুতে তোমাদের তাহার কতকটা শুনাইয়াছি; কিন্তু সব বলা হয় নাই, আজ আরও কিছু বলিব। সৌরীন বাবু, মহাদেব বাবু এবং মুকুন্দ বাবুর গল্প তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে; তাঁদের কাহিনী শেষ হইলে বিজলী বাবু সুরু করিলেন—

আমার এক বন্ধু তুর্দ্দান্ত স্বভাবের গরু কিনিতে ভাল বাসিতেন। একটা কারণ অবশ্য কিঞ্চিৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা। একবার তিনি এক গরুওয়ালার কাছে শুনিলেন তার একটি গরু আছে; গরুটি তুধ দেয় ভাল কিন্তু অত্যন্ত তুষ্ট বলিয়া কেহ উহাকে কিনিতে চাহিতেছে না। কম দামেই সে সেটা বেচিবে। কম দামের কথা শুনিয়া বন্ধুবর তখনই কিনিতে রাজী হইলেন, কিন্তু গরু দেখিতে কাছে যাইতেই সে শিং তুলিয়া তাঁকে মারিতে আসিল। বন্ধু কত আদর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব বৃথা, গাভী সে মেজাজেরই নয়। যাই হোক্, তবু শেষ পর্য্যন্ত কম দামের গরু কেনা হইল; তবে গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল যে প্রথম মাস খানেক সে-ই উহাকে দোহাইয়া দিয়া যাইবে। গরু বাড়ি আসিল। বন্ধুর স্ত্রী তো গরুর রকম-সকম দেখিয়া ভীষণ চটিয়া উঠিলেন—এমন দূষমণ গরুও কেউ ঘরে আনে! বন্ধু বুঝাইলেন, আহা, দামটার কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। দেড় শ' টাকার গরু আশী টাকায় পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রী কিন্তু নরম হইলেন না, বলিলেন "ক'টা টাকার সুবিধের জন্য এমন কাণ্ডও কেউ করে! যদি কোন ছেলেপিলেকে জখম ক'রে দেয়?" বন্ধু চুপ্ করিয়া রহিলেন, ভাবখানা, "আহা. দেখই না।"

পরদিন বন্ধু মস্ত এক ছড়া চাঁপাকলা লইয়া বাড়ি ঢুকিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত কলা কি হবে?" বন্ধু সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "গরুর চিকিৎসা হবে।" গরুর কাছে যাইতেই সে লম্ফঝম্ফ সুরু করিল। বন্ধু দূর হইতে আধছড়া

কলা তাহার ডাবায় ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তবুও কি উহার তর্জ্জন থামে? বন্ধু অন্য কাজে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন কলা সবই অন্তর্ধান করিয়াছে। তিনি তখন বাকী আধছড়াও ডাবায় ফেলিয়া দিলেন—সেও যথা সময়ে আগেকার আধছড়ার অনুগামী হইল।

এইভাবে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কোনও দিন আধখানা লাউ, কোনও দিন চারটা বেগুণ, কোনও দিন আটটা মূলা, কোনও দিন বা খানিকটা ..ধর পালংশাক বা টাটকা দূর্ব্বা ইত্যাদি। ঔষধ ও উপহারের সাহায্যে নবাগতা উগ্র-স্বভাবা গাভীর হৃদয় গলাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রত্যহ বেলা ন'টার সময় তাড়না-লাঞ্ছনা (শুধু গরুর নয়, গৃহিণীরও) অঙ্গের ভূষণ করিয়া বন্ধুকে গাভীর সমীপবর্ত্তী হইতে দেখা যাইত। অবশেষে সাধনার ফল ফলিতে লাগিল। মাথা নাড়া, শিং নাড়া কমিয়া আসিল। ক্রমে দেখা গেল ঠিক বেলা ন'টায় গাভীর একটা আনচান ভাব আসিয়াছে। তাহার কান তু'টি যেন উৎকীর্ণ হইয়া বন্ধুর পদশব্দ অনুভব করিতে চেষ্টা করে, চোখ তু'টি যেন বন্ধুর আগমন-পথের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকে! তার পর একদিন দেখা গেল, বন্ধুবর এক চেঙাড়ি জিলাপি লইয়া গাভীর কাছে হাজির হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে—ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, গাভী পরমানন্দে জিলাপি চিবাইতেছে এবং বন্ধু তাহার গায়ে, মাথায়, শিং-এ দিব্যি হাত বুলাইতেছেন!

বন্ধু বলিলেন, "ন'টা—ন'টা—ন'টা!"

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন'টা—ন'টা কর্‌ছ কেন?"

বন্ধু বলিলেন, "যথা সময়ে কাজ করবার ফল দেখ। **Pavlov's Conditioned Reflex** বই তো পড় নি—তা হ'লে বুঝতে পারতে।"

বন্ধুর স্ত্রী বইটা পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তোমরা বড় হইয়া বইটা পড়িয়া দেখিও।

বিজলী বাবু চুপ করিলেন, এবার প্রভাত বাবুর পালা। তিনি তাঁর গল্প সুরু করিলেন :—

আমার এক বন্ধু ছিলেন। পাড়াগাঁয়ে তাঁহার এক প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী ছিল, সেইখানেই তিনি অনেক সময় থাকিতেন। বন্ধুটি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, বিশেষতঃ জীব-জন্তুকে বড় ভালবাসিতেন, তাহাদের প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করিতেন,—নিজে হাতে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। প্রতিদিন সকালে উপাসনার পর বাগানের এক গাছের তলে বসিয়া তিনি পাখীদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। প্রসাদ– ছোট ছোট ছাতুর গুলি। পাখীরা পরম আনন্দে তাহা খাইত, নির্ভয়ে তাঁহার নিকট আসিত,—তাঁহার গায়ে, মাথায় বসিত। তিনিও তাদের আদর করিতেন।

ঐ ব্যাপার দেখিয়া আমার আর এক বন্ধুরও পাখীদের সঙ্গে ঐ রকম ভাব করিবার লোভ হইল। কিন্তু তাঁহার বেলা দেখা গেল, পাখীরা ছাতুর গুলি খাইয়া পলাইতেছে, তাঁহার কাছে আসিতেছে না। তাড়াতাড়ি ভাব করিবার জন্য বন্ধুবর এক নষ্টামি করিলেন। তিনি একটি বাটিতে সামান্য মাত্রায় আফিং ভিজাইয়া রাখিতেন, তার পর সেই জল দিয়া ছাতুর গুলি মাখিতেন। আফিং-মাখান ছাতুর গুলি খাইয়া ক্রমে পাখীদের এমন নেশা ধরিল যে তাহারা প্রতিদিন ঠিক সময়ে তাঁহার কাছে আসিয়া ছাতুর গুলির জন্য রীতিমত তাগিদ সুরু করিত। নেশা এমনই জিনিষ !

প্রভাত বাবুর পর গল্প আরম্ভ হইল অলক বাবুর। এ গল্পটি অবশ্য তাঁহার অভিজ্ঞতার নয়, তিনি বই-এ পড়িয়াছিলেন। একজন মেষপালকের দুইটী শিক্ষিত কুকুর ছিল। তাহারা মেষগুলিকে রক্ষা করিত,—কোনটি দলভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিত। মেষপালকের সঙ্গে থাকিয়া তাহারা সময়ে সময়ে দু'-তিন শ' মাইল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। এইভাবে প্রায় দেড় শ' মাইল-ব্যাপী একটা লম্বা পথ তাহাদের বেশ সরগর হইয়া গিয়াছিল। কুকুর দু'টির উপর মেষপালকের এতটা উঁচু ধারণা ছিল যে একবার সে কোনও একটি লোকের সঙ্গে কিছু টাকা পণ করিয়া বাজী রাখিল যে তাহার কুকুর দু'টি কোন মানুষের সাহায্য না লইয়া শতাধিক মেষ সহ ঐ দেড় শ' মাইল-ব্যাপী পথ পার হইবে এবং একটি মেষও নষ্ট হইতে দিবে না। একটি মেষ নষ্ট হইলেই সে বাজী হারিয়া যাইবে।

যথা সময়ে কুকুর দু'টি মেষপাল লইয়া এই দীর্ঘ পথে যাত্রা করিল। যে দু'টি লোক বাজী রাখিয়াছিল তাহারা—এবং এই বিচিত্র সংবাদ শুনিয়া উভয় পক্ষের বহু বন্ধু-বান্ধব রেলপথে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হাজির হইল। পথের মধ্যে সংবাদটি ছড়াইয়া পড়ায় সেখানে আরও বহু লোকের সমাগম হইল। অবশেষে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সত্যিই সমস্ত মেষসহ কুকুর দু'টি যথাস্থানে হাজির হইয়াছে। গণিয়া দেখা গেল মেষের সংখ্যা তো কমে নাই-ই, বরঞ্চ কয়েকটি বাড়িয়াছে। পথের মধ্যে কয়েকটি মেষের বাচ্চা হইয়াছে, সেগুলিও কুকুর দু'টি সযত্নে সঙ্গে আনিয়াছে। এজন্য অবশ্য তাহাদের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। মেষপালক বাজী জিতিয়া টাকা লাভ করিল, কিন্তু সে অবিলম্বেই বুঝিল কি বিষম বেকুবের কাজই সে করিয়াছে! কুকুর দু'টি তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া প্রভুর নিকট তাহার ন্যস্ত সামগ্রী অর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ঐ দীর্ঘপথ পার হইবার সময় তাহাদের অত্যধিক পরিশ্রম হইয়াছিল, আহারাদি ও বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত সময় তাহারা পায় নাই। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে জঙ্গল ছিল; সেখানে শেয়ালের ভয় ছিল; কয়েকটি স্বল্পতোয়া কিন্তু খরস্রোতা নদীও পার হইতে হইয়াছিল। এ ছাড়া গুটি দুই রেলওয়ে ক্রসিংও পার হইতে হইয়াছিল। এত পরিশ্রম, খাদ্যাভাব ও অনিদ্রা তাহারা সামলাইতে পারিল না।

অলক বাবু আর একটি গল্প বলিলেন :

কলিকাতার এক ভদ্রলোকের দু'টি কুকুর ছিল। একদিন দুপুরে পুরুষেরা সকলে অফিসে গিয়াছে, মেয়েরা উপরে ঘুমাইতেছে। এমন সময় সেই বাড়ীর বাহিরে একটা কুকুরের ভীষণ চীৎকারে একজন পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পথিক উপরের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে বিচলিত হইয়া রাস্তার আরও কয়েক জনকে একত্র করিল এবং সোরগোল করিয়া উপরের মেয়েদের জাগাইয়া দিল। মেয়েরা উঠিয়া সভয়ে দেখে, একটি ছোট শিশু বারাণ্ডার রেলিঙের শিকের মধ্য দিয়া (একটা শিক কোন রকমে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল) অর্দ্ধেকটা দেহ গলাইয়া দিয়াছে। একটি কুকুর তাহার ফ্রক্ ধরিয়া প্রাণপণে তাহাকে টানিয়া

রাখিয়াছে, আর একটা কুকুর নীচের তলায় গিয়া রেলিঙের নীচে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। মেয়েরা গিয়া শিশুটিকে উদ্ধার করিলেন। কুকুর ছুটি না থাকিলে শিশুটির কি অবস্থা ঘটিত ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া উঠে।

সকলের শেষে সৌরীন বাবু আবার একটি গল্প বলিলেন :

আমাদের বাড়ীতেও ঐ রকম একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। দশ বারো বছর আগেকার কথা। আমার ভাই-পো নেড়ার বয়স তখন প্রায় তিন বছর। কথা অল্প অল্প বলে, মামার বাড়ী যাইবার খুব ঝোঁক। একদিন বাড়ীতে ছেলেটিকে পাওয়া গেল না। মহা হৈ-চৈ লাগিয়া গেল, চারিদিকে লোক ছুটিল। থানায়ও খবর দেওয়া হইল। এমন সময় দেখা গেল আমাদের এয়ারডেল কুকুরটিও নাই। সকলে ছুর্ভাবনায় অস্থির। এমন সময়, রাত প্রায় আটটার সময় দেখা গেল কুকুরটি নেড়াকে টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিতেছে। গল্পটা যা পাওয়া গেল কতকটা এই রকম : নেড়ার মামার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হয় ; সে কুকুরের শিকল ধরিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কুকুর নেড়া ও ভৃত্যসহ প্রত্যহ পার্কে বেড়াইতে যাইত। ছু'জনেই পার্ক্ পর্য্যন্ত পৌঁছে। সম্ভবতঃ এই পথটুকু কুকুরের সতর্কতায় নেড়া গাড়ী চাপা পড়ে নাই। তার পরে নেড়া যখন মামার বাড়ী যাইবার জন্য উল্টা রাস্তা ধরে তখন কুকুর বাধা দেয়। শেষে কুকুর নেড়াকেই টানিতে টানিতে বাড়ী লইয়া আসে।

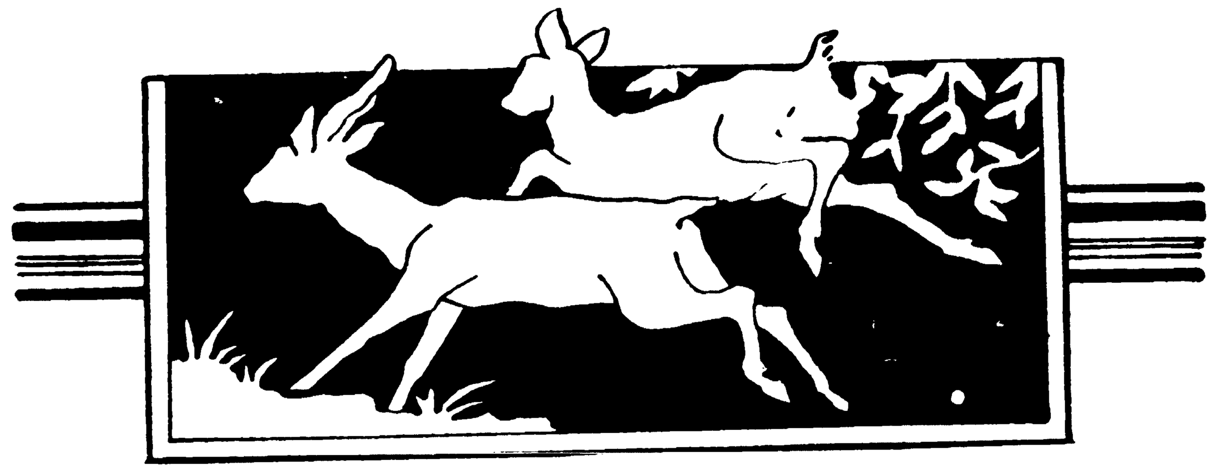

চিত্রশালা

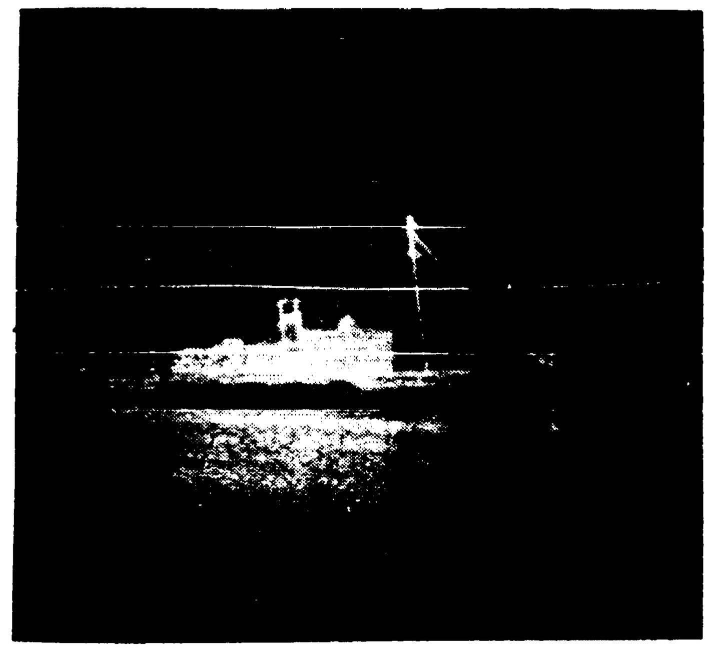

জাহাজে আলোর খেলা

(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য)

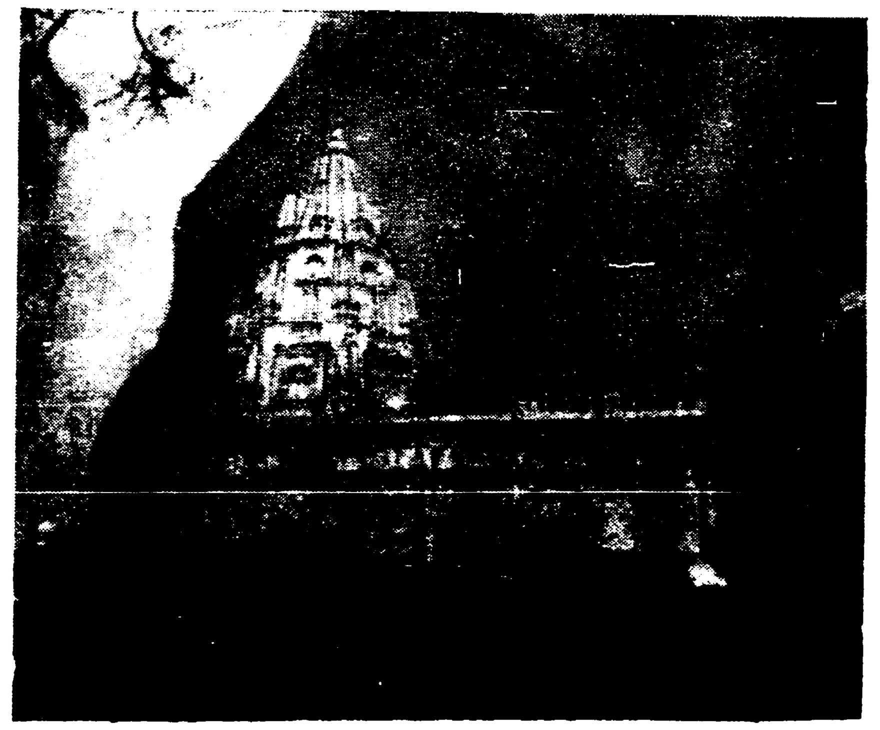

পরেশনাথ পাহাড়ের বড় মন্দির

(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীকল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায়)

দেহ-গণিত

(অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি, এম্.বি)

তোমরা পাটীগণিত ও বীজগণিতের অনেক রকম অঙ্ক কষিয়াছ, সেগুলি তোমাদের কাহারও কাহারও ভাল লাগে, কাহারও লাগে না। আমি আজ কতকগুলি মজার অঙ্ক দিতেছি। আমার মনে হয় এ অঙ্কগুলি তোমাদের সকলেরই ভাল লাগিবে। এগুলি আর কিছু নয়, আমাদের শরীরের অঙ্ক। ইহা হইতে আমাদের শরীর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার খবর জানা যায়।

শরীর সম্বন্ধে মোটামুটী কতকগুলি খবর তোমরা সকলেই জান,—যেমন ধর, সাধারণ প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের ওজন গড়ে ১॥০ মণ, উচ্চতা ৫½ ফুট। আমাদের দেশের লোকেরা গড়পড়তায় ২৩।২৪ বৎসর বাঁচে ইত্যাদি। আজ আরও কতকগুলি খবর তোমাদের দিব, দেখিবে নিজেদের শরীরের মধ্যে কি প্রকাণ্ড রহস্য লুকান আছে।

একবার তোমাদিগকে অদৃশ্য জীবাণুদের কথা বলিয়াছিলাম। এই জীবাণুরা প্রাণিজগতের মধ্যে সব চেয়ে ছোট প্রাণী,—তাহাদের শরীর একটী মাত্র কোষ দিয়া তৈরী। কিন্তু অন্য প্রাণীরা সকলেই বহুকোষক। মানুষ আবার বহুকোষক প্রাণীদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত প্রাণী। তাই মানুষের শরীর সব চেয়ে জটিল। মানবদেহের জটিলতার কতকগুলি উদাহরণ দেই, শোন :

প্রথমেই তোমরা হয়ত জানিতে চাহিবে যে মানুষের দেহকে যে বহুকোষক বলিতেছি, আসলে তার মধ্যে কতগুলি কোষ আছে? পণ্ডিতেরা অবশ্য এখনও তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, তবে এক উপায়ে আমাদের শরীরে কতগুলি কোষ আছে তাহার একটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। মানব-দেহের ১০ ভাগের ১ ভাগ রক্ত। রক্তে প্রায় ৩৫,০৭০০০,০০০০০০০ অর্থাৎ প্রায় ৩৫ লক্ষ কোটি সাদা ও লাল রক্তকোষ আছে। সুতরাং সমস্ত দেহে তাহার ১০ গুণ অর্থাৎ ৩,৫০৭০০০,০০০০০০০০ কিংবা ৩½ কোটি কোটি কোষ আছে অনুমান করা দোষের হইবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে তো ২শ' কোটি লোক আছে, তাহাদেরও ১৭৫০০০ গুণ বেশী সংখ্যক জীবন্ত কোষ দিয়া আমাদের প্রত্যেকের দেহ গঠিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরীরের দশ ভাগের এক ভাগ রক্ত। সুতরাং একজন দেড় মণ ওজনের মানুষের শরীরে প্রায় ৬ সের ৫-৬ লিটার অথবা ৯।১০ পাইন্ট) রক্ত আছে। রক্তে লাল রক্তকোষের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ কোটি এবং শ্বেত রক্তকোষের সংখ্যা ৭ হাজার কোটি। শ্বেত রক্তকোষগুলি আমাদের শরীরের সেনা দল। তাহারা সর্ব্বদা জীবাণু এবং অন্যান্য শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই শরীররক্ষক হিসাবে ৭০০০ কোটি সৈন্য বাহিনী আছে! ব্যাপারটি নেহাৎ সহজ নহে; পৃথিবীর বড় বড় স্বাধীন রাজ্যেও সৈন্য-সংখ্যা ইহার ধারে কাছে নাই। কাজেই আমরা ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই জার্ম্মানী, ইটালি প্রভৃতি রাজ্যের শাসকদের চেয়ে ঢের বেশী বুক ফুলাইয়া চলিতে পারি; নয় কি?

তোমরা অবশ্য জান যে রক্ত তরল, এবং শরীরের সর্ব্বত্র ইহা রক্ত-বাহী নালিকাদের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে। রক্তকে এইরূপে চালিত করে হৃৎপিণ্ড নামে একটি পাম্প্। এই হৃৎপিণ্ড দিনে ১ লক্ষ বার সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত চালিত করিতেছে। হৃৎপিণ্ড প্রত্যেক বারে প্রায় ২ আউন্স রক্ত চালিত করিতে পারে। সুতরাং অঙ্ক কষিয়া সহজেই বাহির করা যায় যে হৃৎপিণ্ড দিনে ৬০০০ লিটার বা ১৪০০ গ্যালন্ আন্দাজ রক্ত সঞ্চালিত করে। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে হৃৎপিণ্ড বেচারী দৈনিক এত কাজ করে যে সেই শক্তিতে একটি দুই মণ ওজনের মানুষকে অনায়াসে ৩০০ ফুট উপরে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।

আচ্ছা, রক্তের গতি কত জান? বড় বড় ধমনীতে রক্ত ঘণ্টায় এক মাইল বেগে ধাবিত হয়। অবশ্য ছোট রক্ত-নালিকার মধ্যে ইহার গতি কম। শরীরের ৩৫ লক্ষ কোটি কোষের মধ্যে রক্ত সঞ্চালিত করিতে হইলে কত মাইল রক্তবাহী নালিকার দরকার তাহার অঙ্ক কষিতে পার? ক্রঘ্ (Krogh) নামক একজন শরীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গবেষণা করিয়াছেন যে মানব-দেহস্থিত সমুদয় রক্তবাহী নালিকাগুলিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে সাজান যায় তবে তাহারা পৃথিবীকে ৪।৫ বার পরিবেষ্টন করিতে পারে। পৃথিবীর পরিধি তো প্রায় ২৫০০০ মাইল, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের

শরীরে ১ লক্ষ মাইলেরও বেশী রক্তবাহী নালিকা আছে—যদিও তাহারা অতি সূক্ষ্ম, $\frac{১}{৩০০০}$ ইঞ্চি মাত্র স্থূল। শরীরের অসংখ্য কোষের সারিগুলির মধ্যে মধ্যে তাহাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা জালের মত কোষগুলিকে জড়াইয়া আছে। সব শাখা-প্রশাখার মধ্যে সব সময় রক্ত সঞ্চালন করিবার দরকার হয় না। সুতরাং রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া রক্তবাহী নালিকাগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতে মনে হইতে পারে যে ১ লক্ষ ঘণ্টা (ঘণ্টায় ১ মাইল বেগে ১ লক্ষ মাইল) বা ১১ বৎসর লাগিবে। কিন্তু আসলে তাহারা অত্যন্ত 'শর্ট্ কাট্' করিয়া সাধারণতঃ মাত্র $\frac{১}{২}$ মিনিটেই ফিরিয়া আসে।

রক্ত-জালিকা

আর একটা খবর শোন। তোমরা তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নাও—মিনিটে ১৮ বার বা দিনে ২৫০০০ বার। এইরূপে দৈনিক ৬০০ লিটার (লিটারের মাপ আগেই বলিয়াছি) অক্সিজেন বাষ্প আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলিকে পোড়াইয়া ফেলে এবং পোড়ার পর ৫০০ লিটার কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ বাষ্প শরীর হইতে বাহির হয়। ইহাতে কতটা উত্তাপ দৈনিক শরীরে উৎপন্ন হয় জান? দিনে, বৈজ্ঞানিকের ভাষায়, ২৫ লক্ষ ক্যালরী—যাহা দ্বারা ২৫ সের আন্দাজ জল ফুটিতে পারে।

আমাদের খাদ্য জীর্ণকারী নলটী ৩০ ফুট লম্বা—তাহার খবরও বোধ হয় জান না?

যাই হোক, এই রকম শরীরের ভিতরের বহু তথ্য অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে পারা যায়। খালি আর একটী খবর দিয়া আজকার অঙ্ক-পর্ব্ব শেষ করা যাক্। এতক্ষণে তোমরা অনেকে হয়ত রামধনুতেও গল্পের বদলে আবার এত বড় বড় অঙ্ক দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছ, এবং কেউ কেউ হয়তো বইটা ফেলিয়া দিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়াছ। আচ্ছা, বইটা ফেলিয়া দিবার জন্য তোমার মস্তিষ্ক তো হাতের পেশীকে আজ্ঞা করিবে? সেই আদেশ মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু বা 'নার্ভ্' বাহিয়া কতক্ষণে হাতে পৌঁছিবে তাহা বলিতে পার?

পণ্ডিতেরা মাপিয়াছেন যে স্নায়ু দিয়া খবর মিনিটে প্রায় ৪ মাইল বা ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে দৌড়ায়। সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে হাতে খবর পৌঁছিতে এক সেকেণ্ডের $\frac{১}{১০০}$ ভাগও লাগিবে না। অর্থাৎ চোখের পলক না ফেলিতে ফেলিতে তোমরাও বই ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে এবং আমিও স্নান করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিব।

বিরূপকথা

(শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত, এম্-এ)

এক রাজা। আর সেই রাজার রাজ্য।

মস্ত বড় রাজ্য, অগুণতি প্রজা, গিস্‌গিস্ করছে লোকজন, সৈন্য-সামন্ত; ফলে, ফুলে, ফসলে লক্ষ্মীশ্রী উপ্‌ছে পড়্‌ছে। রাজ্যের কোথাও অভাব নেই, দুঃখ নেই।

রাজা আছেন, আছেন মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র; আর আছেন তাঁর আশ্রিত দৈবজ্ঞ বামুন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত। আকাশের তারা আর পাতালের বালি, সব গুণে ব'লে দেন; তাঁর গণনার জোরে আগে থাকতে ভবিষ্যৎ জেনে শুনে রাজা রাজ্য শাসন করেন।

এমনি করে যায়—দিন। কিন্তু চিরকাল গেল না। এ হেন রাজার রাজ্যেও রাক্ষস এল।

কোথা থেকে এল কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল রাজ্যের লোক নিখোঁজ হ'য়ে যাচ্ছে। তারপরে জানা গেল রাক্ষস এসেছে, রাজধানীর বাইরে পাহাড়ের ওপরে তার আস্তানা। রোজ রাত্রে সে পাহাড় থেকে নেমে আসে, মানুষ, ঘোড়া, উট, হাতী যা পায় খেয়ে সাবাড় করে।

রাজ্যে আতঙ্ক লেগে গেল। লোকেরা গিয়ে রাজাকে বল্‌লে, 'মহারাজ, বাঁচান।'

রাজা বল্‌লেন, 'সেনাপতি!'

সেনাপতি বল্‌লেন, 'সৈন্যগণ!'

সৈন্যগণ বল্‌লে—'হাজির!'

সেনাপতি বল্‌লেন—'চল—কুইক্ মার্চ্চ্।'

পরদিন সকালবেলা। রাজা সভায় ব'সেছেন। রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী, রাক্ষসের খবর কি?'

মন্ত্রী বল্‌লেন, 'খবর এখনও পাই নি।'

হেনকালে সভার দোরে হৈ-চৈ;—ভগ্নদূত এসেছে।

রাজা বল্‌লেন, 'কি সংবাদ, দূত?'

ভগ্নদূত ভগ্নস্বরে বল্‌লে, 'মহারাজ, সংবাদ ভালো নয়। নূতন সেনাপতি স্থির করুন।'

রাজা বল্‌লেন, 'তার মানে?'

ভগ্নদূত বল্‌লে, 'সেনাপতি, সৈন্যগণ সবশুদ্ধ্ রাক্ষসের পেটে গেছে। ফেরবার আশা নেই।'

সেই দিন দিনদুপুরে রাক্ষস, বলা নেই কওয়া নেই, রাজধানীতে ঢুকে রাজার পাটহস্তীটিকে খেয়ে গেল।

প্রজারা আর নিষেধ মানে না; রাজ্য ছেড়ে সব পালাচ্ছে।

রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী!'

মন্ত্রী বল্‌লেন, 'মহারাজ, আমাকে দিয়ে হবে না।'

রাজা বল্‌লেন, 'দৈবজ্ঞ!'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'নিশ্চয়। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মহারাজ। রাক্ষস বিদ্রাবণ যজ্ঞ কর্‌তে হবে। তালিকা দিচ্ছি, জিনিষপত্রগুলো আনিয়ে দিন।'

জিনিষ কিন্‌তে যাবার লোক নেই। বাজারের রাস্তাতেই রাক্ষসটার বেশী আনাগোনা।

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'মহারাজ, জিনিষপত্র কিনে নেব'খন। আপনি হুকুম দিন, আমাকে টাকা দেওয়া হোক্।'

কোষাধ্যক্ষ গুণে গুণে দু'লক্ষ টাকা বার করে দিলেন।

সমস্ত রাত জেগে রাজবাড়ীর উঠোনে বসে দৈবজ্ঞ যজ্ঞ কর্‌লেন।

ভোর বেলায় খবর এল,—রাত্তিরে রাক্ষস এসে দৈবজ্ঞের বৌ, ছেলেপুলে—সব খেয়ে গেছে; বাড়ীর দরজার বটগাছটা শুদ্ধ্।

রাজা বল্‌লেন, 'দৈবজ্ঞ!'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'মহারাজ, এটা ম্লেচ্ছ দেশীয় রাক্ষস। শাস্ত্রীয় মন্ত্র একে লাগ্‌বে না।'

রাজা বল্‌লেন, 'অতএব?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'অতএব স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ। রাজ্য ছেড়ে পালাতে হবে;—সমস্ত প্রজা-পরিজন শুদ্ধ্।'

রাজা বল্‌লেন, 'কোথায়?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'সে আমি গুণে বার করেছি। এখান থেকে তেরশ'-তেত্রিশ ক্রোশ দূরে—এক অভিনব রাজ্য আছে। সেই রাজ্যে আমরা যাব।'

—'কি ক'রে?'

—'জাহাজে ক'রে। বড় বড় জাহাজ যত পাওয়া যায় যোগাড় করা হোক্। সমস্ত প্রজা নিয়ে আমরা জাহাজে চড়্‌ব। জাহাজ কখন কোন্ দিকে চালাতে হবে সে সব আমি গুণে গুণে ব'লে দেব।'

তার পর ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌লেন, 'সেই রাজ্যের রাজার মেয়ে কলাবতী রাজকন্যা। তাঁর রূপে জগৎ আলো; আপনার গলায় মালা দেবেন ব'লে তিনি প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।'

রাজা বল্‌লেন, 'চুপ চুপ, আস্তে বল। বড়রাণী শুন্‌তে পাবেন।'

রাজার রাণী কিন্তু একটিই। কল্পনায় রাজা তাঁকে ছোটরাণীর সঙ্গে তুলনা ক'রে ফেল্‌লেন।

জাহাজ তৈরী হ'ল। রাজ্যশুদ্ধ্ লোকজন, জীবজন্তু, খাবার-দাবার সব নিয়ে রাজা গিয়ে জাহাজে উঠ্‌লেন।

শুভক্ষণে দুর্গা ব'লে জাহাজ ছেড়ে দিলে। জাহাজের পালে হাওয়া লাগ্‌ল। জাহাজ তীরবেগে ছুট্‌ল—তখন দেখা গেল রাক্ষসটা ছুটে এসে সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়েছে।

পলায়মান খাদ্যবৃন্দের জয়োল্লাস শুনে তার সে কি কাতর বিলাপ!

দৈবজ্ঞ জাহাজের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে তাকে ভেংচি কেটে দিলেন।

জাহাজ চল্‌ছে। দিন নেই, রাত নেই, চল্‌ছেই—চল্‌ছেই—চল্‌ছেই। কিন্তু কলাবতী রাজকন্যার দেশ আর কত দূর!

দৈবজ্ঞ থেকে থেকে খড়ি পাতেন, যন্ত্রপাতি নিয়ে তারার আলো মাপেন, আর বলেন, 'এইবারে একটু ডান দিকে—এবারে ঈশান কোণ বরাবর।'

মাঝিরা পালা ক'রে জাহাজের হাল ধরে।

রাজা বলেন, 'দৈবজ্ঞ!'

দৈবজ্ঞ বলেন, 'মহারাজ, আর এই ক'টা দিন। একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন।'

কিন্তু মন যদি বা ধৈর্য্য মানে, পেট মানে কই? জাহাজের খাবার ফুরিয়ে গেল, জীবজন্তু যা ছিল সব কেটেকুটে খেয়ে সারা হ'য়ে গেল,—সমুদ্র আর সারা হয় না।

লোকেরা বল্‌লে, 'দৈবজ্ঞ ঠাকুর!'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'এই এসে পড়েছি। আর দু'টো দিন জোর।'

দ্বিতীয় দিনে ডাঙা কিন্তু সত্যিই দেখা গেল। লোকেদের আমোদ দেখে কে? কলাবতী রাজকন্যা মালা নিয়ে ব'সে আছেন, রাজা ভালো ক'রে সাজ-পোষাক ক'রে নিলেন, চোখে সুর্ম্মা পর্‌লেন -- দাঁত পর্য্যন্ত মাজলেন সেদিন।

রাণী কাণাঘুষোয় সবই শুনেছিলেন—বল্‌লেন, 'ব্যাপার কি, মহারাজ?'

রাজা বল্‌লেন, 'কিচ্ছু না।'

রাণী বল্‌লেন, 'তা রাজসভায় যাচ্ছ, আমি কি এমনি ঘুঁটেকুড়োনী সেজে যাব নাকি? আমাকেও তো একটু বল্‌তে হয়!'

রাজা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, 'তুমি কোথায় যাবে? দাঁড়াও, আগে দেখি—অজানপুরী অচিন্ ঠাঁই। অভ্যর্থনার নমুনাটা বুঝি, তবে তো?'

জাহাজ ডাঙায় ভিড়্‌ল, রাজা, প্রজা সব হুড়মুড় ক'রে ডাঙায় নেমে চোঁচা দৌড়। পেটে আগুন জল্‌ছে। লোকালয় পেলে খেয়ে প্রাণ বাঁচে।

জাহাজে রইলেন শুধু রাণী আর তাঁর সখীরা।

দৌড় দৌড় দৌড়—লোকজন আর চোখে পড়ে না। দূরে উঁচু মতন একটা চূড়ো দেখা যাচ্ছে—রাজপ্রাসাদই হবে। সেই দিক্ পানে সব দৌড়োচ্ছেন। দৌড়োতে দৌড়োতে রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী, এ রাজ্যের লোকজন সব কই? পথে মানুষের সাড়াশব্দ নেই যে!'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'মানুষ কি আর কেউ ঘরে আছে মহারাজ, সব এখন স্বয়ংবর সভায়।'

রাজা বল্‌লেন, 'দৌড়োও।'

ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক সময় দেখা গেল সাম্‌নেই মস্ত বড় সিংহদ্বার। ব্যস্, থামা নেই, ভাবা নেই,—হুড়মুড় ক'রে সিংহদ্বার দিয়ে সব ঢুকে পড়্‌লেন—

আগে আগে রাজা, মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ, পাত্র, মিত্র; তার পেছনে সব প্রজা।

ঢুকেই—

সব থ। সেটা রাজসভাই; কিন্তু কলাবতী রাজকন্যার দেশের নয়।

সিংহাসনে ব'সে আছেন বিকট মূর্ত্তি রাক্ষস-রাজ; সভা ভর্ত্তি সব রাক্ষস-পারিষদ্। পথ ভুল ক'রে তাঁরা রাক্ষসের দেশে এসে পড়েছেন।

রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী!'

মন্ত্রী বল্‌লেন, 'দৈবজ্ঞ!'

দৈবজ্ঞ চিঁ চিঁ করে বল্‌লেন, 'আজ্ঞে?'

রাক্ষস-রাজ বিরাট্ গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, 'কে তোমরা? কি চাও?'

রাজা ঢোঁক গিলে বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, আমরা মানুষ।'

'মানুষ!' সভাশুদ্ধ রাক্ষস জিভ চাট্‌লে।

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'মানুষের আমরা নাম শুনেছি, চোখে দেখি নি; শুনেছি তারা খুব সুখাদ্য হয়। ভালোই হয়েছে এসেছ।'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, আপনি ঠিকই শুনেছেন, মানুষ সুখাদ্য, তবে সব সময়ে নয়। তারিয়ে খেতে হ'লে তাদের অন্ততঃ দু'টি বচ্ছর খুব যত্নে রেখে খাইয়ে মোটা কর্‌তে হয়।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'বেশ, তাই করা যাবে। তোমাদের সরলতা দেখে খুসি হ'লাম। তা, তোমরা এখানে এলে কি ক'রে?'

রাজা বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, আমাদের দেশে একটা—মানে ইয়ে গিয়ে বড্ড ইয়ে কর্‌ছিল কিনা—তাই—'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'কিয়ে গিয়ে?'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, তাই ব'লে ঠিক নয়, মানে আমরা সমুদ্র-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। খাবার ফুরিয়ে গেছে ব'লে এখানে নেমেছি।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'বেশ, তা খাবার পাবে।'

রাক্ষস-মন্ত্রী ভাণ্ডার খুলে দিলেন; বল্‌লেন, 'এস মানুষেরা, খাবার নাও।'

খাবার পুঁটুলি বেঁধে তারা জাহাজে চল্‌ল।

এদিকে রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'তা তোমাদের সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ-পরিচয়টা হোক্। তোমাদের কোন্‌টি কে?'

মন্ত্রী পরিচয় দিলেন, 'ইনি হচ্ছেন আমাদের রাজা, আমি মন্ত্রী, এরা পাত্রমিত্র, আর এই ইনি দৈবজ্ঞ।'

রাক্ষস-রাজ হঠাৎ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন—'দৈবজ্ঞ! তাই নাকি! দৈবজ্ঞরা শুনেছি কোথায় কি হচ্ছে সব গুণে ব'লে দিতে পারে!'

দৈবজ্ঞ তিড়িংবিড়িং করে বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, নিশ্চয় পারি। ব'লে দেওয়া তো সামান্য কথা, যাকে আপনি সাম্‌নে দেখতে চান, মন্তরের জোরে টেনে নিয়ে আসতে পারি সহস্র যোজন দূর থেকে।'

রাক্ষস-রাজ একটুক্ষণ চুপ করে ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌লেন, 'দেখ, আমার একমাত্র ছেলের আজ এক বছর ধ'রে খোঁজ নেই। বেঁচে আছে কি নেই তাও জানি নে। তুমি তার কথা আমাকে গুণে বল্‌তে পার্‌বে?'

দৈবজ্ঞ ততক্ষণে ট্যাঁক থেকে খড়িমাটির ডেলা বার ক'রে ফেলেছেন। বল্‌লেন, 'নিশ্চয় পার্‌ব।'

মন্ত্রী ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌লেন, 'এই, কর কি?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'দাঁড়ান না।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'এক বছর আগে আমার ছেলে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায়। মানুষ খেতে চেয়েছিল, আমি দিতে পারি নি ব'লে সে রাগ ক'রে চলে গেল। ব'লে গেল, মানুষ খেতে পেলে তবেই বাড়ী ফির্‌ব। সেই থেকে তার আর খোঁজ নেই। তার কথা যদি গুণে বল্‌তে পার, তবে তোমাদের প্রচুর পুরস্কার।'

রাক্ষস-রাণী কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ; তিনি চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। বল্‌লেন, 'যদি পার, তোমরা যত ধনরত্ন চাও দেব। তোমাদের থাকতে রাজপ্রাসাদের ঘর ছেড়ে দেব।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'আর যদি না পার তা হ'লে—'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'আলবৎ পারব।'

দৈবজ্ঞ খড়ি পাতলেন। গুণে-টুণে দেখে শেষে বল্‌লেন, 'রাজপুত্র বেঁচে আছেন, ভালো আছেন।'

রাক্ষস-রাণী বল্‌লেন, 'কোথায় আছে?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'এখান থেকে বহুদূরে, এক রাজ্যে। শরীর-গতিক ভালোই আছে, চিন্তার কারণ নেই।'

রাক্ষস-রাণী বল্‌লেন, 'মানুষ খেতে পায় তো?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'দেদার। মানুষই তো খাচ্ছেন দিনরাত। খেতে খেতে দস্তুরমত মোটা হ'য়ে গেছেন।'

রাক্ষস-রাণী বল্‌লেন, 'বল কি! এতই মানুষ সেখানে?'

—'হবে না, মানুষেরই রাজ্য যে! খান না কত খাবেন—খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ বাধালেও মানুষ ফুরোবে না।'

—'পেটের অসুখ বাধিয়েছে? তবে যে বল্‌লে ভালো আছে!'

—'আজ্ঞে না, অসুখ হবে কেন! এখন উঠতি বয়স, এই তো হচ্ছে খেয়ে নেবার সময়।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'বাড়ী ফির্‌বে কবে বল্‌তে পার?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'একটু দেরী হবে। ধরুন বছর খানেক। মানে সেই দেশের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছে কিনা। বিয়ে করে একেবারে বৌ নিয়ে বাড়ী ফির্‌বেন।'

—'তা, এক বছর কেন?'

—'সামনে অকাল পড়েছে। তাই বিয়ে আট্‌কে রয়েছে।'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'বেশ, এবারে যাও তোমরা বিশ্রাম কর গে। এই এক বছর তোমরা আমার রাজ্যে অতিথি। এক বছর পরে যদি রাজপুত্র ফেরে, তোমরা দেশে ফিরে যাবে। আর যদি না ফেরে ···ও কি! কে! কে!'

রাজসভার মধ্যে হঠাৎ মহা হৈ-চৈ। একজন অতি শীর্ণকায় দুর্ব্বল রাক্ষস রাজসভায় ঢুকল; এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে, তার পর ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে ছুটে গিয়ে রাক্ষস-রাজের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। বল্‌ল, 'বাবা!'

রাক্ষস-রাজ তাকে বুকে টেনে নিলেন। রাক্ষস-রাণী কেঁদে উঠ্‌লেন, 'বাছা রে,—এ কি তোর চেহারা!'

সত্যিই, বেচারীর গায়ে শুধু হাড় ক'খানা আর চাম্‌ড়া ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

সভা নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ।

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন, 'বাছা রে, তোর এ অবস্থা কেন?'

রাজপুত্র ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বল্‌লে, 'মানুষের দেশে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে দেশের মানুষগুলো আমাকে ফাঁকি দেবে ব'লে সবশুদ্ধ জাহাজে চড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আমি সেই শূন্য রাজ্যে একলা পড়ে রইলাম। নির্জ্জন, 'নির্জ্জানোয়ার' খাঁ খাঁ মরুভূমি দেশ—না খেয়ে না খেয়ে এই দশা হয়েছে। আবার যে বাড়ী ফিরে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন কর্‌ব তা স্বপ্নেও ভাবি নি।'

সকলের চোখে জলের ধারা নেমে এল।

তার পর রাক্ষস-রাজ হঠাৎ গর্জ্জন ক'রে বল্‌লেন, 'দৈবজ্ঞ!'

দৈবজ্ঞ চিঁচিঁ করে বল্‌তে যাচ্ছেন 'আজ্ঞে—'

ইতিমধ্যে রাক্ষস-রাজপুত্র এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে—'এ কি! এই তো তারা!'

রাক্ষস-রাজ বল্‌লেন—'কারা!'

আর কারা! মন্ত্রী বল্‌লেন, 'মহারাজ, দৌড়োন।'

দৌড় দৌড় দৌড়।

রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, দৈবজ্ঞ, প্রজাবৃন্দ—সবাই দৌড়োচ্ছে—

চট্‌কা ভেঙে পেছু নিতে রাক্ষস সেনার যা দেরী, এর মধ্যে জাহাজে উঠ্‌তে হবে, তবে যদি প্রাণ বাঁচে!

তার পর পেছনে রাক্ষস সেনার গর্জ্জন শোনা গেল—কোথায় লাগে সমুদ্র-গর্জ্জন?

পড়ি তো মরি করে সব গিয়ে জাহাজে উঠ্‌ল। রাজা বল্‌লেন, 'কাছি কাট। পাল তোল।'

রাক্ষস সেনা হাঁপাতে হাঁপাতে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল; তাদের নিঃশ্বাসের ঝড়ে পাল ফুলে উঠে জাহাজ মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌ল। এবারকার মত প্রাণ বাঁচ্‌ল।

কিন্তু তার পর?

রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী, এবার কোন্ দিকে যাই?'

দৈবজ্ঞ বল্‌লেন, 'তার জন্যে চিন্তা কি মহারাজ, আমি খড়ি পেতে গুণে বলে দিচ্ছি।'

রাজা বল্‌লেন, 'এই, কে আছ, দৈবজ্ঞটাকে ধ'রে জলে ফেলে দাও।'

য়্যালুমিনিয়াম্

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

"আল্‌মেনিয়াকা বর্ত্তন লিবে, আল্‌মেনিয়াকা বর্ত্তন!"—দুপুরের দুরন্ত রোদ অগ্রাহ্য করিয়া একটি ছোট্টখাট্ট চেহারার ফেরিওয়ালা তার শরীরের চেয়ে অনেক গুণ বড় এক ঝুড়ি বাসন লইয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল। হাঁক শুনিয়া আমার বড় ভাগ্নে ননী ভাবে একেবারে বিগলিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আহা, বেচারা আল্‌বেনিয়া! বিনা দোষে আজ ইটালি তাকে পকেটস্থ করিয়া ফেলিয়াছে! আল্‌বেনিয়াবাসীদের প্রতি দরদ দেখাইবার জন্য ননী অনেক দিন হইতেই উপায় খুঁজিতেছিল, এত দিন পরে ভগবান্ একটা পথ দেখাইলেন। আল্‌বেনিয়ার প্রেরিত একটি 'বর্ত্তন' কিনিয়াই আজ সে তাদের প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইবে।

সময় থাকিতে আমি বাধা দিলাম। 'বর্ত্তনের' প্রয়োজন থাকিলে একটা কেন, দশটা কিনিতে পার—তবে তা দিয়া আল্‌বেনিয়ার কোন উপকার হইবে বলিয়া মনে হয় না—কারণ বর্ত্তনগুলি আল্‌বেনিয়ায় তৈরী নয়, য়্যালুমিনিয়াম্ দিয়া তৈরী; 'আল্‌মেনিয়া' মানে আল্‌বেনিয়া নয়, উহা য়্যালুমিনিয়াম্ শব্দটিরই একটি 'বিশুদ্ধ' বিহারী উচ্চারণ! শুনিয়া ভাগ্নে বাবাজীর হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

কিন্তু আল্‌বেনিয়ায় তৈরী নয় বলিয়া য়্যালুমিনিয়াম্ জিনিষটিকে আমাদের দেশে 'তৈরী' বলিয়াও ভাবিও না। নাম শুনিয়াই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ শব্দটি খাঁটী বিদেশী। য়্যালুমিনিয়াম্ এক রকম ধাতু। অনেক ধাতুরই বাংলা নাম আছে; যেমন, 'আয়রনের' বাংলা লোহা, 'কপারের' বাংলা তামা, 'সিল্‌ভারের' বাংলা রূপা, 'জিঙ্ক্'এর বাংলা দস্তা; কিন্তু য়্যালুমিনিয়ামের কোন বাংলা নাম নাই। এর কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের দেশের লোকেরা আগে এ ধাতুটির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিল না—জিনিষটি আধুনিক বিজ্ঞানের দান।

ভূমধ্যসাগরের কাছে ইটালির আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে বহুদিন আগে য়্যালুমেন্ নামে এক রকম জিনিষ পাওয়া যাইত। য়্যালুমেন্ নামটা অবশ্য প্রাচীন রোমান্‌দের দেওয়া, তারা এ জিনিষটিকে ওষুধপত্রে এবং রঞ্জনশিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিত। প্রায় শ' দুই বছর আগে বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা মাটীর সঙ্গে সালফিউরিক্ য়্যাসিড্ মিশাইয়া ঠিক য়্যালুমেনের মত একটা জিনিষ তৈরী করেন, তার নাম দেওয়া হয় য়্যালুমিনা। এই য়্যালুমিনার উপাদান কি তা লইয়াও বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতে কসুর করেন নাই। স্যর হাম্‌ফ্রী ডেভির তখন বৈজ্ঞানিক-মহলে ভয়ানক নাম-ডাক। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলেন, জিনিষটা আর কিছুই নয়, অক্সিজেনের সঙ্গে আর একটা অজানা ধাতু মিলিয়া এটি তৈরী হইয়াছে। সেই অজানা ধাতুর নাম ডেভি দিলেন "য়্যালুমিনিয়াম্"।

য়্যালুমিনিয়াম্ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেও ডেভি নিজে কিন্তু য়্যালুমিনিয়াম্ আবিষ্কার করিয়া যাইতে পারিলেন না, সে কাজ করিলেন ওয়্‌র্‌ষ্টেড্ নামে আর এক বৈজ্ঞানিক—১৮২৫ সনে। ওয়্‌র্‌ষ্টেডের য়্যালুমিনিয়াম্ আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হ্বোলার নামে আর এক পণ্ডিতও য়্যালুমিনিয়াম্ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

লোকে জানিল, য়্যালুমিনিয়াম্ নামে সত্যি সত্যিই একটা ধাতু আছে—জিনিষটা ডেভির অলীক কল্পনা নয়।

য়্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কার হইল, কিন্তু তখনও জিনিষটা সাধারণ লোকের কোন কাজে আসিল না। কারণ, তখন পর্য্যন্ত য়্যালুমিনিয়াম্ যে উপায়ে তৈরী হইত তা'তে জিনিষটা পাওয়া যাইত যেমন সামান্য পরিমাণে, তার দামও ছিল তেমনি দারুণ—এক সের য়্যালুমিনিয়াম্ কিনিতে হইলে প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা লাগিত। কাজেই এ হেন জিনিষ যে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন পাত্তাই পাইবে না তা'তে আর অশ্চর্য্য কি ?

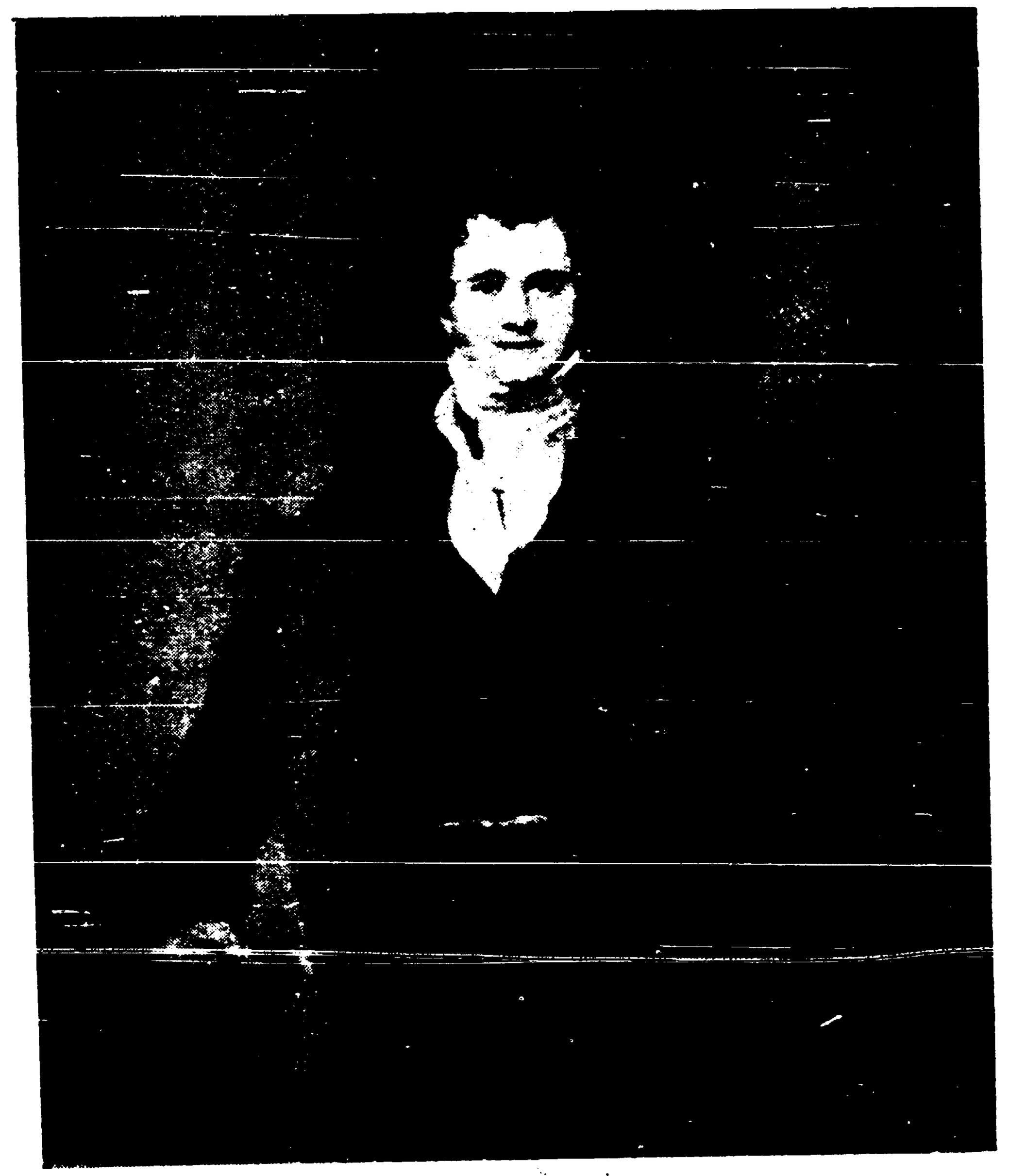

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর হাম্‌ফ্রী ডেভি—ইনিই য়্যালুমিনিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

অথচ পৃথিবীতে য়্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বড় কম নয়! কোন ধাতু তো দূরের কথা, শুধু অক্সিজেন আর সিলিকন্ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও মৌলিক পদার্থ ই য়্যালুমিনিয়ামের মত অতটা নাই। পৃথিবীর উপরকার আস্তরের ১৩ ভাগের এক ভাগই হইতেছে এই য়্যালুমিনিয়াম্। পাহাড়, পর্ব্বত, ধূলামাটী—সবেরই মধ্যে য়্যালুমিনিয়াম্ মিশিয়া আছে! আবার মজা, অনেক দামী দামী পাথর, জহরৎও এই য়্যালুমিনিয়ামে তৈরী। পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত—এর সবেরই মধ্যে আছে ঐ য়্যালুমিনিয়াম্।

য়্যালুমিনিয়াম্‌কে প্রথম সর্ব্বসাধারণের কাজে লাগাইবার উপায় বাহির করেন আমেরিকার একটি তেইশ বছরের ছেলে—চার্ল্‌স্ হল্। ইনি ছিলেন ওবার্লিন্ কলেজের ছাত্র। হল্ কলেজে পড়িবার সময় একদিন তাঁদের এক অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "য়্যালুমিনিয়াম্ ধাতু আজ পর্য্যন্ত কেউ ব্যবসার উপযোগী প্রচুর পরিমাণে তৈরী করতে পারে নি। যদি কেউ পারে সে শুধু প্রচুর টাকার মালিক হবে না—পৃথিবীর একটা মস্ত কাজ করে যাবে।" শুনিয়া হলের মনে একটা মস্ত সাধ জাগিল—যে করিয়াই হউক এ উপায় তিনি বাহির করিবেনই। কলেজ হইতে বাহির হইয়া হল্ তাঁর পরীক্ষাগারে ঢুকিলেন, তারপর মাস ছয়েক পরেই একদিন দেখা গেল তিনি সত্যি সত্যিই এই অসাধ্য কাজটা হাসিল করিয়া ফেলিয়াছেন।

'বক্সাইট্' নামে এক রকম খনিজ পদার্থ আছে, য়্যালুমিনিয়াম্, অক্সিজেন আর জলে মিলিয়া এটি তৈরী। বক্সাইট্‌কে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহজেই য়্যালুমিনা বা য়্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইড্ করা যায়। হল্ দেখিলেন, এই য়্যালুমিনা উত্তপ্ত ক্রায়োলাইট্ নামে আর এক রকম খনিজ পদার্থে (ইহার মধ্যেও য়্যালুমিনিয়াম্ আছে) গলাইয়া ফেলা যায়; তার পর তার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলেই য়্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইড্ ভাঙ্গিয়া গিয়া য়্যালুমিনিয়াম্ ধাতু আর অক্সিজেন বাহির হইয়া পড়ে। প্রায় ৯৫০ ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে ব্যাপারটি ঘটে। সে য়্যালুমিনিয়াম্ সহজেই বাহির করিয়া নেওয়া যায়, এবং এই উপায়ে রাশি রাশি য়্যালুমিনিয়াম্ পাওয়া যাইতে পারে। এই আবিষ্কারে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। হলের আবিষ্কারের কয়েক মাস পরে হেরোল্‌ৎ নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকও প্রচুর পরিমাণে য়্যালুমিনিয়াম্ পাইবার আর একটি প্রক্রিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। তবে প্রথম বলিয়া হলেরই নাম হইল বেশী।

এই দুই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের পর দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞান-জগতে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। এই চিরপুরাতন অথচ নবাবিষ্কৃত ধাতু যোগাড় করিবার জন্য যেখানেই সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেখানেই বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিল। প্রথম প্রথম এই সব কারখানায় য়্যালুমিনিয়াম্‌কে খুব দামী জিনিষের মতই সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত, কিন্তু কিছুদিন পরেই সে দিন ঘুচিল,

য়্যালুমিনিয়ামের দাম হু-হু করিয়া কমিতে লাগিল,—য়্যালুমিনিয়াম্ লোকের একটা নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। আজকাল আর এক সের য়্যালুমিনিয়ামের দাম তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা নয়, ইচ্ছা করিলে চার-পাঁচ টাকাতেই বোধ হয় সের খানেক য়্যালুমিনিয়াম্ তুমি যোগাড় করিতে পার—ঐ "আল্‌মেনিয়ার বর্ত্তনওয়ালা"র কাছেই।

য়্যালুমিনিয়াম্ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের ব্যবস্থা হইবার পর ব্যবসাদারেরা নানান্ কাজে তাকে খাটাইতে সুরু করিয়া দিলেন। য়্যালুমিনিয়ামের অনেক গুণ। ধাতুর তুলনায় ভয়ানক হাল্কা, অথচ দিব্যি শক্ত; লোহার মত নানা কাজে ব্যবহার করা যায়, লোহার মত ঢালাই করা যায়, অথচ সব সময়েই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, লোহার মত সহজে মরচে ধরিয়া নষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে য়্যালুমিনিয়ামের উপর একটা অতি সূক্ষ্ম পাৎলা অক্সাইডের পর্দ্দা পড়ে—

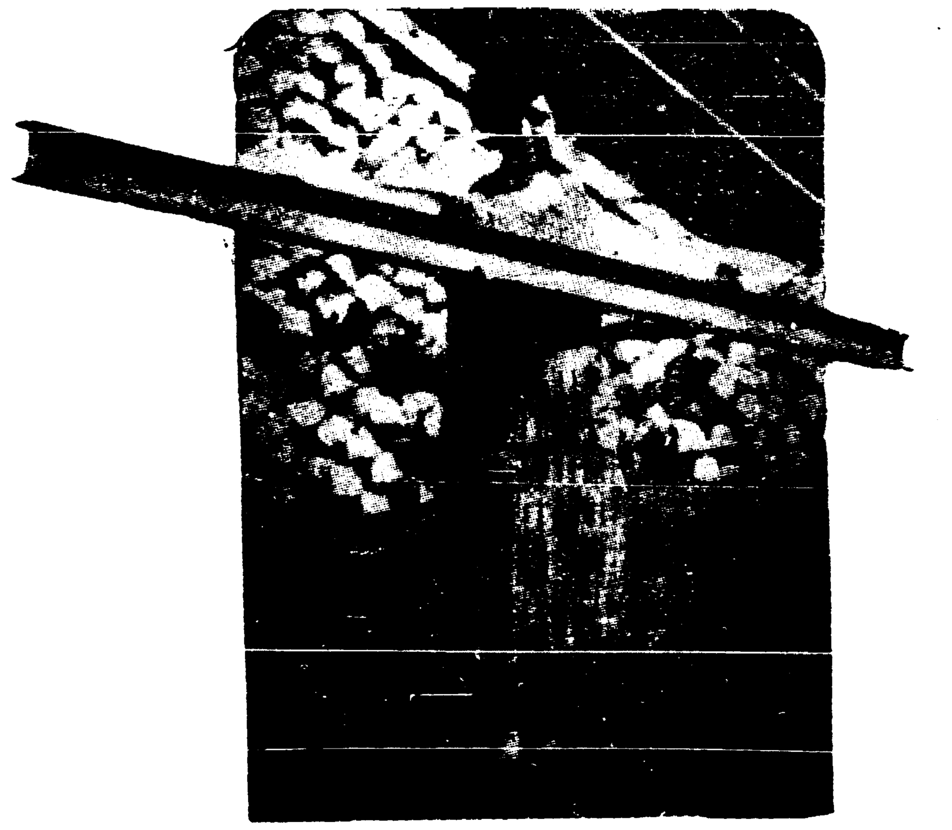

য়্যালুমিনিয়ামের তৈরী কড়ি (বীম্)। জিনিষটি কি রকম হাল্কা তা ছবি দেখিলেই আন্দাজ করিতে পারিবে।

তাহারই ফলে য়্যালুমিনিয়াম্ দীর্ঘকাল বাহিরের ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করিতে পারে, সহজে নষ্ট হয় না। য়্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য জিনিষ মিশিয়া যে সব লবণ জাতীয় জিনিষ তৈরী হয় সেগুলিও সচরাচর বিষাক্ত হয় না—ফলে খাবার-দাবার তৈরীর ব্যাপারে য়্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। যে সব খাদ্যসামগ্রী আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হয় তার বেশীর ভাগ জায়গায়ই আজকাল য়্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ঘটি, বাটি, থালা প্রভৃতি খুচ্‌রা বাসনপত্র, বোতলের ছিপি,

চকোলেটের মোড়ক প্রভৃতি কত খুঁটিনাটি ব্যাপারেই না আজকাল য়্যালুমিনিয়াম্ ব্যবহার করা হইতেছে!

য়্যালুমিনিয়াম্‌কে সহজেই পিটাইয়া পাৎলা চাদর করা যায়, য়্যালুমিনিয়ামের লম্বা নল বা সরু তার করিতেও কোন কষ্ট হয় না। য়্যালুমিনিয়ামের তৈরী বৈদ্যুতিক তার আজকাল আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে তৈরী হইতেছে। এর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ খুব সহজেই যাইতে পারে।

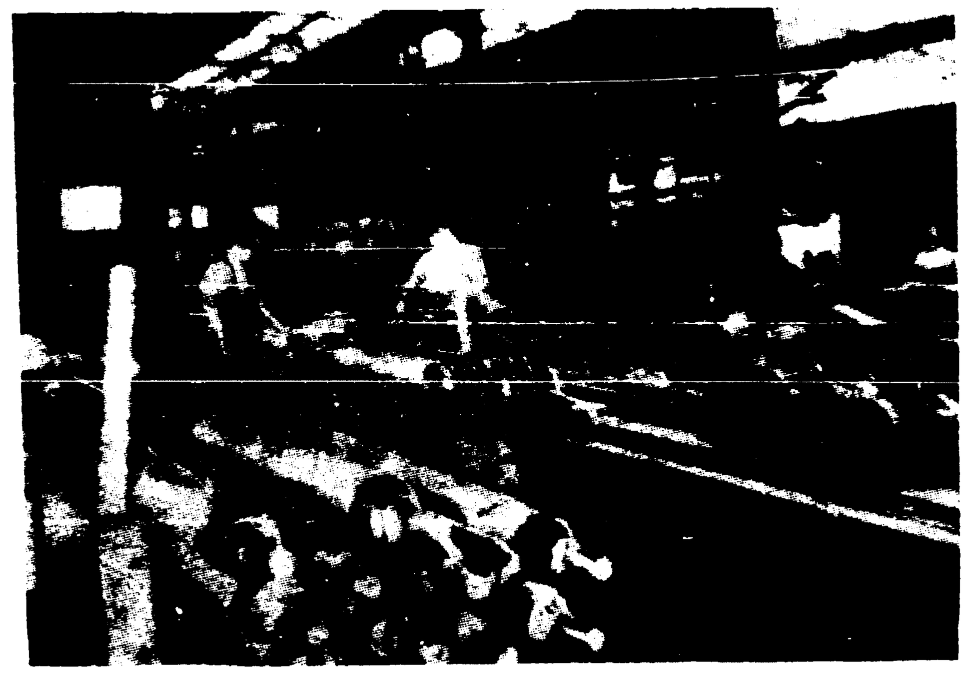

বিরাট্ কারখানায় য়্যালুমিনিয়ামের নল তৈরী হইতেছে।

য়্যালুমিনিয়ামের রংএরও আজকাল বাজারে ভয়ানক চাহিদা হইয়া পড়িয়াছে। তেল বা ঐ জাতীয় কোন তরল জিনিষের সঙ্গে য়্যালুমিনিয়ামের গুঁড়া মিশাইয়া এই রং তৈরী হয়। সূর্য্যের আলোয় এই রং সর্ব্বদা ঝক্‌ঝক্ করে, কাজেই গাড়ী, মোটর, প্রভৃতি রং করিতে, সাইন্‌বোর্ড্ লিখিতে ভারী সুবিধা।

আমেরিকায় আজকাল বাড়ীঘর তৈরীর ব্যাপারেও য়্যালুমিনিয়ামের ভীষণ চল হইয়াছে। য়্যালুমিনিয়ামের ছাদ, য়্যালুমিনিয়ামের দরজা-জানালা, সিঁড়ি, কোন কিছুই বাদ যাইতেছে না। এগুলি দেখিতেও যেমন সুন্দর, তেমনি মজবুত; আবার মেরামত খরচও তেমনি কম। ঘরের আসবাবপত্র—চেয়ার-টেবিলও আজকাল য়্যালুমিনিয়াম্ দিয়া তৈরী হইতেছে। এগুলিও যেমন হাল্কা তেমনি মজবুত; আবার তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ ছাড়া নানা রাসায়নিক ব্যবসায়ে, ডাক্তারী ব্যাপারে, কলকারখানায় য়্যালুমিনিয়াম্‌কে হরেক কাজে লাগান হইতেছে; এখানে তার লম্বা ফর্দ্দ দিবার জায়গা নাই।

আসল য়্যালুমিনিয়ামে যেটুকু ত্রুটী ছিল, তা দূর করিয়াছে য়্যালুমিনিয়ামের

বিভিন্ন 'য়্যালয়'। য়্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় তামা, ম্যাগ্নেসিয়াম্, ম্যাঙ্গানিজ্, টিন, দস্তা প্রভৃতি মিশাইয়া যে সব মিশ্র ধাতু তৈরী হয় তাকেই য়্যালুমিনিয়ামের 'য়্যালয়' বলে। এক-একটা য়্যালয়ের এক-একটা বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে—যেমন ধর, ডুর্য়্যালুমিনিয়াম্, ম্যাগ্নেলিয়াম্, এল্ ৮ প্রভৃতি। এই সব য়্যালয়ের গুণ শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অসাধ্য সাধন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কলকব্জা তৈরীর ব্যাপারে লোহা বা ইস্পাতেরই ছিল প্রায় একাধিপত্য, কিন্তু য়্যালুমিনিয়ামের এই সব য়্যালয় আস্তে আস্তে তাদের জায়গা দখল করিতেছে। মোটরকারের কলকব্জা, গাড়ীর 'শরীর' বা 'বডি', রেলওয়ে এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ, রেলগাড়ীর কামরার বিভিন্ন অংশ, বসিবার আসন—এ সবের অনেক কিছুই আজকাল য়্যালুমিনিয়ামের য়্যালয় দিয়া তৈরী হইতেছে। আর এরোপ্লেনের তো কথাই নাই! ভারী লোহার চেয়ে হাল্কা য়্যালুমিনিয়াম্-য়্যালয়ের তৈরী কলকব্জাই তার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। এরোপ্লেনের প্রপেলার, এঞ্জিনের নানা অংশ, পেট্রোলের চৌবাচ্চা এবং সমস্ত এরোপ্লেনটার বাহিরের আবরণ—সবই প্রায় আজকাল হাল্কা অথচ অসম্ভব মজবুত য়্যালুমিনিয়ামের য়্যালয় দিয়া তৈরী হইতেছে। মোটর-রেল-এরোপ্লেন ছাড়া অনেক ছোটখাট সূক্ষ্ম কলকব্জাও আজকাল এই সব য়্যালয় দিয়া তৈরী করা হয়—তাতে নাকি কাজ পাওয়া যায় অনেক বেশী।

য়্যালুমিনিয়ামের তৈরী চেয়ার-টেবিল

পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই আজকাল সব চেয়ে বেশী য়্যালুমিনিয়াম্ "প্রস্তুত" হয়। জার্ম্মেনী, নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও মন্দ হয় না। আমাদের

ভারতবর্ষে কিন্তু য়্যালুমিনিয়াম্ একেবারেই "তৈরী" হয় না, তবে বিদেশ হইতে আমদানী হয় প্রচুর।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, পৃথিবীর বুকের আস্তরে—ধূলামাটীর মধ্যে প্রচুর য়্যালুমিনিয়াম্ রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্য্যন্ত ঐ ধূলামাটী হইতে সমস্ত য়্যালুমিনিয়াম্টুকু পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লইতে পারেন নাই। যেদিন পারিবেন সেদিন য়্যালুমিনিয়াম্ মাটীর দামেই বিকাইবে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, তখন পৃথিবী হইতে আস্তে আস্তে লোহার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে—এবং অধিকতর সস্তা, হাল্কা এবং মজবুত য়্যালুমিনিয়াম্-য়্যালয় তার জায়গা সম্পূর্ণ ভাবে দখল করিয়া বসিবে। আদিম যুগের যে সব মানুষ পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র সম্বল করিয়া পৃথিবীতে টিকিয়া ছিল, তাদের যেমন আমরা 'প্রস্তর যুগের' জীব বলিয়া কৃপার চোখে দেখি, তখনকার মানুষ হয়তো তেমনি "লোহার যুগের" লোক বলিয়া আমাদেরও কৃপার চোখে দেখিবে!

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহা-ভয়ঙ্কর

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সেই তালপাতার সেপাই ইন্দু! বাঁখারির মত লিক্‌লিকে হাত-পা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ছিঁচ্‌কে-চোরের চেয়েও ভীতু,—সে খালি নৃমুণ্ড-শিকারী নয়, সুন্দরবাবুর মত জাঁদরেল পুলিসকেও কুপোকাৎ ক'রে লম্বা দিতে পারে! অবাক্ কাণ্ড!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভুল মাণিক, ভুল। সেই পাজী-ছুঁচোটা মোটেই ভীতু নয়, আমাদের সামনে ভয়ের অভিনয় করছিল! তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তো আমার এই দুর্দ্দশা!"

মাণিক বললে, "তবু চরম দুর্দ্দশা থেকে আপনি আজও বেঁচে গেছেন!"

—"তার মানে?"

—"আপনাদের বস্তায় না পূরে তারা যে আপনাদের মুণ্ডুগুলো কচাকচ্ কেটে নিয়ে বাড়ী চ'লে যায় নি, এইটুকুই রক্ষা!"

মুণ্ড-কাটার কথা মনে করিয়ে দিতেই সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হুম্। চল, বাসার দিকে ফেরা যাক্।"

জয়ন্ত বললে, "না, আমি এখন ১৫-এ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাব।"

—"কেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আসামী আজ আর কখনো নিজের বাড়ীতে ফেরে? এতক্ষণে সে কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।"

—"তবু আমি যাব। এস মাণিক!"

—"আমি বাবা, আজ আর ও-মুখো হচ্ছি না। হুম্, এই রাতের অন্ধকারে আবার কোন নতুন বিপদ্ ঘটতে পারে। আমি কাল সকালে তদন্তে বেরুব।"

জয়ন্ত ও মাণিক আর দাঁড়াল না, হন্-হন্ ক'রে বিষ্ণুবাবুর গলির দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

জয়ন্ত যেতে যেতে বললে, "মাণিক, খুব সাবধান। এ গলিটা সাপের মত ক্রমাগত পাক খেয়ে এঁকেবেঁকে গেছে, প্রতি মোড়েই অতর্কিতে আমাদের উপরে আক্রমণ হ'তে পারে। রিভলভার তৈরি রাখো।"

এক জায়গায় পিছনে যেন দ্রুত-পদশব্দ শোনা গেল, কিন্তু কারুকে দেখা গেল না। এক জায়গায় রোয়াকের উপরে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর জয়ন্ত হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সে-লোকটা উঠে ব'সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

জয়ন্ত অট্টহাস্য ক'রে বললে, "ঘুমিয়ে পড় ভায়া, আবার ঘুমিয়ে পড়। নইলে, বল তো আমরাই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।"

লোকটা রোয়াক থেকে নেমে প'ড়েই চোঁ-চা দৌড় মারলে।

পথে আর কোন ঘটনা ঘটল না। তারা বিষ্ণুবাবুর লেনে ১৫-এ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলে, ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় কাতর কান্না!

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয় ইন্দু বাঁড়ুয্যের বউ। স্বামীর জন্য কাঁদছেন।"

মাণিক বললে, "বোঝা যাচ্ছে, ইন্দু তা হ'লে বাড়ীতে ফেরে নি, আর তার পালানোর খবর এখনো এখানে এসে পৌছয় নি।"

জয়ন্ত ফিরে দেখলে, তার পূর্ব্ব-পরিচিত মুদী তখন ঝাঁপ তুলে সে-রাতের মত দোকান বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে। সে মুদীর কাছে গিয়ে বললে, "কি হে বাপু, ঐ বাড়ীর ইন্দুর কোন খবর রাখো?"

—"ইন্দুবাবু? হ্যাঁ, তিনি তো আমার খদ্দের! আহা, অমন নিরীহ ভদ্রলোক আর দেখি নি! কিন্তু কেন জানি না, আজ পুলিস এসে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।"

—"এখনো ছাড়ে নি?"

—"পুলিস কি সহজে ছাড়ে বাবু? জানেন না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! শুনছেন না, তাঁর ইস্ত্রী তাই কাঁদছেন!"

—"সত্য চৌধুরী এখন বাড়ীতে আছেন কি?"

—"জমিদার-বাবু? না, হঠাৎ কি জরুরি তার পেয়ে আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই তিনি দেশে চ'লে গেছেন। বাড়ীতে আছে খালি এক বুড়ো দ্বারোয়ান্। যাই মশাই, রাত হ'ল। নমস্কার।"

মুদী চ'লে গেল। জয়ন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য চৌধুরীর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়ীখানা বেশ বড়-সড়। তেতালা। কিন্তু তার সমস্ত জানালা বন্ধ। ফটকও বন্ধ। দ্বারবান্ তখন বোধ হয় ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ীর কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মাণিক বললে, "সত্য চৌধুরী লোকজন নিয়ে হঠাৎ স'রে পড়ল কেন? সে কি আন্দাজে বুঝে নিয়েছে, আমরা তার উপরে সন্দেহ করেছি?"

কিন্তু জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, "দেখ মাণিক, সত্য চৌধুরীর বাড়ীর পাশের ঐ হাত-তিনেক চওড়া অন্ধকার কাণা-গলিটা। গলির এ-পাশেই ইন্দুর বাড়ী।"

মাণিক বললে, "ও-গলিতে দেখবার কি আছে?"

—"কিছুই নেই—অন্ধকার ছাড়া। আমরা এইবারে ঐ গলির ভিতরে ঢুকব।"

—"কি আশ্চর্য্য, কেন হে?"

—"সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।"

জয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে 'টর্চ্চে'র আলো জ্বেলে মাণিক দেখলে, সেখানে আবর্জ্জনার অভাব একটুও নেই। মরা পচা ইঁদুরের আশপাশ দিয়ে জ্যান্ত ইঁদুররা আনাগোনা করছে।

বিভিন্ন 'য়্যালয়'। য়্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় তামা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্, ম্যাঙ্গানিজ্, টিন, দস্তা প্রভৃতি মিশাইয়া যে সব মিশ্র ধাতু তৈরী হয় তাকেই য়্যালুমিনিয়ামের 'য়্যালয়' বলে। এক-একটা য়্যালয়ের এক-একটা বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে—যেমন ধর, ডুর্‌য়্যালুমিনিয়াম্, ম্যাগ্‌নেলিয়াম্, এল্ ৮ প্রভৃতি। এই সব য়্যালয়ের গুণ শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অসাধ্য সাধন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কলকব্জা তৈরীর ব্যাপারে লোহা বা ইস্পাতেরই ছিল প্রায় একাধিপত্য, কিন্তু য়্যালুমিনিয়ামের এই সব য়্যালয় আস্তে আস্তে তাদের জায়গা দখল করিতেছে। মোটরকারের কলকব্জা, গাড়ীর 'শরীর' বা 'বডি', রেলওয়ে এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ, রেলগাড়ীর কামরার বিভিন্ন অংশ, বসিবার আসন—এ সবের অনেক কিছুই আজকাল য়্যালুমিনিয়ামের য়্যালয় দিয়া তৈরী হইতেছে। আর এরোপ্লেনের তো কথাই নাই! ভারী লোহার চেয়ে হাল্কা য়্যালুমিনিয়াম্-য়্যালয়ের তৈরী কলকব্জাই তার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। এরোপ্লেনের প্রপেলার, এঞ্জিনের নানা অংশ, পেট্রোলের চৌবাচ্চা এবং সমস্ত এরোপ্লেনটার বাহিরের আবরণ—সবই প্রায় আজকাল হাল্কা অথচ অসম্ভব মজবুত য়্যালুমিনিয়ামের য়্যালয় দিয়া তৈরী হইতেছে। মোটর-রেল-এরোপ্লেন ছাড়া অনেক ছোটখাট সূক্ষ্ম কলকব্জাও আজকাল এই সব য়্যালয় দিয়া তৈরী করা হয়—তাতে নাকি কাজ পাওয়া যায় অনেক বেশী।

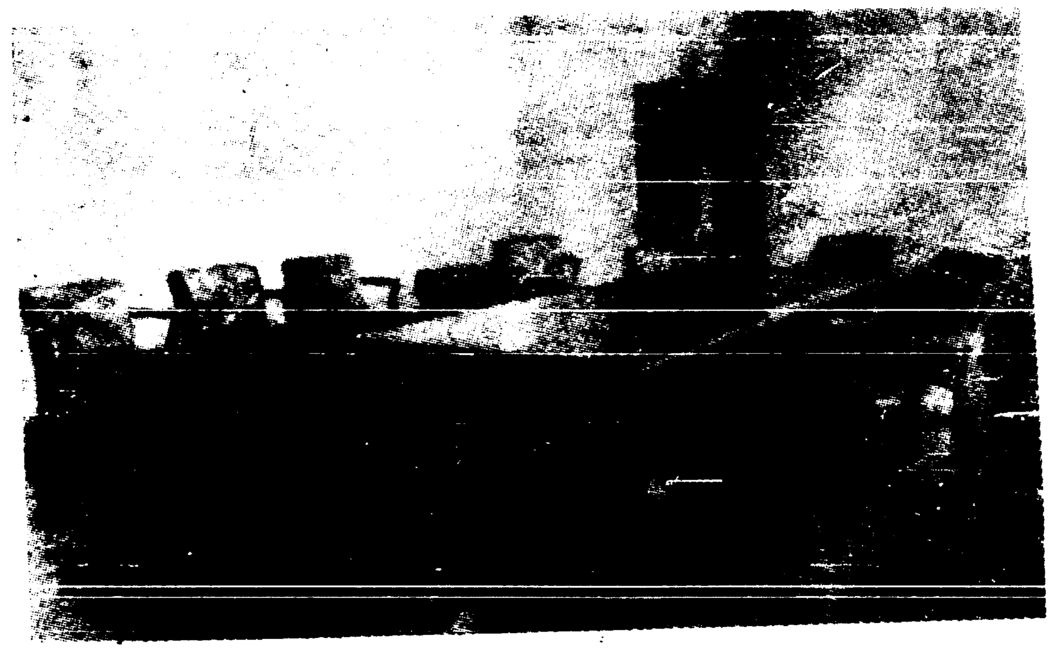
য়্যালুমিনিয়ামের তৈরী চেয়ার-টেবিল

পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই আজকাল সব চেয়ে বেশী য়্যালুমিনিয়াম্ "প্রস্তুত" হয়। জার্ম্মেনী, নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও মন্দ হয় না। আমাদের

ভারতবর্ষে কিন্তু য়্যালুমিনিয়াম্ একেবারেই "তৈরী" হয় না, তবে বিদেশ হইতে আমদানী হয় প্রচুর।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, পৃথিবীর বুকের আস্তরে—ধূলামাটীর মধ্যে প্রচুর য়্যালুমিনিয়াম্ রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্য্যন্ত ঐ ধূলামাটী হইতে সমস্ত য়্যালুমিনিয়াম্‌টুকু পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লইতে পারেন নাই। যেদিন পারিবেন সেদিন য়্যালুমিনিয়াম্ মাটীর দামেই বিকাইবে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, তখন পৃথিবী হইতে আস্তে আস্তে লোহার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে—এবং অধিকতর সস্তা, হাল্কা এবং মজবুত য়্যালুমিনিয়াম্-য়্যালয় তার জায়গা সম্পূর্ণ ভাবে দখল করিয়া বসিবে। আদিম যুগের যে সব মানুষ পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র সম্বল করিয়া পৃথিবীতে টিকিয়া ছিল, তাদের যেমন আমরা 'প্রস্তর যুগের' জীব বলিয়া কৃপার চোখে দেখি, তখনকার মানুষ হয়তো তেমনি "লোহার যুগের" লোক বলিয়া আমাদেরও কৃপার চোখে দেখিবে।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহা-ভয়ঙ্কর

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সেই তালপাতার সেপাই ইন্দু! বাঁখারির মত লিক্‌লিকে হাত-পা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ছিঁচ্‌কে-চোরের চেয়েও ভীতু,—সে খালি নৃমুণ্ড-শিকারী নয়, সুন্দরবাবুর মত জাঁদরেল পুলিসকেও কুপোকাৎ ক'রে লম্বা দিতে পারে! অবাক্ কাণ্ড!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভুল মাণিক, ভুল। সেই পাজী-ছুঁচোটা মোটেই ভীতু নয়, আমাদের সামনে ভয়ের অভিনয় করছিল! তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তো আমার এই দুর্দ্দশা!"

মাণিক বললে, "তবু চরম দুর্দ্দশা থেকে আপনি আজও বেঁচে গেছেন!"

—"তার মানে?"

—"আপনাদের বস্তায় না পূরে তারা যে আপনাদের মুণ্ডুগুলো কচাকচ্ কেটে নিয়ে বাড়ী চ'লে যায় নি, এইটুকুই রক্ষা!"

মুণ্ড-কাটার কথা মনে করিয়ে দিতেই সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হুম্। চল, বাসার দিকে ফেরা যাক্।"

জয়ন্ত বললে, "না, আমি এখন ১৫-এ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাব।"

—"কেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আসামী আজ আর কখনো নিজের বাড়ীতে ফেরে? এতক্ষণে সে কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।"

—"তবু আমি যাব। এস মাণিক!"

—"আমি বাবা, আজ আর ও-মুখো হচ্ছি না। হুম্, এই রাতের অন্ধকারে আবার কোন নতুন বিপদ্ ঘটতে পারে। আমি কাল সকালে তদন্তে বেরুব।"

জয়ন্ত ও মাণিক আর দাঁড়াল না, হন্-হন্ ক'রে বিষ্ণুবাবুর গলির দিকে এগিয়ে চল্ল।

জয়ন্ত যেতে যেতে বললে, "মাণিক, খুব সাবধান। এ গলিটা সাপের মত ক্রমাগত পাক খেয়ে এঁকেবেঁকে গেছে, প্রতি মোড়েই অতর্কিতে আমাদের উপরে আক্রমণ হ'তে পারে। রিভলভার তৈরি রাখো।"

এক জায়গায় পিছনে যেন দ্রুত-পদশব্দ শোনা গেল, কিন্তু কারুকে দেখা গেল না। এক জায়গায় রোয়াকের উপরে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর জয়ন্ত হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সে-লোকটা উঠে ব'সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

জয়ন্ত অট্টহাস্য ক'রে বললে, "ঘুমিয়ে পড় ভায়া, আবার ঘুমিয়ে পড়। নইলে, বল তো আমরাই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।"

লোকটা রোয়াক থেকে নেমে প'ড়েই চোঁ-চা দৌড় মারলে।

পথে আর কোন ঘটনা ঘটল না। তারা বিষ্ণুবাবুর লেনে ১৫-এ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলে, ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় কাতর কান্না!

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয় ইন্দু বাঁড়ুয্যের বউ। স্বামীর জন্য কাঁদছেন।"

মাণিক বললে, "বোঝা যাচ্ছে, ইন্দু তা হ'লে বাড়ীতে ফেরে নি, আর তার পালানোর খবর এখনো এখানে এসে পৌছয় নি।"

জয়ন্ত ফিরে দেখলে, তার পূর্ব্ব-পরিচিত মুদী তখন ঝাঁপ তুলে সে-রাতের মত দোকান বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে। সে মুদীর কাছে গিয়ে বললে, "কি হে বাপু, ঐ বাড়ীর ইন্দুর কোন খবর রাখো?"

—"ইন্দুবাবু? হ্যাঁ, তিনি তো আমার খদ্দের! আহা, অমন নিরীহ ভদ্রলোক আর দেখি নি! কিন্তু কেন জানি না, আজ পুলিস এসে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।"

—"এখনো ছাড়ে নি?"

—"পুলিস কি সহজে ছাড়ে বাবু? জানেন না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! শুনছেন না, তাঁর ইস্ত্রী তাই কাঁদছেন!"

—"সত্য চৌধুরী এখন বাড়ীতে আছেন কি?"

—"জমিদার-বাবু? না, হঠাৎ কি জরুরি তার পেয়ে আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই তিনি দেশে চ'লে গেছেন। বাড়ীতে আছে খালি এক বুড়ো দ্বারোয়ান্। যাই মশাই, রাত হ'ল। নমস্কার।"

মুদী চ'লে গেল। জয়ন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য চৌধুরীর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়ীখানা বেশ বড়-সড়। তেতালা। কিন্তু তার সমস্ত জানালা বন্ধ। ফটকও বন্ধ। দ্বারবান্ তখন বোধ হয় ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ীর কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মাণিক বললে, "সত্য চৌধুরী লোকজন নিয়ে হঠাৎ স'রে পড়ল কেন? সে কি আন্দাজে বুঝে নিয়েছে, আমরা তার উপরে সন্দেহ করেছি?"

কিন্তু জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, "দেখ মাণিক, সত্য চৌধুরীর বাড়ীর পাশের ঐ হাত-তিনেক চওড়া অন্ধকার কাণা-গলিটা। গলির এ-পাশেই ইন্দুর বাড়ী।"

মাণিক বললে, "ও-গলিতে দেখবার কি আছে?"

—"কিছুই নেই—অন্ধকার ছাড়া। আমরা এইবারে ঐ গলির ভিতরে ঢুকব।"

—"কি আশ্চর্য্য, কেন হে?"

—"সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।"

জয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে 'টর্চ্চে'র আলো জ্বেলে মাণিক দেখলে, সেখানে আবর্জ্জনার অভাব একটুও নেই। মরা পচা ইঁদুরের আশপাশ দিয়ে জ্যান্ত ইঁদুররা আনাগোনা করছে।

সত্য চৌধুরীর বাড়ীর নীচের তালার দেওয়াল ঘেঁষে খানিকটা অগ্রসর হয়ে জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "মাণিক, আজ আমরা সত্য চৌধুরীর বাড়ীর ভিতরে বেড়াতে যাব।"

—"কি ক'রে?"

—"গায়ের জোরে। এই দেখ, এখানকার একটা জান্‌লা খোলা আছে। তুমি জানো তো, এ-রকম লোহার রেলিং আমার কাছে মোমের মতন নরম?" বলতে বলতে সে দুই হাতে একটা রেলিং চেপে ধ'রে টানাটানি করতেই সেটা ভয়ানক দুম্‌ড়ে খুলে বেরিয়ে এল। তারপর আর-একটা রেলিংয়েরও হ'ল সেই অবস্থা।

মাণিক এর আগেই জয়ন্তের আসুরিক শক্তির আরো অনেক প্রমাণ পেয়েছে, সুতরাং কিছুমাত্র অবাক্ হ'ল না। সে খালি বললে, "চোরের মত এ-বাড়ীতে ঢুকে তুমি কি করতে চাও?"

—"দেখতে চাই, নতুন কোন সূত্র মেলে কি না! সত্য চৌধুরী তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে জানি না, বাড়ীতে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে মাত্র একজন বুড়ো দ্বারবান্। লুকিয়ে খানাতল্লাসির এমন সুযোগ আর মিলবে না।" বলতে বলতে জয়ন্ত জান্‌লা দিয়ে গ'লে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মাণিকও করলে তার অনুসরণ।

'টর্চ্চে'র আলো ফেলে দেখা গেল, সেটা হচ্ছে খুব-সম্ভব দ্বারবানের রান্নাঘর—গোটা চারেক উনুন ও এখানে-সেখানে খানকয় পিতলের বাসন ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে গিয়ে পড়ল দালানে। তারপরেই উঠান। এবং তারই এক কোণে খাটিয়ার উপরে লম্বা হয়ে প'ড়ে আছে দ্বারবানের ঘুমন্ত মূর্ত্তি।

বাড়ীর ভিতরেও কোথাও আলো নেই, অন্য কোন শব্দও নেই।

দুজনে পা টিপে টিপে এগিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজে পেলে। কাঠের বাহারি সিঁড়ি। তার আশপাশের দেওয়ালে কতকগুলো ছোট-বড় বাঁধানো ফোটো টাঙানো। 'টর্চ্চে'র সাহায্যে ফোটোগুলো দেখতে দেখতে জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "মাণিক, ভালো ক'রে এই ছবিখানা দেখ!"

ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনের উপরে ব'সে আছে বিরাটবক্ষ, বিপুলবপু এক সুদীর্ঘ পুরুষ—পরোনে মাত্র একটি কপ্‌নি। মাথায় লম্বা চুল, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় মস্ত মস্ত রুদ্রাক্ষের মালা। ফটোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার গায়ের রং মোষের মতন কালো। বাহুর, স্কন্ধের, বুকের ও পেটের দুই পাশের ডুমো ডুমো স্ফীত মাংসপেশীগুলো দেখলেও ধরা যায় দেহের বলবিক্রমে সে সিংহের মত। মুখের প্রকাণ্ড গোঁফযোড়া ফুলে-ফেঁপে গালপাট্টার মতন হয়ে দুই কাণের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু কী কুৎসিত তার চোখ দু'টো! অত-বড় মুখে অত-ছোট অথচ অদ্ভুত চোখ আর দেখা যায় না, দেখলেই মনে পড়ে হিপোপটেমাসের চোখকে! সেই ক্ষুদে

চক্ষের তীব্র দৃষ্টি যেন দুই ক্ষুরধার বিদ্যুৎ-ছুরিকার মত কেটে বসে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। তার মুখে আর এক দ্রষ্টব্য হচ্ছে বাঘের দাঁতের মতন নিষ্ঠুর ও হিংস্র একটা মাত্র দাঁত,—ওষ্ঠাধর ভেদ ক'রে যা প্রায় চিবুকের দিকে এগিয়ে এসেছে! এ-রকম আশ্চর্য্য দাঁতও মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মাণিক শিউরে উঠে বল্‌লে, "জয়, এটা ফোটো না হ'লে বলতুম, এ মূর্ত্তি হচ্ছে চিত্রকরের আঁকা কাল্পনিক মূর্ত্তি! মাথাতেও এ লোকটা বোধ হয় তোমার মতই অস্বাভাবিক লম্বা।"

জয়ন্ত ছবির দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে, "মনের ক্যামেরায় এ মূর্ত্তি আমি তুলে রাখলুম,—জীবনে আর ভুলব না।"

—"কিন্তু কে এই ভয়ানক লোকটা? যোগী সাধকের বেশে ছবি তুলিয়েছে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি কিসের সাধনা করে?"

—"মুদীর মুখে যার বর্ণনা শুনেছি, এ বোধ হয় সেই মহাপুরুষ—অর্থাৎ সত্য চৌধুরী!"

শুনেই মাণিক আগ্রহ-ভরে ছবির উপরে আরো ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু জয়ন্ত হাত ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

দোতালার দালানে উঠে তারা প্রথম যে ঘরখানা পেলে, তার দরজায় তালা বন্ধ। পাশের ঘরখানা খোলা বটে, কিন্তু সে ঘরে খান-দু'য়েক খাট ও খান-দু'য়েক চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার পাশের ঘরখানা হল-ঘরের মতই বড়, এবং সে-ঘরে অনেক আসবাব-পত্তরও রয়েছে।

কোথাও মার্ব্বেলের গোল বড় টেবিল, কোথাও সাধারণ লেখাপড়া করবার টেবিল, কোথাও সোফা, কৌচ, ইজি-চেয়ার, চেয়ার, কোথাও বড় বড় আলমারি। এই সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানি দেখলেই বোঝা যায়, এখানে যে থাকে সে খুব গোছালো ব্যক্তি।

একটা টেবিলের তলায় রয়েছে এক থাক খবরের কাগজ। জয়ন্ত প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বল্‌লে, "এগুলো দেখছি পুরানো 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্', ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে।" হঠাৎ তার দুই চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইখানে ব'সে প'ড়ে সে এক-একখানা ক'রে কাগজ তুলে তারিখ দেখতে দেখতে যেন আপন মনেই আবার বললে, "হুঁ, গেল দেড় মাসের সব কাগজই এখানে রয়েছে, কেবল এপ্রিল মাসের তেইশে, চব্বিশে আর পঁচিশে তারিখের কাগজ নেই! কিন্তু ঠিক ঐ তিন তারিখের তিনখানা কাগজ আজ সকালেই আমি উপহার পেয়েছি কাটা মুণ্ডের সঙ্গে!"

মাণিক চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "জয়, জয়! তুমি কী বলছ!"

জয়ন্ত খুসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে রূপোর নস্যদানী বার ক'রে এক টিপ্ নস্য নিয়ে বল্‌লে,

"মাণিক, আমাদের এখানে আসা সার্থক হ'ল। সাধারণ পুলিস অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভের মস্ত কি দোষ জানো? তারা খালি বড় বড় প্রমাণ খুঁজতেই ব্যস্ত, ছোট ছোট প্রমাণ তাদের চোখেই পড়ে না! সুন্দরবাবু এখানে এলে ঐ খবরের কাগজগুলোর দিকে ফিরেও তাকাতেন না, অথচ ওর মধ্যে আজ আবিষ্কার করা গেল কত বড় দরকারি সূত্র! এই বাড়ীতে যারা থাকে, আজ সকালে তারা এই ঘরে ব'সেই একটা কাটা-মুণ্ডকে তিনখানা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে, প্যাকিং-বাক্সে পুরে আমাদের কাছে রাক্ষুসে ভেট্ পাঠিয়েছে! এই প্রমাণ হয়তো আদালতে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন নৃমুণ্ডশিকারীদের বাড়ীতেই অযাচিত অতিথি রূপে প্রবেশ করেছি! কি বল মাণিক? আমার এ অনুমান কি তোমার মনে লাগছে?"

মাণিক অভিভূতকণ্ঠে বল্‌লে, "জয়ন্ত! তোমার প্রতিভাকে আমি নমস্কার করি! মাত্র এক দিনের চেষ্টায় তুমি আজ যতগুলো আবিষ্কার করলে, তা শার্লক্ হোম্‌সেরও গর্ব্বের বিষয়!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "দুর্গম অরণ্যে পথহারা ক্ষুধার্ত্ত পথিক দেখতে পেলে দূরে একটা কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়ার রেখা আকাশে উঠে যাচ্ছে। দেখেই তার খুব আনন্দ হ'ল, কারণ দূরে কোথাও হয়তো আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে তারই প্রমাণ ঐ ধোঁয়ার রেখা! কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত পথিকের সে আনন্দ স্বল্পজীবী হয়, যদি না সে পথ খুঁজে উনুনের আগুনের কাছে যেতে পারে! সমস্ত প্রমাণেরই মূল্য ঐ-রকম। আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রমাণ ছিল,—যেমন রুমাল, রাম-দা, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র তিন কপি, কাটামুণ্ড প্রভৃতি। কিন্তু এ সব প্রমাণই ঐ ধোঁয়ার মতই ব্যর্থ হবে, যদি না এদের উৎপত্তি-স্থল আবিষ্কার করতে পারি। গোয়েন্দার কাজ কেবল প্রমাণ আবিষ্কার করা নয়, সে সব প্রমাণ হাতে-নাতে কাজে লাগাতে না পারলে তার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কিন্তু আমি—" বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে পড়ল।

জয়ন্তের কথা শুনতে শুনতে মাণিক তার 'টর্চ্চে'র আলোটা বুলিয়ে বুলিয়ে ঘরের চারিদিক্ ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছিল। এখন 'টর্চ্চে'র আলোক-রেখার মধ্যে এসে পড়েছে মস্ত বড় একটা কাচের জার এবং তার ভিতরে টল্‌-টল্ করছে সাদা জলের মত কোন পদার্থ।

জয়ন্ত এক লাফে সেইখানে গিয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "মাণিক, আলোটা ভালো ক'রে ধর তো!"

কাঁচের জারটা লম্বায় দেড় হাত ও চওড়ায় এক হাত। এবং খালি একটা জারই নয়, চারটে তাকে আরো চারটে একই রকম জার সাজানো রয়েছে। সব জারেরই মধ্যে রয়েছে সাদা জলের মত কি!

একটা জারের কাচের ঢাকনা খুলে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "হুঁ। জারের ভিতরে রয়েছে স্পিরিট! আমরা যে কাটা-মুণ্ডটা বখ্‌সিস্ পেয়েছি তাও যে স্পিরিটে ডোবানো

ছিল সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই জারগুলোর যে-কোনটার মধ্যেই সেই কাটা মুণ্ডটার ঠাঁই হ'তে পারে!"

আচম্বিতে একতালায় দড়াম্ ক'রে একটা দরজা খোলার শব্দ শুনে তারা দু'জনেই অত্যন্ত চমকে উঠল। জয়ন্ত তীরের মতন বেগে ঘর ছেড়ে দালানে বেরিয়ে প'ড়ে প্রায়-অন্ধকার উঠানের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই ব'লে উঠল, "মাণিক, দুম্‌দাম্ ক'রে ও কী ছুটে যাচ্ছে? আমি ভূত মানি না, কিন্তু ওটা মানুষের মূর্ত্তিও নয়!"

ততক্ষণে মাণিকও দালানের প্রান্তে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেও আতঙ্কগ্রস্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, "জয়ন্ত—জয়ন্ত! অন্ধকারে সবই আবছায়ার মত বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে ও-মূর্ত্তি হচ্ছে মহা-ভয়ঙ্কর!"

—"মাণিক! মূর্ত্তিটা যে সিঁড়ির দিকে গেল! ঐ শোনো, কাঠের সিঁড়ির উপরে যেন মত্তহস্তীর পদশব্দ! মূর্ত্তি আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে!"

—"উঠোনের উপর দিয়ে অনেকগুলো মানুষও ছুটে আসছে! জয়ন্ত, আমরা ফাঁদে পড়েছি!"

(ক্রমশঃ)

জঙ্গল-চরিত

(শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

আমার এক আত্মীয় ডাক-বিভাগে ইন্‌স্‌পেক্টারের কাজ করিতেন। সরকারী কাজে তাঁহাকে অনেক জায়গায় ঘুরিতে হইত। এই ব্যাপারে তাঁহার জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল। আজ তাহারই দু-একটি কাহিনী তোমাদের শুনাইব। ঘটনাগুলি তাঁহার ভাষাতেই বলি :—

"আমি তখন পোষ্ট-অফিসের ইন্‌স্‌পেক্টারের কাজ করি। তখন আমার কর্ম্মস্থল ছিল স্বাধীন নেপাল রাজ্যেরই কাছাকাছি জায়গায়। সরকারী কাজে আমাকে নেপালের প্রান্ত সীমান্তের জঙ্গলের ভিতর দিয়া অনেক সময় ঘুরিতে হইত। একবার বনপথ দিয়া যাইতেছি—অনেকটা ফীটন্‌এর মত চেহারার একখানা খোলা গাড়ীতে করিয়া। এই রকম গাড়ীতে করিয়াই তখন আমাদের

যাতায়াত করিতে হইত। গাড়ীর উপর একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স থাকিত; মেল্-ব্যাগ্‌গুলি উহার ভিতর রাখা হইত আর বাক্সটার উপরে বসিতাম আমরা। যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন আমরা ছিলাম তিনজন—আমি, আর আমার সঙ্গী একজন কোচ্‌ম্যান্ ও একজন সহিস। আমরা এমন সময়ে বাহির হইয়াছিলাম যাহাতে ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আশ্রয়স্থানে উপস্থিত হইতে পারি।

কিন্তু গোল বাধাইল গাড়ীর একখানা চাকা। চাকাটা ঠিক ছিল না, ফলে বড় অসুবিধা জন্মাইতে লাগিল, এবং অবশেষে মাঝ-পথেই জঙ্গলের মধ্যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা প্রায় হব হব—পথ তখনও অনেকটা বাকী। বিষম বিপদে পড়িলাম। কোচ্‌ম্যান্ বলিল, "বাবু, আমি বরঞ্চ ঘোড়াটাকে নিয়ে এখনই আশ্রয়স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করি, নইলে রাত্রে ওকে বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে। আপনারা একটা গাছে উঠে রাত কাটান। এ জায়গাটা বেশী সুবিধের নয়।" কোচ্‌ম্যান্ অদৃশ্য হইল। সহিসও তাড়াতাড়ি একটা সুদীর্ঘ গাছের উপর উঠিয়া পড়িল এবং আমাকেও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আহ্বান করিল। আমি ভারী মানুষ, সহিসের দেখাদেখি গাছে উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম ও-কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তখনই একটা ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

চট্ করিয়া মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। ডাকের বাক্সটা ছিল প্রকাণ্ড। উহার ভিতর হইতে মেল্-ব্যাগ্‌গুলি বাহির করিলাম। তারপর হাতের ছোরার সাহায্যে একটা ডাল কাটিয়া তিনটা কাঠের টুক্‌রা তৈরী করিয়া সেগুলি লইয়া খালি বাক্সটার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বড় কাঠের টুক্‌রার উপর বাক্সের ডালাটি স্থাপন করিলাম—যাহাতে হাঁফ না ধরে। তিন-চার ইঞ্চি ফাঁক রহিল। বিপদের সম্ভাবনা হইলে আর দুইটী কাঠের সাহায্যে দুই বা আধ ইঞ্চি ফাঁক করা যাইতে পারিবে। শীতকাল, প্রথমটা বিশেষ কষ্ট হইল না।

ক্রমে রাত্রি হইল। চাঁদ উঠিল। সমস্ত বন জ্যোৎস্নায় ছাইয়া গিয়া এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি হইল। হঠাৎ দেখিলাম, কোথা হইতে কতকগুলি হরিণ আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা এক দৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল—বোধ হয় নূতন

জিনিষ ভাবিয়া। তার পর যখন কোনও উপদ্রব অনুভব করিল না তখন চারিদিকে ঘাস ও পাতা খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

খানিক পরে হঠাৎ হরিণেরা পলায়ন করিল। কয়েকটি বুনো শূয়োরও সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। পরে দেখা দিল কয়েকটা চিতাবাঘ। সকলেই গাড়ীর চারিধারে ঘোরে ও দেখে, তার পর কৌতূহল মিটাইয়া চলিয়া যায়।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সহিস গাছের উপর হইতে হাঁকিল, "হুঁসিয়ার হুজুর"। আমি ভয়ে বাক্সের ডালাটা আরও নামাইয়া সিকি ইঞ্চি ফাঁক করিলাম। তার পর সামনে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃৎপিণ্ড যেন

প্রকাণ্ড 'রয়াল্ টাইগার'

থামিয়া আসিতে লাগিল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড রয়াল্ টাইগার—এক বিরাট্-বপু ব্যাঘ্র। মুখখানাই তার একটি ছোট জালার মত। সে আসিয়া থাবা মারিয়া বসিয়া সেই উল্টান গাড়ীখানাকে দেখিতে লাগিল। আমি তখন নীরব, নিস্তব্ধ, নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতেছে। ব্যাঘ্র মাঝে মাঝে গাড়ীর চারধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, তার পরে একটা লাফ দিল, মনে হইল যেন সে চলিয়া গেল। সহিস আবার হাঁকিল, "খুব হুঁসিয়ার হুজুর, এখনও যায় নি।" আবার বাঘ আসিয়া সাঁমনে দাঁড়াইল। আবার সে পূর্ব্বের মত দেখিতে লাগিল।

যেন কিছুর একটা গন্ধ পাইয়াছে। চারিদিকে কয়েক বার ঘুরিল, লাফাইল, তারপর এক বিরাট্ গর্জ্জন করিয়া সত্যি সত্যিই চলিয়া গেল। একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইতে দেখি, সেই নিদারুণ শীতেও আমার ঘামে কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে!

তার পর সূর্য্যোদয় হইল। ঘণ্টা দুই পরে দূরাগত গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। সাহায্য আসিয়াছে। মেল্-ব্যাগগুলি নূতন গাড়ীতে তুলিয়া আমরা রওনা হইলাম।

এবার দ্বিতীয় য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা বলি। এ-ঘটনাটি ঘটিয়াছিল উড়িষ্যার জঙ্গলে। গরুর গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছিলাম। সঙ্গে ছিল একটি উড়িয়া চাকর এবং গাড়োয়ান। গাড়ীর উপর ছই ছিল,—ছইয়ের পিছনে গরুদের জাব খাইবার চেঙ্গাড়িটা দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। গাড়ীর উপর খড় বিছান ছিল, সেই খড়ের উপর আমার বিছানা পাতা—শুইয়া ছিলাম। সামনে গাড়োয়ান ও তাহার পিছনে চাকর।

হঠাৎ একটা হেঁচকা দিয়া গাড়ীর সামনেটা নামিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি, গরু দু'টা দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে। চাকর, গাড়োয়ান কেহই নাই। হঠাৎ সামনে চোখে পড়িল একটা প্রকাণ্ড অন্ধকারের পাহাড়! আর বুঝিতে দেরী হইল না, সামনে বুনো হাতী! হাতী আসিয়া গাড়ীর সামনেটাকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া হঠাৎ শূন্যে তুলিয়া দোলাইতে লাগিল,—যেন মা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে। আদরের ঠেলায় মনে হইল, এইবারই গিয়াছি। কিন্তু ভগবানের দয়া, বুদ্ধি হারাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া ছোরাখানা বাহির করিয়া নিঃশব্দে চেঙ্গাড়িটার বাঁধন কাটিয়া সেটাকে ভিতরে টানিয়া আনিয়া পিছন দিক্‌টা সাফ করিলাম। তার পর গাড়ীটা একবার নীচে নামিতেই সেই ফাঁক দিয়া নামিয়া পড়িলাম। তার পরই ছুট—ঝোপের মধ্য দিয়া, কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রাণ-ভয়ে ছুটিলাম। সাপে খায় নাই কেন তাহাই আশ্চর্য্য! গল গল করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।

সে অবস্থা ভাষায় বুঝাইব কি করিয়া? খানিকক্ষণ ছুটিয়া দূরে এক ক্ষীণ আলোর রেখা চোখে পড়িল। তখন প্রাণে একটু আশা হইল; আরও জোরে ছুটিলাম, এবং কিছুক্ষণ পরেই সেই আলোক-গৃহের দ্বারে গিয়া করাঘাত করিলাম। দরজা খোলা হইল। ভিতরে গিয়া দেখি, আমার গাড়োয়ান ও চাকর বাবাজীরা দিব্যি আরামে বসিয়া আছেন! ফেলিয়া পলাইবার জন্য অনুযোগ করিতেই অবশ্য তাহারা হাতযোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, হাতীটা হঠাৎ এমনি আচম্‌কা সামনে এসে পড়্‌ল যে আপনাকে সাবধান করবারও আর সময় পাই নি। শব্দ পর্য্যন্ত করতে ভয় হচ্ছিল।" আমার তখন অবস্থা কাহিল, তাদের কথা শেষ হইতে না হইতে আমি অবসন্ন দেহে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন গরু দুটি ও গাড়ীখানিকে পাওয়া গিয়াছিল—প্রায় অক্ষত অবস্থায়ই। কেন জানি না, হাতী মহাশয় পরিত্যক্ত গাড়ীর উপর আর বেশী অত্যাচার করেন নাই।

আমার কবিতা

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী)

তোমাদের ভালো লাগে
রামধনুকের রঙ্,
সোনালি আলো,
রূপালি পাখীর ডাক
আকাশের কোণ যেথা
ঝল্‌মলালো।
ভালো লাগে পরীদের
ফুলের মতন ওড়া
মালতী-বনে,
পুলকেতে মেতে-ওঠা
রূপসায়রের তীরে
স্বপন-মনে।
বনানীর কোল ঘেঁষে
ছুটে-চলা আনমনে
নির্ঝরিণী,—
চলার নেশায় যার
বেজে ওঠে ক্ষণে-ক্ষণে
কাঁকণ-ধ্বনি।
অনাদি কালের কোন্
ধরণীর সৃজনের
আঙ্গিনা হ'তে
পরাগের ছোঁয়া-লাগা,
দখিণের দোল-দেয়া
জীবন-স্রোতে
গোলাপের হাসিটুকু
তোমরা বেসেছ ভালো,
দেখেছ শুধু
হাস্নুহানার বুকে
জমা হয়ে আছে কত
অজানা মধু!

তোমরা শোন নি কেউ ঝরা বকুলের ব্যথা আকাশ-তলে,
মরা পালকের ছায়া উতল হয়েছে যেথা বনাঞ্চলে!
আমি শুনি বাতায়নে ওদের বেদন-গান সকাল সাঁঝে,
ওদেরি মরম-কথা লিখে চলে যাই তাই কবিতা-মাঝে।

তোমরা চলেছ ভেসে প্রজাপতিদের ছোট পাখনা ভরে,
স্বরগের রূপ দিয়ে কাজল রয়েছে আঁকা চোখের 'পরে।
আমার কবিতা তাই ফিরে আসে বারে বারে অন্ধকারে,
গুমরি' গুমরি' কাঁদে নিরাশায় তোমাদের বন্ধ দ্বারে।
ওই যারা খেটে খেটে প্রাণ দিল অবেলায় ধানের ক্ষেতে,
সাগরের উল্লাসে ওঠে নি বারেক যার পরাণ মেতে,
শিরদাঁড়াখানা হ'ল বেঁকে ভেঙ্গে চুরমার জনম মত,
আশার দেউলে দীপ জ্বলে নি ক্ষণিক যেথা ব্যর্থাহত;
শীর্ণ সে করে চলে কাস্তের স্পন্দন না-থামা সুরে,
মিষ্টি অজানা পাখী ওদের তো ডাকে নিক' আলোক-পুরে!
পাত্রের কোণে কারো অমৃতের এক তিল রহে নি জেগে—
জলবিন্দুর কণা ওদের আকাশ ছা'য়া কাজল মেঘে?
আমার এ গান তাই ওদেরি মরণ-গাথা, আমি যা শুনি—
মাটির নীরব বুকে, লুকানো রয়েছে যেথা হাজারো-ধ্বনি!

তোমরা বেসেছ ভালো রামধনুকের রঙ্, সোনালি আলো,
আমার কবিতা তাই ফিরে আসে বারে বারে লাগে না ভালো!

মণি-মঞ্জুষা

মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার

ইংলণ্ডের মহাকবি শেক্সপীয়ারের নাম কে না জানে? কবিতা, এবং বিশেষ করে নাটক লিখে ইনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইনি রাণী এলিজাবেথের সময়কার লোক। এঁর লেখা হ্যাম্‌লেট্‌, মার্চ্চেণ্ট্‌ অব্‌ ভেনিস, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ্‌, রোমিও জুলিয়েট, টেম্‌পেষ্ট্‌, য্যাজ্‌ ইউ লাইক্‌ ইট্‌, এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম্‌, কমেডি অব্‌ এররস্‌, উইণ্টার্স্‌ টেল্‌, জুলিয়াস্‌ সীজার, কিং লীয়ার প্রভৃতি বই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। আজ তোমাদের 'কিং লীয়ার'এর গল্পটা সংক্ষেপে বল্‌ব।

কিং লীয়ার

কিং লীয়ার ছিলেন ব্রিটেনের রাজা। তাঁর তিন মেয়ে—গণেরিল, রেগান ও কর্ডেলিয়া। গণেরিলের সঙ্গে ডিউক অব্‌ য়্যাল্‌বানীর এবং রেগানের সঙ্গে ডিউক্‌ অব্‌ কর্ণ্‌ওয়ালের বিয়ে হয়েছিল। ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়ার বিয়ে হয় নি, তবে ফ্রান্সের রাজা আর ডিউক্‌ অব্‌ বার্গাণ্ডি ছিলেন তার পাণিপ্রার্থী।

রাজা লীয়ার বুড়ো হয়েছিলেন; তিনি ঠিক করলেন, এ বয়সে নিজে আর রাজ্য দেখবেন না, তিন মেয়েকে রাজ্য ভাগ করে দেবেন। তিনি মেয়েদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের কে তাঁকে কতটা ভালবাসে। বড় দু' মেয়ে অনেক বড় বড় কথা বল্‌ল, বাপের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসার যে যোড়া মেলে না তা জানাল; কিন্তু কর্ডেলিয়া সত্যি কথা বল্‌ল—বাপকে সে ভালবাসে ঠিক যতটা ভালবাসা উচিত। রাজা বড় মেয়েদের বাক্‌-চাতুরী বুঝলেন না। তিনি ছোট মেয়ের উপর রাগ করে বড় দু'জনের মধ্যেই রাজ্য ভাগ করে দিলেন। ঠিক হ'ল, তিনি

নিজের জন্য মাত্র একশ'জন অনুচর রাখবেন, আর পালা করে এক-এক মাস এক-এক মেয়ের বাড়ী কাটাবেন।

রাজার এই বুদ্ধিভ্রংশ দেখে সভাসদ্‌রা সকলেই দুঃখিত হ'লেন, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করলেন না—এক আর্ল্ অব্ কেণ্ট্ ছাড়া। রাজা তাঁর ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে দিলেন নির্ব্বাসন দণ্ড।

এদিকে কর্ডেলিয়ার মন্দ ভাগ্যের কথা জানতে পেরে ডিউক্ অব্ বার্গাণ্ডি সরে পড়লেন, কিন্তু ফ্রান্সের রাজা গেলেন না, তাঁরই সঙ্গে কর্ডেলিয়ার বিয়ে হ'ল। কর্ডেলিয়া ফ্রান্সের রাণী হয়ে চলে গেল।

এর পরেই গণেরিল ও রেগানের নিজ নিজ মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়্‌ল। লীয়ার তখন গণেরিলের কাছে ছিলেন। গণেরিল তাঁর সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার সুরু কর্‌ল;—কোন্ ব্যাপারেই তাঁকে গ্রাহ্য কর্‌ত না। এদিকে আর্ল্ অব্ কেণ্ট্‌কে নির্ব্বাসিত করলেও তিনি ছিলেন রাজার প্রকৃত হিতৈষী। তিনি ছদ্মবেশে কায়াস্ নাম নিয়ে রাজার কাছে চাকরী নিলেন, রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। কায়াস্ ছাড়া রাজার আর একটি বন্ধু রইল—সে হচ্ছে তাঁর বিদূষক। গণেরিলের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বিদূষক প্রায়ই তাকে কৌশলে নানা রকম বিদ্রূপ কর্‌ত।

একদিন গণেরিল জানাল, রাজার একশ' অনুচরকে সে আর পুষতে পারবে না, পঞ্চাশ জনই যথেষ্ট। রাজা রাগ করে তাকে শাপ দিলেন, তার পর ঠিক করলেন রেগানের বাড়ী যাবেন। অভ্যর্থনার আয়োজন ঠিক রাখবার জন্য তিনি রেগানের কাছে দূত পাঠালেন। এদিকে গণেরিলও রেগানের কাছে দূত পাঠাল, বাপ বড় খামখেয়ালী, তাঁকে যেন রেগান প্রশ্রয় না দেয়। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তার পর সে নিজেই গিয়ে রেগানের কাছে হাজির হ'ল।

লীয়ার রেগানের কাছে গিয়েও খুব খারাপ ব্যবহার পেলেন, এমন কি সে প্রথমটা দেখা করতেই চাইল না। তার পর রাজার হাঁক-ডাকে গণেরিলকে নিয়ে নেমে এসে বল্ল, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তুমি যাও, দিদির কাছে ক্ষমা চেয়ে পঞ্চাশ জন অনুচর নিয়েই থাক গিয়ে।" লীয়ার কিন্তু গণেরিলের কাছে যেতে রাজী হলেন না। তখন রেগান বল্ল, "পঞ্চাশ জনের কি দরকার, পঁচিশ জনই যথেষ্ট।" রাজা তখন গণেরিলকে বল্লেন, "থাক্, চল তোমার বাড়ীই যাই।" গণেরিল বল্ল, "পঁচিশ জনই বা কেন, দশ কি পাঁচ,—তাই বা কেন, আমার দাসদাসীরাই কি যথেষ্ট নয়?"

রাজা মনের দুঃখে দুই মেয়েকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন। এই সময় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সুরু হ'ল, কিন্তু মেয়েরা তার মধ্যেও বুড়ো রাজাকে ঘরে জায়গা দিতে রাজী হ'ল না, মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দিল।

সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাজা এক প্রকাণ্ড জনহীন মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বাতাসকে ডেকে বল্লেন, 'পৃথিবীকে সমুদ্রে নিয়ে ফেল, মানুষের মত অকৃতজ্ঞ জীব যেন আর না থাকে।' রাজার সঙ্গে রইল শুধু বিদূষক।

এদিকে কায়াস্‌ও রাজাকে খুঁজতে বার হ'লেন; যখন দেখা পেলেন তখন রাজা মেয়েদের ব্যবহারে পাগল হয়ে গেছেন। কায়াস্ অর্থাৎ ছদ্মবেশী আর্ল্ অব্ কেণ্ট্ তখন রাজাকে কয়েক জন সঙ্গীর সাহায্যে ডোভার দুর্গে আনালেন। তার পর ফ্রান্সে কর্ডেলিয়াকে খবর পাঠালেন। কর্ডেলিয়া স্বামীর কাছ থেকে একদল সৈন্য নিয়ে লীয়ারকে আবার সিংহাসনে বসাবার জন্য এগিয়ে এল। কর্ডেলিয়ার সঙ্গে বৃদ্ধ রাজার দেখা হ'ল। কি করুণ সে দৃশ্য!

এদিকে গণেরিল আর রেগান তাদের স্বামীদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার সুরু কর্‌ল। রেগান বিধবা হয়ে এড্‌মাণ্ড নামক একজন লোককে বিয়ে করতে চাইল। (এ লোকটিও ছিল তারই যুড়িদার, নিজের ভাইকে ঠকিয়ে সে আর্ল্ হয়েছিল) গণেরিলের তাতে হ'ল হিংসে। সে রেগানকে বিষ খাইয়ে মারল। তার পরে তার স্বামী তাকে চিনতে পারলেন; গণেরিলকে বন্দী করা হ'ল, সে তখন আত্মহত্যা কর্‌ল।

কিন্তু কর্ডেলিয়ার অদৃষ্টে সুখ ছিল না। গণেরিল ও রেগানের হয়ে এড্‌মাণ্ডের সৈন্যদল তাকে বন্দী কর্‌ল, সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হ'ল। কর্ডেলিয়ার শোকে রাজা লীয়ারও শেষে প্রাণত্যাগ করলেন। শেষ সময়ে কায়াস্ তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তা বুঝবার মত অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

এড্‌মাণ্ড্ তার ভাইএর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গেল। লীয়ারের পর ডিউক্ অব্ য়্যাল্‌বানী হ'লেন ব্রিটেনের রাজা।

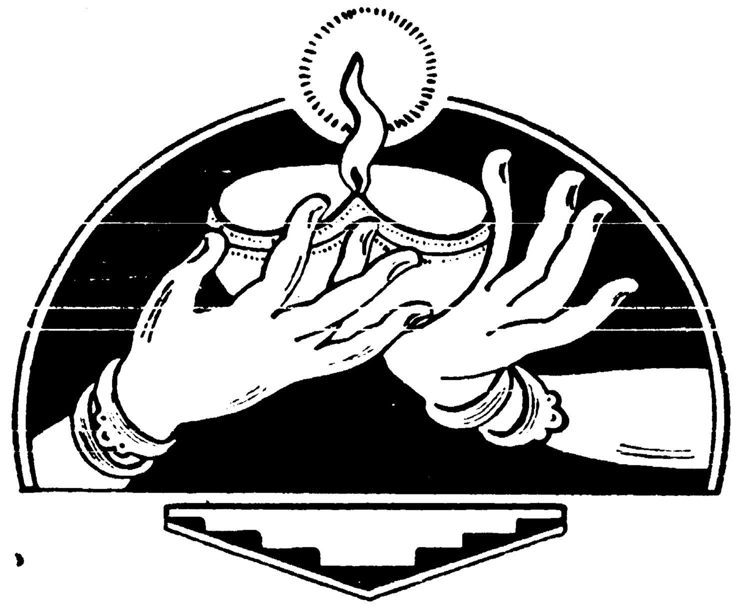

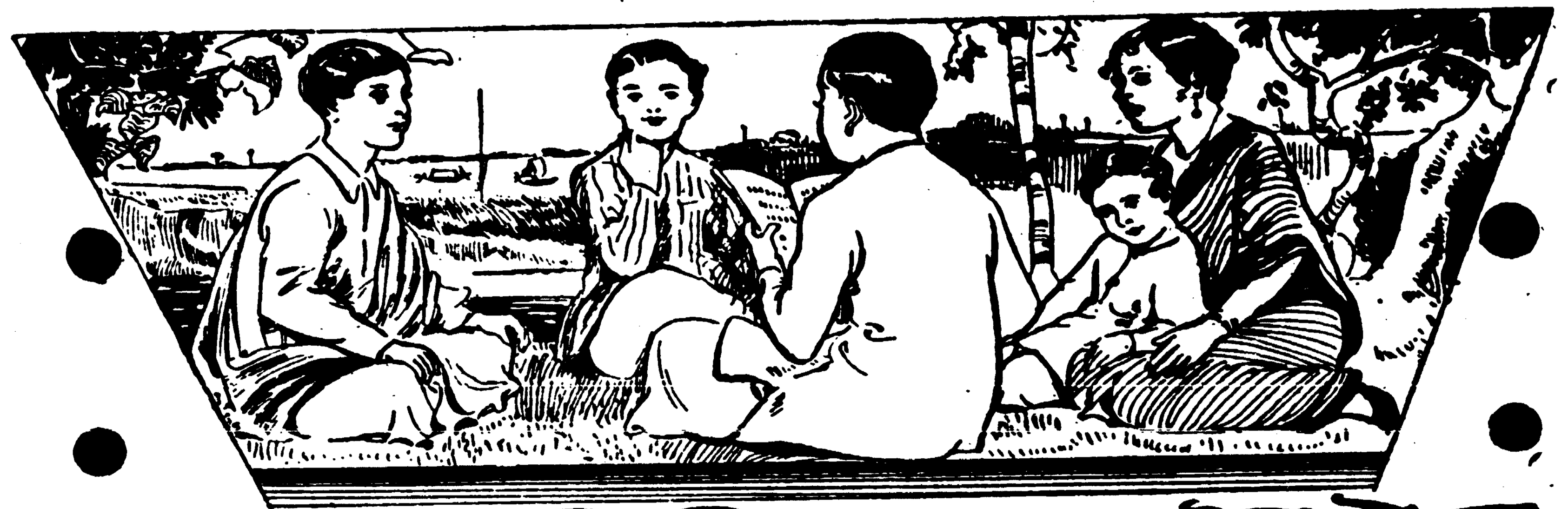

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

নিদাঘে

(শ্রীআশালতা নন্দী)

এই নিদাঘেতে ভাই,
মোর প্রাণ আইঢাই,
তার তপ্ত রোষে
যেন সাগর শুষে !

স্কুল ফিরতি পথে,
যত ধূলার সাথে
সব গরম বালি
সেথা উড়িছে খালি।

ওই গাছের ফাঁকে
সেথা দোয়েল ডাকে,
তার অলস সে সুর
লাগে কানেতে বেসুর।

সেথা আকাশে ঘোরে
ওই চাতক যে রে !

তার সুর যে ভাসে
ওই দূর আকাশে।

গাছে নড়ে না পাতা,
সব নিঝুম সেথা ;
পাতা একটী ঝরে
পথে ধূলার 'পরে।

ওই কাঁঠাল-তলা,
হাঁকে বরফওলা ;
খালি ছোট্ট মাথায়
সেথা ভিড় জমে যায়।

এক বুড়ী যে ঘরে
শুয়ে খাটের 'পরে
খালি নাড়িছে পাখা,
বলে "যায় না থাকা।"

আজ দুপুর বেলা
নাই লোকের মেলা,
পথ নির্জ্জন, বাপ্ !
চার দিক্ চুপ্‌চাপ্ !

আনি রামধনুটাই,
কোন সঙ্গী যে নাই ;

বলি "বন্ধু তুমি",
তারে আস্তে চুমি।

মিতা নীরব ভাষায়
তার মত্‌টী জানায় ;
তারে আস্তে খুলি'
পড়ি গল্পগুলি।

দূরের ডাক

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস, হাতছানি দে' ডাকে,
ডাকছে আমায় ধানের শোভা যেথায় মাঠের বাঁকে
ফুল ফুটেছে গুচ্ছে গুচ্ছে রংএর বাহারেতে,
ভ্রমরগুলি নেশায় ভুলি ঘুরছে লোভে মেতে !
পথটী মেশে আল্‌টী ঘেঁষে, সবুজ মাঠের শেষে,
রত সদাই কৃষক সবাই আপন আপন বেশে।
সেই সে দেশে মাঠের শেষে যেথায় আছে নদী,
ছায়ার আবাস শীতল বাতাস বইছে নিরবধি ;
কলকাকলীর মন-ভোলানো গানের তালে তালে,
উছ্‌লে উঠে, খুসির ঠাটে, সুরের মায়াজালে
সেইখানেতে আজ প্রভাতে মন যে গেছে ছুটে,
অন্ধকারের রুদ্ধ হিয়ার বন্ধ কারা টুটে।
ধূলায় নত শৃঙ্খলিত সহর হ'তে দূরে—
ডাকছে আমায়, আদর জানায় মন-ভোলানো সুরে !
সেইখানেতে, সেই সুরেতে মিলিয়ে আজি তান—
বল্গা-ছাড়া পাগলপারা গাইব আমি গান।

প্রাচীন গাছ

(শ্রীশশাঙ্ক রায়)

প্রাচীন গাছ বলতে আমরা ৫০, ৬০ বা বড় জোর ১০০ বা ২০০ বছরের গাছকেই বলি। কিন্তু যে প্রাচীন গাছের কথা আজ বল্‌ছি সেগুলি অনেক সময় ৫০০০ বা ৬০০০ বছরও বাঁচে। এদের নাম 'রেড্‌ উড্‌' গাছ।

কালিফোর্ণিয়ার পার্ব্বত্য-অঞ্চলে রেড উড্‌ গাছ জন্মে। প্রায় ৭০ বছর আগে একজন ভালুক-শিকারী হঠাৎ এই সব গাছের কতকগুলির ভিতর এসে পড়েছিলেন। তাঁরই কাছ থেকে দুনিয়ার সভ্য জাতেরা প্রথম এ গাছের কথা জানতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা "সিকোয়া" নামক একজন বিখ্যাত রেড্‌ ইণ্ডিয়ান দলপতির নামে এদের নাম রাখেন 'সিকোয়া'।

'রেড উড্‌' গাছের আকার একটা দেখবার জিনিষ। তিনটি বড় বড় বট গাছ যদি পর পর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়—তা হ'লে যে উচ্চতা হয়—এক-একটা 'রেড উড্‌'ও প্রায় সে রকম উঁচু—অর্থাৎ দিল্লীর কুতুব মিনারের মত উঁচু। ৩০০।৩৫০ ফুট উঁচু রেড উড্‌ গাছও অনেক আছে। এদের বেড়ও উচ্চতারই অনুপাতে। "জেনেরাল সারম্যান" নামে একটা গাছ আছে—২০ জন লোক হাত ধরাধরি ক'রে তার বেড় পায় না! "য়ায়োনা" নামে আর একটী গাছ আছে, তার উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফুট; এটির পাদমূলে একটী সুড়ঙ্গ আছে, যার দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট! তার ভিতর দিয়ে একটা চার ঘোড়ার ঘুড়িগাড়ী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। আর কয়েকটি রেড্‌ উডের কথা জানা গেছে; তাদের একটার গুঁড়ির ভিতর একটী বড় রকমের নাচের ঘর হয়। আর একটার ভিতরে তো একটী বড় রকমের ঘর ক্ষুদেই তোলা হয়েছে! এমন অনেক রেড উড্‌ আছে—যা থেকে প্রায় ১০০০০০ বর্গ ফুটের উপর বিক্রীর উপযুক্ত ভাল তক্তা পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র আকারের জন্যই এরা বিখ্যাত নয়; আগেই বলেছি এরা আশ্চর্য্য রকমের দীর্ঘজীবী। এদের ভিতর যারা প্রাচীন তাদের কারও কারও বয়স প্রায়

৫০০০ বছর। যেগুলো অপেক্ষাকৃত নবীন, অর্থাৎ যাদের বয়স হাজার দুই বছর, তারা এখনও বাড়ছে।

প্রায় ৬০ বছর আগে বিলাতে এই গাছের বীজ আমদানী করা হয়। এখন বহু পার্কে এবং বাগানে এ গাছ দেখা যায়। বিলাতে এদের বলা হয় "ওয়েলিং-টনিয়া"। অবশ্য তারা এখনও শৈশব অবস্থাতেই আছে। এরা যখন বুড়ো হবে তখন পৃথিবীর চেহারা কেমন থাকবে কে বলতে পারে?

ওপারে

(শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস)

মন মোর চায় শুধু ওপারে যেতে
ছোট্ট ডিঙিতে চ'ড়ে হাওয়ায় মেতে।
ছোট্ট দাঁড়ের ঘায়ে
ঢেউগুলো ভেঙে দিয়ে,
সুরটি মিলিয়ে, গেয়ে স্রোতের সাথে।

পাগ্‌লা বাতাসে ডিঙি চ'ল্‌বে দুলে,
ওপারে বাঁধ্‌ব তারে গাছের মূলে।
ওপারে উঠ্‌ব যবে
এপার ঝাপ্‌সা হবে—
দাঁড়াব যখন আমি মাথাটি তুলে।

ওপারে গাছের ফাঁকে দূরে ও কাছে,
কৃষকের কুঁড়েগুলি দাঁড়িয়ে আছে।
ছোট ছেলেমেয়েগুলি
গায়ে মেখে কাদাধূলি,
হরষে দু'হাত তুলি হাসে ও নাচে।

ওপারের সবই যেন পুলকে মাখা,
ওখানে না গিয়ে মাগো, যায় কি থাকা?
যেতে মা, দে আজ মোরে,
আবার আস্‌ব ফিরে,
তোর কোল ওর চেয়ে সুখেতে ঢাকা।

পুস্তক-পরিচয়

এক পেয়ালা চা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত, ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ।৵৹

বুদ্ধদেব বাবুর পাকা হাতের লেখা ৫টি গল্প। এর কোন কোনটা রামধনুতে বেরিয়েছিল, কাজেই সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যারা আজও পড় নি, তারা অবশ্যই পড়বে।

গুজবের জন্ম—শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ।৵৹

এ বইখানির মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোটগল্প আছে। কবিতায় লেখা ভূমিকাটাও খুব উপভোগ্য।

আজব দেশে অমলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ॥৹

ইংরাজী "Alice in Wonder land" বইখানা জগদ্বিখ্যাত। এটি তারই নিপুণ হাতে লেখা বাংলা রূপ। বইখানার প্রথম সংস্করণ যখন বেরোয় তখনই আমরা তার প্রশংসা করেছিলাম। ২য় সংস্করণে বইখানা আরও বাড়ান হয়েছে।

বুদ্ধির লড়াই—শ্রীসুধাংশু দাসগুপ্ত প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ।৵৹

৮টি ছোটগল্পের সমষ্টি। পড়ে খুসীই হবে আশা করি।

রাজার ছেলে—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ॥৵৹

এটি একটি ছেলেমেয়েদের উপযোগী সামাজিক উপন্যাস। রাজার ছেলে প্রশান্তের নির্লোভ, উদার চরিত্রের কাহিনী তোমাদের ভাল লাগবে। মোটা রঙ্গিন কাগজে ছাপা, অনেক ছবিও আছে।

মানুষ-পিশাচ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্। মূল্য ৸৹

এখানি একখানি ভৌতিক উপন্যাস। এই ধরণের উপন্যাস লিখে গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। এ বইখানিও তাঁর স্বভাবসুন্দর লিপিচাতুর্য্যের সঙ্গে লেখা।

ছেলেখেলা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬)—সম্পাদিকা শ্রীবাণী দেবী ও শ্রীমিনতি ঘোষ। ১৩এ, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট্। বার্ষিক ॥৹, ষাণ্মাসিক ।৹, প্রতি সংখ্যা ৴১৫।

এটি একটি নতুন শিশু-মাসিক। প্রতি সংখ্যার দাম মাত্র তিন পয়সা, কাজেই আকারে যে বিশেষ বড় হ'তে পারে না তা তো বুঝতেই পার। তবে ঐ কয় পৃষ্ঠাই পড়ে খুসী হ'বে। ধাঁধা-প্রতিযোগিতা এ পত্রিকার একটি বিশেষত্ব।

গল্প-লহরী (বৈশাখ, ১৩৪৬)—সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা। বার্ষিক ৩॥৹, মাসিক ।৴৹।

এটি একটি বড়দের উপযোগী পত্রিকা, এই বৈশাখে পনেরো বছরে পড়্‌ল। বাংলা দেশে

বেশীর ভাগ পত্রিকাই স্বল্পায়ু, কিন্তু এ কাগজখানির বয়স তোমাদের অনেকের সমান, বরঞ্চ কারো কারো চেয়ে বেশী। এ থেকেই পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তা বোঝা যাচ্ছে। গল্প-লহরী নাম হ'লেও এতে কিন্তু নানা বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধও থাকে, গল্প তো প্রচুর থাকেই। তোমাদের দাদা, দিদি, মা, বাবা প্রভৃতি গুরুজনদের পড়ে দেখতে ব'ল, তাঁদের ভাল লাগবে।

চিঠিপত্র

কয়েক মাস অনিয়মিত ভাবে বেরোবার পর এবারকার রামধনু যথা সময়ে—অর্থাৎ ১লা তারিখেই তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া গেল। আশা করি এখন থেকে রামধনু আবার আগের মত নিয়মিত ১লা তারিখেই বেরোতে পারবে। নতুন সম্পাদকের শরীর ও মনের অবস্থা বুঝে এ ক' মাসের ত্রুটী তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছ।

তোমাদের একান্ত প্রিয় পরলোকগত সম্পাদক মশাইএর জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করে তোমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক চিঠি পাঠিয়েছ—এবং এখনও প্রায় প্রতি ডাকেই আমরা তোমাদের সহানুভূতি-সূচক চিঠিপত্র পাচ্ছি। অনেকে তাঁর সম্বন্ধে ছোট ছোট লেখাও পাঠিয়েছ। স্থানাভাবে সেগুলি সব এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না, কিন্তু তোমাদের ছোট প্রাণের এই গভীর সমবেদনাই হ'ল আমাদের পাথেয়। তোমরা শুধু প্রার্থনা ক'র যেন তাঁর আদর্শ সামনে রেখে তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমরা ঠিক ভাবে করে যেতে পারি।

সহানুভূতি-সূচক নতুন চিঠি ও রচনার মধ্যে এঁদের লেখাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মমিনার রহমন, শ্রীঅজয়কুমার সরকার, শ্রীঅশোক গুপ্ত (রাউণ্ড রবিনের পক্ষ থেকে), আব্‌দুল করিম, শ্রীরামানুজ সেন, শ্রীপুষ্পলতা গোস্বামী, শ্রীপুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীসান্ত্বনা দত্ত, শ্রীরেবা রায়, শ্রীধনঞ্জয় সোম।

নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেও অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা চিঠি দিয়েছেন। রামধনুর পক্ষ থেকে তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আরও খান কয়েক চিঠি থেকে কতক অংশ নীচে দিলাম। —রাঃ সঃ

"সম্পাদক মশাই,

আপনারা তো নানা লেখকের বই সমালোচনা করে থাকেন। প্রতি মাসে রামধনুতে প্রকাশিত লেখাগুলির যদি আমরা সমালোচনা করে পাঠাই, আপনার কি আপত্তি আছে?"—শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। (মোটেই আপত্তি নেই, বরঞ্চ তাতে খুসীই হব।—রাঃ সঃ)

'আজকাল শিশুসাহিত্যে ভালমন্দ নানা রকম বই খুব বেশী বাহির হইতেছে। ভালর চেয়ে মন্দর সংখ্যা কম নয়। কোন কোন বই ছোটদের শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া লেখা, কিন্তু তাহাতে অনেক মারাত্মক ভুল ও আপত্তিকর কথা লেখা থাকে। এই সব দায়িত্বজ্ঞান-শূন্য লেখকদের বিরুদ্ধে কি কোন প্রতিকার করা যায় না?"—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বসু। [এ রকম বই আমাদের চোখেও মাঝে মাঝে পড়ে; তোমাদের চোখে পড়লে আমাদের তার নাম পাঠিও।

—রাঃ সঃ]

"আচ্ছা, সম্পাদক মশাই, ভাই-ফোঁটার মত বোন-ফোঁটা হয় না কেন? বোনদের প্রতি ভাইদের স্নেহ কি ভাইদের প্রতি বোনদের স্নেহের চেয়ে কিছু কম? তবে শাস্ত্রকারদের কেন এ অবিচার?"—শ্রীসুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। [তোমরা নিজেদের মধ্যে বোন-ফোঁটার প্রচলন কর না কেন? এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'প্রহাসিনী'তে একটি মজার কবিতা লিখেছেন, পড়েছ কি? —রাঃ সঃ]

"মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

প্রিয় রামধনুর গ্রাহিকা হিসাবে আমি একটি প্রস্তাব করিতেছি।

যদিও লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাঁহার লেখার মধ্য দিয়াই, তবুও আমার এ কথা মনে হয় যে লেখকের ছবি লেখককে পাঠকের অনেকটা কাছে আনিয়া দেয়।

যদি অসম্ভব না হয় তাহা হইলে কি রামধনুতে যাঁহারা নিয়মিত লেখেন মাঝে মাঝে তাঁহাদের ফটো বাহির হইতে পারে না?"—বিনীতা শ্রীলীলা দাশ। [মাঝে মাঝে দেবার ব্যবস্থা করব।

—রাঃ সঃ]

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহকদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়।]

(১) অনেক সময় দেখি, অমুকে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পেয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া ক্রস্ জিনিষটা কি? এ পর্য্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কি এ জিনিষটা পেয়েছেন?

—শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র

(২) ভারতবাসীদের মধ্যে পার্লামেন্টের সভ্য প্রথম হন কে?

—শ্রীজ্যোৎস্না দত্তগুপ্তা

(৩) আই-সি-এস্ পরীক্ষায় কি কোন বাঙ্গালী প্রথম স্থান অধিকার করেছেন? — শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মজুমদার

(৪) 'ফেডারেশন' কথাটি লইয়া আজকাল খুব হৈ-চৈ শুনিতে পাই। উহা কাহাকে বলে?

—শ্রীমতী শিপ্রা সেনগুপ্তা।

(৫) লিখিবার জন্য সবুজ রংএর কালি তৈরী করা যায় কি ভাবে কেহ জানাইবেন কি?

—কুমারী মহামায়া ঘোষ।

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, বর্ত্তমানে কংগ্রেসে দু'টি দল আছে—বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী। এ বছর প্রতিনিধিদের ভোটে দক্ষিণ-পন্থীদের (মহাত্মা গান্ধীও এই মতের) মনোনীত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে হারাইয়া বাংলার সুভাষচন্দ্র (বামপন্থী নেতা) কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেসের কাজ চালাইবার জন্য সভাপতিকে কয়েক জন বিশিষ্ট সদস্য লইয়া 'ওয়ার্কিং কমিটি' নামে একটা সমিতি গড়িতে হয়। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে গত বছরের ওয়ার্কিং কমিটির ১৩ জন দক্ষিণপন্থী সদস্য পদত্যাগ করেন। তার পর ত্রিপুরীতে কংগ্রেস বসিলে এই দুই দলে খুব রেষারেষি হয়। সুভাষচন্দ্র তখন গুরুতর রকম পীড়িত,

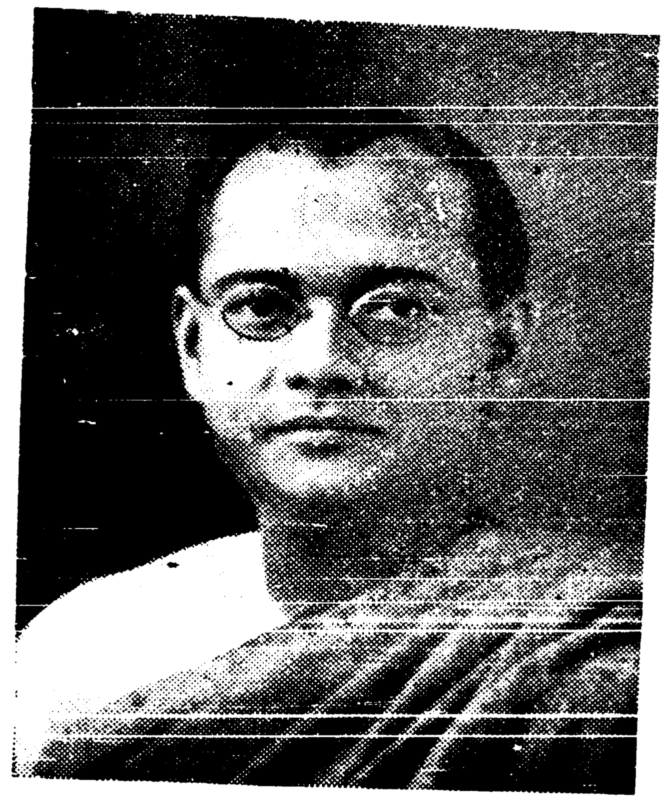

"দেশগৌরব" সুভাষচন্দ্র

ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করিয়া সেই অবস্থায়ই ত্রিপুরী গিয়াছেন। ত্রিপুরী

কংগ্রেসে যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থের (দক্ষিণপন্থী) একটি প্রস্তাব পাশ হয় যে এবারকার ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির নির্দ্দেশ মত গড়িবেন। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু গান্ধীজি কিছুতেই তাঁকে সাহায্য করিতে রাজী হন না; দুই দলের বিরোধ মিটাইবার জন্য সুভাষচন্দ্রের সকল চেষ্টা বিফল হয়। পণ্ডিত জওয়াহরলালও শেষের দিকে খুব চেষ্টা করেন। অবশেষে সুভাষচন্দ্র বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

এই অধিবেশনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নির্দ্দেশে সুভাষচন্দ্রের জায়গায় বিহারের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ (দক্ষিণপন্থী) অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই ব্যাপারে সভায় খুব হট্টগোল হয়। শ্রীযুক্ত নরীম্যান্ প্রভৃতি বহু নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্ব্বাচন নিয়মবিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ বাহির করেন, কেননা কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা এই নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন নাই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়াছেন। বাংলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর জায়গায় নেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত জওয়াহরলালও কমিটিতে থাকিতে রাজী হন নাই।

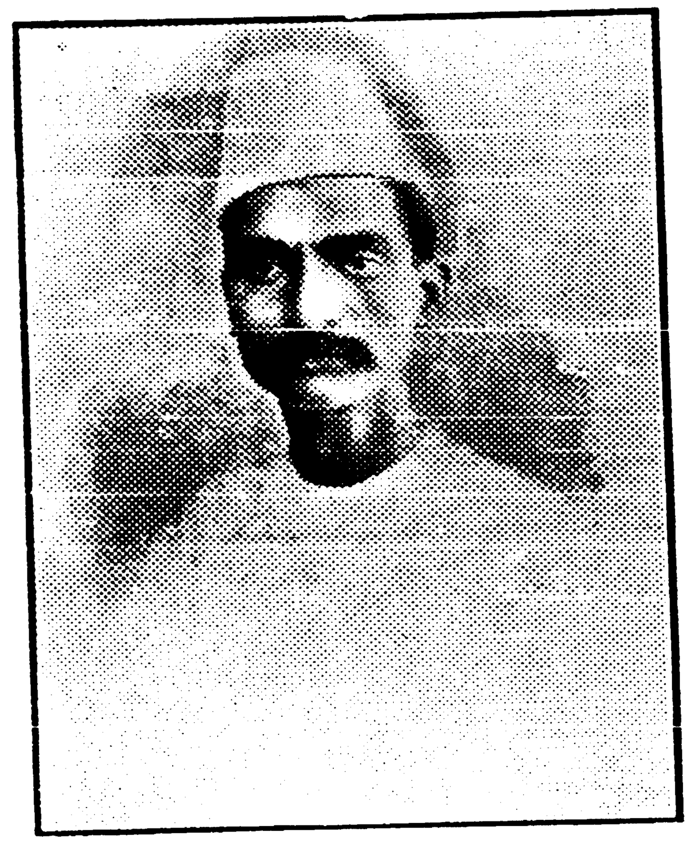

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

অনেকেই বলিতেছেন, সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাঁর গৌরব আরও বাড়িয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার এক বিরাট্ সভায় সুভাষচন্দ্রের নতুন নাম দেওয়া হইয়াছে 'দেশগৌরব'।

* * *

বেইটন্ কাপের খেলা শেষ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার হকি সিজ্‌ন্‌ও এবারকার মত শেষ হইয়াছে। বেইটন্ কাপ্ ফাইনালে উঠিয়াছিল কলিকাতা

কাষ্টম্‌স্ ও বি. এন্. আর দল। একদিন ড্র হওয়ার পর দ্বিতীয় দিনে বি. এন্. আর বিজয়ী হয়। ইতিপূর্ব্বে আরও বার কয়েক বেইটন্ কাপ্ ফাইনালে কাষ্টম্‌স্‌এর সঙ্গে বি. এন্. আরএর শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল, প্রত্যেক বারই কাষ্টম্‌স্ জিতিয়াছিল; কাজেই বি. এন্ আরএর এবারকার কৃতিত্ব খুব আনন্দের সন্দেহ নাই। বেইটন্ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক ভাল ভাল দল আসিয়াছিল। তার মধ্যে বোম্বাইএর লুসিটেনিয়ান্স্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোড়ার দিক্‌কার খেলা দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল এবার বেইটন্ কাপ্ এদেরই কপালে জুটিবে।

বোম্বাইএ আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতাও শেষ হইয়াছে। ফাইনালে ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স্ দল ভগবন্ত ক্লাব্‌কে ২-১ গোলে হারাইয়া বিজয়ী হইয়াছে। গত বছর এই ভগবন্ত ক্লাব্‌ই এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছিল।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতায় মুস্লিম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিম। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি খান্ বাহাদুর আজিজুল হক্।

* * *

গত ৪ঠা বৈশাখ সুসাহিত্যিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রচিত বিরাট্ বাংলা অভিধান ও 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' বই দু'খানি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট দান। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

* * *

কলিকাতা করপোরেশনে নতুন মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন; ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন প্রিন্স ইউসুফ মির্জ্জা।

* * *

কচুরী পানা বাংলা দেশের কি বিষম ক্ষতি করিতেছে তা কে না জানে? সম্প্রতি কচুরী পানার উচ্ছেদের জন্য গভর্ণমেণ্ট্ হইতে "কচুরী পানা সপ্তাহের" উদ্যোগ করা হইয়াছিল। দেশবাসীরা ছেলে-বুড়া সকলে মিলিয়া এই সময় কচুরী পানা ধ্বংসের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। এ রকম ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করিলে বাংলার অশেষ মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

* * *

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশকে—জাতিকে

দুর্ব্বল করে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের দেশে এ ঘটনা কিন্তু প্রায়ই ঘটিতেছে। সম্প্রতি আবার লক্ষ্ণৌতে সিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ সুরু হইয়াছে। কবে যে শান্ত হইবে বলা কঠিন।

* * *

সম্প্রতি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বছর কুড়ি বয়সের একটি মুসলমান মেয়ে চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিল; হিপ্পোপটেমাসের (জলহস্তী) কাছে গিয়া সে হাত বাড়াইয়া তাকে খাবার দিতে গিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ জানোয়ারটা আচম্‌কা তার হাত কামড়াইয়া ধরিয়া হেঁচকা টানে তাকে ভিতরে টানিয়া নেয়, এবং সমাগত দর্শকেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার আগেই তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এই হিপ্পোপটেমাস্‌টি নাকি বছর কয়েক আগে তার রক্ষককেও মারিয়া ফেলিয়াছিল।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় হিপ্পোপটেমাস্‌

* * *

ত্রিপুরীতে কিছুদিন আগে যে কংগ্রেস হইয়া গেল তার আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকেরই বোধ হয় ধারণা নাই। মোট আয় হইয়াছিল প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তার মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছিল ১ লক্ষ, বিভিন্ন ষ্টলের ভাড়া ২০ হাজার, আর দর্শকদের কাছে পাওয়া গিয়াছিল হাজার ষাটেক টাকা। ব্যয়ের পরিমাণও কিন্তু হইয়াছিল আয়েরই মত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) দিদি, কাকীমা (২) জা, মা, ভাই, জামাই (৩) বাবা, কাকা (৪) দাদা, মামা।

উত্তরদাতাদের নাম

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, মুক্তি, বিমল (কালীঘাট); অরুণা, রেণু সেন (কলিকাতা); দাদা, দিদি ও সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (চাপাই নবাবগঞ্জ); সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); শচী, নিখিল, দীপক, দিলীপ (কালীঘাট); অসিত, অনিল ও অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া); রত্না দেবী (পাটনা); সুনন্দা সেন (বরিশাল); রিণা রায় (টালিগঞ্জ); যতীন, নগেন, অমূল্য, নির্ম্মল প্রভৃতি (বরিশাল); রণেন, নৃপেন, কৃষ্ণা, বিভা প্রভৃতি (ধুবড়ী); অশোক, সুধীর, ডলি (সিংরইন); লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জী (পাটনা); জগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (মুড়াগাছা—বাণীমন্দির); সুকৃতি সরকার (কালীঘাট); সমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (বালিগঞ্জ); তুলু বাবু (কুসুণ্ডা); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); লীলা, মায়া, রেণু, মুকুল (সিমলা); অরুণ, মীরা (সিমলা); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); জিতেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (মধুবনী); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); প্রণতি (মুজাঃফরপুর); সুলেখা, গীতা, গৌরী, কল্যাণী (ছাত্রীবিভাগ, মহিমারঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, কাকিনা); রুবী চাটার্জ্জী (ভাগলপুর); তরুণ, সরোজকুমার মল্লিক (হাজারীবাগ); কালিদাস পাল (বালুভরা); নিত্যানন্দ দাস (বর্দ্ধমান); আলোকনাথ ও রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ১৫৫৪); বেলা, বেবী, নমিতা, তরুণ (পাঁতিহাল); হাপি, পিতু মজুমদার (পাঁতিহাল); শিবানী দেবী, বিন্দু, হাসিখুকু, খোকা (গেণ্ডারিয়া); লীলা দাশ (কুমিল্লা); লতিকা, শুকদেব, যূথিকা চন্দ্র (মান্দ্রাজ); পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (পাণিহাটী); বিজু, আশীষ, শ্যামল, অঞ্জলি চৌধুরী প্রভৃতি (কলিকাতা); প্রভাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া); রাণী, ঝুন্ত, ছবি, রুবি প্রভৃতি (জলপাইগুড়ি); গৌরীরাণী দত্ত, মৌরী, সেজদি (বালেশ্বর); বেবীদি, দুর্গাদি, টোটন ও বেণু দত্ত (কলিকাতা); কুন্তলা মজুমদার (শিশুলাইব্রেরী, রায়পুর)।

নূতন ধাধা

সন্তুদের খামখেয়ালী মাষ্টার মশাই এবারেও বাংলার পরীক্ষায় এক অদ্ভুত প্রশ্ন দিয়েছেন। এ প্রশ্নটিও তোমাদের হুবহু তুলে দিলাম, উত্তর দেবার চেষ্টা কর তো :—

নীচের খালি জায়গাগুলি পূর্ণ কর, কিন্তু পূর্ণ করিতে হইবে এক-একটি ভৌগোলিক নাম দিয়া, সাধারণ শব্দ বসাইলে চলিবে না।

(১) প্রজা স — রে কাতারে দাঁড়িয়ে রাজদর্শনের জন্য, কিন্তু এ রাজা মৃ — নিয়েই আছেন, — ন ওঁর কর্ম্ম নয়।

(২) ছেলেটা যেন মা — আছে বুদ্ধি, না বিদ্যে, শুধু — মে — টাতেই শিখেছে।

(৩) আহা আহা, — , — দিয়ে রাখ, না হ'লে শেষটায় কিছুই —। ওর ভিতরে — আছে, দেখ লো — হয়ে যায়।

(যদি সবগুলি পার তবেই উত্তর দিও।)

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

রিপণ কলেজের উক্ত তহবিলে সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত টাকার যে তালিকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরে নিম্নলিখিত টাকা পাওয়া গিয়াছে :—

শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত	...	...	১৲
শ্রীসমীরেন্দ্র মুখার্জ্জি	...	...	২৲
			৩৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

জন্মদিনের উপহার

কয়েকটি সরস, মজাদার গল্পের সমষ্টি।

শুধু জন্মদিনেই নয়, যে কোন সময়ে উপহারের পক্ষে অতুলনীয়।
চমৎকার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—বাঁধান রঙ্গিন মলাট
ভিতরেও অনেক মজাদার ছবি
দাম ৷৷৴০

প্রাপ্তিস্থান :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রমা রোড, কলিকাতা)
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

ভাল ছাপার কাজের জন্য

কালীতারা প্রেসই

নির্ভরযোগ্য।

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী, বাংলা বই, মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য খুচরা আধুনিক রুচিসম্মত ছাপার কাজ সুলভে করা হয়।
মফঃস্বলের অর্ডারও যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন্ : সাউথ্ ১২৬

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 1041

পূজা পার্ব্বণে ও নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি

সকলের সেরা

স্বাদে গন্ধে ও গুণে
অদ্বিতীয়

TRADE MARK
লক্ষ্মী

কিনিবার সময়
সূর্য্যাঙ্কিত ট্রেডমার্ক
দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
ফোন : কলি : ৩৬৬০

রামধনু

লে মেয়েদের
সচিত্র
সিকপত্রিকা

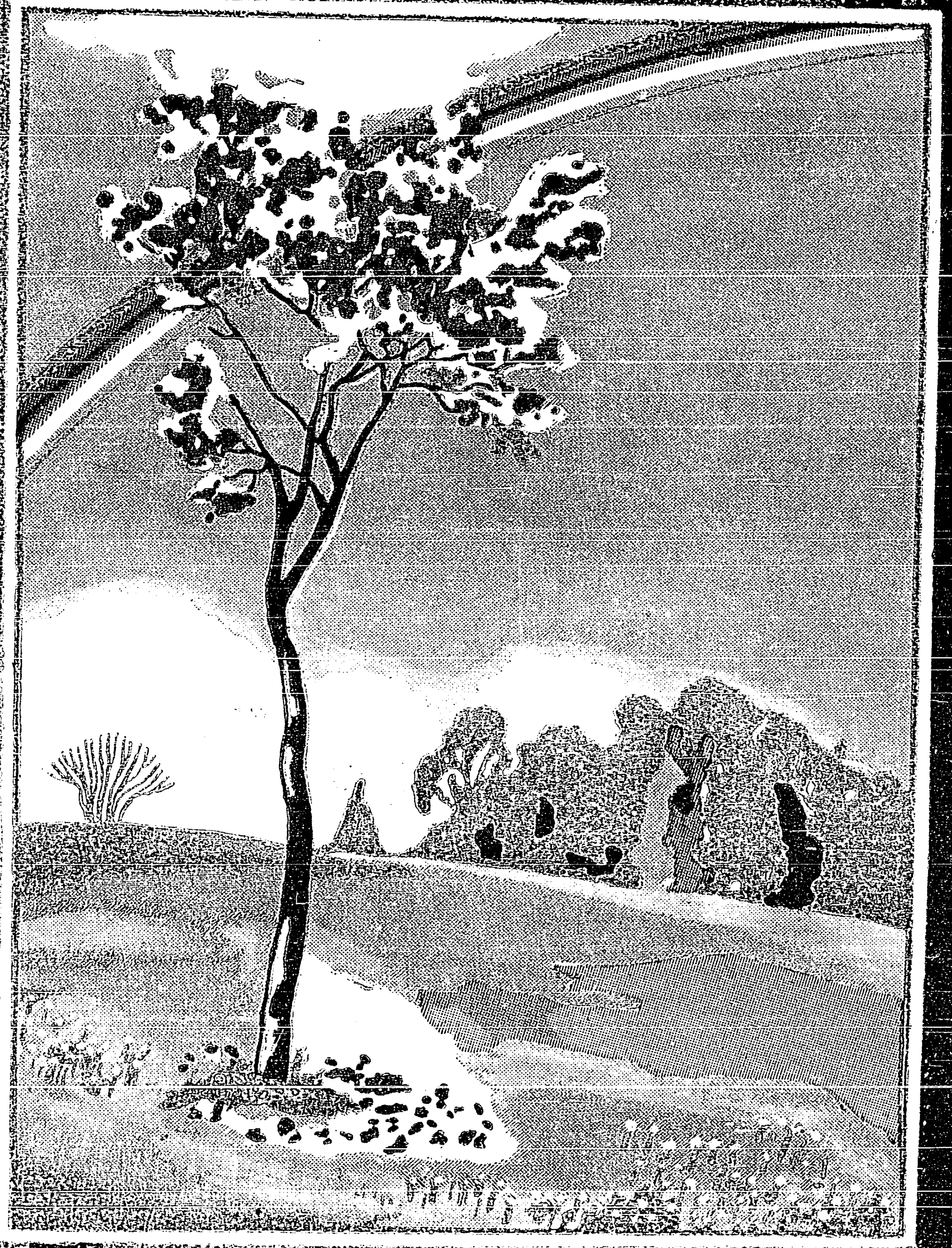

১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৪৬
বার্ষিক ২৷৹, ষাণ্মাসিক ১৷৹
প্রতি সংখ্যা ।৹

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম. এস-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৶০, ষাণ্মাসিক ১৶০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৩নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রমা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

পরলোকগত রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

শেষ দান

সোনার হরিণ

"পদ্মরাগ" ও "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি 'হুকাকাশি'কে লইয়া

আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যময় সুবৃহৎ উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—মূল্য এক টাকা

এই মাসেই বাহির হইবে।

বাহির হইল — শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্তের কিশোর-উপন্যাস **দুরন্ত** ... ॥৶০ — বাহির হইল

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড, কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝকঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

"কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি।

দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রমা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

ডোঙ্গরের বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,

ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩।০।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান:—A. H. Wheeler & Co.,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান্

এণ্ড্ কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্

অতি নিখুঁত ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা।

অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

পরলোকগত রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—।৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—৷৵০

একাধারে হাসি ও রহস্য (Mystery)
দু'খানি বই-ই শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর
আনিয়াছে

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সং) ১৲

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৸০

বাংলার কিশোর-সমাজের চিরপ্রিয় চিরনূতন
কুশাগ্রবুদ্ধি হুকা-কাশির দু'খানি অপূর্ব্ব
রহস্যময় কাহিনী। "বিচিত্রা" প্রভৃতি
পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
২য় খণ্ড ... ॥০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে
সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।
রঙ্গিন ঝকঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরমোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

চা'য়ের ধোঁয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই

লেখক "চায়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন
করিয়াছেন"—কবি কুমুদরঞ্জন

কৌতুকোদ্দীপক ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম আট আনা

প্রবীণ সাহিত্যিক, রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্
প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের জীবন কথা—দাম আট আনা

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন—"উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে···আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন···প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের পড়বার মত কয়েকখানি বই

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

লাসার অভিশাপ

তিব্বতের রহস্যময় উপন্যাস

দাম বারো আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড

এক একটি কাণ্ড পড়বে আর
হেসে লুটোপুটি খাবে

দাম বারো আনা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ভিক্টর হুগোর অমর শিশু-উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

চিত্রবহুল সুবৃহৎ উপন্যাস ; মূল্যবান্ কাগজে ছাপা ; ঝক্‌ঝকে বাঁধাই

দাম আট আনা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

✽ জলছবি ✽

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর ! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ !

বার্ষিক ২॥৵০ ; ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নববর্ষে

শিশু-সাহিত্যে নব অবদান

মণি-কাঞ্চন

অস্কার-ওয়াইল্ড, টলষ্টয় ইত্যাদি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গল্পের সরস অনুবাদ। প্রত্যেক গল্পটির একটি করে বিশিষ্টতা আছে, যা সহজেই শিশুদের মানসিক চিন্তাকে পবিত্র এবং দৃঢ় করে তুলবে।

ছবি, বাঁধাই, ছাপা,
অতুলনীয়

দাম ॥৵০

কয়েকটি বাছা বাছা বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
কালান্তক লালফিতা (হাসির গল্প) ॥৵০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
ভিক্তর হুগোর গল্প (অনুবাদ) ॥৵০

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাখন-দেঁড়ে (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়
গৌতমবুদ্ধ (পুণ্যজীবনী) ১৲

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
বালুচরের বিভীষিকা ৸০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
কুড়ের বাদশা ৸০
বেঁটে বক্কেশ্বর ৸০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের
সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে
সডাক বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ টাকা
প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা
প্রবেশ ফিঃ নাই

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩।০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৩০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমি তো বিশ্বাস করি না

কিন্তু বিশ্বাস না ক'রে উপায় কী? যুদ্ধ, এ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য পরিপূর্ণ তিনখানা উপন্যাস দুরন্ত কাহিনী বই-য়ে আছে। এই মোটা রঙ-চঙা প্রকাণ্ড বইখানা যদি প্রকাশক ছ আনা মূল্যে জলাঞ্জলি দিতে রাজী থাকেন তো বলার কিছুই নেই। শুনছি, একখানার পর একখানা, এমনি করে বারোখানা দুরন্ত কাহিনী প্রকাশিত হবে!

(১) দুরন্ত কাহিনী ।৵০
(২) সোনার লিখন ॥৵০

(১) আষাঢ়ের তিন তারিখ
(২) আষাঢ়ের ১০ তারিখ

শ্রেষ্ঠ অপরূপ গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সবই একখানা বইয়ে—সোনার লিখনে দেওয়া হল। বই তো মোটা হলই, সেই সঙ্গে নানা বিচিত্র চিত্রে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ বইয়ের দাম যদি মাত্র ॥৵০ ধরে প্রকাশক ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী থাকেন তো পাঠকদের কী! পাঠকদের তো মহালাভ!

এখন চিঠি লিখে অর্ডার বুক ক'রে না রাখলে
পরে শুষ্ক মুখে ললাটে করাঘাত করতে হবে

সুলিখিত সুচিত্রিত আর ক'খানা বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
পৃথিবীর রূপকথা ১॥০
সবুজ লেখা ১॥০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ৸০
রাজকাহিনী ২য় খণ্ড ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়
পদ্মরাগ বুদ্ধ ১৲

সুকুমার দে সরকার
দুধসায়রের পথে ৸৵০

সতীকান্ত ও শোভনলাল
পৃথিবীর উপন্যাস ১৲

সতীকান্ত ও মোহনলাল
পৃথিবীর গল্প ১।০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী
বাড়ী থেকে পালিয়ে ১৲
দেশবিদেশের হাসির গল্প ৸০

প্রাচী পাবলিশিং হাউস
১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের

মজার পড়া—মূল্য ॥০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের

দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ॥০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত

কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা

মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৷০, সাধারণ—১।০

জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অন্যান্য বিবিধ
বিষয় সম্বন্ধে সুন্দরতম শিশু-মাসিক

ছেলেখেলা

বার্ষিক আট আনা। ষাণ্মাসিক—চার আনা।
প্রতিসংখ্যা—তিন পয়সা।

প্রতি মাসে ধাঁধায় ২০৲ ও রচনা প্রতিযোগিতায় দুইটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার! আবার বছরে যারা একবারও পুরস্কার পাবে না, তারাও ২৷৷০ টাকা দামের উপহার পেতে পার। রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক হবে গ্রাহক-গ্রাহিকারাই, অন্য কেউ নয়!

নমুনা সংখ্যার জন্য /৫ ডাকটিকিট পাঠাও।

S. R. Sen, 31, P. K. Tagore Street,
Calcutta.

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে মিলিয়া এ বই লিখিয়াছেন—এর চেয়ে বেশী কিছু বলিবার বোধ হয় দরকার নাই।

দাম ৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ৷৷০
মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৵০
গুজবের জন্ম ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
মণ্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৵০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সোনার পাহাড় (উপন্যাস) ৷৷৵০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
বেজায় হাসি (২য় সংস্করণ) ।/০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৵০
বুদ্ধির লড়াই ।৵০
পরীর গল্প ।৵০

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
বলতো (ধাঁধার বই) ৷৷৵০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
গল্প ঠাকুরদা ।৵০
এক পেয়ালা চা ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
জীবনের সাফল্য ।৵০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
অঞ্জলি ।৵০
নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সংস্করণ) ।৵০
জাতকের গল্পমঞ্জুষা ।৵০
গল্পবীথি (২য় সংস্করণ) ।৵০
শিশু-সারথি ।৵০

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র
খাদে ডাকাতি ।৵০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
রাজার ছেলে (উপন্যাস) ৷৷৵০

শীঘ্রই বেরুবে—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

শ্রীসুকুমার দে সরকার
অরণ্য রহস্য (উপন্যাস)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
অচিন দেশে রাজকন্যা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দুর্গম পথে ৷৷৵০

ছোটদের বার্ষিকী
শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকমের গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

দাম ১৷০ দাম ১৷০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া শীঘ্রই বাহির হইবে। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৷৹

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১৷৹

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸৹

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵৹

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸৹

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷৹

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

আমরা বাঙ্গালী

[সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর জন্য গৃহপাঠ্য পুস্তক]

অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত

পুস্তকে কি আছে !

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, বাঙ্গালীর উপনিবেশ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-আলোচনা, অমর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (আড়াই হাজার বৎসরের)।

মূল্য বারো আনা

ইম্পিরিয়াল সাইজ, ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বহু চিত্রসম্বলিত

এইচ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আজব বই প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরীর নূতন বই

পশুপাখীর জগতে কত মজা, কত আজব, কত অবাক-কাণ্ড, এই বই পড়্‌লে জান্‌তে পারবে। গল্পের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। পশুপাখীর হাসির পাল্লার ছবি, রঙ্গ-তামাসা খেলাধূলার ছবি, অদ্ভুত এবং মজার চেহারার ছবি, পরস্পরে ভাব-পাতানোর ছবি;—এগুলি লেখার সঙ্গে মিলে পড়ার কৌতূহল অনেক বাড়িয়ে দেবে। শিম্পাঞ্জিভায়ার দারুণ চিঠিখানা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই পড়তে হবে। এই বই প’ড়ে পশুপাখীদের ভালবাস্‌বে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে;—কৌতূহল তো বাড়বেই।

পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি। সুন্দর, রঙ্গিন মলাট। চমৎকার রঙ্গিন ছবি। বড় অক্ষরে, মোটা চক্‌চকে শাদা কাগজে, পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা মজবুত বাঁধাই। উপহারের উৎকৃষ্ট বই।

দাম মাত্র পাঁচ সিকা

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কলকাতার হালচাল

হাস্যরসপূর্ণ উপন্যাস ৸৴০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্যরসপূর্ণ ছোটগল্প ... ... ॥০

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ॥৴০

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ॥০

সুলেখক প্রবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে ও অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ... ॥৵০

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ৸০

কয়েকখানি কাজের বই

সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট্ গ্রন্থ। একাধারে "এন্সাইক্লোপিডিয়া" ও "বর্ষপঞ্জী" (Year book)। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ (Reference)এর জন্য আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

প্রায় পৌণে চার শ' পৃষ্ঠা,—দাম ১॥০

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান্, পাউডার, লজেন্স্, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। দাম মাত্র ১৲

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। দাম ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রাসবিহারী শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

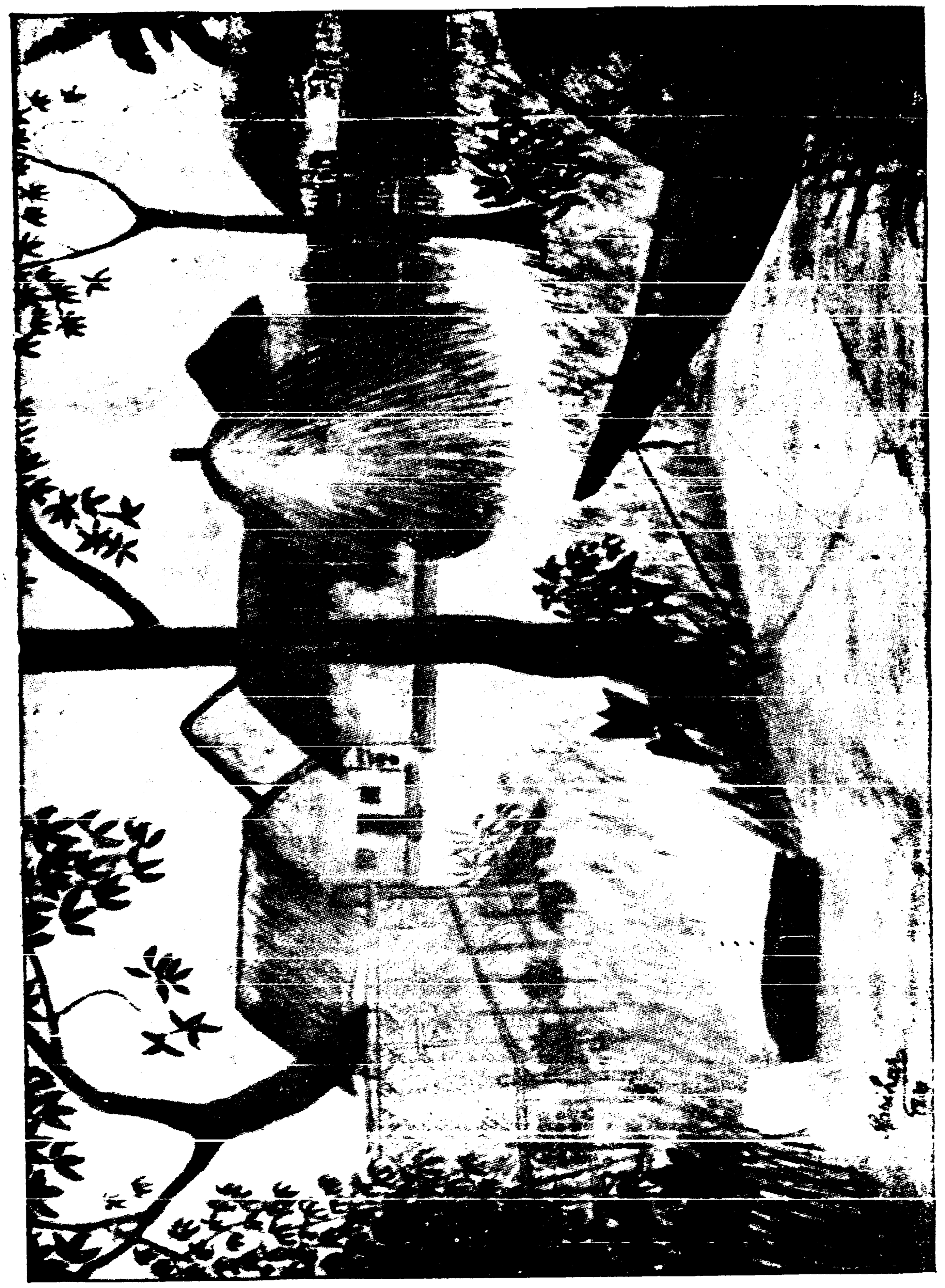

বর্ষার দিনে

শিল্পী—শ্রীহরিহর মজুমদার (গ্রাহক)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়ের দিনে

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ছায়াময় আষাঢ়ের দিনে,
বাবুই বাঁধিছে বাসা,
আইল বাঁধিছে চাষা,
চারিদিকে বরষার চিনে।

ধূসর ধরণী সুশ্যামল,
তৃণ ও ধরেছে ফুল,
গাহে ফিঙা, বুলবুল,
তরণী করিছে চলাচল।

সুন্দর আজি চরাচর ;
রামধনুকের গায়
কে তুলি বুলালে হায়,
রঞ্জিল বনানী ভূধর !

ভরা আজি মরা সরোবর ;
গগনে আনিল মেঘ,
সমীরে আনিল বেগ
আধা-চেনা কোন্ যাদুকর ?

ছায়াময় আষাঢ়ের দিনে,
আনমনে ভাবি তাই
যদি তার দেখা পাই
তিলেক চলে না যারে বিনে।

'পেশা'র বাহাদুরী

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি)

সেদিন রাত দেড়টার সময় শ্যামবাজারের মোড়ে এক 'বাস্ ষ্টপ্' এর কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই করে ফেল্‌লাম—কখনও আর কারো বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাব না—কিছুতেই না।" দারুণ রাত হয়ে গেছে ; রাত বলে রাত—স্রেফ্ দেড়টা ! ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করে খেতে দিল রাত বারোটার সময় ! এখন—এখন যদি 'বাস্' না পাই—ওরে বাবা, ও কথা ভাবতেও যে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর—পাক্কা ছয়টী মাইল রাস্তা। বাস্ না পেলে পদব্রজে ? অসম্ভব—পায়ে যে ভীষণ লাগছে নতুন জুতো পরে ;

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা গেল যে ! শেষ পর্য্যন্ত ঠিক কর্‌লাম, ভোর পর্য্যন্ত ফুটপাথেই কাটিয়ে দিতে হ'বে—ভোর হ'লে যখন 'বাস্' ছাড়বে তখন—

বসে পড়লাম ফুটপাথের ধারে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর দরজার উপর। যারা করেছিল আমাদের নিমন্ত্রণ তাদের উপর, বাস্‌ওয়ালাদের উপর, জুতো যারা বিক্রি করেছে তাদের উপর—এক সঙ্গে অসম্ভব রাগ হ'তে লাগল সকলের উপর, চোখ ফেটে আমার জল বা'র হ'য়ে এল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়

খানিকক্ষণ দু'হাতে মাথা গুঁজে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। মাথা তুলে দেখি, দূরে একটা বৃহদাকার কি যেন এদিকে ছুটে আস্‌ছে, সম্মুখে দুটো আলোও জ্বলছে যে ! মনে হ'ল, বোধ হয় স্বপ্ন দেখ্‌ছি—এ কি হ'তে পারে ? কিন্তু সত্যিই হ'ল—মিনিট কয়েকের মধ্যে একটী দোতলা খোলা বাস্ এসে পড়ল আমারই সামনে। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়লাম প্রথমটায় কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে আনন্দের বেগটাকে সামলে নিয়ে এক লাফে চড়ে পড়লাম—বস্‌লাম গিয়ে একেবারে দোতলার ছাদে, প্রথম বেঞ্চিতে। আজ প্রথম বুঝলাম, জীবনটা শুধু দুঃখেই ভরা নয়—সুখও আছে প্রচুর। এক মুহূর্ত্তে সব রাগ কোথায় উড়ে গেল ; মনটা উঠল খুসীতে ভরে। একটু আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেটা নিজের কাছ থেকেই ফিরিয়ে নিলাম। মনে হ'ল, রাত্রি কি আর এমন বেশী হয়েছে—অত খাবারের আয়োজন করেছেন ভদ্রলোকেরা, তার উপর অতগুলি লোক খাওয়ান কি সোজা কথা ? রাত একটু হ'বে বৈকি ! জুতো—আহা, কালাচাঁদ মিস্ত্রী ওয়াণ্ডারফুল জুতো তৈরী করে ; যেমনি সুন্দর দেখ্‌তে, তেমনি টেঁকসই। লাগবে না ? প্রথমটায় একটু সব জুতোতেই লাগে। এই ত 'ডসনের' বাড়ীর 'সু' কিনেছিলাম গত বৎসর একটা ; লাগে নি সেটায় প্রথম প্রথম ? বাস্ কোম্পানী বেঁচে থাক্—এত রাত পর্য্যন্ত বাস্ চালাচ্ছে ত কেবল পাঁচ জনের সুবিধার জন্যেই ; তা নইলে এখন ওদের বাস্ চালিয়ে লাভ কি ? পেট্রোলের দামই ত উঠ্‌বে না—প্যাসেঞ্জার ত মাত্র আমিই একা এখন পর্য্যন্ত, দু আনা পয়সা ত আয় ! আরও নয় দু'এক জন উঠ্‌ল—তাতেই বা কি এমন লাভ বাড়বে ?

মনের আনন্দে চলেছি। হু-হু করে বাস্ ছুটেছে নক্ষত্রবেগে—দিনের বেলাকার মত পঞ্চাশ বার থাম্‌ছে না। ফুর্ ফুর্ করে হাওয়া এসে লাগ্‌ছে মুখে, আরামে চোখ দুটী এসেছে বুঁজে—মনে হচ্ছে আমি বোধ হয় রামগড়ের মহারাজা—'রোল্‌সে' চড়ে চলেছি, কাশ্মীরের এক মনোরম পথে।

হঠাৎ সে স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে—বাস্‌টা বিকট শব্দে থেমে পড়্‌ল। বুঝলাম, কে হঠাৎ হাত

দেখিয়েছে বাস্ থামাবার জন্যে। একটু পরেই এক ভদ্রলোক—বছর ত্রিশ বয়স হবে—আমারই পাশের বেঞ্চিতে এসে বসলেন। বাস্ আবার ছুটতে লাগ্‌ল আগের মত। আমি ঐ ভদ্রলোকের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আবার চোখ বুঁজে রামগড়ের মহারাজা হওয়ার চেষ্টা করলাম। উঁহু, তা কি হয় কখনও—পাশে জলজ্যান্ত এক ভদ্রলোক বসে সিগারেট ধরাচ্ছে—তার অস্তিত্ব ভোলা যায়, কখনও? মহা অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লাম। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল—ওর অস্তিত্ব ভোলার দরকার কি? ওকে আর একটা কোথাকার রাজা বা মহারাজা ভেবে নিলেই হ'ল! হ্যাঁ বেশ, নিস্তারণপুরের রাজা—এসেছেন আমার অতিথি হ'য়ে, এখন আমারই 'কারে' বার হয়েছেন বেড়াতে আমার সঙ্গে। চোখ বুঁজলাম—বেশ চলেছি দুই রাজা মহারাজায়। হঠাৎ স্বর্গ থেকে মর্ত্তে, মর্ত্তে কেন পাতালে পতন—ভদ্রলোক হঠাৎ সোজা জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন—"মশায়, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—কোথায় থাকেন আপনি—বলুন ত?"

এক মুহূর্ত্তে কাশ্মীর থেকে এসে পড়লাম ভবানীপুরে। সামান্য একটু চোখ তাকিয়ে বল্‌লাম—"আমি থাকি ভবানীপুরে—হয়ত সেখানেই দেখে থাক্‌বেন।" আবার চেষ্টা করলাম চোখ বুঁজে—মহারাজা হবার। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। আমাকে কাশ্মীর থেকে ভবানীপুর এনে—অর্থাৎ এক কথায় স্থানচ্যুত করেই ছাড়লেন না—এবারে একেবারে পদচ্যুত।

ভদ্রলোক বল্‌লেন—"তাই হ'বে।" একটু চুপ করে থেকেই আবার বল্‌লেন—"আচ্ছা, আপনি কি এ. জি. বি. তে কাজ করেন?"

ছাড়লে না—মহারাজা থেকে এনে ফেল্‌লে একেবারে কেরাণীতে। এবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা উঠে বল্‌লাম—চোখ মেলে বেশ করে তাকিয়ে একটু জোরেই বল্‌লাম—"আজ্ঞে না, আমি কাজ করি ই.আই-রেলওয়ের অফিসে।" ভাবলাম, এবার ঐ লোকটাকে প্রশ্ন করে করে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হ'বে। জিজ্ঞাসা করলাম—"মহাশয়ের কি করা হয়?"

ভদ্রলোক একটু মুচকী হেসে ইংরাজীতে বল্‌লেন—"আই য়্যাম্ এ ব্রেকার।"

প্রথমটায় একটু চম্‌কে গেলাম—ব্রেকার? মানে? তার পরেই বুঝ্‌লাম ব্যাপারটা। মনে পড়ল আমার এক কাকীমার কথা। পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় এসে দেখলেন তিনি সকলেই কথায় কথায় বলে 'ইংরাজি'। তাঁর বিদ্যে 'ওয়ার্ড্ বুক' পর্য্যন্ত, তবুও ছাড়বেন কেন, তিনিও চালাতে লাগলেন সমানে ইংরাজি বুক্‌নি বাংলা কথার ফাঁকে ফাঁকে। প্রাণবধ হ'তে লাগল আমাদের। আমরা জানতাম 'ওএদ্-য়্যর্' খারাপ হ'লে শরীরও খারাপ হয়—কাকীমার কাছে শুনলাম শরীর খারাপ হয় 'হোএদার' খারাপ হ'লে। একদিন আমি বেচারা পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা ভাল 'রাগ' কিনে আনলাম—কাকীমার কাছে সেটা হয়ে গেল 'র‍্যাগ'—সামান্য ছেঁড়া

ন্যাকড়া! শুধু তাই? কাকীমা আসার আগে পর্য্যন্ত আমরা জানতাম আমাদের তেতলার ছাদে 'ট্যাঙ্কে' জল থাকে—কিন্তু কাকীমা আসার পর থেকে জানলাম ছাদের উপর জল থাকে "ট্রাঙ্কে"। ভাবলাম, এ ভদ্রলোক বোধ হয় কাকীমার বাপের বাড়ীর লোক—হয়ত এক মাষ্টারের কাছেই দু'জনেরই শিক্ষা—কাকীমারও, এঁরও।

যাই হোক—বুঝ্‌লাম ভদ্রলোক একজন 'ব্রো-ক্যর'—অর্থাৎ পরিষ্কার বাংলায় বল্‌তে হ'লে বল্‌তে হয়—দালালী করেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিসের দালালী করেন?"

ভদ্রলোক প্রথমটায় একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকেই—তার পর হো হো করে হেসে উঠলেন, বল্‌লেন, "আপনি 'ব্রো-ক্যর' ভেবেছেন—না? না, ব্রো-ক্যর নই আমি, আমি ব্রেকার।" মাথাটা কি রকম ঘুলিয়ে গেল—ব্রেকার? কি মানে হ'তে পারে? ভদ্রলোকের ছেলে নিশ্চয় ইট বা পাথর ভাঙ্গে না। তবে? এক ঘোড়া ব্রেক্ করে শুনেছি অনেকে। কিন্তু, এ ভদ্রলোকের যে একেবারে ননী-মাখন-খাওয়া গোলগাল চেহারা—এ ঘোড়াকে 'ব্রেক্' করবে কি, ঘোড়াই যে একে একটী পদাঘাতে 'ব্রেক্' করে ছেড়ে দেবে!

কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

ভদ্রলোক বল্‌লেন—"'ব্রেকার'—মানে ভাঙ্গাই আমার পেশা; যখন যেটা দরকার সেটাই আমি ভেঙ্গে থাকি।" বলেই তিনি একটু বেশ সুর করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দস্যুর মত ভেঙ্গে-চুরে দিই চিরাভ্যাসের মেলা।"

এতক্ষণে বুঝলাম যে ভদ্রলোকের মাথার অবস্থা খারাপ—মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল।

শেষ পর্য্যন্ত এক পাগলের পাল্লায় পড়লাম! একটু আগে বাস্ পেয়ে ভেবেছিলাম—পৃথিবীতে দুঃখ অসীম হ'তে পারে কিন্তু সুখও অফুরন্ত। এখন মত বদলে গেল; এখন মনে হ'তে লাগল—দুঃখ অসীম হ'তে পারে, সুখও হয়ত অফুরন্ত কিন্তু সুখের পথে বাধাও যে অনন্ত এ কথা নিশ্চয়; নইলে এ সময় এক পাগল এসে জোটে?

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লেন, "পাগল ভাব্‌ছেন বোধ হয়? মোটেই নয়, সত্যিই আমি ঐ করেই খাই—জিনিষপত্র ভাঙ্গাই আমার পেশা—অপরূপ পেশা, কখনও শোনেন নি ত? শুনুন—

"ছোটবেলাতেই আমার বাবা যান মারা। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখে এম্, এ পাশ করলাম—ভালভাবেই পাশ করলাম। মুরুব্বির জোর ছিল না—চাকরী মেলা দায় হ'ল। এমন অফিস নেই যার দরজায় ঘুরি নি, এমন লোক নেই যার পায় তেল দিই নি। কিন্তু আমার ভাগ্যে চাকরী একটা কিছুতেই মিল্‌ল না। হতাশ হ'য়ে পড়লাম। কি করি, সমানে তাই

ভাবছি,. এমন সময়, মশায়, পেয়ে গেলাম জীবিকা-উপার্জ্জনের চমৎকার একটা উপায়। কি করে তাই বল্‌ছি। একদিন গেছি বালীগঞ্জে আমার দূর-সম্পর্কের এক কাকার বাড়ী—তিনি বেশ বড়লোক, যদি তাঁর কিছু সাহায্য পাই কাজকর্ম্মের যোগাড় করবার জন্য—এই আশায়।

"যে ঘরটায় তিনি ও আমি বসেছিলাম সেটা এমন চমৎকার সাজান—সুন্দর সুন্দর আসবাব-পত্র দিয়ে—সমস্ত আধুনিক রুচি-সম্মত, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু, তার মধ্যে একটা দরজার দু'দিকে দুটো প্রকাণ্ড চীনামাটীর ফুলদানী ঘরের সব সৌন্দর্য্যকে মাটী করে দিচ্ছে। জিনিষ দুটো দামী—কিন্তু যেমনি প্রকাণ্ড তেমনি কদাকার।

"আমি থাক্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কাকাবাবু, এমন চমৎকার সাজান ঘরে ঐ প্রকাণ্ড ফুলদানী দুটো রেখেছেন কেন?—মোটেই মানায় না যে এ-ঘরে ও-দুটোকে!'

"কাকাবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'ও-দুটোর কথা আর বোলো না। এত কষ্ট করে, খরচ করে, এ-দেশ ও-দেশ থেকে সব জিনিষপত্র এনে ঘরটাকে সাজালাম আর তার মধ্যে কি না আমাকে রাখতেই হ'বে ও-দুটো। তোমার কাকীমার আদেশ—তাঁর দাদা তাঁকে ভালবেসে দিয়েছেন যে! ও-দুটো যদি ভেঙ্গে যেত কোন রকম করে তা হ'লে আমি কালীঘাটে দশ বিশ টাকা পূজা দিতাম। চাকর-বাকরকে ত আর ভাঙ্গতে বল্‌তে পারি নে, তা হ'লে তারা মাথায় উঠ্‌বে, অন্য কোন জিনিষ ভাঙ্গলে কিছু বলা যাবে না। আর তা ছাড়া তাতে তোমার কাকীমাকে বলে দেওয়ার ভয়ও থাকবে যথেষ্ট। নিজেও ভাঙ্গতে পারি না ছল করে—তা হ'লে তোমার কাকীমাকে ত জান না,—আমাকে এ-বাড়ী ছাড়তে হ'বে।'

"ভদ্রলোক দেখলাম, বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। উঠে গিয়ে ফুলদানী দুটো একটার পর একটা তুলে মাটীতে আছাড় দিলাম—চুরমার হয়ে গেল। চাকর-বাকর, ছেলেপিলে সকলে শব্দ শুনে ছুটে এল। এর মধ্যেই ভাঙ্গা ফুলদানী-গুলির উপর আমি বেমালুম উপুড় হয়ে পড়েছি শুয়ে। মহা লজ্জিত এই ভাবে কাকাবাবুকে বল্‌লাম—'ছি ছি, দেখুন দেখি—হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে গিয়ে আপনার দামী ফুলদানী দুটো ভেঙ্গে ফেললাম!'

"কাকাবাবুও বেশ একটু বিরক্ত ও দুঃখিত ভাব দেখিয়েই বল্‌লেন, 'সত্যিই মহাক্ষতি হ'ল বৈ কি, একটু সাবধানে তাকিয়ে চলা উচিত ছিল তোমার—'

"চাকর-বাকর, ছেলেপিলে সব চলে গেলে কাকাবাবু অল্প একটু হেসে শুধু বল্‌লেন—'বাঁচালে আমাকে।'

"আমি একটু পরেই উঠলাম—যাওয়ার সময় কাকাকে বল্‌লাম, 'গোটা পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারেন? বিশেষ দরকার—দু এক মাসের মধ্যেই—'

"কাকাবাবু ব্যাগ থেকে দু'টো দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'এ আর শোধ দিতে হ'বে না,—যা উপকার তুমি আমার কর্‌লে আজ!'

"আমার মাথায় তখন এক মতলব এসে গেছে—মনে হ'ল, ব্যস্‌, আর ভাবনা নেই, পেয়ে গেছি আমার জীবিকা উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়। আর্কিমিডিসের মত চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে ইচ্ছা হ'ল—ইউরেকা, ইউরেকা—পেয়েছি, পেয়েছি।

"নোট দুটো কাকার হাত থেকে নিয়ে বল্‌লাম—'আপনি যে রকম বিপন্ন হয়েছিলেন এ-রকম বিপন্ন আর কোনও লোককে আপনি জানেন কি?"

"কাকাবাবু পাঁচ সাত জনের নাম কর্‌লেন—তাঁদের অবশ্য কাকেও আমি চিনি না। যাই

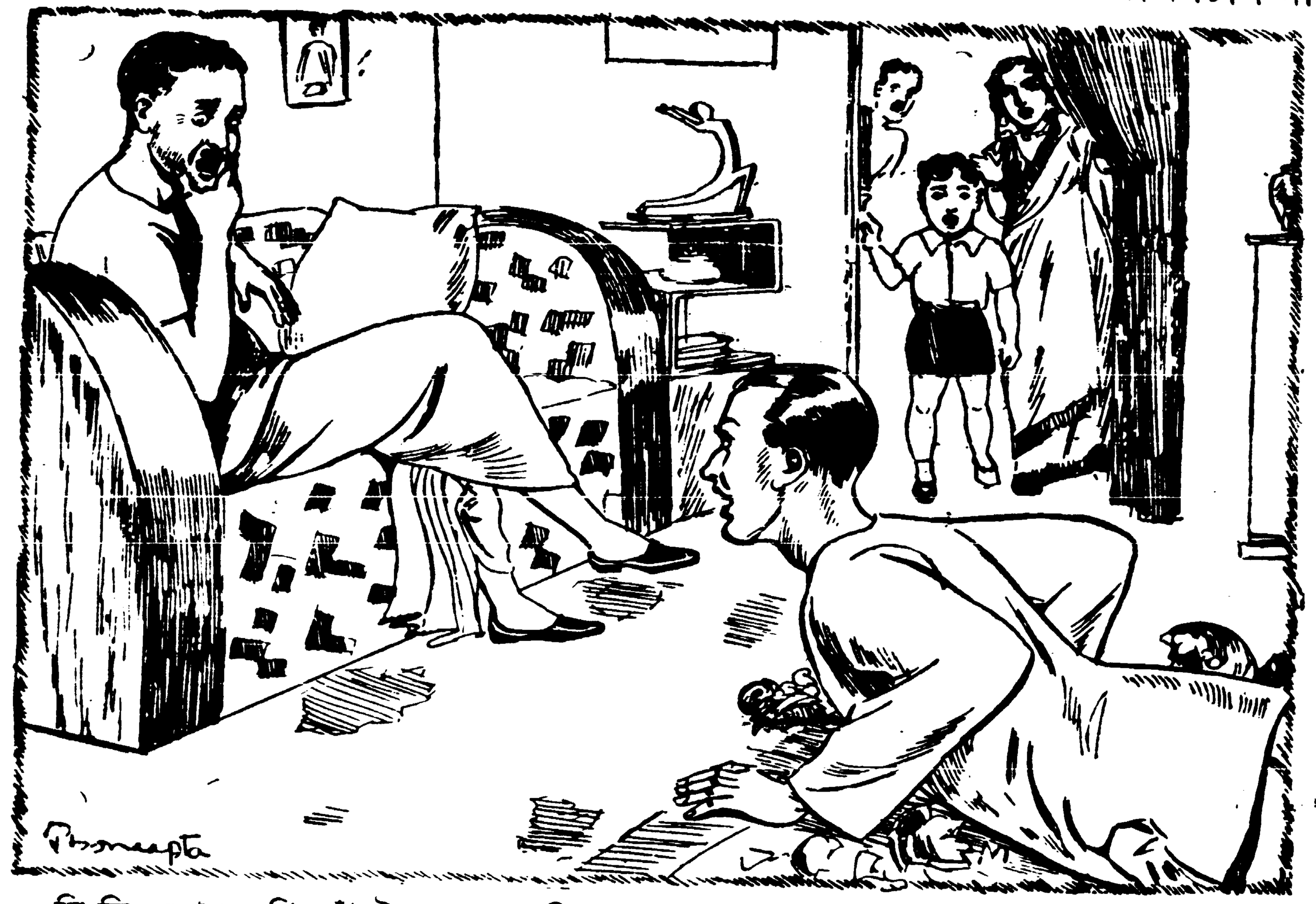

ছি ছি, দেখুন দেখি, হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে গিয়ে আপনার দামী ফুলদানী দুটো ভেঙ্গে ফেল্‌লাম।

হোক অনবরত আমার ডাক আস্‌তে লাগল ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী থেকে। প্রথম সপ্তাহে, আমার মনে আছে, আমি একটা বিশ্রী পেঁচামুখো দামী বাতিদান, একখানা অয়েল পেন্টিং, এবং একটা প্রকাণ্ড আলমারীর ধ্বংস-সাধন করি।"

আমি অবাক্‌ হয়ে ভদ্রলোককে বল্‌লাম—"'অয়েল পেন্টিং!' 'অয়েল পেন্টিং'এর ধ্বংস সাধন কর্‌লেন কি করে?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন—"অয়েল পেন্টিংটা প্রকাণ্ড হ'লেও অতি বাজে—সেই বাড়ীর গিন্নীর অতি আদুরে মেয়ে সেটা এঁকেছিল। তাই গিন্নী সেটাকে ড্রইং-রুমের ভাল ভাল ছবির মধ্যে

রেখেছিলেন টাঙ্গিয়ে; কর্ত্তার কন্যা-প্রীতি অত বেশী ছিল না—তাই তাঁর ভয়ানক লজ্জা করত সকলের সামনে ঐ বিশ্রী ছবি টাঙ্গিয়ে রাখতে। কিন্তু তিনি নিরুপায় বেচারা।

"আমি প্রথমে যে দড়ি দিয়ে ছবিটা টাঙ্গান ছিল সেইটা সকলের অসাক্ষাতে রাখলাম খুব আলগা করে খুলে—একটু হাওয়াতে নড়লেই যাতে পড়ে যায়। হ'লও তাই, খানিকক্ষণ পরে একটু জোরে হাওয়া আস্তেই ছবিটা সশব্দে গেল পড়ে। আমি কাছেই বসেছিলাম আগে থাক্তে। ছবিটা পড়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তুলতে গেলাম সেটা, এবং তাড়াতাড়ি তুল্তে গিয়ে ছবিটার মধ্যে আমার পা গেল পড়ে—ব্যাপার বুঝ্ছেন ত? সঙ্গে সঙ্গেই অত আদরের 'অয়েল পেন্টিং'—হয়ে গেল শেষ, ছিঁড়ে দু-ফাঁক।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"কষ্ট পেয়েছিলাম, আলমারীটা ভাঙ্গতে। সেকেলে পুরানো দারুণ ভারী এবং বড় কাচের আলমারী ছিল সেটা। বাড়ীর বুড়ো কর্ত্তা কিছুতেই সেটা বিক্রি কর্‌তে দেবেন না—সেটা নাকি তাঁর ঠাকুর্দ্দার আমলের জিনিষ। বুড়োর ছেলেরা ত নাকাল হয়ে গেছে। প্রত্যেকবার বাড়ী বদলের সময় সমানে ঐ আলমারী টান্‌তে টান্‌তে—এবং নতুন বাড়ীতে এসে টেনে উপরে তুলতে তুলতে। প্রথমে ত ছেলেদের বন্ধু বলে হ'লাম বুড়োর কাছে পরিচিত, পরে আলমারীর উঁচু পায়াগুলি একদিন করে রাখলাম জখম; আর তারপরে একদিন তিন ছেলের সঙ্গে বাধালাম ভীষণ মারামারি। অবশ্য সত্যি সত্যি মারামারি ভাববেন না যেন মশায়! মারামারি কর্‌তে কর্‌তে সবাই গিয়ে পড়লাম আলমারীটার উপর—সঙ্গে সঙ্গে আলমারীটা সশব্দে মাটীতে পড়ে হ'ল চুরমার।

"বুড়ো ত রেগে আগুন—ছেলেরা আমাকে অজস্র গালাগালি দিতে দিতে রাস্তায় টেনে এনে ফেল্‌ল। তারপরে পিঠ চাপড়ে হাতে দশ টাকার তিনটী নোট গুঁজে দিয়ে বল্‌লে—'বহু ধন্যবাদ মশায়, বহু ধন্যবাদ।' তারপরে বল্‌লে—'আমাদের দু-একটী বন্ধুরও এই রকম উপকার কর্‌তে হ'বে আপনার।'" একটু থেমে ভদ্রলোক বল্‌লেন—"আমার আর নিজেকে প্রচার কর্‌তে হয় না—এত বেশী 'কল্' আসে এমান যে সময় পেয়ে উঠি নে। একটা চতুর ছেলে পেলে 'য়্যাসিষ্ট্যান্ট' রাখতাম।"

অবাক্ হয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম এতক্ষণ। বল্‌লাম—"এতে প্রচুর কৌশল ও চাতুরীর দরকার তা হ'লে, কি বলেন?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন—"নিশ্চয়, একই বাড়ীতে কর্ত্তা ডেকেছেন—গিন্নী জানেন না তা। ছেলে ডেকেছে, মা জানেন না। এক ভাই ডেকেছে, আর এক ভাই জানে না।—মুস্কিল হয় বৈ কি।

"অপ্রিয় হ'তে হয় বৈ কি—বাড়ীর একজনের অপর একজনকে বাঁচাতে গিয়ে এবং তার চেয়ে বড় কথা, নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য। আমার রেট অবশ্য একটু হাই—ত্রিশ চল্লিশ

টাকার কম আমি আলমারী বা ঐ রকমের কিছু ভাঙ্গি না—দশ টাকার নীচে আমি নিই না যত ছোট জিনিষই হোক না কেন।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম আমি, "এখন কি ঐ রকম কোনও কিছু করে আস্‌ছেন না কি?"

ভদ্রলোক হেসে বল্‌লেন—"আজ্ঞে হাঁ, তবে বিশেষ এমন কিছু না। একটা বিয়ে-বাড়ীতে—মেয়ের যত কাচের, মাটীর এবং আজে-বাজে জিনিষপত্র সব দেওয়া হয়েছে মেয়ের সঙ্গে—বোধ হয় দু' তিন বাক্স জিনিষ। ছেলের বাপ ভদ্রতার খাতিরে নাও বল্‌তে পারেন না, আবার ঐ যত বাজে জিনিষ চারশ' পাঁচশ' মাইল বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচও প্রচুর, ঝঞ্ঝাটও যথেষ্ট। কার কাছে খবর পেয়ে ঘণ্টা দেড়েক আগে আমাকে ফোন্ করেন—"আর্জ্জেণ্ট কল্" দিয়ে। সেগুলো ভেঙ্গেই এখন ফির্‌ছি—" বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—"ঐ যা মশায়, বাস্ যে চলে এল অনেকখানি, কথা বল্‌তে বল্‌তে কখন আমার নামবার জায়গা ছাড়িয়ে চলে এসেছি—" বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক বাস্ থামিয়ে নেমে পড়লেন।

আমি চেঁচিয়ে বল্‌লাম—"মশায়, আমার বাড়ীতেও ঐ রকম দু-একটা জিনিষ—"

ভদ্রলোক তার উত্তরে চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"নিশ্চয় নিশ্চয়, যেদিন বল্‌বেন সেই দিনই যাব।"

বাস্ চল্‌তে লাগল হু-হু করে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল—তাড়াতাড়িতে ভদ্রলোকের ঠিকানা নিতে ভুলে গেলাম যে! মনটা মুষড়ে গেল ভীষণ—এত বড় দরকারী লোকটা—নিজের এবং বন্ধু-বান্ধবের কত উপকারই যে হ'ত তাঁকে দিয়ে!

ঠাণ্ডা জল

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

একটি ছেলে তার জলের কুঁজোয় ছোট্ট একটি ফুটো দেখতে পায়। নতুন কুঁজো না কিনে সে একটু সিমেণ্ট গুলে ফুটোটা বন্ধ করে দেয়। ফলে কুঁজোর জল যেমন ছিল তেমনি থাকে। ছেলেটি তখন ভাবলে, আচ্ছা, সমস্ত কুঁজোটার গায়েই যদি সিমেণ্ট গুলে লেপে দেওয়া যায় তবে কেমন হয়! নিশ্চয়ই তা হ'লে কুঁজোটা খুব মজবুত হবে। তাই করা হ'ল। কুঁজো খুব মজবুত হ'ল সন্দেহ নেই, কিন্তু ছেলেটি খুসী হতে পারল না। এখন তার নালিস হচ্ছে, কুঁজোটার জল আর আগের মত তেমন ঠাণ্ডা থাকছে না। কেন?

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বালির অথবা মাটীর কলসীর বা কুঁজোর জল বেশ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু পিতলের কলসীর বা কাচের বোতলের জল তেমন ঠাণ্ডা হয় না। এরই বা উত্তর কি?

আমি একজন এঞ্জিনীয়ারের কথা জানি; তিনি যখন মফঃস্বলে যেতেন তখন তাড়াতাড়ি একটু ঠাণ্ডা জলের দরকার হ'লে একটা সুন্দর উপায় অবলম্বন করতেন। একটা বড় ঘটিতে জল পূরে তিনি একটা পরিষ্কার গামছা দিয়ে ঘটির মুখ ও গা ঢেকে ঘটিটা উল্টে দিয়ে বারাণ্ডায় বাতাসে ঝুলিয়ে রাখতেন। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে ফাল্গুন মাসের রামধনুতে আমি এক চশমার দোকানের গল্প বলেছিলাম।—সেই উল্টান কাপে ক'রে চা আনার কথা। এঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের প্রণালীটাও ছিল অনেকটা সেই রকম। এই উপায়ে দেখা যেত জলটা খানিকক্ষণের মধ্যেই দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

ব্যাপারটা হঠাৎ ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু কারণটা সহজ, এইবার সেটা বলি।

বেলে কুঁজোগুলোর গায়ে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই আমার কথা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার। মাটীতে যত বালির ভাগ থাকে ছিদ্রও তত বেশী থাকে। এই সব ছিদ্রপথ দিয়ে জল বাইরে আসে ও উপে যায়। জল যখন উপে বাষ্প হয় তখন সেটা তার কাছাকাছি জায়গা থেকে অনেকখানি তাপ কেড়ে নেয়। ফলে সে জায়গাটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানের এটা একটা নিয়ম। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই তাপকে বলা হয় "বাষ্পীকরণের লুকান তাপ"। ইংরেজীতে বলে "লেটেণ্ট্ হিট্ অব্ ইভাপোরেশন্"।

কুঁজোর গায়ের জল যত তাড়াতাড়ি উপে যায় কুঁজোর জল তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। এখন বুঝতে পারছ যে কুঁজোর ছিদ্রপথগুলি যদি সিমেণ্ট বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করা হয় তা হ'লে ছিদ্রপথের অভাবে জল আর বাইরে এসে উপে যেতে পারে না। কাচের বোতলের এবং পিতলের কলসীর জলও ঠিক এই কারণেই ঠাণ্ডা হবার অবকাশ পায় না।

ছিদ্রপথ ছাড়া কুঁজোর জল ঠাণ্ডা হওয়ার অন্য কারণ হচ্ছে বায়ুপ্রবাহের বেগ। বাতাস যখন জোরে বয় তখন জল তাড়াতাড়ি উপে যায় এবং ঠাণ্ডা হয়। বলা বাহুল্য এর বিপরীত ব্যাপার ঘটলে ঠাণ্ডা হতেও দেরী হয়। কুঁজোর গায়ে ভিজে নেকড়া জড়িয়ে খানিকক্ষণ পাখার বাতাস দিলেও জল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা যায়। এঞ্জিনীয়ারের জল ঠাণ্ডা করবার যে প্রণালীর কথা বলেছি তাও হয় এই ভাবেই। ঘটির চারধারে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত কাপড় জড়ান থাকে। ঘটিটা উল্টান থাকাতে তার মুখের জল ছিদ্রপথ দিয়ে ঘটির চারদিকের জড়ান কাপড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে উপে যেতে থাকে এবং তার ফলে ভিতরের জলও ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যখন মাথায়, পেটে বা অন্য অঙ্গে বরফ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। হাতের কাছে বরফ না থাকলে নিম্নলিখিত ভাবে কাজ চালান যেতে পারে। দু'খানা গামছা নাও। একখানা

গামছা ভাঁজ ক'রে ভিজিয়ে তার এক কোণা ধরে সেটাকে বাতাসে কয়েক মিনিট ধরে ঘোরাতে থাক। দেখবে গামছাখানা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে ; তখন সেটাকে জড় করে মাথায় বা প্রয়োজনীয় অঙ্গে বসিয়ে দিলেই হ'ল। এইবার আর একখানা গামছা ঠিক আগের মত ক'রে ঠাণ্ডা করে নাও, এবং প্রথম গামছার ঠাণ্ডা ভাবটা কমে গেলে তার জায়গায় বসিয়ে দাও। এইভাবে মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করে নিলেই দেখবে বরফের অভাবেও বরফের কাজ অনেকটা চলে যাচ্ছে।

সীল সিংহ

[শিকার-কাহিনী]

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

অবশেষে সীল সিংহ ধরাই পড়ে গেল। গভীর রাত্রে যে সে-ই এসে জাল ছিঁড়ে মাছ খেয়ে যায় এ খবরটা সব জেলেই পেয়ে গেল। আর খবর পেলেই যে শত্রু-নিপাতে তারা উঠে পড়ে লাগ্‌বে এ তো জানা কথা। এখানে খুব মাছ, কষ্ট ক'রে নিজের ধর্‌তেও হয় না, মানুষেরা জাল ফেলে ধরে, তার দয়া ক'রে এসে খেয়ে যেতে যা কষ্ট। অথচ লোকগুলি দিন নেই রাত নেই, যেমন পাহারা দিচ্ছে তাতে তাকে ধরেও ফেল্‌বে শীগ্‌গিরই। এখন কিং কর্ত্তব্যম্? দু'মাইল দূরের বালুচরে বসে বসে সীল সিংহ সেদিন বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিল।

সীলের মাথায় খুব মস্ত বড় মগজ, তাতে বুদ্ধিও অনেক। আমাদের সীল সিংহেরও দুষ্টুমি বুদ্ধি বেশ। যেমন জোর তার গায়ে তেমনি তার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা। বসে বসে মতলব আঁটতে তার দেরী হ'ল না।

নিশুতি রাত, পূরো অমাবস্যা, ঘোর আঁধারে সমুদ্রের পাড়টা ছম্‌ছম্ কর্‌ছে। দু'-তিন দিন সীলের কোন দেখা নেই, জেলেরাও আর পাহারা দেয় না, যে যার নিজের নিজের তাঁবুতে ঘুমুচ্ছে। জলা-বোটের বড় সাহেবও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সম্ভবতঃ টাকার স্বপ্নই দেখ্‌ছেন ; হঠাৎ জলা-বোটটা ভীষণ নড়ে উঠ্‌ল। ব্যাপার কি! রাত্রে তো

আকাশে তেমন মেঘ ছিল না যে ঝড় উঠ্‌বে! তবে বোটটা এত জোরে দুলে উঠ্‌ল কেন? জানালায় একটা খস্‌খস্ শব্দ মনে হচ্ছে না? চোর না কি, না ডাকাত? চাকর-বাকর সব বিদায় দিয়ে মিঃ বার্কার আরাম ক'রে ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ এ কী পাপ! চমকে বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরের শব্দ বাড়তেই লাগ্‌ল, কে যেন খুব জোরে জোরে বোটটাকে দোলা দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জানালায় প্রচণ্ড আঘাত! ভয়ে মিঃ বার্কারের প্রাণ শুকিয়ে গেল। এখন উপায়? দরজা খুলে দেখবেন? না—যদি বোট উল্‌টে যায়! যদি—মিঃ বার্কার আর ভাবতে পার্‌লেন না, দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই সামনে দেখেন এক অদ্ভুত মুখ। চারিদিকের অন্ধকারের ভিতর হঠাৎ একটা মস্ত বড় জন্তু মিঃ বার্কারের গায়ের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। মস্ত বড় মুখটা ফাঁক হয়ে গেল, বড় বড় কয়েকটা দাঁত তাঁর গলার কাছে এগিয়ে এল। ভাবখানা, একটিবার যদি গলায় দাঁত ফোটাতে পারি,—একবার একবার! মিঃ বার্কারের শরীরের রক্ত জল হ'য়ে এল,—চিন্‌তে পার্‌লেন সেই চোর সীলকে—সীল সিংহকে। কী সাঙ্ঘাতিক! মরিয়া হ'য়ে তিনি সীলকে এক ধাক্কা দিলেন। সশব্দে সীল সিংহের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, সীলটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়্‌ল। পরক্ষণেই সে সামনের দু' পা দিয়ে মিঃ বার্কারকে চেপে ধর্‌ল। মিঃ বার্কার দু' হাত দিয়ে সীলটার গলার কাছটা টিপে ধরলেন। হুটোপাটি কর্‌তে কর্‌তে দু'জন দু'দিকে ছিট্‌কে পড়্‌ল। মিঃ বার্কার এক লাফে খাটের উপর উঠে দাঁড়ালেন,—হাতের কাছে খাটের মশারির ডাণ্ডা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে জন্তুটার মাথা লক্ষ্য ক'রে মার্‌লেন। বিদ্যুদ্বেগে সীলটা সরে গেল। টাল সামলাতে না পেরে মিঃ বার্কার হুম্‌ড়ী খেয়ে সীলটার ঘাড়ের উপর পড়ে গেলেন। প্রাণপণে দু'হাতে সীলটার গলা তিনি চেপে ধরলেন। সীলকে চেপে ধরে কেউ রাখ্‌তে পারে না, কারণ ওদের প্রচণ্ড শরীরটাকে ওরা এমন অদ্ভুতভাবে তাড়াতাড়ি ঘোরায় যে উপরের লোক গুলতীর ইটের মত ছট্‌কে বেরিয়ে যায়। এখানেও হ'ল তাই। মিঃ বার্কার সীলের পিঠ থেকে ছট্‌কে গিয়ে দেয়ালে ঠিক্‌রে পড়লেন। মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল—চোখে অন্ধকার দেখলেন।

জ্ঞান হ'ল অনেকক্ষণ পরে ; তখনও ভোর হয় নি, মিঃ বার্কার বুঝ্‌তেই

পারলেন না যে তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন। বেঁচে থাকলে কি ক'রে বেঁচে আছেন? সীলটা গেল কোথায়? তাঁকে মরা ভেবে কি পালিয়ে গেল?

খোলা দরজার দিকে পা বাড়াতেই পায়ে টেবিলের একটি পায়া লেগে হুমড়ী খেয়ে তিনি পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার করে এক প্রচণ্ড হাত এসে তাঁকে এক চাপড়ে মাটিতে শুইয়ে ফেল্‌ল। তা হ'লে দস্যিটা যায় নি! মিঃ বার্কার এবার মরার ভান ক'রে পড়ে রইলেন।

সীল সিংহ মোটেই ভাবে নি যে ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। তার ইচ্ছাটা ছিল ভয় দেখিয়ে লোকগুলিকে তাড়ানো। কিন্তু মিঃ বার্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে ক্ষেপে গেল। লোকটাকে একেবারে নিপাতই করা হবে, না ছেড়ে দেওয়া হবে, ভেবে সে কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। লোকটা তো আধমরা হয়ে পড়ে আছে। যাক্‌, ততক্ষণ বসে বসে দরজাটা পাহারা দেওয়া যাক্‌। ভাবাও তো দরকার! লোকটাকে শেষ করা ছাড়া আর উপায় কি? না, তার দরকার নেই, ভয় তো যথেষ্ট পেয়েছে! এমন সময়ে মিঃ বার্কার উঠে দাঁড়ালেন। এক চাপড়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে সীল মশাই আবার ভাবতে বস্‌ল।

মিঃ বার্কার বুকে শুয়ে শুয়ে খাটের নীচে চলে গেলেন। ক্যাবিনটা খুব বড় নয়। তার এক দিক্‌ যুড়ে খাটটা, খাটটার ঠিক উপরেই হ'ল একটা বেশ বড় জানালা, যাতে সীলটা প্রথম এসে ধাক্কা দিয়েছিল। খাটের পায়ের দিকে হ'ল দরজা আর মাথার দিকে একটা টেবিলে ছিল জল, দু' একখানা বই। প্রথম বারের আক্রমণে টেবিলটি উল্টে পড়ে গেছে। খাটটা সরে জানালা থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। দরজার পাশে শুয়ে সীলটা দরজা পাহারা দিচ্ছে। মিঃ বার্কার খাটের নীচে ঢুক্‌লেন।

সীলটা নিজের মনে মনে বোধ হয় একটু হাস্‌ল। ঠিক সে যা চাইছে তাই হবে দেখা যাচ্ছে। লোকটা ভয়ে খাটের নীচে ঢুক্‌ছে! বাঁচা গেল।

মিঃ বার্কার গড়াতে গড়াতে জানালার ঠিক নীচে গিয়ে পড়্‌লেন। ব্যস্‌, আর পায় কে? চোখের পলকে তিনি জানালার উপর উঠে বস্‌লেন, পরমুহূর্ত্তেই জলে।

সীলটা অবাক্‌! তীরের মত বেগে সে জানালা দিয়ে ছুটকে মিঃ বার্কারের মাথার উপর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌ল।

মিঃ বার্কার ডুব দিলেন, সীল সিংহও টুপ্‌ ক'রে ডুব্‌ল। মিঃ বার্কার প্রাণপণ শক্তিতে সাঁতার দিতে লাগলেন তীরের দিকে, পেছনে পেছনে সীল। মিঃ বার্কার এক একবার পেছনে তাকাচ্ছেন, সীল ঠিক পেছন পেছন আছে; আবার জোরে জোরে সাঁতার কাটছেন। সীলও গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। মিঃ বার্কার যত জোরে চলেন সীলও ঠিক তত জোরে চলে, দু' জনের ব্যবধান বরাবর সমান। মিঃ বার্কার পাগলের মত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কী মতলব এই হতভাগা জানোয়ারটার! সে তো ইচ্ছে করলেই তাঁকে ধরতে পারে, তবে ধরছে না কেন?—কেন? কেন? তাঁর মগজে এই 'কেন'র উত্তর কিছু ভেবে পেলেন না। সামনে তীর, তীর—মুক্তি। মিঃ বার্কার টেনে টেনে নিজেকে পাড়ে তুলে দূরে জেলেদের তাঁবুর দিকে ছুটলেন। সীলটা গোলার মত ছুটে এসে পাড়ে উঠ্‌ল। তারপর অদ্ভুতভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিঃ বার্কারকে তাড়া ক'রে নিয়ে চল্‌ল। মিঃ বার্কার দেখলেন এ তো ভারী বিপদ, ছুটে তো সীল সিংহের সঙ্গে পারা যাচ্ছে না, তাই ঘুরে দাঁড়ালেন। হাতের কাছে একটা মস্ত বড় পাথরের নুড়ি পড়েছিল, তুলে সীলটার মাথা লক্ষ্য করে মারলেন। সীলটা একটু সরে দাঁড়াল, তারপর প্রচণ্ডভাবে গর্জ্জন ক'রে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

মিঃ বার্কারের চীৎকার আর ডাকু সীলটার গর্জ্জন শুনে জেলেরা সব লাঠি সোটা নিয়ে বেরিয়ে এসে সীলটাকে তাড়া করল, কিন্তু কাছে এগোয় কার সাধ্য? পেছন ফিরে ছুটতে ছুটতে সামনের দু' পা দিয়ে সে প্রাণপণে পাথরের নুড়ি ছুঁড়তে লাগল। বাপ্‌ রে, সে যেন এক একটা বন্দুকের গুলি আর কি! সামনের জেলের দলের দু'জনের কপালে লেগে তারা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল, একজনের চোখে এমন ভাবে লাগল যে চোখের পাতা ফুলে গেল, একজনের বুকে পর পর চারটি লেগে দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম। আর কেউ এগোল না। ডাকাত সীলটা গড়িয়ে গিয়ে জলে নামল।

জেলেদের মন্ত্রণা-সভা বস্‌ল। কী করা যায় এ জন্তু নিয়ে! মাছ ধরতে

এসে তো আর ভরসা ক'রে সীল মারতে পারা যায় না, মাছের দেবতার নাকি খুব কৃপা ওদের উপর! সীল যারা যেখানে মারে, সেখানকার মাছ নাকি দূরে চলে যায়। এখন উপায় কি?

মিঃ বার্কার বল্‌লেন, "দেখাই যাক্ না ডাকাতটা আর কি করে। আমার উপর অত্যাচারটা ক'রেই বোধ হয় সে খুসী হ'য়ে চলে যাবে।"

একজন জেলে বল্‌ল, "কিন্তু যাবে কোথায়? এত আরামের খাবার তো আর সে কোথাও পাবে না, কাজেই—"

মিঃ বার্কার বল্‌লেন, "কিন্তু কি করবে না করবে তা কয়েক দিন না দেখে তো আর কেউ ঠিক করতে পারবে না, কাজেই আমার মতে এখন আমাদের চুপ ক'রে থাকাই উচিত। আর যদি বল, আমি জন্তুটাকে মেরে ফেলবার বন্দোবস্ত করি।"

সব জেলেরা একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "ও কথা মুখেও আন্‌বেন না, তা হ'লে আমাদের জালে একটি মাছও পড়বে না।"

অগত্যা, সীল এর পরে কি করে তা দেখবার জন্য সকলে অপেক্ষা করতে রাজী হ'ল।

দু'দিন ধ'রে জালে আর মাছ পড়ে না, সীলেরও আর দেখা নেই। রাত্রে এসে সে যে প্রাণ ভরে মাছ খেয়ে, সব মাছ জাল থেকে তাড়িয়ে বার ক'রে দেয় সে খবর তো আর কেউ রাখে না! কিন্তু মিঃ বার্কারের কাছে একদিন ধরা পড়ে গেল। সেই সীলটাই যে এর জন্য দায়ী তা তিনি সবাইকে দেখিয়ে দিলেন।

আবার সভা বস্‌ল, কিন্তু মীমাংসা আর হয় না। কোন রকম ক'রে কি জন্তুটাকে ধরা যায় না? কিন্তু ধরেই বা কী হবে? যদি না তাকে মারাই যায় তবে ধরে লাভ?

মিঃ বার্কার বল্‌লেন, "দেখ, আমি যা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, যত দিন এ সীল বেঁচে আছে, ততদিন একটি মাছও তোমরা ধরতে পারবে না। আর তোমরা বল্‌ছ যে এ মাছ দেবতার মাছ, মার্‌লে দেবতার অভিশাপ লাগ্‌বে, আর মাছ পাওয়া যাবে না! নাই বা পাওয়া গেল। আমাদের কাছে একে মার্‌লেও যা, না মার্‌লেও যখন তাই—মাছ যখন কোনটাতেই পাব না তবে আর একে রেখে কি লাভ?"

জেলেরা নিজেদের মধ্যে অনেক পরামর্শ ক'রে শেষটায় মিঃ বার্কারের মতেই মত দিল।

মিঃ বার্কার সহরে চলে গেলেন। সহরে গিয়েই খোঁজ করলেন একটা ব্যাণ্ড পার্টির, আর তাদের আগাম টাকা দিয়ে এক রাত্রের জন্য তাঁর নিজের বজরায় নিয়ে এলেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে মিঃ বার্কারের জলা-বোটে ব্যাণ্ড বাজ্‌তে লাগ্‌ল, আর দু'জন লোক সব সময়েই দু'টো বন্দুক নিয়ে তৈরী রইল।

সীলেরা গান বড় ভালবাসে, গান-বাজনা শুন্‌লে আর কিছুতেই তারা জলের নীচে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে না। এমন কি দেখা গেছে, বাজ্‌না বাজাতে বাজাতে চল্‌তে থাক্‌লে সীলও পেছন পেছন চল্‌তে থাকে।

এবারেও হ'ল তাই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সীল জলের উপর ভেসে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক্ থেকে দু'টো বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল। সীলটা এমন আচমকা আক্রমণে হতবুদ্ধি হ'য়ে সেই যে ডুব দিল, আর সেখানে সে আসে নি। যারা সামনা সামনি না পেরে কাপুরুষের মত যুদ্ধ করে সীল সিংহ তাদের সঙ্গে থাক্‌তেও ঘৃণা বোধ করে।

ছদ্মবেশ

(ভূমিকায়—শ্রীলতিকা ঘোষ, আলোকচিত্রগ্রহীত্রী—ঐ)

সামান্য সাজপোষাক ও ভাবের সাহায্যে নিজের আসল চেহারার কি রকম অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করা যায় পরের পৃষ্ঠায় তাহাই দেখান হইয়াছে। চিত্রে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকায় সাজিয়াছেন, সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক চেহারাও দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেকটি ফটো ছদ্মবেশধারিণী নিজেই ছোট কোড্যাক্ ক্যামেরায় সময়-নির্দ্ধারক যন্ত্রের (Self-timer) সাহায্যে তুলিয়াছেন।

আমাদের ছোট ছোট ভাইবোনেরাও একটু চেষ্টা করিলে এই রকম ছদ্মবেশ ধরিয়া আমোদ পাইতে পার।

উপরে :—বাঁদিকে—হৃষ্ট (কাফ্রী ভাঁড়), ডানদিকে—রুষ্ট (ব্যারিষ্টার)
নীচে :—বাঁদিকে—খোস্‌মেজাজে (কবি), ডানদিকে—স্বাভাবিক চেহারা

ফুলের মূল্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় সাকার

বক্সটেলের আগমন-সংবাদ পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সে নিজেই দরজা ঠেলিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিল; তার পিছন পিছন দু'টি লোক সযত্নে একটা ছোট বাক্স বহিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। এই বাক্সটাই আপাততঃ বিখ্যাত কালো টিউলিপের বাসস্থান।

খবর পাইয়া কুমারও আসিলেন, রোজাও আসিল। পরমুহূর্ত্তেই "এই তো আমার টিউলিপ্—আমার টিউলিপ্—" বলিতে বলিতে উত্তেজনায় রোজা কাঁদিয়া ফেলিল।

কুমার জানালার পাশে আলোর সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন, রোজার মনে হইল এ লোকটিকে সে কোথায় দেখিয়াছে—অত্যন্ত পরিচিত মুখ।

"মাষ্টার বক্সটেল্, এদিকে আসুন।" কুমার কহিলেন।

বক্সটেল আগাইয়া আসিল, তার পর ষ্টাট্‌হোল্ডারের সঙ্গে মুখামুখি হইতেই চম্‌কাইয়া কহিল, "কুমার, আপনি?" এবার রোজারও সন্দেহ ঘুচিল, অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে সেও চেঁচাইয়া উঠিল, "য়্যাঁ, কুমার!"

হঠাৎ ভূত দেখিলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, রোজার কণ্ঠস্বরে বক্সটেলের অবস্থাও হইল সেই রকম। কিন্তু সে ভয়ানক ধূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত পরেই নিজেকে সামলাইয়া লইল। বক্সটেলের মুখের বিচলিত ভাব ষ্টাট্‌হোল্ডারেরও চোখ এড়ায় নাই, তবে হয়তো হঠাৎ কুমারের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছে, এ রকম মনে করা অসঙ্গত নয়।

কুমার বিশেষ কিছু ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মাষ্টার বক্সটেল, আপনিই তো কালো টিউলিপ্ আবিষ্কার করেছেন?"

বক্সটেল উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"। তার কণ্ঠস্বর তখন বেশ স্বাভাবিক।

"কিন্তু"—কুমার একটু থামিয়া কহিলেন, "এই মেয়েটিও ঐ কালো টিউলিপ্ আবিষ্কারের দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে। একে বোধ হয় আপনি চেনেন না?" কথা শেষ করিয়া কুমার উৎসুকনেত্রে বক্সটেলের মুখের দিকে চাহিলেন।

বক্সটেল এবারও অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিল, "আজ্ঞে না।"

কুমার রোজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি কি বক্সটেল্ সাহেবকে চেন?"

রোজা উত্তর দিল, "না, বক্সটেল সাহেবকে আমি চিনি না, তবে জেকব্ সাহেবকে চিনি।"

"তার মানে?"

"তার মানে এখানে যে লোকটি নিজেকে বক্সটেল ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন, লুভেষ্টিনে তাঁকে সবাই জেকব্ সাহেব ব'লে জান্‌ত।"

বক্সটেল দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করিল, "মিথ্যে কথা।"

কুমার কহিলেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান্ আপনি কখনও লুভেষ্টিনে যানই নি।"

বক্সটেল একটু ফাঁপরে পড়িল, কিন্তু সে ভাব কাটাইয়া বলিল, "না, তা আমি অস্বীকার করছি না, আমি অস্বীকার করছি এই টিউলিপ্ চুরির কথা।"

রোজা চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আপনিই চুরি করেছেন, আমার ঘর থেকে চুরি করেছেন। এখন অস্বীকার করছেন! আমার পিছু পিছু আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে বাগানে ঘুরতেন না? আমি যখন চোরকে জব্দ করবার জন্য বাগানে গাছ পুঁতবার ভান করলাম তখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল কে? তার পর আমি আড়ালে গেলে চোরের মত চুপি চুপি এসে মাটী খুঁড়েছিল কে? বলুন, বলুন, সবই অস্বীকার করুন!"

বক্সটেল্ এ সব অভিযোগের কোন জবাব দিল না, সে ষ্টাট্‌হোল্ডারের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেখুন, আমি আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে টিউলিপ্-চর্চ্চা করে আসছি, এতে আমার আগে বেশ নামও ছিল। আমার একটা টিউলিপের নামকরণ আমি পোর্টুগালের রাজার নাম দিয়ে করেছিলাম, সে টিউলিপের নাম জানে না এমন লোক বোধ হয় টিউলিপ্-বিশারদদের মধ্যে কেউ নেই। কাজেই আমার কথা হয়তো আপনি অবিশ্বাস করেন না। সত্যিকার ব্যাপার আমি খুলে বলছি: আমার কালো টিউলিপের কথা আমি কারও কাছে গোপন করতাম না, এই মেয়েটিও জান্‌ত। লুভেষ্টিন্ জেলের এক কয়েদীর সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করে এ আমার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করেছিল। কারণ অবশ্য জানেন, এক লক্ষ গিল্ডারের পুরস্কারটা। আমার নেহাৎ বরাতের জোর তাই স্বয়ং আপনি এর বিচারের ভার নিয়েছেন। আপনার কাছে ন্যায় বিচার পাব এ আমি জোর করেই বলতে পারি।"

রোজা রাগে কাঁপিতেছিল, সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, ষ্টাট্‌হোল্ডার ধমক্ দিয়া কহিলেন, "তুমি চুপ্ কর।" তার পর বক্সটেলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সে কয়েদীটি কে?"

রোজার মুখ শুকাইয়া গেল। ভ্যান্ বার্ল্‌কে ষ্টাট্‌হোল্ডার কি চোখে দেখেন তা সে জানিত। বক্সটেলের কিন্তু হইল পরম আহ্লাদ, একেবারে তার মনের মত প্রশ্ন।

"কয়েদীটির নাম শুনলেই আপনি বুঝবেন কি দরের লোক এরা। সে আর কেউ নয়, কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্ল্—সেই পাপাত্মা কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের ধর্ম্মছেলে,—একবার যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।"

কুমার ভীষণ ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন, উত্তেজনায় তাঁর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রোজা ভয়ে হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া ছিল, কুমার উঠিয়া তার কাছে গিয়া রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "হাত সরাও।"

রোজা মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত সরাইয়া লইল। কুমার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি তবে এই ভ্যান্ বার্লের জন্যই তোমার বাবাকে লুভেষ্টিনে বদলী করাবার জন্য দরবার করেছিলে?"

রোজা মাথা নীচু করিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। কুমার বক্সটেলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, আপনি যা বলছিলেন বলুন।"

"আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। আপনি নিজেই অনেক কিছু জানেন। শুধু এই মেয়েটা কি রকম অকৃতজ্ঞ তাই বল্‌ব। বিষয়কর্ম্ম ব্যাপারে আমাকে লুভেষ্টিনে যেতে হয়েছিল, সেখানেই জেলার গ্রাইফাসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার মেয়েটিকে দেখে আমার পছন্দ হওয়ায় আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব করি, কিন্তু আমি তেমন বড়লোক না হওয়ায় গ্রাইফাস্ 'কিন্তু কিন্তু' করে। আমি তখন আমার এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার-প্রাপ্তির সম্ভাবনাটার কথা ওদের বলি এবং প্রমাণ হিসেবে আমার কালো টিউলিপের গাছটাও দেখাই। এই মেয়েটি তখন তার বন্ধু ঐ কয়েদীটার সঙ্গে চক্রান্ত করে আমার সর্ব্বনাশ ঘটাবার মতলব করে। আপনি জানেন বোধ হয়, ভ্যান্ বার্ল্ তার রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র ঢাকবার জন্য লোক-দেখান টিউলিপ্ চর্চ্চার ভান কর্‌ত। কাজেই সুযোগ জুটে গেল। তার পর যেদিন কালো টিউলিপ্ ফুটবার কথা সেদিন হঠাৎ আমার গাছটা চুরি গেল। আমার নিতান্ত ভাগ্যের জোর, ফুলটা নিজের ঘরে রেখে এখানকার উদ্যান-সমিতিতে খবর পাঠাবার জন্য মেয়েটা যখন লোক ঠিক করতে গিয়েছিল সেই ফাঁকে আমি আবার ফুলটা উদ্ধার করতে পেরেছি। যে কয় ঘণ্টা ফুলটা ওর কাছে ছিল সেই সময়টুকুর মধ্যে ও হয়তো সেটা কাউকে কাউকে দেখিয়েছে এবং তারা হয়তো ওর হয়ে সাক্ষীও দেবে; কিন্তু আসল ঘটনা আপনাকে জানালাম, ন্যায় বিচারের ভার আপনার ওপর।"

"এ সব মিথ্যে—সব মিথ্যে"—বলিতে বলিতে রোজা কাঁদিতে কাঁদিতে ষ্টাট্‌হোল্ডারের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। রোজার অপরাধ সম্বন্ধে ষ্টাট্‌হোল্ডারের আর কোন সন্দেহ ছিল না, তবু তার রকম-সকম দেখিয়া তাঁর একটু মায়া হইল; তিনি কহিলেন, "তোমার অপরাধ গুরুতর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি সেই হতভাগা বন্দীর পাল্লায় পড়েই তুমি এ কাজ করেছ। তাকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব।"

রোজা আরও ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না না, তাঁর কোন দোষ নেই, তিনি একেবারে নির্দ্দোষ।"

"নির্দ্দোষ! সেই না তোমাকে এ কুপরামর্শ দিয়েছে?"

"না না, তিনি একেবারেই নির্দ্দোষ। তাঁর প্রথম অপরাধ,—না না, অপরাধ নয়, অপবাদ—যে অপবাদে আজ তিনি বন্দী, সেটাও যেমন মিথ্যে, এই দ্বিতীয় অপবাদও তেমনি মিথ্যে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে আপনিও আমার কথায় সায় দিতেন।"

বক্সটেল টিটকারি দিয়া কহিল, "ডি উইটের শিষ্য, যিনি—"

কুমার বাধা দিয়া কহিলেন, "থাক্, এখন রাজনীতির চর্চ্চার দরকার নেই; তবে হ্যাঁ, আপনার টিউলিপ্ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সুবিচার পাবেন।"

বক্সটেল আনন্দে গলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, ভ্যান্ হেরিসেনও তার পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন। কুমার রোজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, তোমার অপরাধ, আগেই বলেছি, খুব গুরুতর, তবে আসল আসামীকেই আমি শাস্তি দেব। কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের শিষ্য ষড়্‌যন্ত্রকারী—বিশ্বাসঘাতক সবই হতে পারে কিন্তু চোর হওয়া তার সাজে না।"

রোজা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তিনি চোর নন, চোর এই লোকটা।"

বক্সটেল বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বেশ তো, প্রমাণ কর না।"

"প্রমাণ আমি করব। ভগবান্ আমাকে সাহায্য করবেন। আচ্ছা, আপনি তো কালো টিউলিপ্ বের করেছেন, বলুন তো এর ক'টা সাকার ছিল?"

বক্সটেল ইতস্ততঃ করিল, তারপর বুঝিল আর একটি সাকার না থাকিলে রোজা এ প্রশ্ন করিত না। তাই জবাব দিল, "তিনটে।"

"সেগুলোর কি হয়েছে?"

"প্রথমটা নষ্ট হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা থেকে ফুল ফুটেছে।"

"আর তৃতীয়টা?"

"য়্যাঁ—তৃতীয়টা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তৃতীয়টা, কোথায় সেটা?"

বক্সটেল একটু ঘাবড়াইয়া গেল, তারপর জবাব দিল, "সেটা—সেটা আমার বাড়ীতে রয়েছে।"

"কোথায়, লুভেষ্টিনে না ডর্টে?"

"ডর্টে।"

"মিথ্যাবাদী!" রোজা ঘৃণাভরে একবার বক্সটেলের দিকে ভ্রূকুটি হানিয়া কুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "প্রথম সাকারটা আমার বাবা পায়ে থেঁৎলে নষ্ট করেছেন, তা এ ভদ্রলোক বেশ জানেন। দ্বিতীয় সাকার আমি আমার ঘরে টবে পুঁতেছিলাম, তাই থেকেই কালো টিউলিপ্ ফুটেছে; আর তৃতীয়টা—" এই বলিয়া রোজা জামার ভিতর হইতে টান দিয়া কাগজে মোড়া তৃতীয় সাকারটা বাহির করিয়া বলিল, "ভ্যান্ বার্লে‌কে যখন প্রাণদণ্ড দিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি তিনটে সাকারই আমাকে দিয়ে যান—এমন কি যে কাগজে মুড়ে দিয়েছিলেন এখনও সেই কাগজেই তা মোড়া রয়েছে।" এই বলিয়া রোজা মোড়ক খুলিয়া সাকারটি ষ্টাট্-হোল্ডারের হাতে তুলিয়া দিল।

বক্সটেল থতমত খাইয়া বলিল, "কিন্তু—কিন্তু ও হয়তো ফুলের মত আমার সাকারটাও চুরি করে এনেছে—"

কুমার তার কথায় কান না দিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে সাকারটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর রোজা ততোধিক মনোযোগ সহকারে যে কাগজে সাকারটি মোড়া ছিল সেই কাগজটি পড়িতে লাগিল। পরক্ষণেই রোজার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কাগজখানা একবার—দু'বার—তিনবার পড়িল, তারপর অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখুন দেখুন, এতে কি লেখা আছে!"

ষ্টাট্‌হোল্ডার সাকারটি ভ্যান্ হেরিসেনের হাতে দিয়া রোজার হাত হইতে কাগজখানা তুলিয়া লইলেন; তার পর সেটার দিকে একবার চোখ বুলাইতেই মনে হইল তিনি যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, এখনই বুঝি কাগজখানি তাঁর হাত হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইবে!

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের মধ্যে আয়তনে সব চেয়ে বড় জেলা মান্দ্রাজ প্রদেশের ভিজাগাপট্টম্। সব চেয়ে বেশী লোকসংখ্যা কিন্তু বাংলার ময়মনসিংহ জেলায়—৫১ লক্ষেরও কিছু বেশী। অষ্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ, কিন্তু সেখানকার লোকসংখ্যা ময়মনসিংহ জেলার চেয়ে বেশী নয়।

নতুন ডাক্তার

[একাঙ্ক নাটিকা]

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ.)

প্রথম দৃশ্য

জেলখানার অফিস। বিকাল বেলা। জেলার বাবু তাঁর নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পরনে গিলা-করা আদ্ধির পাঞ্জাবী, কোঁচানো মিহি কাপড় আর চক্‌চকে পাম্‌প্‌-স্থ। একটি কয়েদী তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে পাকা চুল তুলছে; একটি পাশে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় একটা পাখা দিয়ে হাওয়া করছে, আর একটি তাঁর সামনেকার টেবিলের নীচে বসে পা টিপে দিচ্ছে।

জমাদার গজানন্দ্ সিংএর প্রবেশ।

পরনে খাকী সার্ট, সর্ট, পায়ে বুট, পট্টি, মাথায় পাগ্‌ড়ি। চোখে মুখে উত্তেজনা। মিলিটারি কায়দায় জোরে বুট ঠুকে সেলাম করে দাঁড়াল। জেলার বাবু মুখ তুলে চাইলেন।

গজানন্দ্। (উঁচুগলায়) বহুৎ লোকসান হো গিয়া হুজুর! বাগান সব বিলকুল খা লিয়া।

জেলার (চমকে) য়্যাঁ! সে কি?

গজানন্দ্। জি হুজুর। দেখিয়ে না কেরাণী বাবুকা তামাসা।

জেলার। কেরাণী বাবু! কেরাণী বাবু বাগান খা লিয়া?

গজা। নেই, নেহ। কেরাণী বাবু নেহি; উস্‌কো গোরু।

জেলার। গোরু! তাই বল। সব সাবাড় করে দিয়েছে?

গজা। আউর কেয়া? তিনঠো এৎনা বড়া কুমড়াকা লত্তা, দোঠো ঢেঁড়সকা চারা, আউর একঠো কচ্চ্—

জেলার। আর তুমি করছিলে কোন্ কচু?

গজা। হাম্ ওধারছে চিল্লায়া—খবরদার। হুজুরকা গোরু—ও ভি ঐ সাথ্ রহা—একদম "আটেনসান্" হোকে খাড়া হো গিয়া। লেকিন ঐ কেরাণী বাবুকা গোরু—এইসা ছোটা জাত—দৌড়কে চলা গিয়া বাগানমে। উঃ! তিনঠো এৎনা বড়া কুমড়াকা লত্তা—দোঠো—

জেলার। আচ্ছা, হয়েছে। এবার যাও—কুমড়াকা লত্তা। আমি নিজে দেখে যা হয় করব।

গজা। বহুৎ আচ্ছা, হুজুর। —প্রস্থান

[একজন কয়েদীর প্রবেশ। ভালো চেহারা, পরনে ভদ্র-পোষাক; বয়স আঠারো উনিশ। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা। সঙ্গে কনেষ্টবল, ঐ দড়ির একটা ধার ধরে, সেলাম করে এসে দাঁড়াল।]

জেলার। কে হে বাপু? মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে! ও, তাই বল; এ যে আমাদের সতীশবাবু! কি হে সতীশ? এবার নিয়ে ক'বার হ'ল?

সতীশ। দু'বার হ'ল স্যর।

জেলার। নাঃ, দু'বার নয়। আমার যেন মনে হচ্ছে বার তিনেক হ'বে। কি বল?

সতীশ। আজ্ঞে—

জেলার। আজ্ঞে নয়, ঠিকই বলছি। দেখি; এবার ক'বচ্ছর হ'ল।

[কনেষ্টবল ওয়ারেণ্ট এগিয়ে দিল; এবং হাতকড়া ও দড়ি খুলে দিল]

য়্যাঁ! মোটে তিন মাস?

(জেল-ডাক্তারের প্রবেশ)

এই যে আসুন ডাক্তারবাবু। বসুন—বসুন। (কনেষ্টবলের প্রতি) আচ্ছা তুমি গেটে গিয়ে বসো।

(কনেষ্টবলের প্রস্থান)

ডাক্তার। (বসে) ভদ্রলোকের ছেলে মনে হচ্ছে। কি "কেসে" (Case) এল?

জেলার। চুরি। আর এরই মধ্যে তিনবার হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার। বলেন কি? এই বয়সে?

জেলার। হ্যাঁ। এই ত কেবল সুরু।

ডাক্তার। তোমার নামটি কি হে?

কয়েদী। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাক্তার। চুরি করেছ?

কয়েদী। করেছি স্যর।

ডাক্তার। বাঃ, একেবারে খোলাখুলি। কেন বাপু, ভদ্রলোকের ছেলে; চুরি করতে গেলে কেন?

কয়েদী। না করলে খাবো কি করে?

ডাক্তার। কেন, কোন কাজ-টাজ—

কয়েদী। (হেসে উঠ্‌ল) কাজ? পুরানো চোরকে কে কাজ দেবে, বলুন?

জেলার। কেউ দেবে না। সাধ করে সাপ পুষবে কে বল? কখন ছোবল মারবে, তার তো ঠিক নেই।

কয়েদী। রাগ করবেন না, স্তর। ছোবল মারতে আপনারাই আমাদের বাধ্য করেন।

জেলার। কি রকম?

কয়েদী। দশ মাইলের মধ্যে কোথাও যদি একবার চুরি হ'ল, পুলিশ এসে প্রথমেই দড়ি বাঁধবে আমার হাতে। কেননা আমি হচ্ছি পুরানো চোর। গ্রামের দশ জন পয়সা খরচ করে "সাক্ষী" দিয়ে আসবেন ঐ সতে ব্যাটাই চোর। কেউ বলবেন, 'আমি সিঁদ কাটতে দেখেছি,' কেউ বলবেন, 'আমি পালাতে দেখেছি'। চুরি না করেই যদি চোর হ'তে হয়, চুরি করে চোর হওয়াই ভালো।

ডাক্তার। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, জেলারবাবু। অনেক সময় বিনা দোষেও এদের জেল হয়!

জেলার। হ্যাঁ, তা মাঝে মাঝে হয় বৈ কি। আর হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এঁরা হচ্ছেন এক একটি বোমা। কখন কার মাথায় ফাটবে—এই ভয়ে সবাই তটস্থ। কাজেই পুলিশকে ধরে সত্যি মিথ্যা যা হোক কিছু বানিয়ে কোন রকমে এদের জেলের মধ্যে এনে ফেলতে পারলেই গেরস্ত লোকে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে।

ডাক্তার। কিন্তু এ ত ভারী অন্যায়। আচ্ছা সতীশ, তোমাকে যদি কেউ কাজ দেয়, করবে?

সতীশ। কেন করবো না, স্তর?

ডাক্তার। চুরি ছেড়ে দেবে?

সতীশ। পেট ভরবার মত ব্যবস্থা হ'লে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো।

ডাক্তার। তোমার আছে কে?

সতীশ। কেউ নেই, স্তর!

(কনেষ্টবলের প্রবেশ)

জেলার। আচ্ছা, এবার এসো তা হ'লে। (পুলিশের প্রতি) যাও হে নিয়ে যাও। ঐ ঘরে বাবুরা রয়েছেন।

(পুলিশের সঙ্গে সতীশের প্রস্থান)

জেলার। দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনি নতুন লোক, আর বয়সেও নবীন। একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। এই সব মহাপুরুষদের জন্যে চোখের জল যদি ফেলতে চান, তো দূর থেকেই ফেলবেন। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যদি বসান, তা হ'লে ঐ চোখের জল আর থামবে না।

ডাক্তার। আপনার কথা আমি অস্বীকার করি না, জেলারবাবু। তবু এ কথা সত্যি

যে এই সব ছেলে যে এমন ক'রে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, সেজন্য এরা যতটা দায়ী, তার চেয়ে আমাদের দায়িত্বটা কম নয়।

জেলার। (উঠে দাঁড়িয়ে) নাঃ, আপনার দেখছি আজ একটু বেশী রকম ভাবের উদয় হ'য়েছে। চলুন, চলুন, বাগানের দিকে চলুন। মাথায় হাওয়া লাগলেই ওটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ডাক্তার বাবুর শোবার ঘর। একদিকে তক্তপোষ, তার উপর বিছানা। আর একদিকে ছোট টেবিল, তার পাশে চেয়ার, দেয়ালের ধারে আলনা—ইত্যাদি সাধারণ আসবাব। ডাক্তার বাবু জোরে জোরে পায়চারি করছেন, আর অফিসের আরদালী নিবারণ একটা ফর্দ্দ হাতে করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।]

ডাক্তার। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে আরদালী।

আরদালী। যা বলেছেন। আমিও কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ডাক্তার। তোমার ঐ দেড়গজী ফর্দ্দের সমস্ত জিনিষ—ঐ চাল, ডাল, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা—ওগুলো কি এক মাসের মত কেনো নি?

আরদালী। তাই ত কিনেছিলাম বাবু।

ডাক্তার। তা হ'লে এই মাসের বারো দিন না যেতেই সব ফুরিয়ে গেল, এর মানেটা কি? তোমাদের মাস কি আজকাল বারো দিনে হচ্ছে, না আমারই পেটের থলেটা হঠাৎ আড়াইগুণ বেড়ে গেল?

আরদালী। আজ্ঞে, আমি কি করবো? আপনার ঐ নতুন চাকর,—ঐ ব্যাটা পুরানো চোর সতীশ—ঐ গিয়ে দিনে সাত বার করে আমায় তাড়া লাগাচ্ছে। কাল বলছিল, বাজার না করলে রান্নাই বন্ধ।

ডাক্তার। হোক বন্ধ। অত জিনিষ আর কিনতে পারবো না। যাও, নিজের কাজে যাও।

আরদালী। যে আজ্ঞে। (চলতে লাগল)

ডাক্তার। কোথায় চল্‌লে?

আরদালী। নিজের কাজে যাচ্ছি।

ডাক্তার। (পকেট থেকে গোটা চারেক টাকা ফেলে দিয়ে) যাও—নিয়ে এসো কিনে তোমার ঐ মসুর ডাল, পাঁচফোড়ন আর ছাইভস্ম।

আরদালী। এ ত কেবল সুরু, বাবু। ঐ পুরানো চোরটিকে যেদিন বাড়ীতে জায়গা দিয়েছেন, সেদিন থেকেই জানি,—

ডাক্তার। এই যে আসুন, নিখিলবাবু। আজকাল যে মোটে দেখাই যায় না আপনাকে!

(আরদালীর প্রস্থান)

[জেলের কেরাণী নিখিলবাবুর প্রবেশ। বয়স ২৪।২৫, ছিপছিপে চেহারা, গায়ে টুইল সার্ট; পায়ে স্যাণ্ডাল]

নিখিল। কেরাণীদের কি আর বেড়াবার সময় আছে, ডাক্তারবাবু? (গলাটা খাটো করে) গোরুর ব্যাপারটা শুনেছেন তো?

ডাক্তার। কোন্ গোরু? ও—ঐ বাগানে ঢোকা? সে তো অনেক দিন হ'য়ে গেল!

নিখিল। হ্যাঁ। কিন্তু তার জের এখনও মেটে নি। শুনেছি, ব্যাপারটা নাকি সাহেব পর্য্যন্ত গড়াবে। আমি তো তাই চাই। সঙ্গে ওঁর গোরুটিও ছিল। সব ফাঁস করে দেবো। আমার নাম নিখিল রায়, হ্যাঁ।

ডাক্তার। কি লাভ হ'বে ও-সব ফাঁস করে? সাহেব কি জানেন না যে বাগানের কুমড়ো আর ট্যাঁড়স যদি কেউ খেয়ে থাকে সেটা আপনার গোরুই খেয়েছে? বড় লোকের গোরু ঐ সব শাক-পাতা খায় না। সে খায় সোনা, রূপো, রসগোল্লা, সন্দেশ—ভালো কথা, আমার চাকরটার কি হ'ল বলুন তো? দৈ আর সন্দেশ আনতে যে বাজারে গেল, তারপরে আর দেখাই নেই।

নিখিল। হঠাৎ দৈ সন্দেশ কেন? কেউ এসেছেন নাকি?

ডাক্তার। দু'জন বন্ধু এসেছে অনেক দিন পরে। সন্ধ্যেবেলায় দু'টো খেতে বলেছি।

নিখিল। রান্নাবান্না সব সতীশই করছে তো?

ডাক্তার। সেই রকমই তো কথা। পোলাও-টোলাও ভালোই রাঁধে। তবে আজ কত দূর কি করল এখনও দেখা হয় নি। চলুন না একবার রান্নাঘরটা ঘুরে আসি।

নিখিল। চলুন।

—উভয়ের প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ

ডাক্তার। (ভীত কণ্ঠে) নিখিলবাবু, এখন উপায়?

নিখিল। তাই ত। বড়ই ভাবনার কথা।

ডাক্তার। দু'জনেই বিশেষ বন্ধু। তাদের আসবারও সময় হয়ে গেল। কি ভয়ানক! একদম কিচ্ছু করে নি। পোলাও মাংস দূরের কথা, দু'টো ভাত পর্য্যন্ত রাঁধে নি!

নিখিল। ক' টাকা দিয়েছিলেন ওকে?

ডাক্তার। চাল, মসলা, মাংস এই সব আনবার জন্যে সকালেই পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম।

তার পর দুপুর বেলা দু'টো খেয়েই বেরোতে হ'ল; এই ফিরছি। ফিরতেই বললে, সব একদম 'রেডি', খালি দৈ আর সন্দেশ আনতে হ'বে। আরো তিন টাকা দিয়ে দিলাম।

নিখিল। তা হ'লে পকেটটা বেশ ভারী করেই গেছে?

ডাক্তার। সে থাক্ গে। কিন্তু আমার এখন উপায় কি?

নিখিল। সময় বড্ড কম। তা না হ'লে আমার ওখানেই যা হোক দু'টো—

(বাইরে—"ডাক্তার আছ হে? ওহে ডাক্তার!")

ডাক্তার। (চঞ্চলভাবে) ঐ, ওরা এসে পড়েছে। এবার কি করি বলুন তো নিখিলবাবু? এখন উপায়?

(আগামীবারে সমাপ্য)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শক্রপুরে

জয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লে, "হ্যাঁ মাণিক, ফাঁদে পড়েছি বটে! কিন্তু এখনো পালাবার উপায় আছে।"—ব'লেই সে সিঁড়ির দরজার দিকে বেগে ছুটে গেল এবং পর-মুহূর্ত্তেই দরজার পাল্লা দু'খানা টেনে বন্ধ ক'রে শিকল লাগিয়ে দিলে।

—"মাণিক, টর্চ্চটা জ্বালো।"

টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল, দালানের কোণেই তেতালায় ওঠবার সিঁড়ি।

—"মাণিক, তেতালায় চল।"

দু'জনে দ্রুতপদে তেতালার বারান্দায় গিয়ে উঠল। সেখানেও সিঁড়ির মুখে আর একটা দরজা ছিল এবং জয়ন্ত সে দরজাও বন্ধ ক'রে দিলে।

বারান্দায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো, আর একটা ঘরের দরজা খোলা।

জয়ন্ত বারান্দার এদিক্ থেকে ওদিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এসে বল্লে, "কি মুস্কিল! এখান থেকে ছাদে ওঠবারও সিঁড়ি নেই, নামবার পথও বন্ধ!"

মাণিক হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে, "না জয়ন্ত! ঐ শোনো, আমাদের বন্ধুরা নামবার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে!"

দোতালার সিঁড়ির দরজায় বিষম জোরে ঘন ঘন আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত চিন্তিত ভাবে বল্লে, "সিঁড়ির দরজা ভেঙে যারা উপরে উঠতে চায়, তাদের সঙ্গে আছে সেই মূর্ত্তিটাও!"

মাণিক বল্লে, "একটু আগেই ছবিতে আমরা বোধ হয় সত্য চৌধুরীকে দেখেছি। মনে হ'ল সেও তোমার মতন হয়তো প্রায়-সাত ফুট লম্বা। তার সেই মোষের মত কালো বীভৎস মূর্ত্তিকেই আমরা উঠোন দিয়ে ছুটতে দেখেছি—অন্ধকারে তাকে আরো-ভয়ানক দেখাচ্ছিল।"

জয়ন্ত বল্লে, "না মাণিক, না। যদিও স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখতে পাই নি, তবু জোর ক'রে বলতে পারি, সে-মূর্ত্তির মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব ছিল না! মানুষ তেমন ভাবে ছোটে না। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনেছি, মানুষের পায়ের শব্দও অত ভারি হয় না!"

—"কি আশ্চর্য্য, তবে সে কী?"

—"তোমার প্রশ্নের জবাব এখনি পাবে! শুনছ না, দোতালার সিঁড়ির দরজা হুড়্‌মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল? ওরা ওপরে আসছে! কিন্তু আমরা এখন কি করব?"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দু'জনেই খোলা ঘরটার ভিতরে ঢুকে পড়ল। জয়ন্ত ভিতর থেকে সে ঘরের দরজাও বন্ধ ক'রে দিলে।

মাণিক টর্চ্চ্ জ্বেলে দেখলে, সে ঘরে চারটে জান্‌লা আছে—দু'টো বারান্দার দিকে এবং দু'টো রাস্তার দিকে।

রাস্তার দিকের জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত দেখলে, নিঝুম রাতের শূন্যপথ যেন খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

জয়ন্ত চীৎকার ক'রে ডাকলে, "পুলিস, পুলিস, পুলিস!"

কিন্তু সে-অঞ্চলে পুলিসের অস্তিত্ব আছে ব'লে মনে হ'ল না।

মাণিক বল্লে, "আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে ঘন মেঘ ছুটে আসছে।"

—"তার মানে এখনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি আসবে।"

—"পথে এর মধ্যেই পুলিসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটু পরে হাজার চ্যাঁচালেও কেউ আমাদের সাড়া পাবে না!"

—"তা হ'লে এস, সময় থাকতে আমরা দু'জনে মিলে চ্যাঁচাই।"

জয়ন্ত ও মাণিক একসঙ্গে চীৎকার সুরু করলে, "পুলিস, পুলিস! খুন, খুন!"

আকাশকে তখন দেখাচ্ছে অদ্ভুত। আধখানা আকাশ অজস্র তারকায় ভরা—যেন চুম্‌কী-বসানো কালো সাড়ী। বাকি আধখানা আকাশ অদৃশ্য হয়েছে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো মেঘদলের জঠরে, কিন্তু সেখানেও থেকে থেকে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠছে বিদ্যুতের চক্‌মকি। যেন সেগুলো হচ্ছে অন্ধ মেঘের অগ্নিদন্ত, ঐ-সব দাঁত দিয়েই সে সারা আকাশকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে!

খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে গঙ্গাকে মাঝে মাঝে। চঞ্চল বিজলী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নীচে নেমে জলের দোলায় দুলে রূপে গঙ্গা আলো ক'রেই চকিতে আবার পালিয়ে যাচ্ছে সকৌতুকে! বিজলী সকলেরই কাছে যায়, কিন্তু কারুকে ধরা দিতে ভালোবাসে না।

কিন্তু এ-সব দেখবার বা ভাববার অবসর তখন জয়ন্ত ও মাণিকের ছিল না। তাদের মাথার উপরে তখন নৃশংস আনন্দে জেগে উঠেছে নৃমুণ্ড-শিকারীর ক্ষমাহীন খড়্গ—আসন্ন ঝড়কে বুকে ক'রে কালো আকাশের পুঞ্জমেঘ যেন সেই মহাবিপদেরই পূর্ব্বাভাস দিতে ধেয়ে এসেছে!

তাদের সমস্ত চীৎকার ব্যর্থ হ'ল, কোন পাহারাওয়ালার সাড়া মিলল না। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ভয়ে গঙ্গার কাছে রাতে কোন পাহারাওয়ালাই থাকে না। হয়তো কোন কোন গৃহস্থ ঘুম থেকে সচমকে জেগে উঠে তাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তারাও জানে নৃমুণ্ড-শিকারীদের কাহিনী! পরের মাথা বাঁচাবার জন্যে নিজের মাথা দেবার কারুর আগ্রহ হ'ল না।

মাণিক হাল ছেড়ে দিয়ে বল্লে, "না, এ কলকাতা সহরে সবাই কাপুরুষ, কেউ সাড়া দেবে না!"

জয়ন্ত বল্লে, "তেতালার সিঁড়ির দরজায় কি-রকম ধাক্কা পড়ছে, শুনছ তো? ও-দরজাও ভেঙে পড়ল ব'লে!"

মাণিক বল্লে, "ওদের দলে কত লোক আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না!"

—"বোঝবার চেষ্টা, ক'রেও লাভ নেই। হয়তো পাঁচ-সাত জন, হয়তো দশ-পনেরো জন। ওরা বিশ-পঁচিশ জন হ'লেও আমি মাথা ঘামাতুম না, কিন্তু আমি খালি ভাবছি একজনের কথা!"

কে সে তা জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে সে ভয়ঙ্কর! তাকে দেখতে কেমন তাও জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে চতুষ্পদ না হ'লেও সে মানুষ নয়! কেন সে মানুষের সঙ্গে থাকে, কেন সে আমাদের আক্রমণ করতে চায় কিছুই আমি বুঝতে পারছি না! মাণিক, আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।"

হঠাৎ বাড়ী কাঁপিয়ে হুড়্মুড়্-হুড়্মুড়্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল!

মাণিক বল্‌লে, "ঐ যাঃ! তেতালার সিঁড়ির দরজাও ভেঙে পড়ল!"

জয়ন্ত কঠিনস্বরে হাস্য ক'রে বল্‌লে, "এবারে এই ঘরের দরজার পালা। কিন্তু, তারপর?"

বাইরের বারান্দায় ধুপ্-ধুপ্ ক'রে অনেকগুলো পায়ের শব্দ উঠল—তার মধ্যে একজনের পায়ের শব্দ বিষম ভারি ভারি! প্রত্যেক পদক্ষেপে তেতালার মেঝে থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে!

তারপরেই দরজার উপরে পড়ল ধড়াম্ ক'রে এক জোর-ধাক্কা! প্রথম ধাক্কাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে আর কি!

জয়ন্ত এক লাফে বারান্দার একটা জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডান হাতে রিভলভার বার ক'রে হঠাৎ জান্‌লার একটা পাল্লা খুলে উপর-উপরি চারবার গুলি-বৃষ্টি ক'রেই পিছনে স'রে এল।

অন্ধকারে কারুর দিকেই সে লক্ষ্য স্থির করতে পারে নি বটে, কিন্তু আচম্বিতে আর্ত্তনাদ শুনেই বুঝে নিলে যে, অন্ততঃ তার রিভলভারের একটা গুলি যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তারপরেই আবার ধুপ্ ধুপ্ ক'রে অনেকগুলো অতি-ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা বুঝলে, শত্রুরা প্রাণের ভয়ে বারান্দার উপর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত তাদের শুনিয়ে খুব চেঁচিয়ে বল্‌লে, "মাণিক, তুমিও রিভলভার তৈরি রাখো! বারান্দায় যে আসবে তাকেই আমরা কুকুরের মত গুলি ক'রে মেরে ফেলব, সহজে আমরা প্রাণ দেব না!"

আচম্বিতে কড়্-কড়্-কড়্-কড়্ রবে বজ্র ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রৎ হ'ল ঝটিকার ভৈরব হুহুঙ্কার! গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তরঙ্গে পাগ্‌লামির মাতন জাগিয়ে, টলোমলো গাছে গাছে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়ে, বাড়ীর জান্‌লায় জান্‌লায় প্রচণ্ড করতাল বাজিয়ে দুরন্ত ঝড় ধূলো-ভরা প্রবল নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ও বজ্র-ভরা বিদ্যুৎ ছুঁড়তে ছুঁড়তে সহরের উপরে ভেঙে পড়ল বিপুল বিক্রমে!

জয়ন্ত বল্‌লে, "বাহির থেকে সাহায্য পাবার যেটুকু আশা ছিল, তাও গেল। এ গোলমালে সিংহ গর্জ্জন করলেও কেউ শুনতে পাবে না।"

মাণিক কিছু না ব'লে টর্চ্চ্ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চাপা-গলায় ব'লে উঠল, "জয়, জয়! টেলিফোন!"

জয়ন্তের প্রাণ আনন্দে যেন নেচে উঠল। হ্যাঁ, তাই তো, ঘরের এক কোণে টেবিলের উপরে একটা টেলিফোন-যন্ত্র রয়েছে যে!

সে আগে আর একবার জান্‌লার কাছে গিয়ে উঁকি মারলে, কিন্তু বিদ্যুতালোকেও সেখানে শত্রুদের কারুকে দেখা গেল না। তবে তারা যে আনাচে-কানাচে কোথাও লুকিয়ে আছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই। পাছে তারা ভরসা ক'রে আবার কাছে আসে, তাই তাদের ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত আর একবার রিভলভার ছুঁড়লে। তারপর ছুটে টেলিফোনের কাছে গিয়েই 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে বল্‌লে, "বড়বাজার—ও, টু, থ্রী, ওয়ান্।..... ইয়েস্, প্লিজ্!"

—"হ্যালো,.....থানা? সুন্দরবাবু কোথায়? ঘুমোচ্ছেন? এখনি গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিন। আমার নাম? জয়ন্ত। হ্যাঁ, জরুরি দরকার। ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে এসে আমরা বন্দী হয়েছি। হ্যাঁ, সেই কাটা-মুণ্ডুর মামলায়। আমরা তেতালার একটা ঘরের ভিতরে আছি। ওরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। পুলিসের আসতে দেরি হ'লেই আমরা মারা পড়ব। আসতে কত দেরি হবে? আধঘণ্টা? আরো আধঘণ্টা হয়তো আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব, কারণ আমাদের কাছে দুটো রিভলভার আছে। কিন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না, ওরা দলে বেশ ভারি। আরো তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্য চৌধুরীর বাড়ী। একেবারে তেতালায়—"

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভিতরে গুম্ ক'রে বেজায় একটা শব্দ হ'ল—তারপরেই বিষম-উগ্র একটা দুর্গন্ধ!

জয়ন্তের হাত থেকে 'রিসিভার'টা সশব্দে প'ড়ে গেল, রাস্তার ধারের জান্‌লার কাছে স'রে গিয়ে রেলিংয়ের ফাঁকে মুখ রেখে রুদ্ধস্বরে সে বল্‌লে, "মাণিক, শীগ্‌গির এ-দিকের জান্‌লার ধারে এস। বারান্দার জান্‌লা দিয়ে ওরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুঁড়েছে!"

কিন্তু গ্যাসের ঝাঁজে মাণিকের মাথা তখন বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছে, কারণ বোমাটা ফেটেছে তার কাছেই! টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে এসেই সে অবশ হয়ে মাটীর উপরে ব'সে পড়ল।

জয়ন্তও জান্‌লার ধারে গিয়ে রক্ষা পেলে না, বিষম যন্ত্রণায় তাকেও মেঝের উপরে প্রথমে ব'সে, তারপর শুয়ে পড়তে হ'ল।

সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা শুনলে, ঘরের দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় দড়াম্ ক'রে খুলে গেল।

(ক্রমশঃ)

কালবোশেখী ঝড়

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !
শুকনো ঝরাপাতাগুলোয় ঘূর্ণী লেগেছে,
ঘুমের রাজা তালগাছ, আজ তারাও জেগেছে ;
বাঁশের পাতা ঝড়ের দাপে কাঁপ্‌তেছে থর থর ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

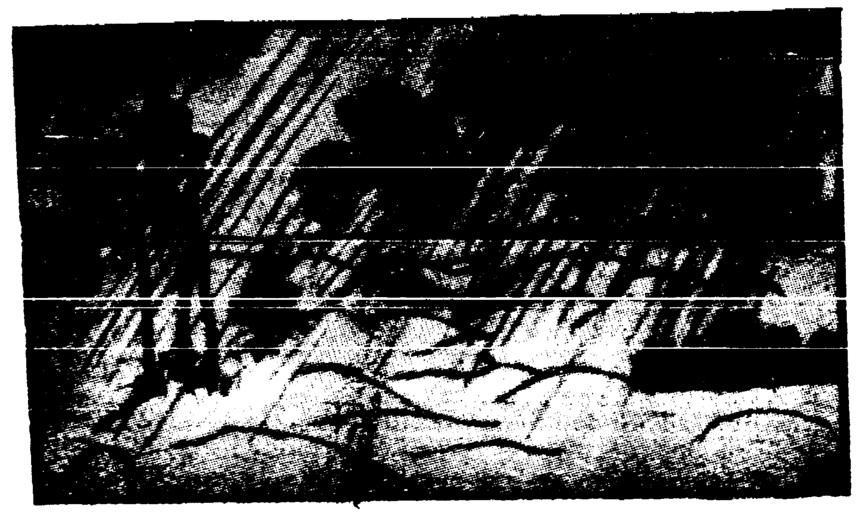

এলোকেশী কালবোশেখীর মেঘের বরণ চুল,
হাসিতে তার বিজ্‌লী খেলে, নেইক' সমতুল ;
চাঁদের দেশে মামার বাড়ী, মেঘের দেশে ঘর ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

গাছগুলো সব ঝাঁকড়া-চুলো পাগ্‌লা সেজেছে,
আকাশ যুড়ে ঝড়ো-হাওয়ার বাজনা বেজেছে ;

মেঘের মাদল তালে তালে বাজছে রে কড় কড় ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

আয়রে তোরা আম-বাগানে আম কুড়োবি কে ?
হাজার হাজার আম পড়েছে, নে রে সবাই নে ;
ও খুকু, তোর সবুজ শাড়ীর কোঁচড়টুকু ভর ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

খিড়কি-দীঘির পুব ধারেতে ওই যে কাঁটাল গাছ,
ঝড়ের তালে নাচছে যেন প্রলয় ঝড়ের নাচ ;
আপন নাচে ভাঙ্‌ছে রে তার ডালপালা মড় মড় ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

এমনি ঝড়ে আজ নদীতে পান্‌সী চালায় কে ?
এক নিমেষেই জলের তলায় তলিয়ে যাবে যে !
মাঝ-দরিয়ায় মোচার খোলা—লাগছে প্রাণে ডর ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

ঝড়ের রাণী চাঁদের দেশেও হুম্‌কি দিয়েছে,
চরকা-বুড়ীর তূলোর রাশি উড়িয়ে নিয়েছে ;
আকাশ যুড়ে উড়ছে তূলো, ছুটতেছে তর্‌ তর্‌ ।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে   কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

ঝড়ের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি এলো ঐ,
মাঠঘাট সব ভেসে গেল জলেতে থৈ থৈ ;
জলের ছাটে ভিজিস নেক', ও খোকা, তুই সর।
কালবোশেখী ঝড়,
ওরে কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে—কালবোশেখীর ঝড় !

ঠাণ্ডা-কাহিনী

[প্রবন্ধ]

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্)

এবার যা গরম প'ড়েছে, শুন্‌ছি আর কোনও বার এত গরম পড়ে নি। প্রত্যেকবারই গ্রীষ্মকালে এ কথা শুনি। গ্রীষ্মকালে গরম পড়বে, তাতেও লোকের আপত্তি। অবশ্য গরমটা আমাদের দেশে খুবই পড়ে, মানুষের কষ্টও হয় খুব। কিন্তু উপায় কি ? তোমাদের মধ্যে যারা পাহাড়ে পালিয়ে যেতে পেরেছ তারা না হয় গরমের হাত এড়ালে, কিন্তু আমরা, যারা শিলং বা দার্জ্জিলিং যেতে পারি না তারা কি করব ? বাইরের দিকে তো তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়। ঘরের ভিতর পাখার হাওয়া পর্য্যন্ত গরম লাগে। খালি তেষ্টা পায়, আর ঘটি ঘটি জল খাই। আরাম লাগে যদি ঐ জলে এক টুকরো বরফ দেওয়া যায়, নয় কি ? তাই তো গ্রীষ্মকালে বরফ আমাদের বড় প্রিয় জিনিষ।

আগেকার দিনে কিন্তু এ আরামের জিনিষটী ছিল না। ছিল না মানে তৈয়ারী করা যেত না। পাহাড়ের মাথায় তো ছিলই, কিন্তু তা তো আর মানুষের কাজে আস্‌ত না। তখন গরমের হাত এড়াবার কোনও সহজ উপায় ছিল না। আগ্রার পুরোনো কেল্লা যারা দেখেছ তারা দেখেছ যে ঠাণ্ডা থাকবার জন্য বাদশাদের কত হাঙ্গামা করতে হ'ত। একটী কূয়ো খুঁড়ে তার দেওয়ালে গর্ত্ত ক'রে ঘর তৈরী হ'ত। ঘরটী মাটীর নীচে থাকায় উপর থেকে সূর্য্যের তাপ যেতে পারত না, অথচ কূয়োর জলের পাশে থাকায় ঘরখানা একটু ভিজে ভিজে থাকৃত। একে

বলৃত তয়খানা। গরীব লোকের কোনও উপায় ছিল না। তারপর ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে বিলেত থেকে বরফ আমদানী করা হ'তে থাকে। এখন অবশ্য বরফ আর চালান আসে না, বরফের কল এদেশেও অনেক হ'য়েছে।

বরফ যে শুধু ঠাণ্ডা হ'বার উপায় স্বরূপেই ব্যবহার করা হয় তা নয়। ইউরোপ, আমেরিকায় তো গরমের বাড়াবাড়ি নেই, তারা বরফকে লাগিয়েছে অন্য কাজে। ঠাণ্ডায় কোনও জিনিষই সহজে পচে না, তাই সব রকম জিনিষ, বিশেষ ক'রে খাবার জিনিষ যা'তে না প'চে যায় সেই উদ্দেশ্যে বরফ ব্যবহার করা হ'চ্ছে। কিন্তু বরফের অসুবিধে এই যে বরফ খানিকক্ষণ বাদেই গ'লে জল হ'য়ে যায়, তার ফলে কোনও জিনিষ বরফ-চাপা দিয়ে বেশী দূরে নিয়ে যাওয়া যায় না, বরফ-গলা জল লেগে জিনিষটাও নষ্ট হ'য়ে যায়।

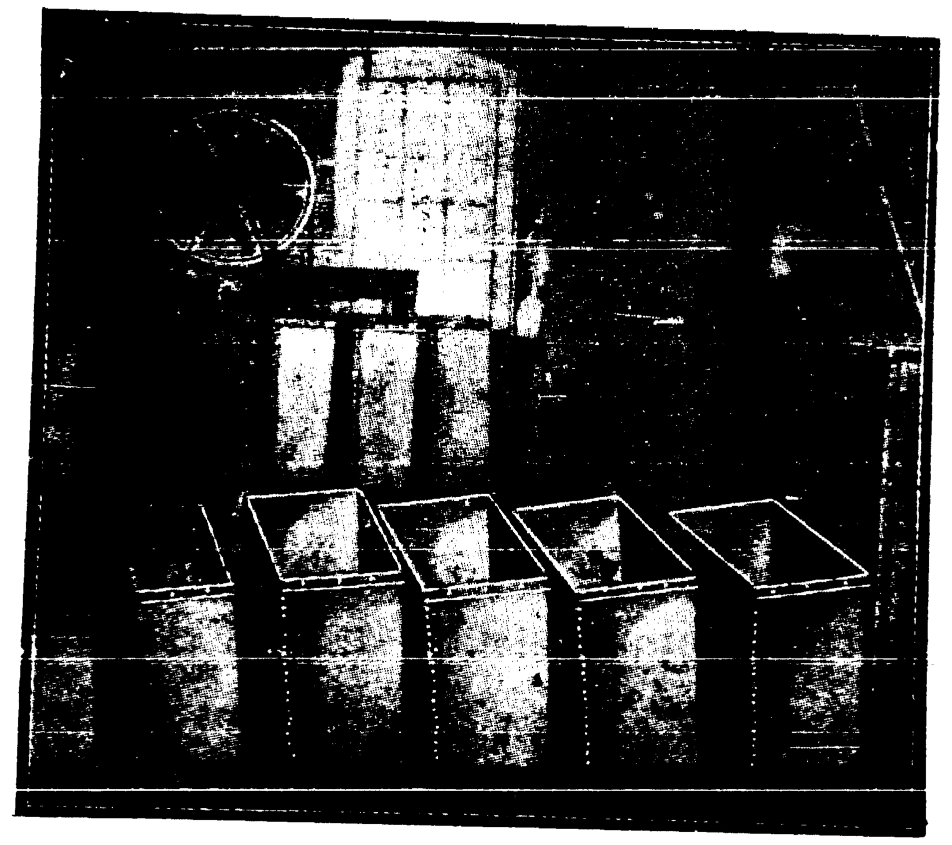

বরফের কলের একটি দৃশ্য। ঐ যে দেশলাই-বাক্সের খোলের আকারের পাত্রগুলো দেখ্‌ছ ওরই মধ্যে বরফ তৈরী হয়। পাত্রগুলো অবশ্য দেশলাই-বাক্সের মত ছোট্ট ব'লে মনে ক'র না।

শুকনো বরফ (Dry Ice) ব্যবহার করলে এই শেষের অসুবিধে নেই, কেননা সে জিনিষটা হ'চ্ছে জমাট্ কার্বন ডাইঅক্‌সাইড গ্যাস। তাতে জল বেরোয় না বটে, কিন্তু সেটাও যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ রাখা যায় না, উপে যায়। তাই বেরিয়েছে ঠাণ্ডা করবার যন্ত্র।

তোমরা আজকাল অনেক সময় রিফ্রিজারেটার (Refrigerator) আর এয়ার-কণ্ডিশনিং (Air-conditioning) এই দুটী কথা শুনতে পাও। খাবার দোকানে গিয়ে তোমরা রিফ্রিজারেটার থেকে দই চাও, আইস্-ক্রীম সন্দেশ চাও। এমন কি অনেক বাড়ীতে জল চাইলে এমন এক গেলাস জল পাবে যা'তে বরফ

দেওয়া নেই, অথচ কন্‌কনে ঠাণ্ডা। তখন জান্‌বে যে রিফ্রিজারেটারের ভেতরে এই জল ছিল। আবার যখন বায়স্কোপ দেখতে যাবে তখন হয়ত বাইরে পাবে ভয়ানক গরম, কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকতেই বেশ ঠাণ্ডা, অথচ একখানা পাখাও নেই। এই হ'ল আধুনিক তয়খানা, একে বলে এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ (air-conditioned) ঘর।

শুধুই কি এই কাজে এই যন্ত্রকে লাগান হ'চ্ছে? শুন্‌লে হয়ত' প্রথমটায় অবাক্ হ'য়ে যাবে যে অনেক দেশেই লোকে যে পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছে তা এই যন্ত্রের কল্যাণে। যেমন ধর বিলেতে। সেখানে নিজেদের দেশে যা উৎপন্ন হয় তা দিয়ে সব লোকের পেট ভরতে পারে না। তাদের জন্য মাংস আসে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। টাট্‌কা অবস্থায় এগুলিকে অত দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'চ্ছে জাহাজে ঠাণ্ডা গুদাম হওয়াতে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোটি কোটি মণ মাছ, মাংস, ফল, তরকারী এইভাবে চালান হ'য়ে যাচ্ছে। এক বিলেতেই বছরে তিনশ' কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য এইভাবে আসে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দু'শ'খানা জাহাজ কেবল মাংস নিয়েই বিলেতে যাতায়াত করে।

আবার লোহা, ইস্পাতের কারখানায় যে হাওয়া (blast) দিয়ে গলানো লোহার খনিজ থেকে ময়লাটা আলাদা করা হয়, সেই হাওয়াকে ঠাণ্ডা করবার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে নিয়ে তার মধ্যে যে জলকণাগুলি থাকে সেগুলিকে জমিয়ে আলাদা ক'রে নিয়ে ঐ হাওয়াটাকে ব্যবহার করা হ'চ্ছে, কেননা তা'তে দেখা যায় যে কয়লার খরচ অনেক ক'মে যায়। পেট্রোলের কারখানায় কোরা তেল (crude oil) থেকে এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই মূল্যবান্ প্যারাফিন জমিয়ে আলাদা ক'রে নেওয়া হ'চ্ছে। চা-বাগানে, চিনির কারখানায়, রবার-ব্যবসায়ে, সর্ব্বত্রই এই যন্ত্রের ব্যবহার। একবার এই যন্ত্রকে একটা খুব আশ্চর্য্যজনক কাজে লাগান হয়েছিল। আমেরিকার কলাম্বিয়া নদীতে যে গ্র্যাণ্ড্ কুলী (Grand Coulee) বাঁধ তৈয়ারী হ'চ্ছে, একবার তা'র ধারে একটা প্রকাণ্ড ফাটল ধরে। ধ্বস্ নামলেই সব ধ্বংস হ'য়ে যেত, কিন্তু এঞ্জিনীয়াররা করলেন কি না এর ভেতরে পাইপ চালিয়ে দিয়ে সেটা ঠাণ্ডা ক'রে এমন জমাট্ বাঁধিয়ে দিলেন যে সেটা সেখানেই অচল হ'য়ে রইল। পৃথিবীর এখনকার বৃহত্তম বাঁধ বোল্‌ডার (Boulder)

বাঁধ যে কংক্রীটে তৈয়ারী তা জম্‌তে দু'শ' বছর লাগ্‌ত, তাই তা'কে ঠাণ্ডা করবার যন্ত্র লাগিয়ে তাড়াতাড়ি জমিয়ে ফেলা হয়।

এই যন্ত্রে এমন কোনও না কোনও একটা গ্যাস্ ব্যবহার করা হয় যা'কে সহজেই তরল ক'রে ফেলা যায়, যেমন সাল্‌ফার ডাইঅক্‌সাইড, মেথিল ক্লোরাইড, কার্বন্ ডাইঅক্‌সাইড, য়্যামোনিয়া ইত্যাদি। শেষের দুটীই প্রধানতঃ চলে। জাহাজের গুদাম ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কার্বন্ ডাইঅক্‌সাইডই ব্যবহৃত হয়, কেননা সেটা খাবার জিনিষের পক্ষে বিষাক্ত নয়। অন্য সব ব্যাপারেই য়্যামোনিয়া ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাস্‌টাকে প্রথমে খুব চাপ দিয়ে কতকগুলো পাইপের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। এই পাইপগুলোর চারধারে ঠাণ্ডা জল থাকায় গ্যাস্‌টা জমে তরল হ'য়ে যায়। সেখান থেকে হিসেব মতন একটু একটু ক'রে জিনিষটাকে অন্য কতকগুলি পাইপের ভেতর চালিয়ে দেওয়া হয়। কোনও ঘর ঠাণ্ডা করতে হ'লে এই পাইপগুলো থাকে তার দেওয়ালের ভেতর; আর অন্য সব কাজে এই পাইপগুলো একটা চৌবাচ্চার ভেতর রাখা ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড সলিউশনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে এই ঠাণ্ডা-করা সলিউশনটাকে অন্য জিনিষ ঠাণ্ডা করবার কাজে লাগান হয়। ওদিকে গ্যাসটা তরল অবস্থা থেকে আবার বায়বব্য অবস্থা পেয়ে তার আগেকার ঘরে ফিরে যায়।

এই ব্যবস্থার অনেক সুবিধে বটে, কিন্তু তা ব'লে তো আর বরফের ব্যবহার উঠে যায় নি। কিন্তু সেই বরফও আবার এই কলেই তৈরী হ'চ্ছে, জল জমিয়ে। বিলেতে গ্রিম্‌স্‌বীতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বরফ তৈয়ারীর কারখানা, সেখানে রোজ ত্রিশ হাজার মণ ক'রে বরফ হ'চ্ছে।

অবাঞ্ছনীয় উপসংহার

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

"খুন! জখম! রাহাজানি! হেল্‌প্‌! হেল্‌প্‌!"

শীতের দুপুর হ'লেও, সানি পার্কের দিক্‌টা জনবিরলই একটু। নির্জ্জন রাস্তায়, একমাত্র চিরঞ্জীব বাবুই ওভারকোট্‌-আবৃত হয়ে রৌদ্র-সেবনে বেরিয়েছেন। এ হেন সময়ে, কাছাকাছি একটা দ্বিতল থেকে এবম্বিধ আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি।

গলা খুব কড়াও নয়, খুব মিঠেও নয়,—খুব চড়াও না, খুব মোলায়েম্‌ও না,—পুরুষ কি নারীর ধরা শক্ত। চীৎকার খুব তীব্রও না—অনেকটা যেন চাপা গলার—কিন্তু চিরঞ্জীব বাবুর শোন্‌বার পক্ষে যথেষ্টই।

চিরঞ্জীব দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কি করা যায়। খুন, জখম, রাহাজানি—এতগুলো বিপর্য্যয়ের সম্মুখে একক আপনাকে তাঁর নিতান্ত অসহায় ব'লে ধারণা হ'ল। কোন্‌টাকে রেখে কোন্‌টাকে সাম্‌লাবেন? তবে এও হওয়া সম্ভব, ওর একটারই ধাক্কা, তিনটের নয়,—কিন্তু সেই একটার ধাক্কাতেই বিপন্ন ব্যক্তি এমন মাথা গুলিয়ে ফেলেছেন যে ভাষায় কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।

যাই হোক্‌, এগুনো দরকার; সাহসের সঙ্গেই সম্মুখীন হওয়া উচিত। অবশ্যি চিরঞ্জীব বাবুর দ্বারা যথার্থই কতখানি সাহায্য হবে সে-সম্বন্ধে চিরঞ্জীবের নিজের মনেই ঘোরতর সংশয় ছিল; তবু অনেক সময়ে, সাহায্যের অভিনয়ই সাহায্যের কাজ হাসিল করে, উপকার না করেও উপকারের উপরে টেক্কা মারা যায়। তাঁর যা বাহুবল, তাতে একটা মাছিও তিনি তাড়াতে পারবেন কি না সন্দেহ, তবু তাঁর ঐ লম্বশাট-পটাবৃত বিপুল বহর, ঐ ওভারকোট্‌-আচ্ছন্ন মুশ্‌কো চেহারা, ঐ দেখেই হয়ত গুণ্ডারা ভড়্‌কে গিয়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে সট্‌কে পড়্‌তে পারে।

এমনও ত হয়, হয় না কি? চিন্তাতুর চিরঞ্জীব ভেবে দেখেন, এবং প্রায় পা-খানেক এগিয়েছেনও, এমন সময়ে আবার সেই ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল:

"নরহত্যা! রক্তারক্তি! দাঙ্গা-হাঙ্গাম্‌!……হেল্‌প্‌!"

চিরঞ্জীব চম্‌কে উঠ্‌লেন, তাঁকে থম্‌কে দাঁড়াতে হ'ল আবার। অবশ্যি, যখন সাহায্য করতে এগিয়েছেন তখন রক্তারক্তির জন্য তৈরি হয়েই এগিয়েছেন—খানিকটা রক্তারক্তি এ-সব ব্যাপারে হয়েই থাকে—অনিবার্য্যভাবেই হয়ে যায়;—এবং নরহত্যার জন্যও তিনি নিতান্ত

অপ্রস্তুত ছিলেন না—খুনোখুনি-কাণ্ডে অমন এক-আধটা বাজে খরচ হয়ই, না হয়েই পারে না, সে আর এমন বেশি কি? কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গাম্‌? দাঙ্গাহাঙ্গামার তাল কি তিনি সাম্‌লাতে পারবেন? গিধ্‌ধর ওভার-কোট্‌ এবং কেবলমাত্র গায়ের জোরে কি তাতে খুব সুবিধা করা যাবে? ওই ধরণের ইলাহী বিলাসিতায় যারা যোগ দেয় তারা তো হতাহতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যেই মাথা গলায়। খবরের কাগজের প্রত্যহ প্রকাশিত তালিকা থেকেই তা জানা যায়। কিন্তু সে ভাবে যোগদান কি সম্ভব তাঁর পক্ষে?

বিচলিত চিরঞ্জীব কী যে কর্‌বেন, ভেবে পান্‌ না। তাঁর চিরঞ্জীব নামটা কিংবা নামের ইঙ্গিতটাই যে দাঙ্গাহাঙ্গামায় যোগ দেবার মস্ত বিপক্ষে, ঠিক তা নয়, আরও—হ্যাঁ—তা ছাড়াও আরও বিশেষ বাধা ছিল, যা যে কারণেই হোক্‌, প্রকাশ কর্‌তে তিনি নারাজ।

চিন্তিত চিরঞ্জীব অসহায় দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকান। না, বিধাতার দিকে নয়, দোতালার প্রতিই তাঁর দৃক্‌পাৎ। বাড়ীর দ্বিতলে যখন দারুণ ব্যাকুলতা—খুন, জখম, রাহাজানি, নরহত্যা এবং দাঙ্গাহাঙ্গাম্‌—সব এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়েছে—ধ্বস্তাধ্বস্তির সঙ্গে রক্তারক্তি মিশে সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার—ভারী বিশ্রী পরিস্থিতি—সেই সময়ে—সেই প্রচণ্ড দুঃসময়ে—বাড়ীর সদরে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের বিকল অবস্থা।

ঘণ্টাখানেক আগে পুলকেশ, ইয়াঙ্কি মুলুকের খোকা গুণ্ডার কাহিনী পড়ে শেষ করেছে। ছেলেদের মাসিকখানা তখনো তার হাতেই ছিল। এবং তখন থেকেই সে ভাব্‌ছে। ভাব্‌ছে, খোকা সে ত আছেই, তবে, তবে—গুণ্ডা হতে তার বাধা কি? দোষটাই বা কোন্‌খানে?

গুণ্ডামি এবং চ্যারিটি প্রায় সগোত্র। অতএব নিজের বাড়ী থেকেই ওদের সূত্রপাত হওয়া উচিত। পুলকেশও, কাকার ক্যাশ্‌-বাক্সটার দিকে একবার যে তাকায় নি তা নয়। ভালো করেই তাকিয়েছে, এবং পুঁচ্‌কে পাঁচ পয়সা দামের পট্‌কা তালাটাও তার নজর এড়িয়ে যায় নি। দু-পাঁচশ'র কম কি হবে ওই বাক্সটায়? মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা পেয়েছে সে।

তা, বেশ একটু বড়লোকই বটেন তার কাকা! কিন্তু যা বড়লোক, তারও বেশি—একটু —একটু, ঐ যা বলে—কঞ্জুস্‌! পাঁচশ' টাকা পুঞ্জীভূত আছে যে বাক্সে তার তালাটার দিকেই তাকিয়ে দেখো না! ওই পুঁচ্‌কে তালাটাই তো জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ! বাক্সর ভেতরের পাঁচশ' টাকার ততটা কি, যতটা তার কাকার মিতব্যয়িতার?

ওর কাকার কার্পণ্যের আরও উদাহরণ চাও? এই সে-দিনই তিনি যে পিস্তলটা কিনে এনেছেন, পড়্‌তা চোর-ছ্যাঁচোর্‌ তাড়ানোর মৎলবেই,—নাঃ, সে-পিস্তলের কথা না তোলাই ভালো। মনে মনে উচ্চারণ করতেও পুলকেশের লজ্জা হয়। হ্যাঁ, পিস্তলই বটে সেটা, আকারে-

অবাঞ্ছনীয় উপসংহার

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

"খুন ! জখম ! রাহাজানি ! হেল্‌প্‌ ! হেল্‌প্‌ !"

শীতের দুপুর হ'লেও, সানি পার্কের দিকটা জনবিরলই একটু। নির্জ্জন রাস্তায়, একমাত্র চিরঞ্জীব বাবুই ওভারকোট্‌-আবৃত হয়ে রৌদ্র-সেবনে বেরিয়েছেন। এ হেন সময়ে, কাছাকাছি একটা দ্বিতল থেকে এবম্বিধ আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি।

গলা খুব কড়াও নয়, খুব মিঠেও নয়,—খুব চড়াও না, খুব মোলায়েম্‌ও না,—পুরুষ কি নারীর ধরা শক্ত। চীৎকার খুব তীব্রও না—অনেকটা যেন চাপা গলার—কিন্তু চিরঞ্জীব বাবুর শোন্‌বার পক্ষে যথেষ্টই।

চিরঞ্জীব দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কি করা যায়। খুন, জখম, রাহাজানি—এতগুলো বিপর্য্যয়ের সম্মুখে একক আপনাকে তাঁর নিতান্ত অসহায় ব'লে ধারণা হ'ল। কোন্‌টাকে রেখে কোন্‌টাকে সাম্‌লাবেন ? তবে এও হওয়া সম্ভব, ওর একটারই ধাক্কা, তিনটের নয়,—কিন্তু সেই একটার ধাক্কাতেই বিপন্ন ব্যক্তি এমন মাথা গুলিয়ে ফেলেছেন যে ভাষায় কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।

যাই হোক্‌, এগুনো দরকার ; সাহসের সঙ্গেই সম্মুখীন হওয়া উচিত। অবশ্যি চিরঞ্জীব বাবুর দ্বারা যথার্থই কতখানি সাহায্য হবে সে-সম্বন্ধে চিরঞ্জীবের নিজের মনেই ঘোরতর সংশয় ছিল ; তবু অনেক সময়ে, সাহায্যের অভিনয়ই সাহায্যের কাজ হাসিল করে, উপকার না করেও উপকারের উপরে টেক্কা মারা যায়। তাঁর যা বাহুবল, তাতে একটা মাছিও তিনি তাড়াতে পারবেন কি না সন্দেহ, তবু তাঁর ঐ লম্বশাট-পটাবৃত বিপুল বহর, ঐ ওভারকোট্‌-আচ্ছন্ন মুশ্‌কো চেহারা, ঐ দেখেই হয়ত গুণ্ডারা ভড়্‌কে গিয়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে সট্‌কে পড়্‌তে পারে।

এমনও ত হয়, হয় না কি ? চিন্তাতুর চিরঞ্জীব ভেবে দেখেন, এবং প্রায় পা-খানেক এগিয়েছেনও, এমন সময়ে আবার সেই ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল :

"নরহত্যা ! রক্তারক্তি ! দাঙ্গা-হাঙ্গাম্‌ !······হেল্‌প্‌ !"

চিরঞ্জীব চম্‌কে উঠ্‌লেন, তাঁকে থম্‌কে দাঁড়াতে হ'ল আবার। অবশ্যি, যখন সাহায্য করতে এগিয়েছেন তখন রক্তারক্তির জন্য তৈরি হয়েই এগিয়েছেন—খানিকটা রক্তারক্তি এ-সব ব্যাপারে হয়েই থাকে—অনিবার্য্যভাবেই হয়ে যায় ;—এবং নরহত্যার জন্যও তিনি নিতান্ত

অপ্রস্তুত ছিলেন না—খুনোখুনি-কাণ্ডে অমন এক-আধটা বাজে খরচ হয়ই, না হয়েই পারে না, সে আর এমন বেশি কি ? কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গাম্‌ ? দাঙ্গাহাঙ্গামার তাল কি তিনি সাম্‌লাতে পারবেন ? গিধ্‌ধর ওভার-কোট্‌ এবং কেবলমাত্র গায়ের জোরে কি তাতে খুব সুবিধা করা যাবে ? ওই ধরণের ইলাহী বিলাসিতায় যারা যোগ দেয় তারা তো হতাহতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যেই মাথা গলায়। খবরের কাগজের প্রত্যহ প্রকাশিত তালিকা থেকেই তা জানা যায়। কিন্তু সে ভাবে যোগদান কি সম্ভব তাঁর পক্ষে ?

বিচলিত চিরঞ্জীব কী যে কর্‌বেন, ভেবে পান্‌ না। তাঁর চিরঞ্জীব নামটা কিংবা নামের ইঙ্গিতটাই যে দাঙ্গাহাঙ্গামায় যোগ দেবার মস্ত বিপক্ষে, ঠিক তা নয়, আরও—হ্যাঁ—তা ছাড়াও আরও বিশেষ বাধা ছিল, যা যে কারণেই হোক্‌, প্রকাশ কর্‌তে তিনি নারাজ।

চিন্তিত চিরঞ্জীব অসহায় দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকান। না, বিধাতার দিকে নয়, দোতালার প্রতিই তাঁর দৃক্‌পাৎ। বাড়ীর দ্বিতলে যখন দারুণ ব্যকুলতা—খুন, জখম, রাহাজানি, নরহত্যা এবং দাঙ্গাহাঙ্গাম্‌—সব এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়েছে—ধ্বস্তাধ্বস্তির সঙ্গে রক্তারক্তি মিশে সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার—ভারী বিশ্রী পরিস্থিতি—সেই সময়ে—সেই প্রচণ্ড দুঃসময়ে—বাড়ীর সদরে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের বিকল অবস্থা।

ঘণ্টাখানেক আগে পুলকেশ, ইয়াঙ্কি মুলুকের খোকা গুণ্ডার কাহিনী পড়ে শেষ করেছে। ছেলেদের মাসিকখানা তখনো তার হাতেই ছিল। এবং তখন থেকেই সে ভাব্‌ছে। ভাব্‌ছে, খোকা সে ত আছেই, তবে, তবে—গুণ্ডা হতে তার বাধা কি ? দোষটাই বা কোন্‌খানে ?

গুণ্ডামি এবং চ্যারিটি প্রায় সগোত্র। অতএব নিজের বাড়ী থেকেই ওদের সূত্রপাত হওয়া উচিত। পুলকেশও, কাকার ক্যাশ্‌-বাক্সটার দিকে একবার যে তাকায় নি তা নয়। ভালো করেই তাকিয়েছে, এবং পুঁচ্‌কে পাঁচ পয়সা দামের পট্‌কা তালাটাও তার নজর এড়িয়ে যায় নি। দু-পাঁচশ'র কম কি হবে ওই বাক্সটায় ? মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা পেয়েছে সে।

তা, বেশ একটু বড়লোকই বটেন তার কাকা ! কিন্তু যা বড়লোক, তারও বেশি—একটু—একটু, ঐ যা বলে—কঞ্জুস ! পাঁচশ' টাকা পুঞ্জীভূত আছে যে বাক্সে তার তালাটার দিকেই তাকিয়ে দেখো না ! ওই পুঁচ্‌কে তালাটাই তো জাজ্বল্যমান প্রমাণ ! বাক্সর ভেতরের পাঁচশ' টাকার ততটা কি, যতটা তার কাকার মিতব্যয়িতার ?

ওর কাকার কার্পণ্যের আরও উদাহরণ চাও ? এই সে-দিনই তিনি যে পিস্তলটা কিনে এনেছেন, পড়্‌তা চোর-ছ্যাঁচোর্‌ তাড়ানোর মৎলবেই,—নাঃ, সে-পিস্তলের কথা না তোলাই ভালো। মনে মনে উচ্চারণ করতেও পুলকেশের লজ্জা হয়। হ্যাঁ, পিস্তলই বটে সেটা, আকারে-

প্রকারে, কিংবা, আচারে-ব্যবহারে কিছুমাত্র ত্রুটি নেই; আওয়াজও হয়, গুলিও বোধ হয় বেরোয়,—তবু—তবু, সেই পিস্তলেও হাত দেয়া তার বারণ—পাছে দু-চারটে গুলি বাজে বর্বাদ ক'রে ফেলে, সেই জন্মেই হয়ত!

এদিকে পুলকেশের রাস্তার মোড় দিয়ে হাঁটাই মুস্কিল। সমরেশ তাকে দেখ্‌তে পেলেই ছিঁড়ে খাচ্ছে। অর্দ্ধেক দাম দেবার কড়ারে, তার সঙ্গে সহযোগে, এক গাদা ডিটেক্‌টিভ বই কেনা হয়েছিল, সেও হয়ে গেল প্রায় সতের মাস—কিন্তু এখনো একটি পয়সা দেবার নামটি নেই! একটি পয়সাই কি চোখে পড়্‌তে পাচ্ছে পুলকেশের, যে নাম করবে?

নামোচ্চারণ কি অত সোজা? পড়্‌তে বাপু, এমন কাকার পাল্লায়, টের পেতে তা হলে! পয়সা কি ক'রে কামাতে হয়, শিখ্‌তে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু কি করে যে কমাতে হয়, উল্‌টে তাই ভুলে যেতে একদম্‌। বাড়ীর বাজার-সরকার কাকা, রাঁধুনি-বামুন স্বয়ং কাকী, বাসন মেজে দিয়ে যায় ঠিকে ঝি, এবং ফাই-ফর্‌মাস্‌ খাটে—? নাঃ, তার নামটা পুলকেশ তোমাদের জানাতে পারবে না।

এই ত, আজ হঠাৎ ম্যাটিনির খান দুই পাশ পেয়ে কাকা আর কাকী সিনেমায় চলে গেছেন—তাকে যে সঙ্গে নেন্‌ নি, তার কারণ এ নয় যে পাশের মাত্রা আর কিছুমাত্রও বাড়ানো যেত না, তাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বাড়ীর জিম্মায়। কেন বাপু, এতই যদি টাকাকড়ির জন্মে ভাবনা, একটা দ্বারোয়ান্‌ রাখ্‌তে কে মানা করেছে? ঠিক-ঠিক বেতন পেলে, পুলকেশই হয়ত ওই পদের জন্মে আবেদন কর্‌তে পারে। কিন্তু এ রকম অবৈতনিক দ্বারোয়ানগিরি, তা বলে, কিছুতেই আর হজম করা যায় না।

বেশ, ভালো করেই পুলকেশ বাড়ী আগ্‌লাবে আজ। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করেই ছাড়্‌বে সে। কাকার পিস্তল দিয়েই ঐ পট্‌কা তালাটার মাথা খাবে, বাক্সটাকেও শেষ করবে। পিস্তল-পেটা করেই লেঠা চুকোবে আজ। তবেই তার নাম খোকা গুণ্ডা নম্বর টু।

পুলকেশ মাসিকপত্রখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিস্তলটাকে কাকার ড্রয়ার থেকে বার কর্‌ল।

কিন্তু তালাটাকে 'পিস্তলাঘাত' করবার মুহূর্ত্তেই তার মনে একটা খট্‌কা বাধ্‌ল। বাক্স ভাঙ্‌লে তার হাড়গোড় আস্ত থাক্‌বে কি না, এই ধরণের একটা জিজ্ঞাসার উদয় হ'ল হঠাৎ। কেননা, তার কাকা বাড়ী ফির্‌বেন নির্ঘাৎ, অনিবার্য্যভাবে, অবশ্যম্ভাবী-রূপেই ফির্‌বেন। সিনেমা যতই চমৎকার আর উপাদেয় জিনিস হোক্‌, তাও শেষ হয়,—এবং শেষ হয়ে গেলে, কাকা আর সেখানে টিকে থাকার প্রয়োজন মনে করবেন কিনা সন্দেহ।

তার চেয়ে—তার চেয়ে এ রকমটা কর্‌লে হয় না?—

ওভারকোট্‌ওয়ালাকে তথাপি ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে পুলকেশ এবার গলা বাড়িয়ে ডাক ছাড়্‌লে:

"মেরে ফেল্‌লে! সেরে ফেল্‌লে! কে কোথায় আছ, বাঁচাও এসে!"

এবং একটা কাচের ফুল্‌দানি ছুঁড়ে দিলে দেয়ালের বিরুদ্ধে—সজোরেই ছুঁড়ে দিলে। তার চাঁছাছোলা গলার সঙ্গে মিলিয়ে ছত্রভঙ্গ কাচের ঝনৎকার মন্দ ঐকতান হ'ল না।

চিরঞ্জীব ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। একটি বালক এবং কতকগুলি ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আরো আশ্চর্য্য এই যে, ভগ্নাংশগুলো আবার সেই বালকের নয়। বিস্মিত হবার কথাই বই কি!

"কই, খুনে ডাকাতরা কই? গুণ্ডারা?—" চিরঞ্জীব বাবু প্রশ্ন কর্‌লেন: "আমি আস্‌বার আগেই পালিয়ে গেল সব?"

হতাশাব্যঞ্জক হাসি হাস্‌লেও, মনে মনে অনেকটা স্বস্তি পেলেন তিনি।

"না। একজন রয়ে গেছে এখনো।—" বল্‌তে বল্‌তে পিস্তলটা তুল্‌ল পুলকেশ: "আমিই রয়েছি। এই যে পিস্তল। দেখ্‌তে পাচ্ছ না পিস্তলটা?"

"ও? পিস্তল? তাই ত বটে!" চিরঞ্জীব বাবু ঈষৎ হক্‌চকিয়েই যান্‌, কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিতেও তাঁর খুব দেরি হয় না। "পিস্তলই বটে! চিন্‌তে ভুল করি নি। সেই কবে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে গেছলাম—তার পর আর ওসব অস্ত্রশস্ত্র তো চোখে পড়ে নি! বহুদিনই পড়ে নি! তা কি কর্‌তে হবে আমায়? হাত তুলে দাঁড়াতে হবে নাকি? তা হলেই ত হয়েছে! ও সব হাতটাত তুলে রাখা আমার কর্ম্ম নয় বাপু! ও ধরণের অভিনয় আমার আদপেই পোষায় না।"

"বেশ, হাতটাত তুল্‌তে হবে না। কিন্তু যা কিছু তোমার পকেটে আছে ঝেড়ে ফেল দিকি বাছাধন!"—ডিটেক্‌টিভ বইয়ে পড়ার মত হুবহু আউড়ে যায় পুলকেশ।

"আমার পকেটে? তুমি নিজেই হাত্‌ড়ে দেখ্‌তে পার। আমাকে আর অনর্থক কষ্ট দেয়া কেন?" মৃদুহাস্য করে বলেন চিরঞ্জীব।

"হ্যাঁ। আর তুমি সেই তক্কে ধরে ফেল আমায়? বেশ আর কি!"

"তা হলে তোমার পিস্তল আছে কি কর্‌তে?"

"হ্যাঁ, পিস্তল আছে বটে!" অপ্রস্তুত হাসি হেসে, দুঃসাহসভরে এগিয়ে যায় পুলকেশ; কিন্তু ওভারকোটের কাছাকাছি গিয়েও, তার ভেতরে হাত পুর্‌বে কিনা ইতস্ততঃ কর্‌তে থাকে।

"ভয় নেই। একটা আঙুল দিয়েও তোমাকে আমি ঠেকাব না।" চিরঞ্জীব ভরসা দেন: "আমি এক কথার মানুষ। আমার যে কথা সেই কাজ।"

পিস্তলের নলটা আগন্তুকের বুকে বিন্যস্ত রেখে, পুলকেশ অন্য হাতে শশব্যস্তে সব পকেটগুলো হাত্ড়ে নেয়, কিন্তু না, কাণাকড়িটার পর্য্যন্ত পাত্তা নেই কোথাও।

"একটা পয়সা নেই পকেটে, ধোকর ওভারকোট্ গায়ে দিয়ে বেরুনো হয়েছে বাবুর!"

অন্তরস্থ যাবতীয় অসন্তোষ পুলকেশ এক বাক্যে বহির্গত করে ফেলে।

ম্লান হাসি হাসেন চিরঞ্জীব: "বিধাতার মার! বুঝ্লে বাবাজীবন! অপরকে হাত তুলে দুটো পয়সা দেব সে সুখ কি দিয়েছেন বিধাতা? সে ক্ষমতাই দেন নি আমায়! তা হলে তো পকেট-ভর্ত্তি পয়সা নিয়ে বেরুতাম রাস্তায়, যে চাইত তাকেই দিতুম, যে না চাইত তাকেও। তোমাকেও কি এত কাণ্ড কর্তে হ'ত তা হ'লে?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস—বেশ লম্বাচওড়া একটা সুদীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে যায় তাঁর।

"যাও, যাও! আর ইয়াকি কর্তে হবে না! ভারি! কঞ্জুসের ধাড়ি কোথাকার! এমন চমৎকার যাঁর ওভারকোট্ তাঁর নাকি আবার পয়সা নেই! কেবল আমাকে ঠকাবার মৎলবেই, ট্যাঁক্ খালি ক'রে বেরুনো হয়েছে—বুঝেছি! কাকা নম্বর টু,—দূর্ দূর্!"

চিরঞ্জীব কিন্তু দূরীভূত হন্ না, পুলকেশের বক্তৃতা শুনে, একটা চেয়ারের উপর আরাম ক'রেই বসেন।

"তোমার অসুবিধেটা আমি বুঝ্তে পার্ছি, বাপু। কিন্তু আমি তো নাচার! বল আর কী ভাবে তোমাকে সাহায্য কর্তে পারি আমি?"

"থাক্, আর কথায় কাজ নেই। আমার কাজ আমি নিজেই গুছিয়ে নিতে পারব, আপনাকে আর বাধিত কর্তে হবে না।"

এই ব'লে পুলকেশ, পিস্তলটাকে আরো ভালো করে বাগিয়ে ধরে।

"চুপ্ ক'রে বসে থাক ঐ চেয়ারে, নড়েছ কি—দুড়ুম্!"

তার পরে টেবিল থেকে ছোট্ট ক্যাশ-বাক্সটাকে তুলে ধরে সজোরে আছাড় মারে মেজেয়। আবার, এবং তার পর আবার।

বারম্বার বেমক্কা মার সইতে না পেরে, বাক্সটা তার যা-কিছু পুঁজিপাটা, চীৎকার ক'রে বার ক'রে দেয় তক্ষুণি। পিস্তলের লক্ষ্য উদ্যত রেখেই, পুলকেশ, বামাল সাম্লে নিয়ে, পার্শ্ববর্ত্তী খাটের গদীর তলায় জড়ীভূত করে রাখে।

চিরঞ্জীব নিষ্পলক নেত্রে সমস্ত কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। তাঁর দৃষ্টি যেন সাধুবাদে পূর্ণ।

"বাঃ, বেশ! হাত-সাফাই আছে বটে তোমার! কালেক্কে লায়েক হতে পারবে।"

"চুপ্! একটি কথা না! টুঁ কর্লেই গুড়ুম্!"

পুলকেশ নিজের চুলগুলো 'হেস্তনেস্ত' করে ফেলে—ব্রাশ্ করা পরিপাটি চুলে হস্ত ন্যস্ত

করলে স্বভাবতঃই যা হয়ে থাকে। তার পর চুলগুলো উস্কো-খুস্কো করে, তার পরে এক হ্যাচ্কায় গায়ের সার্টটার দফা সারে—একেবারে ফর্দ্দা ফাঁই বলে যাকে। এ হেন ক্ষেত্রে যা যা করবার, ডিটেক্টিভ্ বই পড়ে সবই তার জানা—কিছুই তার আট্কায় না, কর্ত্তব্যের কোনটাই বাদ যায় না। নিখুঁত ভাবেই হয়ে যায় সব।

তার পর নিজের—হ্যাঁ, নিজের গালেই যথাসাধ্য সজোরে এক চপেটাঘাত কষিয়ে, টেলিফোনের রিসিভারটা সে তুলে নেয়: "হ্যালো, লালবাজার—!"

চিরঞ্জীব বাবু প্রতিবাদের সুরে বলেন: "দেখ, এটা কি ভালো হচ্ছে ঠিক?......শেষটায় মুস্কিল বাধানো...আমাকে দোষ দিতে পাবে না কিন্তু..."

কোন কথা কানে তোলে না পুলকেশ। "হ্যাঁ, চলে আসুন চট্পট্। খুন, জখম, রাহাজানি...আমাদের বাড়ী..."

পুলিসের গাড়ী এসে পড়্তে আর কতক্ষণ? দারোগা ঘরে ঢুক্বার আগেই সে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে চিরঞ্জীবের দিকে, এবং রোগা ছেলেটির মত নেতিয়ে পড়েছে বেতের চেয়ারটায়।

চিরঞ্জীব চুপ করেই থাকেন। তাঁর মুখে ম্লান মৃদু হাস্য—চোখে সহানুভূতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পুলকেশই সব বলে। কাকা-কাকীমা সিনেমায় গেছেন, তাকে বাড়ীতে একলা পেয়ে এই ওভারকোট্ওলা গুণ্ডা ভদ্রলোকটি কোত্থেকে না এসে, ঐ পিস্তলটা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাকাবাবুর ঐ হাত-বাক্স ভেঙে যা কিছু ছিল—কি ছিল তার জানা নেই, তবে টাকাকড়ি ছিল অনেক—বেবাক্ সব হাতিয়ে নিয়েছে। নিয়ে আপনাদের আসার অপেক্ষায় পিস্তল ফেলে দিয়ে ভালো মানুষ সেজে এখন বসে আছে চেয়ারে। দেখুন্ না ওই

যথার্থ ই! দেখ্বার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ভালোমানুষ-সাজা গুণ্ডাটি তো সাম্নেই সমাসীন; উদাসীনভাবেই উপবিষ্ট; বাক্সটাও 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' অবস্থায় হাঁ ক'রে; এবং পিস্তলটাও পড়ে আছে মেজেয়। কোনটারই ইতরবিশেষ নেই, বর্ণনার সঙ্গে দৃষ্টান্তের গোল নেই কোন—হাতেনাতেই প্রমাণ হয়ে আছে সব।

পুলিসের দারোগা গম্ভীর মুখে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন: "মসার্ রিভল্ভারই দেখ্ছি! দোনলা মসারই বটে।"

"ঠিকই ধরেছেন মশায়!" চিরঞ্জীববাবু এতক্ষণে কথা বলেন একটা: "মশা-মারা পিস্তলই ওটা। যুদ্ধ-ছাড়া বহুদিন বটে, কিন্তু তা হলেও চিন্তে আমি ভুল করি নি।"

পুলকেশ সলজ্জ হয়ে ওঠে: "ওটা যে টয়্ রিভল্ভার আমি কি তা জানি? আমি কি ক'রে জান্ব? আমার কি দোষ? আমি তো সত্যি ভেবেই ভয় খেয়েছি।"

দারোগার গোঁ বেড়ে যায় আরো। চিরঞ্জীব বাবুকে লক্ষ্য করে তিনি বলে ওঠেন, “আপনাকে সেজন্যে মাথা ঘামাতে হবে না মশাই, সে আমরা বুঝ্‌ব। এখন, এই ব্যাপারে, আপনার কি বল্‌বার আছে, বলে ফেলুন্ দেখি চট্‌পট্‌!” তাড়া দেন দারোগা।

“আমার? আমার বল্‌বার আর কি আছে? আমি আর কি বল্‌ব? এর কোন ব্যাপারেই আমার কোন হাত নেই, এই শুধু আমি বল্‌তে পারি।” চিরঞ্জীব পুলকেশের দিকে একটা করুণ কটাক্ষ ক’রে সবিনয়ে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

“বটে? আপনার কোন হাত নেই! বল্‌বেন্‌ই তো!—” পুলকেশ ঝাঁঝিয়ে ওঠে শোনা মাত্রই: “বলুন, আপনি আমার জামা ছিঁড়ে দেন নি। আমার চুল ধ’রে টানেন নি? বলুন্! আমার গালে ঠাস্‌-ঠাস্ ক’রে তিন চড় কষিয়ে দেন নি? বলে যান্! কি মিথ্যুক্ রে বাবা!”

চিরঞ্জীব হেসে ফেলেন: “সত্যি, যদি সুযোগ থাকৃত তা হলে এক্ষুণি তিন চড় কষিয়ে দিতুম তোমায়। কিংবা মাথায় করেই নাচ্‌তুম্ কিনা কে জানে! কিন্তু—”

দারোগা হুকুম দেন কনেষ্টবলদের: “হাতকড়ি লাগা দেও—লে চলো থানেমে।” হুম্‌কিও দেন।

একজন পাহারাওয়ালা হাতকড়ি তুলে ধরে, আর একজন ওঁর ওভার-কোট্ খুলে ফেলে, কিন্তু—কিন্তু হাতকড়ি লাগানোর কোন উপায়ই দেখা যায় না। ভদ্রলোকের দুটো হাতই কাটা। কাঁধ থেকেই কাটা একদম্।

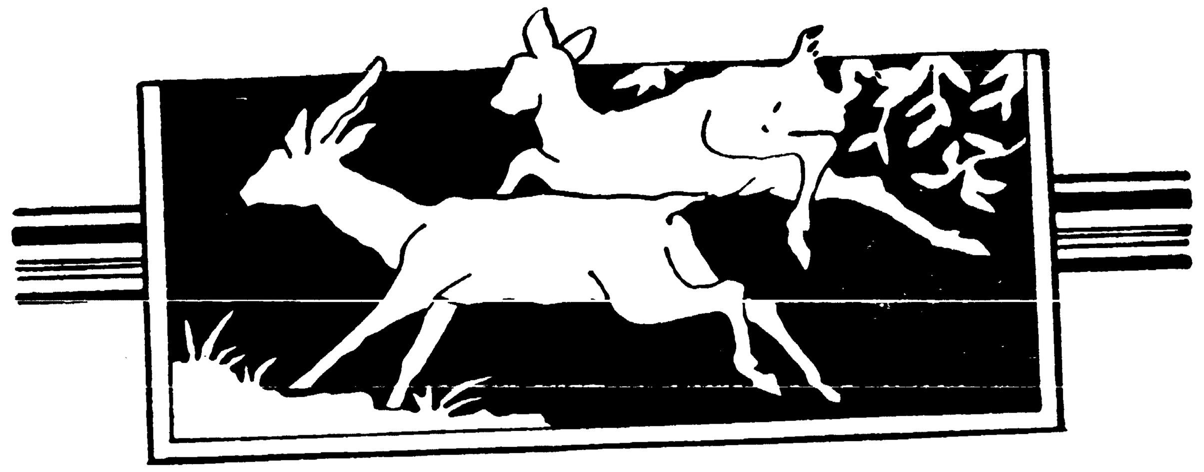

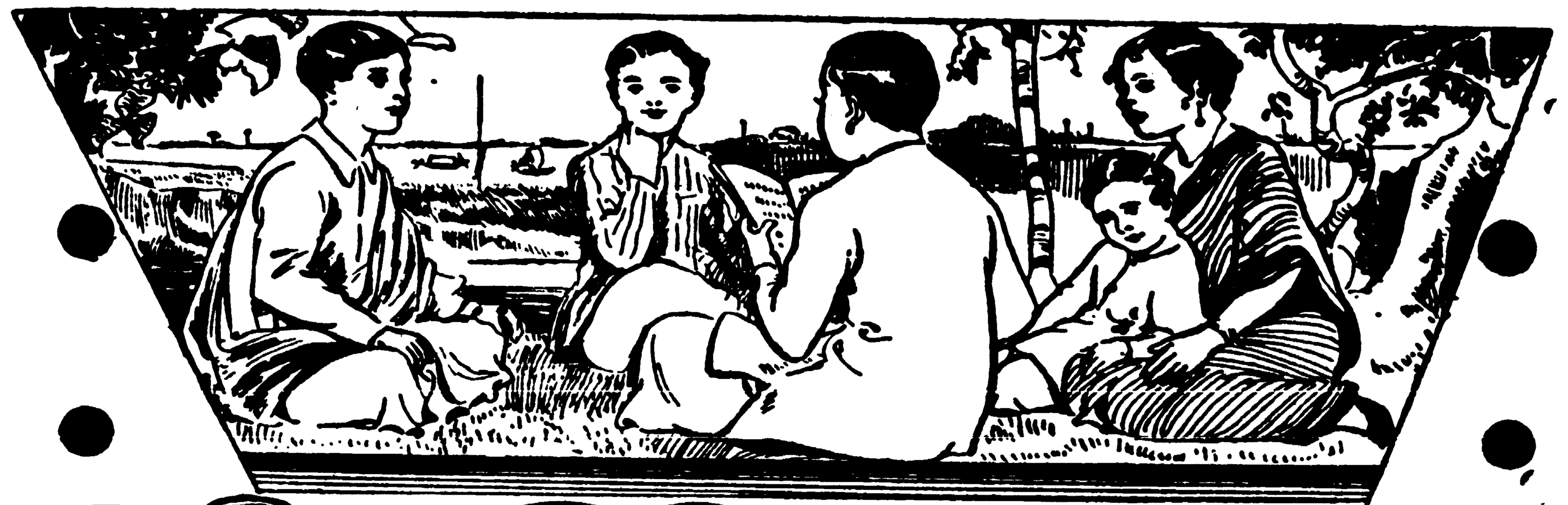

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

অশ্রু-অর্ঘ্য

(কুমারী নীলিমা রায়)

‘রামধনু’টীরে এঁকেছিলে তুমি
রঙিন তূলিকাপাতে,
কত যে হাসির উৎস ছুটেছে
তোমার রচনা সাথে!
জ্বেলে দিত হৃদে জ্ঞানের আলোক,
তোমার লেখনী-ধার,

তোমারে হারায়ে ব্যথায় ব্যথায়
কাঁদে হৃদি সবাকার।
কার আবাহনে চলে গেলে হায়
ওগো ‘রামধনু’-সাথী!
তোমার চরণে অর্ঘ্য এনেছি
অশ্রুর মালা গাঁথি।

বাদল ছেলে মাদল বাজায় খুসীর হাসি হেসে

(শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল)

মেঘের নিশান উড়িয়ে আজি আষাঢ় এল দেশে,
আজকে এল বাদল ছেলে বাজিয়ে মাদল হেসে।
আজকে সকল বনে,
আজকে আমার মনে
বাদল ছেলে মাদল বাজায় খুসীর হাসি হেসে।

ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়, বকুল দোলায় শাখা,
ছোট্ট আখের ক্ষেতখানিতে খুসীর আবেশ মাখা।
আম বলেছে কি খুসী রে!
জাম বলেছে কি হাসি রে!
সারা বনের সবুজ হিয়ায় খুসীর আবেশ মাখা।

ছোট্ট আমার আঙিনাতে জল উঠেছে ভরে,
বৃষ্টি পড়ে টুপ্ টুপা টুপ্ সারাটা দিন ধরে।
এই আঙিনার মত
(মোর) মনের তরু যত
টুপ্ টুপা টুপ্ খুসীর ধারায় ভিজছে অঝোর ধারে।

"জীব-জন্তুর ব্যবহার"

(শ্রীকল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায়)

বৈশাখ মাসের "রামধনু"তে অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "জীব-জন্তুর ব্যবহার" পড়িয়া অনুরূপ কয়েকটী ঘটনা মনে পড়িয়া গেল।

আমার মামাবাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। সেখানে অত্যন্ত বানরের উপদ্রব। প্রায়ই গ্রামে বানরের দল আসিয়া যাহার গাছে যা যা ফল আছে সমস্ত খাইয়া, গাছ ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্ করিয়া যায়। বানরের দল আসিলে একলা বাড়ীর ভিতরে, উঠানে যাতায়াত করিতেও ভয় করে।

একদিন এইরূপ বানর আসিয়াছে। দিদিমা স্নান করিতে কুয়াতলা যাইবেন—কিন্তু তাঁহার সাহসে কুলাইতেছে না। তিনি একবার কুয়াতলার দিকে কিছুদূর যাইতেছেন পুনরায় বানর দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন। বাড়ীর পোষা বিড়ালটা এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদিমাকে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে উঠিয়া তাঁহার আগে আগে কুয়াতলা পর্য্যন্ত গিয়া বানর তাড়াইতে সুরু করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তথায় রহিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিড়ালটি ক্রমাগত বানর তাড়াইল।

আর একটা ঘটনা। আমরা যখন হাজারীবাগে ছিলাম তখন "জ্যাক্" নামে আমাদের একটা কুকুর ছিল। একবার আমরা মোটরে করিয়া হাজারীবাগ হইতে তিন মাইল দূরস্থিত ক্যানারি হিলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। জ্যাক্‌কে আমরা বাড়ীতে রাখিয়া রওনা হই। আমরা মোটরে করিয়া মাইল কয়েক গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ বাঁদিকে তাকাইয়া দেখি যে জ্যাক্ আমাদের গাড়ী হইতে কিছু দূর দিয়া মাঠে মাঠে আমাদের সঙ্গে দৌড়িয়া চলিয়াছে। দেখিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। গাড়ী হইতে খুব খানিকটা চীৎকার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন আর জ্যাক্‌কে দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল জঙ্গলে জ্যাক্ পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া দেখি জ্যাক্ বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া খুব হাঁপাইতেছে। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া কয়েক মাইল দূরের বাড়ী পৌঁছিতে তার মোটরের চেয়ে কম সময়ই লাগিয়াছে।

আর এক দিনের ঘটনা। সেদিন রাত আটটার সময় হঠাৎ ঘরের ভিতর একটা বিশ্রী গন্ধ পাইলাম। মা বলিলেন, বাহিরে নিশ্চয়ই বাঘ আসিয়াছে। কিন্তু আর কেহ মানিতে চাহিল না। তখন ঠিক হইল যে জ্যাক্‌কে দিয়া পরীক্ষা করা হইবে। বাবা দরজা খুলিয়া জ্যাক্‌কে বাহিরে ঠেলিয়া দিলেন। অন্য দিন হইলে সে দরজা খুলিবা মাত্র বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু সেদিন তৎক্ষণাৎ ভিতরে ফিরিয়া আসিল। যতবার তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, ততবার সে ভিতরে ফিরিয়া আসে। জ্যাকের কাণ্ড দেখিয়া বাঘের আগমন-বার্ত্তা বুঝিতে দেরী হইল না। তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। সত্যি-সত্যিই সেদিন বাঘ আসিয়াছিল।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

নিবিড় নীরদজালে ভারাক্রান্ত আষাঢ়-আকাশ ;
কোথা কালিদাস ?
বিজুরী চমকি' উঠে, দেখা যায় দূরে অতি দূরে
ভাবমগ্ন মহাকবি সমাধিস্থ উজ্জয়িনীপুরে।
কল কল ছল ছল বয়ে যায় শিপ্রা কলতানে,
কয়ে যায় কত কথা চুপি চুপি কবি-কানে কানে।
সহসা শ্রবণে পশে দূরাগত ক্রন্দনের ধ্বনি,
চমকি উঠিল কবি অকস্মাৎ পরমাদ গণি।
ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান, আনমনে ভাবে বসে কবি,
নয়নে উঠেছে ফুটে স্নিগ্ধ শান্ত করুণার ছবি।
শুনিল কাঁদিছে যক্ষ সঙ্গীহারা রামগিরি শিরে,
ব্যথা তার ভাষা পেল তাই আজ আষাঢ়ের নীরে।
নির্ব্বাসিত যক্ষ কাঁদে—প্রাণ তার হয়েছে বিহ্বল,
চঞ্চল করেছে তারে অলকার শ্যামল অঞ্চল।
কে শোনাবে বার্ত্তা তার অলকার যক্ষপুরী-মাঝ ?
স্নেহের কোমল হস্তে কে মুছাবে আঁখি-বারি আজ ?

বান্ধব-স্বজনহীন নির্ব্বাসিত যক্ষের ক্রন্দনে
জাগিবে না কোন সাড়া আজ কিগো দেবতার মনে ?
কবির করুণা-গঙ্গা বাষ্প হয়ে দুঃখের উত্তাপে
মেঘ হয়ে দিল সাড়া নির্ব্বাসিত যক্ষের বিলাপে।
পুঞ্জীভূত ব্যথা তার আষাঢ়ের মেঘের আকারে
চলিল লইয়া বার্ত্তা অলকার বিস্তীর্ণ প্রাকারে।

যেথায় কাঁদিছে সাথী একমনে বসি দিন গুণে,
কহিল অমিয়-বার্ত্তা চুপিসারে তার কানে কানে।
মুখে তার ফুটে হাসি, ভরে যায় তার প্রাণ-মন,
নয়নেতে উঠে ভাসি' অনাগত দিনের স্বপন।

এ কি মায়া—ইন্দ্রজাল, ওগো কবি, তোমার পরশে !
প্রণাম জানাই তোমা "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"।

"আমরা পাঁচটি বোন"

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

রামধনুর গ্রাহিকাদের মধ্যে পাঁচটি বোন হয়তো অনেকের বাড়ীতেই আছে। রামধনু আসিলে পাঁচ বোনে তা লইয়া হয়তো দস্তুরমত কাড়াকাড়িও পড়িয়া যায়—অবশ্য যদি ঐ বোনদের সব ক'টিরই রামধনু পড়িবার মত বয়স হয়। কিন্তু উপরে যে পাঁচটি বোনের কথা বলিয়াছি তারা কেউই রামধনুর গ্রাহিকা নয়, বাংলা ভাষাও তারা জানে না। জানিলে, এবং রামধনুর গ্রাহিকা হইলে বোধ হয় কিছু দুর্ভাবনার কারণ হইত ; দুর্ভাবনা আমাদের নয়, দুর্ভাবনা তাদের বাপ-মায়ের। কারণ প্রতি মাসেই বাড়ীতে রামধনু আসিলে হয়তো পাঁচ বোনে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া যাইত। এই পাঁচ সহোদরা শুধু একবয়সী নয়, একেবারে একদিনে এদের জন্ম ; সাধু ভাষায় বলিলে এদের বলিতে হয় 'পঞ্চ-যমজ'।

কথাটা শুনিলে অনেকেই বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাস করা কষ্টকর বই কি ! একসঙ্গে দু'টি অর্থাৎ যমজ ভাই বা বোনের কথা শুনিলেই কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়—একবার চোখে দেখিতে সাধ যায়, আর এরা দু'টি নয়, তিনটি নয়, চারটি নয়—একেবারে একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটি বোন ! প্রকৃতির রাজ্যে এমন আইন অমান্যের কথা শুনিয়াছ ?

আমরা না শুনিলেও ডাক্তারেরা—বিশেষতঃ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কিন্তু ব্যাপারটিকে একেবারে নতুন বলিয়া মানিতে চান না। একসঙ্গে পাঁচটি ভাই বা বোনের জন্ম পৃথিবীতে আরও ২০।৩০ বার হইয়াছে বলিয়া তাঁরা প্রমাণ পাইয়াছেন, এমন কি একসঙ্গে ৬টিও নাকি হইয়াছে! কিন্তু কোনটির বেলাই সব ক'টিকে জন্মের

'ডিওন্ কুইন'। এই পাঁচ বোন একদিনে পৃথিবীতে আসিয়াছে।

পর বেশীক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা যায় নাই। সেই হিসাবে এই পাঁচ বোনের খুব বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে। এরা সকলেই আজ পর্য্যন্ত দিব্যি বহাল তবিয়তে বাঁচিয়া আছে। এখন এদের এক-একজনের বয়স পাঁচ বছর, এবং এরা সকলেই পৃথিবী-বিখ্যাত। এদের বলা হয় "ডিওন কুইন্" বা "ডিওন কুইন্টুপ্লেট্স্"—অর্থাৎ ডিওনের পঞ্চ যমজ। এদের বাপ-মায়ের নাম অলিভা ও এলজিরে ডিওন্।

১৯৩৪ সনের ২৮শে মে ক্যানাডার অণ্টারিও প্রদেশের ক্যালাণ্ডার নামে এক জায়গায় এই অদ্ভুত পঞ্চ ভগিনীর আবির্ভাব হয়। দিনটি মানুষের জন্মের ইতিহাসে একটা বেশ স্মরণীয় দিন এ কথা বলিলে বোধ হয় বেশী দোষের হইবে না। জন্মের পরেই পাঁচ বোনকে নিয়া ডাক্তার ড্যাফো সাহেব বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মেয়ে ক'টিকে তূলার বাক্সে ভরিয়া, ফাউন্টেন পেনের ড্রপারের সাহায্যে প্রত্যেকের মুখে কয়েক ফোঁটা করিয়া 'রাম্' ঢালিয়া, গরম জলের সেঁক দিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি তখনকার মত একটু নিশ্চন্ত হইলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে সব ক'টিকে বাঁচাইতে পারিবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না। বিশেষতঃ পাঁচটি বোনের মধ্যে তিনটিই জন্মের পরই নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে খবরটা খবরের কাগজে বাহির হইতেই দাবানলের মত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। খবরের কাগজ-

ওয়ালারা এমন একটা "লোভনীয়" সংবাদ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। তাদেরই চেষ্টায় টেলিফোনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত মেয়ে ক'টিকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা হইল। বিশেষজ্ঞেরা জানাইলেন, মেয়ে ক'টিকে কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিবার ইন্‌কিউবেটর যন্ত্রের মধ্যে রাখিলে হয়তো বাঁচান যাইতে পারে। কিন্তু ক্যালাণ্ডারের একশ' মাইলের মধ্যে কোনও ইন্‌কিউবেটরের খোঁজ পাওয়া গেল না। এবারেও উদ্ধার করিলেন খবরের কাগজওয়ালারাই। "শিকাগো-আমেরিকান্" পত্রিকার পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক এরোপ্লেনে করিয়া ইন্‌কিউবেটর যন্ত্র সহ ক্যালাণ্ডারে ছুটিলেন। যন্ত্র পৌঁছিবার পরেও একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউই ইন্‌কিউবেটর ব্যবহার করিবার নিয়ম জানিতেন না। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা হইল। ইন্‌কিউবেটরের কল্যাণে নির্জ্জীব শিশু তিনটিও ক্রমে সতেজ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার, নার্স্ প্রভৃতি মিলিয়া যখন মেয়ে ক'টির জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত সেই সময় শিকাগো হইতে আর এক ভদ্রলোক আসিয়া হাজির। এ লোকটি পাকা ব্যবসাদার। বুদ্ধি থাকিলে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইতে অনেক টাকা কামানো যাইবে বুঝিয়া তিনি মেয়েদের বাপ মিঃ ডিওনের সঙ্গে এক চুক্তি করিয়া ফেলিলেন। শিকাগোয় মস্ত মেলা হইবে, মেয়ে ক'টিকে সেখানে লইয়া গেলে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। বাপের ভাগ্যেও কিছু জুটিবে, ভদ্রলোকটির ভাগ্যেও। মিঃ ডিওন্ কখনও অত টাকা এক সঙ্গে দেখেন নাই, তিনি তখনই রাজী। দেখিতে দেখিতে ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল, এখন ডাক্তারেরা ছাড়িয়া দিলেই হইল।

কিন্তু হঠাৎ সমস্ত মতলব ফাঁসিয়া গেল। অণ্টারিও গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং আসিয়া মেয়ে ক'টির তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। অবশ্য ঠিক হইল, মেয়ের বাপও অভিভাবকদের একজন হইয়া থাকিবেন। ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি হতাশ হইয়া ষড়্‌যন্ত্রকারীদের (?) সকলকার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকিয়া দিলেন।

তার পর দেখিতে দেখিতে সরকারী তদারক সুরু হইল। গভর্ণমেণ্ট্ হইতে মেয়ে ক'টির জন্য প্রতি সপ্তাহে ১৫০ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারশ' টাকার বরাদ্দ

হইল। তাদের দেখা-শোনা, তত্ত্বতল্লাসের জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইল, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তাদের লালন-পালন চলিতে লাগিল। শুধু তাদেরই জন্য ক্যালাণ্ডারে একটা ভাল হাসপাতাল বসান হইল। মোট কথা, কোনও দিক্ দিয়া কোন রকম অযত্ন যাহাতে না হয় তার কড়া বন্দোবস্ত হইল। ডিওন্ কুইন দিনে দিনে শশী-কলার মত বাড়িতে লাগিল।

মিঃ ডিওন্ অমন খাসা চুক্তিটা নষ্ট হওয়ায় হয়তো একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বোধ হয় সে দুঃখ তাঁর ঘুচিয়াছে। ডিওন্ কুইন যেখানে মানুষ হইতেছে তার পাশেই এখন মস্ত বড় রেস্তোরাঁ—মিঃ ডিওন্ই তার মালিক।

জন্মের অব্যবহিত পরে ডিওন্ কুইন

মন্দ লোকে বলে এই রেস্তোরাঁ হইতে তাঁর বছরে বেশ কয়েক হাজার পাউণ্ড আয় হয়। আর হইবেই বা না কেন? এই বোন ক'টিকে দেখিতে ক্যালাণ্ডারে তো নেহাৎ কম লোকে আসে না! সরকারী হিসাব মত প্রতি বছর গড়ে আমেরিকার টুরিষ্টরা এই ডিওন্ বোনদের দেখিবার জন্য ৪০ লক্ষ পাউণ্ড যাওয়া-আসা বাবদই খরচ করে। অবশ্য সরকারী কড়া ব্যবস্থার জন্য ডিওন্ বোনেরা তাদের খবর পায় না। তবে তারাও এখন অনেক টাকার মালিক।

শুধু তাই নয়, এই ডিওন্ কুইনের জন্যই ক্যালাণ্ডার সহরের সমৃদ্ধি আজ শত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সহরে পৌঁছিবার জন্য প্রায় ১০০ মাইল্ লম্বা আধুনিক কেতা-দুরস্ত রাস্তা তৈরী হইয়াছে। আরও কত কি হইয়াছে! ডিওন্ কুইনের সম্মানও নেহাৎ কম নয়। সম্প্রতি রাজারাণী (রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ও রাণী এলিজাবেথ)

ক্যানাডা ভ্রমণে গিয়া টোরোণ্টো সহরে পৌঁছিয়া সম্বর্দ্ধনার পর সর্ব্বপ্রথম ডিওন্ কুইনের সঙ্গেই দেখা করিয়াছিলেন। স্বয়ং রাণী মেয়ে ক'টিকে আদরও করিয়াছিলেন প্রচুর।

ডিওন্ কুইনের মত এক সঙ্গে একাধিক—দুই, তিন, চার বা পাঁচটি ছেলে-মেয়ে কেন হয়, কি তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া আজকালকার পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করিতেছেন। অনেক রহস্য-পূর্ণ তথ্যও যোগাড় করিয়াছেন। তাঁদের মতে যমজ ছেলেমেয়ে দুই ভাবে হইতে পারে। আমাদের শরীর কতকগুলি জীবকোষ বা 'সেল্' দিয়া তৈরী। জন্মের আগে শরীরের গঠন আরম্ভ হয় কিন্তু একটি কোষ হইতে; ভাবী শিশুর হাব-ভাব, স্বভাব প্রভৃতি যা কিছু গুণ সব আসে এই কোষটি হইতে। কোষটি একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারটি—এইভাবে ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাড়িয়া শেষে একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর গড়িয়া তোলে। যমজ ছেলেমেয়ের বেলা সর্ব্বপ্রথমকার কোষটি কোন রকমে চিরিয়া দু'ভাগ হইয়া যায়। তারপর সেই দুই খণ্ড ভাঙ্গিয়া বাড়িয়া দুইটি মানুষ সৃষ্টি করে। এই ধরণের যমজদের আকৃতি-প্রকৃতিও তাই হয় অনেকটা এক রকম এবং যমজের দু'টিই হয়—হয় ভাই, নয় বোন। ডিওন্ কুইনও, ডাক্তারদের মতে, এই ভাবে হইয়াছে, তবে প্রথম কোষটি বোধ হয় দুই ভাগ না হইয়া কোন রকমে পাঁচ ভাগ হইয়া গিয়াছিল।

অনেক সময় গোড়াতে একটি কোষ হইতে আরম্ভ না হইয়া দু'টি কোষ লইয়া শরীর গঠন আরম্ভ হয়। এ দু'টি কোষ গুণে একেবারেই আলাদা। কাজেই এগুলি হইতে ক্রমে যে যমজ সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে মিল অনেক কম থাকে, এবং দু'টিই ভাই বা বোন না হইয়া একটি ভাই, একটি বোনও হইতে পারে। এই ধরণের যমজেরা চেহারায় বা স্বভাবে সাধারণ ভাইবোনদের মতই হয়।

কোন কোন বাপ-মায়ের আবার একটির বদলে প্রায়ই যোড়া ছেলেমেয়ে হয়। পরপৃষ্ঠায় এই রকম চার যোড়া ভাইবোনের ছবি দিলাম। এরা সকলেই এক মা-বাপের সন্তান। বড় দু'টি হইতে ছোট দু'টি দশ বছরের ছোট।

পণ্ডিতেরা আরও বলেন, যমজের হার সাধারণতঃ গড়ে এই রকম: এক সঙ্গে ২টি—প্রত্যেক ৮৮ বারের মধ্যে একবার, একসঙ্গে ৩টি—প্রত্যেক ৭৭০০ বারের মধ্যে একবার, একসঙ্গে ৪টি—প্রত্যেক ৬,০০০,০০০ বারের মধ্যে একবার। আর একসঙ্গে ৫টির কথা তো আগেই বলিয়াছি,—এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ২০৩০ বারের বেশী শুনা যায় নাই।

আমরা সবাই যমজ

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়।]

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচার-সভায় যে ৫টি প্রশ্ন বাহির হইয়াছিল, এবার অনেক গ্রাহকই তার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকলের উত্তর ছাপাইবার স্থান এখানে নাই, আমরা তার ভিতর হইতে বাছিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর এখানে দিলাম।

(১) ভিক্টোরিয়া ক্রস্ ব্রঞ্জ-নির্ম্মিত ক্রুশ। যুদ্ধে বীরত্বের জন্য (for valour) ইহা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে এই সম্মান পাইয়াছেন:—(১) খোদদাদ খাঁ (২) দরবার সিং নেগি (৩) মীর দোস্ত (৪) কুলবীর থাপা (৫) লালা (৬) ছত্তা সিং (৭) শাহ্ আহ্মদ খাঁ (৮) গোবিন্দ সিং (৯) করণবাহাদুর রাণা

(১০) বদলু সিং (১১) গোবর সিং নেগি (১২) ঈশ সিং। বাঙ্গালীর মধ্যে ইন্দ্রলাল রায় বিমান-যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া মারা গেলে তাঁর মাকে এই ক্রস্ দেওয়া হয়।

(২) দাদাভাই নওরোজি পার্লেমেন্টের প্রথম ভারতীয় সভ্য।

(৩) আই-সি-এস্এ প্রথম হন—বিলাতের পরীক্ষায়—স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের পরীক্ষায়—শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) কতকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য একত্র মিলিত হইয়া যদি একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তার উপর এমন কতকগুলি বিষয়ে ক্ষমতা দেয় যাহা একত্র পরিচালন করাইলে সুবিধা হয়, তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্তকে ফেডারেশন বলে।

(৫) ক। সবুজ কালি য়্যানিলিন গ্রীণ্, গ্লিসারিন্ ও জল মিশাইয়া তৈরী করা যায়।

খ। ভারদি গ্রীণ্ ২ আউন্স ও ক্রিম অব্ টার্টার ১ আউন্স লইয়া উহা ৮ আউন্স জলে দ্রব করিয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, ঠাণ্ডা হইলেই সবুজ কালি হইবে।

গ। অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষায়" ইহার বিশেষ বিবরণ পাইবে।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা জ্যৈষ্ঠের বিচার-সভার প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন:—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীলা মুস্তফী, শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, শ্রীঅণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতপন সেন, শ্রীসবিতা সেন, শ্রীশচীকান্ত রায়, শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীপ্রভাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার দাস, শ্রীমণিকা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমীরা, বিনু ও শান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরেবন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীলীলা দাশ।

নূতন প্রশ্ন

১। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে কি?

—শ্রীধ্রুব সরকার

২। হিট্লারের দলকে 'নাৎসি' ও মুসোলিনির দলকে 'ফ্যাসিষ্ট' বলে কেন?

—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখার্জ্জি,
—শ্রীহেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিঠিপত্র

মহাশয়,

আমাদের পাঠাগার হইতে মনোরঞ্জন বাবুর স্মৃতিরক্ষার্থে "শিশু-সাহিত্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের দান" শীর্ষক একটি রচনা প্রতিযোগিতা বাহির হইতেছে। উহাতে রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রথম স্থান অধিকারীকে মনোরঞ্জন বাবুর এক সেট বই এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে তাঁহার যে কোন দু'টি বই দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪৬। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, সাধনা পাব্লিক লাইব্রেরী, ১৯, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। —শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার

(পাঠাগারের পক্ষ হইতে)

সম্পাদক মশাই,

এবারকার রামধনুর সমালোচনা করব লিখেছিলাম, কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি এবারকার প্রত্যেকটি লেখাই অপ্রত্যাশিত রকম ভাল লাগছে। ৺সম্পাদক মহাশয় যে এমন সুন্দর কবিতা লিখতেন তা তো আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না! শ্রীসুবোধ বসু ও শ্রীঅমূল্য দাশগুপ্ত—এঁদের লেখা আগে রামধনু বা অন্য কোন শিশু-মাসিকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না অথচ এঁরা এত ভাল লেখেন! নতুন সম্পাদকের 'য়্যালুমিনিয়াম্' পড়ে কত কি শিখলাম! আর 'ফুলের মূল্য' ও 'নৃমুণ্ড-শিকারী'র তো কথাই নেই। জানোয়ার এবং জঙ্গলের গল্প দু'টোও খুব 'ইন্টারেষ্টিং'। অনেক দিন বাদে আবার 'মণিমঞ্জুষা' বিভাগ দেখে সত্যিই বড় খুসী হলাম। 'সন্দেশ'ও এবার বেশ বাড়ান হয়েছে। রামধনু

শ্রীমতী পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় ইনি পুরস্কার পেয়েছেন।)

পাবার আগে ভেবেছিলাম, এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই, যখন অনুমতি পেয়েছি তখন নির্দ্দয় ভাবে কঠোর সমালোচনা

করব। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি, ওমা, গালাগালি দেবার মত একটা ত্রুটীও যে রাখেন নি! ভারী অন্যায় কিন্তু আপনার। রামধনুর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

রামধনুর গত পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় যাঁরা পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছবি এখনও আমরা পাই নি।

—রাঃ সঃ

জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা হিসাব করিয়া বলিতেছেন গত পনের বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর যত কাছে আসিয়াছে শীঘ্রই সে তার চেয়ে আরও ২৮০০০০০ মাইল কাছে আসিয়া হাজির হইবে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ জন বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্ নানা রকম যন্ত্রপাতি লইয়া ঐ সময়ে অপেক্ষা করিবেন। এবার আর বোধ হয় মঙ্গল গ্রহের নিস্তার নাই, তার উপরকার আরও খুঁটিনাটি খবর—সেখানে সত্যিই কোন প্রাণী আছে কিনা—তারা চাষবাস করে কিনা ইত্যাদি বাহির করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।

* * *

রংপুর জেলার খোলাহাটী গ্রামে কাজী জায়দল হায়াৎ নামে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের খবর পাওয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক কর্ম্মজীবনে ছিলেন দারোগা—আজ প্রায় ৫৬ বছর যাবৎ পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তাঁর বয়স এখন ১২৬ বছর। তাঁর চোখের দৃষ্টি এখনও দিব্যি প্রখর, হাঁটা-চলার ক্ষমতাও অদ্ভুত। ভদ্রলোক এখনও সব রকম জিনিষ খান এবং নির্ব্বিবাদে হজম করেন। তাঁর ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে, নাতির নাতি প্রভৃতি মিলিয়া এখন এত বড় বংশ হইয়া পড়িয়াছে যে তাদের লইয়া একটা ছোটখাট গ্রাম তৈরী হইতে পারে।

* * *

বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ফরাসীরা ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সীমান্তে মাটীর নীচে এক অদ্ভুত দুর্গ-শৃঙ্খল তৈরী করিয়া রাখিয়াছে তা বোধ হয় অনেকে জান। ইহার নাম বিখ্যাত "ম্যাজিনো লাইন।" ম্যাজিনো লাইনে শুধু আত্মরক্ষার সকল রকম ব্যবস্থাই নাই, সৈন্যদের সুবিধা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য সিনেমা, স্নানাগার, রেস্তোরাঁ, চুল ছাঁটার সেলুন—সবেরই ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি ফ্রান্সে ৫০৫ মাইল লম্বা একটা রেল-লাইন খোলা হইয়াছে এবং সে লাইনে ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন চলিতেছে। এই ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় গড়ে ৬৯ মাইল। নিয়মিত চলিলে ইহা পৃথিবীর একটা নূতন 'রেকর্ড' হইবে।

* * *

ইটালীর আইভরিয়া অঞ্চলে সাইরিও নামে একটা হ্রদ আছে। এত দিন হ্রদটির জল ছিল নীল, কিন্তু হঠাৎ জলের রং বদ্‌লাইয়া ধীরে ধীরে লাল হইয়া যাইতেছে। আইভরিয়ায় অন্যান্য যে সব হ্রদ আছে সেগুলির কিন্তু কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য চুপ্‌চাপ্ নাই, এই অদ্ভুত কাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে তাঁরা মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁদের ধারণা, হ্রদের নীচে যে সব জলজ উদ্ভিদ্ আছে তাদেরই কোন রকম রোগের ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাঁরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জলের রং শুধু লালই হয় নাই, জল আগের চেয়ে অনেক ভারীও হইয়াছে।

* * *

নীচে একটি মজার ছবি দেখ। কিসের ছবি বুঝিতে পারিয়াছ কি? আর কিছু নয়, জিনিষটি একটি মোটর সাইকেল। বাতাসের বাধা কাটাইবার জন্য এটিকে এরূপ ধাতুর

অদ্ভুত মোটর সাইকেল

বর্ম্মে ঢাকা হইয়াছে। মোটর সাইকেল হইলেও ইহাতে ঝড়-জলে অসুবিধা নাই, আর ঐ রকম বর্ম্মা-ঘেরা চেহারা হওয়ায় ইহার গতিবেগ অসম্ভব। ইটালি দেশের এক কারিগর এটি তৈরী করিয়াছেন।

* * *

বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে যে লাইব্রেরী আছে তার বইএর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩০ হাজার। তা ছাড়া আরও ২০ হাজার হাতে লেখা পুঁথি এখানে আছে। প্রাচ্য বইএর পুস্তকাগার হিসাবে নাকি পৃথিবীর মধ্যে এটিই সব চেয়ে বড়।

* * *

জার্ম্মানীতে আজকাল কয়লা ও চূণা পাথর হইতে "বিউনা" নামে এক রকম কৃত্রিম রবার প্রচুর পরিমাণে তৈরী হইতেছে। অনেকে মনে করেন আগামী দু'বছরের মধ্যে জার্ম্মানীর রবার-ব্যবসায়ে বিউনা অনেকখানি জায়গা দখল করিয়া বসিবে।

* * *

জার্ম্মানী একটির পর একটি দেশ দখল করিয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর মানচিত্রও সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যাইতেছে। মুশ্‌কিল হইতেছে যারা মানচিত্র তৈরী করে তাদের। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই সব ম্যাপ্-নির্ম্মাতাদের (যাদের সংখ্যা হাজার হাজার) উপর যে প্রবল কাজের চাপ পড়িয়াছে মহাযুদ্ধের পর এমনটা আর হয় নাই। নিখুঁতভাবে এক একটি মানচিত্র (বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক মানচিত্র) করিতে পরিশ্রম বড় কম নয়। অথচ কয়েক মাসের মধ্যে এই রকম হাজার হাজার মানচিত্র নষ্ট করিয়া নতুন করিয়া তৈরী করিতে হইতেছে।

* * *

সম্প্রতি কাগজে একটি মজার বিবাহের কথা বাহির হইয়াছে। বর ডেনিস্ ওডাফি আয়ারল্যাণ্ডের লোক, সৈন্যবিভাগে কাজ করে—লম্বায় মাত্র ৮ ফুট ৫½ ইঞ্চি। কনেটি ঠিক তার উল্টা—লম্বায় তিন ফুট।

* * *

ব্রিটেনে প্রতি বছর জনস্বাস্থ্যের জন্য সরকার হইতে ৫০ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয়।

* * *

ইঁদুর মানুষের শুধু অপকারই করে না, উপকারও কিছু কিছু করে। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, পৃথিবীতে মানুষ যত আছে ইঁদুর আছে তার পাঁচ গুণ।

* * *

পেঁপে খাইতে হয়তো অনেকেই ভালবাস। ফলটি আর যাহাই হউক্, খুব উপকারী সন্দেহ নাই। পেঁপের আদি জন্মভূমি কিন্তু এদেশে নয়—সেই

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশ।

* * *

আমেরিকার ইকুয়েডর একটা ছোট্ট রাজ্য। কিন্তু সেখানে কম করিয়া কুড়িটি আগ্নেয়গিরি আছে। তার মধ্যে তিনটি হইতে এখনও যখন তখন আগুন বাহির হয়।

* * *

কলিকাতায় ফুটবল লীগ্ সুরু হইয়াছে। প্রথম বিভাগে কোন্ দল যে এবার চ্যাম্পিয়ন্ হইবে তাহা লইয়া রেষারেষিও কম হইতেছে না। এখন পর্য্যন্ত মোহনবাগান দলই সকলের উপরে আছে এবং তারা যে ভাবে খেলিতেছে সে ভাবে চালাইতে পারিলে হয়তো তারাই এবার লীগ্ জিতিবে। মোহনবাগান ইতিপূর্ব্বে বহুবার লীগ্ পাইতে পাইতে পায় নাই, এত দিন পরে তাদের কপাল ফিরিলে সকলেই খুসী হইবে। মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত ভবানীপুর ছাড়া আর কারও কাছে হারে নাই, কালীঘাট, ই. বি. আর ও মহামেডান স্পোর্টিংএর সহিত ড্র রাখিয়াছে। মোহনবাগানের পরেই আছে রেঞ্জার্স্, তার পর ইষ্ট বেঙ্গল। গত পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন্ মহামেডান্ স্পোর্টিং এখন আছে চতুর্থ স্থানে। মহামেডান্ স্পোর্টিং গোড়ার দিকে বেশী ভাল করিতে পারে নাই, ইষ্ট বেঙ্গল ও রেঞ্জার্সের কাছে পরাজিত হইয়াছে, কয়েকটা ড্রও করিয়াছে। তবে ইদানীং তাদের খেলার আরও উন্নতি দেখা যাইতেছে, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে বলা কঠিন। ১১ই জুন পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে তার ফলাফল এখানে দিলাম।

	খেলিয়াছে	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল স্বপক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১২	৮	৩	১	১৭	৫	১৯
রেঞ্জার্স্	১২	৯	০	৩	২৩	৯	১৮
ইষ্ট বেঙ্গল	১২	৬	৪	২	১৬	৬	১৬
মহামেডান স্পোর্টিং	১২	৬	৪	২	১৮	৯	১৬
কাষ্টমস্	১২	৫	৩	৪	১৫	১৩	১৩
কালীঘাট	১০	৪	৪	২	১২	৮	১২
ই. বি. আর	১১	৫	২	৪	১৪	১৩	১২
ক্যামেরোনিয়ান্স	১২	৩	৩	৬	৮	১৪	৯
ভবানীপুর	১১	৩	৩	৫	৯	১৬	৯
পুলিশ	১২	৩	২	৭	১২	২০	৮
এরিয়ান্স	১২	৩	২	৭	৯	২০	৮
ক্যালকাটা	১২	১	৪	৭	১৪	২৩	৬
বর্ডার রেজিমেণ্ট	১২	২	২	৮	১২	২৩	৬

পরের খবর (১২ই জুন)—ভবানীপুর মহামেডান স্পোর্টিংকে ২-১ গোলে ও কালীঘাট ক্যামেরোনিয়ান্সকে ৬-০ গোলে হারাইয়াছে। পুলিশ ও কাষ্টমস্ ড্র করিয়াছে (০-০)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কলকাতা, গয়া, ভূপাল (২) কালনা, আরা, কালকা (৩) খুলনা, ঢাকা, পাবনা, পুরী, পাটনা।

উত্তরদাতাদের নাম

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পুতুল, মিনু, মুক্তি (কলিকাতা); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (রংপুর); মণি, কৃষ্ণা ও কুশলকুমার বাগচী (বালিগঞ্জ); বেলারাণী, বুলু, রামজীবন (ভাটপাড়া); সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); বিমল, মাষ্টার মহাশয়, মা, বেণু (ভবানীপুর); পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (পাণিহাটী); লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জী, শ্যামু ও মায়া (পাটনা); দীপেন, উমা, সলিল, ধ্রুব দত্ত প্রভৃতি (ধুবড়ী); সিদ্ধেশ্বরীপ্রসাদ রায় (পাণিহাটী); শ্রীরিণা রায় (টালিগঞ্জ); ছায়া দেবী (রতনপুর); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); দীপা মৈত্র, তাতা, অর্ণব খাঁ (পাটনা); রাণী রায়, রেণু, বেণু, শঙ্কর (লালমণির হাট); সত্যজীবন, বিষ্ণুজীবন, প্রতিভা ভট্টাচার্য্য (ভাটপাড়া); প্রবীর, প্রশান্ত, বেবী, বেলা (পাতিহাল); নীলা মুস্তফী (কালীঘাট); মণিকা ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা); বেণু দত্ত, বেবীদি, টোটবাবু (কলিকাতা); বাণীমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী (বালুভরা); পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায় (দেরাদূন); লীলা দাশ (কুমিল্লা)।

নূতন ধাঁধা

(হেঁয়ালী)

(১) বাবার সঙ্গে কত যোগ করলে কাকা পাবে?

(২) কিসের শেষ না পাওয়া গেলে মা এসে হাজির হবেন?

(৩) শরীরের কোন্ অংশ অপরকে দেওয়া যায়?

(৪) মাথার কোন্ জিনিষ লোকে পায় চাপায়?

(৫) জামাইকে ক'বার ডাকলে সে অসভ্য বলে বিবেচিত হবে?

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটা নিয়ে একটি ছোট (এক্সারসাইজ্ বুকের চার পৃষ্ঠার মধ্যে) অথচ সরস রচনা পাঠাতে হবে :—

(১) একটি ভ্রমণ-কাহিনী (বাংলার বা বাংলার বাইরে যে কোন জায়গার)
(২) কোন ঐতিহাসিক ঘটনা (পৃথিবীর যে কোন দেশের)
(৩) কোন বিখ্যাত লোকের জীবনের কোনও কৌতুকপূর্ণ ঘটনা
(৪) বাংলা শিশু-সাহিত্য

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় শুধু গ্রাহক-গ্রাহিকারাই যোগ দিতে পারবেন। প্রত্যেক রচনার সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং থাকা চাই। এক গ্রাহক নং নিয়ে একাধিক ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না এবং একজনে একাধিক রচনাও পাঠাতে পারবেন না। রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে পুরস্কারপ্রাপ্ত বা অন্য যে কোন রচনা রামধনুতে বার করা হবে এবং যিনি পুরস্কার পাবেন তাঁর আপত্তি না থাকলে রামধনুতে তাঁর ছবিও প্রকাশ করা হবে। রচনা আগামী ১লা শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। খামের উপর "প্রতিযোগিতার লেখা" কথাটি লিখে দিতে হবে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

রিপণ কলেজের উক্ত তহবিলে সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত টাকার যে তালিকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরে নিম্নলিখিত টাকা পাওয়া গিয়াছে :—

শ্রীবিমল বিশ্বাস	...	...	১৲
শ্রীমৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত	...	...	১৲
কুমারী সতী চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৲
			৩৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

জন্মদিনের উপহার

কয়েকটি সরস, মজাদার গল্পের সমষ্টি।

শুধু জন্মদিনেই নয়, যে কোন সময়ে উপহারের পক্ষে অতুলনীয়।
চমৎকার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই— বাঁধান রঙ্গিন মলাট
ভিতরেও অনেক মজাদার ছবি
দাম ৷৷/০

প্রাপ্তিস্থান :— চট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রমা রোড, কলিকাতা)
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

ভাল ছাপার কাজের জন্য

কালীতারা প্রেসই

নির্ভরযোগ্য।

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী, বাংলা বই, মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য খুচরা আধুনিক রুচিসম্মত ছাপার কাজ সুলভে করা হয়।
মফঃস্বলের অর্ডারও যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন্ ঃ সাউথ্ ১২৬

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

এরিয়ানের চা

সবার উপরে

রং এ, স্বাদে ও গন্ধে
অদ্বিতীয়

চা তোমরা সকলেই খাও, কিন্তু চায়ের
মত চা না হ'লে খেয়ে সুখ হয় কি?

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

রামধনু

ছেলে মেয়েদের
সচিত্র
মাসিক পত্রিকা

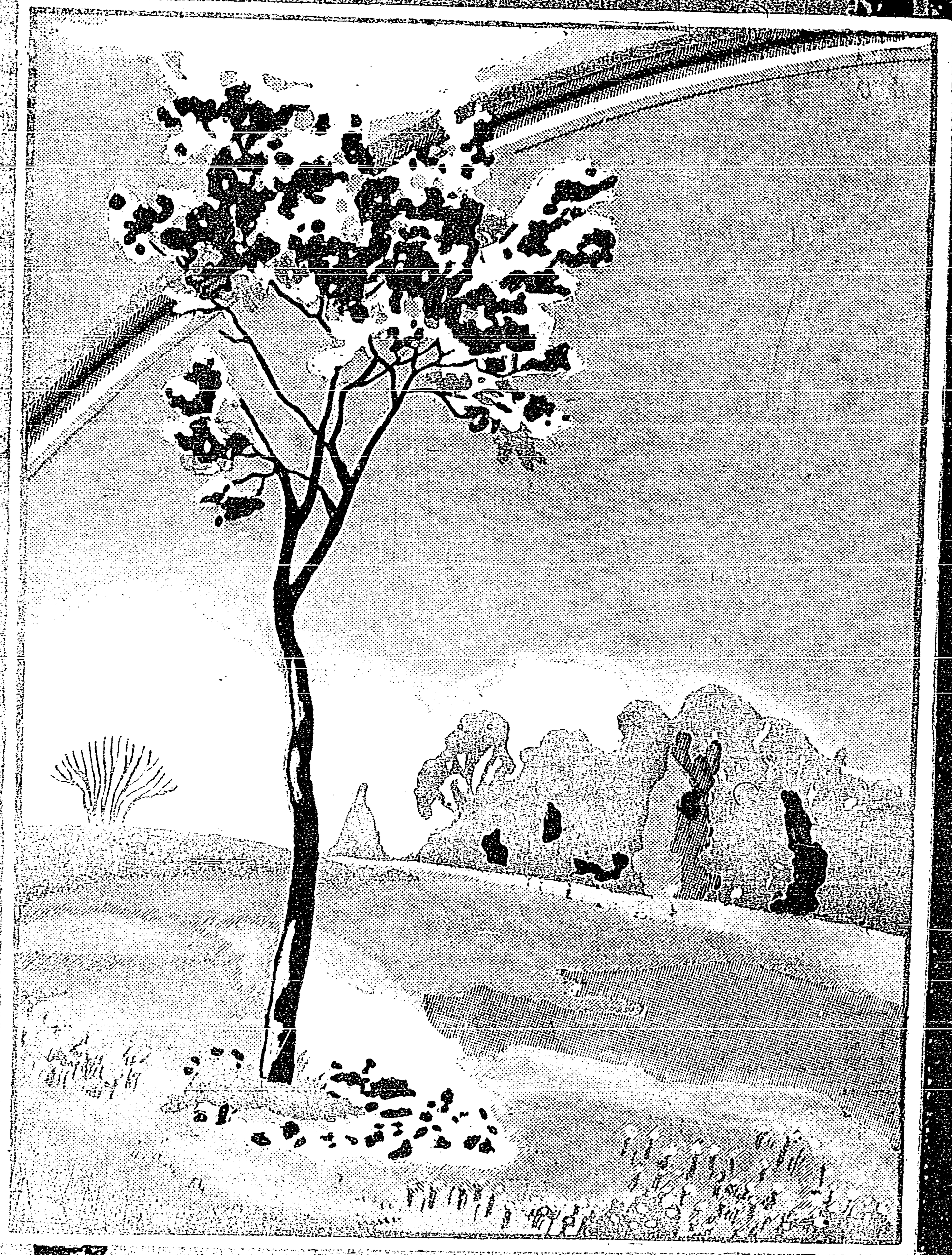

শ্রাবণ ১৩৪৬
বার্ষিক ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা।৹

— সম্পাদক —

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি...

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

এ

[redacted]রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
শেষ দান

সোনার হরিণ

পুস্তকাকারে বেরিয়েছে।
"পদ্মরাগ" ও "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি 'হুকাকাশি'কে নিয়ে
আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যময়
সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—দাম এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)
ও বড় বড় বইএর দোকান

শিশু-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

ছোটদের রহস্যময় নতুন উপন্যাস
এতে বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত, মাণিক—
এরা সকলেই আছে আর আছে লা-উৎজুর
অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী।
এ বই ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মাসিকে
বেরোয় নি।
চমৎকার ছাপা, ছবি। বাঁধান রঙ্গিন মলাট
অথচ দাম মাত্র দশ আনা
প্রকাশক : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার নন্দী
অনূদিত

টম্ সয়্যারের গল্প

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক মার্ক টোয়েনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার প্রথম বাংলা অনুবাদ
দাম মাত্র ।৵০
প্রকাশক : শ্রীমন্দির, ১১, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

তরুণ লেখক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্তের
দুরন্ত অভিনব কিশোর-উপন্যাস
দাম ॥৵০

তরুণ সাহিত্যিক
শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সূর্য্যোদয় (বড়দের ছোট গল্প)...১॥০
প্রাপ্তিস্থান : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের র[illegible]=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—॥০

কাশ্মীরের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য—৸০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲**

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ॥০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ॥০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১॥০, সাধারণ—১।০

জে. সি. ব্যানার্জ্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

(শঙ্খ পদ্ম)

ছেলেমেয়েদের বইয়ের জগতে সম্পূর্ণ নূতন! পছন্দ করা মনের মতন এড্‌ভ্যানচার, রহস্য, রোমাঞ্চ! শঙ্খ পদ্ম শুধু বইয়ের একটা ছাপ নয়—একটা দল। তা ছাড়া বই খুলে দেখ প্রত্যেক বইয়ে প্রতি মাসে আশ্চর্য্য পুরস্কার লুকান আছে ১০০৲ টাকা। ভর্ত্তি ফি লাগবে না।

প্রতি মাসে বই বাহির হবে। প্রথম বই "মৃত্যুবিভীষিকা" ।৵০। প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ দিন ১১ই আগাষ্ট।

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত, ৩।১ রসা রোড ও সমস্ত বড় বইয়ের দোকান।

আফিস—শঙ্খ পদ্ম, ১১বি ডাক্তার রাজেন্দ্র রোড।

পরের বই—

নিশাচর—শ্রীসুকুমার দে সরকার। আগাষ্ট মাসে বাহির হইবে। দেখে নিও শঙ্খ পদ্ম ছাপ।—

শিশু-সাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন বই

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—॥৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—॥৵০

(একাধারে হাসি ও রহস্য)

চা'য়ের ধোঁয়া—॥০

(**দ্বিতীয় সংস্করণ**)

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

কবি কুমুদরঞ্জন বলেন:—
"লেখক চা'য়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন।"

* * *

সব ক'খানা বই-ই বাংলার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে উচ্চপ্রশংসিত।

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)—১৲

(রামধনুর গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশু-সহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই)

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—৸০

(পদ্মরাগের নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি, অদ্ভুতকর্ম্মা হুকা-কাশির আর একটি রহস্যময় কাহিনী)

ছোট গল্প

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে এ বই লিখেছেন—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

আমি তো বিশ্বাস করি না

হলুদ-কুঠি

শুকুমার দে সরকার

বিরাট ডিটেকটিভ উপন্যাস। হাঁসচরা গ্রামের রহস্যময় হলুদ-কুঠি—সেন আর বসু জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক রেষারেষি—উৎসবের দিন জমিদার-পুত্রের রহস্যময় অন্তর্দ্ধান—ছদ্মবেশী কালোগাড়ী—রহস্যের পর রহস্য। গাঁজাখুরী কোনো অসম্ভব গল্প নয়, ঘুঁষোঘুঁষির অ্যাড্‌ভেঞ্চার মাত্র নয়—বুদ্ধির কঠিন পরীক্ষা, সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। অসংখ্য চিত্রশোভিত ১০০ পৃষ্ঠার উপর বই। মূল্য মাত্র দশ আনা।

আষাঢ়েই বার হবে

দুরন্ত-কাহিনী

সতীকান্ত গুহ

এক সঙ্গে তিনটি উপন্যাস। মূল্য মাত্র ছয়-আনা। অভাবনীয় ব্যাপার। ছাপায় ছবিতে আর রোমাঞ্চকর কাহিনীতে অপূর্ব্ব পুস্তক। বাজারে হুলস্থুল পড়ে গেছে। সমালোচকরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

আজ পর্য্যন্ত ছ' আনায় এত বড়, এত ভালো বই বার হয় নি।

বার হয়ে গেছে

এখন চিঠি লিখে অর্ডার বুক ক'রে না রাখলে
পরে শুষ্ক মুখে ললাটে করাঘাত করতে হবে

সুলিখিত সুচিত্রিত আর ক'খানা বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

পৃথিবীর রূপকথা ১।।০
সবুজ লেখা ১।।০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ৸০
রাজকাহিনী ২য় খণ্ড ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পদ্মরাগ বুদ্ধ ১৲

সুকুমার দে সরকার

দুধসায়রের পথে ৸৵০

সতীকান্ত ও শোভনলাল

পৃথিবীর উপন্যাস ১৲

সতীকান্ত ও মোহনলাল

পৃথিবীর গল্প ১।০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাড়ী থেকে পালিয়ে ১৲
দেশবিদেশের হাসির গল্প ৸০

প্রাচী পাব্‌লিশিং হাউস
১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোটদের
নববর্ষের শ্রেষ্ঠ-রচনা সম্ভার

যে সকল জানোয়ারদের বিষয় এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ আছে, মানুষের সাধারণ জ্ঞানে তা'দের আজগুবি বলেই মনে হয়। গায়ের রক্ত কখনো নীল রংয়ের হয়? মাথাটা মাথার দিকে নয় এমন জানোয়ার কি থাকতে পারে? এসব শুনলে মনে হ'তে পারে, এ আবার কি কথা! এও কি সম্ভব? কিন্তু সত্যই সেরূপ প্রাণী এ পৃথিবীতে আছে—বিশ্বাস না হয় বইখানি পড়ে দেখ—পড়লে অবাক হয়ে যাবে। শেখবার অনেক কিছুই এতে আছে। চমৎকার ছবিতে ভরা—দাম—এক টাকা

শিশু জগতের বিস্ময়

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
রক্তবাদল ঝরে—১৲
অসম্ভবের দেশে—১৲

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
ভিক্তর হুগোর গল্প—।৵০

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়
গৌতম বুদ্ধ—১৲

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বেঁটে বক্কেশ্বর—৸০
কুড়ের বাদশা—৸০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
বালুচরের বিভীষিকা—৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল
পদ্মার বুকে রহস্য—৸০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

আজব বই প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরীর নূতন বই

পশুপাখীর জগতে কত মজা, কত আজব, কত অবাক-কাণ্ড, এই বই পড়্‌লে জান্‌তে পারবে। গল্পের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। পশুপাখীর হাসির পাল্লার ছবি, রঙ্গ-তামাসা খেলাধূলার ছবি, অদ্ভুত এবং মজার চেহারার ছবি, পরস্পরে ভাব-পাতানোর ছবি;—এগুলি লেখার সঙ্গে মিলে পড়ার কৌতূহল অনেক বাড়িয়ে দেবে। শিম্পাঞ্জিভায়ার দারুণ চিঠিখানা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই পড়তে হবে। এই বই প'ড়ে পশুপাখীদের ভালবাসবে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে;—কৌতূহল তো বাড়বেই।

পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি। সুন্দর, রঙ্গিন মলাট। চমৎকার রঙ্গিন ছবি। বড় অক্ষরে, মোটা চক্‌চকে শাদা কাগজে, পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা মজবুত বাঁধাই। উপহারের উৎকৃষ্ট বই।

দাম মাত্র পাঁচ সিকা

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

রামধনুর ভূতপূর্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

২য় খণ্ড ... ৷৷০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।

রঙ্গিন ঝকৃঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন কথা—দাম আট আনা

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন—"উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে···আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন···প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

✱ জলছবি ✱

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর! **অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ!**

বার্ষিক ২॥৵০; ষাণ্মাসিক ১৷৵০; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
- আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ॥০
- মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৵০
- গুজবের জন্ম ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
- মণ্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৵০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সোনার পাহাড় (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
- বেজায় হাসি (২য় সংস্করণ) ।/০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
- মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৵০
- বুদ্ধির লড়াই ।৵০
- পরীর গল্প ।৵০

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
- বলতো (ধাঁধার বই) ॥৵০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
- গল্প ঠাকুরদা ।৵০
- এক পেয়ালা চা ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
- জীবনের সাফল্য ।৵০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
- অঞ্জলি ।৵০
- নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সংস্করণ) ।৵০
- জাতকের গল্পমঞ্জুষা ।৵০
- গল্পবীথি (২য় সংস্করণ) ।৵০
- শিশু-সারথি ।৵০

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র
- খাদে ডাকাতি ।৵০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
- রাজার ছেলে (উপন্যাস) ॥৵০

শীঘ্রই বেরুবে—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

শ্রীসুকুমার দে সরকার
- অরণ্য রহস্য (উপন্যাস)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
- অচিন দেশে রাজকন্যা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে ॥৵০

ছোটদের বার্ষিকী

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকমের গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

দাম ১।০ দাম ১।০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের
সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে

সডাক বার্ষিক মূল্য	২॥০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য	১।০ টাকা

প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার	১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫৲ টাকা

[প্রবেশ ফিঃ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩।০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত
বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝকঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

"কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি। **দাম আট আনা**

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

ডোঙ্গরের বালামৃত

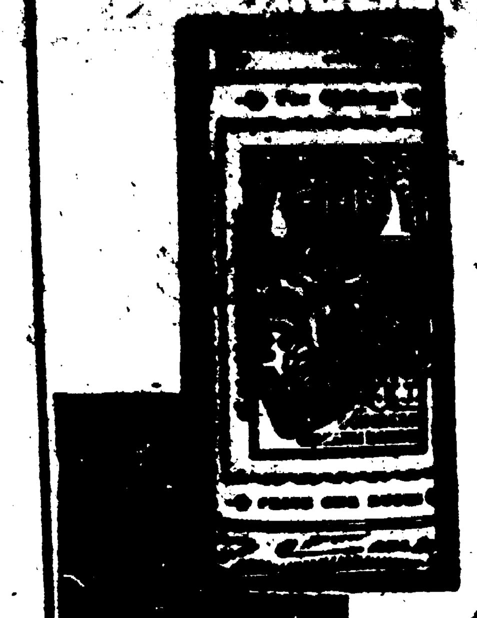

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,

ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩।০।৪৲ টাকায় বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—A. H. Wheeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এইচ, আরান্

এণ্ড্ কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্

অতি নিখুঁৎ ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যতদূর হইতে হয় সস্তা।

অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কলকাতার হালচাল

হাস্তরসপূর্ণ উপন্তাস ৸৵০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্তরসপূর্ণ ছোটগল্প ... ... ৷৹

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ৷৵০

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ৷৹

সুলেখক প্রবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্তাস ... ৷৵০

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ৸০

কয়েকখানি কাজের বই

সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট গ্রন্থ। একাধারে "এন্সাইক্লোপিডিয়া" ও "বর্ষপঞ্জী" (Year book)। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ (Reference)এর জন্য আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

প্রায় পৌণে চার শ' পৃষ্ঠা,—দাম ১৷৷০

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, লজেন্স্, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। দাম মাত্র ১৲

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। দাম ৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

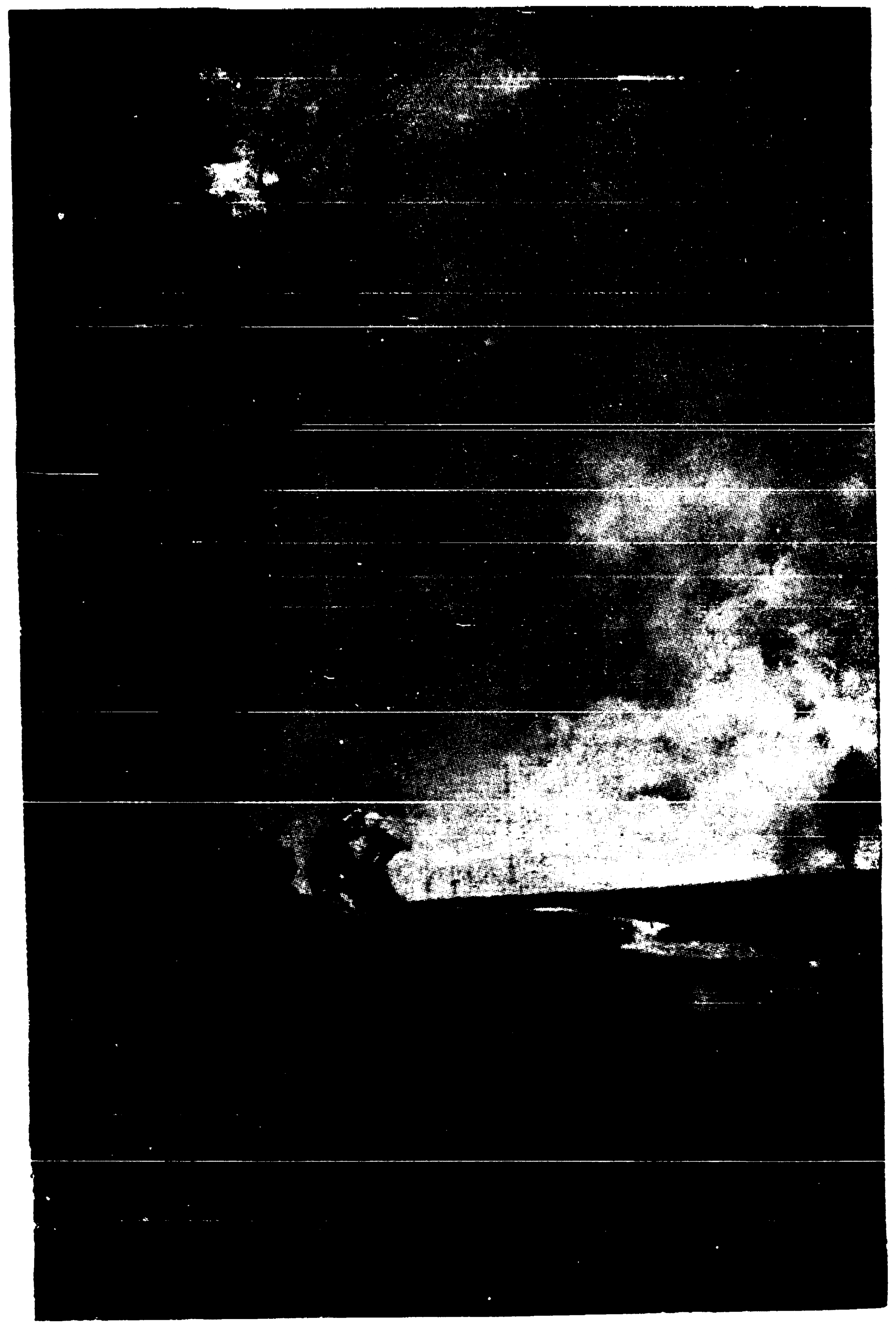

সুরের মোহ

শিল্পী—শ্রীভানুভূষণ পাল চৌধুরী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৬ { ৭ম সংখ্যা

মেঘ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

কোন্ দেশেতে তোমার বাড়ী
সাত সাগরের পার গো ?
বক্ষ ভরা স্নেহের বারি
লীলা চমৎকার গো !
স্নিগ্ধ রূপে মন ভুলালে,
লতার গায়ে ফুল দুলালে,
সান্ত্বনা-কর যেই বুলালে
সে ধরা নাই আর গো।

শান্তি-মাখা কান্তি তোমার
লাবণ্য অনন্ত,
চাতক এবং তৃষ্ণাতুরের
চক্ষে ছাওয়া পন্থ।
পূর্ণ ধরা তোমার দানে,
ক্ষেত্র ভরা তোমার ধানে,
কাব্য ভরা তোমার গানে,
তোমায় নমস্কার গো।

নতুন ডাক্তার

[একাঙ্ক নাটিকা]

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ.)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিল। তাই তো—

ডাক্তার। (নিখিলের হাত জড়িয়ে ধরে) নিখিল বাবু, ভাই, দয়া করে ওদের বল্‌বেন, আমার বড্ড অসুখ করেছে। আমি চট্ করে ঐ বিছানাটায় শুয়ে পড়ছি।

(শুয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল)

দুটি ভদ্রলোকের প্রবেশ।

১ম ভদ্রলোক। এই যে, ডাক্তার! ও কি শুয়ে যে! তোমার অসুখ করেছে নাকি?

ডাক্তার। বড্ড অসুখ করেছে। বড্ড।

২য়। কি, হ'য়েছে কি?

ডাক্তার। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। উঃ

১ম। কলিক্-টলিক্ নাকি?

ডাক্তার। কি জানি ভাই? কলিক্ না ক্যানসার—কিছুই বুঝতে পারছি না। একেই বলে কপাল। তোমাদের দু'টো খেতে বল্‌লাম, আর নিজের এই অবস্থা।

১ম। আ—হা—হা—হা। সে কথা ভাবছ কেন? খাওয়াটাই কি সব নাকি?

২য়। খাওয়া চুলোয় যাক্। এখন তুমি সুস্থ হ'বে কি করে সেইটাই বড় কথা।

ডাক্তার। ভয় নেই। (নিখিলকে দেখিয়ে) এঁরাই সব দেখাশোনা করছেন। আপনার লোকের চেয়েও বেশী করছেন। উঃ!

(ক্লান্তিতে নিস্তেজ ভাব দেখানো)

১ম। একটু ঘুম আসছে, বোধ হয়। তা হ'লে এবার আমরা উঠি। (নিখিলের প্রতি) কাল সকালে দয়া করে আমাদের একটা খবর দেবেন।

নিখিল। (হাসি চাপবার চেষ্টা করে) আজ্ঞে হাঁ, দেবো।

ডাক্তার। (ক্ষীণকণ্ঠে) তোমরা উঠলে?

২য়। হাঁ, এবার আসি। তোমার পক্ষে এখন নিরিবিলি থাকাই দরকার।

(দুই ভদ্রলোকের প্রস্থান)

[ডাক্তার উঠে বসল]

নিখিল। ডাক্তারি না পড়ে আপনি থিয়েটারে যোগ দিলেই ভালো করতেন, ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার। উঃ, কি বিপদ্ থেকে যে রক্ষা পেলাম, আপনাকে আর কি বলবো নিখিল বাবু!

নিখিল। যাক্, এবার উঠি। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা তা হলে আমার কুটীরেই সারবেন।

ডাক্তার। সে আপনি না বল্‌লেও হ'ত।

(নিখিলের প্রস্থান। সেই সঙ্গে ডাক্তারও বাইরে গেল।)

সতীশের প্রবেশ। চুল উস্কো-খুস্কো, চোখ বসে গেছে। খালি গা।

ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। (ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে) সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, স্যর, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ডাক্তার। আঃ, পা ছাড়ো না। কি, হয়েছে কি?

সতীশ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বাবু। আমার মা মারা গেছেন।

ডাক্তার। মা মারা গেছেন! তোমার মা বেঁচে ছিলেন, তা তো কখনো শুনি নি।

সতীশ। ছিলেন বাবু। আজ পাঁচটার সময় মারা গেছেন। উঃ, আমাকে মাপ করুন স্যর, আমি বড্ড অপরাধ করেছি।

ডাক্তার। তোমার মায়ের অসুখই বা করল কবে, আর মারাই বা গেলেন কেমন করে, কিছুই তো জানি না!

সতীশ। (চোখের জল মুছে) সকালে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে যেতেই

শুনলাম মার বড্ড অসুখ; গেলাম দেখতে। ডাক্তারে, ওষুধে টাকা কটা তখখুনি বেরিয়ে গেল। তার পর বিকেল বেলা মনে করলাম, দৈ নিয়ে ফিরে এসে আর কিছু না হোক ক'খানা লুচি ভেজে দিতে পারবোই। গিয়ে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে। উঃ! (কেঁদে ফেলে) আপনার টাকা আমি যেমন করে পারি শোধ করবো।

ডাক্তার। টাকার কথা হ'চ্ছে না। কিন্তু তুমি সেদিন যেন বলেছিলে, তোমার কেউ নেই?

সতীশ। মিথ্যা বলেছিলাম, স্যর।

ডাক্তার। আচ্ছা যাও। তোমার মার সৎকারের ব্যবস্থা করবো।

সতীশ। আপনার রাতের খাবারটা—

ডাক্তার। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—সতীশের প্রস্থানোদ্যোগ।

দাঁড়াও। (পকেট থেকে দুটো টাকা নিয়ে) এই টাকা দু'টো রেখে দাও। দরকার হ'তে পারে।

সতীশ। (টাকা নিয়ে) আপনার ঋণ আমি জন্মে জন্মেও শোধ দিতে পারবো না।

—প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ডাক্তার বাবুর বসবার ঘর। একটা গোল টেবিলের দু'ধারে দু'খানা চেয়ারে ডাক্তার এবং একজন দারোগা বসে আছেন। দারোগার হাতে কাগজ, কলম। একটু দূরে সতীশ দাঁড়িয়ে আছে।

দারোগা। হ্যাঁ। তা হ'লে মোটের উপর দশটা জিনিষ দাঁড়াল। লিষ্টিটা একবার পড়ে যাচ্ছি, দেখুন কিছু বাদ পড়ল কিনা।—প্যান্ট্ ১টা, কোট্ ১টা, শার্ট দুটো, টাই একটা, জুতো এক যোড়া, সবুজ রংএর পার্কার কলম একটি, খাকী রংএর হ্যাট্ একটি, ছড়ি একখানা, ষ্টেথোস্কোপ একটা। চোরটি কিন্তু বেশ সৌখীন, কি বলেন ডাক্তার বাবু? ছড়িগাছাও বাদ দেয় নি। এ ছাড়া আর কিছু নিয়েছে?

ডাক্তার। (সতীশের দিকে চেয়ে) আর কিছু বেরোলো, দেখেছিস?

সতীশ। না স্যর, আর কিছু নেয় নি।

দারোগা। (সতীশের প্রতি) আচ্ছা, তুমি একটু ও ঘরে যাও দিকিন।

(সতীশের প্রস্থান)

(গলা খাটো করে) আপনি বোধ হয় জানেন, আপনার এই বাহনটি আমাদের একজন পুরোনো বন্ধু। এই জাতীয় কাজ উনি অনেক করেছেন। ওকে দিয়ে আপনার কোন সন্দেহ টন্দেহ—

ডাক্তার। না ওকে আমি সন্দেহ করতে পারি না। কেননা, চুরিটা যখন হয় তখন ও আমার সঙ্গেই ছিল।

দারোগা। চুরিটা কখন হ'ল?

ডাক্তার। ৬টা থেকে ১০টার মধ্যে। সন্ধ্যা ছ'টার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে ঐ সতীশকে নিয়ে গিয়েছিলাম সিনেমায়—

দারোগা। তালাটা তিনবার টেনে দেখেছিলেন তো?

ডাক্তার। তার মানে?

দারোগা। ও, জানেন না বুঝি? তবে শুনুন একটা গল্প। কোন এক স্বদেশীওয়ালাদের জেলে থাকবার ঘরগুলো ছিল সব খড়ের—চাটাইএর বেড়া দিয়ে ঘেরা। কয়েদীবাবুরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে সমস্ত রাত মাঠে পড়ে থাকত। এদিকে জেলের আইন তো বাঁচাতে হবে। তাই সেই খালি ঘরের দরজাতেই তিন সেরি ওজনের তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত, আর সিপাইরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে তিনবার করে টেনে দেখত তালা ঠিক আছে কিনা।

ডাক্তার। (জোরে হেসে উঠে) তাই নাকি?

দারোগা। হুঁ। তারপর, সতীশ বরাবর আপনার সঙ্গেই ছিল?

ডাক্তার। হ্যাঁ। 'ইন্টারভ্যাল্' যখন হ'ল, তখন চা, পান এ সব এনে দিলে, আর শেষ হ'তেই দেখলাম, গাড়ী ঠিক করে দাঁড়িয়ে আছে।

দারোগা। ও। তারপর বাড়ী ফিরে কি দেখলেন

ডাক্তার। বাড়ী ফিরতেই ওই প্রথম দেখতে পেলে, তালা খোলা। ওর চীৎকার শুনে গিয়ে দেখলাম, ভেতরে অনেক জিনিষই নেই।

দারোগা। ও। আচ্ছা, তা হলে ওকে আপনার কোনও রকম সন্দেহ হচ্ছে না? আমার কিন্তু মনে হয়, একবার ওকে থানায় নিয়ে গুটিকয়েক—

ডাক্তার। না, তার কোনো প্রয়োজন দেখছি নে। ওকে আমার কোন সন্দেহই হ'চ্ছে না।

দারোগা। (ক্ষুণ্ন ভাবে) বেশ। তা হলে ওঠা যাক্। খোঁজ-খবর যদি পাওয়া যায়, জানতে পারবেন। তবে, তার সম্ভাবনা খুব কমই রইল।

—প্রস্থান

৪র্থ দৃশ্য

জেলার বাবুর বৈঠকখানা। জেলার বাবু, কেরাণী বাবু এবং ডাক্তার বাবু বসে চা খাচ্ছেন।

জেলার। সে তো আপনারা চোখের উপরেই দেখছেন। কারুর পেছনে লাগাটা আমার একেবারেই ধাতে নেই। আমার যা কিছু সব সামনা-সামনি। সাহেবকেও আমি ছেড়ে কথা কই নে।

কেরাণী। সে যা বলেছেন। কত দিন দেখেছি, বেচারী লালমুখ চুণ করে উঠে যাচ্ছে। সত্যি, অনেক জেলার দেখেছি, বুঝলেন ডাক্তার বাবু,—সব ঐ 'ইয়েস্ স্যর্ নো স্যর্'-এর দল। সাহেবের মুখের উপর তেড়ে ইংরেজি বলতে এই ওঁর মত—উহুঁঃ—(চায়ে চুমুক দিলেন)

জেলার। (খুসী হয়ে) হেঁ—হেঁ—হেঁ। ওটা আর কিছু নয়, শুধু একটু বুকের পাটা, শুধু একটু,—ওকি আপনার থালা যে খালি! ওরে, কেরাণীবাবুকে গোটাকয়েক সিঙ্গাড়া দিয়ে যা তো।

কেরাণী। না—না। আর কিচ্ছু লাগবে না। ঝুড়িখানেক তো—

—আরদালীর প্রবেশ

জেলার। কি খবর?

আরদালী। সতীশের মা ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ডাক্তার। (চমকে) কে? কার মা?

আরদালী। ঐ আপনার সতীশের মা।

ডাক্তার। সতীশের মা! সতীশের মা তো মরে গেছে!

আরদালী। মরে গেছে! কি বলছেন! দিব্যি জ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ দেখুন না। ডাকবো এখানে?

ডাক্তার। না—না—না। ডাকতে হবে না। মরা মানুষ ডাকবে কি গো? তুমি ক্ষেপলে নাকি?

জেলার। ওর মার মরার খবরটা কি আপনি সতীশের কাছ থেকে জেনেছেন?

ডাক্তার। শুধু জেনেছি? ওর শ্মশানের খরচ পর্য্যন্ত দিয়েছি।

জেলার। ঠিকই করেছেন। তবে একেবারে মরে গেলে তো ও বেচারীর চলে না। ছেলের যে রোজই টাকার দরকার। কাজেই ঐ শ্মশানের খরচ যোগাবার জন্যে ওকে বারে বারে মরতে হয়, আবার বারে বারে বেঁচে উঠতে হয়। যাক্, এখন ও বলতে চায় কি?

আরদালী। ছেলের খোঁজে এসেছে।

ডাক্তার। (রেগে উঠে) ছেলের খোঁজ আমার কাছে? কেন, আমি কি পুলিশ? সে তো আজ সাত দিন হ'ল নিখোঁজ। আমি কিচ্ছু জানি না। বলে দাও দেখা হবে না।

জেলার। আ—হা—হা। আপনি চটছেন কেন? সতীশ না হয় চলে গেছে, কিন্তু ওর পেটটা তো চলছে না। সে ব্যবস্থা তো আপনাকেই করতে হবে।

কেরাণী। আচ্ছা দুর্ভোগে পড়েছেন ডাক্তার বাবু। এক পুরোনো চোরকে জায়গা দিয়ে—

—সাহেবী পোষাকে সতীশের প্রবেশ, পেছনে দারোগা

(দাঁড়িয়ে উঠে) গুড্ মর্ণিং স্যর্। মাই গড্! এ যে দেখছি সতীশ! আমি মনে করেছিলাম কোন সাহেব-টাহেব হ'বে!

দারোগা। সাহেব বলে সাহেব, একেবারে ডাক্তার সাহেব।

জেলার। বসুন বসুন, দারোগা বাবু। তার পর এ মহাপুরুষ কি বর্ত্তমানে—

দারোগা। বর্ত্তমানে উনি হ'চ্ছেন ডাক্তার সাহেব। মাইল পাঁচেক দূরে ফুলপুরের জমিদার-বাড়ীতে "কল্"এ গিয়েছিলেন। অত বড় ডাক্তার, শুধু ফি নিয়ে ওঁর পেট ভরে নি। একটা ছোট ছেলের গলা থেকে এক গাছা হার ছিনিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন। জমিদারের লোকগুলো এমনি বেরসিক,—ধরে একেবারে থানায়। যাক্। এখন দেখুন তো ডাক্তার বাবু, এই পোষাকগুলো সব আপনার কিনা?

ডাক্তার। (শুষ্ক মুখে) আজ্ঞে, আমার বলেই তো মনে হ'চ্ছে।

জেলার। মনে হ'চ্ছে মানে? সেই হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট টাই—কি বলেন নিখিল বাবু?

নিখিল। হ্যাঁ, স্যর্। পকেট থেকে ষ্টেথোস্কোপের নলটাও তেমনি উঁকি মারছে।

জেলার। যাক্ ভালোই হ'ল। আমাদের ডাক্তার বাবু ছুটিতে যাবেন যাবেন করছিলেন। ওঁর জায়গায় লোক এসে গেল। ইনিই হ'লেন আমাদের নতুন ডাক্তার। আপনার চার্জ্জ্টা তা হ'লে একেই—ও কি, আপনি ক্ষেপে গেলেন নাকি, ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। (হঠাৎ এক লাফে সতীশের সামনে গিয়ে তার কান ধরে টানতে টানতে) আজ্ঞে না, চার্জ্জ্ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সতীশকে নিয়ে প্রস্থান

জেলার এবং অন্যান্য সকলের উচ্চহাসি।

—যবনিকা—

একটি অদ্ভুত আত্মত্যাগের কাহিনী

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

আজ তোমাদের একটি অপূর্ব্ব কাহিনী শুনাইব। একটি বালকের আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী। সত্য ঘটনা। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ন লাইব্রেরীতে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে। শুনিয়া তোমরা স্তম্ভিত হইবে—বিস্ময়ে তোমাদের শরীরে রোমাঞ্চ দিবে। শোন তবে :—

ইংলণ্ডের ব্রিজনর্থ্ সহরে সেণ্ট লিওনার্ড নামে একটি গীর্জ্জা আছে। বহু বছর আগেকার কথা। একদিন অপরাহ্ণে দু'টি ছোট ছেলে গীর্জ্জার কাছে ইতস্ততঃ খেলা করিতে করিতে দেখিতে পাইল, গীর্জ্জার দরজা খোলা রহিয়াছে। কাছাকাছি কোন লোকজন ছিল না, দু'জনে চুপি চুপি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ এদিক্-সেদিক্ ঘুরিতে-ঘুরিতে তাদের মাথায় খেয়াল চাপিল, কড়িকাঠে উঠিয়া তারা খেলা করিবে। যেমন ইচ্ছা, তেমনি কাজ। উভয়ে দেয়াল বাহিয়া কড়িকাঠে উঠিয়া পড়িল, তার পর ক্রমাগত কড়িকাঠে-কড়িকাঠে যাতায়াত করিতে লাগিল। তাদের আমোদ দেখে কে? বহুক্ষণ এইভাবে ওদের খেলা চলিবার পর সহসা এক সময়ে একখানি কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া নীচের দিকে কতকটা নামিয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক ছেলেটি তাড়াতাড়ি কড়িকাঠ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল; ছোট ছেলেটি কষ্টেস্বষ্টে গড়াইয়া আসিয়া তাহার পা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। একবার সভয়ে চাহিয়া দেখিল, অনেক নীচে কালো পাথরের মেজে আবছায়া দেখা যাইতেছে।

ছেলে দু'টি বিপদ্ গণিল,—নিরাপদ স্থানে যাইবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না। শেষে উভয়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার সুরু করিয়া দিল। কিন্তু কে শোনে? আশে-পাশে লোকজন নাই, চারিদিক্ নির্জ্জন। ওদের করুণ আর্ত্তনাদ গীর্জ্জার মধ্যেই গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল।

' কিন্তু কতক্ষণ আর এ ভাবে ঝুলিয়া থাকা যায়? তাও আবার একজন অপরের পা ধরিয়া ঝুলিতেছে! বড় বালকটির খুবই কষ্ট হইতেছিল।

অবশেষে আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সে বলিল, 'বেশিক্ষণ আর এ ভাবে ঝুল্‌তে পারব না; আজ দু'জনকেই মরতে হবে'।

ছোট ছেলেটি তার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবিল। তারপরে বলিল, 'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে ছেড়ে দিই, তা হ'লে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে?'

'হয়ত পারব।'

বালকটি তখন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। ক্ষণকালের জন্য চোখ বুজিয়া হয়ত বা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিল। তখন তার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত,—সে যেন কিসের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। সহাস্য মুখে বলিল, 'ভাই, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি; তুমি নিরাপদ স্থানে যাও।' এই বলিয়া বালক সত্য-সত্যই হাত ছাড়িয়া দিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কী অঘটন ঘটিয়া গেল! নীচে প্রস্তর-মণ্ডিত মেজেয় পড়িয়া বালকের মাথা চূরমার হইয়া গেল, কিন্তু এতটুকু কাতর শব্দও বাহির হইল না।

অপর বালকটি অতি কষ্টে ভাঙ্গা কড়িকাঠ বাহিয়া নিরাপদ স্থানে গেল, তারপর নীচে নামিল। সে ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। হাত ছাড়িয়া দিবার ফলে যে এই ব্যাপার ঘটিবে, সে তা বুঝিতে পারে নাই।

ক্রমে লোকজন আসিয়া পড়িল। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্। বাস্তবিক, এতটুকু বালকের এ রকম আত্মত্যাগের কথা কেউ কখনও শোনে নাই।

সেই রাত্রে অপর বালকটি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, 'প্রভু, যে জীবন বাঁচাতে গিয়ে আমার বন্ধু আজ আত্ম-বিসর্জ্জন কর্‌ল সে জীবনকে যেন আমি মহৎ ক'রে তুল্‌তে পারি।'

মেপে দেখ

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

বিজ্ঞানের যুগে মাপজোক ছাড়া কথা নাই। মাপ না হ'লে বৈজ্ঞানিকের কাজ অচল। এ যুগের সব ব্যাপারে সব লোকই মাপজোকের হিসাব চায়। 'মজবুত' বল্‌লে চল্‌বে না;—কত মজবুত বল্‌তে হবে। 'টিকসই' বল্‌লে চল্‌বে না;—কতখানি 'টিকসই' বল্‌তে হবে। 'উজ্জ্বল' আলো বল্‌লে কিছুই বোঝা যাবে না;—কতখানি উজ্জ্বল বল্‌তে হবে। এমন কি, কত মিষ্টি, কত টক, কত গাঢ় রং, এ সবেরও হিসাব করার এবং মাপ নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে বিষয়েই খবর নেওয়া যায়, দেখা যাবে, মাপ নেবার কোন না কোন ব্যবস্থা রয়েছে। কলের যুগে, মাপজোক ছাড়া কোন কাজই ভাল ক'রে হ'তে পারে না।

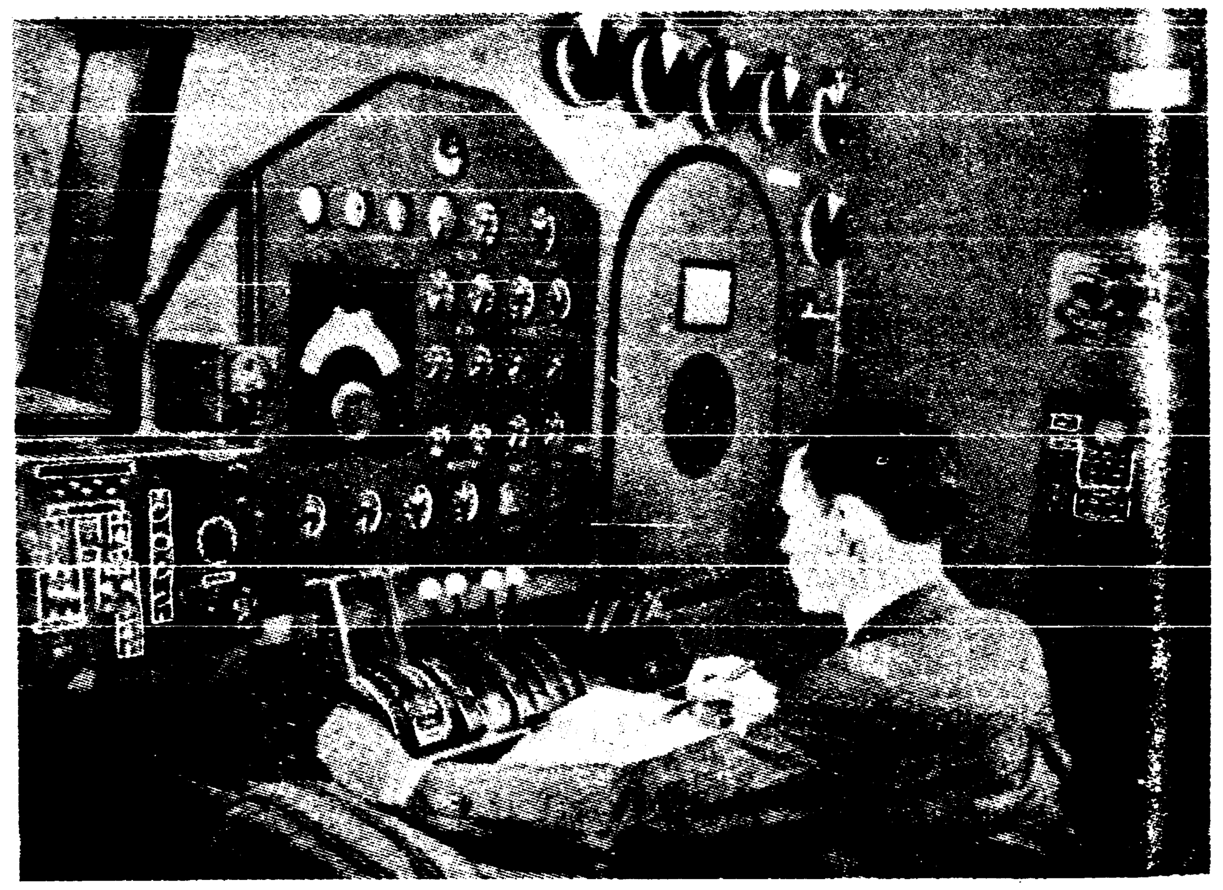

এরোপ্লেনের চালকের ঘরে সাম্নে প্রায় ৪০টি মাপার যন্ত্র রয়েছে।

তাপের হিসাব, চাপের হিসাব, লম্বা, চৌড়া, মোটা, উচ্চতার হিসাব, গাঢ়তার হিসাব, সূক্ষ্মতার হিসাব, উজ্জ্বলতার হিসাব, গতির বেগের হিসাব, কমা-বাড়ার নানা রকমের হিসাব, ক্ষয়ের হিসাব, তেজের হিসাব, শক্তি-খরচের হিসাব, গুণ্‌তির হিসাব, পরিমাণের হিসাব,—আরো কত রকমের হিসাব যে

এ যুগের কাজকর্ম্মে ব্যবহার করা হয়, তার হিসাব দিতে গেলেই প্রকাণ্ড একটি বই হ'য়ে যাবে।

এরোপ্লেনের মধ্যে যদি গিয়ে থাক, দেখে থাক্‌বে, চালকের সাম্নে একটি বোর্ডের উপর কত রকমের মাপের যন্ত্র রয়েছে। উচ্চতা, গতির বেগ, বাতাসের চাপ, পেট্রলের হিসাব, তেলের হিসাব, তাপ,—এই রকমের সারি সারি মাপের যন্ত্র রয়েছে। মোটরের ভিতরেও ঐ রকমের অনেক যন্ত্র থাকে; তবে, অত বেশী নয়।

কলে ওজনও হবে আবার হৃদ্‌যন্ত্রের ধুকধুকানিও মাপা হবে।

বৈদ্যুতিক শক্তির যুগে বিদ্যুতের শক্তি, প্রবাহ প্রভৃতি মাপ্‌বার জন্যই কত ব্যবস্থা! প্রবাহের জোর (Voltage), প্রবাহের বাধা (Resistance), বৈদ্যুতিক শক্তির মাপ (Ampere), বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষমতার মাপ (Watt), শক্তি খরচের মাপ (Ampere Hours), প্রভৃতি। নামগুলি অবশ্যি বৈজ্ঞানিক নাম নয়—শুধু তোমাদের বুঝাবার জন্য।

বিজ্ঞানের যে বিভাগই দেখ না কেন, প্রত্যেকটিতেই বহু রকমের মাপের যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। ডাক্তারীর কাজেই দেখ না, আজকাল কত মাপ্‌বার যন্ত্র! জ্বর মাপার জন্য থার্ম্মোমিটার (তাপমান), রক্তের চাপ মাপার জন্য যন্ত্র, চোখের মাপ নেবার যন্ত্র, দৃষ্টির দোষের পরিমাণ মাপার জন্য যন্ত্র, হাতের জোর পরীক্ষার জন্য যন্ত্র (Dynamometer), হৃদ্‌-যন্ত্রের স্পন্দন পরীক্ষার জন্য যন্ত্র

(Cardiograph),—আরো কত কিছু ! নূতন নূতন আরো যন্ত্র প্রায় প্রতিদিন আবিষ্কৃত হচ্ছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গাছের স্পন্দন, গাছের বৃদ্ধি প্রভৃতি মাপার জন্য যে সব যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, সে সব যন্ত্রে এত সূক্ষ্ম হিসাব হ'তে পারে, যে, ভাবলেও অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। একটি গাছ হয়তো দিনে এক ইঞ্চির শত ভাগের এক ভাগ বাড়ে। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রে সেই বৃদ্ধির হিসাব অতি সূক্ষ্মভাবে করা যায়। তাঁর প্রত্যেকটি যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম মাপ হয়; অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি নিজের পরীক্ষাগারে সেই সব যন্ত্র তৈয়ারী করিয়েছেন—বিলাত থেকে তৈয়ারী করিয়ে আনাবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও কোনদিনই করেন নি।

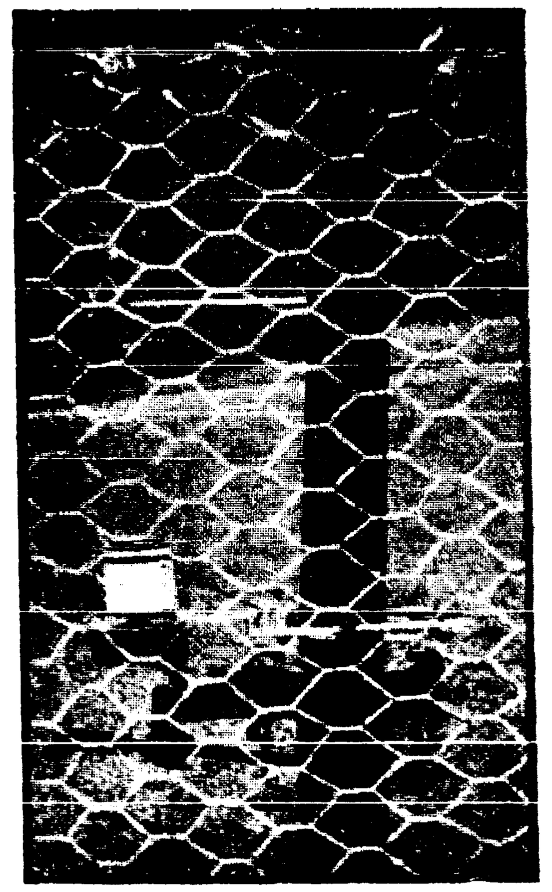
গাছের "টেম্পারেচার" মাপার থার্ম্মোমিটার

বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, মাপ-জোকের যন্ত্রেরও তত উন্নতি হচ্ছে;—ততই সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈয়ারী হচ্ছে। মাকড়শার জালের সূতার সূক্ষ্মতা মাপা যায় এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয়েছে, সূক্ষ্ম ধূলিকণার ওজন নেওয়া যায় এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয়েছে, চুল চিরে দশ-বিশ ভাগ করা যায় এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয়েছে, ডিমের খোলা ভাঙ্‌বার জন্য কত শক্তি খরচ হয় তা' মাপা যায় এমন যন্ত্র বেরিয়েছে, কোনও জিনিষের ৩।৪ ইঞ্চি দূরে হাত রাখ্‌লে হাতের যেটুকু তাপ সে জিনিষে লাগে তা' মাপা যায় এমন যন্ত্র বেরিয়েছে,—আবার সকলের চেয়ে উঁচু পর্ব্বতের উচ্চতা মাপা যায় এমন যন্ত্র বেবিয়েছে, গ্রহ-তারার তাপ আর উজ্জ্বলতা মাপা যায় এমন যন্ত্র বেরিয়েছে, লোহার বরগা ভাঙ্গতে হ'লে কত জোর লাগে তা'র মাপ নেবার যন্ত্র বেরিয়েছে; এমন কি, পৃথিবীর ওজন হিসাব করা যায় এমন যন্ত্রও বেরিয়েছে।

এ যুগে সকল কাজই হিসাব ক'রে কর্‌তে হয়। চার আনা দামের মোজা

যদি ৩ সপ্তাহ টেকে আর ছয় আনা দামের মোজা যদি ১৷৷ মাস টেকে, তা হ'লে ছয় আনার মোজাটাই বাস্তবিক পক্ষে সস্তা—কারণ, তা থেকে আনা-পিছু বেশী কাজ পাওয়া যায়। জুতা, কাপড়, ছাতা, টুপি, প্রভৃতি সব জিনিষের ব্যাপারেই তাই। সে জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জিনিষ কতখানি টিকসই তা মাপার জন্য নানা রকমের যন্ত্র বেরিয়েছে। জুতো, মোজা প্রভৃতি কলের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে, কল চালালেই, ঘষা লেগে জুতা বা মোজা ক্ষয় হ'তে থাকে। কত ঘষায় কত ক্ষয়ের হিসাব তা' জানা আছে (অর্থাৎ এত ঘষায় এত মাইল হাঁটার সমান); জুতা বা মোজা ছিঁড়ে গেলেই দেখে নেওয়া হয়, কত মাইলের হিসাব হয়েছে। এইভাবে, কাপড়ের টিক-সইএর হিসাব করারও কল তৈয়ারী করা হয়েছে।

মোটর-গাড়ী কতখানি মজবুত দেখান হচ্ছে

ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও কাজ আন্দাজে কর্‌তে না হয়, এ যুগে সেই চেষ্টাই চলেছে। ফল কিন্‌বার সময় সে ফল কত টক তা চট্ ক'রে যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব করা যাবে; কতখানি মিষ্টি তাও হিসাব করা যাবে। চাই কি, কোন্ ফলে কত ভিটামিন আছে তা'রও হয়তো হিসাব করা যেতে পারে। তরি-তরকারী টাটকা কি বাসী তা'ও চট্ ক'রে ধরা যাবে। ডিম, মাছ, মাংস সবেরই তাজা-বাসী কলের সাহায্যে হিসাব করা যাবে তখন—ঠকাবার জো নাই !

কাপড়-চোপড় কিন্‌বার সময় ভবিষ্যতে আর হয়তো কোনও সন্দেহ থাকবে না;—কত মজবুত, রং কত পাকা, সবই কাপড়ের গায়ে লেখা থাক্‌বে। মোজা,

জুতা, গেঞ্জি, রুমাল, তোয়ালে সবই মার্কা মারা থাক্‌বে—কত মজবুত, রং কত পাকা, ইত্যাদি।

কিন্তু, হিসাবের আর মাপ-জোকের বাড়াবাড়ি কর্‌তে গিয়ে শেষটায় না আর এক বিপদ্ উপস্থিত হয়; কলের পাল্লায় প'ড়ে মানুষ না শেষটায় কল সাম্‌লাতেই অস্থির হ'য়ে পড়ে! বাজারে মাছের দোকানের ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি তাজা-বাসী মাপার কল বের ক'রে মাপ সুরু ক'রে দেয়, তা হ'লে তো মাছের দোকানে এক মারামারি ব্যাপার সুরু হয়ে যাবে। ফলের দোকানেও টক-মিষ্টি হিসাবের কল নিয়ে যদি কেউ টাকায় পঞ্চাশটা আম কিন্‌তে যায়, তা হ'লে দোকানদারের সঙ্গে মারামারি বেধে যাবে নিশ্চয়ই।

বাইসিকেলের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা সারি সারি রয়েছে।

মাপ-জোকের কল যতই হোক্ না কেন, তার অধিকাংশই থাক্‌বে মাঝে মাঝে বিশষজ্ঞ আর ব্যবসায়ীর ব্যবহারের জন্য; সাধারণ লোকে তার দু'চারটিকে মাত্র দৈনিক ব্যবহারের কাজে লাগাবে। তবে, এই সব কল আবিষ্কারের ফলে ব্যবসার যে অনেক উন্নতি হবে আর মানুষের দৈনিক ব্যবহারের জিনিষ কেনার যে অনেক সুবিধা হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

গ্রাইফাসের শিক্ষা

কাগজখানি আর কিছু নয়, যে চিঠি দিয়া কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ তাঁর ভাই জনের চাকর ক্রেক্ মারফৎ ভ্যান্ বার্ল্‌কে তার কাছে গচ্ছিত গোপন কাগজপত্রগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সেই চিঠি,—বাইবেলের ছেঁড়া পাতায় লেখা। রাজার সৈন্যেরা বাড়ী ঘেরাও করিলে তাড়াতাড়িতে ভ্যান্ বার্ল্ এই চিঠিখানা দিয়াই তার 'সাকার' তিনটি মুড়িয়া রাখিয়াছিল, চিঠিখানা পড়িয়া দেখার অবসর পায় নাই। পাঠকদের সম্ভবতঃ মনে আছে চিঠিখানা এই রকম :—

বাবা কর্ণেলিয়াস্,

এই চিঠি পাওয়া মাত্র তোমার কাছে যে প্যাকেট্‌টা আমি রাখিয়া আসিয়াছি তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে। পোড়াইবার আগে প্যাকেট্‌টি খুলিও না কিংবা তার ভিতর কি আছে তাহাও দেখিবার চেষ্টা করিও না। উহাতে কি আছে তাহা তোমার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু মনে রাখিও, এই ধরণের জিনিষ কারো কাছে জমা থাকিলেও তার জীবনের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কাজেই প্যাকেট্‌টি পোড়াইতে কালবিলম্ব করিও না—তা হইলে হয়তো তুমি জন্ ও কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। আমার ভালবাসা জানিবে। এখন বিদায়। ইতি—

আগষ্ট ২০, ১৬৭২ কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্

চিঠিখানি শুধু ভ্যান্ বার্লের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ নয়, কালো টিউলিপের উপর তার দাবীরও প্রমাণ।

চিঠি পড়া শেষ হইলে রোজা ও কুমার পরস্পরের দিকে চাহিলেন, রোজার মনে হইল এ দৃষ্টিতে যেন গভীর আশ্বাস রহিয়াছে।

কুমার ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মুছিয়া মাথা তুলিলেন; তার পর স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "মাষ্টার বক্সটেল, আপনি এখন যেতে পারেন, আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনি সুবিচারই পাবেন।" তার পর ভ্যান্ হেরিসেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনি আপাততঃ এই টিউলিপ্ আর এই মেয়েটির ভার নিন। আমি এখন আসি।"

নীচের জনতার প্রচণ্ড আনন্দ-কোলাহল ষ্টাট্‌হোল্ডারের বিদায়-সংবাদ জানাইয়া দিল। বক্সটেলও সন্দিগ্ধচিত্তে হোটেলে ফিরিয়া গেল। রোজার দেওয়া রহস্যপূর্ণ চিঠিখানার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অবশ্য তার মন খুবই ছট্‌ফট্ করিতেছিল। বিশেষতঃ ষ্টাট্‌হোল্ডার যে রকম মনোযোগ দিয়া চিঠিখানা পড়িলেন, আর যাইবার সময় সযত্নে ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিয়া লইলেন তাহাতে তার মনে একটা দারুণ খট্‌কা বাধিয়া গিয়াছিল।

শুধু রোজার মনে আজ বড় তৃপ্তি। সে যাইবার সময় টিউলিপ্‌টাকে একবার আদর করিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান্, এ তোমারই অপার দয়া, নইলে ভ্যান্ বার্ল্‌ই বা আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কেন?"

এতক্ষণ আমরা ভ্যান্ বার্লের কোন খোঁজ-খবর লইতে পারি নাই। রোজা ও জেকব্ অদৃশ্য হইবার পর গ্রাইফাস্ গিয়া তাকে খুব শাসাইয়া আসিয়াছিল এইটুকু পর্য্যন্ত জানি। কিন্তু তার মানসিক অবস্থার কোন সংবাদ পাই নাই।

ভ্যান্ বার্ল্ একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শুধু কালো টিউলিপ্‌ই যায় নাই, সেই সঙ্গে যে রোজাও গিয়াছে। আজ কয়দিন যাবত ভ্যান্ বার্ল্ রোজারও কোন খবর পায় নাই। ভ্যান বার্লের বুঝিতে বাকী রহিল না—রোজা গ্রাইফাসের খপ্পরে পড়িয়াছে; নিষ্ঠুর বাপ নিশ্চয়ই মেয়েকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে গ্রাইফাসের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধে ভ্যান্ বার্লের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। চোখ দু'টা তার বাঘের মত জ্বলিয়া উঠিল। একবার তার মনে হইল, আর এ ভাবে নয়, আজ সে একটা এস্পার-ওস্পার করিয়া লইবে। গ্রাইফাস্ ঘরে ঢুকিলে সে তাকে গলা টিপিয়া মারিবে, তার পর তার কোমর হইতে চাবি লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইবে। একবার বাহির হইতে পারিলে রোজাকে খুঁজিয়া লইতে নিশ্চয়ই বেশী সময় লাগিবে না। তার পর? তার পর, জেলখানার ঠিক নীচেই ওয়াল্ নদী, রোজাকে নিয়া সে কি আর এটুকু সাঁৎরাইয়া পালাইতে পারিবে না?

কিন্তু—কিন্তু শেষে কি তাকে মুক্তির জন্য নরহত্যা করিতে হইবে? এ ছাড়া কি আর

পথ নাই? আর যাকে মারিবে, হাজার দোষ করিলেও সে রোজার বাপ। ভ্যান্ বার্ল্‌কে রোজা যতই বন্ধুর মত দেখুক পিতৃহন্তাকে কি সে ক্ষমা করিতে পারিবে? না—না, মুক্তি নাই, এই ভাবে —এই পশুর চেয়েও অধম জীবনই তাকে আমরণ টানিয়া চলিতে হইবে।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের দরজা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিল গ্রাইফাস্, তার হাতে মস্ত একটা লাঠি, চোখ দিয়া রুক্ষ দৃষ্টি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

প্রথম সম্ভাষণ গ্রাইফাস্‌ই করিল, পরুষ কণ্ঠে কহিল, "হতভাগা, এখনও বল্, রোজা কোথায়?"

"রোজা! রোজা কি লুভেষ্টিনে নেই?" ভ্যান্ বার্লের কণ্ঠে প্রগাঢ় বিস্ময়।

"না নেই, তা যেন তুমি জান না? শীগ্‌গির বল্ কোথায় রোজা। না হ'লে আজ তোকে আস্ত রাখব না।" গ্রাইফাস্ লাঠিটা বার কয়েক শূন্যে ঘুরাইয়া লইল।

ভ্যান্ বার্ল্ নিজেকে সংযত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "জেলার সাহেবের দেখছি জেলের আইন-কানুন ঠিক মত জানা নেই। ৯ নম্বর নিয়মটা একবার দয়া করে দেখবেন কি—রাজবন্দীদের গায়ে হাত তুললে জেল-কর্ম্মচারীদের কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে?"

গ্রাইফাস্ তেমনি গর্জ্জন করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, গায়ে হাত তুললে চাকরী যাবে—কিন্তু লাঠি তুলতে কোন নিষেধ নেই।"

"সেটা অন্য জায়গায় আছে। লাঠি তুললে সে লাঠি এমনি ভাবে"—বলিতে বলিতে ভ্যান্ বার্ল্ বিদ্যুদ্বেগে গ্রাইফাসের হাত হইতে লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া কহিল, "হ্যাঁ, এমনি ভাবে সে লাঠি কেড়ে নেওয়া হবে।"

এই আকস্মিক ব্যাপারে গ্রাইফাস্ প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে জামার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা ছুরি বাহির করিয়া সে ভ্যান্ বার্ল্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ভ্যান্ বার্ল্ প্রস্তুত ছিল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে দু' পা পিছাইয়া গিয়া সে হাতের লাঠি দিয়া সজোরে গ্রাইফাসের কব্জিতে আঘাত করিল। ছুরি গ্রাইফাসের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, দারুণ যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভ্যান্ বার্ল্ আর এবার নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, সিংহের মত গর্জ্জিয়া সে গ্রাইফাসের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, তার পর পা দিয়া ছুরিটা চাপিয়া ধরিয়া দুই হাতে সে গ্রাইফাসের উপর অবিরাম কিল-ঘুষি বর্ষণ করিতে লাগিল।

একটু পরেই গ্রাইফাস্‌কে দয়া ভিক্ষা করিতে হইল, কিন্তু ততক্ষণে ঘর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। গ্রাইফাসের প্রবল আর্ত্তনাদে জেলের সমস্ত কর্ম্মচারী সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে।

ভ্যান্ বার্লের অপরাধ বড় কম নয়। জেলারকে হত্যার চেষ্টা—সকলেই জানে এর জন্য জেলের আইনে চরম দণ্ডেরই ব্যবস্থা আছে।

গ্রাইফাস্‌কে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লওয়া হইল। একজন কর্ম্মচারী খাতা-পেন্সিল লইয়া অপরাধের একটা রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করিল, বাকী সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সুরু করিল,—এ রকম অপরাধে কবে কোন্ কয়েদীকে কি ভাবে বন্দুকের গুলিতে ঠাণ্ডা করা হইয়াছিল ইত্যাদি। ঘণ্টা দশ-বারোর মধ্যেই ভ্যান্ বালের্ও একটা ব্যবস্থা হইবে বলিয়া তারা আশ্বাস দিল।

কিন্তু দশ-বারো ঘণ্টাও লাগিল না, একটু পরেই সিঁড়ির উপর ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল। একজন হোমরা-চোমরা গোছের রাজ-কর্ম্মচারী—ক্যাপ্‌টেন ভ্যান্ ডেকেন ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—

"এগারো নম্বর ঘর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ডাক্তার ভ্যান্ বাল্ ?"

"এই যে।"

"আসুন আমার সঙ্গে।" ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া আসিলেন। ভ্যান্ বাল্ যন্ত্রচালিতের মত পিছু পিছু চলিল। আর একদিনও ঠিক এই ভাবে সে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়াছিল, সেদিন দেখা হয় নাই, কিন্তু আজ আর কোন অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

জেলের বাহিরে একখানা চার ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, ক্যাপ্‌টেন ভ্যান্ বাল্‌কে তার ভিতর ঢুকিবার জন্য আদেশ দিলেন, তারপর নিজেও তার মধ্যে ঢুকিলেন। পর মুহূর্ত্তে কোচ্‌ম্যান্ ঘোড়ার উপর সজোরে চাবুক কষাইয়া দিল। গাড়ী ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান্ বালের কানে আসিল একজন সৈনিক তার বন্ধুকে বলিতেছে, "ডাক্তার সাহেবকে তা' হলে ডর্টে তাঁর বাড়ীর সামনেই ফাঁসী দেওয়া হবে ?" বন্ধুর উত্তর শোনা গেল, "হ্যাঁ, শুনছি ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ এ পথে পা না বাড়ায় তাই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ভ্যান্ বাল্ ভাবিল, তা এ ভালই হইল, তার নিজের হাতের গড়া টিউলিপের বাগানটা তো সে আর একবার দেখিয়া যাইতে পারিবে!

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

কুমারের উপদেশ

ইতিমধ্যে আরও যে সব ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল ভ্যান্ বাল্ তা জানিত না। তা না জানুক, সময় হইলে অবশ্যই তাকে তা জানান হইবে, কিন্তু তোমাদের এখন জানিতে কোন বাধা নাই। এইবার সেই কথা বলি।

ভ্যান্ হেরিসেনের জিম্মায় রোজা আর তার কালো টিউলিপ্‌কে রাখিয়া ষ্টাট্‌হোল্ডার বিদায় লইয়াছিলেন সে কথা তোমাদের আগেই বলিয়াছি। সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোজা তাঁর আর কোন সংবাদ পায় নাই। সন্ধ্যার পর রোজার ডাক পড়িল।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষে একটা সুদৃশ্য টেবিলের সামনে বসিয়া কুমার কি লিখিতেছিলেন, তাঁর পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড কুকুর বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। রোজা ঘরে ঢুকিতেই কুমার একবার চোখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর তাকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিয়া আবার নিজের কাজে মন দিলেন। কুকুরটা উঠিয়া গিয়া রোজাকে শুঁকিতে সুরু করিল।

চিঠি শেষ হইলে কুমার মুখ তুলিলেন, স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "এখানে আর কেউ নেই, কাজেই তুমি সব কথা খুলে বলতে ভয় ক'র না।"

রোজা কিন্তু তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল। কম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, "কি বল্‌ব বলুন ?"

"লুভেষ্টিনে তোমার বাবা থাকেন, তুমি বোধ হয় তাঁকে ততটা ভালবাস না ?"

রোজা খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "ঠিক বাসি না তা নয়, তবে যতটা বাসা উচিত হয়তো ততটা বাসি না।"

"কেন ?"

"তাঁর স্বভাবটা বড় রুক্ষ, কয়েদীদের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করেন।"

"সব কয়েদীর সঙ্গেই কি খারাপ ব্যবহার করেন—না কোন বিশেষ কয়েদীর সঙ্গে ?"

"বিশেষ করে একজনের সঙ্গে—ডাক্তার ভ্যান্ বালের সঙ্গে।"

"তুমি বুঝি ডাক্তার সাহেবের খুব ভক্ত ?"

রোজা চুপ করিয়া রহিল। কুমার কহিলেন, "ধর, আমি যদি বলি ডাক্তার সাহেবকে তোমায় বিয়ে করতে হবে—তুমি রাজী হবে ?—তিনি যাবজ্জীবন কয়েদী থাকবেন জেনেও ?"

"হ্যাঁ, তা জেনেও, তাঁর মত লোককে স্বামী-রূপে পাওয়া যে কোন মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন ?"

"আপনি দয়া করলে তিনি যাবজ্জীবন বন্দী নাও থাকতে পারেন।"

কুমার কোন জবাব দিলেন না। হেঁট হইয়া টেবিলের উপর তাঁরই লেখা চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। এই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাকে আমরা আগে একবার দেখিয়াছি—ইনি ক্যাপ্‌টেন ভ্যান্ ডেকেন্। কুমার কাগজখানা তুলিয়া তাঁর হাতে দিলেন। ক্যাপ্‌টেন্ একবার মাথা নোয়াইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

তারপর রোজার দিকে চাহিয়া কুমার কহিলেন, "পরশু দিন এ সহরে একটা বড় উৎসব হবে,

শুনেছ বোধ হয়—টিউলিপ্-উৎসব। সব মেয়েই সেদিন খুব সাজগোজ করবে। তুমিও একটু সেজো, কেমন ?"

(ক্রমশঃ)

কুমারী বেলারাণী

কুমারী বেলারাণীর বয়স মাত্র আট বছর, কিন্তু এই বয়সেই নৃত্যগীতে কৃতিত্ব দেখিয়ে সে বহু মেডেল ও পুরস্কার পেয়েছে। সম্প্রতি কাশীর "ক্ষিতীশ পাঠাগারের" বার্ষিক উৎসবেও নৃত্যে প্রথম হয়ে সে পুরস্কার পেয়েছে।

কুমারী বেলা কাশীর লছমণপুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরবিলাস ভট্টাচার্য্যের মেয়ে। এখানে তার দু'টি নৃত্যভঙ্গিমার ফটো দেওয়া হ'ল। একটি কালবৈশাখী-নৃত্য ও অপরটি পূজারিণী-নৃত্য।

কালবৈশাখী-নৃত্য পূজারিণী-নৃত্য

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় গৃহীত আলোকচিত্র]

একটি পাখী

(শ্রীফাল্গুনী রায়)

একটি পাখীকে ভালবাসি—
ঝিলমিল নীল দুটি চোখ,
রামধনু-রাঙা ডানা তার
রোদ্দুরে ঝলে ঝক্‌মক্।
কোথায় দেখেছি যেন তাকে
ছাতিমের ছায়া-ছাওয়া বনে,
শুনেছি মধুর মিঠে গানও
একা একা বসে আনমনে।
বনে বনে আগুনের ঢেউ,
সজনে পাতার বাঁশী বাজে,
মন-সুখে গান গায় পাখী
স্বচ্ছ সবুজ সেই সাঁঝে।

শুন্‌ল কি কেউ তার গান,
শুনবে কোথায় বল ভাই ?
ছিল কি তখন কোন জন ?
আমি ছাড়া আর কেউ নাই।
হাওয়ার ঘুঙুর ঘুমে ঢোলে,
শ্যামল শালের শিষ্ চুপ,
নিঝুম ঝিঁঝির ঝুমঝুমি,
নিথর নদীও নিশ্চুপ।
গান গায়—পাখী গান গায়,
প্রাণ ভরে তাই আমি শুনি,
স্বচ্ছ-সবুজ সেই সাঁঝে
স্বপ্ন-সোনালী জাল বুনি।

জঙ্গল-কাহিনী

[শিকার-কাহিনী]

(শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

আজ তোমাদের কয়েকটি বাঘের গল্প শোনাইব।

অনেক দিনের কথা। বর্দ্ধমান সহরের বাহিরের দিকে এক বাঙ্গালোয় একজন সাহেব সপরিবারে বাস করিতেন। বাড়ীর সঙ্গেই ছিল মস্ত বড় ঘাস-মাঠ—যাকে ইংরাজীতে বলে 'লন্'। একদিন বিকাল বেলা সাহেব তাঁর আফিস-ঘরে বসিয়া আছেন। একটি বেহারা সাহেবের একটি মেয়ে (বয়স বছর ছয়-সাত) এবং দুটি ছেলেকে (বয়স তিন-চার) লইয়া লনের এক কোণে বসিয়া খেলা দিতেছিল।

সহসা বেহারাটি ছুটিতে ছুটিতে সাহেবের আফিসে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং অস্পষ্টভাবে বলিল, "হুজুর, সের (বাঘ) !" সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া "বেবি লোক কাঁহা ?"—বলিতেই বেহারা কাঁপিতে কাঁপিতে হাত দিয়া লনের দিকে দেখাইয়া দিল। সন্তানদের বিপদাশঙ্কায় সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছেলেদের দিকে ছুটিলেন। যাইবার সময় অভ্যাসবশতঃ শুধু টুপিটা মাত্র মাথায় দিয়া লইলেন। লনের কোণে গিয়া সাহেব যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। মেয়েটি সব চেয়ে ছোট ভাইটিকে আগলাইয়া রাখিয়াছে, অন্য ছেলেটি বাঘের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে ; আর বাঘ ছেলেদের উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। এখনও কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করে নাই তাহাই আশ্চর্য্য। সাহেব আসিতেই বাঘ লাফ দিল, কিন্তু ছেলেদের উপর পড়িল না, পড়িল সাহেবেরই উপর। সাহেব হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ফেল্টের টুপিটাই বাঘটার মাথায় আচক্ষু পরাইয়া দিলেন। চিতা-বাঘ—আকারে ছোটই। এই অপূর্ব্ব শিরস্ত্রাণে চোখ ঢাকা পড়িতেই সে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল, এবং সাহেবকে ছাড়িয়া টুপির সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সাহেব ইতিমধ্যে ছেলেদের লইয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন। এদিকে টুপির সঙ্গে যুদ্ধে বাঘেরই পরাজয় হইল। অল্পক্ষণ পরেই সে টুপি ফেলিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পালাইল।

মানুষ বাঘকে যেমন ভয় পায় বাঘও তেমনি কতকটা মানুষকে ভয় পায়, মানুষকে সহসা আক্রমণ করিতে চাহে না। অনেক অতর্কিত ঘটনার ফলে বাঘ প্রকৃতই পলায়ন করে।

এক ভদ্রলোক সুন্দরবনের আবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি প্রাতঃকালে বেড়াইয়া তাঁহার কাছারি-বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন। যে রাস্তায় চলিতেছিলেন তাহা একটা প্রকাণ্ড আলের পথ। জোয়ারের সময় নদীর নোনা জল যাহাতে ধানের ক্ষেতে না প্রবেশ করে সেজন্য সেখানে বড় বড় মাটীর আল দেওয়া হয়। এগুলি লোক চলাচলের পথেরও কাজ

করে। ভদ্রলোকটী খানিক দূর চলিয়া রৌদ্রের জন্য হঠাৎ নিজের হাতের ছাতিটি খুলিয়া ফেলিলেন। ঠিক সেই সময় আলের নীচের একটা ঝোপ হইতে বিকট গর্জ্জন হইল, এবং একটা বড় বাঘ লাফাইয়া পলায়ন করিল। বাঘের এই আকস্মিক আবির্ভাবে ভদ্রলোক ত ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট। কাছারীতে পৌছিয়া তিনি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সুন্দর বনের বাঘ

বাকী গল্পটা অনুমানের সাহায্যে গড়িতে হইবে। সুন্দর বনের বাঘ নেকড়ে বা চিতা নহে—আসল "রয়াল্ বেঙ্গল টাইগার"। বাঘটি বোধ হয় ভদ্রলোকটিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে লইবার জন্য ঝোপে ওৎ মারিয়া বসিয়া ছিল। লোকটির শুভাদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছাতা খোলায় বাঘ এই অদ্ভুত ঘটনায় ভয় পাইয়া পলায়ন করে, ফলে তিনি রক্ষা পান।

বর্দ্ধমান জেলার পানাগড় ষ্টেশনের কাছে পিয়ারীগঞ্জ নামে আমার একটি ছোট মৌজা আছে। পিয়ারীগঞ্জ ও তৎসন্নিহিত মৌজাগুলিতে অনেক শালের জঙ্গল আছে এবং এই অঞ্চলে বহু সাঁওতাল বাস করে। আমি সাঁওতালদিগকে বড় ভালবাসি। এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দেশে তাহাদের স্বাস্থ্য দেখিলে আনন্দ হয়। এক একটি চেহারা যেন গ্রীক্ প্রতিমূর্ত্তির মত—সুগঠিত মাংসপেশী-যুক্ত—অপ্রয়োজনীয় চর্ব্বিলেশশূন্য—জার্ম্মানীর হিটলারের আদর্শের অনুরূপ—"স্লিম্, টাফ্ য়্যাণ্ড হার্ড্"—

পাতলা, চিমড়ে এবং শক্ত। সাঁওতালেরা নির্ভীক্ ও সত্যবাদী। তাহারা প্রবঞ্চনা ও চুরি বড় একটা জানে না। তাহাদের উপকার করিলে যেমন তাহা বিস্মৃত হয় না তেমনি তাহাদিগকে অপমান করিলে তাহাও নীরবে সহ্য করে না। শিকারে তাহাদের পরম অনন্দ। শিকার-লব্ধ আমিষ তাহাদের পরম আদরের খাদ্য। বাঘ, ভালুক, শূকর, শৃগাল, এমন কি ইঁদুর, সাপ পর্য্যন্ত তাহারা শিকার করে এবং সে সবের মাংস পরমানন্দে ভোজন করে।

কয়েক দিন হইতে শুনিতেছিলাম, পিয়ারীগঞ্জের জঙ্গলে এক বাঘের সহিত এক সাঁওতালের যুদ্ধ হইয়াছে। সাঁওতালটি আহত হইয়া বেশ কিছু দিন ভুগিয়াও উঠিয়াছে। সাঁওতালটিকে দেখিবার বড় লোভ হইল। সেদিন সকালে কাছারীতে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন লোক বলিল, সেই সাঁওতালটি বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছে। লোক পাঠাইয়া তখনই তাহাকে কাছারীতে ডাকিয়া আনিলাম এবং সমস্ত ব্যাপার জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। লোকটির বেশ বীর পুরুষের মত চেহারা—দীর্ঘকায়, সুগঠিত বপু—হাসি-হাসি মুখ। এখানকার সাঁওতালরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলে। লোকটি যে বিবরণ দিল তাহা সরল ও সংক্ষিপ্ত। উহার মধ্যে কোনওরূপ অলঙ্কার নাই, নিজের সম্বন্ধে কোনও আস্ফালন বা বাহাদুরীর কথা বিন্দুমাত্রও নাই।

বিবরণটি এই ; ভাষাটা অবশ্য আমার, তাহার নয় : -

"জঙ্গল দিয়া আসিতেছি, সঙ্গে ছিল লাঠিগাছটা। হঠাৎ সামনের একটা ঝোপে একটু শব্দ হইল। ভাবিলাম শূয়োর, শিকার করিতে পারিলে আহারের বেশ সুবিধা হয়। ঝোপের দিকে উঁকি মারিতেই সেটা আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল। লাঠিটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাড়িলাম। কিন্তু উহার গায়ে লাগিল না, সে আমার ঘাড়ের উপর পড়িল। চাহিয়া দেখি, এ তো শূয়োর নয়, এ যে বাঘ! আমি তখন উপায় না দেখিয়া তাহার গলা টিপিয়া মাটীতে ফেলিলাম। সে আমার হাত ছাড়াইয়া পিঠে কামড় বসাইয়া দিল। অন্য উপায় না দেখিয়া আমিও তার পেটে প্রাণপণে এক কামড় দিলাম। তখন বাঘটা আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমিও তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বাঘও পলাইল, আমিও পলাইয়া আসিলাম।"

অবশ্য এ কথা বলা প্রয়োজন, পিয়ারীগঞ্জের বাঘ সুন্দর বনের বাঘ নয়, চিতা জাতীয় ছোট বাঘ।

প্রসাধনের পরিণাম

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি)

আদিত্য অনেক দিন পরে কল্‌কাতায় এসেছে। এসেই প্রথমে সে গেল তা'র মাসীমার বাড়ী—বালিগঞ্জে। মাসীমার বাড়ী ঢুকেই সে ডাক্‌ল—"রুণু, কই রে রুণু কোথায়?" রুণু তা'র মাসতুত বোন। ছোট্ট বেলা থেকে আদিত্যর সে বড় আদরের। যত আব্দার, যত দুষ্টামি সব ছিল তা'র আদিদার সঙ্গে। আদিত্য যখন তা'র বাবা বদলি হওয়ার জন্য কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যায় তখন রুণুটা ছিল বাচ্ছা, ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশ না ফোর্থ ক্লাশে পড়ত ; আর সেই রুণু আজ পড়্‌ছে কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে। তখন রুণুটা ছিল একটা জংলি—তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা তা'র মা'র পক্ষে ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। আর এখন? এখন রুণু সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—স্নো, হেয়ার ক্রীম, পাউডার, সেণ্টে তার ড্রেসিং টেবিল ভর্ত্তি। তা' বলে রুণু অযথা ফ্যাসান্ এমন কিছু করে না যা'তে লোকে নিন্দা কর্‌তে পারে।......যাই হোক, আদিত্যর গলা শুনে রুণু ছুট্টে এল—আগের মত এসে গলা ধরে ঝুলে পড়ল না বটে কিন্তু খুসীতে তার চোখ-মুখ উঠ্‌ল ভরে। রুণুর পিছু পিছু এলেন রুণুর মা, রুণুর আরও তিন চারটী ভাইবোন। আদিত্যর আবির্ভাবে বাড়ী উঠল জমে। আদিত্যর মত জমাটী ছেলে যে সংসারে কমই জন্মে! আদিত্য সকলের সঙ্গেই সুরু কর্‌লে মাতামাতি।

রুণুর মা এসে বল্‌লেন—"হ্যাঁরে আদি, তুই এখন দু' একদিন আছিস ত এখানে?"

আদিত্য একটু হেসে বল্‌লে—"মাসীমা, তিনটী দিন তোমার এখানে আমার স্থিতি, তার পরেই দেব ছুট একেবারে দিল্লী, কাজ মিলেছে সেখানে একটা। এই ক'দিনে কয়েকটা জিনিষপত্র—"

আদিত্য হঠাৎ থেমে গেল। বাথ রুমের দরজা খুলে একটী বছর আঠার উনিশের ছেলে এল বার হয়ে—বোধ হয়, স্নান করেই এল। আদিত্য তা'কে কখনও এ বাড়ীতে দেখে নি এর আগে। রুণু ছিল তার পাশে বসে। তা'কে ও জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কে রে রুণু, ঐ ছেলেটী? কখনও তো'দের এখানে একে দেখেছি বলে ত মনে হ'চ্ছে না!" রুণুর মুখটা এক মুহূর্ত্তে রাগে

এবং বিরক্তিতে ভরে উঠল; ও শুধু বল্‌লে, "ও আমার এক পিসীমার ছেলে—মাস খানেক হ'ল পিসীমা আর ও এসেছে এখানে।"

আদিত্য রুণুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে গেল, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "তোর হ'ল কিরে? মুখটা যে তোর বিরক্তিতে ভরে উঠেছে! ব্যাপার কি?"

রুণু বল্‌লে খুব আস্তেই—"পরে বল্‌ব'খন।"

রুণুর মা বল্‌লেন—"যা আদি, স্নান করে আয়। স্নান করে দুটী খেয়ে একটু ঘুমো। কাল সারা রাত্তির নিশ্চয় ঘুম হয় নি? শোয়ার জায়গা কি আর পেয়েছিলি?"

আদিত্য বল্‌লে—"সে কথা আর বোলো না মাসীমা। শোয়ার জায়গার কথা ছেড়ে দাও। বসবার জায়গাও পাই নি বল্‌তে গেলে। উঃ, চাপের চোটে চেপ্টে চাপাটী হয়ে গিয়েছিলাম আর একটু হ'লে! ঘুমাই বা না ঘুমাই—খেয়ে-দেয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুতেই হ'বে এখনই—যা'তে পায়ের ব্যথাটা একটু মরে—"

আদিত্য উঠ্‌ল স্নানের জন্য; সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল সকলেই।

খেয়ে দেয়ে এসে আদিত্য শুয়েছে তা'র মাসীমার ঘরে। রুণুর মা অন্য সব ছেলেমেয়েদের বারণ করে দিয়েছেন দুপুর বেলা আদিত্যকে বিরক্ত করতে; তাই কেবল রুণু এসে আদিত্যর মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গল্প করছে আস্তে আস্তে! এ কথা সে কথার পর আদিত্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁরে রুণু, তোর ঐ পিসতুত ভাইএর কথা উঠ্‌তেই তখন অত বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লি কেন? পরে বলবি বলেছিলি যে?"

রুণু এবারেও একটু বিরক্তভাবে বল্‌লে—"বিরক্ত কি আর সাধে মানুষে হয়, আদিদা? সব শুন্‌লে তোমারও বিরক্তি এসে যাবে। আমার এক পিসীমা—বাবার মামাত বোন, এসেছেন আমাদের বাড়ী আজ একমাস হ'ল—সঙ্গে ওঁর ঐ পুত্ররটী। বাড়ী বুঝি ওঁদের হুগলী জেলার কোন্ একটা সহরে। ঐ যে ছেলেটী দেখ্‌ছ—উনি ওঁর মায়ের চোখের মণি, শিবরাত্রির সল্‌তে।—উনি একেবারে এক কথায় 'গোপাল' মার্কা ছেলে। আঠারো, উনিশ বছরের ছেলে—কিন্তু মা'র কাছে আব্দার, নাকে কান্না এ সব দেখলে বোধ হয় যে চার পাঁচ বছরের খোকা। বয়সের এদিকে গাছ পাথর নেই—অথচ বিদ্যে ফোর্থ ক্লাশ পর্য্যন্ত; বাবুগিরির অন্ত নেই। স্নান করে উঠে একটী ঘণ্টা ধরে চুলটী হয় আঁচড়ান, স্নো, ক্রীম, পাউডার, সেণ্টের যম।…"

আদিত্য একটু হেসে বল্‌লে—"তা'তে তোর অত রাগবার কি হ'ল? ওরা আজ এসেছে, কাল চলে যাবে। ও রকম ছেলের কথা শুন্‌লে বা ও রকম ছেলে দেখ্‌লে বিরক্তি যে একটু হয় না তা নয়, তা বলে তুই যে রকম ওর নাম করা মাত্র—"

রুণু আদিত্যর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—"আরে সবটা শোন, তা হ'লে বুঝবে কেন অত বিরক্ত হই ওর নাম মাত্র শুন্‌লে। আর দু'দিন পরে হয়ত ওর নাম শুন্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব।"

আদিত্য হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—"আচ্ছা আচ্ছা, বল্ শুনি।"

রুণু বল্‌লে—"ও যাই হোক্ না কেন আমার আর তা'তে কি যায় আসত যদি না ও আমার পিছনে লাগত!"

আদিত্য অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"মানে?"

রুণু বল্‌লে—"মানে আর কি? বল্‌লাম না যে বাবুর স্নো, ক্রীম, পাউডার, সেণ্ট—এ সব নইলে একদিন চলে না? এমন বদ্ এবং বেহায়া ছেলে যে যেদিন থেকে এসেছে তার ঠিক দু'দিন পর থেকে লেগেছে আমার ভাল ভাল দামী দামী স্নো, ক্রীম, পাউডার, সেণ্ট সব কিছুর দফা শেষ করতে।"

আদিত্য বল্‌লে, "সে কিরে?—তা তুই ওকে কিছু বলিস নি কেন?"

রুণু বল্‌লে—"বলি নি? কিন্তু বল্‌ব কাকে? অত বড় মিথ্যাবাদী আজ পর্য্যন্ত আমি আর একটী দেখি নি। যেই বল্‌লাম একদিন অমনি সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লে, না রুণুদি, তোমার স্নো বা সেণ্ট আমি ব্যবহার করব কেন? আমার নিজেরই ত আছে ও সবই—স্নো আছে, পাউডার আছে, ক্রীম আছে, সেণ্ট আছে—হেয়ার ক্রীমও আছে।"

আদিত্য বল্‌লে—"তা, হয়ত, সত্যিই ও ওর জিনিষ ব্যবহার করে,—তুই মিছামিছি ওর দোষ দিস।"

রুণু এবার বেশ চটে উঠে বল্‌লে—"দেখ আদিদা, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমি মিছামিছি কারো নামে কিছু বলবার মেয়ে নই। প্রথমতঃ ওর একটা পুরানো শিশির কোণায় পচা একটা স্নো আজ একমাস দেখ্‌ছি যেমন তেমনিই পড়ে আছে—একটা শিশিতে পাঁচ ছয় আনা দামের একটা কি তেলের মত পচা সেণ্ট, তাই ও গায় দেয়? আমার সাড়ে পাঁচ টাকা দামের সেণ্টটার দফা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে দিয়েছে শেষ করে—এক একবারে গাদা গাদা গায় ঢেলে। গন্ধে বোঝা যায় না—কোন্ সেণ্ট মেখেছে? তা ছাড়া এই ত সেদিন হাতে হাতে ধরলাম; আমার 'স্নো'র শিশিটা খুলে আঙ্গুলে করে তুলেছে খানিকটা, এমন সময় হঠাৎ আমি বাথরুম থেকে এসে উপস্থিত। দেখেই আমার সর্ব্ব শরীর রাগে জ্বলে গেল। বল্‌লাম—'কি হে শিবু, এই ত আমার স্নো মাখ্‌ছ!'—কি বল্‌লে জান? বল্‌লে কিনা—'না, আমি মাখব কেন? আমি শুধু দেখ্‌ছিলাম, তোমার 'স্নো'টা কি রকম?, তা দেখলাম যে অনেকটা আমার 'স্নো'টারই মত।'—বলে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। আমার আর তখন রাগে কথা বা'র হচ্ছে না।"

আদিত্য বল্‌লে—"কখন মাখে তোর চোখের আড়ালে ?"

রুণু বল্‌লে—"যখন আমি বৈকালে গা ধুতে যাই ঠিক তখনই। কত চেষ্টা করেছি কিছুতেই আর একদিনও ধর্‌তে পারি নি। দু' একদিন অবশ্য বাথরুমের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি ওকে ঘর থেকে বার হ'য়ে যেতে। কিন্তু বলব কাকে ?—সঙ্গে সঙ্গে কর্‌বে অস্বীকার।"

আদিত্য বল্‌লে—"তা ওগুলি সব তুলে রাখলেই পারিস্।—তোর দরকারের সময় কেবল একবারটী বার কর্‌লেই হয়।"

রুণু বল্‌লে—"আদিদা, সে কি সম্ভব ? প্রথম দু' একদিন তাও করেছিলাম; কিন্তু রোজ দু'বার তিনবার করে সব টেনে বাক্সবন্দী করা আবার বার করা এ কতদিন পেরে ওঠা যায়, বল ? তাই ভাব্‌ছি—যাক্, যে ক'দিন আছে কোনও রকম করে সহ্য করে যাই।"—একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে আবার—"তাও ক'দিন যে থাক্‌বে তাও জানি না। প্রথম ত শুনেছিলাম দু'চার দিন থাকবেন পিসীমা। এখন ত দেখ্‌ছি এক মাসের উপর হয়ে গেল, তবু ত নড়বার নামটী নেই !"

আদিত্য বল্‌লে—"তোর পিসীমাকে বলে দে না একদিন।"

রুণু এইবার হেসে বল্‌লে—"তা হ'লেই হয়েছে। স্রেফ্ কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। বল্‌লাম না এখনই যে তাঁর ঐ 'শিবদাস' একেবারে 'গোপাল'-মার্কা ছেলে। ও রকম ছেলে নাকি হয় না। স্বর্গ থেকে হঠাৎ বিধাতার হাত ফস্কে মাটীতে এসে পড়েছে ও—পিসীমার অনেকটা ঐ রকমই ধারণা।"

আদিত্য বল্‌লে—"আচ্ছা, আজ সন্ধ্যাবেলা তুই একবার তোর পিসীমাকে বলিস ত ওর কথা। তাতে যদি কিছু না হয় তা হ'লে আমি তোকে কথা দিচ্ছি যে আমি যাওয়ার আগে সব ঠিক করে দিয়ে যাব।"

রুণুর মুখটা আনন্দে ভরে উঠল। ও জানে যে আদিদার মাথায় ফন্দীর অভাব নেই—ও যদি কথা দেয় তা হ'লে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু কর্‌বে যাতে অত বড় ধুরন্ধর, শয়তান ছেলেও জব্দ হয়ে যাবে।

ও বল্‌লে—"বেশ, আজ সন্ধ্যাবেলা যখন সকলে বসবেন ড্রইং রুমে তখনই বল্‌ব।"

রুণু যা বলেছিল তাই হ'ল। আদিত্য আসার জন্য সেদিন সবাই এসে জড় হয়েছে ড্রইং-রুমে। রুণুর বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে; তা ছাড়া রুণুর পিসীমা এবং তাঁর গোপাল পুত্র শিবদাস। শিবদাস এর মধ্যে স্নানটি সেরে রুণুর সেণ্ট, স্নো, ক্রীমের সদ্গতি করে এসে বসেছেন একটা সোফায়।

রুণু হঠাৎ কি কথার মাঝে বল্‌ল তার পিসীমাকে লক্ষ্য করে—"পিসীমা, একটা কথা বল্‌ব আপনাকে। কিছু মনে কর্‌বেন না; না বল্‌লে আর চলে না।"

সকলে তাকালে রুণুর মুখের দিকে। পিসীমাও তাকালেন বেশ একটু চিন্তিতভাবেই।

রুণু বল্‌লে, "আপনারা এসে পর্য্যন্ত শিবদাস আমার স্নো, ক্রীম, পাউডার, হেয়ার ক্রীম, সেণ্ট মেখে মেখে আমাকে ফতুর করে দিল; একটু আধটু নয়—রোজ গাদা গাদা মাখবে—আমার অসাক্ষাতে। কিছু বল্‌লেই করবে বেমালুম অস্বীকার। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন এর—আমি আর ত পারি না।"

রুণুর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শিবু বল্‌লে—"না মা, সব মিথ্যে কথা। আমি রোজ আমার নিজের স্নো, ক্রীম, হেয়ার লোসান্, সেণ্ট মাখি আর রুণুদি মিথ্যে করে করে বলে যে আমি ওর স্নো, ক্রীম্, সেণ্ট্ সব মাখি।"—বল্‌তে বল্‌তে এর মধ্যেই ওর চোখে জল এসে গেছে।

এদিকে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। শিবুর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শিবুর মা, অর্থাৎ রুণুর পিসীমা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজের কপাল লাগলেন চাপড়াতে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বল্‌তে লাগলেন—"ওরে বাবা শিবু, আজ তোর বাবা নেই বলেই তোর আজ এই অপমান ! এখন তোকে শেয়াল-কুকুরের লাথিও সহ্য কর্‌তে হবে রে !"

"বিজন, তুই আজ বড় লোক হয়েছিস বলে তোর ঐ মেয়ে আজ কর্‌লে আমাকে, আমার ছেলেকে এত বড় অপমান ! কেন, আমরা গরীব বলে কি সোনো, কীরিম্ কিন্‌তে পারি নে দু একটা ? শিবু আমার সে ছেলেই নয়। মরে গেলেও ও কারো জিনিষে হাত দেয় না। যদি দেয়ই নেহাৎ তা হ'লে মিথ্যা কথা ও বল্‌বে না কক্ষণো। ওর জিভ টেনে বার করলেও ওকে দিয়ে মিথ্যে বলাতে পারবে না কেউ। সেই শিবুর আজ চোর, মিথ্যেবাদী সব দুর্নামই সহ্য করতে হ'ল ! ওগো, তুমি কোথায় গো, স্বর্গে থেকে দেখ যে তোমার অত আদরের শিবুর আজ কি অবস্থা—"

শিবু তখন ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদছে নিজে—আর ন্যাকা ন্যাকা ভাবে তার মা'র পিঠে হাত দিয়ে বল্‌ছে—"চুপ কর মা, চুপ কর।"

সকলে হতভম্ব। এই কেলেঙ্কারী ব্যাপারে রুণুর মা ভয়ানক চটে উঠেছেন ওদের উপর। রুণুর বাবা অতি ভাল মানুষ লোক—তিনি কি করবেন ঠিক পাচ্ছেন না।

রুণু বল্‌লে—"দেখ্‌লে ত আদিদা, ব্যাপারটা ?"

আদিত্য এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল সব কিছু। ও শুধু আস্তে আস্তে বল্‌লে,—"আচ্ছা, অল্ রাইট্, কাল ঠিক হ'বে সব।" বল্‌তে বল্‌তে ও আর রুণু বাইরে চলে এল ড্রইং রুম থেকে।

বাইরে এসে আদিত্য বল্‌লে—"একটা কথা, তুই কি মনে করিস্—ও কালও মাখবে ?"

রুণু বল্‌লে—"নিশ্চয়ই, কাল ও আরও দ্বিগুণ ভাবে মাখ্‌বে—কারণ ও জানে আজকের এই কেলেঙ্কারীর পর আমি নিশ্চয়ই আর এ কথা কখনও তুলব না। ও কি কম শয়তান !"

আদিত্য বল্‌লে—"ঠিক হবে তা হ'লে। দু একটা জিনিষ আমার দরকার—আচ্ছা, তোদের বাড়ীতে 'ফিউজ্‌ড্‌ বাল্‌ব্‌' একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে?"

রুণু বল্‌লে—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই ত কালই মার ঘরের বাল্‌ব্‌টা গেল পুড়ে—মা কতক্ষণ অন্ধকারে রইলেন বসে। মার ঘরে আলমারীর উপরেই ত সেটা রয়েছে দেখলাম একটু আগে।"

আদিত্য বল্‌লে—"বেশ বেশ, তা হ'লেই হবে। আর দেখ্‌—পারিস ত কাল তোর দু একটি কলেজের বন্ধুকে আস্‌তে বলিস সন্ধ্যাবেলা।"

রুণু বল্‌লে—"বেশ ত আমাদের পাশের বাড়ীতেই আমার দুটী ক্লাশের মেয়ে থাকে—ওদের আস্‌তে বল্‌ব কাল—ওরা ত প্রায়ই আসে!"

আদিত্য বল্‌লে—"আর বিমল বা সুকোমলের দু একজন বন্ধু—"

রুণু বল্‌লে—"আরে, আমার ঐ বন্ধু দুটির দুটি ভাই আছে—তারা ত পড়ে বিমলের সঙ্গে আর সুকোমলের সঙ্গে—আশুতোষ কলেজে। ওদের বল্‌লেই হবে—"

আদিত্য বল্‌লে—"বেশ, আমি চাই যে বাইরের দু একজন ছেলেমেয়েও থাকে তো'দের কয় ভাইবোনের সঙ্গে।"

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। রুণুর দুটি বন্ধু এসেছে, একটু আগে তাদের ভাই দুটিও এসেছে। তারা সকলে আর রুণুর ভাইবোনেরা বসেছে আদিত্যকে ঘিরে—সকলেই শুনছে উদ্‌গ্রীব হয়ে আদিত্যর গল্প। রুণুর মা বাবাও এখনই আসবেন। পিসীমাকেও আদিত্য আসবার জন্য বলে এসেছে। শিবদাস একটু আগে স্নান শেষ করে তার ঘরে গেছে ড্রেস্‌ করতে। রুণু এতক্ষণ পরে এই মাত্র—সন্ধ্যা হয়ে গেল তবে, গেল স্নান করতে—আদিত্যর কথা মত। রুণু আর শিবু এলেই চা খাওয়া হবে, আর তারপর হবে রুণুর বন্ধুদের গান—ওরা নাকি চমৎকার গায়। আদিত্য আসর জমিয়ে তুলেছে বটে—চোখ কিন্তু তার রয়েছে রুণুর ঘরের দিকে পড়ে।

আদিত্য দেখ্‌লে যে রুণু স্নানের ঘরে যাওয়ার একটু পরেই শিবু সকলের অসাক্ষাতে ও পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল রুণুর ঘরে। ঢোকার পর আলোর সুইচ্‌ টেপার শব্দ হ'ল। আলোটা বোধ হয় জ্বল্‌ল না। যাই হোক, একটু পরেই শিবদাস—চমৎকার কাপড়-জামা-পরা শিবদাস এসে বসল আদিত্যর কাছাকাছি একটা সোফায়। ও বস্‌তে প্রথমটায় কেউ তাকায় নি—কিন্তু সকলের নাকেই একটা বিশ্রী গন্ধ এসে লাগ্‌তেই সকলেই নাকে কাপড় দিয়ে মুখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে যা দেখল তাতে রুণুর সব ভাইবোনেরা, আর বিমল, সুকোমলের বন্ধু দুটি হেসে গড়িয়ে পড়ল। রুণুর বন্ধুরা মুখে কাপড় দিয়ে দারুণ হাস্‌ছে। রুণুর বাবা, মা আর পিসীমা সেই সময় ঘরে ঢুকছিলেন; ওদের হাসির শব্দে তাঁরাও মুখ তুলে তাকালেন। মুখ তুলে তাকিয়েই রুণুর বাবা ও মা দু'জনেই অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। কেবল রুণুর পিসীমা রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে

কি করবেন ভেবে পেলেন না। রুণু হাসির শব্দে 'বাথ-রুম' থেকে এসেছে ছুটে—সেও ব্যাপার দেখে দারুণ হাস্‌তে আরম্ভ করল।

শিবদাস এতক্ষণ কিছুই বুঝ্‌তে পারছিল না। একটা বদ্‌ গন্ধ তার নাকেও লাগ্‌ছিল। কোনও কিছুই ত সে ভেবে পেল না যাতে সবাই হাস্‌তে পারে এত। কি করে সে! —হয়ত না হাস্‌লে ঐ সব কলেজের ছেলেমেয়েরা তাকে একটা আস্ত ইডিয়ট্‌ ভাব্‌বে। তাই কিছু না বুঝেও খানিকটা পরে সেও উঠ্‌ল বোকার মত হো-হো করে হেসে।

তার এই হাসিতে ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল

শিবদাস হাসি থামিয়ে কি রকম পাগলের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সামনের আয়নাটার দিকে। এ কি, তার চেহারা কি হয়েছে! গাল দুটো তার কালিতে ভর্ত্তি, সমস্ত মাথাটায় হলদে রকমের কি একটা রং, চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর সমস্ত গায়—মানে সমস্ত জামায় গোবর-জলের না কিসের ছিটে! হাতের তলা দুটো হলদে আর কালো রংএ মাখা-মাখি! এতক্ষণে ওর খেয়াল হ'ল ঐ বদ্‌ গন্ধটাও ওরই গায়ের থেকে বার হচ্ছে! ওর চোখ দিয়ে ঝর্‌ ঝর করে জল পড়তে লাগ্‌ল। এবার ওকে দেখে রুণুর অত রাগ তাও তখনকার মত জল হ'য়ে গেল—মনে হ'ল—আহা, বেচারা!

যাই হোক, তার পর দিনই পিসীমা শিবদাসকে নিয়ে গেলেন চলে—একটি কথাও কারো শুন্‌লেন না, একটি কথাও কারো সঙ্গে বল্‌লেন না।

ওরা চলে গেলে রুণু জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আদিদা, কি করে কর্‌লে ও সব?"

আদিত্য বল্‌লে—"আমার এখনই যেতে হ'বে একবার মার্কেটে। সংক্ষেপে বলি, শোন্—তোর কাছ থেকে ফিউজ্‌ড্ বাল্‌ব্ চেয়ে নিয়ে তোর ঘরের ভাল বাল্‌ব্‌টার জায়গায় দিলাম লাগিয়ে। কাজেই সন্ধ্যার সময় শিবদাস বাবু যখন আলো জ্বালবার জন্য 'সুইচ'টা টিপ্‌লেন, আলো জ্বলল না কিছুতেই। কাজেই ঘর অন্ধকার—সামান্য যা একটু আলো আসছিল পাশের বারান্দা থেকে জানালা দিয়ে। অতএব বাধ্য হয়ে এক রকম অন্ধকারেই শিবদাসকে সারতে হ'ল তাঁর প্রসাধন তাড়াতাড়ি করে। এদিকে আদিত্য রায় রুণু দেবীর 'স্নো'র শিশিটার মধ্যে স্নোর সঙ্গে বেশ খানিক ঘন কালি মিশিয়ে রেখেছে। হেয়ার-ক্রীমের শিশিটার মধ্যে ক্রীমের জায়গায় খানিকটা হল্‌দে পেণ্ট যা সে রংএর দোকান থেকে এনেছিল কিনে আজ সকালে—তাই রেখেছিল ভর্ত্তি করে, আর সেণ্টের শিশিটাতে সেণ্টের বদলে ছিল খানিকটা পচা গোবর-জল—রুণু দেবীদের গোয়ালের পিছন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল সে পচা গোবর অতি কষ্টে। তারপর শিবদাস বাবু—"

রুণু হো হো করে উঠ্‌ল হেসে। বল্‌লে—"আদিদা, আজই তুমি চলে যাচ্ছ—আজ আর সময় হবে না। এবার যখন আসবে তখন নিজে হাতে রেঁধে তোমাকে খাওয়াব—বিশেষতঃ ফাউল কাট্‌লেট, যা তোমার পরম প্রিয়।"

আদিত্য হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বল্‌লে—"মনে রাখিস্ কিন্তু, ভুলিস্ না যেন—"

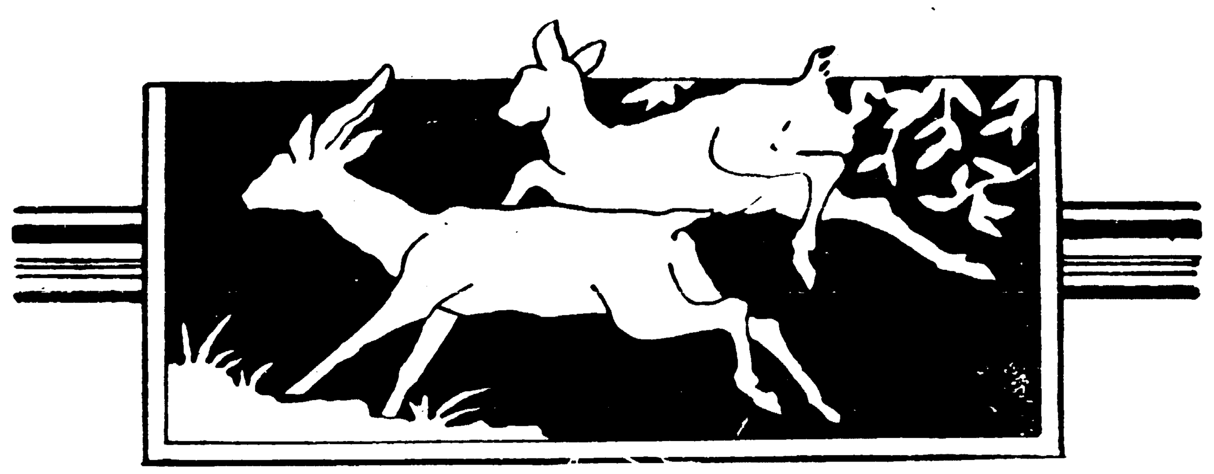

পাহাড়ী

(শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়)

কিসের স্বপন দেখিছ শীতের স্তব্ধাকাশে,
দাঁড়িয়ে একাকী শিহরণে-কাঁপা এই বাতাসে ?
তোমার নীচের মহুয়া-বনের
শাল-বনে আঁকা সবুজ পাড় ;
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

কোন্ সে যুগের অতীত হইতে এ নীরবতা,
এমনি তোমার গভীর সে কোন্ হৃদয়-কথা,—
দিতেছ পাঠায়ে ওই সুদূরের
ঘননীলে ঘেরা আকাশ-পার !
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

হোথায় তুমি যে রয়েছ মিশিয়ে নীল রেখায়—
ছোট ছেলে আমি দেখি বসে বসে, দেখি তোমায়।
মাঝখানে ওই পথের ধারের
রুন্‌কী নদীটি, মাঠ উদার,
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

বিজন গহনে সাহসী জোয়ান পাহাড়ী ছেলে,
তীর-ধনু হাতে খুঁজ্‌ছে কোথায় শিকার মেলে ;
খোদাই নিকষ যেন পাথরের,
ছবিটির মত শরীর তার ;
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

পাহাড়ী মেয়েরা নেচে নেচে চলে ঝর্ণা যেন,
নীল জবা চুলে, শুধু শুধু ওরা হাস্‌ছে কেন ?
কাঠ কাটে বুঝি সারাদিন ওরা
ঘুরে ঘুরে সারা বনবাদাড় ?
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

নাম্‌বে এবার নিবিড় আঁধার আব্‌ছায়াতে,
ঢাক্‌বে নদী ও বন-প্রান্তর কোন্ মায়াতে !
সূর্য্য ডুবেছে বেলা নেই আর,
ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে এবার ;
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

সন্ধ্যা ঘনালো, দূর গ্রামে গ্রামে জ্বল্‌লো আলো ;
এই শীতে একা এখানে তোমার লাগ্‌বে ভালো ?
শুন্‌বে কি তুমি বিদায়ের গান,
কান্নাঝরার ঝরাপাতার ?
নীল পাহাড়, নীল পাহাড় !

"সব চেয়ে করুণ—"

(শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী)

একটা গল্প শোন।

তোমরা নিশ্চয়ই জান নিউইয়র্কএ 'ছোট্ট ছোট্ট' ২৪।২৫ তলা বাড়ী বিস্তর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমনি একটা চব্বিশ তলা বাড়ীতে ছিল একটা নাম-জাদা হোটেল। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোক এলে আগে ওই হোটেলেরই খোঁজ

করতেন—এমনি সুনাম ছিল এই হোটেলটার। এখন, হোটেলটার চব্বিশ তলায় মাত্র একখানি ঘর, আর সেই ঘরে এসে উঠলেন একদিন তিনজন ভ্রমণকারী। তিনজনেই বিলেতের লোক। বেশ সুখেই আছেন তাঁরা, কিন্তু একদিন ঘটল একটু মুস্কিল। তিন ভদ্রলোক একদিন বেড়িয়ে ফিরতেই হোটেলের ম্যানেজার মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লেন, "দেখুন, আজ আর আপনাদের উপরে থাকা হ'ল না।"

"কেন ? কেন ?? কেন ???" তিনজনেই সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠলেন।

ম্যানেজার বল্‌লেন, "আজ উপরে যাবার 'লিফ্‌ট্'টা একেবারে বিকল হয়ে গেছে কিনা তাই বলছিলাম। কালকেই অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। তা আজকে আপনাদের শোবার বন্দোবস্ত নীচেই করে দি—একটু কষ্ট হবে যদিও—"

তিনজনের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন, "আচ্ছা, হেঁটে মেরে দিলে কেমন হয় ? দিব্যি গল্পে গল্পে সিঁড়ি ভাঙ্গা যাবে। তা' না কি হাঙ্গামা······"

আর দু'জনেও সায় দিলেন : "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভাল, আবার এক টানা হেঁচড়ার কি দরকার ?"

কিন্তু চব্বিশ তলা সিঁড়ি ভাঙ্গা ত' মুখের কথা নয় ! দস্তুরমত কড়া জান চাই। একজন বল্‌লেন, "এস হে, এক কাজ করা যাক্। প্রথম আট তলা যেতে যেতে একজন একটা হাসির গল্প বলুক, দ্বিতীয় আট তলা একজন ভূতের গল্প বলবে, আর শেষ আট তলা একজনকে একটা করুণ গল্প বলতে হবে। তা' হলেই বেশ গল্পে গল্পে পৌঁছে যাব। অত কষ্টও হবে না। কি বল ?"

'বেশ, বেশ'। আর দু'জন রাজী হলেন। সেই প্রথম আট তলা একজন একটা ভারী হাসির গল্প বল্‌লেন। কবে তাঁরা ছাত্র-জীবনে কলেজের কা'কে 'এপ্রিল ফুল' করেছিলেন, তার পর লজ্জায় তিনি আর দু'দিন কলেজেই আসেন নি···ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর দু'জন হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। যাক্, আট তলা পার হওয়া গেল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করলেন একটা ভূতের গল্প। কোথায় তিনি চকোলেট কিনে দাম দিতে গিয়ে দেখেন দোকানী নেই, শুধু একটা সাদা

হাড়ওয়ালা হাত শূন্যে ভাসছে। পরে শুনলেন দোকানে একটা রহস্যময় খুন হয়েছিল। গল্প শুনতে শুনতে ভয়ে তাঁর বন্ধুদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তিনি গল্প বলতে অনেকটা সময় নিয়েছিলেন, তাই তাঁর গল্প শেষ হ'লে দেখা গেল তাঁরা প্রায় এসে পড়েছেন, আর মাত্র দু'টো তলা বাকী।

এইবার করুণ গল্প আরম্ভ হবে। যিনি গল্প বলবেন, তিনি কিন্তু আর আরম্ভই করতে চান না, খালি ফোঁস্ ফোঁস্ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন।

"কই হে, আরম্ভ কর"—আর দু'জন তাড়া দিলেন, "দেরী কেন?"

"আমার গল্প কিন্তু বড়ই দুঃখের গল্প"—আর একজন জবাব দিলেন, "তোমরা মনে বড্ড কষ্ট পাবে।"

—"তা হোক্, তা হোক্, তবুও আমরা শুনব।"

—"তবে শোন। এটা কিন্তু ঠিক গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ওঃ, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে···"

আর একতলাও বাকী নেই। আর দু'জন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, "তা হোক্, সত্যি ঘটনাই আমরা শুনব।"

—"শুনবেই? তবে শোন।" তৃতীয় ভদ্রলোকের গলাটা কেঁপে উঠ্‌ল, চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন, "আমাদের শোবার ঘরের চাবিটা একতলায় দ্বারোয়ানের কাছে ফেলে এসেছি।" *

রাবণ রাজার দেশ

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্‌-সি)

আমার একটি বন্ধুর বাড়ী লঙ্কা-দ্বীপে। বন্ধুটি কিন্তু তাই ব'লে রাক্ষস নন্—পুরো-দস্তুর মানুষ, এবং শুধু মানুষ বল্‌লেও ঠিক বলা হবে না—একেবারে পাক্কা-দুরন্ত 'সাহেব'।

* একটি ইংরেজী গল্পের ছায়া নিয়ে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। নতুন কোন প্রফেসার এলে প্রথম দিনই 'রোল্ কলে'র সময় তাঁকে বেশ একটু থমকে যেতে হ'ত। কারণ এই বন্ধুবরের রোল নম্বর ছিল সকলের আগে এবং নামটা ছিল সকলের বড়। ঐ নামের মধ্যে তাঁর নিজের নাম, বাপের নাম, বংশের নাম, এমন কি যেখানে তাঁর বাড়ী সে জায়গাটার নাম পর্য্যন্ত ঢোকান ছিল।

সিংহলের সৌন্দর্য্য—কান্দীর হ্রদের দৃশ্য

ব্যাপারটা শুনতে কি রকম একজন বাঙ্গালীর নাম দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, আমাদের দিলীপকে। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলত, "শ্রীদিলীপকুমার-বিরাজকুমার-জলপাইগুড়ি-বন্দ্যোপাধ্যায়" তা' হ'লে যে রকম শোনাত এও সেই রকম আর কি! তা নাম যাই হোক্, আমাদের 'লঙ্কাগত' বন্ধুটির স্বভাবটা ছিল বড় দিল্‌দরিয়া—কাজেই তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত। ভাল লাগার আর একটা কারণ ছিল—তার মধ্যে একটা বাঙ্গালী-বাঙ্গালী ভাব; কথাবার্ত্তায়, নামে, চালচলনে—যা তার চেয়ে অনেক নিকটতর প্রতিবেশী উৎকল বা মদ্রদেশবাসী বন্ধুদের মধ্যে কখনও দেখতে পাই নি।

এর কোন কারণ তোমরা অনুমান করতে পার কি? পারলে না? আচ্ছা, বল্‌ছি শোন।

তোমরা কবি দ্বিজু রায়ের সেই বিখ্যাত গানটি নিশ্চয়ই জান—"একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"? কবি যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাও তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নেই? প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিজয়সিংহ নামে বাংলার একজন বীর সন্তান সঙ্গে কয়েক শ' মাত্র অনুচর নিয়ে জাহাজে

চেপে লঙ্কা-দ্বীপে হাজির হয়েছিলেন, তার পর সেখানকার লোকদের যুদ্ধে হারিয়ে সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। বিজয়সিংহ এবং তাঁর সঙ্গীরা তারপর আর দেশে ফেরেন নি, সেখানেই বিয়ে-থাওয়া করে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই বংশধরেরা ক্রমে সে দেশের অধিবাসী বলে পরিচিত হয়। অর্থাৎ দেশটা বাঙ্গালীদেরই একটা উপনিবেশ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বলেন, বিজয়সিংহের নাম থেকেই ওখানকার নাম হয় সিংহল।

এখন বুঝতে পারছ সিংহলীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের এত মিল কেন? ঐ ঘটনার পর যদিও বহু শত বছর কেটে গেছে এবং যদিও এখনকার বাঙ্গালী ও তখনকার বাঙ্গালীর মধ্যে "আসমান জমিন" প্রভেদ এসে দাঁড়িয়েছে তবুও আসল কাঠামোটা বোধ হয় সম্পূর্ণ বদ্‌লাতে পারে নি। সিংহলীদের চাল-চলনের মধ্যে একটু-আধটু বাঙ্গালী-বাঙ্গালী ভাব এখনও খুঁজে পাওয়া যায় এবং সিংহলীদের ভাষায়, যদিও তার জন্ম পালি ভাষা থেকে, অসংখ্য বাংলা শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাচীন সিংহলী ভাষার প্রায় অর্দ্ধেক কথাই নাকি বাংলা!

কাজেই এ হেন সিংহল দেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে হয়তো তোমাদের নেহাৎ মন্দ লাগবে না।

সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষের অতি নিকট প্রতিবেশী। মাঝখানে শুধু এক টুক্‌রো সমুদ্র—ভূগোলে যাকে বলা হয় পক্‌-প্রণালী ও মান্নার উপসাগর। তার মধ্যেও আবার মাইল সাতেককে ঠিক সমুদ্র বলা যায় না, কতকগুলি ডুবো-পাহাড় (প্রবালের তৈরী) এই সাত মাইল সমুদ্র যুড়ে রেখেছে। ইংরেজীতে এর নাম 'য়্যাডাম্‌স্ ব্রীজ', আমরা বলি সেতুবন্ধ—অর্থাৎ পুরাণের মতে এগুলি রামচন্দ্রের তৈরী সেতুর ধ্বংসাবশেষ। হনূমানজী তো এটুকু সমুদ্র এক লাফেই পার হয়ে গিয়েছিলেন ত্রেতাযুগে। এখনকার লোকেরা কেউ হনূমানজীর মত কাজের লোক নয়, তাই তাদের আজকাল এটুকু কষ্ট ক'রে জাহাজে চড়েই পার হতে হয়, তবে তা'তেও কয়েক ঘণ্টার বেশী লাগে না।

কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মনে করেন, এক সময়ে সিংহল আর ভারতবর্ষের

মধ্যে এটুকু ব্যবধানও ছিল না। তখন সিংহল ভারতবর্ষের সঙ্গে যোড়া ছিল, পরে মাঝখানে সমুদ্রের জল ঢুকে তাকে আলাদা করে ফেলেছে।

সিংহল কিন্তু অনেক দিনের দেশ। বাল্মীকীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনেক মাল-মসল্লাই এই ছোট্ট জায়গাটি যুগিয়েছে। কিন্তু সেই পৌরাণিক যুগেও, অধিবাসীদের মানুষখেকো রাক্ষস বলে অপবাদ দিয়েও, কবিগুরু কিন্তু এখানকার সমৃদ্ধির কথা অস্বীকার করতে পারেন নি, রাবণ রাজার বিক্রম এবং তাঁর "স্বর্ণ-পুরী" লঙ্কার গুণগানে পঞ্চমুখ হয়েছেন। (অবশ্য সিংহল আর লঙ্কা ঠিক এক জায়গা কিনা কোন কোন পণ্ডিত এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করতে ছাড়েন নি।)

সিংহলের সম্পদ্—রবার গাছ

এখনকার সিংহলে অবশ্য মানুষ-খেকো রাক্ষসের বালাই নেই—আর 'সোনার পুরী' না হ'লেও সিংহল এখনও খুব সমৃদ্ধিশালী দেশ। সিংহলের মুক্তা-ব্যবসা, চা, কোকো, কফি, রবার, তামাক, চাল এবং বিশেষ ক'রে নারকেল প্রভৃতির ব্যবসা নিয়ে সিংহল আজও পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে আছে।

সিংহলের প্রাকৃতিক দৃশ্যও নাকি খুব সুন্দর। নীল সমুদ্র পার হয়ে নাবিকেরা প্রথম যখন সিংহলের উপকূলে এসে দাঁড়ায় তখন দূর থেকে মেঘের মত 'য়্যাডাম্‌স্-পিক্' পাহাড়-চূড়া তাদের অভিনন্দন জানায়। তার পর সমুদ্রের ধারে ধারে অজস্র নারিকেলকুঞ্জ আনে আর এক ছবি। কবি রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই রকম কোন এক দ্বীপ দেখেই লিখেছিলেন—

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগ-নদী,
সোনার রেণু আন্‌ব ভরি' সেথায় নামি যদি।"

সিংহলের অনেক জায়গা এখনও পাহাড় এবং গভীর অরণ্যে ভরা। এই সব জঙ্গলে দল বেঁধে বুনো হাতীর পাল ঘুরে বেড়ায়। বুনো মহিষ, হরিণ, বানর, চিতা, নানা জাতের পাখী, কুমীর, গিরগিটি, সাপ, প্যাঙ্গোলিন—এ সবেরও অভাব নেই। তবে জঙ্গল ক্রমেই কমে আসছে।

কোকো-গাছ

সিংহলের সম্পদ্ কিন্তু বাড়িয়েছে একটা ছোট্ট প্রাণী। এরা জঙ্গলে থাকে না, থাকে সমুদ্রের মধ্যে। কিসের কথা বল্‌ছি বুঝতে পেরেছ বোধ হয়? বলছি মুক্তা-কীটের কথা। তোমরা বোধ হয় জান, মুক্তা পাওয়া যায় ঝিণুক জাতীয় এক রকম সামুদ্রিক প্রাণীর খোলার মধ্যে। সিংহলের কাছে সমুদ্রে এই ঝিণুক অজস্র ঘুরে বেড়ায়। ডুবুরিরা জলের তলায় নেমে এই সব ঝিণুক (তাদের বলা হয় শুক্তি) সংগ্রহ করে আনে। তার পর তার খোলা ভেঙ্গে মুক্তা বার করা হয়। সব ঝিণুকের মধ্যেই মুক্তা থাকে না—বরঞ্চ খুব অল্পসংখ্যক ঝিণুকের মধ্যেই পাওয়া যায় কিন্তু তাইতেই মজুরী পুষিয়ে যায়। কোন কোন শুক্তির মধ্যে এমন

সব মুক্তা মেলে যা বাজারে শত শত টাকায়ও পাওয়া যায় না। সিংহলের বহু লোক এই মুক্তার ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে।

কিন্তু মুক্তার ব্যবসাই সিংহলের আসল সম্পদ্ মনে ক'র না। সিংহলের কৃষিসম্পদ্ তার চেয়েও বেশী। চাল আর নারকেলের চাষ ও ব্যবসায়ে সিংহলীরা বহুদিন থেকে হাত পাকিয়ে আসছে—এবং এ দু'টিই সেখানকার প্রধান 'দেশী ব্যবসা'। ইয়োরোপীয়েরা আসবার পর কফি, চা, কোকো, সিঙ্কোনা (যা থেকে কুইনিন পাওয়া যায়) এবং রবারের চাষ সুরু হয়েছে। প্রথম প্রথম 'কফি'র দিকে খুব ঝোঁক দেওয়া হ'ত, আজকাল বোধ হয় চা আর রবারের চাষই বেশী হয়। এই সবের ব্যবসা ক'রে সিংহলে বহু কোম্পানী 'লাল' হয়ে গেছে।

চা বাগান

এখানকার আবহাওয়া একটু—যাকে বলে গরম এবং স্যাঁৎসেঁতে। বৃষ্টি প্রায় বছরের সব সময়েই হয়। তবে পাহাড়ে অঞ্চলগুলো বেশ স্বাস্থ্যকর। এখানকার পাহাড়ের মধ্যে সব চেয়ে যেটা উঁচু সেটার নাম পিদুরু-তালাগলা—৮২৯৬ ফুট। 'য়্যাডাম্‌স্ পিক্' এর উচ্চতা হ'চ্ছে ৭৩৫২ ফুট। ঐ রকম উঁচু পাহাড় আরও কয়েকটা আছে। নদীর মধ্যে মহাবলী গঙ্গাই সব চেয়ে বড়—২০৬ মাইল্। সমুদ্রের দিকে অজস্র খাল কেটেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করা হয়েছে।

সিংহলের রাজধানী কলম্বো। শোনা যায় এ নাম পর্ত্তুগীজদের দেওয়া—ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের নাম থেকে। কলম্বোর লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৮৪ হাজারের

কিছু বেশী। সমস্ত সিংহলের লোকসংখ্যা ৫৩ লক্ষ। তার মধ্যে বৌদ্ধই বেশী—সাড়ে সাতাশ লক্ষের ওপর। হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষের কিছু কম; তা ছাড়া খৃষ্টান সাড়ে চার লক্ষ এবং মুসলমানও ৩ লক্ষ আছে। সমস্ত দেশের তিন ভাগের দু'ভাগ লোকই কথা বলে সিংহলী ভাষায়। তামিল ভাষায়ও প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক কথা বলে। তা ছাড়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আরও কয়েকটি ভাষার চলতি আছে।

সিংহলের আর একটি সম্পদ—নারকেল

কলম্বো বেশ আধুনিক কেতা-দুরস্ত সহর। এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, তবে ছাত্র খুব বেশী নয়—কয়েক শ' মাত্র। সমস্ত সিংহলে প্রতি বছর গড়ে হাজার পঞ্চাশেক ছাত্র স্কুলে যায়—তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাও ১০।১২ হাজার।

সিংহলে কান্দী, জাফনা, অনুরাধপুর প্রভৃতি আরও কতকগুলো নাম-করা সহর আছে। কান্দী পাহাড়ে জায়গা। এক সময় এটাই সিংহলের রাজধানী ছিল। জায়গাটা বৌদ্ধদের একটা বড় তীর্থ। এখানেই বুদ্ধদেবের বিখ্যাত দন্ত-মন্দির। প্রবাদ, এই মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের একটা দাঁত আছে,—যদিও পর্ত্তুগীজরা বলে, শ' চারেক বছর আগে তারা সে দাঁত কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে, এখন যেটা আছে সেটা নকল দাঁত। বৌদ্ধেরা অবশ্য বলে ঠিক উল্টো—নকল দাঁতই পোড়ান হয়েছে, আসলটা এখনও যথাস্থানে আছে—অর্থাৎ পর্ত্তুগীজরা বড় ঠকাটাই ঠকে গেছে।

অনুরাধপুর সিংহলের প্রাচীন রাজধানী। সহরটা অনেক দিন জঙ্গলের মধ্যে মাটীর তলায় চাপা পড়ে ছিল—১৮৪৫ সনে প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় খুঁড়ে বার করা

হয়েছে। এখানে বৌদ্ধ আমলের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ডাগোবা (ইটের তৈরী কতকটা পিরামিড ধরণের স্তূপ—যার মধ্যে বুদ্ধ বা বড় বড় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্মরণ-চিহ্ন রেখে দেওয়া হ'ত), স্তূপ, বিহার, ভাঙ্গা রাজবাড়ী ও অন্যান্য অট্টালিকার ভাঙ্গা অংশ অনুরাধপুরকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খুব প্রিয় জায়গা করে তুলেছে। এখানে একটি বোধি গাছ আছে—সেটার বয়স নাকি ২২০০ বছর! গৌতম যে গাছের নীচে বসে বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই গাছের একটা ডাল থেকে এই গাছ হয়েছে। সম্রাট্ অশোকের ছেলে মহেন্দ্র এ গাছ এখানে পুঁতেছিলেন।

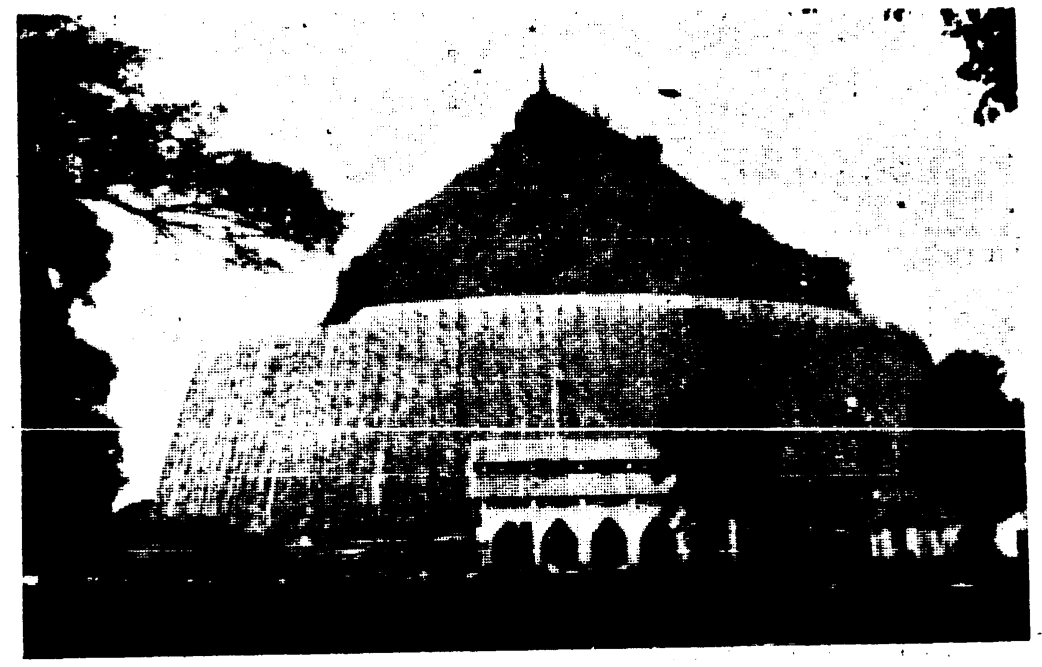

অনুরাধপুরের একটি প্রাচীন "ডাগোবা"

সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পালি ভাষায় লেখা সিংহলের ইতিহাস 'মহাবংশ' থেকে তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোক এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের জন্য তাঁর ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরাই বোধিদ্রুমের ডাল এনে এখানে পুঁতেছিলেন। বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে অনেক প্রতাপশালী রাজা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। পরাক্রমবাহু নামে একজন রাজা ছিলেন (১২শ শতাব্দী—রাবণ রাজার মত তাঁর রাজত্বের সময়কেও লোকে বলত 'লঙ্কার সোনার যুগ'। ইনি বহু মঠ, মন্দির, স্তূপ, খাল, দীঘি ইত্যাদি তৈরী করে গেছেন। শোনা যায় তাঁর রাজপ্রাসাদটাও ছিল বিরাট্, তাতে সবশুদ্ধ ছিল ৪০০০টা ঘর। পরাক্রমবাহু অনেক দেশ জয় করেছিলেন, এমন কি ব্রহ্মদেশও আক্রমণ করেছিলেন। লীলাবতী নামে আর একজন বিদুষী রাণীও সিংহলকে অনেক সমৃদ্ধ করে গেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে একবার কি নিয়ে চীনাদের সঙ্গে সিংহল-রাজের গোলমাল হ'ল, চীনারা সিংহল আক্রমণ করল, তার পর যুদ্ধে জিতে সিংহলের কর্ত্তা হয়ে বস্‌ল; তবে বছর ত্রিশের বেশী তাদের সে প্রভুত্ব স্থায়ী হতে পারে নি। কিন্তু গোলমাল বাধল ১৫০৫ সনের পর থেকে। এই সময় পর্ত্তুগীজরা বাণিজ্যের নাম করে সিংহলে এসে একটু জায়গা চেয়ে নিল। তখন সিংহল অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সেখানকার রাজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে সর্ব্বদাই মশ্‌গুল হয়ে থাকতেন। পর্ত্তুগীজরা এই ব্যাপারের সুযোগ নিতে ছাড়্‌ল না। দেখতে দেখতে তৈরী হ'ল তাদের সুদৃঢ় দুর্গ—লাগ্‌ল যুদ্ধ। তার পর সুশিক্ষিত পর্ত্তুগীজ সৈন্যের গোটা দেশটা দখল করে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না।

পর্ত্তুগীজ-শাসনে সিংহল অনেক দিন ছিল, কিন্তু লোকেরা খুসী ছিল না। পর্ত্তুগীজরা সিংহলীদের উপর ইচ্ছামত অত্যাচার চালাতে কসুর কর্‌ত না। তার পর এল ওলন্দাজের দল। সিংহলীরা ভাবল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে। তারা ওলন্দাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল। ওলন্দাজরা পর্ত্তুগীজদের যুদ্ধে হারাল, তাদের হাত থেকে রাজ্য উদ্ধারও কর্‌ল কিন্তু সিংহলীরা তার ভাগ পেল না—ওলন্দাজরাই হ'ল দেশের কর্ত্তা।

ওলন্দাজেরা অবশ্য নানা দিক্ দিয়ে সিংহলের উন্নতি করতে কসুর করে নি, কি করে রাজ্য সুশাসন করতে হয় তাও তারা জান্‌ত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারাও সিংহলকে ধরে রাখতে পারল না। এবার এল ইংরেজ। ইংরেজের সঙ্গে তাদের লাগল খিটিমিটি। ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিকে দুর্ব্বল ওলন্দাজ পরাক্রান্ত বৃটীশ শক্তির হাতে সিংহল দ্বীপ সঁপে দিতে বাধ্য হ'ল।

সেই থেকে ইংরেজরাই সিংহলের কর্ত্তা। ইংরেজরা প্রথমটা সিংহলকে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যেই যুড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে, ১৭৯৮ সন থেকে, সিংহলকে করা হ'য়েছে "ক্রাউন কোলোনি।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূত, রাক্ষস, দানব?

এমন ঝড়-বাদলের রাতে সুন্দরবাবু তাঁর বিছানায় কুঁকড়ে-সুকড়ে ঘুমোচ্ছিলেন ভারি আরামেই; হঠাৎ জরুরি ডাক শুনে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শয্যা ছেড়ে নীচে নেমে এলেন মহা খাপ্পা হ'য়ে।

থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টার মনোহরকে ইউনিফর্ম্ প'রে প্রস্তুত দেখে তিনি আরো গরম হয়ে গেলেন। মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "হুম্! এই একটা রাত আমাকে আর না ডাকলে কি চলত না? ভগবান্ কি তোমার মগজে একবিন্দু বুদ্ধি দান করেন নি? বলি, আর কত কাল আমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খাবে বাপু? এত রাতে এমন দুর্য্যোগে কী আবার জরুরি মাম্‌লা এল?"

—"আজ্ঞে, জয়ন্তবাবু ফোন্ করছিলেন, পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে গিয়ে তিনি আর মাণিকবাবু বন্দী হয়েছেন, আমরা এখনি সেপাই নিয়ে সেখানে না গেলে তাঁরা নাকি মারা পড়বেন!"

শুনেই বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কায় সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ ও বিরক্তি কোথায় ভেসে গেল, সচমকে বল্‌লেন, "য়্যাঁঃ, বল কি? হুম্, তাও কি হয়?… … … আর হবে নাইই বা কেন? ছোক্‌রারা যা গোঁয়ার, যেচে বিপদ্‌কে ডেকে নিয়ে আসে!"

—"স্যর, তা হ'লে আমরা কি করব? শুনেছি, আসামীরা দলে বেশ ভারি!"

—"এখন আর ভাববার সময় নেই, সেপাইদের শীগ্‌গির তৈরি হ'তে বল! হুম্, আমি চোখের নিমিষে পোষাক প'রে আসছি!"—সুন্দরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই টেলিফোন্-যন্ত্রে আবার ঘন ঘন সঙ্গীতের সৃষ্টি হ'ল।

—"আঃ, কে আবার 'রিং' করে?··· ···হ্যালো! হ্যাঁ, আমি সুন্দরবাবু। আপনি কে? হুম্, কি বল্‌লে? জয়ন্ত? কি আশ্চর্য্য! তুমি এখন কোথায়? নিজের বাড়ীতে? হুম্, আসামীরা তোমাদের রিভলভারের ভয়ে পালিয়ে গেছে? পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে আমাদের আর যেতে হবে না? হুম্, তোমরা কাল সকালে এসে সব কথা খুলে বলবে? বহুৎ-আচ্ছা, হুম্—হুম্! কি বলছ? আমি এত-বেশী হুম্ বলছি কেন? কেন, তা কি তুমি জানো না? হুম্!··· ··· ··· আচ্ছা, আজ আর আমরা যাব না। আচ্ছা—" সুন্দরবাবু 'রিসিভার'টা রেখে দিয়ে আবার খুব জোরে 'হুম্' ব'লে উঠলেন।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার মনোহর বল্‌লে, "তা হ'লে স্তর, আমাদের আর যেতে হবে না?"

—"হুম্! যেতে হবে না কি-রকম? আল্‌বৎ যেতে হবে, এখনি যেতে হবে, আরো তাড়াতাড়ি যেতে হবে!"

—"আজ্ঞে, ঐ যে শুনলুম, জয়ন্তবাবুরা বাড়ীতে ফিরেছেন, আসামীরা পালিয়েছে—"

—"ও-সব ধাপ্পা, ধাপ্পা! আমাকে এত হুম্ বলতে শুনে জয়ন্ত কখনো আশ্চর্য্য হয়? যে আমাকে চেনে, সেই-ই জানে—কেন আমি হুম্ বলি।··· ··· ওহে মনোহর, সেপাইদের সাজতে বল, আমরা এখনি পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাব! অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। বুঝছ না, ফোনে এতক্ষণ জয়ন্ত কথা কইছিল না! পাছে আমরা এখনি দল বেঁধে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আসামীদেরই কেউ জয়ন্তের নামে আমাদের সেখানে যেতে মানা করেছে! হুম্, পুলিসের কাজে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেল, আর আমাকেই ঠকাবার চেষ্টা? আমি কি গাড়ল? আমি কি মনোহর?"

মনোহর দুঃখিত স্বরে বল্‌লে, "আজ্ঞে স্তর, আপনার মতে কি গাড়ল বলতে আমাকেই বোঝায়?"

—"হুম্, তা নয়তো কি? তুমি হ'লে এখন ঠ'কে যেতে।"

—"আজ্ঞে—"

—"আবার 'আজ্ঞে' বলে! যাও, 'সুপিরিয়র অফিসারে'র সঙ্গে তর্ক কোরো না, নিজের কাজে যাও। আর সময় নেই—আমি পোষাক প'রে আসি।"

········· ········· ········· ········· ·········

কলকাতার নির্জ্জন পথে পথে পাগ্‌লা ঝোড়ো-বাতাস তখন গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুড়্‌-হুড়্‌-হুড়্‌-হুড়্‌ ক'রে জল ঢালতে ঢালতে। কালো মেঘ তখনো ঘন ঘন আগুন-দাঁত খিঁচিয়ে গঙ্গার বুক যেন চিরে ফালা-ফালা ক'রে দিয়েই হুঙ্কার ছাড়ছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে!

পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেন। আকাশের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে গেছে গলির অন্ধকার, কারণ পথের গ্যাসের আলোগুলো কারা নিবিয়ে দিয়েছে।

সুন্দরবাবু ত্রস্ত স্বরে বললেন, "হুম্, গতিক সুবিধের নয়, মনোহর!"

—"আজ্ঞে, কেন স্তর?"

—"গ্যাসের আলো নেবানো। আজ সন্ধ্যায় ঐ কায়দাতেই ওরা আমাকে ফাঁদে ফেলেছিল! অন্ধকারের ভেতর শত্রুরা লুকিয়ে আছে।"

—"বড়ই মুস্কিল, স্তর! তাড়াতাড়ি 'টর্চ্চ' আনা হয় নি।"

—"রিভলভার বার কর। সেপাইদের ল্যাঠি বাগিয়ে ধরতে বল। ঐ দেখ, পনেরো নম্বর বাড়ীর তেতালায় একটা ঘরে আলো জ্বলছে। কাদের সব ছায়াও দেখা যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে, আজ রাত্রে আমরা আসব না, জয়ন্ত আর মাণিককে খুন ক'রে ধীরে-সুস্থে ওরা সবাই স'রে পড়তে পারবে।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্তর! জয়ন্তবাবু ফোন্ করবার পরেই যখন আসামীরা ফোন্ করেছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা দু'জনেই শত্রুদের খপ্পরে পড়েছেন। আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।·········ঐ দেখুন স্তর! বাড়ীর নীচে, অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, কারা যেন ন'ড়ে-ন'ড়ে বেড়াচ্ছে!"

হঠাৎ তেতালার আলোও নিবে গেল—মনে হ'ল যেন বিশ্বব্যাপী অন্ধকার হাঁ ক'রে আলোটাকে গিলে ফেললে!

সুন্দরবাবু চীৎকার ক'রে বললেন, "ওরা টের পেয়েছে আমরা এসেছি। সবাই ছুটে বাড়ীর উপরে গিয়ে পড়। সদর দরজা যদি বন্ধ থাকে, লাথি মেরে ভেঙে ফেল। যাকে পাবে তাকেই গ্রেপ্তার কর। যে বাধা দেবে তাকেই আমরা গুলি ক'রে মেরে ফেলব, হুম্!"

তখন ঝড় বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে ঝম্-ঝম্ ক'রে। আঁধারের মধ্যে পথের উপর বেজে উঠল পাহারাওয়ালাদের ভারি ভারি জুতোর শব্দ। সুন্দরবাবু শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে আকাশের দিকে রিভলভার তুলে একবার আওয়াজ করলেন। তারপরেই তাঁর মনে হ'ল, শত্রুরা দস্তুরমত ভয় পেয়েছে। কারণ বাড়ীর নীচে যারা ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের আর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

সদর দরজা খোলা।

সুন্দরবাবু বললেন, "মনোহর, দু'জন সেপাইকে এখানে পাহারায় রেখে বাড়ীর ভিতরে দল বেঁধে ঢুকে পড়।"

বাড়ীর ভিতর ঢুকে সকলেরই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার সেখানে পুঞ্জীভূত।

সে-অন্ধকার এমন নিরেট, মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মানুষের দেহ যেন চুরমার হয়ে যায়! সেখানকার স্তব্ধতাও বিস্ময়কর।

মনোহর বললে, "আজ্ঞে স্যর, এখানে বোধ হয় জনপ্রাণী নেই। আসামীরা লম্বা দিয়েছে।"

—"লম্বা দিলেই হ'ল? এইমাত্র তেতালায় আলো জ্বলতে দেখেছি, এর-মধ্যে যাবে কোথায়? চল তেতালায়। জয়ন্ত তো ফোনে আমাদের তেতালায় যেতে বলেছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! কিন্তু তেতালায় যাব কোন্ দিক্ দিয়ে? অন্ধকারে তো কোন দিক্ই দেখা যাচ্ছে না!"

—"হুম্, মনোহর! অকাট্য প্রমাণ পেলুম, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। কোন্ আক্কেলে আলোর ব্যবস্থা করলে না, বল দেখি? বলি, সিগারেট-টিগারেট খাও তো, পকেটে দেশ্লাই-টেশ্লাই আছে তো?"

—"আজ্ঞে না, স্যর!"

—"কথায় কথায় অত আজ্ঞে-আজ্ঞে কোরো না, ভালো লাগে না। এ কী বিদ্‌ঘুটে ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা! সেই সঙ্গে মস্ত এক গাড়ল আমার ঘাড়ে চেপেছে—আমি এখন কাকে সাম্‌লাই?"

—"আজ্ঞে স্যর, অত ব্যস্ত হবেন না। একটু ভেবে দেখা যাক্। এই তো সদর দরজা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা একটা লম্বা পথ ব'লে বোধ হচ্ছে। পথের শেষে একটা উঠান থাকাই সম্ভব। উঠানের কোন এক দিকে নিশ্চয়ই তেতালার সিঁড়ি পাওয়া যাবে, কি বলেন স্যর?"

—"আমি কিছু বলি না, আমি খালি এগিয়ে যেতে চাই। যেদিকে হোক্ এগিয়ে চল। এই সেপাইরা, এগিয়ে চল।"

পাহারাওয়ালারা আবার জুতো বাজিয়ে এগিয়ে চলল।

তিন-চার সেকেণ্ড পরেই সুন্দরবাবু বললেন, "এই সেপাইরা, দাঁড়াও।"

তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—"আজ্ঞে, ওদের দাঁড়াতে বললেন কেন স্যর?"

—"হুম্, কাণ খাড়া ক'রে শোনো তো মনোহর, উপর থেকে কি-একটা দুম্-দুম্ শব্দ নীচের দিকে আস্‌ছে কি না?"

মনোহর কাণ খাড়া ক'রে শুনলে কি না জানি না, কিন্তু চমকে উঠে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আসছে স্যর!"

—"কি আসছে?"

—"আজ্ঞে স্যর, একটা দুম্-দুম্ শব্দ। যেন ধাপে ধাপে নেমে আসছে!"

—"হুম্, শব্দটা কিসের হ'তে পারে?"

—"আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না স্যর! হাতী যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারত, তা হ'লে ঐ ধরণেরই শব্দ হ'ত বটে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। হাতী আবার কবে সিঁড়ি দিয়ে নামে, স্যর?"

—"হুম্, হাতী কখনো সিঁড়ি দিয়ে নামে না, তবু অমন শব্দ হয় কেন? শব্দটাকে যে ভয়ানক ব'লে মনে হচ্ছে! শব্দটা যে একেবারে নীচে নেমে এসেছে! শব্দটা যে নীচে নেমে আমাদের দিকেই আসছে!"

তার পরেই বাধল সে এক বর্ণনাতীত কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড! একটা অজানা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের আর্ত্তনাদ—ঝড়ের মহাফুৎকারে কলাগাছ পড়ার মত ধপাধপ্ দেহ পড়ার শব্দ—কে এক অতিকায় দানব যেন পাহারাওয়ালাদের দেহগুলো শিশুর মত তুলে চারিদিকে ছুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে!

সুন্দরবাবু অন্ধকারে রিভলভারও ছুঁড়তে পারলেন না, পাছে পাহারাওয়ালাদের গায়ে গুলি লাগে। হতভম্ব হয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় ডাকলেন, "অ মনোহর!"

রাস্তা থেকে আওয়াজ এল—"আজ্ঞে স্যর! আমি পালিয়ে এসেছি স্যর! আপনিও পালিয়ে আসুন স্যর! ওরা আমাদের পিছনে রাক্ষস লেলিয়ে দিয়েছে স্যর!"

ভূত হোক্, রাক্ষস হোক্, যেই-ই হোক—সেই ভয়াবহ বিপদ্ যে তাঁর সামনে এসে পড়েছে, সুন্দরবাবু স্পষ্টই তা বুঝতে পারলেন। তিনি আড়ষ্টভাবে দেয়ালে পিঠ রেখে একেবারে যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

আচম্বিতে সদর-দরজার ফাঁকে বিদ্যুৎ চম্‌কালো। এক পলকেই সুন্দরবাবু দেখে নিলেন, সদর দরজার আলো-ভরা ফাঁকের পটে ফুটে উঠেছে অতি-ভয়ানক এক দানব-মূর্ত্তি! তিনি তার অন্ধকার-মাখা মুখ-চোখ-নাক কিছুই দেখতে পেলেন না, তাঁর নজরে পড়ল কেবল মূর্ত্তির কাঁধ থেকে দু'খানা মোটা মোটা লম্বা বাহু বেরিয়ে একেবারে মাটির উপরে এসে পড়েছে!

এর পরেও আর কোন্ ভদ্রলোকের জ্ঞান থাকে? মাত্র একটি 'হুম্' শব্দ উচ্চারণ ক'রে সুন্দরবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মণি-মঞ্জুষা

এড্‌ওয়ার্ড্‌ জর্জ্জ আর্ল লিটন্‌ বালওয়ার ইংরেজী-সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। এঁর রচিত "দি লাষ্ট ডেজ্‌ অব্‌ পম্পিয়াই", "দি লাষ্ট অব্‌ দি ব্যারনস্‌" প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। নাট্যকার হিসাবেও লিটনের খুব নাম আছে। আমরা এখানে "দি লাষ্ট ডেজ্‌ অব্‌ পম্পিয়াই"এর গল্পাংশ খুব সংক্ষেপে দিলাম। বইখানি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, লেখকের ৩১ বছর বয়সে লেখা।

"দি লাষ্ট্‌ ডেজ্‌ অব্‌ পম্পিয়াই"

খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ায় ভিসুভিয়াস্‌ পাহাড়ের নীচে পম্পিয়াই নামে খুব সমৃদ্ধিশালী একটা সহর ছিল। বড় বড় দোকানপাট, বড় বড় রাস্তাঘাট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারৎ, থিয়েটার, সার্কাস্‌ প্রভৃতিতে, আমোদ-প্রমোদ-জাঁকজমকে পম্পিয়াই প্রায় রোম নগরেরই যুড়ি ছিল।

এই সময় গ্লকাস্‌ নামে একজন আথেনিয়ান্‌ সেখানে থাকৃত। লোকটির চেহারা ছিল যেমন সুন্দর, সে নিজেও ছিল তেমনি চালাক-চতুর—সর্ব্বদা হাসিখুসী, স্ফূর্ত্তিবাজ। আয়োন্‌ নামে একটি মেয়েকে সে খুব পছন্দ করত। আয়োন্‌ও ছিল তারই মত গ্রীস্‌ দেশের মেয়ে। এদিকে, আরবেসেস্‌ নামে একজন মিশরীয়ও আয়োন্‌কে বিয়ে করবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওদিকে, নিডিয়া নামে একটি অন্ধ মেয়ে আবার গ্লকাস্‌কে খুব পছন্দ করৃত। আরবেসেস্‌ গ্লকাস্‌কে সরাবার জন্য একটা মতলব আঁটল।

নিডিয়া রাতদিন ভাবত গ্লকাস্‌ কি করলে তাকে ভালো চোখে দেখবে। একদিন জুলিয়া নামে একটী মেয়ের কাছ থেকে সে একটা ওষুধ সংগ্রহ করৃল—এ ওষুধের নাকি এমনি গুণ যে গ্লকাস্‌কে তা খাইয়ে দিলেই গ্লকাস্‌ নিডিয়াকে খুব সুনজরে দেখতে থাকবে। ওষুধ খাওয়াতেই কিন্তু গ্লকাসের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। হবেই তো, আসলে তো আর ওটা ওষুধ নয়, ওটা একটা বিষ—যা খেলেই মানুষ পাগল হয়ে যায়। আরবেসেস্‌ই চক্রান্ত ক'রে এই বিষ দেওয়াবার বন্দোবস্ত করেছিল।

আয়োনের একটি ভাই ছিল। তার নাম য়্যাপিসাইড্‌স্‌। সে ছিল আইসিসের পুরোহিত। খৃষ্টধর্ম্ম তখন সবে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের অনেকেই সুনজরে দেখত না। য়্যাপিসাইড্‌স্‌ এই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় আরবেসেস্‌ তার ওপর ভয়ানক চটা ছিল। অবশেষে

একদিন সে তাকে হত্যা করৃল। এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবার পরমুহূর্ত্তে হতভাগ্য গ্লকাস্‌ও ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে হাজির। আরবেসেস্‌ সুযোগ বুঝে গ্লকাস্‌কেই খুনের দায়ে দায়ী করৃল, এবং সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতেও কসুর করৃল না। বিচারে গ্লকাস্‌কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

সে সময় পম্পিয়াই সহরে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল বড় ভয়ানক। প্রকাণ্ড একটা উঠোনের (এরিনা) চার ধারে উঁচু গ্যালারি থাকৃত। সেখানে সহরশুদ্ধ লোক এসে বস্‌ত। একদিকে খাঁচার মধ্যে থাকৃত কতকগুলো হিংস্র সিংহ, আর অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত এরিনার মাঝখানে। তার পর খাঁচা খুলে সেই ক্ষুধার্ত্ত সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত অপরাধীর ওপর। সামান্য একটা বর্শা বা ঐ রকম কিছু নিয়ে তাকে সিংহের সঙ্গে যুঝতে হ'ত। বলা বাহুল্য, হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে সিংহ অপরাধীকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলত। গ্লকাসের জন্যও এই ব্যবস্থা হ'ল।

প্রাণদণ্ডের দিন। এরিনার চারদিকের গ্যালারি লোকে ভরে গেছে। সহরের সাধারণ, গণ্যমান্য—সব রকম লোকই সেখানে হাজির হয়েছে। গ্লকাস্‌কে এনে এরিনার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল, তার পর সিংহের খাঁচা দেওয়া হ'ল খুলে। সিংহ প্রচণ্ড লাফে এরিনায় এসে দাঁড়াল কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গ্লকাস্‌কে সে যেন দেখেও দেখল না—তার কোন রকম অনিষ্টের চেষ্টা করল না, শুধু গর্জ্জন করতে করতে সে এরিনার চারদিকে ঘুরতে লাগল—যেন পালাবার পথ খুঁজছে! অবশেষে বিফল-মনোরথ হয়ে সে আবার গিয়ে খাঁচায় ঢুকল।

দর্শকেরা কিন্তু এমন একটা মজার ব্যাপার দেখতে না পেয়ে ভয়ানক হতাশ হ'ল। ম্যানেজার চটে গিয়ে হুকুম দিলেন, "সিংহকে খোঁচা দিয়ে বার কর, তার পর খাঁচার দরজা বন্ধ ক'রে দাও।"

ম্যানেজারের আদেশ মত ব্যবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিক্‌কার দরজায় একটা সোরগোল উঠল। একজন ভদ্রলোক উস্কখুস্ক চুলে, ক্লান্ত অথচ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে এসে সেনেটরদের আসনের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শীগ্‌গির গ্লকাস্‌কে ছেড়ে দাও। ও নির্দ্দোষ, আসল আসামী আরবেসেস্‌—সেই য়্যাপিসাইড্‌স্‌কে হত্যা করেছে। এই ইনি তার সাক্ষী।"

একজন দুর্ব্বল, শীর্ণদেহ লোক—দেখলে মনে হয় মৃত্যুপথযাত্রী—ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। ইনি পুরোহিত ক্যালেনাস। ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে তিনি জানালেন আরবেসেস্‌ই য়্যাপিসাইড্‌স্‌কে হত্যা করেছে। তাঁকে হতভাগা এক অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছিল, সেখান থেকেই তিনি স্বচক্ষে সে হত্যাকাণ্ড দেখেছেন। গ্লকাস্‌ নিরপরাধ।"

ক্যালেনাষের কথায় সবাই চমকে উঠল। তা হ'লে এই জন্তই সিংহ গ্লকাস্‌কে ছোঁয় নি! এ তবে ভগবানের বিধান! আরবেসেস্‌ও সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলে তখন এক জোট হয়ে তার দিকে এগিয়ে চল্‌ল, কার সাধ্য তাদের থামায়? আরবেসেস্‌ বুঝ্‌ল আজ আর তার নিস্তার নেই, দারুণ হতাশায় কয়েক মুহূর্তের জন্ত সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল গ্যালারির ওপরে আকাশের দিকে। পরমুহূর্ত্তে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তোমরা দেখ, ভগবান্‌ কেমন করে নির্দ্দোষীর সহায় হন। আর দেরী নেই, এখনই দেখতে পাবে মিথ্যাবাদীদের ওপর দেবতার অভিশাপ কেমন করে আসে!"

সকলে চমকে চাইল। আর কিছু নয়, ভিসুভিয়াস্‌ জেগে উঠেছে।

তার পর আকাশের রং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লাতে সুরু কর্‌ল—কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়ায় আর গন্ধকের তীব্র গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল, চার ধার কাঁপতে লাগ্‌ল—সুরু হ'ল ভূমিকম্প। গল্‌গল্‌ করে জ্বলন্ত লাভা বেরুতে লাগল। ধূলো আর ছাইএ দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ার আওয়াজের সঙ্গে মানুষের মরণ-আর্ত্তনাদ মিশে এক ভীষণ শব্দের সৃষ্টি হ'ল। আসামীর কথা, বিচারের কথা কোথায় তলিয়ে গেল—যে যার প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। দেখতে দেখতে হাস্তময়ী পম্পিয়াই নগরী এক বিরাট্‌ ধ্বংসস্তূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

গ্লকাস্‌ নিডিয়ার সাহায্যে আয়োনের কাছে গেল; তার পর দু'জনে একটা জাহাজ দেখতে পেয়ে তাইতে আশ্রয় নিল। তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে অন্ধ নিডিয়া আবার তার অন্ধকার জগতে ফিরে এল।

তার পর? জাহাজ ছেড়ে দেবার পর হঠাৎ একজন নাবিক শুনতে পেল—জলে ঝপ্‌ করে কিসের একটা শব্দ হ'ল। চকিতের জন্য তার মনে হ'ল, ঢেউএর ওপর সাদা রংএর কি যেন একটা ভেসে উঠেছে!

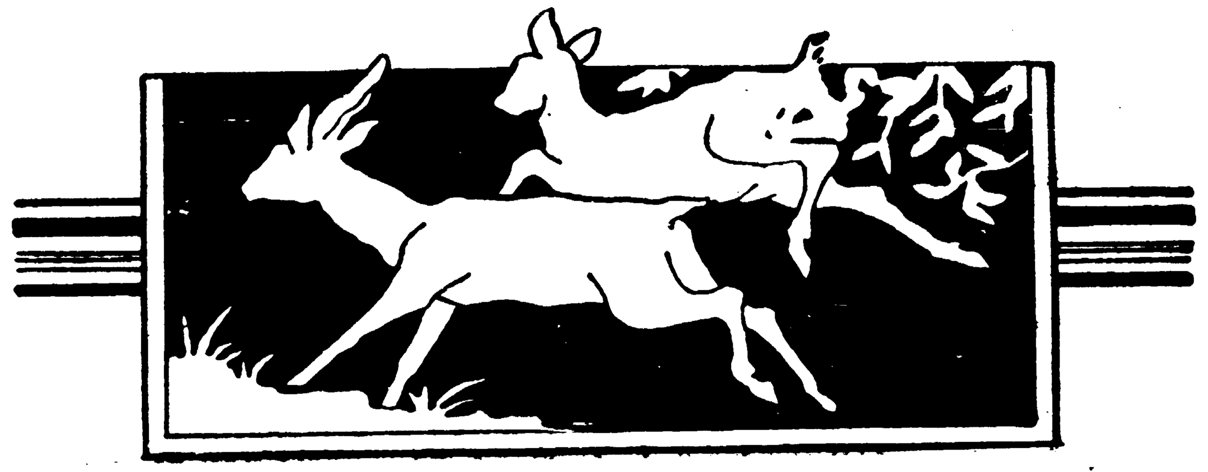

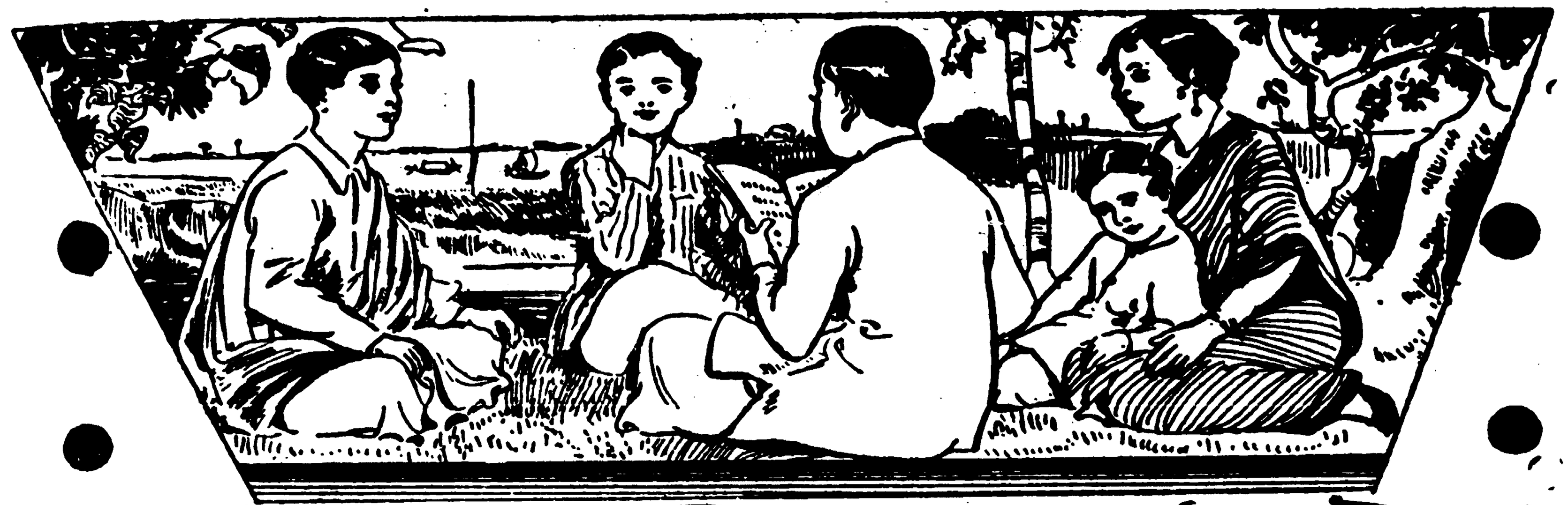

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

প্রভাতী

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

যদিও ক্বচিৎ বিহগের কলহাসি
স্তব্ধতা ঘিরি থাকি থাকি উঠে ডাকি,
যদিও এখন তরল তামসরাশি
কাটিয়া যাইতে অনেক—অনেক বাকি;

ক্লান্ত বিভোর মৃদু মন্থর বায়ে
যায় নাই পড়ে শিউলী-বীথির সাড়া,
তবু জাগো, তবু জাগো, ওরে চিরালস,
আসিছে প্রভাত—চিরবন্ধনহারা।

যদিও ঘুমের অলস তন্দ্রাঘোর
দিকে দিকে রাজে নিথর নিঝুম প্রাণে,
তমসার আড়ে পুব গগনের বধূ
উঠে নাই জেগে বিহগের কলতানে;

রাজপথ পরে যদিও পড়ে নি সাড়া,
স্তব্ধতা ঘন ধরারে রেখেছে ঢাকি,
তবু জাগো, তবু জাগো, ওরে চিরালস,
নহিলে প্রভাত দিবে তোরে দিবে ফাঁকি।

প্রভাত তোমারে জাগাতে পাবে না আজি—
তুমি জাগাইবে বিশ্ব প্রভাতে আজ,
রচ বসি সেই মহাবন্দনা-গান,
কিসের শঙ্কা, কিসের ভয় বা লাজ ?

যদিও আকাশে অনেক—অনেক তারা,
তাতে কিবা ভয়, তাতে ওরে কিবা ভয় ?
তবু জাগো, তবু জাগো, ওরে চিরালস,
নিশ্চিত হবে তব জাগরণ-জয়।

'এল বরষা'

(কুমারী শোভনা রায়)

কাজল মেঘেতে ভেসে
এল বরষা,
কেতকী পরশ পেয়ে
হ'ল সরসা।

আকাশের কালো বুকে
মেলি' দু'পাখা,
উড়িছে হরষ ভরে
শ্বেত বলাকা।

মেঘে মেঘে সারা নভ
গিয়েছে ভরি',
বাদলের আঁখি-জল
পড়িছে ঝরি'।

ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে
বিজলী হাসি,
প্রকৃতির এই শোভা
বড় ভালবাসি।

অঞ্জলি

[পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি]

(শ্রীদীপালী মৈত্র)

সব দিকে আমি ঘুরে ফিরে শেষে এসেছিনু এই দ্বারে—
তোমারই সুনাম, যশোগাথা গীতি শুনিয়া যে বারে বারে।
নূতন প্রবেশ করিবার কালে হৃদয় উৎস ভরে,
'রামধনু' রঙে রঙাইয়া মন এসেছিনু তোমা তরে।
দুটী মাসও মোর গেল নাক' হায়, শুনিলাম তুমি নাই,
রামধনু মাঝে তব স্মৃতিরেখা আঁকা রহিল যে তাই।
শূন্য তোমার ভরিবে না আর নিখিল বিশ্ব ভরি,
চলে গেলে তুমি, ফিরিবে না আর শত আরাধনা করি'।
এমনি ত ফুল কত শত ঝরে, কত দিকে কত ঘরে,
খবর কে রাখে ? তবে তোমা তরে কেন আঁখি-জল ঝরে ?
কারণ ইহার, হিয়ার মাঝে যে প্রদীপ জ্বালিয়াছিলে,
আলেয়া ত' নহে, সে আলো-শিখাতে উজ্জ্বল করে দিলে।
ছেলেমেয়েদের ছোট হাত ভরে উছলিয়া যত দিলে,
ছুটোছুটী করে এসে তা'রা সব কাড়াকাড়ি করে নিলে।
তোমারই সে দান গ্রহণ করিয়া মন ভরে গেল সুখে,
এমন করিয়া ক'জন ফোটায় এই হাসি কচি মুখে ?
তাই ত সবাই কাঁদিয়া আকুল, তোমায় পাবে না তারা,
তবু যেন ঝরে মাথার উপরে তোমারই আশীষ-ধারা !
"রামধনু" মাঝে যেন জেগে রয় তোমারই মধুর বাণী,
আবেদন মোর করিনু প্রকাশ, তোমার নিকটে আনি।
নূতন গ্রাহিকা আমি, মোর আর দেবার কিছুই নাই,
তব শোকে মোর লাগিয়াছে ব্যথা, অর্ঘ্য রচিনু তাই।

ঝলমলানো শাঙন-প্রাতে

(শ্রীপ্রদ্যোতকুমার রায়)

ঝলমলানো শাঙন-প্রাতে
ঐ কে হোথা গায়,
খেলবি যদি, নাচবি যদি
আয়রে ছুটে আয়।
মন-মাতানো গন্ধ ছেড়ে
বল্‌লে কেয়া 'ভাই,
আজ তো সময় নাই।
সবুজ বনে নিমন্ত্রণ,
কেমন ক'রে যাই ?'

অর্দ্ধ ফোঁটা মালতী কয়,
'হবে না ভাই আজ,
আছে অনেক কাজ।
মা দেবে না ছুটি আমায়,
হয় নি সারা সাজ।'
একে ওকে প্রশ্ন করে
ক্লান্ত শাঙন বেলা,
বিদায় নিল সবার কাছে
হলো না তার খেলা।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয় ; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

উত্তর

জ্যৈষ্ঠ মাসের ১নং প্রশ্ন :—

ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" নামে একখানা ভাল বই আছে।

—শ্রীশেফালিকা রায়

কয়েক বছর আগে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ' সম্বন্ধে ধারাবাহিক লেখা বেরিয়েছিল।

— শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

জ্যৈষ্ঠের ২নং প্রশ্ন :—

১৯৩০ সন থেকে জার্ম্মানীতে হিট্‌লার সর্ব্বময় কর্ত্তা ; তাঁর মতাবলম্বী লোকদের একটা দল আছে—এই দলটার পূরো জার্ম্মান নাম হচ্ছে—Nationalen Sozialisten। এর প্রথম ভাগের Na এবং শেষ ভাগের zi নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত শব্দ Nazi, তারই উচ্চারণ হ'চ্ছে নাৎসী।

১৯২০ সনের শেষ ভাগে ইটালীতে মুসোলিনীর দল প্রবল হয়ে ওঠে। এদের চিহ্ন হচ্ছে কালো কোর্ত্তা ; আর

এদের মত হচ্ছে যে একজন মানুষের চেয়ে সমস্ত জাতি অনেক উপরে। এরা এই সমষ্টিগত শক্তির আর স্বার্থের উপর জোর দেয় বলেই এদের Fascist বলে, কারণ ল্যাটিন্ ভাষায় Fasces শব্দের মানে হ'চ্ছে এক আঁটি ; অর্থাৎ এতে একটা সঙ্ঘবদ্ধ কিছুকে বোঝায়।

—কুমারী মণিকা দেবী

নূতন প্রশ্ন

(১) জামের রসের দাগ কি করে ওঠে ? —শ্রীঅজয়কুমার সরকার

(২) বাংলা দেশে আজকাল কতগুলো শিশু-মাসিক চলছে ? তাদের মধ্যে প্রাচীনতম কোন্‌টি ?

—কুমারী মণিকা দেবী।

(৩) রামধনুর পাঠকদের মধ্যে কেউ কি কোনও ইংরেজী মাসিক (ছোটদের) রাখেন ? রাখলে তাদের নাম, ঠিকানা ও দাম জানাবেন কি ?

—শ্রীতপতী মিত্র

—শ্রীসুব্রত রায়।

চিঠিপত্র

সম্পাদক মশাই,

রামধনু গত মাস থেকে আবার ঠিক ১লা আমাদের হাতে এসে পৌঁছচ্ছে, কলকাতার গ্রাহকরা বোধ হয় সংক্রান্তির দিনই রামধনু পাচ্ছেন। ভাবছি, বাবা কেন কলকাতায় বদলী হচ্ছেন না, তা' হলে তো আমিও সংক্রান্তির দিন রামধনু পেতাম। "ফুলের মূল্যের" রোজার মত আমাকেও এবার থেকে বাবার বদলীর জন্য দরবার করতে হবে দেখছি।

এবারকার গল্পগুলো ভারী ভালো লাগ্‌ল—বিশেষতঃ 'পেশার বাহাদুরী' একেবারে নতুন জিনিষ। শিবরাম বাবুর গল্পটিতেও বেশ প্লট্ পেলাম, যা তাঁর অনেক গল্পেই আজকাল পাই না (তাঁকে আবার বলে দেবেন না যেন)। শিবরাম বাবুর লেখার ভঙ্গীর সঙ্গে যদি প্লটের সংযোগ ঘটে তবে তা বাস্তবিকই উপাদেয় হয়—এবং এবারে তাই হয়েছে।

সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল কিন্তু 'ডিওন কুইন'। ওঃ, আমরাও যদি ঐ রকম পাঁচ বোন হ'তাম, কি মজাটাই হ'ত ! কত লোক চুপে চুপে আমাদের দেখতে আসত ! অবশ্য চার বোন আমরা আছিই তবে দিদিটা আমার চেয়ে ছ' বছরের

বড় আর হাসি, খুসী দু'জনেই নেহাৎ বাচ্চা—এখনও রামধনুই পড়তে পারে না (শুধু চকোলেট্ নিয়ে ঝগড়া করে আমার সঙ্গে)।

যাক্ ও সব ঘরোয়া কথা, এবার একটু কড়া সমালোচনা করি। প্রথম ছবিটা কিন্তু একটু কাঁচা হাতের মনে হ'ল। অবশ্য ব্র্যাকেটে "গ্রাহক" লিখে দিয়েছেন, এবং গ্রাহকের পক্ষে ওটা সুন্দরই হয়েছে বলতে হবে। তবু প্রথম পাতার ছবিটা···! অধ্যাপক নিবারণ-চন্দ্রের লেখাটা এবার বেশ সরস হয়েছে, মাঝে মাঝে তিনি বড় খটমট শব্দ ব্যবহার করেন।

যাক্, আপনার মূল্যবান্ সময় আর নষ্ট না করে প্রতিযোগিতার প্রবন্ধে মন দেওয়া যাক্। —ইতি বিনীতা

চিত্রলেখা দাশগুপ্তা।

প্রিয় সম্পাদক মশাই,

এবারে "রামধনু" হাতে পেয়েই খুব তোড়জোড় করে বস্‌লাম কিছু সমালোচনা করবার জন্য। কিন্তু হায়, আপনি এমন ভাবে আটঘাট বেঁধে রেখেছেন যে কোন দিকে কোন রকম ফাঁকই পেলাম না, তার বদলে পেলাম প্রচুর আনন্দ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে। আশা করি প্রতি বারেই রামধনুতে ঐ রকম শিক্ষনীয় প্রবন্ধের পরিবেশন দেখবো।······

শ্রীরমেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

সম্পাদক মশাই,

আষাঢ়ের রামধনু পেয়ে খু-উ-ব খুসী হয়েছি।···এবারকার প্রত্যেকটি রচনাই বৈচিত্র্যময়। সব চেয়ে আমার ভাল লেগেছে 'পেশার বাহাদুরী' ও 'ডিওন-কুইন্'কে। সেদিন বাদলার দুপুরে শিবরাম বাবুর 'অবাঞ্ছনীয় উপসংহারের' উপসংহারটি পড়ে আমরা ভাইবোনেরা হাস্‌তে হাস্‌তে আর বাঁচি না। 'নতুন ডাক্তারের' অভুক্ত বন্ধু বেচারাদের কি হ'ল জানতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। শ্রীননীগোপাল মজুমদারের 'সীলসিংহ' পড়ে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি। 'সীল'ও মানুষের মত ভেবে-চিন্তে কাজ করে, ডাঙ্গায় উঠে মানুষকে তাড়া পর্য্যন্ত করে যায়! কিন্তু এই 'আনন্দের হাটে' একটা জিনিষ না পেয়ে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছি;—সেটি হচ্ছে 'মণি-মঞ্জুষা' বিভাগ।······

শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

দুর্গম পথে—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস্, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ॥৵০। নৃপেন্দ্র বাবু শিশু-সাহিত্যের নাম-করা লেখক। এ বইখানিও তাঁর স্বভাব-সুন্দর সরস ভঙ্গীতে লেখা। এতে পাঁচজন বিখ্যাত অভিযানকারীর জীবন-কথা দেওয়া হয়েছে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর, প্রচুর ছবি আছে।

ছন্দবেণু—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ, শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযতীধন সেনগুপ্ত প্রণীত। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ।৵০। তিনটি তরুণ কবি মিলে এই কবিতার বইখানি লিখেছেন। ছড়ার বই বাংলায় অনেক আছে কিন্তু বালক-বালিকাদের উপযোগী কবিতার বই বেশী নেই; এ বইখানা শেষোক্ত শ্রেণীর। প্রথম লেখা হিসাবে বইখানা ভালই হয়েছে বলতে হবে। এর অনেক কবিতা নানা শিশু মাসিকে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

জীবজগতের আজব কথা—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক দেব সাহিত্য-কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম ১।০

এ বইখানাকে বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটি অভিনব দান বলতে হবে। জীবজন্তু সম্বন্ধে এমন সুন্দর বই আমরা ইতিপূর্ব্বে বাংলাভাষায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পাতায় পাতায় বিভিন্ন জীবজন্তুর আজব ফটো দেখে যেমন মুগ্ধ হতে হয় তেমনি ভালো লাগে লেখকের সরস লেখা। সুবিনয় বাবুর লেখার সঙ্গে রামধনুর পাঠকেরা বিশেষ ভাবে পরিচিত, কাজেই বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। এমন একখানা বই প্রকাশ করে গ্রন্থকার ও প্রকাশক প্রত্যেক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দুরন্ত-কাহিনী—শ্রীসতীকান্ত গুহ প্রণীত। শ্রীপ্রীতিলতা দেবী, বি.এ প্রকাশিত। উদয়তীর্থ—১০, ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

বইখানাতে তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস দেওয়া হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি Charlemagne-এর কিংবদন্তী অনুবাদ করতে বসেছিলেন কিন্তু লিখতে গিয়ে প্রায় নতুন বই-ই লিখে ফেলেছেন। তাতে বইখানার কিছুমাত্র রসভঙ্গ হয় নি। লেখার ভঙ্গী এবং আখ্যানভাগ পাঠকের মন আকর্ষণ করবে। ১৫০ পৃষ্ঠার বই-এর দাম ।৵০ করে প্রকাশিকা প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন।

কাশ্মীরের কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ প্রণীত। গোল্ডকুইন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ৸০

এটি কাশ্মীর সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বই। বইখানির অঙ্গসৌষ্ঠব দেখবার মত। এজন্য প্রকাশককে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। রঙিন কালীতে, দামী রঙিন কাগজে ঝরঝরে ছাপা—অসংখ্য ছবিতে ভরা। রঙিন ছবিও অনেকগুলি আছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে যাঁরা নানা বিষয় জানতে চান তাঁরা এর মধ্যে অনেক খবর পাবেন। দেশ ভ্রমণের নেশা যাঁদের আছে তাঁদেরও বইখানা খুব কাজে লাগবে।

পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশ এখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন। ডান্‌জিগ্‌ নিয়ে ইয়োরোপে যে কোন সময় একটা দাবানল জ্বলে উঠতে পারে। ওদিকে চীন-জাপান যুদ্ধ সমানে চলেছে। তিয়েনৎসিনেও আবার জাপানীরা ইংরেজদের সঙ্গে গোলমাল স্বুরু করেছে।

* * *

কল্‌কাতার ফুটবল্‌ লীগ্‌ শেষ হয়ে এল। ২।১টা খেলা অবশ্য এখনও বাকী আছে কিন্তু খেলার ফলাফল ঠিক হয়ে গেছে। বাঙ্গালীর বহুদিনকার প্রিয় টিম মোহনবাগান দল এবার লীগ্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ হয়েছে। বহুবার অতি অল্পের জন্য লীগ্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ হওয়ার সম্মান মোহনবাগানের অদৃষ্টে জোটে নি,—বহুবার লীগ্‌ পেতে পেতে তাদের হাত থেকে তা ফস্‌কে গেছে, শুধু রানার্স্‌-আপ্‌ হয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এত দিন বাদে এবার তাদের সে দুর্দ্দিন ঘুচল।

একমাত্র মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় দলের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত লীগ্‌ বিজয়ী হওয়া ঘটে ওঠে নি। গত পাঁচ বছর উপরো-উপরি মহামেডান স্পোর্টিং দলই লীগ্‌ বিজয়ের সম্মান একচেটে করে রেখেছিল, মোহন-বাগানকে নিয়ে এবার দ্বিতীয় ভারতীয় দল এ সম্মান অর্জ্জন কর্‌ল। প্রত্যেক ভারতবাসীই এতে আনন্দিত হবে সন্দেহ নেই। আমরা মোহনবাগান দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কল্‌কাতার ফুটবল লীগে কিন্তু এবার খুব একটা গোলমাল বেধেছে। লীগ্‌

খেলা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন প্রথম বিভাগের মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট ও এরিয়ান্স এই চারটি দল আই-এফ-এর বিরুদ্ধে কতকগুলো অভিযোগ আনে এবং তাদের দাবী না মেটালে ভবিষ্যতে খেলতে অস্বীকার করে। এরিয়ান্স দল পরে তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে, কিন্তু বাকী তিনটি দল তাতে রাজী হয় না। আই-এফ-এ সভা অনেক আলোচনা করে অবশেষে ঐ তিনটি দলের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান দেন—এ বছর তারা আই-এফ-এর অধীনে কোন খেলাতেই আর যোগ দিতে পারবে না। আই-এফ-এর সিদ্ধান্তে খেলোয়াড়-মহলে খুব চাঞ্চল্য পড়ে গেছে কারণ এই তিনটি দলই এবারকার প্রথম বিভাগের সব চেয়ে শক্তিশালী দলের মধ্যে পড়ে। এরা না খেললে লীগ এবং আই-এফ-এ শীল্ড প্রতি-যোগিতা—দু'টোরই খুব অঙ্গহানি হবার কথা। অবশ্য, লীগের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল এবং এই তিন দল খেললেও মোহনবাগানই যে এবার শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্‌ হত সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। তবু শেষ পর্য্যন্ত এই তিন দল বাদ যাওয়ায় সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আশা করি শীল্ড প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হওয়ার আগেই গণ্ডগোলের একটা মীমাংসা হবে এবং শীল্ডে সব ক'টি দলকেই খেলতে দেওয়া হবে।

এক সময়কার দুর্দ্ধর্ষ ক্যাল্‌কাটা দল এবারেও ১ম বিভাগের লীগে সকলকার নীচে হ'ল। তারা সমস্তগুলি খেলার মধ্যে শুধু একমাত্র পুলিশের সঙ্গেই একবার জিতেছে। আসছে বারে তাদের দ্বিতীয় বিভাগে না খেলে রেহাই নেই। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে খুব সম্ভবতঃ স্পোর্টিং ইউনিয়ন্‌ প্রমোশন পাবে।

আই-এফ-এ শীল্ডের খেলা ১৩ই জুলাই আরম্ভ হবে। এবারে নাকি শীল্ডে তেমন ভাল দল বেশী যোগ দেয় নি। মিলিটারী দলের সংখ্যা খুবই কম—নতুন দল অবশ্য অনেক আছে। দেখা যাক্‌ শেষ পর্য্যন্ত কি হয়!

* * *

কিছুদিন হ'ল আইরিশ সমুদ্রে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ইংরেজ-দের একটা সাবমেরিন (ডুবো জাহাজ) হঠাৎ জলের তলায় তলিয়ে যায়, বহু চেষ্টা ক'রেও সেটাকে সময় মত তোলা যায় নি। সাবমেরিনটায় ১০১ জন নাবিক ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র চারজন কোন রকমে বেঁচে গেছে, বাকী ৯৭ জনকেই জলের তলায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে। সাবমেরিনটার নাম ছিল "থেটিস্‌"। জলমগ্ন 'থেটিস্‌'কে কয়েক দিন পরে তোলা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ব'সে প্রতি বছরই রাশি রাশি নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে চলেছেন। সম্প্রতি ১৯৩৬ সনের এই রকম একটা হিসাব আমরা পেয়েছি। তাতে দেখা যায়, সে বছর গোটা পৃথিবীতে মোট ১৫৮৯৬০টি নতুন জিনিষ উদ্ভাবিত হয়েছে। তার মধ্যে আমেরিকাবাসীদের কৃতিত্বই বেশী—মোট ৪০২১৫টি। ইংরেজরা করেছেন ১৭৮১৯টি, তারপর জার্ম্মান্‌রা ১৬৭৫০, ফরাসীরা ১৬৭০০, এই রকম। শুনে দুঃখিত হবে, ভারতবাসীদের কৃতিত্ব এদের তুলনায় নগণ্যই বলা চলে।

*　　*　　*

সম্প্রতি আশী বছর বয়সে ডাঃ হ্যাভলক্‌ এলিসের মৃত্যু হয়েছে। বড় চিকিৎসক, লেখক এবং তার চেয়েও বড় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ বলে ডাঃ এলিসের পৃথিবী-যোড়া খ্যাতি ছিল। ইনি জাতিতে ইংরেজ। এঁর মৃত্যুতে ইংল্যাণ্ড একজন মহা প্রতিভাশালী সন্তান হারাল।

*　　*　　*

সিনেমা-শিল্প দিনে দিনে কি রকম বেড়ে চলেছে তার ধারণা করাও কঠিন। বছর পঁচিশেক আগে ভারতবর্ষে সিনেমার সংখ্যা সামান্যই ছিল, দেশী ফিল্ম ছিল না বললেই চলে। আর আজ ভারতে সিনেমার সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক, এবং প্রায় ৭৫টি দেশী কোম্পানী শুধু দেশী ছবি তোলার কাজেই ব্যাপৃত রয়েছে। এই সব দেশী কোম্পানীতে কম ক'রে ১৭ কোটি টাকা এই ফিল্ম-ব্যবসায়ে খাটছে। শুধু বিজ্ঞাপনের জন্যই নাকি এঁরা ফি বছর প্রায় কোটি টাকা খরচ করছেন। আজকাল ভারতে প্রায় ৪০ হাজার লোক সিনেমা-শিল্পের কল্যাণে নানা ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করছে।

*　　*　　*

স্বামী ভগবানদাসজি নামে একজন সাধু বোম্বাইএ এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছেন। একটা গর্ত্ত খুঁড়ে তাঁকে তার মধ্যে নামিয়ে মাটী চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ন' ঘণ্টা সময় তিনি জ্যান্ত অবস্থায় ঐ কবরের মধ্যে থাকেন। ন' ঘণ্টা পরে তাঁকে তোলা হ'লে দেখা যায় তিনি দিব্যি অক্ষত শরীরেই জীবিত রয়েছেন, এবং খানিক পরেই তিনি রেডিয়োতে বক্তৃতা দেন। স্বামীজি বলেন, একটা সাধারণ যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এটা সম্ভব। তিনি নাকি এই সব যোগচর্চ্চার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে শীগগিরই একটা যোগাশ্রম খুলবেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ১১ যোগ করলে ('ব'-এর গায়ে ১ যুড়ে দিলে 'ক' হয়।)
(২) মাসীমার
(৩) গাল
(৪) গোল
(৫) দু'বার (বর বর অর্থাৎ বর্ব্বর)

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

আশালতা নন্দী (হবিগঞ্জ) ; মঞ্জুশ্রী দেবী, মনোরমা দেবী ও গৌরী দেবী (ভবানীপুর) ; ধীরাজ, দিলীপ, অঞ্জলি (জলপাইগুড়ি) ; প্রতিভা, অরুণ, তরুণ, প্রসূন (কলিকাতা) ; শিলাদিত্য রায় (রেঙ্গুন) ; কল্যাণী দাশগুপ্তা (লাহোর) ; রাবেয়া খাতুন (ঢাকা) ; এমিলি চাটার্জ্জি (নিউ দিল্লী) ; মমতাজ বেগম (এলাহাবাদ) ; সদাশিব ঘোষ (শ্রীরামপুর) ; মণিকা দেবী (ভবানীপুর) ।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—

রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী) ; শান্তি, কান্তি চাটার্জ্জি (চাঁদপুর) ; অঞ্জলি চৌধুরী, ছন্দা, সেফী, সুব্রত, উমা, শ্যামল, আশীষ (কলিকাতা) ; অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, পুতুল, মিন্টু (কলিকাতা) ; সতী, লক্ষ্মী, করুণা ও রেণু মৈত্র (রাজসাহী) ; কামালউদ্দীন চৌধুরী (চাঁদপুর) ; দীপা মৈত্র ও বেণু মিত্র (পাটনা) ; উৎপলা সেন (গয়া) ; আলফ্রেড বসু ও থিওডোরা বসু (কলিকাতা) ; দ্বিজেন্দ্র তালুকদার, শোভা, আভা (বোম্বাই) ; শিবদাস ও কালিদাস (নবদ্বীপ) ; মঞ্জরী ব্যানার্জ্জি (মান্দালয়) ; শিপ্রা সেন (শ্রীনগর) ; দ্বিজপদ দে (কলিকাতা) ; ধরিত্রী দেবী (কাশী) ; আলাউদ্দীন ও হাফেজ (ফরিদপুর) ; জাহানারা বেগম (কলিকাতা) ; শিবরাম চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; নিত্যানন্দ ঘোষ (যশোহর) ; গৌতম ও লীলা (বালিগঞ্জ) ; মৃদুলা ভট্টাচার্য্য (ঢাকা) ।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

নীচের ধাঁধাগুলির প্রত্যেকটি পদে দুই, তিন বা চারটি ফাঁক আছে। একটি দুই অক্ষরের কথা, যা'তে আকার, ইকার প্রভৃতি কোনও চিহ্ন নাই, সেটি হ'লো এই ফাঁকের একটি স্থান পূরণের শব্দ। বাকি একটি, দুটি বা তিনটি স্থান ঐ শব্দেরই প্রত্যেক অক্ষরে আকার, ইকার, একার বা উকার বসিয়ে অন্য শব্দ গ'ড়ে পূরণ করতে হবে। মূল কথাটি প্রথম ফাঁকে না বস্‌তেও পারে।

উদাহরণ: একটি ফাঁকে 'কল' বস্‌লে অন্য একটিতে 'কালা' বসতে পারে; একটি ফাঁকে 'চল' বস্‌লে, অন্য দুটিতে 'চালা' ও 'চেলে' বস্‌তে পারে।

(১) তীর্থে — দেওয়া — হ'লো — র উৎপাতে।

(২) — র সময় — জমি — কেন সাধ ক'রে নিলে?

(৩) — করার নেশা যার রক্তে, — বা — সে মান্‌বে কেন?

(৪) — — না চল্‌লে — নিশ্চিন্ত থাকে না।

(৫) — — দেওয়ায় পুত্র উৎসাহে খেলায় — গেছে।

(৬) বুড়ো হয়ে কেমন ক'রে — ছাড়া পানের — —?

(৭) — না দিয়ে — অনেকেই ভোগ করে।

(৮) — ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই — যে — খাও?

(৯) হয় —, না হয় — থেকে — ক'রে কাজ — নাও।

(১০) শীতের — — জামা পর্‌তে — যায় না।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষা তহবিল

রিপণ কলেজের উক্ত তহবিলে সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত টাকার যে তালিকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরে নিম্নলিখিত টাকা পাওয়া গিয়াছে:—

শ্রীবিকাশচন্দ্র শ্যাম	...	॥০
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র	...	১॥০
		২৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

জন্মদিনের উপহার

কয়েকটি সরস, মজাদার গল্পের সমষ্টি।

শুধু জন্মদিনেই নয়, যে কোন সময়ে উপহারের পক্ষে অতুলনীয়।
চমৎকার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—বাঁধান রঙ্গিন মলাট
ভিতরেও অনেক মজাদার ছবি
দাম ॥/০

প্রাপ্তিস্থান:—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রমা রোড, কলিকাতা)
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

ভাল ছাপার কাজের জন্য

কালীতারা প্রেসই

নির্ভরযোগ্য।

শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী, বাংলা বই, মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য খুচরা আধুনিক রুচিসম্মত ছাপার কাজ সুলভে করা হয়।
মফঃস্বলের অর্ডারও যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন্: সাউথ্ ১২৬

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

এরিয়ানের চা

সবার উপরে

রং এ, স্বাদে ও গন্ধে
অদ্বিতীয়

চা তোমরা সকলেই খাও, কিন্তু চায়ের
মত চা না হ'লে খেয়ে সুখ হয় কি ?

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

রামধনু

ছেলেমেয়েদের
সচিত্র
মাসিক পত্রিকা

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৪৬
বার্ষিক ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।০

— সম্পাদক —
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। **রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৶০, ষাণ্মাসিক ১৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র।** রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

এ মাসের বড় খবর—

পরলোকগত রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

শেষ দান

সোনার হরিণ

পুস্তকাকারে বেরিয়েছে।

"পদ্মরাগ" ও "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি 'হুকাকাশি'কে নিয়ে আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যময়

সুবিরাট্ উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—দাম এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)
ও বড় বড় বইএর দোকান

শিশু-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

ছোটদের রহস্যময় নতুন উপন্যাস

এতে বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত, মাণিক—এরা সকলেই আছে আর আছে লা-উৎজুর অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী।

এ বই ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মাসিকে বেরোয় নি।

চমৎকার ছাপা, ছবি। বাঁধান রঙ্গিন মলাট
অথচ দাম মাত্র **দশ আনা**

প্রকাশক : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ৷০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷০, সাধারণ—১।০

জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল

হাস্যরসপূর্ণ উপন্যাস ৮/০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্যরসপূর্ণ ছোটগল্প ... ... ॥০

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ॥৵০

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ॥০

সুলেখক প্রবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে
ও
অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ... ॥৵০

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ৸০

কয়েকখানি কাজের বই

সুলেখক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্ এ, বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট্ গ্রন্থ। একাধারে "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" ও "বর্ষপঞ্জী" (Year book)। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ (Reference)এর জন্য আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

প্রায় পৌণে চার শ' পৃষ্ঠা,—**দাম ১৷৷০**

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, লজেন্স্, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। **দাম মাত্র ১৲**

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। **দাম ॥৵০**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝক্‌ঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে

তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি। **দাম আট আনা**

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

শিশু-সাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন বই

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—৷৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—৷৵০

(একাধারে হাসি ও রহস্য)

চা'য়ের ধোঁয়া—৷০

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

কবি কুমুদরঞ্জন বলেন:—

"লেখক চা'য়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন।"

* * *

সব ক'খানা বই-ই বাংলার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে উচ্চপ্রশংসিত।

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)—১৲

(রামধনুর গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশু-সহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই)

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—৸০

(পদ্মরাগের নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি, অদ্ভুতকর্ম্মা হুকা-কাশির আর একটি রহস্যময় কাহিনী)

ছোট গল্প

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে এ বই লিখেছেন—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

—ছোটদের নূতন বই—

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি

নূতন ধরণের মজার মজার হাসির গল্পে ভরা। এমনটি আর কখনও পড় নি। একবার হাতে পেলে নাওয়া খাওয়া সব ছাড়তে হবে। শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অসংখ্য হাসির ছবি। সাতই ভাদ্র থেকে সব দোকানে পাওয়া যাবে। দাম মাত্র—৷০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পৃথিবী ছাড়িয়ে

মানুষের কল্পনা অসীম, অদম্য তার দুরাশা, পৃথিবীর দুর্গমতম স্থান আবিষ্কার করে, সমস্ত পৃথিবী জয় করেও তার আশা মেটে নি। পৃথিবীর বাইরে যে চিররহস্যময় গ্রহ তারকার জগৎ তা কি তার অজানা থাকবে,—এই পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে গ্রহলোকে পাড়ি দেবার শক্তি কি তার হবে না কোন দিন? নিশ্চয় হবে। 'পৃথিবী ছাড়িয়ে'—মানুষের সেই কল্পনাতীত এ্যাডভেঞ্চারের গল্প—যা দূর ভবিষ্যতে সম্ভব হতে পারে তারই বিচিত্র বর্ত্তমান স্বপ্ন-কথা!
এমন 'অপার্থিব' গল্প বাংলায় সত্যি আর নেই—দাম—১৲

বুদ্ধদেব বসুর
দস্যুর দলে ভোম্‌রা

ভোমরার বদলে তোমরাই হঠাৎ এক দিন যদি সকালে স্কুলে যাবার পথে হঠাৎ দস্যুর দলে গিয়ে পড়!—কি হয়? যা হয় ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশী অদ্ভুত আশ্চর্য্য কাহিনী যে বুদ্ধদেব বাবু তোমাদের জন্য লিখেছেন তা বুঝতেই পারছ!
দাম—৸০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মরণের ডঙ্কা বাজে

বিমল ও সুরেশ বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে গিয়ে কিরূপ অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছে তার খবর এতে পাবে—আরো পাবে আধুনিক বিমান ও বোমাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ—বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের অদ্ভুত ধ্বংসলীলা—যুদ্ধক্ষেত্রে মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ প্রোফেসর লি ও মাকিনী নার্সদ্বয়ের অদ্ভুত সেবাপরায়ণতার বিবরণ। ভাদ্রের মধ্যেই বেরুবে। দাম মাত্র ১৲

সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

১। **বনের হরিণ** বড়দের অভিনব উপন্যাস। দক্ষ শিল্পীর সুদক্ষ রচনা। (যন্ত্রস্থ) দাম ১৷০
২। **মা কালীর খাঁড়া** (ছোটদের উপন্যাস) ... দাম—৷৵০
৩। **ছায়া দানব** (ঐ) ... দাম—৷৵০
৪। **কি ও কেন?** (২য় সংস্করণ) বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রণীত (টেক্সটবুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত) ৷৵০
৫। **পরলোক রহস্য** স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত ... দাম—৸০

জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের
২৭শে নভেম্বর

রোমাঞ্চকর উপন্যাস। হাসি, অশ্রু ও উত্তেজনার একত্র সমাবেশ। পড়তে বসলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। (যন্ত্রস্থ) দাম—৷৵০

—বি, এন্, পাব্‌লিশিং হাউস—
৩২ ব্রজনাথ মিত্র লেন—কলিকাতা

শারদীয় মহোৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

বার্ষিক শিশুসাথী

—সম্পাদক—
শিশুসাহিত্যের নামজাদা লেখক
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য ১৲ টাকা : মাশুল স্বতন্ত্র

—পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

চোখজুড়ান ছবি—প্রাণমাতান গল্প
সরস বিজ্ঞান-কথা—জীবন-চরিত
ভ্রমণ-কাহিনী—দেশ-বিদেশের কথা

প্রভৃতিতে বার্ষিক শিশুসাথী হইবে অতুলনীয় !

ছোটদের উপহারের ভাল ভাল বই

শ্রীভীমাপদ ঘোষ প্রণীত
কাজের কথা
নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ কোথায় কিভাবে প্রস্তুত হয় সে সব কথা সরল ভাষায় লেখা—সচিত্র।
মূল্য ||৵০ আনা

শ্রীবরদাকুমার পাল প্রণীত
কাফ্রি মুল্লুকে
আফ্রিকার অধিবাসী কাফ্রিদের সকল তথ্যে পূর্ণ সরস ভ্রমণ-কহিনী ৬০ খানা ছবি ও ভ্রমণ-পথের মানচিত্র সংবলিত।
মূল্য ||৵০ আনা

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
খেলার সাথী
অসংখ্য ছবি ও সরস লেখার সাহায্যে প্রায় দেড়শ' রকম খেলার কথা। রঙিন মলাটে বাঁধাই।
মূল্য ১||০ টাকা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত
ছোটদের বেতালের গল্প
পুরু কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা সরস গল্পের বই। ৩৫ খানা একবর্ণ ছবি ও ১০ খানা পাতা জোড়া রঙিন ছবি।
মূল্য ১।০ আনা

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত
ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন
সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' অবলম্বনে লেখা সরস গল্পের বই। ৮০ খানা একবর্ণ ও ৮ খানা রঙিন ছবিতে শোভিত।
মূল্য ১।০ আনা

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩৮নং জন্‌সন রোড, ঢাকা

ছোটদের উপহারের ভাল ভাল বই !

শ্রীরাধাভূষণ বসু
প্রণীত
বিজ্ঞান ও বিস্ময়
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সরস ও সচিত্র কাহিনী।
মূল্য ||৵০ আনা

ছুটির গল্প	||০
মজার গল্প	||৵০
বিবিধ গল্প	১৲
বাঙ্গালীর গল্প	৸০
টলষ্টয়ের গল্প	১।০
বিজ্ঞানের গল্প	৸০
পাঁচমিশালী গল্প	||০

যাদুকর পি. সি. সরকার
প্রণীত
ছেলেদের ম্যাজিক
ছোটদের আনন্দ-মজলিশের অপরিহার্য্য সামগ্রী—সচিত্র।
মূল্য ১৲ টাকা

প্রত্যেকখানা |৵০ আনা

টুলটুল
ঠাকুর্দ্দা
আল্‌পনা
পাতাবাহার
নাগরদোলা
অলখ্ঝোরা
রাজকুমার
পূজার ছুটি
বাদুড় বয়কট
খুকুরাণীর খেলা

শ্রীভীমাপদ ঘোষ প্রণীত
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষের সচিত্র জীবন্-কথা—ছোটদের জন্য সরল ভাষায় লেখা।
মূল্য ||০ আনা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত
কালো ভ্রমর
চমৎকার অ্যাড্‌ভেঞ্চার। পুরু কাগজে ছাপা—সচিত্র।
মূল্য ৸০ আনা

প্রত্যেকখানা ||০ আনা

খেয়াল
রত্নপুরী
যিশুখৃষ্ট
আলাদিন
আলিবাবা
পাঁচ শিকারী
মণি-কুন্তল
সোনার চাঁদ
আফ্রিকার জঙ্গলে
রবিন্‌সন্ ক্রুশো

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত
আগডম-বাগডুম
পাতায় পাতায় ছবির বাহার আর রসাল ছড়া। পুরু কাগজে রঙিন ছাপা।
মূল্য |৵০ আনা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত
হসন্ত মহারাজ
কয়েকটি সচিত্র হাসির গল্পে সম্পূর্ণ। পুরু কাগজে ছাপা।
মূল্য ||৵০ আনা

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩৮নং জন্‌সন রোড, ঢাকা

আমি তো বিশ্বাস করি না

হলুদ-কুঠি

সুকুমার দে সরকার

বিরাট ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। হাঁসচরা গ্রামের রহস্যময় হলুদ-কুঠি—সেন আর বসু জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক রেষারেষি—উৎসবের দিন জমিদার-পুত্রের রহস্যময় অন্তর্দ্ধান—ছদ্মবেশী কালোগাড়ী—রহস্যের পর রহস্য। গাঁজাখুরী কোনো অসম্ভব গল্প নয়, ঘুষোঘুষির অ্যাড্‌ভেঞ্চার মাত্র নয়—বুদ্ধির কঠিন পরীক্ষা, সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। অসংখ্য চিত্রশোভিত ১০০ পৃষ্ঠার উপর বই। মূল্য মাত্র দশ আনা।

বার হয়ে গেছে

দুরন্ত-কাহিনী

সতীকান্ত গুহ

এক সঙ্গে তিনটি উপন্যাস। মূল্য মাত্র ছয়-আনা। অভাবনীয় ব্যাপার। ছাপায় ছবিতে আর রোমাঞ্চকর কাহিনীতে অপূর্ব্ব পুস্তক। বাজারে হুলস্থূল পড়ে গেছে। সমালোচকরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

আজ পর্য্যন্ত ছ' আনায় এত বড় এত ভালো বই বার হয় নি।

বার হয়ে গেছে

এখন চিঠি লিখে অর্ডার বুক ক'রে না রাখলে
পরে শুষ্ক মুখে ললাটে করাঘাত করতে হবে

সুলিখিত সুচিত্রিত আর ক'খানা বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

পৃথিবীর রূপকথা	১৷৷০
সবুজ লেখা	১৷৷০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড	৸০
রাজকাহিনী ২য় খণ্ড	১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পদ্মরাগ বুদ্ধ	১৲

সুকুমার দে সরকার

দুধসায়রের পথে	৸৶০

সতীকান্ত ও শোভনলাল

পৃথিবীর উপন্যাস	১৲

সতীকান্ত ও মোহনলাল

পৃথিবীর গল্প	১।০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাড়ী থেকে পালিয়ে	১৲
দেশবিদেশের হাসির গল্প	৸০

প্রাচী পাব্‌লিশিং হাউস
১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের অভিনব সচিত্র মাসিক

* জলছবি *

এই দুই বৎসরের মধ্যেই কিশোর-চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ক্রশওয়ার্ড প্রতিযোগিতা, সব দিক দিয়াই জলছবি অভিনব।

একদিকে সুন্দর! অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদ!

বার্ষিক ২৷৷৶০; ষাণ্মাসিক ১৷৶০; প্রতি সংখ্যা ।০

নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

জলছবি কার্য্যালয় ঃঃ ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
- আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ॥০
- মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৵০
- গুজবের জন্ম ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
- মন্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৵০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সোনার পাহাড় (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
- বেজায় হাসি (২য় সংস্করণ) ১/০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
- মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৵০
- বুদ্ধির লড়াই ।৵০
- পরীর গল্প ।৵০

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
- বলতো (ধাঁধার বই) ॥৵০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
- গল্প ঠাকুরদা ।৵০
- এক পেয়ালা চা ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
- জীবনের সাফল্য ।৵০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
- অঞ্জলি ।৵০
- নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সংস্করণ) ।৵০
- জাতকের গল্পমঞ্জুষা ।৵০
- গল্পবীথি (২য় সংস্করণ) ।৵০
- শিশু-সারথি ।৵০

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র
- খাদে ডাকাতি ।৵০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
- রাজার ছেলে (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
- অচিন দেশের রাজকন্যা ।৵০

শীঘ্রই বেরুবে—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

শ্রীসুকুমার দে সরকার
- অরণ্য রহস্য (উপন্যাস)

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে ॥৵০

ছোটদের বার্ষিকী

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকমের গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

দাম ১।০ দাম ১।০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোটদের

নববর্ষের শ্রেষ্ঠ-রচনা সম্ভার

যে সকল জানোয়ারদের বিষয় এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ আছে, মানুষের সাধারণ জ্ঞানে তাদের আজগুবি বলেই মনে হয়। গায়ের রক্ত কখনো নীল রংয়ের হয়? মাথাটা মাথার দিকে নয় এমন জানোয়ার কি থাকতে পারে? এসব শুনলে মনে হ'তে পারে, এ আবার কি কথা! এও কি সম্ভব? কিন্তু সত্যই সেরূপ প্রাণী এ পৃথিবীতে আছে—বিশ্বাস না হয় বইখানি পড়ে দেখ—পড়লে অবাক হয়ে যাবে। শেখবার অনেক কিছুই এতে আছে। চমৎকার ছবিতে ভরা—দাম—এক টাকা

শিশু জগতের বিস্ময়

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
- রক্তবাদল ঝরে—১৲
- অসম্ভবের দেশে—১৲

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
- ভিক্তর হুগোর গল্প—॥৵০

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়
- গৌতম বুদ্ধ—১৲

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
- বেঁটে বক্কেশ্বর—৸০
- কুড়ের বাদশা—৸০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
- বালুচরের বিভীষিকা—৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল
- পদ্মার বুকে রহস্য—৸০

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

=শিশু-সাহিত্যের রত্নরাজি=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal)

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines Bengal) মূল্য—

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar)

শিখের কথা—(History of the Sikh মূল্য—

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরি শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—

বাংলার নবরত্ন— (Nine Gems Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—

কাশ্মীরের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনা ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য—

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷৷০।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থানঃ—A. H. Wheeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৷০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড ... (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

২য় খণ্ড ... ৷৷০

সংস্কৃত মহাভারত নানা রকম গল্পের সমুদ্র, তারই ভিতর হইতে সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি বাছিয়া ছেলেমেয়েদের মত করিয়া লেখা।

সুদৃশ্য কাগজে বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা।

রঙ্গিন ঝক্‌ঝকে বাঁধান মলাট—প্রচুর ছবি।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের জীবন কথা—দাম আট আনা

প্রবাসী বলেন—"ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি বেশ সুলিখিত ও সুপাঠ্য বই হইয়াছে।"

সম্মিলনী বলেন—"উপন্যাসের মত সরস অথচ প্রকৃত ইতিহাস।"

The Teachers' Journal বলেন, "ইতিহাসকে…আরব্যোপন্যাসের মত মনোরম করিয়াছেন…প্রত্যেক ছাত্রের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান হওয়া উচিত।"

প্রাপ্তিস্থানঃ—**ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ**

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,

ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

শারদীয় পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

১৫ই আশ্বিনে বাহির হইবে

এবার পূজার-বার্ষিকী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদকের ভার লইয়াছেন

চিত্রদীপ

'চিত্রদীপ' কোন ওস্তাদ-শিল্পীদের দ্বারা ইন্দ্রধনু-বর্ণে ও রেখায় চিত্র বিচিত্র হবে না ; চিত্রদীপের শিখায় সুবিচিত্র হবে বঙ্গবিখ্যাত অসংখ্য লেখনীর অপূর্ব্ব দান—গল্প, গাথা, রূপকথা, কৌতুককথা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনকাহিনী, কথানাট্য এবং ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ কত নাম আর করব ?

এবারের এই পূজায় ভেট হবে ছোটদের সঙ্গে বড়দেরও পক্ষে পরম লোভনীয় ও মোহনীয়

"আর এক অভাবিত বিশেষত্ব"

অন্যান্য বারের মত এবারেও আমাদের এই পূজা বার্ষিকীতে বাংলার সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার রচনা তো থাকবেই এবং সেই সঙ্গে থাকবে ছোটদের মহলে সুপরিচিত হেমেন বাবুর লেখা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ

"একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস"

পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে প্রায় চারি শত! একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র হবে সংখ্যাতীত! কিন্তু এই সুবৃহৎ গ্রন্থের দাম হবে মাত্র ১৷৷০ টাকা

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী

ছোটদের চয়নিকা	(গিরিজা বসু ও সুনির্ম্মল বসু)—	১৷৷০
ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন	(গিরিজা বসু ও সুনির্ম্মল বসু)—	১৷৷০
গল্পের মায়াপুরী	(হেমেন্দ্রলাল রায়) —	১৲
ঝলমল	(সুনির্ম্মল বসু) —	১৷৷০
আজব বই	(সুবিনয় রায় চৌধুরী) —	১৷৷০
শিশুগল্পিকা	(সুধীরচন্দ্র সরকার) —	১৷৷০
সোনার কাঠি	(নরেন দেব ও রাধারাণী দেবী)—	১৷৷০
যাদুঘর	(ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) —	১৷৷০

রোমাঞ্চকর উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

মরণের মুখোমুখি, মূল্য—৷৷০

রূপকথা

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত

নিঝুমপুরের স্বপন কথা, মূল্য ৷৷০

মন ছোটে মোর তেপান্তরে মূল্য—৷৷০

অপরূপ কথা, মূল্য—৷৷৵০

জীবজগত

সুবিনয় রায় চৌধুরী প্রণীত

জীবজগতের আজব কথা মূল্য—১৷০

বীরত্ব-কাহিনী

শচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

খ্যাতির বিড়ম্বনা, মূল্য—৳০

খেলা ও ব্যায়াম, মূল্য—৷৷০

বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

পাতালপুরী মূল্য—৷৷৵০

জঙ্গলে গল্প

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নদ্বীপের বিভীষিকা মূল্য—৷৷৵০

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

সুন্দরবনের শিকারী, মূল্য—৷৷০

দেব সাহিত্য কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে
সডাক বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা
যাণ্মাসিক মূল্য ১।০ টাকা
প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা
[প্রবেশ ফিঃ নাই

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩৷৷০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঝড়-বাদল

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৬ { ৮ম সংখ্যা

দুষ্টু

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

দুষ্টু ব'লে বক্‌লে মোরে
কাল মা, ভোরের বেলা,
তাই ত আমার বন্ধ হ'ল
উশ্রী-পারে খেলা।

ওপার থেকে হাটের দিনে
আস্‌ছে গরুর গাড়ী,
তার সাথে মা যাব দূরে—
ফিরব না আর বাড়ী।

অনেক দূরে যাবো মাগো,
সন্ধ্যা-তারার দেশে ;
সোনার চাঁপা ফোটে ভোরে
যেখান থেকে এসে।

রাঙা পথে সাঁওতালেরা
বাজিয়ে চ'লে বাঁশী,
শালের বনে মাদল বাজে—
উপচে পড়ে হাসি।

চিকণ পাতায় দুষ্টু হাওয়া
ফিরছে দিয়ে দোল্,
এতে তোমার হয় না কি মা
কোনও কাজের গোল ?

আমি যদি চেঁচিয়ে পড়ি
ফুল ফোটানোর ছড়া,
ভাল যদি লাগে আমার
পরীর দেশের পড়া,

কোকিল ডাকি যদি আমি
চাঁপাতলার নীচে—
দুষ্টু, ব'লে বক্‌বে তুমি
কেন আমায় মিছে ?

ভাল ছেলে যারা তোমার
থাকুক সবাই কাছে,
ইস্কুলেতে যায় তারা সব,
ওঠে না কেউ গাছে।

অঙ্ক তারা কষবে সবাই
'সামার ভেকেশনে'
উশ্রী-পারে খেল্‌তে কেউই
আস্‌বে না মোর সনে।

দুষ্টু আলো, দুষ্টু হাওয়া—
এরা আমার সাথী,
এদের সাথে উঠ্‌ব আমি
নতুন খেলায় মাতি।

ব্যাক্‌টিরিয়ার আরো গল্প

[প্রবন্ধ]

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

ব্যাক্‌টিরিয়ার কথা তোমরা সকলেই বোধ হয় একটু-আধটু শুনেছ—অন্ততঃ নামটা। রামধনুতেও এ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তোমাদের স্বাস্থ্যের বইএও অনেক জায়গায়ই এই অতি-ক্ষুদ্র জীবের কথা দেখতে পাবে। খবরের কাগজেও আজকাল হামেশা ব্যাক্‌টিরিয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

কিন্তু কয়েক বছর আগে কলকাতার একটা গুরুতর মোকদ্দমা সম্পর্কে সাধারণ লোকের কাছে ব্যাক্‌টিরিয়া নামটা খুব চলিত হয়ে গেছে।

সে একটা ভীষণ খুনের মামলা— ডিটেক্‌টিভ বইএর চেয়ে কম রহস্যপূর্ণ নয়। একটি জমিদার-বংশের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে—বলা বাহুল্য টাকার লোভে। এই উপলক্ষ্যে দু'জন ডাক্তারকেও ষড়্‌যন্ত্রসংশ্লিষ্ট বলে ধরা হয় এবং তাদের বিচার হয়। একজন ডাক্তার এবং প্রধান ষড়্‌যন্ত্রকারীর গুরুতর দণ্ড হয়।

জমিদারের ছেলেটি একটা ভিড়ের মধ্যে ছিল। তার পাশ দিয়ে একটা বদ্‌ চেহারার লোক যায়। ছেলেটির হাতে একটা পিঁপড়ের কামড়ের মত খুব

সরু ছুঁচ ফুটানর মত যন্ত্রণা বোধ হয়। তার পর কয়েক দিনের মধ্যেই তার ভয়ানক জ্বর হয়—বগলের নীচে ফুলে ওঠে এবং তাইতেই সে মারা যায়। ডাক্তাররা বলেন, প্লেগে তার মৃত্যু হয়েছে।

বিচারে ঠিক হয়, যে লোকটি ছেলেটির পাশ দিয়ে গিয়েছিল তার কাছে হাইপোডারমিক পিচকারী (Hypodermic Syringe) ছিল। তার ভিতরে ছিল প্লেগের ব্যাক্‌টিরিয়ার চাষ (Culture)। লোকটা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে পিচকারীর ছুঁচ ফুটিয়ে খানিকটা প্লেগের চাষ তার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি দেহের মধ্যে বেড়ে উঠে প্লেগ ব্যারাম উৎপাদন করে এবং তাতেই রোগীর জীবনান্ত হয়।

ব্যাক্‌টিরিয়া সংগ্রহ ব্যাপারে ডাক্তারের হাত ছিল। বোম্বাইয়ের "হফ্‌কীন্‌স্ ইনষ্টিটিউট্" নামক পরীক্ষাগৃহে প্লেগ ব্যাক্‌টিরিয়ার চাষ হয়। বড় বড় সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের ওপর ঐ কাজের ভার রয়েছে। কল্‌কাতাতে অন্য ব্যাক্‌টিরিয়ার চাষ

বিভিন্ন রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া

বাঁ দিক্ থেকে—কলেরার, যক্ষ্মার, টাইফয়েডের, লক্‌জ'র

হয়; এখানে প্লেগ নেই বলে প্লেগ ব্যাক্‌টিরিয়ার চাষের কোনও প্রয়োজন হয় না। ব্যাক্‌টিরিয়া চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা একটা বিখ্যাত বিজ্ঞান—তার ইংরাজী নাম "ব্যাক্‌টিরিওলজি" (Bacteriology)। প্রত্যেক ডাক্তারী শিক্ষার্থী ছাত্রকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়।

তোমরা জিজ্ঞাসা করবে—ব্যাক্‌টিরিয়ার কালচার—যাতে করে মানুষ মারা যায়—এমন সর্ব্বনেশে জিনিষ বৈজ্ঞানিকেরা আবার কষ্ট করে তৈরী করেন কেন? এর খানিকটা উত্তর পাওয়া যাবে ডাক্তারের বিপক্ষের কেস্ থেকে। যে মোকদ্দমার কথা বলছিলাম তাতে আসামী ডাক্তার কল্‌কাতার দু'-একজন বড় ডাক্তারের

চিঠি যোগাড় করে বোম্বাইয়ের ডাক্তারদের কাছে হাজির হয়। সে বলে, 'আমি একটা প্লেগের ঔষুধ আবিষ্কার করেছি। সেটার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য যেখানে প্লেগ ব্যাক্‌টিরিয়ার চাষ হয় সেই পরীক্ষাগারে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে চাই।' সেখানে কাজ করবার সময় সে কোন সুযোগে এক শিশি উক্ত কালচার চুরি করে। তার পর সেই কালচার কল্‌কাতায় এনে তার সাহায্যে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়।

আকার অনুসারে ব্যাক্‌টিরিয়াকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ব্যাসিলাস্—দাঁড়ির মত যাদের দেহ। ককাই—ছোট ছোট বিন্দুর মত যাদের দেহ। স্পিরিলিউম্—জড়ান তূলোর আঁশের মত যাদের দেহ।

ব্যাক্‌টিরিয়া কাল্‌চারের আর এক উদ্দেশ্য—তা থেকে "ভ্যাক্‌সিন" তৈরী করা। প্লেগের কাল্‌চার টিউব বা শিশির মধ্যে থাকে খানিকটা মাংসের ঝোল বা সেই রকম ব্যাক্‌টিরিয়া-খাদ্য, আর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেগ-ব্যাসিলাস্। অণুবীক্ষণের সাহায্যে ঐ তরল জিনিষটা পরীক্ষা করলে তার মধ্যে অসংখ্য খুব ছোট ছোট দাঁড়ির মত ব্যাসিলাস্ দেখতে পাওয়া যাবে।

জীবন্ত প্লেগ-ব্যাসিলাস্ যদি কারও শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়

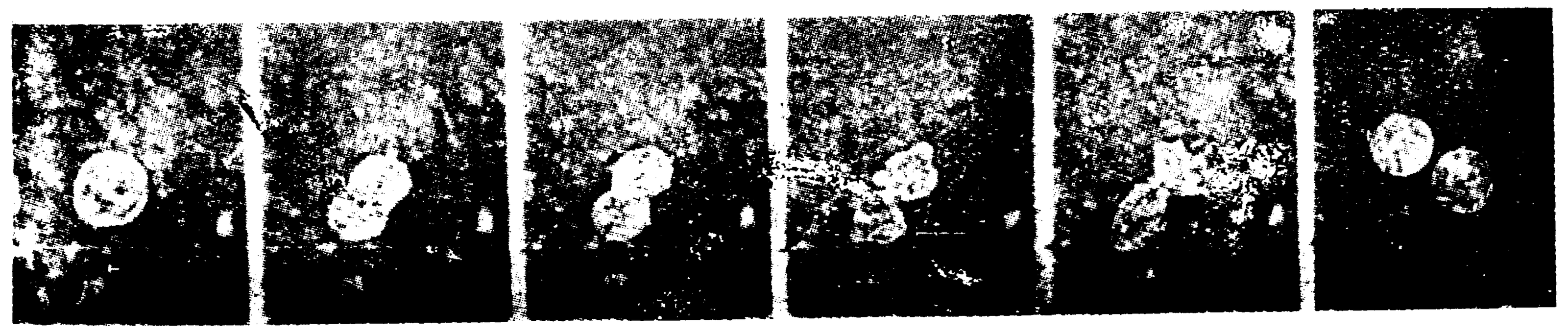

ব্যাক্‌টিরিয়ার জন্ম

একটি ভেঙ্গে চোখের পলকে কেমন ক'রে দু'টি হয়ে যায়।

তা হ'লে তার প্লেগ হয়ে মৃত্যু হ'তে পারে। কিন্তু ঐ মাত্রায় প্লেগ-ব্যাসিলাস্ যদি ফুটন্ত জলে রাখা হয় তা হ'লে ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি মরে যাবে। ঐ মরা ব্যাক্‌টিরিয়া যদি কারও শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে লোকটির প্লেগ হ'বে না—বড় জোর সামান্য একটু জ্বর হতে পারে।

ঐ জ্বর সেরে যাওয়ার পরে কিন্তু লোকটির দেহের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হবে। এখন যদি,তার শরীরে একই মাত্রার জীবন্ত প্লেগ্-ব্যাসিলাস্ প্রবিষ্ট করান হয় তবে লোকটি আর প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

ঐ মৃত ব্যাসিলাস্-যুক্ত তরল পদার্থকে "ভ্যাক্সিন্" বলে। যে সব দেশে প্লেগ হয় সে সব দেশের সুস্থ লোকের দেহের মধ্যে ঐ ভ্যাক্সিন্ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ফলে ঐ সব লোকের প্লেগ থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

বাংলা দেশে কলেরা ও টাইফয়েড জ্বর এই দু'টী ব্যাক্টিরিয়া-সঞ্জাত ব্যারাম অত্যন্ত প্রবল বলে কল্কাতার ল্যাবরেটরীগুলিতে ঐ ব্যাক্টিরিয়ার ভ্যাক্সিন্ তৈরী করা হয়। টাইফয়েড রোগীর শুশ্রূষা করতে গেলে এই ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজে লাগা উচিত। যে সব জায়গায় কলেরা রোগ প্রবল সেখানকার লোকদেরও কলেরার ভ্যাক্সিন্ নেওয়া উচিত।

বন্ধু

(শ্রীসুবোধ বসু)

বরাকর নদী এঁকেবেঁকে যেখানে বাঙ্লা ও বিহারের সীমা নির্দ্দেশ ক'রে সতর্ক অভিভাবকের মত সারাক্ষণ সশব্দে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তার কাছ থেকে অদূরে এই তালপাহাড়ী ইষ্টিশান। ইষ্টিশানটা খুবই ছোট; প্যাসেন্জারেরা প্রায় সবই সাঁওতাল—দূরদূরান্তের তাল গাছ আর মহুয়াবনের ছায়ায় ঢাকা অসমতল গ্রামগুলিতে সব বাস করে। তবে বছরের মধ্যে দু'চারবার সাঁওতাল যাত্রীরা একেবারে ঢাকা পড়ে যায়; তালপাহাড়ীর স্কুল যখন খোলে বা বন্ধ হয়, তখন ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকে ক'দিন পর্য্যন্ত ছোট্ট ইষ্টিশান্টা একেবারে গিস্গিস করতে থাকে। তারপরই আবার দৈনিক সাড়ে সাতখানা টিকিট‌ও নয়জনের জনতার বরাদ্দ সুরু হয়।

এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে বাঙালী-চালিত 'তালপাহাড়ী বিদ্যানিকেতন' নামে

একটা বোর্ডিং-স্কুল আছে; দূরদূরান্তরে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে পর্য্যন্ত ছাত্রেরা এখানে পড়তে আসে—স্থানাভাবে অনেককে জায়গা দেওয়া যায় না। ..

ইষ্টিশান থেকেই ইস্কুল-দালানের উঁচু চূড়োগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ঢেউ-খেলানো সুদূর প্রান্তরের শেষ প্রান্তে যেখানে ঝাউ, দেবদারু আর তালবনে মিলে এক ঘন যবনিকা সৃষ্টি করেছে তার ও-পিঠ থেকে ইস্কুল-দালান উচ্চতায় সবাইকে পরাভূত করেছে।

সবে মাত্র কলকাতার গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা এবং জান্লাগুলি দিয়ে পোর্টম্যান্টো, বিছানা, সুটকেশ এবং অন্যান্য বহু প্রকার মালপত্র ঠিক যেন বৃষ্টি হ'তে লাগল। লোক নামে না, মানুষের মুখের মাত্র দেখা নেই, কোলাহলের চিহ্নমাত্র নেই—শুধুই মাল বৃষ্টি! ভূতে-পাওয়া বাড়িতে যেমন চেয়ার, টেবিল, আল্না, পালঙ্ক, বাসন, বাক্স ওড়াউড়ি করতে থাকে, এ-ও তেমনি। তার পর ইষ্টিশানের ঘণ্টা পড়ল, ইঞ্জিন সিটি দিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে, একদল ছেলে যেন আকাশ থেকে প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর সহসা সশব্দে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক যেন, তালপুকুরের পাড়ে বুড়ো বটগাছটার ডালে একদল ডাকাত লুকিয়েছিল, শিকার পেয়ে হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে পড়েছে। এইবার তারা একস্বরে বলে উঠ্ল—'গুড্ মর্ণিং, তালপাহাড়ী—কেমন আছ?'

এরা সব তালপাহাড়ী বিদ্যানিকেতনের ছাত্র; ছুটীর শেষে ফিরে এসেছে। এবং যে-হেতু গাড়ি এখানে তিন মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না, সেই জন্য মাল বৃষ্টি করার অভ্যাসটা ওদের মক্স-করা ডিসিপ্লিনের অন্তর্গত; তবে এটা আর ক্লাসে শেখানো নয়, এটা স্পোর্টিং ক্লাবের ক্যাপ্টেন অপূর্ব্বের মাথা থেকে বেরিয়েছিল, এবং গত দু' বৎসর ধ'রে বেশ সজোর অনুশীলন হয়ে আসছে। তা, ট্রাঙ্ক, বাক্স কি আর দু'-পাঁচটা ভাঙে না?—ভাঙে; আবার মেরামত হয়।

বাইরে ইস্কুলের বড় বাস্টা তাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল; হল্লা করতে করতে তারা এসে তাতে উঠ্তে লাগল।

স্কুলের প্রধান দারোয়ান সুজনসিং সহাস্যমুখে একহাতে বাস্-এর দরজা ধ'রে রেখে অন্য হাতে দাড়িতে আঙুল বুলোচ্ছিল। হীরু দেখে বল্লে—'কেয়া, সুজনসিংহ, বিনুনী বানাচ্ছ?'

ক্লাস নাইনের সিতু ঘাড় নেড়ে বল্লে—'পরচুলোতে বিনুনী বানিয়ে আর কি হবে, সুজনসিংহ? এ-দাড়ি নিশ্চয়ই ঝুঁটো, নইলে কখনও একটা গালে এতটা দাড়ি উঠ্তে পারে!'

সুজনসিংহ হেসে দোআঁস্‌লা বাংলায় বল্লে—'জরুর হোয়,—হোবে না কেনো। আপ্লোগ্ আগে বোড়ো হোন্, এই সে আউর লাম্বা ভি হোবে।'

মাণিক বাস্-এর জান্‌লা দিয়ে শুধুমাত্র নাকটা বের ক'রে দিয়ে বল্‌লে—'তাড়াতাড়ি হ'লে, হষ্টেলের ঘরে বসে জান্‌লা দিয়ে বরাকর থেকে মাছও ধরতে পারতুম। বল তো, দাড়ির মধ্যে কেয়া মাথ্‌তা, সুজনসিং ? সার লাগাতা ?'

সুজনসিংহের মোটা গলার হাসি এবং বাস্-এর এঞ্জিনের গর্জ্জন এক সঙ্গে মিলে গেল। আঁকাবাঁকা ঢেউ-তোলা লাল মাটীর পথ দিয়ে বাস্ তালপাহাড়ী বিদ্যানিকেতনের দিকে যাত্রা করল।

দূর থেকে বড় গম্ভীর এবং সম্ভ্রান্ত দেখতে তালপাহাড়ী ইস্কুলের দালান। বাঙলা দেশের কোন্ এক বড় জমিদার জায়গাটার অবস্থান এবং স্বাস্থ্য দেখে সখ ক'রে এই নির্জ্জন জায়গায় আবাস তৈরি করেছিল। গ্রীক্ ও বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতি মিশিয়ে এই বিরাট্ দ্বিতল প্রাসাদ তৈরি হ'ল; বরাকরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাগান গড়ে উঠল। কিন্তু সখ মিটতেও দেরি হ'ল না। রহস্যে আবৃত ক'টা ঘটনা, এবং পরিবারে কয়টা মৃত্যু ঘট্‌বার পর, তালপাহাড়ীর এই আবাস প্রায় পরিত্যক্ত হ'ল। বিদ্যানিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ যখন জলের দামে এই বাড়ি ও বাগান কিনে নিলেন তখন বাড়িটা পোড়োবাড়ি এবং বাগান প্রায় নিবিড় জঙ্গল হয়ে উঠেছিল।

বাস্-এর হর্ণের শব্দ শুনে স্কুল-কম্পাউণ্ডের বিরাট্ লোহার ফটকটা যেন মন্ত্রবলে খুলে গেল, এবং নেপালী গেট্‌ম্যান্ বেঁটে বীরসিং দু'পাটী দন্ত বিকশিত এবং গোল গোল চক্ষু দুটী খুসিতে আকর্ণবিস্তৃত ক'রে সেলাম করলে। ছেলেরা বাস্ হ'তে চেঁচিয়ে বল্‌লে—'বীর সিং, গুড্ মর্ণিং', 'ছুটীর মধ্যেও কিছুই বড় হ'তে পার নি, দেখছি!' 'কতকাল আর এমন ছোট থাক্‌বে?' 'ট্রেনে তোমার হাফ্-টিকিট?' ইত্যাদি।

সুবিস্তৃত সুব্যবস্থিত উদ্যানের মধ্যেকার ঘোরানো রাঙা সুর্‌কির রাস্তা দিয়ে, স্কুল-বাড়ি বাঁ দিকে রেখে, দেবদারুবীথির ছায়া-ঢাকা পথে একটু এগিয়েই হষ্টেলের শাদা দোতলা সুন্দর দালানটার গাড়িবারান্দায় বাস্ এসে থেমে গেল। চকিতে দোতলার সবগুলি জান্‌লা দিয়ে অজস্র মাথা প্রকাশিত হ'ল; এবং উপরকার ও নীচেকার মিলিত উল্লাসের প্রতিধ্বনি দ্রুত ইস্কুল-বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পুনর্ব্বার এখানেই বর্দ্ধিত হয়ে ফিরে এল।

ইস্কুল খুলেছে, ছুটী ফুরিয়েছে, বন্ধুরা প্রায় সবাই আবার এসে মিলিত হয়েছে—পড়া, খেলা, গল্প, আনন্দ, কৌতুক—জীবনের বিচিত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস আবার এই সুপ্ত বোর্ডিং-স্কুলের বিরাট্ দেওয়ালের আবেষ্টনে, ছায়াবীথিকার তলায় তলায়, জিম্‌নাসিয়মে, কমন্ রুমে, সবুজ খেলার মাঠে, এবং বরাকরের তীর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।

দিন সাতেক পর। ক্লাস টেন্-এর সংস্কৃত ক্লাস বসেছে। পণ্ডিত গজপতি কাব্যতীর্থ পা দুটোই চেয়ারের ওপর উঠিয়ে নিয়ে নিকেলের চশমা নাকের অগ্রভাগে স্থাপন করলেন। কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের সমুখ দিকের চাইতে পিছন দিকেই পড়ুয়াদের আগ্রহ বেশি দেখা গেল;—তাঁর সুদীর্ঘ টিকির ডগায় যে জবা ফুলটা তিনি আজ বিশেষ সাত্ত্বিক প্রসাধনরূপে ব্যবহার করেছেন, সেটাই বিশেষ মনোযোগের কারণ হয়েছে।

পণ্ডিতমশায় বল্‌লেন—'ওদিকে হাঁ করে কি দেখছিস্ রে? বই খুলতে বল্‌লুম, তা ওদিকে কি হচ্ছে, য়্যাঁ?'

অপূর্ব্বের ঘাড়টাই বেশি লম্বা হয়েছিল; সে তাড়াতাড়ি ঘাড় ছোট ক'রে ফেল্‌লে। নিরীহ গলায় বল্‌লে—'আজ্ঞে, স্যর্, ও কিছু নয়। হেড্-মাষ্টার মশায় বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন কিনা, ভাবলুম—'

'ওঃ, যাচ্ছিলেন বুঝি?' গজপতি কাব্যতীর্থ সন্ত্রস্ত হয়ে পেছনে তাকিয়ে বল্‌লেন। 'বড় দেরি করিস্ তোরা বই খুলতে; তাই পড়া আরম্ভ করতেও দেরি হয়ে যায়! আজ কি পড়া? ব্যাকরণ, কেমন? বল্ দেখি—'

অপূর্ব্ব প্রমাদ গণ্‌লে, কেননা পণ্ডিতমশায়ের দৃষ্টি সংশয়হীনরূপে তারই দিকে নিবদ্ধ। মাণিক শেষ বেঞ্চে বসে এতক্ষণ 'রবিন্ হুড্' পড়ছিল; 'বল্ দেখি'—শুনে আশঙ্কিত ভাবে একবার চোখ ওঠালে। উঠিয়েই দৃষ্টি পড়ল, বেচারী অপূর্ব্বের শঙ্কিত মুখের দিকে।—অপূর্ব্ব ব্যাকরণে একটু কাঁচা; যেখানে স্মরণশক্তির প্রয়োজন, সেইখানে সে সুবিধা করতে পারে না; যেখানে মৌলিকতা হলে চলে, সেখানে কিন্তু তার যোড়া মেলা ভার! 'ফুটবল', বন্ধুরা বলে, 'ফুটবলের জন্যই স্মরণশক্তি কমেছে, কিন্তু মাথাটা ঠুকে ঠুকে তেমন এই ফুটবলই আবার ওর বুদ্ধির কবাট খুলে দিয়েছে।'

পণ্ডিতমশায় বল্‌লেন—'বল্ দেখি, অপূর্ব্ব, সমাহার দ্বন্দ্ব আর সমাহার দ্বিগু, এই দুটোতে—'

'স্যর্', মাণিক উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বল্‌লে,—'অত কঠিন প্রশ্ন আজ ওকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যর্। কাল বিকেলে কঠিন ফুটবল ম্যাচ্ আছে, ওর মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেলে সমস্ত ইস্কুলেরই—'

'ইস্কুলেরই কি?' চোখ পাকিয়ে পণ্ডিতমশায় কড়া প্রশ্ন করলেন।

'নাম-খারাপ হবে। আসানসোলের সঙ্গে খেলা যে, স্যর্।—হেড্ মাষ্টারমশাই বলেছেন—যেমন করেই হোক্, জেতা চাই—'

অপূর্ব্ব সকৃতজ্ঞ চোখে মাণিকের এই সাহায্য স্বীকার করলে।

পণ্ডিতমশায় বল্‌লেন—'হ্যাঃ, কি কাণ্ড! একটা প্রশ্নের জবাব দিলেই যার মাথা ঘুলিয়ে যায়, তার আবার খেলতে যাওয়া কেন? তবে হেড্‌-মাষ্টারমশায় যখন বলেছেন—' আচ্ছা, মাথা যাতে ঘামাতে না হয়, তেমনি কিছু বল্‌। আমার কাছে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া চলবে না—তা ফুটবলই খেল, আর ব্যাট্‌বলই খেল।—গজ-শব্দের রূপ বল্‌ দেখি?—ভাবা নয়, চিন্তা নয়, চট্‌পট্‌ ক'রে বল্‌—'

অপূর্ব্ব এইবার আর দ্বিধা বা বিলম্ব করলে না। সগর্ব্বে সুরু করল—'গজতি, গজতঃ গজন্তি; গজসি, গজথঃ, গজথ; গজামি—'

'থাকুক্‌, থাকুক্‌, যথেষ্ট হয়েছে', গভীরভাবে আহত হয়ে পণ্ডিতমশায় তাকে নিবৃত্ত করলেন। 'বস্‌, বস্‌, আমার ঘাট হয়েছিল, তোকে জিজ্ঞাসা করা। বল্‌লে কিনা—গজতি, গজতঃ—! ওরে মূর্খ, ওটা কি ধাতুরূপ না শব্দরূপ। শব্দরূপের উপর কিনা তি তস্‌ অন্তি চড়িয়ে দিলি!'

'স্যর্‌, বড়ই তাড়াতাড়ি বলতে বল্‌লেন কিনা। তাড়াতাড়িতে ওর কিছুই মনে—'

'তুই থাম্‌, মাণ্‌কে। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা এসেছেন সাফাই গাইতে।—বেশ্‌, তুই-ই বল্‌ দেখি; উপমান এবং উপমিত কর্ম্মধারয়ের মধ্যে তফাৎটা দুটো দৃষ্টান্ত দ্বারা ঝুঝিয়ে—'

মাণিক চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগল—ও দুটোর তফাৎ কিছুতেই সে ধরতে পারে না।

'নোটিশ!'

মাণিক তাডাতাড়ি তাকিয়ে দেখ্‌লে, বেয়ারা নোটিশ নিয়ে এসেছে। পণ্ডিতমশায় আক্রমণের কথা বিস্মৃত হয়ে তাড়াতাড়ি নোটিশ হস্তে গ্রহণ করলেন—হেড-মাষ্টারের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বড়ই প্রচুর। মাণিক এই অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য যেন মন্ত্রবলে রক্ষা পেল; বেয়ারাকে তার দেবদূত বলে মনে হতে লাগল।

পণ্ডিতমশায় চশমা আরও একটু টেনে নামিয়ে নোটিশের ওপর ঝুঁকে পড়লেন; অনেকক্ষণই পড়া হ'ল; তার পর চশমা খুলে নিয়ে আবার তিনি আদ্যোপান্ত পড়লেন, এবং পড়া শেষ করে পুনর্ব্বার চশমা এঁটে নোটিশখানাকে আবার চোখের সমুখে বাগিয়ে ধরলেন—অর্থাৎ আবারও পড়া হবে।

ইতিমধ্যে ছাত্রদের মধ্যে চোখে চোখে বেতার প্রেরিত হয়ে গেল। অপূর্ব্ব মাণিককে ইঙ্গিতে বোঝালে—'তুই-ই যা; আর দেরি করিস্‌ নে।—পণ্ডিতমশায়ের কৃতজ্ঞতা তোকে প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচাবে।'

ইংরেজিটাই পণ্ডিতমশায় যা একটু, কম জানেন। সংস্কৃতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, কিন্তু

টোলে তো আর ওসব ম্লেচ্ছ ইংরেজী পড়ান হয় না! নোট্‌ বই মুখস্থ ক'রে সংস্কৃত শ্লোকের ইংরেজি ব্যাখ্যা চালিয়ে দিতে পারেন বটে, এমন কি ডিক্‌সনারীর সাহায্যে ট্রান্‌স্লেশান আর রি-ট্রান্‌স্লেশানের কাজ পর্য্যন্ত চালিয়ে নিতে পারেন,—তবে এই নোটিশ প্রভৃতির মত কোনও ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে বড় অনর্থ হয়;—বিশেষ করে হেড্‌-মাষ্টারমশায়ের জবরজঙ্গ শব্দের ওপর যা প্রীতি, তাতে পণ্ডিতমশায়কে ঘায়েল ক'রে ছাড়ে। ছাত্রেরা এ-সংবাদ ভালো করেই জানে; আর এ-ও জানে, পণ্ডিতমশায়ের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের এ একটা চমৎকার সুযোগ।

কাছে এসে মাণিক বল্‌লে,—'স্যর্‌, পড়তে অসুবিধা হচ্ছে?'

পণ্ডিতমশায় চোখ ওঠালেন। সামান্য রাগ এবং প্রভূত স্বস্তি কণ্ঠে মিশিয়ে বল্‌লেন—'মানে? যা, জায়গায় যা।'

'কতদিন ধরেই বলছি, স্যর্‌, চশমাটা বদ্‌লান।' মাণিক নির্দ্দোষ সরলতার সঙ্গে বল্‌লে। 'এ-চশমাতে, স্যর্‌, আপনি কিছুই দেখতে পান্‌ না—হয়তো পাওয়ার কমেও গিয়ে থাকতে পারে।—দিন্‌, স্যর্‌, নোটিশটা আমিই পড়ে দিই। এ-চশমায় ইংরেজি পড়ে চোখ দুটোর মাথা আর খাবেন না।'

'না, না, এমন বেশি আর কি কষ্ট হয়! তবে, হ্যাঁ, এইবার চশমাটা বদ্‌লাতেই হবে। দৃষ্টিশক্তি বড়ই ক্ষীণ—। তা, নে; তোর যদি পড়ে শোনাতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, শোনা। ইংরেজি উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে দেখিস্‌।' বলে গজপতি কাব্যতীর্থ সানন্দে নোটিশখানা মাণিকের হস্তে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মাণিক নোটিশ পড়ে শোনালে। পণ্ডিতমশায় উচ্চারণের অশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন; কিন্তু ভেবে শেষ পর্য্যন্ত ভুল আর ধরলেন না।

নোটিশের সার মর্ম্ম এই:—স্কুল কম্পাউণ্ডের বাগান থেকে ফুল ছেঁড়া বা গাছের পাতা নষ্ট করা নিষেধ; কিন্তু সম্প্রতি কে বা কারা ফুল চুরি ক'রে এবং পাতা ছিঁড়ে উদ্যানের শ্রী নষ্ট করছে। তাই এই নোটিশ দ্বারা ছাত্রদের বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'ল,—কেউ ফুল ছেঁড়া তো দূরের কথা, গাছগুলি পর্য্যন্ত যেন স্পর্শ না করে।

নোটিশ প'ড়ে—এবং পণ্ডিতমশায়ের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে—সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য তার একটা বাংলা তর্জ্জমা আউড়ে দিয়ে, মাণিক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে এসে অপূর্ব্বের পাশে জায়গা করে বস্‌ল।

পণ্ডিতমশায় তখন আরম্ভ করেছেন—'ছি ছি ছি, এমন বালকও তবে তালপুকুর বিদ্যানিকেতনে আছে, যে উদ্যানকে হতশ্রী করতে দ্বিধা করে না—এমন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত

সুমনসকে অনায়াসে উৎপাটন ক'রে হেড্-মাষ্টারমহাশয়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়! তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই অপরাধে অপরাধী?'

অপূর্ব্ব বল্‌লে, 'কেউ নয়, স্যর্; কোনও দিন নয়। এমন দুষ্ট বুদ্ধি—'

পণ্ডিতমশায় শুদ্ধ ক'রে বল্‌লেন—'দুষ্ট বুদ্ধি নয়,—দুষ্টা বুদ্ধি। কেননা,—বিশেষ্যস্ত হি যল্লিঙ্গং—'

মাণিক অসন্তুষ্ট মুখে ফিসফিস্ ক'রে বল্‌লে,—'কিন্তু গাড়িবারান্দার ও-দিকের বাগানটায় কত বড় একটা ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুটেছে, তা দেখেছিস্?'

অপূর্ব্ব গম্ভীরভাবে হাত নেড়ে দেবভাষায় জবাব দিলে—'লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু, মা ফুলেষু কদাচন—'

মাণিক ঈষৎ হেসে বল্‌লে,—'চমৎকার! কে বল্‌লে সংস্কৃতে তুই কাঁচা!—কিন্তু, ঈস্, এত বড় ম্যাগ্‌নোলিয়াটা শুধু শুধুই হাওয়াতে নষ্ট হবে—এ কি উচিত? এর কি কোনও উপায় নেই? শোন্, অপূর্ব্ব, আজ যেমন তোকে পণ্ডিতমশায়ের হাত থেকে বাঁচালাম, তোরও উচিত—'

'বাঃ রে, আমি বুঝি আর তোকে বাঁচালাম না?'

অপূর্ব্ব প্রতিবাদ করে বল্‌লে, 'কে তোকে রক্ষা করলে, নোটিশটা নয়?'

মাণিক বল্‌লে, 'আলবাৎ নোটিশটা। কিন্তু তাতে তোর বাহাদুরি কোথায়? নোটিশ তো আর তুই জাল—'

অপূর্ব্ব বল্‌লে, 'না, তা আর নয়। কিন্তু জগবন্ধু বেয়ারাটাকে বলে রেখেছিলাম,—কাছেই যেন থাকে,—পণ্ডিতমশায় যদি সত্যিসত্যি আমাকেই পড়া ধ'রে বসেন, তবে সে যেন আজকের নোটিশটা জারি করতে এসে সাহায্য করে। একটু দেরি করে ফেলেছিল, কিন্তু তুই তো বেঁচে গেলি। বন্ধুদের একজন বাঁচলেই হ'ল—'

পণ্ডিতমশায় আরম্ভ করলেন—'বল্ দেখি, নৃপেন, ময়ূরব্যাংসকাদি কি রকম?'

'ওটা, স্যর্' নৃপেন জবাব দিলে, 'অশ্বঘাসাদিবৎ!'

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ত্রয়োস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

উৎসবময়ী হারলেম্

১৫ই মে,—১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ। আজ হারলেম্ সহরে মস্ত বড় উৎসব। বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত কালো টিউলিপের আবিষ্কারককে আজ সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডার এই উৎসবের পুরোহিত হইতে রাজী হইয়াছেন,—উদ্যান-সমিতির প্রতিশ্রুত পুরস্কার এক লক্ষ গিল্ডার তিনিই হাতে করিয়া দিবেন।

সমস্ত সহর ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে, ফুলের রাণী কালো টিউলিপের উপযুক্ত সমাদর ফুল দিয়াই করা হইবে। রাজপথে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া, তারা যেন কিসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। যার যত ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আছে আজিকার এই বিশেষ দিনটিতে কেউই তা পরিয়া লইতে ছাড়ে নাই।

একটু পরেই এই আগ্রহের কারণ জানা গেল—জনসমুদ্রে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউ উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো উল্লাস-ধ্বনিতে সমস্ত দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে চাহিয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড মিছিল এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। মিছিলের আগে আগে ব্যাণ্ড বাজিতেছে; তার পিছনেই উদ্যান-সমিতির সভাপতি ভ্যান্ হেরিসেন্, তাঁর পরনে ঠিক কালো টিউলিপের মতই কুচকুচে কালো ভেলভেটের পোষাক। ভ্যান্ হেরিসেনের পিছনে সমিতির অন্যান্য সভ্য, তার পর সহরের আর আর গণ্যমান্য লোক। মিছিলের মাঝখানে একটা সিংহাসনের উপর সোনার পাত্রে কালো টিউলিপ্ রাজেন্দ্রাণীর মত শোভা পাইতেছে। তার পাশেই আর একটা কারুকার্য্য-করা সুদৃশ্য চামড়ার থলি—তারই মধ্যে আছে পুরস্কার।

সকলের শেষে আছে আইজাক্ বক্সটেল্—তার পরনে টুকটুকে লাল পোষাক। সে-ই আজিকার উৎসবের প্রধান নায়ক। মন তার খুসীতে ভরিয়া আছে, তবু মাঝে মাঝে কিসের আশঙ্কায় সে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিতেছিল। বক্সটেল খুঁজিতেছিল রোজাকে। তার ভয় হইতেছিল পাছে রোজা আসিয়া আবার কোন অঘটন ঘটাইয়া বসে।

বক্সটেল্‌কে দেখা যাইতেই জনতা আবার প্রচণ্ড কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল,—পথের দু' পাশ হইতে তার উপর অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি সুরু হইল। বক্সটেল মাথা নোয়াইয়া সকলকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

সহরের এক অংশে একটা বিরাট্ সভামণ্ডপ তৈরী করা হইয়াছে। এখানেই উৎসবের আসল অনুষ্ঠান হইবে। ষ্টাট্‌হোল্ডারের জন্য উঁচু মঞ্চের উপর একটা সিংহাসন পাতা হইয়াছে, অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্যও বিশেষ বিশেষ আসন রাখা হইয়াছে। মঞ্চের মাঝখানে একটা সোনার কাজ-করা বিরাট্ ফুলদানী। ইহারই উপর কালো টিউলিপ্‌কে বসান হইবে। মিছিল ধীরে ধীরে এই সভামণ্ডপের সামনে আসিয়া থামিল।

সভামণ্ডপের সম্মুখে বিশাল জনসমুদ্র যখন আনন্দ-কোলাহলে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেছিল ঠিক সেই সময় তার পাশ দিয়া একখানা চার ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। গাড়ীখানা ধুলা-কাদায় মাখা, দেখিলেই বুঝা যায় অনেকটা পথ তাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। গাড়ীর উপরে কয়েক জন সশস্ত্র প্রহরী বসিয়া, ভিতরে মাত্র দু'টি লোক। এদের দু'জনকেই আমরা চিনি। একজন হতভাগ্য বন্দী ভ্যান্ বার্ল্, অপর জন ক্যাপ্‌টেন ভ্যান্ ডেকেন্।

লুভেষ্টিন্ হইতে বাহির হইয়া ডর্টের পরিবর্ত্তে এ তারা কোথায় চলিয়াছে ভ্যান্ বার্ল্ তার সঙ্গীকে এ প্রশ্ন অনেক বার করিয়াছে, কিন্তু ক্যাপ্‌টেন এ পর্য্যন্ত কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। অবশেষে ভ্যান্ বার্ল্‌ও বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু এখন হারলেমে আসিয়া এ দৃশ্য চোখে পড়ার পর আর সে চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে কৌতূহল ভরিয়া আবার প্রশ্ন করিল: "এখানে আবার আজ কি হচ্ছে?"

ক্যাপ্‌টেন এবার জবাব দিলেন, কিন্তু সংক্ষেপে। বলিলেন, "দেখতেই তো পাচ্ছেন, একটা উৎসবের আয়োজন হয়েছে।"

কিন্তু ভ্যান্ বার্ল্ শুধু এটুকুতে তৃপ্ত হইল না। বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "এত ফুল কেন? কিসের উৎসব? বাঃ, কি চমৎকার দেখতে!"

ক্যাপ্‌টেনের কেমন মায়া হইল, তিনি কোচ্‌ম্যান্‌কে গাড়ীটা একটু থামাইবার আদেশ দিলেন।

ভ্যান্ বার্ল্ ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, "থাক্, এ দৃশ্য আমার সইবে না। গাড়ী চালাতে বলুন।"

ক্যাপ্‌টেনের আদেশে গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিতেই হঠাৎ ভ্যান্ বার্লের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগিল, সে চেঁচাইয়া কহিল, "আচ্ছা, একটু—একটু থামাও। ওগুলো কি ফুল? টিউলিপ্! আজ কি এখানে টিউলিপের উৎসব?"

"হ্যাঁ, বিখ্যাত কালো টিউলিপ্-আবিষ্কারককে আজ তার পুরস্কার দেওয়া হবে।"

"কি—কি—কি বল্‌ছেন?" ভ্যান্ বার্লের গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল।—"কিন্তু কালো টিউলিপ্ কি ক'রে হবে—তার রহস্য তো জানে কেবল একটি লোক আর সেও—"

"হ্যাঁ সেই লোকটিকেই আজ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।" ক্যাপ্‌টেন্ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন।

এবার ভ্যান্ বার্ল্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "তা হ'তে পারে না—হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই ও টিউলিপ্ একদম কালো নয়, খুঁত তার আছেই। আমি দেখাব—দেখাব—দেখাব। একবারটি আমায় ওর কাছে যেতে দিন।"

ভ্যান্ বার্লের রকম-সকম দেখিয়া ক্যাপ্‌টেন বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া কহিলেন, "আপনি কি পাগল হয়েছেন? আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন আপনি একজন রাজবন্দী? এ কি অদ্ভুত আব্দার!"

ভ্যান্ বার্ল্ যুক্ত করে মিনতি করিয়া কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি, একবারটি—শুধু এক মিনিটের জন্য আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। তার পর আমি ফিরে এলে আমাকে না হয় মেরে ফেলবেন, আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু একবারটি আমাকে যেতে দিন।"

ক্যাপ্‌টেন্ বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, "কি পাগলামী আরম্ভ করলেন! আমাকে শুদ্ধু বিপদে ফেলবেন দেখছি! এখনই ষ্টাট্‌হোল্ডার এসে পড়বেন, গোলমাল করলে অনর্থ বাধবে। আপনিও যাবেন, আমিও যাব।"

বলিতে বলিতে ষ্টাট্‌হোল্ডারের কয়েকজন অশ্বারোহী শরীর-রক্ষক গাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তার পরেই দেখা গেল আর একটা সুদৃশ্য গাড়ীর মধ্যে স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডার আসিতেছেন। ভ্যান্ বার্ল্ তাঁকে চিনিতে পারিল। গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে তাঁর দিকে চাহিয়া করুণ ভাবে কাকুতি-মিনতি সুরু করিয়া দিল। ব্যাপারটা কুমারের নজর এড়াইল না। বিশেষতঃ সঙ্গের ক্যাপ্‌টেনটিকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। কুমার গাড়ী থামাইতে হুকুম দিলেন।

ভ্যান্ ডেকেন গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে হাজির হইলেন। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?"

ভ্যান্ ডেকেন জানাইলেন, "এই সেই বন্দী যাকে আনবার জন্য আমাকে লুভেষ্টিনে পাঠিয়েছিলেন। ও এখানে একটু থামবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে।"

ভ্যান্ বার্ল্ গলা বাড়াইয়া কহিল, "শুধু কালো টিউলিপ্টা দেখবার জন্য। আপনি দয়া করে একবারটি অনুমতি দিন—এ জীবনে আমি আর কোন কিছু চাইব না। আপনার পায়ে পড়ি, একবারটি—শুধু একবারটি অনুমতি দিন।"

কুমার এক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে ভ্যান্ বার্লের দিকে চাহিলেন, তার পর ভ্যান্ ডেকেন্‌কে

আর একটা সুদৃশ্য গাড়ীর মধ্যে স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডার

লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ও, এই বুঝি সেই বিদ্রোহী বন্দী যে সম্প্রতি জেলারকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল?"

শুনিয়া ভ্যান্ বার্ল্ মাথা নীচু করিল। কি আশ্চর্য্য! কুমারের কাছে এত তাড়াতাড়ি এ খবর আসিল কি করিয়া? যাই হোক্, যখন আসিয়াছে তখন তার আর কোন আশা নাই, জীবনের তো নাই-ই, তার এই শেষ অনুরোধটিরও নয়।

কিন্তু আশ্চর্য্য, কুমারের দয়া হইল। খানিকক্ষণ মনে মনে কি ভাবিয়া তিনি ভ্যান্ ডেকেনকে কহিলেন, "আচ্ছা, একবার দেখতে দাও। যত বড় অপরাধই করুক হল্যাণ্ডের লোক হয়ে কালো টিউলিপ্ দেখে যেতে না পারলে তার জীবনই বৃথা।"

ভ্যান্ বার্ল্ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। কি ভাবে যে সে কুমারকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে ভাবিয়া পাইল না।

কুমার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ক্যাপ্টেনকে অনুমতি দিয়া আবার গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিলেন। একটু পরেই দেখা গেল সমবেত জনতার তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে সভা-মঞ্চের উপর উঠিতেছেন। (ক্রমশঃ)

ধপাস্ ক'রে

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

"একি খোকা! কেমন ক'রে হঠাৎ এমন আছাড় খেলি?
কলার খোসায় পা প'ড়ে কি কল-তলাতে পিছ্‌লে গেলি?
টুল থেকে কি লাফিয়েছিলি? উঠছিলি কি টেবিলটাতে?
আপিস-ঘরে হুড়মুড়িয়ে ছুটছিলি কি ভুলোর সাথে?

কেউ কি তোকে হঠাৎ এসে পেছন থেকে ঠেলে দিল?
নয়ত কি ওই চৌবাচ্ছার পেছলে পা পিছলে গেল?
তাও নয়ত, কোথায় তবে? উঠছিলি কি চিলের ছাতে?
কিংবা ক'রে গোঁয়ার্ত্তুমি চ'ড়ছিলি ওই সাইকেলেতে?

পায়ের তলায় লেগেছিল কাপড় কাচার সাবানটা কি ?
নইলে এমন মিছেমিছি আছাড় খাবার কারণটা কি ?
সব তাতে যে নাড়িস মাথা,—পড়লি তবে কেমন করে ?
তেঁতুল চুরি করতে বুঝি উঠেছিলি ঠাকুর-ঘরে ?
সেখান থেকে নামতে গিয়ে ভাঙ্গা সিঁড়ি টপ্‌কেছিলি ?
কিংবা বুঝি অন্ধকারে চৌকাঠেতেই হোঁচট্ খেলি ?
লক্ষ্মী সোনা, বল্ ত যাদু, পড়ে গেলি কেমন করে ?"
ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌লে খোকা, "প'ড়ে গেলাম ধপাস্ করে।"

হর্ষবর্দ্ধনের অমরত্বলাভ

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

নন্দলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে : "নাঃ, শুয়ে শুয়ে কষ্ট ক'রে বেঁচে থাকা কিছু না। এর চেয়ে অমরত্বলাভ করা ভালো। অনেক ভালো।"

অমরত্ব-লাভের পথ অবশ্যি অনেক। বোম্বে মেলের সাম্‌নে হাত-পা মেলে দাঁড়ানো, (অভাবপক্ষে, দোতলা বাস্ হলেও চলে যায়) পাঁচ-তলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়া, কিংবা ভরিখানেক অহিফেন রসগোল্লার মধ্যে ভ'রে নিয়ে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলা—ইত্যাদি, ইত্যাদি। মরবার পর প্রায় সকলেই অমর, কাউকেই আবার দ্বিতীয়বার মর্‌তে হয় না। অবশ্যি কেউ কেউ যে বিশ্বাসঘাতকতা করে না তা নয়, মরবার পর হঠাৎ বেঁচে উঠে আত্মীয়-স্বজনকে হতাশ করেছে খবর-কাগজে এমন এক-আধটা দুঃসংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বই কি! কিন্তু নিজের-শ্রাদ্ধে-বাদ-সাধা, চর্ব্ব-চোষ্যর-অন্তরায়-হওয়া এ হেন হিংসুটে লোকের সংখ্যা কোটিকে গোটিক,—এক কোটির মধ্যে একজনও মেলে কিনা সন্দেহ!

কিন্তু এ ধরণের অমরত্বে নন্দলালের লোভ নেই। অনায়াসলভ্য অমরত্বে কী সুখ? লাভই বা কী? মূল্যই বা কী তার? অনায়াসে বেঁচে থেকে-থেকেই অরুচি ধরে গেছে নন্দলালের, স্বস্তি পাচ্ছে না বেচারা, তার ওপরে আবার যদি বিনা পরিশ্রমে তাকে মারা যেতে হয় তা হ'লেই তো হয়েছে! না, না—সে সব নয়, আমাদের মহাকবি মাইকেল, 'অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে'—ব'লে অমরত্বের যে আন্‌কোরা পথ বার ক'রে গেছেন সেইদিকেই তার ঝোঁক্।

নাম করার আরও বিস্তর পথ আছে, সত্যিই। লাখখানেক দান ক'রে ফেলে হঠাৎ রায় বাহাদুর হয়ে যাওয়া, দিন তিনেক জলে পড়ে সাঁৎরানো, হিমালয়-অভিযানে উধাও হওয়া, কিংবা তোমার গিয়ে, ওই কি বলে, হিট্‌লার কি মুষোলিনীর মত মুষল নিয়ে পৃথিবী-উদ্ধারে বেরিয়ে পড়া—! কিন্তু নাম করার ওই সব ঘোরালো পথে, জোরালো পথে, নন্দলালের উৎসাহ কম। সাহিত্যই হচ্ছে অমর হওয়ার শর্ট্ কাট্। নন্দলাল সাহিত্য করবে। সাহিত্যই করবে। নানা ভাবেই ভেবে দেখেছে সে। ভালো করেই দেখেছে।

অতএব, দিস্তাখানেক কাগজ নিয়ে বসে পড়্‌ল নন্দলাল। ফানুস্ এবং সাহিত্য প্রধানতঃ কাগজের ভরসাতেই ওড়ে, অবশ্যি ভেতরে খানিকটা ধূমায়মান শিখারও দরকার বই কি! তা, সে শিখারও অভাব নেই! না, নন্দলালের টিকির কথা বল্‌ছি না, তা হলে ত তার সমস্ত মাথাই টিকিতে ভর্ত্তি! কাগজে পদার্পণের আগে সাহিত্য প্রথমতঃ মগজেই গজায়, সাহিত্যের প্রথা-মত! সেই কারণে নন্দলালকে তিন মাস চুল ছাঁটা বন্ধ রাখ্‌তে হয়েছে—হতে হ'লে দস্তুরমতই সাহিত্যিক হবে সে।

সেই বহ্নি-শিখা হচ্ছে নন্দলালের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। ধিকি ধিকিই জ্বল্‌ছে তার অন্তরে, সর্ব্বক্ষণই জ্বল্‌ছে। সেই কথাই বল্‌ছি।

নন্দলাল লিখ্‌ল চারটে দর্শনের বই, মানে, মনে মনে লিখে ফেল্‌ল। অ, উ, ম্—প্রথম দুই স্বর এবং 'তৃতীয়' অনুস্বর মিলিয়ে হ'ল ওঁ—যে প্রণব-ধ্বনি থেকে এই বিশ্বসৃষ্টি আর এ দিনকার নিত্যনব দুর্ঘটনা, নন্দলাল তার আদ্য অক্ষরটি নিয়েই অখণ্ড গবেষণা লাগিয়ে দিল। তার ফলে, তার অ-দর্শন যে লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবে, সে আর আশ্চর্য্য কি?

দর্শন-চর্চ্চা সমাধা ক'রে উপন্যাস-রচনায় হাত দিল নন্দলাল। পূরো একটা উপন্যাসই লিখে ফেল্‌ল সে,—প্রায় গোটা একটা পরিচ্ছেদই বল্‌তে গেলে। উপন্যাসের আরম্ভটা এই রকম :

একটা কুকুর এক চাঁদ্‌নি রাতে বেরিয়ে পড়েছে হঠাৎ। খুব সম্ভব খাবার-দাবারের খোঁজেই।...

অনুমানটা অবশ্যি গোবর্দ্ধনের। নন্দলালের এ বিষয়ে মতভেদ ছিল, তার উপন্যাসের নায়কের প্রতি এটা অন্যায় দোষারোপ, তা ছাড়া কিছু না।

হুক্কাহুয়া, হুক্কাহুয়া কর্‌তে কর্‌তেই বেরিয়ে পড়েছে সে।...

হর্ষবর্দ্ধন আপত্তি করেছেন: "ও তো কুকুরের ডাক নয়। ওরা তো শেয়ালের মত ডাকে না,—যদ্দুর আমার জানা আছে অবশ্যি।"

যতটা সাধ্য, লেখকের ক্ষোভের কারণ না ঘটিয়েই, তিনি নিজের অভিজ্ঞতাটা ব্যক্ত করেন।

"সাধারণতঃ ডাকে না। এ কুকুরটাকে কিন্তু শেয়ালে কাম্ড়েছিল। আপনারা তার কি বুঝ্বেন?" নন্দলালের অনুকম্পান্বিত কণ্ঠ।

"ও!—" হর্ষবর্দ্ধন হাই তুলে বলেছেন: "তা হলে হতে পারে বটে।"

"তা হলেও কিন্তু একটা মুস্কিল আছে দাদা!" গোবর্দ্ধন আশঙ্কাটা প্রকাশ করেছে: "এ যদি কোন মানুষকে কাম্ড়ায় তা হলে সে শেয়াল ডাক্বে কি কুকুর ডাক্বে সেই এক সমস্যা হবে!"

"থাম্ থাম্। সাহিত্যের তুই কি বুঝিস? হ্যাঁ, তার পর? সেই সাহিত্যিক কুকুরটা কি কর্‌ল তার পর?" হর্ষবর্দ্ধনের আর একটা হাই ওঠে।

চাঁদের আলোয় কুকুরটার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছ্‌ল। হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল সে। চল্‌তে চল্‌তে সাম্‌নে একটা পাত্‌কুয়া পেল—সেই পাৎকুয়ায় পড়ে আত্মহত্যা কর্‌ল বেচারা!

হর্ষবর্দ্ধন হাই তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেন—"মারা গেল শেষটায়? হায় হায়!"

"মনের দুঃখে মারা গেল! কাউকে কাম্‌ড়াতে পেল না কিনা! কি আর কর্‌বে?" গোবর্দ্ধনের মন্তব্য হয়।

"মনের দুঃখে না হাতী! আমি মার্‌লাম বলেই মর্‌তে পেল। নইলে বেঁচে থেকে হুক্কাহুয়াই কর্‌তে হ'ত সারা জন্ম! হ্যাঁ!" নন্দলাল সমস্ত ঝোলটা নিজের কোলেই টান্‌তে চায়।

"আহা, তা মার্‌লেন কেন বেচারাকে?" হর্ষবর্দ্ধন তো বিস্ময়ে অবাক্।

"সাহিত্য তো বোঝেন কচু। ট্র্যাজিডি বলে কাকে, শুনি? আমাদের মত বড় বড় লেখকরা খালি ট্র্যাজিডিই লেখে। ছ্যাপ্‌লামোর ধার দিয়েও তারা ঘেঁষে না। ট্র্যাজিডিই হ'ল আসল।"

"ভারী খারাপ্ জিদ্ তো!" গোবর্দ্ধন বলে।

সাহিত্য সুরু ক'রে অবধি নন্দলাল শ্রোতার অভাব অনুভব কর্‌ছিল। কিছু একটা লিখে ফেল্‌লেই, অচিরে, শুনিয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে। স্বভাবতঃই করে থাকে। কিন্তু পাড়াটা এ রকম বেরসিক যে কি আর বলা যাবে! খাতা বগলে নন্দলালের প্রাদুর্ভাব দেখ্‌লেই, কে যে কোথায় সরে পড়ে পাত্তাই পাওয়া যায় না। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই শশব্যস্ত।

এমন কি বাড়ী বয়ে শোনাতে গেলেও, বাড়ীতে পাওয়া যায় না কারুকে। কড়া নাড়্‌তে না নাড়্‌তেই একটা তিন বছরের ছেলে বা মেয়ে বেরিয়ে আসে—বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত যার হয় নি—এবং দম-দেয়া কলের মত গড়্‌গড়্ ক'রে আউড়ে যায়:

"বাবা বাড়ী নেই, মা বাড়ী নেই, কাকা বাড়ী নেই, মামা বাড়ী নেই, বড়্‌দা বাড়ী নেই, মেজ্‌দা বাড়ী নেই, সেজ্‌দা—ছোট্‌দা—রাঙাদা—সোনাদা—কচিদা কে—উ বাড়ী নেই। দিদিরাও নেই বাড়ীতে।"

এই ব'লে সে দাঁড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু পালায় না। পালাবার প্রয়োজনই অনুভব করে না সে। বোধ হয় কিছু শোন্‌বারই অপেক্ষা রাখে—তার নির্ভীক্ হাবভাব থেকে সেই রকমই সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু তাকে শুনিয়ে কি লাভ? সাহিত্যের সে কি বোঝে?—সেই দুগ্ধপোষ্য?

খাতা বগলেই নন্দলালকে ফিরে আস্‌তে হয় আবার।

সত্যি কথা বলতে কি, এই শ্রোতার অভাবেই নন্দ-সাহিত্য সুবিধেমত এগুচ্ছিল না। কেবল সমঝ্‌দার সহৃদয় শ্রোতার অভাবেই। বাধ্য হয়েই, অত বড় এপিক্ উপন্যাসটাকে, সংক্ষেপেই তাকে সার্‌তে হয়েছে। শ্রোতাই নেই, কার মুখ চেয়ে, লাফাতে লাফাতে, উপন্যাস এগুবে? য়্যাঁ?

এমনই যখন নন্দলালের সাহিত্য-সঙ্কট, সাহিত্য-যায়-যায় অবস্থা, এমন কি বাংলা দেশের প্রতি ধিক্কার-বশে, সে নিজেই যখন প্রায় তার গল্পের নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর কি, আত্ম-রক্ষার সংকল্পে পাৎকোর সন্ধানেই আছে—এহেন দুঃসময়ে, হর্ষবর্দ্ধনদের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল তার।

নন্দলালের সৌভাগ্যই বল্‌তে হবে, সমস্ত পাড়াটা চষে ফেল্‌বার পর, পাশের বাড়ীর ভাড়াটের মধ্যে, একটা আধ্‌টা নয়, একেবারে একযোড়া জলজ্যান্ত শ্রোতা আবিষ্কার কর্‌তে পারা কম কথা নয়। এবং হর্ষবর্দ্ধনদের প্রধান গুণই হচ্ছে তারা শ্রোতা। সমস্তই শুনে যায়, বেমালুম্ শুনে যায়, নির্ব্বিবাদেই শুনে যায়। কেবল অসুবিধার মধ্যে, হর্ষবর্দ্ধন মাঝে মাঝে হাই তোলেন, আর গোবর্দ্ধন? সে প্রায়শঃই শেষের দিক্‌টায় ঘুমিয়ে পড়ে। তা যাই হোক্, সমঝ্‌দার কিনা সঠিক বলা না গেলেও, তবে হ্যাঁ—শ্রোতা বটে।

পরের দিনে নন্দলালের দর্শন মাত্রই হর্ষবর্দ্ধনের প্রশ্ন হয়: "কদ্দূর আপনার উপন্যাসের? সেই কুকুর-ঘটিত?"

পরবর্ত্তী দিবসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তাঁর প্রত্যাশা।

"ও! আমার উপন্যাস! তাই বলুন! না, আজ আর কোন উপন্যাস না। আজ একটা গল্প লিখে এনেছি। 'ছোট গল্প।'"

নন্দলালের কণ্ঠে যেন ক্ষোভের রেশই ছিল একটু। ক্ষুব্ধ হবার কারণ যথেষ্টই আছে অবশ্য। নন্দলাল প্রাণান্ত মাথা ঘামিয়েছে, পরিশ্রমেরও অবধি রাখে নি, কিন্তু সেই কুকুরান্তক উপন্যাসটাকে এক লাইনও আর বাড়াতে পারে নি। বাড়ানোর কোন হদিশ্ পাওয়া যায় নি, কোন্ ধার দিয়ে কোন্ ফাঁকে কি ক'রে যে ওকে বাড়াবে—কোন 'আইডিয়াই' পায় নি তার। বহুৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও, বল্‌তে গেলে উপন্যাসটার ঐ রকম বোকার মত গোঁয়ার্ত্তুমির জন্যই, বাধ্য হয়ে, ওইখানেই ওটাকে ইস্তফা দিতে হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই ওর শেষ পরিচ্ছেদ টান্‌তে হয়েছে।

"না, আজ একটা ছোট গল্প এনেছি। চমৎকার একটা ছোট্ট গল্প। বাংলা সাহিত্যে যুড়ি নেই এর। আমি নিজেই বলে দিতে পারি।"

"ছোট গল্প? কতটুকু ছোট গল্প? বল্‌তে না বল্‌তেই শেষ?" গোবর্দ্ধন একটু ক্ষুণ্ণই হয়: "ছোট গল্প কেন আন্‌লেন? ওতে কি আর ঘুম পাবে?"

"কাজের কাজী পক্ষীনাথ।"—নন্দলালের গল্পপাঠ সুরু হয়। একটা আর্সোলার গল্প। কি ক'রে কেবলমাত্র অকৃত্রিম অধ্যবসায়ের জোরে, সুযোগের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার না ক'রে, ঘষিতে-ঘষিতে-প্রস্তর-ক্ষয়ের জাজ্বল্যমান উদাহরণ-স্বরূপ, একটা আর্সোলা আস্তে আস্তে পাখী হয়ে গেল; না, পাখী হ'ল না ঠিক, তবে পাখীরূপে মান্য না হলেও তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল কোন রকমে, পক্ষীপদবাচ্য না হয়েও উড্ডীয়মানদের অন্যতম বিবেচ্য হতে কোন বাধা থাকল না অবশেষে।

"বারে আর্সোলা!" হর্ষবর্দ্ধন উৎসাহ প্রকাশ করেন। "বাঃ! বাঃ!"

"উঁহু। আর্সোলা তো নয় সে আর—" নন্দলালের গল্প চলে। সে এখন পাখী। যদিও বড় আকাশে গতিবিধি নেই, উঁচু আকাশেও উড়্‌তে পারে না, পাখীদের সমাজে প্রতিপত্তি Zero, বাহিরে কোথাও তেমন পাত্তা নেই, তবু ঘরের মধ্যেই তার লম্ফঝম্প দেখে কে? ফর্‌ফর্ কর্‌ছে তো কর্‌ছেই—দিনরাতই বাড়ীর সবাইকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বোঝাবার এই চেষ্টা তার—যে, সে আর আর্সোলা নয়, সে এখন পাখী। যেমন তেমন পাখী না, পক্ষীনাথ।

"একে আপনি বল্‌ছেন কাজের কাজী?" গোবর্দ্ধন অসন্তোষ জ্ঞাপন করে—গল্প শেষ হয়ে এলেও ঘুমের লেশ মাত্র নেই তার চোখে। "পাজী—বেজায় পাজীই বলুন বরং। ফর্‌ফরানি আমার ভালো লাগে না একদম্।"

"সফরী ফর্‌ফরায়তে।" হর্ষবর্দ্ধন বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়েন: "যারা সফরে বেরয়, অর্থাৎ দেশ ভ্রমণে যায়, নানা দেশবিদেশ ঘুরে আসে—তারা ফর্‌ফর্ কর্‌লে মানায় বটে! কিন্তু আপনার আর্সোলাকে আর সফরী বলা যায় না মশাই! ও আর সফর কর্‌ল কই?"

"ঘরের মধ্যেই ওর সফর, দাদা! বৌদির বেড়ালটা যেমন তোমার!" গোবর্দ্ধন সায় দেয়: "নেংড়ি বিল্লির ঘরেই শিকার!"

হর্ষবর্দ্ধনের হঠাৎ টনক্ নড়ে: "আচ্ছা, আমরা কি—আমরা গল্প লিখতে পারব না কি? অমর হলে ক্ষতি কি আমাদের?"

মারাত্মক প্রশ্নটা, কেবল নন্দলাল কিংবা গোবরাকে নয়, নিজের প্রতিও নিক্ষেপ করেন তিনি।

"আপনারা? আপনারা লিখ্‌বেন গল্প?" অবিশ্বাসের হাসি নন্দলালের।

"কেন, দোষ কি?" হর্ষবর্দ্ধনের জিজ্ঞাস্য হয়: "আপত্তিই বা কার?"

"কেন—আমাদের কি অমর হতে নেই?" গোব্‌রা জানতে চায়।

"আপত্তির কথা নয়। কিন্তু সবাই কি সব জিনিস পারে? গল্প লেখা কি চারটিখানি? সবাই তা হ'লে অমর হ'ত গল্প লিখে।" নন্দলাল বোঝাতে চেয়েছে।

"তা হ'লে আপনার ঐ আর্সোলাটা? সে পাখী হ'ল কি করে?" গোবর্দ্ধন তবুও অবুঝ।

"গল্প লিখ্‌লেই হয় না। গল্প লেখার মাথা চাই। এই এত বড় মাথা!" এই ব'লে নিজের সুপ্রশস্ত ললাটের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নন্দলাল: "প্রতিভাবান্‌দের মাথা সব বড় বড়। বিদ্যাসাগরের কপাল দেখুন! প্রথম ভাগ পড়েছেন তো? তা হ'লে ছবিটা দেখেছেন নিশ্চয়। তার পর, কালকে আপনাদের আমি মাইকেলের মাথা এনে দেখাব।"

"না—না। কাজ নেই।" গোব্‌রার চোখে-মুখে সন্ত্রাস।

"আহা, মাথা কি আর? আস্ত মাথা কি? মাথার ছবি কেবল।"

"তাই ভালো!" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন হর্ষবর্দ্ধন।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দুর্ভাবনার রেখা পড়েছে তাঁর কপালে। নিজের কপালের চৌহদ্দি নিজের আঙুলেই তিনি মেপেছেন—এবং শ্রীমান্ গোব্‌রারও—কিন্তু হায়, কপালগুলো তাঁদের ছোট সত্যিই, বেশ একটু ছোটখাটোই, দু'ভাইয়েরই। নাঃ, কপালেই তাঁদের মেরে রেখেছে—কি আর করবেন? দীর্ঘপ্রস্থ কপালগ্রস্ত নন্দলালের দিকে ঈর্ষ্যা-কষায়িতনেত্রে দৃক্‌পাত করেন তিনি।

নন্দলাল চলে যাবা মাত্র, গোব্‌রা নিজের সংশয় ব্যক্ত করে: "ওর কপাল কি খুব লম্বা-চওড়া বল্‌তে চাও তুমি? ওটা কি ওর টাক পড়া নয় দাদা? আমার তো মনে হয় টাক।"

হর্ষবর্দ্ধনেরও তদ্রূপ সন্দেহ। তবু তাঁর এই অভিমত: "তা, তুই যাই বল্। প্রতিভা

আর টাক হচ্ছে প্রায় একজাতীয়—! ও দুই-ই ভগবানের দান, তা ছাড়া কিছু না। ভগবানের দয়া ছাড়া কোনটাই পাবার যো নেই।"

পরের দিন প্রকাণ্ড আর এক তাড়া কাগজ বগলদাবাই করে নন্দলালের পুনরভ্যুদয়! কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন কিংবা তস্য ভ্রাতা—কারুরই পাত্তা নেই। না এ-ঘরে, না ও-ঘরে,—গেল কোথায়? বাচ্চা চাকরটাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওঁরা দু'ভাই দু'ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বসে রয়েছেন! সকাল থেকেই ঢুকে আছেন, সাড়াশব্দ নেই। য়্যাঁ? নন্দলালের মন মুষ্‌ড়ে পড়ে ভাবনায়। সহিত্য-ভীতি নয় তো? তাঁর গল্প শোনার ভয়েই নয় তো?

দু' জনের দোরগোড়াতে গিয়েই নন্দলাল নিজেকে ঘোষণা করেন। খুব জোর ডাক-হাঁক্ ছাড়তে হয় না, দু' ভাই-ই বেরিয়ে আসেন। সহাস্যবদনের সাদর অভ্যর্থনা সঙ্গে নিয়েই।

গোবর্দ্ধন বলে: "কামাচ্ছিলাম মশাই, কিছু মনে করবেন না।"

হর্ষবর্দ্ধন চোখ কপালে তোলেন: "কামাচ্ছিলি? অবাক্ করলি গোব্‌রা? দাড়ি কই তোর যে তুই দাড়ি কামাবি? সাতজন্মে দাড়ি হ'ল না সেই তো আপ্‌শোস্!"

নন্দলাল আরও অবাক্ হয়: "দাড়ি আর কামিয়েছেন কোথায়! যা দু'চার গাছ ওর দাড়ি, তা সে গালের দাড়ি তো গালেই রয়ে গেছে! দেখুন না মশাই!"

হর্ষবর্দ্ধন ভালো করে উঁকিঝুঁকি মারেন। "তাই তো! সত্যিই তো! দাড়ি আর কই কামিয়েছে! এতক্ষণ ধ'রে খিল এঁটে কি কর্‌ছিলি সকাল থেকে?—" হঠাৎ ওঁর নজর খোলে যায়—দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন যেন: "ও! বুঝেছি! কপাল ফেরানো হচ্ছিল! বটে!"

গোব্‌রা লজ্জায় মাথা নীচু করে। কিন্তু যতই নীচু করুক, কপাল-ঘেঁষা চুলগুলোকে সমূলে নিপাত ক'রে—মাথার সাম্‌নেটাকে প্রায় গড়ের মাঠ বানিয়ে ফেলেছে, সেটা দৃষ্টিগোচর হতে আর বাকী থাকে না।

হর্ষবর্দ্ধনের ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে যায়। সশব্দেই তিনি ফেটে পড়েন অকস্মাৎ: "দেখেছেন, মশাই, দেখেছেন? কি রকম হিংসুটে ভাই দেখেছেন? বড় ভাইকে টেক্কা মেরে কি রকম নিজের অমর হবার জঘন্য লালসা চেয়ে দেখুন একবার!"

"বাঃ, তুমি বুঝি আর চেষ্টা করছ না কপাল ফেরাবার?" গোবর্দ্ধন স্খলিতকণ্ঠে নিজের পক্ষ সমর্থন করে: "আমিও দেখ্‌তে পেয়েছি।"

"কী দেখেছিস্ তুই, শুনি? তেলই তো মেখেছি মাথায়! আর কি করেছি? তেল কি মাখে না মানুষ? মাথায় কি মাখ্‌তে নেই? না হয় একটু বেশিই মেখেছি—"

"বাঃ, সর্ষের তেল মেখেছ নাকি? জানি না বুঝি?"

"না হয় 'কাষ্টর ওয়েল'ই মাখলাম, 'ক্যান্থারাইডিইন'ই মেখেছি না হয়, নামজাদা তেল

হ'ল তো কি হ'ল? অম্‌নি রাতারাতি কপাল ফিরে গেছে নাকি আমার? কাগজের বিজ্ঞাপনে কি কেউ বিশ্বাস করে আজকাল? বিজ্ঞাপনে লিখছে এ সব তেল মাখলে চুল ওঠে। উঠবে কিনা কে জানে!"

"তা, তুমি লম্বা রাস্তা নিয়েছ দেখে আমি শর্ট্‌কাট্‌টা নিলুম।" গোবর্দ্ধন সাফাই দেয়: "কেন, আমার কি অমর হতে নেই নাকি? অমর কি তোমার কেনাকেলে?"

"দেখছেন মশাই, দেখছেন ওর ভাবখানা? কি রকম হিংসুটে একখান্? কোথায় ভাইয়ের সাহায্য করবে, না, ভাই হয়ে ভাইয়ের বাদ সাধ্‌ছে। ভাইয়ের অমরত্বের পথে কাঁটা হচ্ছে, দেখুন দিকি! আরে দরকার কি তোর অমর হবার! যে বংশে একটা লোক অমর হ'ল সারা বংশটাই তো সে উদ্ধার ক'রে গেল—অমর বানিয়ে দিল বল্‌তে গেলে! আর একটা সাহিত্যিক গজাবার দরকার কি সেখানে? আপনিই বলুন না!"

হর্ষবর্দ্ধনের কথাতেই সায় দিতে হয় নন্দলালকে। বাস্তবিক একটা বংশে দুটো সাহিত্যিক, এক সঙ্গে দেখা, দুরূহ ব্যাপারই বটে! এক ভাই সাহিত্যিক হ'লে, বাকীরা কেউ উকীল, কেউ ডাক্তার, কেউ মোক্তার, কেউ এঞ্জিনীয়ার, কেউ দালাল হয়ে কেটে পড়ে—সাহিত্যের ধার দিয়ে ঘেঁষে না। সাহিত্যিক ভ্রাতাজীবনের দুর্দ্দশা দেখেই কিনা কে জানে!

কিংবা, এমনও হতে পারে, যে ভাই উকীল ডাক্তার মুনসেফ মোক্তার—এমন কি প্রাইভেট্ টিউটার পর্য্যন্ত হতে পার্‌ল না, আপিসের কেরাণীগিরিও জুট্‌ল না যার বরাতে, সেই ভাই-ই, হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার কিংবা কবিরাজের কম্পাউণ্ডার, এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টায় সুবিধে হবে স্থির কর্‌তে না পেরে, অগত্যা, সবার চেয়ে সহজ, সাহিত্যিকটাই হয়ে পড়ে। অবশ্যি দর্জ্জি হবার পথ তখনও খোলা থেকে যায়, কিন্তু সাহিত্য-লোভীর মর্জ্জি কে বুঝবে? অমরত্ব লাভের ক্ষুরধার পথ, অত্যন্ত কুটিল এবং জটিল, তার রহস্য কে জানে? অবশ্যি গোবর্দ্ধন সামান্য কিছু জেনেছে আজ, কপালের গোড়ায় ক্ষুর বুলিয়েই টের পেয়েছে।

"বেশ—ওর চেয়েও সোজা পথ জানা আছে আমার।" হর্ষবর্দ্ধন অবশেষে বলেছেন, ক্রোধের বশেই বলেছেন। "কপাল কামানোর চেয়েও সোজা। কপালও কামাতে হবে না—সাহিত্যও করতে হবে না আমাকে। এমনিতেই অমরত্ব আছে আমার কপালে। দেখিস্ আমি অমর হতে পারি কি না পারি। কালকেই দেখে নিস্।"

হর্ষবর্দ্ধন তক্ষুণি বেরিয়ে যান্—চেক্-বই হাতে সবেগেই বেরিয়ে যান; এই প্রথম তিনি জীবনে গোবর্দ্ধন ব্যতিরেকেই বহির্গত হন। তার পরে দেখা যায় সামনের বইএর দোকানে ঢুকে তিনি চেক্-বইএ কি, লিখছেন, তার পরে আবার কোথায় যান। ফিরে আসেন অনেক বেলায়।

নন্দলাল তখন নিজের গল্প পড়ছিল আর গোবর্দ্ধন শুনছিল। খুব মন দিয়েই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই শুনছিল সে। হর্ষবর্দ্ধন চুপ্‌চাপ্‌ ফিরে আসেন, গম্ভীরমুখে।

না নন্দলাল, না গোবর্দ্ধন, কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলেন না তিনি। ওরা দু'জনেই ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের দু'জনকে টেক্কা—যে-সে টেক্কা নয় আবার—রঙের টেক্কা মেরে—তবেই তাঁর সান্ত্বনা। তবেই তাঁর শান্তি।

রাত খুব গভীর হ'লে, হর্ষবর্দ্ধন বেরিয়ে যান আবার। একাকীই বেরন। এক হাতে তাঁর রবার ষ্ট্যাম্প—আর এক হাতে এক গোছা চাবি। মোড়ের বইএর দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান; আজ থেকে এ দোকানের তিনিই মালিক।

চারিধার নিশুতি। একটা ঘুমন্ত পাহারাওয়ালারও টিকি দেখা যায় না। হর্ষবর্দ্ধন দোকানের দরজা অবলীলাক্রমেই খুলে ফেলেন।···

বহুক্ষণ বাদে সহাস্যবদনেই বেরিয়ে আসেন তিনি। অমরত্বের জ্যোতিঃ তাঁর মুখে-চোখে ফেটে পড়ছে তখন।

পরের দিন সকালে যেই যায় সেই দোকানে, যে বইখানাই কেনে, কী রবীন্দ্রনাথের, আর কী শরৎচন্দ্রের, আর কী দোলগোবিন্দ বাবুর,—সমস্ত বইয়েই, লেখকের নামের ওপরে রবার ষ্ট্যাম্পের মার্কা মারা: "শ্রীহর্ষবর্দ্ধন-সম্পাদিত।" আর সচিত্র বইয়ের ছবিগুলির তলায় তলায় দেগে দেয়া: "শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের নির্দ্দেশে অঙ্কিত।"

তার পরের দিন সারা কলকাতার—এবং তার পরদিন সমগ্র পৃথিবীর কারু আর জান্‌তে বাকী থাকে না কথাটা। পথে-ঘাটে, চার ধারে ছড়িয়ে পড়ে হর্ষবর্দ্ধনের বিখ্যাতি। নন্দলালও শুনেছে। কেবল শুনেছে নয়, দেখেছেও। স্বচক্ষেই দেখেছে। তার মুখের গ্রাস, হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যন্তরে তলিয়ে যেতে রোষকষায়িতনেত্রেই দেখেছে সে।

আর গোবর্দ্ধন? দাদার অমরত্বলাভে সে মোটেই দুঃখিত না। রামচন্দ্রেরই অমরত্বের দরকার, ত্রেতা যুগের বাইরেও তাঁকে জীইয়ে রাখতে রামায়ণ রচনার প্রয়োজন। হনূমানের সে দুর্ভাবনা নেই, কেননা হনূমান চিরদিনের। আজও তাকে গাছের ডালে দেখতে পাবে। এমনিতেই অমর সে। নিজের অমরত্বের ভাবনা নেই গোবর্দ্ধনের।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর শেষের দিকে দেখ]

(১) পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা খাল কোন্‌টা? সব চেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গই বা কোন্‌টা?

(২) (ক) রাগবী খেলার নাম-করণ হইল কেমন করিয়া? (খ) এই খেলার বল্‌ ও ফুটবল্‌ খেলার বল্‌এর মধ্যে তফাৎ কি? (গ) সাধারণতঃ রাগবী খেলায় এক-এক পক্ষে ক'জন খেলোয়াড় থাকে?

(৩) ১৭৫৭—১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কোন্ কোন্‌টা ঘটে—

(১) সিপাহী-যুদ্ধ, (২) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, (৩) পলাশীর যুদ্ধ, (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, (৫) পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য, (৬) দাক্ষিণাত্যে টিপুর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ (৭) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, (৮) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ (৯) ইয়োরোপে সাত বৎসরের যুদ্ধ, (১০) ফরাসী-বিদ্রোহ।

১নং

(৪) রয়টার বলিতে কি বুঝায়? ঐ নাম কেন হইল?

(৫) সোডা ওয়াটার কি ভাবে তৈরী করা হয়?

(৬) নীচের লেখাগুলির মধ্যে কি কি ভুল আছে—

(ক) আমেরিকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর জর্জ্জ্ বার্ণার্ড্ শ নেপোলিয়নের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তা-খনির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা

পাওয়া যায়। মুক্তা খুব শক্ত ধাতু, উহা দিয়া ইচ্ছা করিলে কাচ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলা যায়।

(গ) ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। তাঁর 'নীলদর্পণ' নামক কাব্যগ্রন্থও বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত পুস্তক।

(৭) সঙ্গের ১নং ও ২নং ছবি দু'খানা দেখিয়া বল তো কোন্‌টা কাহার বা কিসের ছবি।

২নং

ব্যাঘ্র-চরিত

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

রামধনুর পাঠকেরা আরও বাঘের গল্পের জন্য সম্পাদক মারফৎ জোর তাগিদ দিয়াছেন। না বলিলে নিস্তার নাই। কাজেই আবার বহু দিনের পুরানো ঝুলি খুলিয়া বসিতে হইল।

বহু দিনের কথা। কালনায় গিয়াছি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। সহরের

উপকণ্ঠে বাড়ী। সেখানে প্রচুর জঙ্গল। আগে লোকাবাস ছিল, ক্রমশঃ বাড়ীগুলি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জনশূন্য হওয়ায় সেখানে জঙ্গল জমিয়াছে, বসতি খুব বিরল। এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে যাইতে হইলে বনপথ দিয়া যাইতে হয়।

প্রথম রাত্রেই সন্ধ্যার খানিক পরে বাড়ীর বাহিরের দেওয়ালের দিকে একটা খস্ খস্ শব্দ হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া উত্তর দিলেন, "ও বোধ হয় সেই খোঁড়া বাঘটা।" তিনি এমন ভাবে উত্তর দিলেন যেন বাঘের, বাড়ীর পেছনে আসিয়া হাঁচড়-পাঁচড় করাটা, সেখানকার একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার কিন্তু বড় অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ভাল করিয়া খাওয়া হইল না—পাছে রাত্রে বাড়ীর বাহিরে যাইতে হয় এই ভয়ে।

পরদিন বিকালে আমার সমবয়সী এক আত্মীয়ের সহিত বেড়াইতে যাইতেছি, তাহার খালি হাত দেখিয়া বলিলাম, "তা হবে না, একটা লণ্ঠন নাও; ফিরতে সন্ধ্যা হবে।" লণ্ঠন লওয়া হইল এবং ফিরিতে সন্ধ্যাও হইল। দু'ধারে বন, মাঝে সরু রাস্তা দিয়া আমরা ফিরিতেছি। সহসা সঙ্গী থামিল, চুপে চুপে বলিল, "ঐ যে!" চাহিয়া দেখি ঠিক আমাদের সম্মুখেই এক বাঘ!—হউক সে ছোট চিতা বাঘ, ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল! আমার সঙ্গীর কিন্তু দেখিলাম অদ্ভুত সাহস আর তেমনি উপস্থিত-বুদ্ধি! তাহারই জন্য বোধ হয় সেদিন অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। লণ্ঠনটা আমার হাতে ছিল, সঙ্গী সেটা আমার হাত হইতে লইয়া বাঘের দিকে তার আলো ফেলিয়া আলোটাকে খুব দোলাইতে লাগিল। আলোর সেই অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া ব্যাঘ্র বাবাজী ভয় পাইলেন, এবং পরমুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া সেখান হইতে চম্পট্ দিলেন। আমরাও কম্পিতবক্ষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিপদের পুনঃপুনঃ সান্নিধ্যই লোককে সাহসী করে। আমার সঙ্গী, যাহার এই সাহস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, সে কিন্তু আমার চেয়ে অনেক দুর্ব্বল—তার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া তার চেহারা হইয়াছিল কাঠির মত।

আমাদের বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের কাহিনী শুনিয়া বাড়ীর লোকে বিশেষ ব্যস্ত হইল না, তবে সেদিন অনেক বাঘের গল্প শুনিলাম, তার মধ্যে একটিকে

কতকটা রোমহর্ষক ব্যাপার বলা যাইতে পারে। ঘটনাটি শুনিলাম একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়ার কাছে। তিনি বিধবা, নিজের বাড়ীতে একা থাকেন। তাঁর বাড়ীর কাছে আবার অন্য কোন বাড়ীও নাই। একদিন সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তিনি যথারীতি শয়ন করিয়াছেন। মাটিতেই বিছানা পাতা হইয়াছে। শীতকাল, অভ্যাস মত লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়াছেন। মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লেপ খুলিয়া চাহিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। দেখিলেন, ঘরের একটা কোণে দু'টা বড় বড় চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে! তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাড়াতাড়ি লেপটা লইয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সন্ধ্যার সময় কোনও ফাঁকে ঘরে বাঘ ঢুকিয়াছিল, হাতে আলো দেখিয়া ভয় পাইয়া কোণে বসিয়াছে এবং দরজা বন্ধ হওয়ায় বাহির হইতে পারে নাই। বিধবা ঠাকরুণটির অবস্থা তোমরা আন্দাজ করিতে পারিবে না। নিদারুণ ভয় হইয়াছে কিন্তু কি করিবেন কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না, শুধু মুড়ি দিয়া কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছেন। একটু নড়িলেই হয়তো বাঘ ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। উঠিয়া দরজা খুলিবারও উপায় নাই। ভয়ে সেই নিদারুণ শীতেও গল্ গল্ করিয়া ঘাম বাহির হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিল।

ক্রমে ভোর হইল, অনেকটা বেলাও হইল। কিন্তু দরজা না খুলিলে বাঘই বা বাহির হইবে কি করিয়া? বিধবা অবশেষে মরি-বাঁচি হইয়া লেপটা মুড়ি দিয়াই হামাগুড়ি দিয়া দরজার কাছে হাজির হইলেন, এবং দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরাল ধাক্কা খাইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। দরজা খোলা পাইয়াই বাঘ এক লাফে পলাইয়াছিল, আর ফিরিয়া চাহে নাই। তাহারই ধাক্কা খাইয়া বিধবা পড়িয়া গিয়াছিলেন।

আজগুবি

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

সুরকি কিনিতে যাই রুরকী,
সুরকি বিকোয় সেথা সস্তায়,
সুরকি ভেবে সে কিনি মুড়কী
ভ্রম বশে বস্তায় বস্তায়।
বাড়ী ক'রে তাই দিয়ে
কিছুটা ঘুমাই গিয়ে,
এসে দেখি বাড়ী নাই মোর সেই রাস্তায়!
পেয়ে সবে খাবার-ই
করেছে তা সাবাড়-ই,
গালে হাত দিয়ে শেষে বসে বসে পস্তাই।

আমি ভাবি—'চূণকামে ছিল কিছু গুড় কি?'
তুমি ভাব—'"রাঁচী" হতে আছি বেশী দূর কি?'

সত্যিই মা বোঝেন না…

(শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

"সাপ, নিশ্চয়ই সাপ বাবা"—উত্তেজনার চোটে সতুর হাত থেকে দাঁত মাজবার গুঁড়ো প্রায় সব উড়ে গেল।

"এঁ, বলিস কি রে!"—বাবা পাশেই দাঁতন কর্‌ছিলেন।

"দেখ না বাবা, সাপ নইলে অমন খলবল করে?"

"হুঁ, তাই ত!" ত্'জনেই ওঁরা জলের টব্‌টার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

"তাই ত! নরদেব, ওরে নরদেব!"

"সাপ, সাপ, দৌড়ে আয়।"

"লাঠি আনিস একটা।"

বাড়িতে প্রকাণ্ড হৈ-হৈ পড়ে গেল। দোতলা থেকে মা দৌড়ে নেমে এলেন, দরোয়োন নরদেও এল, মালী এল—ঠাকুর, ঝি, যে যেখানে ছিল।

টবের ভেতরের লম্বা কালো মত জিনিষটা—জিনিষ আর কেন, সতু ত' স্পষ্ট ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ পর্য্যন্ত নিজে কানে শুনেছে—ওটা কিন্তু আর তেমন খলবল কর্‌ছে না!

"লোক দেখে ঘাব্‌ড়ে গেছে নিশ্চয়ই। কিংবা মৃতের ভান করে পড়ে আছে, তুল্‌লেই ছোবল দেবে।"—সতু আখ্যানমঞ্জরী সবে শেষ করেছে, এ ধরণের কেতাবী ভাষা হামেসাই বলে থাকে।

"কিন্তু মার্‌তে ত' হবেই।"

"না না, সাপ মার্‌লে বংশে—"

"কিন্তু ও ভাবে ত' আর রাখা যায় না!"

"আমি বলি টব্‌টার মুখ ভাল করে বেঁধে চলো টেলেঙ্খারী লেকে ভাসিয়ে দি—"

"টব্ শুদ্ধু ভাসাবে না কি?"

"নিশ্চয়ই, ও সমস্তটা টব্‌ই ত' বিষাক্ত হয়ে পড়েছে—"

"তার চেয়ে আমি বলি গুঁপো ডাক্তারকে ডেকে পাঠান যাক্—"

কী যে করা সম্ভব, স্থির আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না। হঠাৎ কিন্তু নরদেও ধাঁ করে টব্‌টার মধ্যে হাত পূরে দিলে—"অথি কাথ বিলাই ছে—"

"আরে সত্যিই ত' কাঠ-বিল্লি!"—ওটাকে বার করে নরদেও যখন মাটিতে নামাল অনেকের সমস্বর বিস্ময়।

"আহা, কিন্তু জল খেয়ে ঢোল হ'য়ে গেছে—"

"আমাদের স্বাস্থ্য-সোপানে আছে জলে মানুষ ডুবু ডুবু হলে তাকে তুলে তার পেটের ওপর একটা সরা দিয়ে"…কিন্তু সতুকে আর কথা শেষ করতে হ'ল না, তার মা এক ধমক দিলেন—"ফের তোর সেই কেতাবী কথা!"

"তার চেয়ে বরং", বাবা বল্লেন, "হরিলাল গিয়ে গুঁফো ডাক্তারকেই নিয়ে আসুক একবার।"

"না না, ও সব গুঁফোর কর্ম্ম নয়", মা বল্‌লেন, "যা ত' রে, ওষুধের আলমারিতে খোকার অসুখের সময় কেনা ব্রাণ্ডির বোতলটা আছে। দে ত্'-চার ফোঁটা খাইয়ে, চাঙ্গা হয়ে যাবে।"

সতু ভাবে, ও নিজে কী বিশ্রী বোকা, আর মার কী ভয়ানক বুদ্ধি!—কথাটা, এত সহজ কথাটা, ত' ওরও মাথায় আস্‌তে পার্‌ত,—আর যদি সত্যিই আস্‌ত ত' আজ সন্ধ্যেয় বিনী মাসীদের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে মা কী রকম ফলাও করে ওর বুদ্ধির কথা বলতেন! সতু নিশ্চয়ই তা হ'লে ততক্ষণ পাশের ঘরে বসে গম্ভীর ভাবে সেই "ফিশারম্যান" কবিতাটা গড়গড় করে পড়ে যেত,—কিংবা একটা মস্ত মোটা ভাগ কষতে বস্‌ত—নাঃ, কিন্তু পদ্যটাই ভাল, আঁক ত' আর পাশের ঘর থেকে শোনা যেত না!

কিন্তু ছিঃ, সতু কী ভয়ানক বোকা! এইটুকু কথা—এ ত' খুব স্পষ্ট—ওর মাথায় এল না! এঃ, সমস্ত সন্ধ্যেটাই মাটি আর কি।

ওষুধটা ঝি দৌড়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছে। নরদেও কাঠবিল্লীটাকে একতলায় সতুর পড়ার ঘরটায় নিয়ে এল। মা তিন-চার ফোঁটা ব্রাণ্ডি সেটার মুখে ঢেলে দিলেন।

অসাড় কাঠবিল্লীটা প্রথমে অল্প নড়ল, তার পর আর একটু, তার পর আর একটু। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের উত্তেজনা কমে এল অনেকটা। শেষ পর্য্যন্ত বাবা বল্‌লেন—"আটটা বেজে গেল, সতু, পড়তে বস।" তা ছাড়া আর উপায় কি? সতু পড়তেই বসে।

রোজই সকালে ওকে বস্‌তে হয় পড়তে। পরের দিনও তাই বাইরের দিকের দোরটা ভেজিয়ে ও বসে পড়ছে। এমন সময় দরজাটায় ঠুক্ ঠুক্ করে শব্দ। সর্ব্বনাশ, মাষ্টার মশাই না কি?

"দোর ত' খোলাই আছে"—সতু চেয়ারে বসেই বলে। কিন্তু উত্তর কিছু নেই, আবার ঠুক্ ঠুক্ করে শব্দ। "আরে!" মহা বিরক্ত হয়ে সতু দোরটা খুলে দেয়। দোর খুলেই কিন্তু ও চমকে ওঠে—সেই কাঠবিল্লীটা। গম্ভীরভাবে সেটা ঘরে ঢুকে পড়ল। কাল ওকে যেখানে শোয়ান হয়েছিল তারই চার পাশে ও ঘুর ঘুর করে ঘোরে। সতু ভয়ানক অবাক্ হয়।

"ও বুঝেছি"—সতু যেন হঠাৎই বুঝতে পারে—কাল সেই ব্রাণ্ডিটা খেয়ে ওর নেশা ধরে গেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সতু মার কাছে দৌড়ে যায়। "সেই কালকের ব্রাণ্ডিটা একটু দাও না মা।"

"কেন রে ?"—মা ঈষানিক অবাক্ হয়ে যান।

"কাঠবিল্লীটা আবার এসেছে। ওর নিশ্চয়ই নেশা ধরে গেছে কালকে একটু খেয়েই।"

মা এক ধমক দেন—"যা, পড় গে যা।"

অগত্যা ফিরে আস্তে হয় সতুকে। ততক্ষণে কাঠবিল্লীটাও চলে গেছে।

সতু ত' স্পষ্ট শুন্‌ছে।

মা সত্যিই কিন্তু বোঝেন না। পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ আবার সতুর ঘরের দরজায় টোকা দেবার আওয়াজ—ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্।

একখানি চিঠি

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্.এ)

[এই চিঠিখানা কিছুদিন আগে ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রামধনুর বর্ত্তমান সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের কাছে লেখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত চিঠি হ'লেও অধ্যাপক মনোরঞ্জন সম্বন্ধে এতে এমন অনেক কথা আছে যা রামধনুর পাঠকেরা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই চিঠিখানা এখানে প্রকাশ করা হ'ল। মনোরঞ্জনের ছেলেবেলাকার কথাও অনেকে জানতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর অন্য কোন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ সে কাহিনী শোনাবার ভার নেবেন। —রাঃ সঃ]

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন থেকেই ভাবছি, আপনাকে একটা চিঠি লিখবো। কিন্তু লিখবার আয়োজন যখনই করেছি, কেবলই মনে হ'য়েছে, লিখবার মত কথা কিছুই নেই। যে মহা শোকের গাঢ় ছায়ায় আপনাদের সমস্ত পরিবার আচ্ছন্ন, তাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। সম্ভবতঃ সে ভাষা কোন মানুষের কণ্ঠেই নেই। যদিও এ কথা সত্য যে এমনিধারা একান্ত আপনার জনের অকালমৃত্যু আমার জীবনে বেশী ঘটে নি, তবু, আপনাদের কথা যখন ভাবি—বিশেষ করে, আপনার পিতামাতা এবং বৌদিদির কথা—তখন আমার এই ব্যক্তিগত বেদনা তুচ্ছ, ম্লান হয়ে যায়। মনে হয়, একে প্রকাশ করতে যাওয়াই নিছক প্রগল্‌ভতা।

এই কথা মনে হয়েছে বলেই আমার আবাল্য বন্ধুর স্মৃতিপূজায় আমার শ্রদ্ধা নিবেদন অযুক্ত রয়ে গেছে। রামধনুর পাঠকদের কাছেও কোন কথা বলা হয় নি। এজন্য কেউ কেউ আমাকে অনুযোগ দিয়েছেন, কেউ কেউ হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু তাঁরা ত জানেন না, মনোরঞ্জনের কথা আমি যেমন করেই বলি, তবু কিছুই বলা হবে না। লোকে ভুল বুঝবে; মনে করবে এ শুধু আমার একটা মামুলি শোকোচ্ছ্বাস।

কুড়ি বছর আগেকার কথা। পাশাপাশি ইস্কুলে আমরা পড়তাম। মনোরঞ্জন ছিলেন "হিন্দু"তে, আমি ছিলাম "হেয়ার"এ। ওখানকার ভাল ছেলেদের খোঁজ-খবর আমরা রাখতাম, আমাদেরও ওঁরা বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু দেখা-শুনা, মেলামেশার আগ্রহটা কোন তরফেই ছিল না। যেটা ছিল, তাকে বলা যেতে পারে রেষারেষি। এ জিনিষটা মনোরঞ্জনের অসহ্য মনে হ'ল। হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় কুমার হেমেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে তিনি এলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় (১৯২১) গৃহীত ফটো

সব চেয়ে নীচের সারিতে বাঁদিক্ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি লেখক, তৃতীয় ব্যক্তি মনোরঞ্জন।

তাঁরই সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের রেষারেষির তীব্রতা রূপ নিল বন্ধুত্বের স্নিগ্ধতায়। তার পর আমরা তিন জনেই গিয়ে জুটলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে।

সেখানে আমাদের দল ভারী হয়ে উঠল। কলেজ ছাড়বার পর জীবন-সংগ্রামের ডাক যখন এল আমরা অনেকেই ছড়িয়ে পড়লাম মফঃস্বলে। কিন্তু ১৬ নম্বর টাউনসেণ্ড্ রোডের ঐ পাশের ঘরখানা রয়ে গেল আমাদের মিলন-ক্ষেত্র। ওখানে আমরা কত দিন কাটিয়েছি,—কত শরতের উজ্জ্বল প্রভাত, বসন্তের তারা-ভরা রাত—গল্প করেছি, তর্ক করেছি, খেয়েছি, খেলেছি, অতিষ্ঠ, উত্যক্ত করেছি আপনাদের। সকাল গড়িয়ে গেছে অপরাহ্নে, সন্ধ্যা গিয়ে ঠেকেছে মাঝ রাতের কাছাকাছি; খেয়াল হয় নি। সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠেছে মনোরঞ্জনের কণ্ঠ; সকলের হাসিকে ডুবিয়ে দিয়েছে তাঁর দিল-খোলা শাদা হাসি। সে কণ্ঠ আজ চিরদিনের তরে নীরব হ'য়ে গেল!

তেমনি করে গল্পের আসর আর বসবে না, সান্ধ্য মজলিস আর জমবে না। একটি উচ্ছ্বসিত আনন্দের উৎস হঠাৎ রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

মনোরঞ্জনের এই অকস্মাৎ চলে যাওয়াটা যে কতখানি ক্ষতি, সে কথা বলতে গেলে অনেকখানি নিজের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কাজেই সে যাক্। আমাদের ভেতরকার সম্বন্ধটা নানা দিক্ দিয়ে গভীর হ'য়ে উঠেছিল। তার মধ্যে একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে "রামধনু"। এরই রঙীন আলোয় আমরা এতগুলো বছর দূরে দূরে থেকেও একান্ত কাছেই রয়ে গেছি। রামধনুতে লিখবার জন্যে যেদিন প্রথম আমার ডাক পড়ল, সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। বোর্ডিংএ বসে "বিচিত্রার" জন্যে গল্প লিখছিলাম। সন্ধ্যা হয় হয়। মনোরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে ঢুকলেন। আমার ঘরে একটি বন্ধু বসে ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বললাম, 'ইনি হ'চ্ছেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক মনোরঞ্জন—'

মনোরঞ্জন বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু ভুল হ'ল; বলুন সম্পাদক মনোরঞ্জন। কেননা বর্ত্তমানে আমি লেখক চড়াতে এসেছি। "বিচিত্রা" এখন বসতে পারেন. কিন্তু "রামধনু"র দেরি সইবে না। পরশু ঠিক এই সময়ে আসবো। একটি গল্প চাই।'

বললাম, 'সর্ব্বনাশ! ছেলেদের জন্যে ত লিখতে পারবো না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—'কেন? ছেলেদের অপরাধটা কি?'

—'না-না। অপরাধটা আমারই। আমিই—'

—'তাই যদি হয়, তা হ'লে অপরাধের শাস্তি ত আছে। আপাততঃ একটি গল্পই জরিমানা করা গেল। পরশু এমনি সময়ে।'—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

যা হোক ক'রে একটা কিছু লিখে দিতে হ'ল। সম্পাদক চটে যাবেন সেজন্য ভাবনা ছিল না. বন্ধুবৎসল মনোরঞ্জন ক্ষুণ্ণ হ'বেন, এইটাই ছিল ভয়।

চিঠি বেড়ে যাচ্ছে। এবার দাঁড়ি টানা দরকার। অনেক দিনের অনেক কথাই তো মনে আসছে। বলতে গেলে ফুরোবে না। শুধু একটি কথা না বলে পারছি না। জীবনে কয়েকটি দিন মাত্র আমাদের এক সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। সে রকম আনন্দ আর পাই নি, কখনো পাবো বলেও আশা রাখি না। সেই স্মরণীয় দিন কয়টি আজ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

সম্পাদক মনোরঞ্জন

১৯৩০ কি ৩১ সাল। শরৎকাল। পূজোর ছুটি সুরু হয়েছে। দার্জ্জিলিংএর একটা নির্জ্জন বাড়ীতে একা থাকি। মেঘ-মায়ার দেশে বসেও নিঃসঙ্গ দিন আর কাটতে চায় না। এমনি সময়ে জলপাইগুড়ি থেকে এক টেলিগ্রাম—"কাল আসছি। মনোরঞ্জন।" মনটা যেন নেচে উঠল।

পরদিন ঠিক সময়ে আমার বসবার ঘরের দরজাটা খুব জোরে খুলে গেল। মনোরঞ্জন ঝড়ের মত ঢুকলেন। প্রথমেই বুক-ফাটানো কোলাকুলি, তার পর ছাদ-ফাটানো হাসি। পাশে একটি প্রিয়দর্শন যুবক একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন (আপনার বৌদিদির ভাই)। ইঙ্গিতে তাঁর পরিচয় চাইলাম। মনোরঞ্জন তাঁর স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'ও, ইনি? এঁর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। কিন্তু তার চেয়েও মধুর ওঁর ঐ হাতখানা। চমৎকার মাংস রাঁধেন।' বললাম, 'সেইজন্যই কি ওঁকে—' "

—'নিশ্চয়ই। আপনার সম্বলের মধ্যে তো ঐ পাহাড়ী ভূত। ঐ ব্যাটার রান্না মাংস্ খেয়ে দার্জ্জিলিংএর সুন্দর দিনগুলো মাটি করবো এই কি আপনি মনে করে রেখেছেন?'

মনোরঞ্জন বন্ধুদের নিয়ে খেতে ভালবাসতেন; শিশুর মত হৈ-চৈ করে খেতেন। তাঁকে খাওয়াবার মত আনন্দ খুব কমই ছিল। বছর তিনেক আগেকার কথা। তখন আমি আলিপুরে। বেশ শীত পড়েছে। আফিসে বসে কাজ করছি। ফোন বেজে উঠল। কে? "মনোরঞ্জন"। ভয় হ'ল, এবার বকুনি সুরু হ'বে। দিন পনেরো আগে একটা গল্প দেবো বলেছিলাম, কিছুই লেখা হয় নি। মনোরঞ্জন আমার মনের কথা বুঝলেন; বললেন,—'ভয় নেই, লেখা চাইছি না। একটু খেজুর-রস খাওয়াতে পারেন? অনেক কাল ওটা খাওয়া হয় নি।'

আমাদের একটি কর্ম্মচারীর বাড়ী ছিল দমদম। তাদের অনেকগুলো খেজুর গাছ ছিল। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রসের সন্ধানে। পরদিন ভোরবেলা। তখনো ভাল করে আলো দেখা দেয় নি, আমরা সবাই ঘুমুচ্ছি। নীচে সদর দরজায় ভীষণ সোরগোল। ডাকাত নয়, মনোরঞ্জন বন্ধুবর বিনয় বাবুকে ঘুম থেকে টেনে তুলে খেজুর-রস খেতে এসেছেন।

আজ ভাবছি, সেদিন যেমন করে ভোর হ'য়েছিল, তেমন করে আর কোন দিন হ'বে না।...

ময়মনসিংহ
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

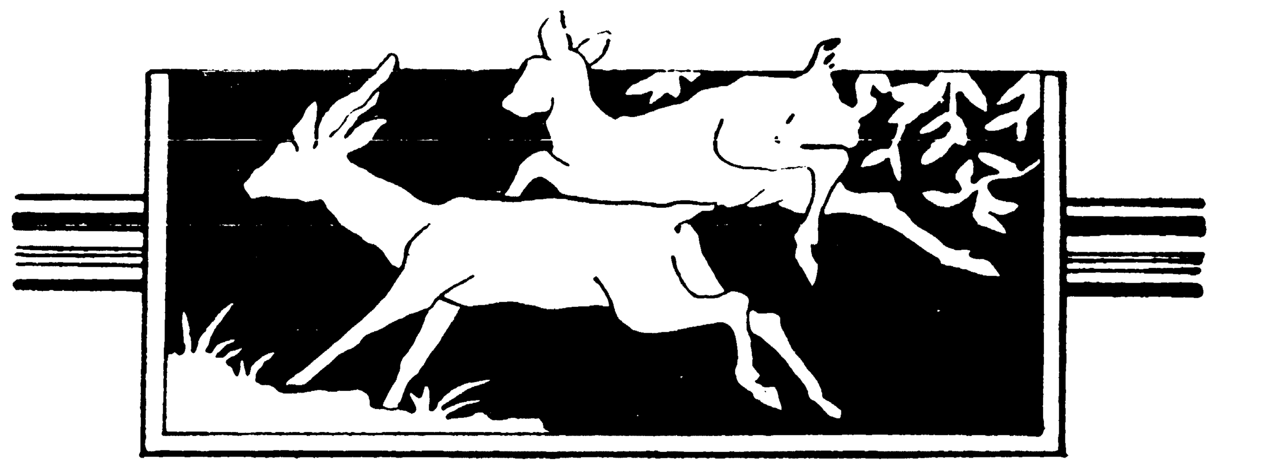

নৃমুণ্ড-শিকারী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর মুদ্রাদোষ নেই

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি চোখ মেলে দেখলেন, খালি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। অনুভব করলেন, তাঁর পিঠের তলায় রয়েছে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি এবং মুখে-বুকে ঝরছে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে বৃষ্টির জল।

একে একে সব কথা মনে হ'ল। সেই ভয়াবহ বাড়ীর ভিতরে ঢুকে মূর্ত্তিমান্ এক দুঃস্বপ্নকে দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি খোলা আকাশের তলায় মাটিতে শুয়ে ভিজছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন এবং নৃমুণ্ডশিকারীরা যে রাম-দা তুলে তাঁকে বিনাবাক্যব্যয়ে বলি দেয় নি, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে তাঁকে এখানে আনলে এবং এ জায়গাটা কোন্ জায়গা?

হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে কে একখানা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাত রাখলে।

সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে সুন্দরবাবু শুয়ে-শুয়েই হড়াৎ ক'রে খানিকটা স'রে গেলেন এবং তার পরেই চট্‌পট্ উঠে অদ্ভুত বেগে মারলেন এক লম্বা দৌড়! সঙ্গে সঙ্গে পিছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ! শত্রুরা ধরতে আসছে! হাতে তাদের ধারালো খাঁড়া! এ-কথা মনে হ'তেই সুন্দরবাবুর গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠল। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। জয়ন্ত ও মাণিক সবিস্ময়ে একাধিক-বার লক্ষ্য করেছে, বিপদ্ এড়িয়ে পালাবার সময়ে সুন্দরবাবু তাঁর প্রকাণ্ড দেহের ও প্রচণ্ড ভুঁড়ির বিপুল ভার একটুও অনুভব করেন না এবং ইচ্ছা করলে তখন তিনি যেন পাঞ্জাব-মেলের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারেন।

কিন্তু ছিদ্রহীন অন্ধকারে এমন দ্রুতগতির বিপদ্ অনেক। সুন্দরবাবু হয়তো

অনুসরণকারীদের নাগালের বাইরে গেলেন, কিন্তু তারপরেই বুঝলেন, একটা বিষম ঢালু জায়গা দিয়ে তিনি হুড়মুড় ক'রে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন! কোথায় যাচ্ছেন?

এবং সেই অবস্থাতেই তিনি শুনতে পেলেন পিছন থেকে চীৎকার ক'রে কে বলছে—"আজ্ঞে স্যর! অত বেশী ছুটবেন না স্যর! সামনেই খাল!"

আর খাল! সুন্দরবাবু কেবল ঝপাং ক'রে খালের মধ্যেই প্রবেশ করলেন না, গতির বেগ সামলাতে না পেরে এগিয়েও গেলেন অগাধ জলে।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মনোহর ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাতে লাগল, 'এই চন্দন সিং! এই পাঁড়ে, দোবে, মিশির! আমাদের স্যর জলে ঝাঁপ খেয়েছেন, শীগ্‌গির তাঁকে টেনে তোলো!"

অথই জলে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সুন্দরবাবু আকুল স্বরে বল্‌লেন, "অ মনোহর! আমি যে দু'-তিন মিনিটের বেশী জলে ভাসতে পারি না! শীগ্‌গির এসে আমায় ধর—হুম্!"

—"আজ্ঞে স্যর! আমি যে একটুও সাঁতার জানি না স্যর! এই চন্দন সিং! এই পাঁড়ে, দোবে, মিশির! ওরে বাবা, কি হবে গো! হায়, হায়, হায়, হায়! আজ্ঞে স্যর, আপনি কি এখনো ওপরে ভেসে আছেন? না ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন স্যর?"

সুন্দরবাবু জবাব দিতে পারলেন না, খালি বল্‌লেন, "হুম্!" তাঁর পা-দুটো এরি মধ্যে যেন দু-মণ ভারি হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

কিন্তু চার-পাঁচজন পাহারাওয়ালা সাঁৎরে গিয়ে পাতাল-প্রবেশের দায় থেকে সে-যাত্রা তাঁকে উদ্ধার করলে।

ডাঙায় উঠে সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ ধ'রে হুস্-হুস্ শব্দে হাঁপ ছাড়তে লাগলেন।

হাঁপ-ছাড়ার শব্দ যখন ক্ষীণ হয়ে এল, মনোহর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ্ঞে, এখন একটু সাম্‌লেছেন স্যর?"

—"হুম্!"

—"বড্ড-বেশী জল খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে কি স্যর?"

—"উঁহু, হুম্।"

—"অমন ক'র পালালেন কেন স্যর?"

—"আমার মুখে কে হাত রেখেছিল?"

—"সে তো আমি স্যর!"

—"তুমি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! আমি মুখে হাত রেখে দেখ্‌ছিলুম, আপনার জ্ঞান হয়েছে কিনা।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন, "মনোহর, তুমি মস্ত গাড়ল! হাত দিয়ে কখনো দেখা যায়? ভগবান্ তবে চোখ সৃষ্টি করেছেন কেন?"

—"আজ্ঞে স্যর, ভগবান্ যে অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে চোখকে অন্ধ ক'রেও দেন! দেখুন না, অন্ধকারে এখনো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু হাত-পা-মাথা দিয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে!"

—"মনোহর, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক কোরো না। তুমি কেবল গাড়ল নও, তুমি কাপুরুষ। আমাকে ভূত না রাক্ষসের মুখে ফেলে তুমি অনায়াসেই পিঠটান দিয়েছিলে।"

—"আজ্ঞে, দিয়েছিলুম স্যর! কিন্তু আপনি ভির্মি যাবার পর আবার ফিরে গিয়েছিলুম। সবাই মিলে আপনাকে ধরাধরি ক'রে আমরাই তো বাইরে এনেছিলুম!"

—"কিন্তু সেই রাক্ষসটা এখন কোথায়?"

—"বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে এক পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেয়েছিলুম। মনে হ'ল, সে তখন বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এল।"

—"তাকে দেখতে কি-রকম?"

—"একটা কালো হাতীর মত।"

—"হুম্, আবার আস্ত গাড়লের মত কথা বল্‌লে। হাতী কখনো বাড়ীর ভেতরে থাকে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের মত তার দুটো হাত আর দুটো পা আছে—"

—"আজ্ঞে, আর আছে বড় বড় দাঁত—যাকে বলে বিকট দন্ত!"

—"তার গা দিয়ে বোঁট্‌কা গন্ধ বেরুচ্ছিল—"

—"আর তার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল।"

—"হুম্, তুমি আর কি কি দেখেছ?"

—"আজ্ঞে, আর কিছু দেখি নি স্যর! তার পরেই বিদ্যুৎ নিবে গেল। তার পরেই মাটির উপরে ধুপ্-ধুপ্ ক'রে পায়ের শব্দ হ'ল। শব্দটা চ'লে গেল খালের দিকে।"

—"তার পর?"

—"তার পর আর একটা নতুন শব্দ।"

—"নতুন শব্দ মানে?"

—"আজ্ঞে স্যর, জলে ছপ্-ছপ্ ক'রে দাঁড় ফেলার মত শব্দ। মনে হ'ল, কারা যেন দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে।"

সুন্দরবাবু নীরবে ভাবতে লাগলেন। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ধরবার জন্যে বাগবাজার-খালের সাঁকোর উপরে তিনিও এক কিম্ভূতকিমাকারকে দেখেছিলেন আবছায়ার মত। এবং সেদিন

তিনিও শুনেছিলেন খালের জলে ছপ্‌-ছপ্‌ ক'রে দাঁড় ফেলে নৌকা-চালনার শব্দ! এ-সব অদ্ভুত রহস্যের অর্থ কি? কলকাতার খালে-নদীতে আজকাল কি কোন অমানুষিক রাক্ষস-মাঝি নৌকো নিয়ে আনাগোনা করে? তারই রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্যে সহরে মানুষের পর মানুষ প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে? কিন্তু এ রাক্ষস খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে যায় কেন? সে কি খালি মুণ্ড ভক্ষণ করতেই ভালোবাসে? কিন্তু তার সঙ্গে যে মানুষের যোগ আছে, এরও তো প্রমাণ রয়েছে! ভূত, রাক্ষস, দানবের সঙ্গে মানুষের মিতালি? আশ্চর্য্য!

পুরাতন পুলিস-কর্ম্মচারীর পাকা মাথা এইখানে খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল। সুন্দরবাবু ঘুটঘুটে রাতে খুব জোর ক'রে হয়তো বলতে পারবেন না যে তিনি ভূত মানেন না একেবারেই; কিন্তু ভূত-টুৎ, রাক্ষস-খোক্কস বা দানব-টানব মানানসই হয় শিশুদের সেকেলে রূপকথায়। তাদের শ্রদ্ধা বা স্বীকার করলে পুলিসের কাজে দিতে হয় ইস্তফা। সেকালের অতিকায় জীব-জন্তুদের মত যক্ষ-রক্ষ দৈত্যদানাও পৃথিবীতে আর বাস করে না। এবং ডাইনসরের মতন ভূত-প্রেতের গল্প পড়তে বা শুনতে ভালো লাগে ব'লেই আজকের দিনেও লেখকরা আর কথকরা তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন অত বেশী। আমরা ট্যাঁকের টাকা ফেলে থিয়েটারে-সিনেমায় গিয়ে শোক-দুঃখের ছবি দেখে সখের কান্না কাঁদতে ভালোবাসি এবং ঠিক সেই-রকমই ভালোবাসি ভূতপ্রেতের গাঁজাখুরি গল্প প'ড়ে বা শুনে সখ ক'রে ভয় পেতে। আসলে ও-সবের মধ্যে কোন পদার্থই নেই।

কিন্তু!... ... ... হুঁ, কিন্তু থেকে যায় তবু একটা! ও ভৈরব-অবতারটি কে? সুন্দর-বাবুর চোখের সুমুখেই আবির্ভূত হয়ে সে একলাই আজ এতগুলো পুলিসের লাঠিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে, গণ্ডা গণ্ডা ষণ্ডা কুস্তি-লড়া পাহারাওয়ালাকে খেলাঘরের পুতুলের মতন তুলে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছে! পাহারাওয়ালাদের কেউ একখানা হাত পর্য্যন্ত তোলবার ফাঁক পায় নি! ও-শক্তি কি মানুষের?

খালের জলে ঝাঁপিয়ে সুন্দরবাবু আজ যেমন তল খুঁজে পান নি, এই গভীর চিন্তা-সাগরে ডুবেও তাঁর হাল হ'ল সেই রকম। ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেল, তিনি আর পারলেন না—উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠলেন, "হুম্‌!"

—"আজ্ঞে, স্যর?"

—"মনোহর, এই রাক্ষসটার চেয়েও কথায় কথায় তোমার ঐ 'আজ্ঞে স্যর' হচ্ছে বেশী ভয়ানক! হুম্‌, আর আমি সইতে পারছি না!"

—"আজ্ঞে, ও-রকম একটু-আধটু কথার দোষ সকলেরই থাকে, কি করব স্যর, উপায় নেই।"

—"উপায় নেই? নেই বল্‌লেই হ'ল? হুম্‌, আমিও তো মানুষ, আমার কোন মুদ্রাদোষ

আছে?... ... ...কি, চুপ ক'রে রইলে বড় যে? বল না, আমার কোন মুদ্রাদোষ আছে? ওটি বলবার জো নেই, হুম্‌!"

—"আজ্ঞে স্যর, কিছু দোষ নেবেন না স্যর, কিন্তু কথায় কথায় আপনার ঐ 'হুম্‌'টা কী স্যর?"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মনোহর, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। বড্ড বাজে কথা কও।"

—"আজ্ঞে, আমরা এখন কি করব স্যর?"

—"তোমরা? তোমরা সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানে ব'সে পাহারা দাও।"

—"আজ্ঞে, কার ওপরে পাহারা দেব? অন্ধকার ছাড়া তো এখানে আর কিছু নেই!"

—"হুম্‌, সেই কিম্ভূতকিমাকার হয়তো তার দলবল নিয়ে এখনো বিষ্ণুবাবুর গলিতেই লুকিয়ে আছে।"

—"লুকিয়ে আছে স্যর? সর্ব্বনাশ, তা হ'লে তারাও তো আমাদের ওপরে পাহারা দেবে! আমাদের চেয়ে তাদের সুবিধে ঢের বেশী, কারণ আমার বিশ্বাস অন্ধকারেও তারা দেখতে পায়।"

—"হ'তে পারে।"

—"হ'তে পারে? বলেন কি স্যর? যদি তারা আবার আক্রমণ করে স্যর?"

—"লাঠি চালিও।"

—"আজ্ঞে, লাঠি তোলবার সময় কি পাব?"

—"তা হ'লে চম্পট দিও। হুম্‌, আমি এখন চললুম।"

—"কোথায় স্যর, কোথায়? অবার ঐ বাড়ীতে?"

—"তুমি কেবল আস্ত গাড়ল নও মনোহর, তুমি একটি মস্ত পাগল। ও-বাড়ীতে আমি আবার আজ পা বাড়াব? ও-বাড়ীকে আমি ঘৃণা করি। আমি এখন থানায় চল্‌লুম।"

—"আজ্ঞে, আপনি কি ভয় পেয়েছেন, স্যর?"

—"ভয়! হুম্‌, ভয়-ডর কিছুই আমার নেই। পুলিসের কি ভয় পেলে চলে হে? কিন্তু আমার শরীর আর বইছে না। আমি আজ অজ্ঞান হয়েছি, আছাড় খেয়েছি, জলে ডুবেছি। হয়তো কালই আমাকে নিউমোনিয়ায় ধরবে। তার ওপরে শোকে-দুঃখে আমার মন-মেজাজও নেতিয়ে পড়েছে।"

—"আজ্ঞে, শোক-দুঃখ আবার কেন স্যর? আপনি তো এখনো বেঁচে আছেন!"

—"গাড়ল! আমার শোক-দুঃখ তুমি কি বুঝবে? জয়ন্ত আর মাণিকের জন্যে আমার

প্রাণ কাঁদছে। হয়তো তারা আর বেঁচে নেই, আমি বন্ধু হয়েও তাদের উদ্ধার করতে পারলুম না। কিন্তু সে কথা যাক্। শোনো মনোহর, তোমরা রাতটা এইখানে ব'সে কাটাও। তারপর সকাল হ'লে ঐ বাড়ীখানা খানাতল্লাস ক'রে থানায় গিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট দাখিল করবে।"

—"কিন্তু ও-বাড়ীতে আমাদের যদি ঢুকতে না দেয় স্তর?"

—"কে ঢুকতে দেবে না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকালে তোমরা খালি-বাড়ীতেই ঢুকে খানাতল্লাস করবে।"

—"আজ্ঞে, তা হ'লে আর খানাতল্লাসের দরকার কি স্তর?"

—"মনোহর, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্খ জীবনে আমি দেখি নি, তোমার উচিত কুলিগিরি করা। আসামীরা পালালেও পিছনে কত প্রমাণ রেখে যায়, জানো না? আচ্ছা, সকালে তোমরা আর এক কাজ কোরো। তোমরা ঐ বাড়ীখানা ঘেরাও ক'রে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপটি ক'রে ব'সে থেকো, তার পর আমিই আবার এসে খানাতল্লাস সুরু করবো। এখন আমি চললুম।"

....

....

সকাল-বেলায় মেঘরা বিদায় নিলে না বটে, কিন্তু আকাশ ধরল।

সুন্দরবাবু যথাসময়ে উঠে 'ইউনিফর্ম' প'রে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তাঁর মুখে গভীর চিন্তার আভাস।

হঠাৎ তিনি আশ্বস্ত স্বরে ব'লে উঠলেন, "মনে পড়েছে, ঠিক লোকের কথা মনে পড়েছে! তাদের সাহায্য পেলেই আমি জয়ন্ত আর মাণিককে ঠিক খুঁজে বার করতে পারব!"

সুন্দরবাবু দ্রুতপদে নীচে নেমে এসে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। নম্বর ব'লে সাড়া পেয়েই বললেন, "হ্যালো, কে? বিমলবাবু? নমস্কার। কি করছেন? কুমারবাবু আর বাঘার সঙ্গে চা পান করছেন? আচ্ছা, আপনারা দুই বন্ধুতে একবার থানায় আসতে পারেন কি? হ্যাঁ, এখনি। কি দরকার? সব কথা পরে শুনবেন। এখন খালি এইটুকু জেনে রাখুন, আমরা এক ভয়ানক কিম্ভূতকিমাকারের পাল্লায় পড়েছি। হ্যাঁ মশাই, কিম্ভূতকিমাকার। তাকে ভূতও বলতে পারেন, রাক্ষসও বলতে পারেন, দানবও বলতে পারেন। আসছেন? আচ্ছা, হুম্!"

(ক্রমশঃ)

ধূম্র-চরিত

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ধোঁয়া—ধোঁয়া—ধোঁয়া, নাঃ প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ভোর-বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ফুরে ফুরে বাতাসে মনটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল, ভাবিলাম এই ফাঁকে বেশ একটা মিঠে রকম কবিতা লিখিয়া ফেলি। ইজি-চেয়ারটা টানিয়া ছাদে আসিয়া বসিয়াছি, ভাবও আসিয়াছে, এমন কি কথাগুলি প্রায় কলমের ডগায়ও আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়, কি বে-আক্কেলে কাণ্ড বল দেখি! হঠাৎ নাকে-মুখে একটা তীব্র জ্বালা বোধ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি, পাশাপাশি যতগুলি বাড়ী আছে সবের ভিতর হইতে এক জোটে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া বাহির হইতেছে আর তাহাই 'দখিন-হাওয়ায়' ভাসিয়া আসিয়া আমার নাক-মুখ ভরিয়া দিতেছে! অমন সুন্দর কবিতাটা—যা বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়া দস্তুরমত বাহবা পাওয়া যাইত—শেষটায় সেখানেই ফেলিয়া বাপ্ বাপ্ বলিয়া পালাইয়া আসিতে হইল। এর পরেও আবার? রাম কহ!

বাস্তবিক বড় বড় সহরে ধোঁয়া বিধাতার একটা বড় অভিশাপ। শুধু সকাল-বিকালেই নয়, সারা দিনমান এই এক উৎপাত। মানুষ যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সভ্য হইতেছে, আর সেই সভ্যতার বাহন স্বরূপ বড় বড় সহরগুলির বুক ফুঁড়িয়া গজাইতেছে নিত্য নতুন কল-কারখানা। রান্না-ঘরের ধোঁয়া তবু বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু এই সব কল-কারখানার হাজার হাজার মণ ধোঁয়া সহ্য করা সত্যিই কষ্টকর। তাদের কল্যাণে আকাশ-বাতাস সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত হইয়া আছে।

তবু আমাদের দেশে আর ক'টাই বা কল-কারখানা? ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে আমরা তো রাম-রাজত্বেই আছি! ওসব দেশে আবার শুধু কল-কারখানার উৎপাতই নাই, ঠাণ্ডার দেশ, আগুন পোহাইবার জন্যও সেখানে ঘরের ভিতর চুল্লী জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। তার ফলেও কম ধোঁয়া বাহির হয় না। তা ছাড়া শীতকালে ধোঁয়া বেশী উপরে উঠিতে পারে না তা তোমরা

দেখিয়াছ, শীতের দিনেই ধোঁয়ার উৎপাত বেশী। সেদিক্ দিয়াও ওসব শীত-প্রধান দেশের তুলনায় আমরা অনেক আরামে আছি।

ধোঁয়া মানুষের কত রকম অপকার করে তার ফর্দ্দ দিতে গেলে সে এক বিরাট্ ফর্দ্দ হইয়া পড়িবে। ডাক্তারেরা বলেন, বড় বড় সহরে ফুস্‌ফুস্-ঘটিত ব্যারামের যে এত বাড়াবাড়ি তার প্রধান কারণ এই ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যে তো শুধু কয়লার গুঁড়াই থাকে না, আরও অনেক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ—নানা রকম য়্যাসিড্ প্রভৃতি মিশান থাকে, মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেগুলি অত্যন্ত হানিকর। তা ছাড়া ধোঁয়া বড় বড় সহরের মাথার উপর চাঁদোয়ার মত ঘিরিয়া থাকে, ফলে সূর্য্য-কিরণের অনেকটা অংশ তা ভেদ করিয়া সহরের বুকে পৌঁছিতে পারে না। তোমরা বোধ হয় জান, সূর্য্য-কিরণের মধ্যে প্রচুর আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি আছে এবং এই

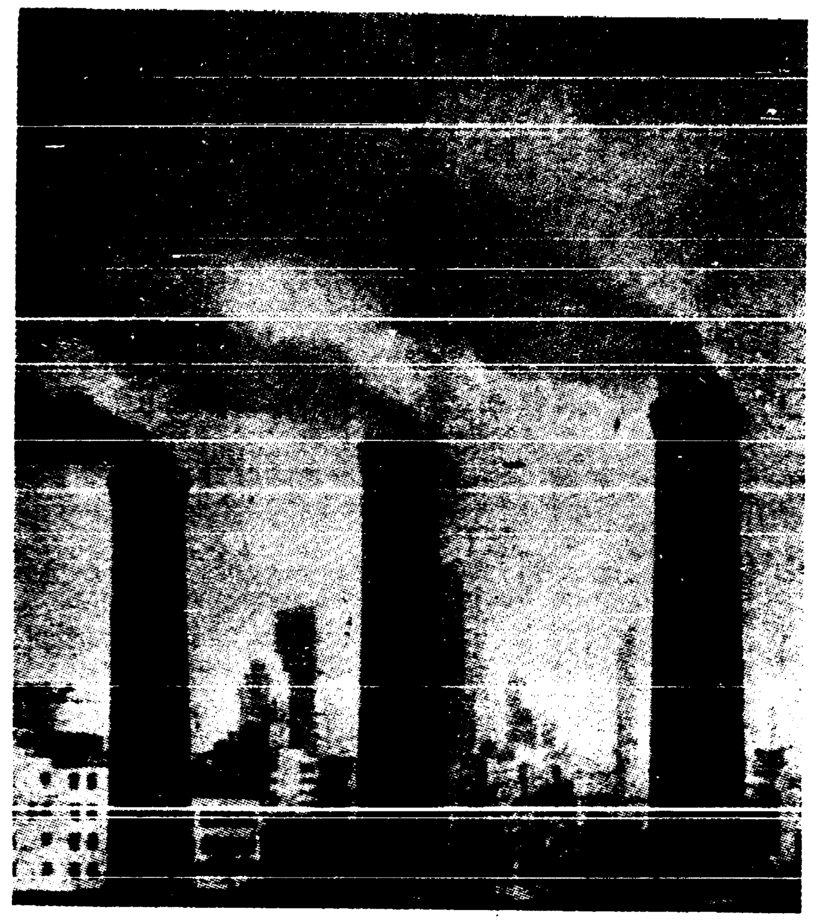

সভ্যতার বিপদ্ : বড় বড় সহরে কল-কারখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া বাহির হইয়া আকাশ-বাতাস ঘিরিয়া রাখে।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। এর অভাবে নানা রকম ব্যারাম-পীড়া দেখা দিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পল্লী-অঞ্চলের সূর্য্যের আলোয় যতটা আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি পাওয়া যায় সহরের বুকে পাওয়া যায় প্রায় তার অর্দ্ধেক। এবং এর কারণ আর কিছু না, ঐ ধোঁয়া।

স্বাস্থ্যের হানি করা ছাড়া আরও নানা ভাবে ধোঁয়া মানুষের অপকার করে। ধোঁয়ার মধ্যে যে সব য়্যাসিড থাকে তার কল্যাণে বাড়ী-ঘরের দেয়াল খাইয়া

যায়—বিশেষতঃ পাথরের দেয়াল হইলে তো কথাই নাই। গাছপালা, বাগান-ক্ষেত এ সবেরও কম ক্ষতি হয় না—বিষাক্ত রাসায়নিক শত্রুর সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে বল? তা ছাড়া ঘর-দুয়ার, জামা-কাপড় নোংরা করিতে ধোঁয়ার যুড়ি নাই। ধোঁয়া না থাকিলে জামা-কাপড়, ঘর-দুয়ার, আসবাবপত্র পরিষ্কার করিবার খরচ অদ্ভুত রকম কমিয়া যাইত। নিউইয়র্কের একজন "ধূম্রতত্ত্ববিদ্" সেদিন বলিয়াছেন, চেষ্টা করিলে ঐ সহরের ধোঁয়া অনেকখানি কমান যাইতে পারে; এবং তা যদি হয় তবে সহরের মৃত্যু-সংখ্যা এখন যা আছে গড়ে তার ছয় ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে, ঐ সহরে এখন যতটা সূর্য্যের আলো পাওয়া যায় তার দ্বিগুণ আলো পাওয়া যাইবে—এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, যা ধোঁয়ার জন্য জলে যাইতেছে, তার উদ্ধার হইবে। তা ছাড়া আরও একটা অপব্যয় হইতে কোটি কোটি টাকা রক্ষা পাইবে, সেটার কথা পরে বলিতেছি।

ধোঁয়া জিনিষটা কি সে সম্বন্ধে তোমাদের কিছু ধারণা আছে। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ধোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় কয়লার গুঁড়া, ছাই, গন্ধক এবং আরও নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ। চুল্লীর মধ্যে যখন কয়লা পোড়ান হয় তখন ঠিকমত বাতাসের অভাবে, ঠিকমত উত্তাপের অভাবে, চুল্লীর গঠনের জন্য এবং আরও নানা কারণে সবটা কয়লা সম্পূর্ণ রূপে পুড়িতে পারে না। তা ছাড়া কয়লার মধ্যে অঙ্গার বা কার্ব্বন ছাড়া আরও নানা রকম জিনিষ মিশান থাকে। কয়লা পুড়িবার সময় এই সব জিনিষ এবং বাতাসের অক্সিজেনের মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া অনেক নতুন নতুন জিনিষও তৈরী হয়। এগুলির মধ্যে শক্ত, তরল এবং গ্যাস্ সবই আছে। এই সব রাসায়নিক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, কয়লার অতিক্ষুদ্র কণা ও কয়লা-পোড়া বিভিন্ন গ্যাস খিচুড়ী পাকাইয়া বাতাসের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে; তারই নাম ধোঁয়া। কয়লা যত কম পুড়িতে পায়—অর্থাৎ কয়লায় যত অপচয় হয় ধোঁয়া তত বেশী হয়। কাজেই ধোঁয়া কমাইতে পারিলে কয়লার অপচয় হইতেও প্রচুর টাকা রক্ষা করা যাইবে।

কাজেই দেখিতেছ, ধোঁয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা মানে স্বাস্থ্য, সুখ এবং অর্থ—এ সবই বাঁচান। সুতরাং এদিকে যে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়িবে তাতে আর

আশ্চর্য্য কি! ধোঁয়ার সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা করিয়া ধোঁয়ার উৎপাত হইতে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বাহির করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ধোঁয়ার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে এমন কোন জ্বালানী ব্যবহার করা দরকার যা হইতে একেবারেই ধোঁয়া বাহির হয় না বা খুব কম ধোঁয়া বাহির হয়। কয়লা ছাড়া আরও নানা রকম জ্বালানী আছে। জ্বালানী গ্যাস বা বৈদ্যুতিক চুল্লী ব্যবহার করিলে ধোঁয়ার বালাই থাকে না, আজকাল তাই বহু জায়গায় কয়লার বদলে এই সব জ্বালানীর ব্যবহার সুরু হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন দিক্ দিয়া এ সব জ্বালানীতেও অসুবিধা আছে, তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা দাম। দামে সুবিধা না হইলে ব্যবসার ক্ষেত্রে চলিবে কেন? তাই কয়লার ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। তবে কি ভাবে চুল্লী তৈরী করিলে কয়লা ব্যবহার করিয়াও ধোঁয়া কমান যায় তার চেষ্টা হইতেছে, বৈজ্ঞানিকেরা নিত্য-নতুন চেহারার চুল্লী আবিষ্কার করিতেছেন। সব ব্যবসায়ে আবার এক রকম চুল্লী খাটে না, এক-এক জিনিষ তৈরীর কারখানায় এক-এক রকম চুল্লী লাগে। লোহার কারখানায় যে রকম চুল্লীর দরকার, চিনির কারখানায় তো আর তা চলিবে না! কাজেই বৈজ্ঞানিকদের আর ছুটি নাই, সর্ব্বদাই নতুন নতুন উপায় লইয়া তাঁদের মাথা ঘামাইতে হইতেছে।

জাহাজের ধোঁয়া যাহাতে জাহাজের দিকে না আসিতে পারে সে জন্য নতুন ধরণের চোঙ্গা।

গৃহস্থালীর কাজে, রান্নাবান্না প্রভৃতির জন্যও ওদেশে অর্থাৎ ইয়োরোপ-আমেরিকায় গ্যাসের বা বৈদ্যুতিক চুল্লীর চলন ক্রমেই বাড়িতেছে। অবশ্য খরচের

জন্য কয়লার ব্যবহারও উঠিয়া যায় নাই। তবে ক্রমেই সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে, ভবিষ্যতে হয়তো বিদ্যুতের চুল্লীতেই ঘর-গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ চলিবে। আমাদের দেশেও আজকাল ঘরের কাজে বিদ্যুতের চুল্লীর ব্যবহার কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

সস্তায় নিজের কাজ সারিবার জন্য ধোঁয়া দিয়া অপরের অসুবিধা-সৃষ্টি অবশ্য কোন দেশেই বরদাস্ত করা হয় না। ধোঁয়ার বিরুদ্ধে আইন-কানুন সব দেশেই আছে। আমেরিকার অনেক সহরে খুব কড়া আইনই আছে।

লণ্ডনে রাণী এলিজাবেথের সময় হইতেই এই রকম একটা আইন করা হইয়াছিল; তখন পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের সময় লণ্ডনের কোথাও কয়লা জ্বালান নিষিদ্ধ ছিল, জ্বালাইলে সাজা হইত। ক্রমে আরও কড়া আইন জারি করা হয়। কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল—কল-কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া চলিল তখন কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া একটু নরম হইতে হইল। তবে স্থান বিশেষে এখনও বেশ কড়া আইন আছে।

প্যারিসের পুলিশ-বিভাগও ধোঁয়া-আইন সম্বন্ধে খুব সজাগ, আর জার্ম্মেনীতে নিয়ম আছে কেহ কোন নতুন কারখানা খুলিবার সময় তাঁদের আগে পুলিশ-বিভাগকে জানাইতে হইবে—কি রকম—কি ধরণের চুল্লী তাঁরা বসাইতেছেন। পুলিশ-বিভাগ বিশেষজ্ঞ দিয়া পরীক্ষা করাইবেন, তার পর বিজ্ঞাপন দিবেন—ঐ অঞ্চলে ঐ রকম কারখানা, ঐ রকম চুল্লী বসাইতে পাড়ার কারও আপত্তি আছে কি না; কেহ আপত্তি করিলে তাহা বিবেচনা করিবেন, তার পর দিবেন কারখানার মালিকদের চুল্লী বসাইতে অনুমতি।

কৃতী গ্রাহক-গ্রাহিকার কথা

রামধনুর বর্ত্তমান এবং ভূতপূর্ব্ব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রামধনুতে তাঁদের পরিচয় বার করবার জন্য অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেছেন। এবার থেকে আমরা এ রকম কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এ বছরের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতী কয়েক জন গ্রাহকের নাম এ মাসে দেওয়া গেল। সকলের খবর আমরা পাই নি, সে রকম খবর কেউ জানালে আমরা সাদরে তা পত্রস্থ করব। তবে নাম পাঠাবার সময় প্রেরক সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে পাঠাবেন এই আমাদের অনুরোধ। —রাঃ সঃ

শ্রীমান্ অশোককুমার মিত্র রামধনুর ভূতপূর্ব্ব গ্রাহক। ইনি এবার ভারতে গৃহীত আই-সি-এস্ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। কয়েক মাস আগে রামধনুর 'বিচার-সভায়' আই-সি-এস্‌এ যে সব বাঙ্গালী প্রথম হয়েছেন তাঁদের নাম বেরিয়েছিল। রামধনুর গ্রাহকরা এবার থেকে সে নামের সঙ্গে শ্রীমান্ অশোককুমারের নামটাও যোগ করে নিও।

অশোককুমার কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। ইনি আলিপুরের 'ল্যাণ্ড্ য়্যাকুইজিসন্ কালেক্টার' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র।

শ্রীরামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমান্ রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রামধনুর একজন পুরোনো এবং উৎসাহী গ্রাহক। ইনি এবার কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স্ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। এঁর বাড়ী হাওড়া।

রামধনুর আর একজন গ্রাহক শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ইনিও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র) এবার বি.এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে অনার্স্ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। এঁর বড় ভাই শ্রীমান্ কামাক্ষীপ্রসাদ (রামধনুর গ্রাহক) অল্প বয়সেই সাহিত্যিক-মহলে খ্যাতি লাভ করেছেন, তার পরিচয় তোমরা রামধনুতে পেয়েছ। শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদও সুলেখক, এই মাসের রামধনুতেই এঁর লেখা একটি ছোট গল্প দেখতে পাবে। ইনি মধ্য-প্রদেশের য়্যাকাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

কুমারী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। ইনি ভবানীপুর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এঁর পিতা ফরিদপুর জেলার বাটিকামারী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য গভর্ণমেণ্ট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার। কুমারী ক্ষমা শুধু লেখাপড়ায়ই ভাল নন, চিত্র-শিল্পেও বেশ সুনিপুণা। এঁর আঁকা ছবি রামধনুতে একাধিক বার বেরিয়েছে। গত ১৩৪৫ সালেও ভাদ্র মাসের রামধনুর মুখপত্রে এঁর আঁকা 'শ্রাবণে' নামে একটা ছবি বেরিয়েছিল।

জান কি ?

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ., বি.এল্)

(১)

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দূরবীণ আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার পালোমার পাহাড়ের উপর বসানো হ'চ্ছে। এই দূরবীণের প্রধান অংশ তার কাচখানা। এটী ২০১ ইঞ্চ্ চওড়া, ২৫ ইঞ্চ্ পুরু, ৫৫০ মণ ওজনের একখানা টুক্‌রো। কাচ গলিয়ে ছাঁচে ঢালাই করতেই লেগেছে ১০ ঘণ্টা, সেটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হ'তে লেগেছে দশ মাস। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'লে পাছে চিড় খায় বা ফেটে যায় তাই রোজ একটু একটু ক'রে ছাঁচের উত্তাপ কমিয়ে কমিয়ে এটাকে ঠাণ্ডা করা হয়। তার পর কারখানা থেকে এই প্রকাণ্ড কাচখানাকে বিশেষভাবে তৈরী লোহার ফ্রেমে খাড়া ক'রে বসিয়ে অতি সাবধানে রেল-গাড়ীতে ক'রে পালোমার পাহাড়ে নিয়ে আসা হ'য়েছে। সেখানে তিনটী বছর লাগ্‌বে তাকে পালিশ করে ঠিক্ করতে।

কাচ ছাড়া অন্যান্য অংশগুলিও অতি বিরাট্। কাচখানাকে যে চোঙার মধ্যে বসানো হ'বে, ইস্পাতে তৈরী সেই চোঙাটা পাঁচতলা বাড়ীর সমান উঁচু, আর তার ওজন দু'হাজার মণেরও বেশী। সমস্ত অংশগুলি নিয়ে দূরবীণের ওজন হ'বে প্রায় সাড়ে বারো হাজার মণ। খরচ কত হ'বে মনে কর? পৌণে দু'কোটী টাকা। টাকাটা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী রক্‌ফেলারের দাতব্য ফাণ্ড্ থেকে পাওয়া যাবে।

দূরবীণ রাখ্‌বার ঘরখানাও হ'য়েছে তেমনি। দেড় বিঘে জমির ওপর একখানা গোলাকার ঘর; ১৩৭ ফুট্ চওড়া। এর একটী নমুনা তৈরী করতেই প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হ'য়েছে। সেই নমুনাটী নাকি পৃথিবীর সকল দেশেই নিয়ে দেখিয়ে আনা হবে। আমাদের এখানে যদি আসে, তোমরা সবাই দেখ্‌তে যাবে তো?

(২)

ফুল্‌স্ক্যাপ্ কাগজের নাম হ'ল কি ক'রে জান? আকার অনুসারে কাগজের

নানা রকম নাম হয়। যে কাগজ ১৭ ইঞ্চ্ লম্বা আর ১৩ ইঞ্চ্ চওড়া তাকে বলে ফুল্‌স্ক্যাপ্। এই আকারের কাগজ দিয়েই সাধারণতঃ তোমরা খাতা তৈরী ক'রে থাক। এই ফুল্‌স্ক্যাপ্ নামটা এল কোথা থেকে? আগেকার দিনে রাজাদের সভায় একজন ক'রে অদ্ভুত চেহারা আর পোষাকওয়ালা লোক রাখা হ'ত তাকে বিদূষক বা ভাঁড় বলা হ'ত। বিলেতে তাকে বল্‌ত Jester অথবা Fool (ফুল)। এরা এক রকম গাধার টুপীর মতন টুপী পরত, তা'র চারদিকে ছোট ছোট ঝুমঝুমি ঝুল্‌ত। কতকগুলি কাগজওয়ালা ঐ গাধার টুপীর (Fool's Cap) চিহ্ন দিয়ে কাগজ তৈরী আরম্ভ করে। যদিও কাগজে এই রকম চিহ্ন দেওয়া উঠে যায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে, তবুও ঐ আকারের কাগজের নাম ফুল্‌স্-ক্যাপ্ মার্কা ব'লে থেকে যায়। তার থেকে এখন সংক্ষেপে ফুল্‌স্ক্যাপ বলা হয়।

(৩)

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নাম শুনেছ? ইয়ার্ড মানে উঠান, কিন্তু এটা একটা উঠান নয়, বাড়ী। বাড়ীটা আবার স্কট্‌ল্যাণ্ডে নয়, স্কট্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্পর্কও কিছু নেই। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হ'চ্ছে লণ্ডন সহরের পুলিশের বড় থানার নাম। অনেক কাল আগে ঐখানে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজাদের একটা প্রাসাদ ছিল, তারই একটা অংশে লণ্ডন পুলিশের বড় আপিস্ উঠে আসে গত ঊনবিংশ শতব্দীতে। তখন থেকে এই বাড়ীর নাম হয় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড (Scotland Yard) যদিও স্কট্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্ক মাত্র ঐটুকু।

(৪)

কোটের আস্তিনের পেছন দিকে তিন-চারটে বোতাম সেলাই করা থাকে দেখেছ? ওগুলো ওখানে কেন এল জান? আগেকার দিনে বিলেতে সার্টের হাতার সামনের দিক্‌টা একটু বেশী লম্বা হ'ত, আর তা'তে লেস্ ব'সিয়ে নানা রকম বাহার করা হ'ত। অথচ সেই লম্বা হাতার ভেতরে হাতখানা ঢাকা থাকলেই বা চলে কি ক'রে? তাই কোটের হাতায় বোতাম বসিয়ে ঐ বাহারী সার্টের হাতা উল্‌টে সেই বোতামের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হ'ত, আবার দরকার হ'লে বোতাম থেকে খুলে দিলেই সার্টের হাতা পাখা ছড়িয়ে ঝুলে পড়ত। সার্টের সে জৌলুস

এখন আর নেই, কিন্তু কোটের হাতায় তার চিহ্নস্বরূপ ঐ বোতামগুলো থেকে গেছে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

তথাপি

(কুমারী মণিকা দেবী ও কুমারী বিদ্যুৎপর্ণা)

বেশী দিন হয় নাই
প্রথম সোনালি আলো
প্রথম পাখীর গান
রামধনুকের রঙে
...
তবু মোরা এরি মাঝে
কান পেতে শুনিয়াছি
নিরাশার নিশা যবে
জানি তা'রা ওঠে নাকো
ওদের আকাশে ওঠে
'জীর্ণ তরণী বেয়ে

আমাদের পরিচয়
দোল দিয়ে গেলো যবে
আমাদের কান যবে
আকাশের কোণ, সবে
...
শুনিয়াছি ক্ষণে ক্ষণে
মানুষের মরমের
নেমে আসে মানুষের
মেতে আর বিহগের
কালো মেঘ, তবু ওরা
পৃথিবী-সায়রে ওরা

ধরণী সনে,
মোদের মনে,
শুনিতে পেলো,
ঝল্‌মলালো।
...
কাঁদন-ধ্বনি,
ব্যর্থ বাণী।
ভাঙ্গা জীবনে,
গানের স্বনে।
পায় না বারি,
দেয় যে পাড়ি।

আমাদেরও কানে বাজে
রামধনুকের রঙ্
ভালবাসি মানুষেরে,
তবু যেন ভালো লাগে
ভালো লাগে ছুটে-চলা
আমাদের ভালো লাগে
মানুষের বুকে এলো
তারি সাথে ভেসে এলো
...
আমাদের পরাণেও
মানুষের দুখে-গাওয়া
আমাদের নয়নেও
আমাদের স্বপনের
হারাইয়া ফেলি যদি
কোন্ গরবের গান
...
জানি মোরা আমাদের
রাজহংসের মত

ওদের বেদন-গান
তবু দিয়ে যায় দোল
ভালবাসি মানুষের
আকাশের থেকে ঝরা
বন-হরিণীর মত
কুলু কুলু-গান-করা
আদিম প্রভাতে ভেসে
লাল গোলাপের মুখে
...
ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসে
আশাহত কবিদের
আলো কভু নিভে যায়
মাঝে তবু হেরি কভু
আপনারে সীমাহীন
গেয়ে যাবো আমাদের
...
পথ ঢাকা মানুষের
ভসিয়া চলেছি তবু

সকাল-সাঁঝে
মনের মাঝে !
কান্নাহাসি,
বকুল রাশি ;
নির্ঝরিনী,—
স্রোতস্বিনী।
কান্নারাশি,
মিষ্টি হাসি !
...
বেদনা-ধ্বনি,
কাব্যখানি ;
অন্ধকারে,
রূপসায়রে।
দুখের মাঝে,
জীবন-সাঁঝে ?
...
নয়ন-নীরে,
অজানা তীরে।*

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন ৪৭৭ পৃষ্ঠায় দেখ]

(১) হোয়াইট্ সী-বাল্‌টিক খাল (১৫২ মাইল লম্বা),
শ্যাণ্ডাকেন সুড়ঙ্গ—আমেরিকা (১৮ মাইল)।

(২) (ক) বিলাতে রাগবী অঞ্চলে এই খেলা প্রথম প্রচলিত হয় বলিয়া।

* জ্যৈষ্ঠ মাসের 'রামধনু'তে "আমার কবিতা" পড়িয়া।

(খ) রাগবী খেলার বল্ ফুটবল্ খেলার বলের মত গোল নয়—হাঁসের ডিমের মত চেপ্টা আকারের। (গ) ১৫ জন।

(৩) পলাশীর যুদ্ধ, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ইয়োরোপে সাত বৎসরের যুদ্ধ।

(৪) সংবাদ সংগ্রহকারী কোম্পানী—পৃথিবী যোড়া ইঁহাদের কারবার। যিনি এই কোম্পানী গঠন করেন তাঁর নাম পল জুলিয়াস ডি রয়টার ছিল বলিয়া।

(৫) জলের মধ্যে প্রবল চাপের সাহায্যে কার্ব্বনিক য়্যাসিড গ্যাস মিশাইয়া।

(৬) (ক) জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ আমেরিকার লোক নন, আয়ারল্যাণ্ডের লোক, তিনি ঐতিহাসিক নন, নাট্যকার; তিনি স্যর নন, এবং নেপোলিয়নের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় স্যর উপাধি দেওয়া হয় না।

(খ) মুক্তা খনিতে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় সমুদ্রে ঝিনুকের ভিতর। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা আছে তাহা হীরার খনি। মুক্তা ধাতু নয়। হীরাই শক্ত (যদিও ধাতু নয়) এবং হীরা দিয়াই কাচ কাটা যায়, মুক্তা দিয়া নয়।

(গ) ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঔপন্যাসিক ছিলেন না, ছিলেন নাট্যকার। নীল দর্পণ তাঁহার লেখা নহে, ৺দীনবন্ধু মিত্রের লেখা। নীলদর্পণ কাব্য নয়, নাটক।

(৭) ১নং—ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২নং—কামাখ্যার মন্দির।

চিঠিপত্র

এবারে অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা রামধনুর সমালোচনা পাঠিয়েছেন, সমালোচনার সমালোচনাও অনেকে করেছেন। সবগুলি চিঠি প্রকাশ করার স্থান এখানে নেই। বেশীর ভাগ গ্রাহকই রামধনুর অধিকাংশ লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ২।৪ জন গ্রাহক ২।১টা লেখা সম্বন্ধে তেমন খুসী হতে পারেন নি। তাঁদের মত তাঁদেরই ভাষায় এখানে দিলাম: কুমারী নীলা মুস্তাফি রবীন্দ্র বাবুর লেখাটি পড়ে লিখেছেন, "তাঁর মত লেখকের কাছে এ রকম অবান্তর গল্প আশা করি নি।" সুবিনয় বাবু আত্মন্তরীকে যন্ত্রের আড়ালে

লুকিয়ে ফেল্লেন কেন, তাও ইনি জানতে চেয়েছেন। দীপালি দেবীর "অঞ্জলি" কবিতাটা এঁর অপরূপ লেগেছে। শ্রীনমিতা দাস লিখেছেন, 'নতুন ডাক্তার' নাটিকাটির চেয়ে চারু বাবু আরও ভাল লেখেন বলে তাঁর ধারণা। শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল "গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখার সমালোচনা কেন করা হয় না" জানতে চেয়েছেন। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার 'সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন' বিভাগটা না দেওয়ার জন্য অনুযোগ করেছেন। শ্রীদিলাপকুমার সেন গতবারে শ্রীচিত্রলেখা দাশগুপ্তার "বর্ষার দিনে" ছবিটার বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করেছেন। উক্ত চিত্রের শিল্পী শ্রীহরিহর মজুমদারও ছবিটার কি খুঁত তা জানতে চেয়েছেন। যাঁরা এ মাসের রামধনুতে কোন খুঁত পান নি লিখেছেন তাঁদের নাম—শ্রীচিত্রলেখা নিয়োগী, শ্রীঅমিয়াংশু সেন, শ্রীবিরাজ হালদার, কুমারী শোভনা বসু, শ্রীনন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, কুমারী শুভ্রা সেন, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার, শ্রীঅনিমেষ ঘোষ, কুমারী রেবা মিত্র।

ছোটদের চিত্রশালা

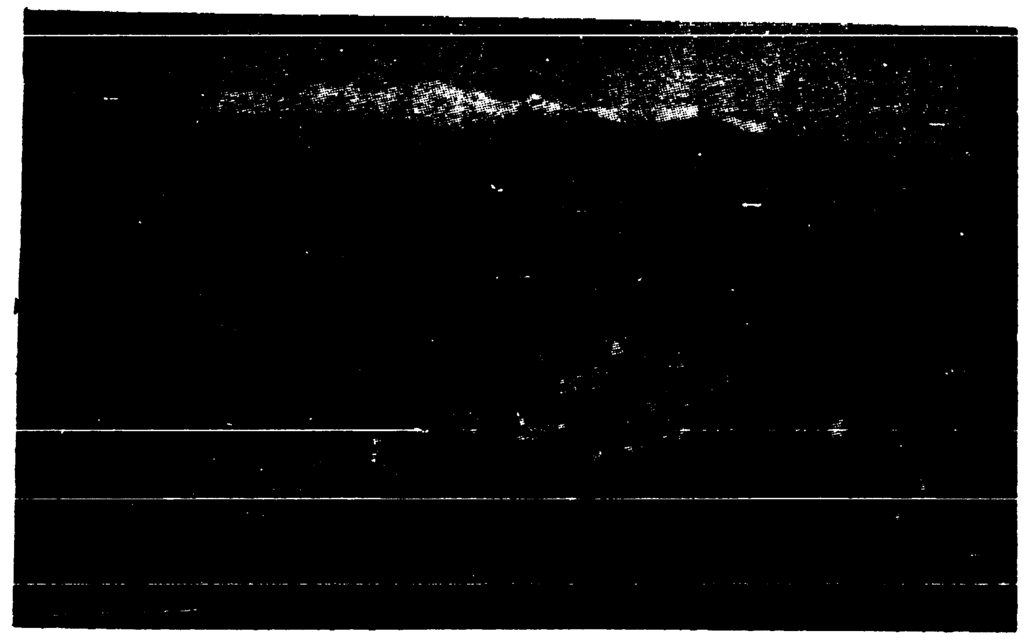

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও দার্জ্জিলীং
(জলা পাহাড় হইতে)
আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে কল্‌কাতার আই-এফ্‌-এ শীল্ড প্রতিযোগিতাও শেষ হ'ল। এবারে আই-এফ্‌-এ শীল্ডে নাম-করা সৈনিক দল (মিলিটারী টিম্‌) বেশী যোগ দেয় নি। গত বছরের শীল্ড-বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক্‌স্‌, রয়াল্‌ স্কট্‌ ফুসিলিয়ার্স্‌ এবং ডি.সি এল্‌.আই, আর তা ছাড়া স্থানীয় ছু'টি সৈনিক দল—ক্যামেরোনিয়ান্‌স্‌ আর বর্ডার রেজিমেণ্ট্‌ এই ছিল এবারে মোট সৈনিক দলের সংখ্যা। অবশ্য প্রাদেশিক ও জেলা দলের সংখ্যা অন্যান্য বারের চেয়ে বরঞ্চ বেশী ছিল। উড়িষ্যা, দিল্লী, কানপুর, মুঙ্গের, রাজসাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে অনেক দল খেলতে এসেছিল। এদের মধ্যে ঢাকার উয়াড়ী আর দিল্লীর দল অনেকটা উঠেছিল; কোন কোন দল প্রথম রাউণ্ডেই অতি বিশ্রী ভাবে পরাজয় স্বীকার করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

স্থানীয় দলের মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্ট বেঙ্গল ও কালীঘাট—এই তিন দলের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় এদের শীল্ডে খেলতে দেওয়া হয় নি। লীগ্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ মোহনবাগানের ওপর অনেকেরই খুব আশা ছিল, সব দিক্‌ দেখে মোহনবাগানের পক্ষে এবার শীল্ড্‌ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বলেই ধারণা হয়েছিল; কিন্তু মোহনবাগান সবাইকে হতাশ করেছে প্রথমেই স্থানীয় এরিয়ান্‌স্‌ দলের কাছে পরাজিত হয়ে। গত বারের শীল্ড-বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক্‌স্‌ বি.এন্‌.আর-এর কাছে হেরে যায়, বি.এন্‌.আর আবার হারে পুলিশের কাছে। উয়াড়ী ডি.সি.এল্‌.আইকে পরাজিত করে। ফাইনালে উঠেছিল কাষ্টম্‌স্‌ আর কল্‌কাতার পুলিশ দল। সকলেই ভেবেছিল কাষ্টম্‌স্‌ই এবার শীল্ড্‌ পাবে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাষ্টম্‌স্‌ও টেকে নি, অধিকতর উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়ে কাষ্টম্‌স্‌কে ২-১ গোলে হারিয়ে পুলিশ দলই এবার আই-এফ্‌-এ শীল্ড্‌ দখল করেছে।

বছর ২।৩ আগে পুলিশ আর একবার শীল্ড্‌ ফাইনালে উঠেছিল। সেবার ষষ্ঠ

ফিল্ড্‌ ব্রিগেডের কাছে তাদের শোচনীয় ভাবে ৪-১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। কাষ্টম্‌স্‌ এর আগে আরও তিন বার শীল্ড্‌ ফাইনালে উঠেছিল। তার মধ্যে ছু'বার গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স্‌এর কাছে এবং একবার, ১৯১৫ সনে, ক্যাল্‌কাটা দলের কাছে তাদের হার স্বীকার করতে হয়।

আই-এফ্‌-এ শীল্ড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্‌কাতায় এ বছরকার মত প্রথম শ্রেণীর ফুট্‌বল্‌ খেলাও শেষ হ'ল বলা যেতে পারে।

* * *

বিলেতের লর্ড্‌ উপাধি বংশগত, ইংরেজ ছাড়া একমাত্র লর্ড্‌ সিংহ (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) এই উপাধি পেয়েছিলেন। লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্টে ছু'টো সভা আছে—হাউস্‌ অব্‌ লর্ড্‌স্‌ ও হাউস্‌ অব্‌ কমন্‌স্‌, তা বোধ হয় তোমরা জান। হাউস্‌ অব্‌ লর্ড্‌স্‌এ শুধু লর্ড্‌রাই বসতে পারেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সিংহ লর্ড্‌ হয়েছেন, কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত নানা কারণে হাউস্‌ অব্‌ লর্ড্‌স্‌এ বসবার অনুমতি তিনি পান নি। সম্প্রতি স্থির হয়েছে উক্ত সভায় তাঁর প্রাপ্য আসন তাঁকে দেওয়া হবে।

* * *

সম্প্রতি সমস্ত বাংলা দেশ যুড়ে একটা মস্ত উদ্বেগের ছায়া পড়েছিল। বাংলার ৮৯ জন রাজবন্দী এক জোটে অনশন আরম্ভ করেছিলেন, এবং তাঁদের মুক্তি না দিলে তাঁরা সে অনশন ভাঙ্গবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। ওদিকে বাংলা সরকারও তাঁদের সর্ত্তে স্বীকার করতে রাজী হন নি, ফলে রাজবন্দীদের জীবনাশঙ্কায় সমস্ত দেশ যুড়ে একটা মহা উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেতারা রাজবন্দীদের অনশন বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে বিফল হন। অবশেষে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় বন্দীরা দীর্ঘ ২৭ দিন অনশনের পর ছু' মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখতে রাজী হয়েছেন। আশা করা যায় এই সময়ের মধ্যে বাংলা সরকার বন্দীমুক্তি প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করবেন।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমে একটা দ্বীপের কথা শোনা যাচ্ছে, সেখানে নাকি ২৪ ঘণ্টাই ভূমিকম্প হচ্ছে! পণ্ডিতেরা মনে করেন ঐ দ্বীপের তলাটা ফোঁপরা—অর্থাৎ আগাগোড়া অসংখ্য সুড়ঙ্গে ভরা। ঐ সুড়ঙ্গপথে সমুদ্রের জল ঢুকে ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে, আর তারই ফলে দ্বীপটা সর্ব্বক্ষণ কাঁপছে।

* * *

এবারকার উইম্‌ব্‌ল্‌ডন্‌ টেনিস্‌ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌এ বিজয়ী হলেন রিগ্‌স্‌। ইনি আমেরিকার খেলোয়াড়। অনেকেরই মত, ভাল ভাল খেলোয়াড়েরা পেশাদারী খেলায় যোগ দেওয়ায় এবারকার উইম্‌ব্‌ল্‌ডন্‌ প্রতিযোগিতা তেমন জমে নি। গত দু' বছরের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ বাজ্‌ও এবার খেলেন নি, তিনিও এখন পেশাদার। পুরুষদের ডাব্‌ল্‌স্‌এ জয়ী হয়েছেন রিগ্‌স্‌ ও কুক্‌। এঁরা দু' জনেই আমেরিকান্‌। মেয়েদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌ বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার কুমারী এলিস মার্ব্বেল। ভারতবর্ষ থেকেও একদল খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে গাউস্‌ মহম্মদ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রিগ্‌স্‌এর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

* * *

গত বারে তোমাদের 'রাবণ রাজার দেশে' প্রবন্ধে সিংহলের কথা বলা হয়েছিল, সিংহলের সঙ্গে ভারতের—বিশেষ ক'রে বাংলার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। সম্প্রতি কিন্তু সিংহলে ভয়ানক ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে। সিংহলীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এই অজুহাতে বহু সিংহলপ্রবাসী ভারতীয়কে সেখানে কর্ম্মচ্যুত করা হয়েছে, এবং তাদের ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতেও আন্দোলন স্থরু হয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলালকে এর একটা সুমীমাংসা করার জন্য সিংহলে পাঠান হয়েছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য জওহরলালকে সেখানে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করা হয়েছিল।

* * *

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুলিশ বিভাগ নাকি ঠিক করেছেন এবার থেকে তাঁরা অপরাধীদের খুঁজে আনবার জন্য শিক্ষিত কুকুর রাখবেন। এই সব কুকুর গন্ধ শুঁকে শুঁকে গিয়ে অপরাধীদের আড্ডার সন্ধান আনবে। কুকুর বশ করবার জন্য যথোচিত শিক্ষা নেবার জন্য কয়েক জন কর্ম্মচারীকেও নাকি তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিশের সাহায্যের জন্য কুকুর ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর আরও অনেক সভ্য দেশেও পুলিশের কাজে শিক্ষিত কুকুর রাখার রেওয়াজ আছে।

* * *

'দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ'—এ বিষয়ে তোমরা স্কুলের পরীক্ষার

খাতায় অনেক রচনা লিখে থাক, কিন্তু সত্যি সত্যিই 'শিক্ষার এই বড় অঙ্গ'টি আয়ত্ত করা বোধ হয় অনেকের ভাগ্যেই ঘটে ওঠে না। এর প্রধান কারণ ব্যাপারটি বড় ব্যয়সাপেক্ষ। আজকাল কোন কোন স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবার রেওয়াজ হয়েছে বটে কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা সে রীতি ছিল না বল্‌লেই চলে। ইয়োরোপের লোকের পয়সা আছে, তাই সেখানকার ইস্কুলগুলির এ বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেশ ভ্রমণ সেখানকার ছেলেরা হামেশাই করে থাকে। ইয়োরোপের বাইরেও বহু জায়গার স্কুলে এ ব্যবস্থা বহাল আছে। হিসাবে দেখা যায়, গেল বছর বিদেশ থেকে প্রায় ১৫,০০০ স্কুলের ছেলে এইভাবে ইয়োরোপ বেড়াতে গিয়েছিল।

* * *

রামধনু ছাপা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন ভারতীয় কংগ্রেসে একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটে গেল। নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাত দিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের (যিনি অল্প কিছুদিন আগেও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন) ওপর শাস্তি জারি করেছেন যে তিন বছরের জন্য তিনি কংগ্রেসের কোনও নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তার পদে থাকতে পারবেন না। সুভাষচন্দ্রকে সমস্ত দেশ ভালবাসে। ওয়ার্কিং কমিটির এই বিধান অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না, ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা গুরুতর গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

অচিন দেশে—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্‌, ৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এখানি খুব ছোটদের উপযোগী উপন্যাস, বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারেরা এই গল্পের নায়ক। বইখানার কাঠামো বিদেশী হ'লেও গ্রন্থকার দেশী ছাঁচে ঢেলে লিখেছেন। লেখকের গল্প বলবার গুণে বইখানা সকলেরই উপভোগ্য হবে। ছাপা, ছবি ইত্যাদি বেশ ভাল।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

আষাঢ় মাসের রামধনুতে যে রচনা-প্রতিযোগিতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য পুরস্কার পাইলেন—শ্রীঅমিয়াংশু সেন, গ্রাঃ নং ১৯৯৩, কলিকাতা)। রচনার নাম "আমি চঞ্চল হে" (ভ্রমণ-কাহিনী)। লেখাটি এবং লেখকের আপত্তি না থাকিলে তাঁর ছবি আগামী মাসের রামধনুতে বাহির হইবে।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকার রচনাও বেশ ভাল হইয়াছে—

ঐতিহাসিক ঘটনা : – শ্রীশান্তিকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ভ্রমণ কাহিনী :—শ্রীমতী নীলা মুস্তাফি, শ্রীহিরণকুমার মিত্র, শ্রীমণিকা ভট্টাচার্য্য, শ্রীশীতলকুমার ভাদুড়ী, শ্রীলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার সেন।

বিখ্যাত লোকের জীবনের ঘটনা :—কুমারী রেবা রায়, শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা শিশু-সাহিত্য :—শ্রীঅলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিত্রলেখা দাশগুপ্তা, শ্রীবাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

গ্রাহক-গ্রাহিকার নিজের হাতে তোলা ফটো (যে কোন বিষয়ের এবং যে কোন আকারের) পাঠাইতে হইবে। সব চেয়ে ভাল ফটোর জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতায় শুধু গ্রাহক-গ্রাহিকারাই যোগ দিতে পারিবেন। প্রত্যেক ফটোর **উল্টা দিকে** প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও **গ্রাহক নং** থাকা চাই। এক গ্রাঃ নং লইয়া একাধিক ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন না এবং রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া ধরা হইবে। ফটো ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে ঠিকানা লেখা খাম (উপযুক্ত ডাক টিকেট সহ) দিয়া দিতে হইবে। পুরস্কার-প্রাপ্ত ফটো এবং যিনি পুরস্কার পাইবেন তাঁহার ফটো রামধনুতে বাহির করিবার

ব্যবস্থা হইবে। পছন্দ হইলে পুরস্কারপ্রাপ্ত ফটো ছাড়া অন্য ফটোও রামধনুতে বাহির করা যাইতে পারে। ফটো ১লা আশ্বিনের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। খামের উপর যেন "প্রতিযোগিতা" কথাটি লেখা থাকে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) পিণ্ডি, পণ্ড, পাণ্ডা (২) বিলি, বেলে, বল (৩) বধ, বাধা, বিধি (৪) মানা, মেনে, মন (৫) মাতা, মত, মেতে (৬) খল, খিলি, খেলে (৭) কর, কারা (৮) বেড়ে, বড়, বিড়ি (৯) সর, সুরু, সারা, সেরে (১০) পর, পুরু, পারা।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পুতুল, মিনু, নির্ম্মল (কালীঘাট); সুনন্দা সেন (বরিশাল); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); নীলা মুস্তাফী (কালীঘাট); পাঁচু, পঞ্চমী, রামু; রমা নিয়োগী (কলিকাতা); পীযূষ, নিনা, রেবা, রেখা সেন (হেনজাদা—বর্ম্মা); কালিদাস পাল (ইনাথপুর); প্রভা, পদ্মা, পূরবী, প্রবীণ, প্রসূন, (বেতিয়া); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); মণিকা দেবী (ভবানীপুর); চিত্রলেখা দাশগুপ্তা (এলাহাবাদ); বীণা নন্দী (ঢাকা); সুলতিকা বসু (শ্রীনগর); দেবব্রত দত্ত (রেঙ্গুন); কণিকা ও শিশির (মান্দালয়); মঞ্জরী গুহ (বালীগঞ্জ); জলধর সামন্ত (হুগলী); নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (নিউদিল্লী); অহল্যাবাঈ দেবী (গোয়ালিয়র); শিপ্রা দেবী (নইনিতাল)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—

সুশীলকান্ত বিশ্বাস (কুমিল্লা); লক্ষ্মী, শ্যামু, মণ্টু, মায়া, বিরু (পাটনা); রত্না দেবী (পাটনা); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া); সন্তু, বুলু ও সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (মালদহ); দীপালি মৈত্র, মুকুল গুহ, কানাই গুহ (পাটনা); শান্তি, কান্তি, রমা চাটার্জ্জি (চাঁদপুর); অরুণ, বরুণ, সুপ্রিয়া, সুব্রত (ছাপরা); জগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (মুড়াগাছা—নদীয়া); কানন দেবী (কলিকাতা); রমা বসু

(গৌহাটী) ; নবেন্দু রায় (দিল্লী) ; মনীষা সেন (পাটনা) ; নমিতা ও খোকা (বোম্বাই) ; শশীশেখর ঘোষ (বালীগঞ্জ) ; চিত্রিতা নিয়োগী (লাহোর) ; দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি) ।

নূতন ধাঁধা

শব্দ-শৃঙ্খল (Cross word Puzzle)

ক ১	২	৩	৪	৫	৬	র ৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	য়ো ২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
ন ৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	য় ৪৯

পাশাপাশি ১-৩ একে রান্নাঘরে খুঁজে নাও, ৪-৭ রাত্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, ৯-১১ জল, ১২-১৩ চাষের জন্য এর বিশেষ দরকার, ১৫-১৮ আগুন চাই ? এ দেবে, ১৯-২০ সামান্য, ২৬-২৮ এ থেকে মৃত্যু হতে পারে, ২৯-৩০ এ জিনিষ সব শুদ্ধ ১২টা পাবে, ৩১-৩৩ বাংলা দেশের একটি মহকুমা, ৩৪-৩৫ ছোট ছেলেরা এবং মেয়েরা এ জিনিষটা সহজেই পায়. ৩৬-৩৯ মান্য ব্যক্তিকে এই ব'লে সম্বোধন ক'র, ৪০-৪২ কাপড়, ৪৩-৪৪ এর নেশা অনেকেরই, ৪৫-৪৬ শস্য বিশেষ, ৪৭-৪৯ একটি দেশের নাম।

উপর-নীচে

১-৮ দেবগুরুপুত্র, ১৫-২৯ একে অনেকেই আদর করে চোখে চোখে রাখেন, ৩৬-৪৩ এটা খারাপ হলে সবই খারাপ হবে, ৯-২৩ সব, ১৬-৩০ পাত্রবিশেষ, ৩০-৪৪ এ মুখ প্রায় সকলেরই প্রিয়, ২৪-৩৮ মাথার ওপর খুঁজে নাও, ১৮-৩২ জাপান দেশে একে পাবে, ৫-২৬ মানুষের জাতভাই, ৬-১৩ যাবার আদেশ, ৭-৩৫ কাপড়গুলি এখানেই পাঠাও, ৪২-৪৯ এক থেকে একশ'র মধ্যে খুঁজলেই পাবে।

ছেলেমেয়েদের ১০০৲ পুরস্কার
"শঙ্খ-পদ্মের" ভয়ঙ্কর বই !
১। মৃত্যু বিভীষিকা ! ।৵০
অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও মণিলাল অধিকারী
২। নিশাচর ! ॥০
সুকুমার দে সরকার
"শঙ্খ-পদ্ম" শুধু ট্রেড্ মার্ক নয়। একটা দল। দলের ১০০৲ টাকা পুরস্কার খোঁজ কর ! আগষ্ট মাসের নাম দিবার শেষ দিন ৩১শে আগষ্ট আজই যে কোন একখানা বই কিনে কুপন পাঠিয়ে দাও। ভর্ত্তি ফি লাগে না।
প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেপ্টেম্বর মাসের নাম দিবার শেষ দিন ৩১শে সেপ্টেম্বর।
প্রাপ্তিস্থান— "শঙ্খ-পদ্ম"
ঘোষ এণ্ড গুপ্ত। ১১।বি ডাঃ রাজেন্দ্র রোড,
৩।১ রসা রোড, ভবানীপুর। ভবানীপুর কলিঃ

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সুলভতম কিশোর-মাসিক
ছেলেখেলা
বার্ষিক আট আনা। ষাণ্মাসিক—চার আনা।
প্রতিসংখ্যা—তিন পয়সা।
প্রতি মাসে ধাঁধায় ২০৲ ও রচনা প্রতিযোগিতায় দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার ! আবার বছরে যারা একবারও পুরস্কার পাবে না, তারাও ২॥০ টাকা দামের উপহার পেতে পার। রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক হবে গ্রাহক-গ্রাহিকারাই, অন্য কেউ নয় !
নমুনা সংখ্যার জন্য এক পয়সা দামের ৩ খানি ডাকটিকিট পাঠাও।
S. R. Sen, B. A. 31, P. K. Tagore Street, Calcutta.

আবশ্যক
রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।
বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—
কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
"ম্যমীর জীবন্ত হাত"
পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। সুন্দর বাঁধাই। দাম ॥৵০।
* * *
তোমাদের চিরপ্রিয় লেখক
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন হাসির বই
শীগ্গিরই বার হবে। দাম ॥০
* * *
পুরাতন বাঁধান রামধনু
কোন কোন বছরের কয়েক সেট্ এখনও পাওয়া যায়। শীঘ্রই নিঃশেষ হবে।
দাম প্রতি সেট্ মাত্র ১॥০
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C—1641

চা যদি খেতে হয়

তবে

এরিয়ানের চা-ই খাবে।

এরিয়ানের চা

সবার উপরে

রংএ, স্বাদে ও গন্ধে

অদ্বিতীয়

চা তোমরা সকলেই খাও, কিন্তু চায়ের

মত চা না হ'লে খেয়ে সুখ হয় কি ?

এরিয়ানের চা অন্ততঃ একটিবার

পরীক্ষা ক'রে দেখ'

তার পর কোন্ চা খাবে তোমরাই ঠিক ক'র।

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

রামধনু

লেমেয়েদের সচিত্র াসিক পত্রিকা

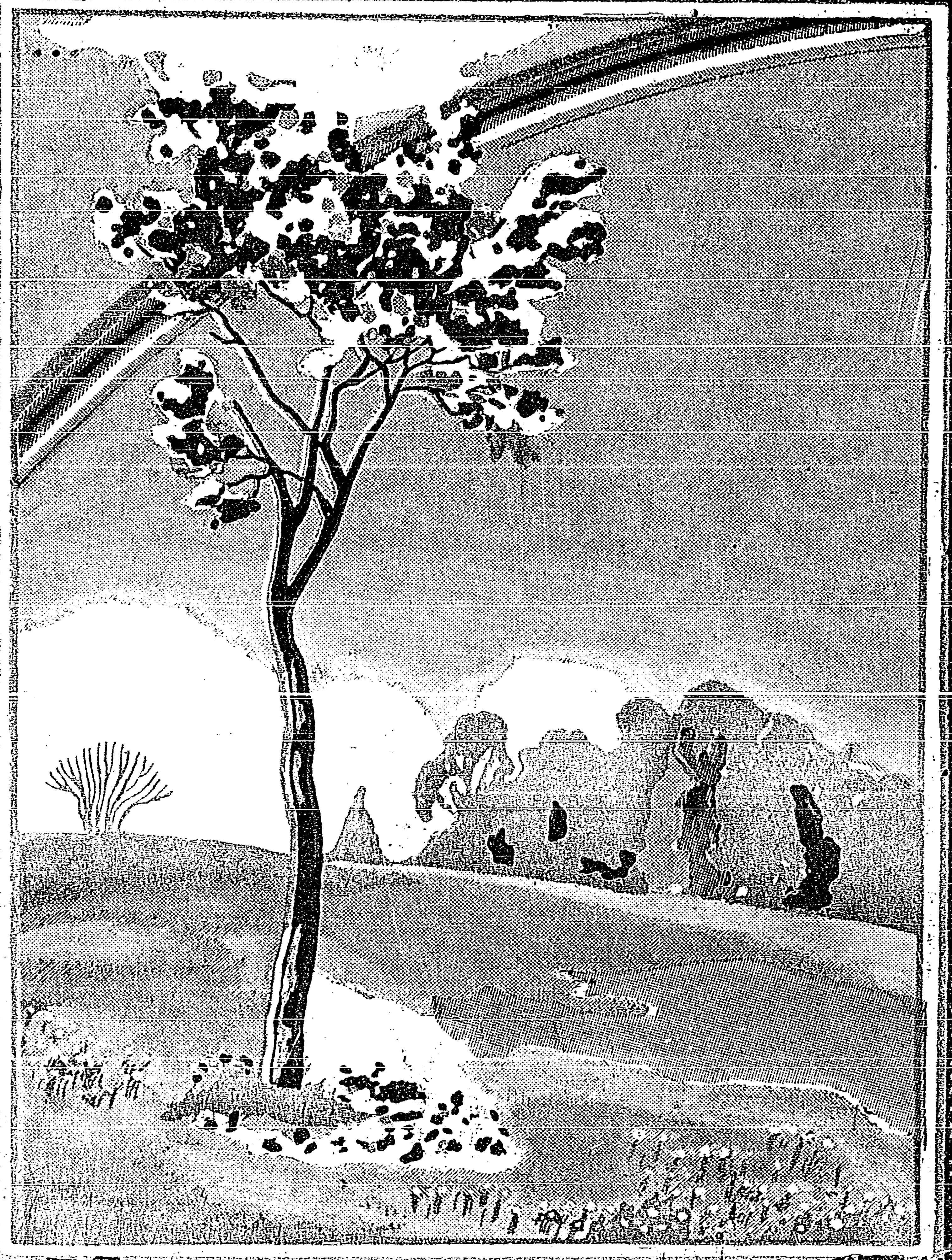

১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৪৬

বার্ষিক ২।৵০, ষান্মাসিক ১।৵০

প্রতি সংখ্যা।০

— সম্পাদক —

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

২নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শিশু-সাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন বই

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—৸৵০

(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—৸৵০

(একাধারে হাসি ও রহস্য)

চা'য়ের ধোঁয়া—৷০

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

কবি কুমুদরঞ্জন বলেন :—
"লেখক চা'য়ের পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন।"

* * *

সব ক'খানা বই-ই বাংলার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে উচ্চপ্রশংসিত।

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)—১৲

(রামধনুর গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশু-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই)

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—৸০

(পদ্মরাগের নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি, অদ্ভুতকর্ম্মা হুকা-কাশির আর একটি রহস্যময় কাহিনী)

ছোট গল্প

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে এ বই লিখেছেন—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

পরলোকগত রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

শেষ দান

সোনার হরিণ

পুস্তকাকারে বেরিয়েছে।

"পদ্মরাগ" ও "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি 'হুকাকাশি'কে নিয়ে

আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যময়

সুবিরাট্ উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—দাম এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)
ও বড় বড় বইএর দোকান

শিশু-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

ছোটদের রহস্যময় নতুন উপন্যাস

এতে বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত, মাণিক—
এরা সকলেই আছে আর আছে লা-উৎজুর
অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী।

এ বই ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মাসিকে
বেরোয় নি।

চমৎকার ছাপা, ছবি। বাঁধান রঙ্গিন মলাট
অথচ দাম মাত্র **দশ আনা**

প্রকাশক : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের
মজার পদ্য—মূল্য ৷৷০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত
কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা
মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৷০, সাধারণ—১।০

জে. সি. ব্যানার্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ছোট বালকদিগের
বলবর্দ্ধক ও দৃঢ়তা সম্পাদক
ইহার ন্যায় আর কোন
ঔষধ নাই।

ইহা নানাবিধ
রোগের প্রতিষেধক।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

সুলভে সর্ব্বপ্রকার কবিরাজী ও অন্যান্য দেশীয় ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক

কবিরাজ—শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ভিষগ্‌রত্ন

হেড্ অফিস্ :—১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ,
ফ্যাক্টরী :—১৯, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝকঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অফুরন্ত ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গোপার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঙাচি খেয়ে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি। দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল

হাস্যরসপূর্ণ উপন্যাস ৸৵০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্যরসপূর্ণ ছোটগল্প ৷৷০

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ৷৷৵০

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ৷৷০

সুলেখক প্রবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে ও অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ... ৷৷৵০

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ১০

কয়েকখানি কাজের বই

সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম.এ.,বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের সুবিরাট গ্রন্থ। একাধারে "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" ও "বর্ষপঞ্জী" (Year book)। এ বই একখানি সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ (Reference)এর জন্য আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

প্রায় পৌণে চার শ' পৃষ্ঠা,—দাম ১৷৷০

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, লজেন্স্, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। দাম মাত্র ১৲

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। দাম ৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক : রামধনু শাখা-কার্য্যালয় : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কৈশোরিকা

কিশোর-তরুণ দলের
সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কৈশোরিকার বিশেষত্ব—জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে
আদর্শ জীবন-গঠনে সহায়তা করে
মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগায়
বলিষ্ঠ মানব-মন্ত্র প্রচার করে

দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে
সডাক বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা
ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ টাকা
প্রতিসংখ্যা চার আনা

কৈশোরিকার শব্দছক প্রতিযোগিতা অভিনব ও বিশেষত্বপূর্ণ
যোগদান করিয়া লাভবান্ হউন

প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা
[প্রবেশ ফিঃ নাই]

গ্রাহক-পাঠক সকলেই যোগদান করিতে পারেন

কৈশোরিকা কার্য্যালয়—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য ছোটদের কল্পনা ও বুদ্ধি
দুই-এরই খোরাক জোগাবে—

দাম ৶০
মজাদার গল্পে ভরা। পড়লে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল লেগে যাবে।
—লেখক সুকবি-সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ ১৲
শ্রীত্রিভঙ্গ রায়

অসম্ভবের দেশে ১৲
রক্তবাদল ঝরে ১৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আজগুবি জানোয়ার ১৲
শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ভিক্তর হুগোর গল্প ॥৵০
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মাখন দেঁড়ে ॥৵০
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালুচরের বিভীষিকা ৶০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

পদ্মার বুকে রহস্য ৶০
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

মণিকাঞ্চন ॥৵০
শ্রীভীমাপদ ঘোষ

জানোয়ারদের যুদ্ধযাত্রা ॥০
শ্রীইন্দুভূষণ রায়

দাম দশ আনা
বিশ্ববরেণ্য সম্রাটশ্রেষ্ঠ অশোকের জীবন-কথা গল্পের মতই সুখপাঠ্য।

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩৷৹ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷৹।৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—A. H. Wheeler & Co.,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়
৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

নূতন বই

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
অচিন দেশের রাজকন্যা ।৶৹

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
রাজার ছেলে.. ॥৶৹

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
পরীর গল্প ।৶৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দুর্গম পথে ॥৶৹

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৶০

শ্রীসুকুমার দে সরকার
অরণ্য রহস্য ।৶৹

=অন্যান্য বই=

আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ)	॥৹
লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং)	।৶৹
গুজবের জন্ম	।৶৹
মণ্টু মাষ্টার (২য় সংস্করণ)	।৶৹
সোনার পাহাড় (উপন্যাস)	॥৶৹
বেজায় হাসি (২য় সংস্করণ)	।/৹
মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ)	।৶৹
বুদ্ধির লড়াই	।৶৹

শীঘ্রই বেরুবে

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
কায়াহীনের প্রতিশোধ

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়ের গৌরব (উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্র মিত্র
কল্পলোকের কথা (বড় গল্প)

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
পাতালপুরীর আংটি (উপন্যাস)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
মড়ার মৃত্যু (নূতন উপন্যাস)

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

=অন্যান্য বই=

বলতো (ধাঁধার বই)	॥৶৹
গল্প ঠাকুরদা	।৶৹
এক পেয়ালা চা	।৶৹
জীবনের সাফল্য	।৶৹
অঞ্জলি	।৶৹
নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সংস্করণ)	।৶৹

— ছোটদের বার্ষিকী—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকমের গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

দাম ১।৹ দাম ১।৹

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পূজার উৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

১৪শ বর্ষ ১৩৪৬

বার্ষিক শিশুসাথী

১৪শ বর্ষ ১৩৪৬

আগামী ১৮ই আশ্বিন বাহির হইবে !

বার্ষিক শিশুসাথী

এবার

বার্ষিক-শিশুসাথীর

সম্পাদন ভার লইয়াছেন

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বার্ষিক শিশুসাথী

নানা বিষয়ক গল্প, কবিতা, রূপকথা, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বহু একবর্ণ ও বহুবর্ণ * ছবিতে ভরপূর ! *

বার্ষিক শিশুসাথী
রঙিন কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা, বিচিত্র প্রচ্ছদ মণ্ডিত
মূল্য ১॥০ টাকা
মাশুল স্বতন্ত্র

'উৎসবের দিনে খোকন-মণিদের হাতে দিবার মত সুন্দর ও সুলভ উপহার' একথা সবাই বলে ; দেখিলে * আপনিও বলিবেন। *

সরস—সচিত্র] **উপহারের ভাল ভাল বই** [সরস—সচিত্র

তারাবাই	।৵০
আল্‌পনা	।৵০
অলখ্‌ চোরা	।৵০
ছুনিয়ার আজব	।৵০
নাগরদোলা	।৵০
মেনির কুটুম	।৵০
বেদানা	।৵০

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত
রত্নপুরী
পাঁচটি সরস ও সচিত্র গল্প এবং একটি নাটিকায় পূর্ণ।
মূল্য ॥০ আনা

শ্রীবরদাকুমার পাল প্রণীত
ছুটির গল্প
সাতটি সরস ও সচিত্র গল্পে সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আনা

ঠাকুর্দ্দা	।৵০
টুলটুল	।৵০
পাতাবাহার	।৵০
বাদুড় বয়কট	।৵০
রাজকুমার	।৵০
চোর জামাই	।৵০
রঙ্গিলা	।৵০

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩।৮নং জন্‌সন্ রোড, ঢাকা

পূজার উপহারের নূতন নূতন বই

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত
পারিজাত
কচি শিশুদের জন্য ছড়া ও ছবির বই। পুরু কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীললিতমোহন নন্দী প্রণীত
বাজিকর
পাঁচটি তাজা ও তেজী গল্পে পূর্ণ। সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত
হসন্ত মহারাজ
কয়েকটি হাসির গল্পে সম্পূর্ণ পুরু কাগজে ছাপা ; অনেক ছবি আছে। মূল্য ॥০ আনা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত
হাসির দেশ
হাসির গল্প আর হাসির কবিতায় ঠাঁসা। সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। মূল্য ॥০ আনা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মণি-কুণ্ডল
পৌরাণিক গল্পে ভরপূর—প্রত্যেকটি গল্প সরস ও সচিত্র। মূল্য ॥০ আনা

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
খেলার সাথী
প্রায় দেড় শ' রকম খেলার কথা। সরল ভাষায় লেখা। ছবিও আছে অনেক। মূল্য ১।০ টাকা

শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত
আগডুম-বাগডুম
পাতাজোড়া ছবি ও রসাল ছড়ায় ভরপূর। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীরাধাভূষণ বসু প্রণীত
বিজ্ঞান ও বিস্ময়
বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কাহিনী সরস ভাষায় লেখা ; সচিত্র। মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত
ছোটদের বেতালের গল্প
৩৫ খানা একবর্ণ ও ১০ খানা পাতাজোড়া রঙিন ছবি সমন্বিত। মূল্য ১।০ আনা

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত
ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন
৮০ খানা একবর্ণ ও ৮ খানা রঙিন ছবি সমন্বিত গল্প পুস্তক। মূল্য ১।০ আনা

পত্র লিখিলে উপহার পুস্তকের তালিকা প্রেরিত হয়

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩।৮নং জন্‌সন্ রোড, ঢাকা

শারদীয় পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী

ছোটদের চয়নিকা	১৷৹
ছোটদের গল্পসঙ্কলন	১৷৹
ঝলমল	১৷৹
গল্পের মায়াপুরী	১৲
আজব বই	১৷৹
শিশু গল্পিকা	১৷৹
সোনার কাঠি	১৷৹
যাদুঘর	১৷৹

ছোটদের উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মরণের মুখোমুখি	৷৹
বিভীষিকার মুখে	৷৷৹

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর

সুন্দরবনের শিকারী	৷৷৹

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের

পাতালপুরী	৷৷৶৹

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নদ্বীপের বিভীষিকা	৷৷৶৹

যতীন্দ্রনাথ ঘোষের

খুনে জমিদার	৷৷৶৹
মানুষ, না কেউটে ?	৷৷৹

শচীন্দ্র মজুমদারের

খ্যাতির বিড়ম্বনা	৸৹

ছেলেমেয়েদের নাটক

অখিল নিয়োগীর

বাণী (মেয়েদের জন্য)	৷৶৹

গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের

উৎসব (ছেলেদের জন্য)	৷৶৹

১৩৪৬ সালের শারদীয় ডালি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

চিত্রদীপ

চিত্রদীপের শিখায় সুবিচিত্র হবে বঙ্গবিখ্যাত অসংখ্য লেখনীর অপূর্ব্ব দান—গল্প, গাথা, রূপকথা, কৌতুক-কথা, ভ্রমণকাহিনী, জীবন-কাহিনী, কথানাট্য, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ, কত আর নাম করব ?

আর এক অভাবিত বিশেষত্ব

অন্যান্য বারের মত এবারেও ঐ পূজাবার্ষিকীতে বাংলার সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ লেখক লেখিকার রাশি রাশি রচনা তো থাকবেই এবং সেই সঙ্গে থাকবে "ছোটদের মহলে সুপরিচিত" হেমেন বাবুর লেখা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ **একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস।** পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে ৪০০ পৃষ্ঠার কাছাকাছি! একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র হবে সংখ্যাতীত!

কিন্তু এই সুবৃহৎ গ্রন্থের দাম হবে মাত্র **১৷৹** টাকা।

জ্ঞাতব্য তত্ত্ব

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাকথা	৷৶৹

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের

বিশ্বের বিস্ময়	৷৷৶৹
বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী	৷৹

রূপকথার গল্প

সুনির্ম্মল বসুর

নিঝুমপুরের স্বপনকথা	৷৷৹
মন ছোটে মোর তেপান্তরে	৷৷৹

সুনির্ম্মল বসু ও প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরূপ কথা	৷৷৶৹

জীবজগৎ ও জ্ঞাতব্য কথা

সুবিনয় রায়চৌধুরীর

জীবজগতের আজবকথা	১৷৹

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের

সমুদ্রের রহস্য	৷৷৶৹

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর

দুনিয়ার আজব	৷৷৶৹

ভূতের গল্প

সুনির্ম্মল বসুর

সব ভুতুড়ে	১৶৹
ভুতুড়ে বই	৷৷৹
ভুতুড়ে বন	৷৷৹

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম—	৷৶৹

শচীন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর — **বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি** — দাম আট আনা

হাসির গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। লেখকের সব বইয়ের সেরা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। অসংখ্য কার্টুন ছবি। চারিবর্ণের প্রচ্ছদপট।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের — **পৃথিবী ছাড়িয়ে** — দাম পাঁচ সিকা

একদিন মানুষের যা স্বপ্ন ছিল, আজ তা সত্যে দাঁড়িয়েছে; আজ যা স্বপ্ন কালে তাও যে সত্যে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী? এই বই কিছু আজগুবি কল্পনার গাঁজাখুরি গল্প নয়—বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়া অপার্থিব অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। তোমাদের সমস্ত কল্পনার সীমার বাইরে।

বুদ্ধদেব বসুর — **দস্যুর দলে ভোমরা** — দাম এক টাকা

স্কুলের থার্ড কেলাসের ছেলে ভোমরা; হঠাৎ পড়ল দস্যুর হাতে। তাদের দলে পড়ে তার জীবনে কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটল, তারি রোমাঞ্চকর কাহিনী। পাতায় পাতায় ছবি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের — **মরণের ডঙ্কা বাজে** — দাম পাঁচ সিকা

আজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রলয়ঙ্কর মরণের ডঙ্কা বেজে উঠেছে তারি জীবন্ত ছবি। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের এমন অবিকৃত বিবরণ, বিমান-বোমা-বিষবাষ্প-সমন্বিত বৈজ্ঞানিক মারণ-কৌশলের এমন তুবহু পরিচয় আর কোথাও পাবে কিনা সন্দেহ। আর তাতে পাবে আমাদের বাঙালী বীর—বিমল ও সুরেশ্বরের অদ্ভুত কৃতিত্ব। রোমাঞ্চকর বই।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের — **রক্ত গঙ্গার দেশে** — দাম এক টাকা

ভাত-খেকো ভীতু বাঙ্গালীর দেশেও অমিত সাহসী অদ্ভুত বীর জন্মায়, এবং জীবন তুচ্ছ করে যে-কোনো দুর্গম পথে তারা যে অনায়াসে পাড়ি দিতে পারে তার পরিচয় এতে পাবে। এমন অদ্ভুত রোমাঞ্চকর বই আর তোমরা পড় নি। বুঝতেই তো পারছ হেমেন বাবুর লেখা!

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত — **২৭শে নভেম্বর** — দাম বারো আনা

যদিও এই ভুতুড়ে ট্রেনের কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত্ত তোমাদের সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চশিহরণ জাগাবে, তবু ভীত হ'বার কোন কারণ নেই। কেননা অসমসাহসী ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ প্রবীর রায় তো সঙ্গেই থাকবেন!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের — **বনের হরিণ** (বড়দের জন্য) — দাম দেড় টাকা

সভ্যতাভিমানী নব্য যুবক ও অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকার অমার্জ্জিত প্রণয়ের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী।

বি, এন্, প্যাব্‌লিশিং হাউস

৩২ ব্রজনাথ মিত্র লেন, ঝামাপুকুর, কলিকাতা ফোন: বড়বাজার ৩৫২০

—পূজায় ছেলেমেয়েদের উপহার—

গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত

কাউণ্ট অব মণ্টেক্রীষ্টো ১৲

ডিকেন্স্এর গল্প ॥৵০

তরুণ গুপ্তের

বিচিত্র কীর্ত্তিকথা ৸০

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর

আশ্চর্য্য দেশের ভয়ানক রহস্য ৸০

যক্ষপুরী ৸০ **আকাশ পথে** ৸০

হেমচন্দ্র বাগ্চি প্রণীত

মায়াপ্রদীপ ॥০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাতের অতিথি ॥৵০

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের

আদিম মানুষ ॥০

রেডিও ডাকাত ॥৵০

রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

গল্পের বেলুন ॥০

সুমথনাথ ঘোষের

ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড ॥৵০

থ্রি মাস্কেটীয়ার্স ১৲

কিডন্যাপড ১৲

বাংলার টার্জ্জান ১৲

সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

মায়াদ্বীপ ॥৵০

রমেশচন্দ্র দাস প্রণীত

চম্পাদ্বীপ ১॥০ **পাতালনগরী** ১৲

হারাণ চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কারের সাধনা ॥০

ল্যাঙরাই আম ।৵০

সুধীরচন্দ্র রায়ের—সোনালি পদ্ম ।৵০

—স্ত্রীচরিত্রবিহীন ছেলেদের নাটক—

কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

মহারাষ্ট্র গৌরব ।৵০ একলব্য ।৵০

সোনার বাংলা ।৵০ অভিমন্যু ।৵০

দেশের ছেলে ।৵০ জয় পতাকা ।৵০

রাখাল রাজা ।৵০

সাবিত্রী (মেয়েদের জন্য) ॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বীর বালক ।/০ **সীতা** ॥০

দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত

ভরত ।৵০ ভক্তের ভগবান ।৵০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমি তো বিশ্বাস করি না

হলুদ-কুঠি

সুকুমার দে সরকার

বিরাট ডিটেক্টিভ উপন্যাস। হাঁসচরা গ্রামের রহস্যময় হলুদ-কুঠি—সেন আর বসু জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক রেষারেষি—উৎসবের দিন জমিদার-পুত্রের রহস্যময় অন্তর্দ্ধান—ছদ্মবেশী কালোগাড়ী—রহস্যের পর রহস্য। গাঁজাখুরী কোনো অসম্ভব গল্প নয়, ঘুষোঘুষির অ্যাড্ভেঞ্চার মাত্র নয়—বুদ্ধির কঠিন পরীক্ষা, সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। অসংখ্য চিত্রশোভিত ১০০ পৃষ্ঠার উপর বই। মূল্য মাত্র দশ আনা।

বার হয়ে গেছে

দুরন্ত-কাহিনী

সতীকান্ত গুহ

এক সঙ্গে তিনটি উপন্যাস। মূল্য মাত্র ছয়-আনা। অভাবনীয় ব্যাপার। ছাপায় ছবিতে আর রোমাঞ্চকর কাহিনীতে অপূর্ব্ব পুস্তক। বাজারে হুলস্থুল পড়ে গেছে। সমালোচকরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

আজ পর্য্যন্ত ছ' আনায় এত বড় এত ভালো বই বার হয় নি।

বার হয়ে গেছে

এখন চিঠি লিখে অর্ডার বুক ক'রে না রাখলে
পরে শুষ্ক মুখে ললাটে করাঘাত করতে হবে

সুলিখিত সুচিত্রিত আর ক'খানা বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

পৃথিবীর রূপকথা ১॥০

সবুজ লেখা ১॥০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকাহিনী ১ম খণ্ড ৸০

রাজকাহিনী ২য় খণ্ড ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পদ্মরাগ বুদ্ধ ১৲

সুকুমার দে সরকার

দুধসায়রের পথে ৸৵০

সতীকান্ত ও শোভনলাল

পৃথিবীর উপন্যাস ১৲

সতীকান্ত ও মোহনলাল

পৃথিবীর গল্প ১।০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাড়ী থেকে পালিয়ে ১৲

দেশবিদেশের হাসির গল্প ৸০

প্রাচী পাব্লিশিং হাউস
১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ
১-১-১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তক

ছড়া ও ছবি
৬ষ্ঠ সংস্করণ—তিন আনা.

মজার গল্প
১৬শ সংস্করণ—চার আনা

ছবির বই
১৮শ সংস্করণ—চার আনা

নূতন ছবি
১৩শ সংস্করণ—চার আনা

আষাঢ়ে স্বপ্ন
১৪শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

খেলার সাথী
১৬শ সংস্করণ পাঁচ আনা

খেলার গান
৪র্থ সংস্করণ—ছয় আনা

রাঙা ছবি
২০শ সংস্করণ—ছয় আনা

হিজিবিজি
৮ম সংস্করণ—ছয় আনা

হাসি খুসি
১ম ভাগ
৩৭শ সংস্করণ—মূল্য ।/০ আনা

—০—

হাসি খুসি
২য় ভাগ
২০শ সংস্করণ—মূল্য ।/০ আনা
'বর্ণমালা' ও 'সংযুক্তবর্ণ' শিখাইবার এমন **সহজ, সুন্দর** অথচ **'বিজ্ঞান-সম্মত'** পদ্ধতি আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। অসংখ্য ভাল ভাল চিত্রে সুশোভিত।

—০—

যোগীন্দ্র বাবুর
ছোটদের রামায়ণ
১৮শ সংস্করণ—মূল্য আট আনা

ছোটদের মহাভারত
১৫শ সংস্করণ—মূল্য এক টাকা

হাসিরাশি
১৯শ সংস্করণ—আট আনা

ছড়া ও পড়া
৪র্থ সংস্করণ—আট আনা

মোহনলাল
ছেলেদের উপন্যাস—॥০ আনা

হাসি ও খেলা
১৬শ সংস্করণ—দশ আনা

হাসির গল্প
৭ম সংস্করণ—দশ আনা

ছবি ও গল্প
১৫শ সংস্করণ—এক টাকা

খুকুমণির ছড়া
১০ম সংস্করণ—এক টাকা

জানোয়ারের কাণ্ড
২য় সংস্করণ—এক টাকা

ছোটদের চিড়িয়াখানা
৩য় সংস্করণ—এক টাকা

সিটি বুক্ সোসাইটি ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন পুস্তক] **যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত** [নূতন পুস্তক
ও
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

আগমনী **আগমনী** আগমনী

ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছড়া ও গল্পের এমন সুন্দর সংগ্রহ-পুস্তক বাংলাতে অতি অল্পই আছে। পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার। সুন্দর চিত্র শোভিত—মূল্য ১৷০ আনা।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের

গল্প-সঞ্চয়
রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা সমন্বিত
বিখ্যাত লেখকদের ছেলেমেয়েদের উপযোগী ভাল ভাল গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক। ছাপা ও ছবি অতুলনীয়। উপহারের এমন বই আর নাই। মূল্য ১৷৷/০ আনা।

বনেজঙ্গলে
চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা।
এরূপ সুবিস্তৃত লোমহর্ষণ শিকার-কাহিনী বঙ্গ-সাহিত্যে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ছোট-বড়—সকলেই একবাক্যে বইখানির প্রশংসা করিয়াছেন। অসংখ্য চিত্র শোভিত।

নূতন পুস্তক **পৌরাণিক কাহিনী** নূতন পুস্তক

এখানি কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের চিত্তহারী চিত্র। আজকাল ছবির বই এই নামে যা তা অনেক বাজে বই বাহির হইতেছে। এই সব বাজে বই কিনিয়া বৃথা পয়সা নষ্ট না করিয়া একখানি **পৌরাণিক কাহিনী** আপনার ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় করিয়া তুলুন। মূল্য—মাত্র ।/০ আনা।

সিটি বুক্ সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

=এবার পূজায় পড়া চাই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৷৵

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১৷০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷৷০

কাশ্মীরের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য—৸০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১৲

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দু'খানাই টাটকা নূতন!—তোমাদেরই জন্য!

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত

রকমারি

"ভৌতিক চশমা" দিয়ে "ভৌতিক ছবি" দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে! এ ছাড়া, মজার গল্প (হাসি, সমস্যা, রহস্য, বিভ্রাট), খেলা, মজার ছোট্ট নাটিকা, গান, স্বরলিপি, মজার "কেন" প্রশ্ন, ধাঁধার ছবি, পোকামাকড়ের কাণ্ড, কলির ফটোর কীর্ত্তি ইত্যাদি অনেক আছে। অনেক ছবি, সুন্দর ছাপা, মজবুত বাঁধাই!

—দাম ৸০ আনা মাত্র—

কাড়াকাড়ি

হোক্ গিয়ে কাড়াকাড়ি! যেমন ক'রে হোক, পড়্‌তে তো হবেই। মজার গল্প, নানা রকম খেলা, মজার কবিতা, পশু-পাখীর নানা কথা, ধাঁধার মজাদার ছবি;—কত কিছু! অনেক ছবি, সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই—মজবুতও! "কাড়াকাড়ি" সহজে ছিঁড়্‌বে না।

—দাম ৷৷০ আনা মাত্র—

বড় বড় সব বইএর দোকানে পাবে;—শীগ্‌গির যাও!

প্রকাশক : পি, রায়; ৩বি, শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ঢাকের সুর কি মিষ্টি !

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৬ { ৯ম সংখ্যা

রাজা হব

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

রাজা হব, রাজা হব,
ও ভাই, আমি রাজা হব !
মা বলেছে বড় হয়ে ভালো হ'লে রাজা হব ;
রাজা হব, রাজা হব ।

কালকে আমি বড় হব,
পরশু আমি ভাল হব,
দু'দিন পরেই বড় হব, ভালো হব, রাজা হব ;
রাজা হব, রাজা হব ।

আমি যখন রাজা হব,
তুমি আমার মন্ত্রী হবে,
উঁচু সোনার সিংহাসনে
কোলে করে চড়িয়ে দেবে।
কোটাল ভায়া থাকবে ধরে
পাছে আমি যাই বা পড়ে,
ছোট্ট আমি খোকন রাজা—
দাদুর মতন নয়ক' বড়।
দাড়ি আমার গজিয়েছে কি?
মিথ্যে কেন ঠাট্টা কর?

বীরের মতন গহন বনে
মৃগয়াতে ছুটবো যবে,
একলা বনে পথ হারাব
রাত্রি সেথা গহীন হবে।
তেপান্তরের সেই মুলুকে
আসবে ছুটে বাঘ-ভালুকে,
দত্যিদানা দানবে হানা,
ভয় দেখাতে আসবে তেড়ে,
তলোয়ারের পরশ পেলেই
পালিয়ে যাবে সে দেশ ছেড়ে।

সওদাগরের সাত ডিঙ্গিতে
সপ্তসাগর পেরিয়ে যাব,
মায়াপুরীর নিদ-মহলে
রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাব।

সোনার কাঠির পরশ লেগে
রাজকুমারী উঠবে জেগে,
হাসবে মিঠে—গাইবে মধু—
বাসবে ভাল এক নিমেষে;
পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে
রাজারাণী ফিরব দেশে।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

শেষের কথা

প্রহরী-পরিবেষ্টিত ভ্যান্ বাল্ ধীরে ধীরে কালো টিউলিপের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভ্যান্ বালের যেন বিশ্বাস হইতেছিল না—এ ও কি সম্ভব? তার চিরবাঞ্ছিত সাধনার ধন এত দিন পরে আজ সত্যি সত্যিই তার চোখের সামনে—মাত্র কয়েক হাত দূরে সাজান রহিয়াছে! কালো রূপের এত আলো! কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মত কাটিবার পর একটা দারুণ নৈরাশ্যে তার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। এ পুষ্পোৎসবে তার তো কোনও স্থান নাই! একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—কে এই ভাগ্যবান্ আজ বিজয়লক্ষ্মী যার গলায় মালা দিতে আসিয়াছেন? কিন্তু চারিদিক্ খুঁজিয়াও হাজার হাজার লোকের মধ্যে সে একটা চেনা মুখ দেখিতে পাইল না।

একটু পরেই সমস্ত কোলাহল সহসা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হইয়া গেল, সমগ্র জনতা উন্মুখ আগ্রহে সভামঞ্চের দিকে তাকাইল। ষ্টাট্‌হোল্ডার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁর হাতে একটা গুটান পার্চ্‌মেণ্ট কাগজ।

ষ্টাট্‌হোল্ডার বক্তৃতা আরম্ভ করিবার আগে একবার চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন,—বিশেষ করিয়া তিনটি লোককে। প্রথম লোকটি হইতেছে আমাদের বক্সটেল সাহেব। তার চোখে-মুখে একটা অত্যন্ত অস্বস্তির ভাব, একবার করিয়া সে টাকার তোড়ার দিকে, একবার টিউলিপের দিকে আর একবার ষ্টাট্‌হোল্ডারের দিকে তাকাইতেছিল। দেখিয়া মনে হইতেছিল তার ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। দ্বিতীয় লোকটি ভ্যান্ বার্ল্। স্থিরদৃষ্টিতে সে কালো টিউলিপের দিকে তাকাইয়া ছিল, তাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল ঐ একটি জিনিষ ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কোনও পদার্থ আছে তা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। বাকী লোকটি আর কেউ নয়, আমাদের রোজা। রূপালী জরির কাজ-করা টুকটুকে লাল একটা পোষাক পরিয়া সে একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় একদল ফুলের মত মেয়ের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তার পাশে একজন বয়স্ক রাজ-কর্ম্মচারী।

কুমার ধীরে ধীরে হাতের পার্চ্‌মেণ্টটি খুলিয়া ফেলিলেন। তার পর তার দিকে একবার চকিত দৃষ্টি হানিয়া ধীরে অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আপনারা সকলেই জানেন আজ আমরা কি জন্য এখানে সমবেত হয়েছি।

"এখানকার উদ্যান-সমিতি ঘোষণা করেছিলেন যে কেউ একটি নিখুঁত কালো রংএর টিউলিপ্ 'তৈরী' করতে পারবেন তাঁকে এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ আমাদেরই একজন স্বদেশবাসী সেই অসাধ্য সাধন করেছেন—হল্যাণ্ডের গৌরব সেই কালো টিউলিপ্ আজ এই আপনাদের চোখের সামনে।" কুমার একটু থামিয়া একবার সপ্রশংস-দৃষ্টিতে টিউলিপের দিকে চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ করিল। তুমুল জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল।

"আজ থেকে", কুমার আবার সুরু করিলেন, "হল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই প্রকৃতি-জয়ী লোকটির নাম আর তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।" জনতা আবার তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

কুমার কহিলেন, "এবার সেই কালো টিউলিপের মালিক এগিয়ে আসুন।" কথা শেষ করিয়া কুমার সেই তিনটি বিশেষ লোকের দিকে আর একবার তাকাইলেন। দেখিলেন, বক্সটেল হন্তদন্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, ভ্যান্ বার্লের পাও যেন তার অজ্ঞাতসারে তাঁর দিকে আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। আর

রোজার পাশের রাজ-কর্ম্মচারীটিও রোজাকে সামনে আগাইয়া দিবার জন্য পথ করিয়া দিতেছেন।

রোজা আর একটু অগ্রসর হইতেই সহসা দু' দিক্ হইতে বক্সটেল ও ভ্যান্ বার্ল্ একই সঙ্গে আত্মগত ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল—"য়্যাঁ, এ কি! এ যে রোজা!" বক্সটেলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িয়াছে, ভ্যান্ বার্লের মুখে একসঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময়ের ছাপ।

কুমার রোজাকে লক্ষ্য করিয়াই কহিলেন, "এস, এদিকে এস। এ কালো টিউলিপ্ তোমারই, নয় কি?"

সমস্ত সভামণ্ডপ নিথর, নিস্পন্দ। ভ্যান্ বার্লের একবার চকিতের জন্য মনে হইল, 'রোজা এখানে, এইজন্যই তবে সে লুভেষ্টিন্ হইতে পালাইয়া আসিয়াছে! টিউলিপ্ চুরির কাহিনীও তবে মিথ্যা! শেষে কি রোজাও আমাকে প্রবঞ্চনা করিল! এও কি সম্ভব!' কিন্তু তাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া ষ্টাট্‌হোল্ডার আবার ধীরকণ্ঠে বলিতে সুরু করিলেন: "আজ থেকে এই আশ্চর্য্য টিউলিপের নাম দেওয়া হ'ল 'টিউলিপা নিগ্রা রোজা বার্লেন্‌সিস্'। এখন থেকে এই মেয়েটির নামও হবে তাই।"

"রোজা বার্লেন্‌সিস্"—অর্থাৎ রোজা ও ভ্যান্ বার্লের নাম একত্র করিয়া টিউলিপের নাম দেওয়া হইয়াছে! ভ্যান্ বার্ল্-ই একদিন তার উইলে রোজাকে এ অনুরোধ করিয়াছিল। ভ্যান্ বার্ল্ আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া ষ্টাট্‌হোল্ডারের কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। কুমার হাসিয়া রোজার একখানি হাত ধরিয়া তাহা ভ্যান্ বার্লের হাতের উপর রাখিলেন। তুমুল জয়ধ্বনিতে আবার সমস্ত সভা কাঁপিয়া উঠিল।

সহসা অদূরে কি একটা গুরুভার পতনের শব্দ হইল; সকলে চাহিয়া দেখিল একটি লোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। এ লোকটি আর কেউ নয়, বক্সটেল। তার এত দিনের এত চেষ্টা এমন নাটকীয় ভাবে বিফল হইয়া যাইবে তা সে সহ্য করিতে পারে নাই। হিংসা ও হতাশায় সে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বক্সটেল্‌কে ধরাধরি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না—তার আগেই তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বক্সটেলের মৃত্যুতে কেহই বড় একটা বিচলিত হইল না। শুধু ভ্যান্ বার্লের মনটা বড় খারাপ লাগিতেছিল। জেকব্-বেশী এই চোর কিনা তারই প্রতিবেশী বক্সটেল! ডর্টে পাশাপাশি বাড়ীতে তারা এত দিন একত্রে কাটাইয়াছে, ভ্যান্ বার্ল্ তো কোন দিন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিতে পারে নাই যে এই লোকটিই ভিতরে ভিতরে তার সঙ্গে এত বড় শত্রুতার মতলব আঁটিয়াছে!

কুমারের বক্তৃতা কিন্তু তখনও শেষ হয় নাই। গোলমাল একটু থামিলে তিনি আবার সুরু করিলেন—

"হ্যাঁ, আমরা যে জন্য এখানে মিলিত হয়েছি এবার সেদিকে মন দেওয়া যাক্। প্রতিশ্রুত পুরস্কারের এক লক্ষ গিল্ডার কা'কে দেওয়া হবে? ডাক্তার ভ্যান্ বার্ল্ এই টিউলিপ্ আবিষ্কার করেছেন, আর এই মেয়েটি—রোজা নিজের হাতে গাছ পুঁতে সে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করেছে। রোজার চেষ্টা ছাড়া এ ফুল কখনও লোকচক্ষুর গোচরে আস্‌ত না। কাজেই

হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

এ পুরস্কার আমি রোজা—যে এবার থেকে মিসেস্ ভ্যান্ বার্ল্ বলে পরিচিত হবে, এবং ডাক্তার ভ্যান্ বার্ল্ দু'জনের হাতেই দিচ্ছি।"

তার পর ভ্যান্ বার্লের দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, "ডাক্তার ভ্যান্ বার্ল্, রোজা শুধু আপনার টিউলিপ্‌কেই বার করে নি, আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণও বার করেছে সে-ই।" বলিতে বলিতে তিনি পকেট হইতে সেই বাইবেলের ছেঁড়া পাতাখানি—যার মধ্যে কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ভ্যান্ বার্লের কাছে তাঁর শেষ চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং ভাল করিয়া না পড়িয়াই যা দিয়া ভ্যান্ বার্ল্ তাড়াতাড়ি তার সাকারগুলি মুড়িয়া ফেলিয়াছিল—সেই পাতাখানি ভ্যান্ বার্লের হাতে তুলিয়া দিলেন। তার পর জনতার দিকে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া আবার ভ্যান্ বার্ল্‌কে বলিলেন, "সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও অদৃষ্টের দোষে আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। আজ থেকে আপনি শুধু মুক্ত নন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি,

যা সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সব আপনি ফিরে পাবেন। আমি আশা করি, সেই দুই মহাত্মা—কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ এবং জন্ ডি উইট্—যাঁদের একজন আপনার ধর্ম্মবাপ এবং অপর জন আপনার শুভার্থী বন্ধু ছিলেন, সেই দুই মহাত্মার মত আপনাকে নিয়েও একদিন হল্যাণ্ড্ গৌরব বোধ করবে। উইট্ ভাইদের প্রতি আমাদের দেশের লোক বড় অবিচার করেছে, তারা তাঁদের চিনতে না পেরে তাঁদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছে। আজ তারা তাঁদের চিনতে পেরেছে, তাঁদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের কথা বুঝতে পেরেছে—সমস্ত হল্যাণ্ড্ আজ তাঁদের নাম স্মরণ করে গর্ব্ব অনুভব করবে।" কুমারের গলার স্বর ধরিয়া আসিতেছিল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

* * *

ভ্যান্ বার্ল্ সেই দিনই রোজাকে লইয়া ডর্ট্ রওনা হইল। রোজা একজন লোক দিয়া লুভেষ্টিনে বাপের কাছে খবর পাঠাইল।

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গ্রাইফাস্ যে খুব খুসী হইল এ কথা বলা যায় না। ভ্যান্ বার্লের দেওয়া কিল-ঘুঁষির দাগ (গ্রাইফাসের মতে একচল্লিশটি) তখনও তার সারা অঙ্গে দেদীপ্যমান। যাই হউক্, জামাই মস্ত বড়লোক এবং স্বয়ং ষ্টাট্‌হোল্ডার তাকে বন্ধুর আসন দিয়াছেন শুনিয়া সে শেষ পর্য্যন্ত মেয়ে-জামাইএর সঙ্গে সন্ধি করিতে রাজী হইল।

গ্রাইফাস্ জেলারের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া ডর্টে ভ্যান্ বার্লের বাগান তদারকের ভার লইল। কাজটি অবশ্য তার পক্ষে খুব সুখদায়ক বলিয়া মনে হইত না। বরঞ্চ বুভুক্ষু পোকা, মাকড়, মৌমাছি ইত্যাদি শাসনের চেয়ে জেলের কয়েদী শাসনই তার কাছে বেশী বাঞ্ছনীয় মনে হইত। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই তার কাজের দু'টি সঙ্গী জুটিল—একটি ছোট্ট ছেলে ও একটি ছোট্ট মেয়ে। তারা রোজার ছেলেমেয়ে।

বক্সটেলের বাড়ী ও বাগান ভ্যান্ বার্ল্ কিনিয়া লইল, সে বাগান ভ্যান্ বার্লের বাগানের সঙ্গে যোড়া দেওয়া হইল। গ্রাইফাস্ এইবার একটা মনের মত কাজ পাইল। বক্সটেলের বাগানের দেয়ালের উপরকার সেই কাঠের বাক্সটার কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই যে যার আড়ালে বসিয়া বক্সটেল চোরের মত দূরবীণ দিয়া ভ্যান্ বার্লের কাজকর্ম্ম দেখিত? গ্রাইফাস্ একদিন পরমানন্দে সে বাক্সটি ভাঙ্গিয়া নির্ম্মূল করিয়া দিল।

ভ্যান্ বার্ল্ আবার তার পরমপ্রিয় "ড্রাই-রুমে" গিয়া ঢুকিল; তবে এবার আর একা নয়, সঙ্গে তার স্ত্রী রোজাও থাকিত। সেও এখন টিউলিপ্-চর্চ্চায় রীতিমত হাত পাকাইয়াছে।

ভ্যান্ বার্ল্ এখন আর আগেকার মত মুখ-চোরা নাই, অবসর মত বসিবার ঘরে বসিয়া সে আজকাল গল্প-গুজবও যথেষ্ট করে। এই ঘরটি নানা সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সাজান। অন্যান্য

সরঞ্জামের মধ্যে ঘরের দেয়ালে টাঙান উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধা দু'খানি কাগজ সকলের আগে চোখে পড়ে। এ কাগজ দু'টি আর কিছু নয়, কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের বাইবেলের সেই ছেঁড়া দু'খানি পাতা—যার একখানিতে কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ভ্যান্ বার্ল্‌কে তার কাছে গচ্ছিত গোপনীয় কাগজগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—এবং আর একখানিতে ভ্যান্ বার্ল্ উইল করিয়া রোজাকে তার 'সাকার' কয়টি দান করিয়াছিল—অবশ্য উইলের সর্ত্ত ছিল, রোজাকে কোনও সচ্চরিত্র, সরল-ও উন্নতমনা পাত্র দেখিয়া বিবাহ করিতে হইবে। তা রোজা সে সময়ে আপত্তি করিলেও শেষ পর্য্যন্ত সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে এ কথা মানিতেই হইবে।*

—সমাপ্ত—

* বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেক্‌জাণ্ডার ডুমার "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপ" উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ

বিজ্ঞানের খেলা

[মিথেন বা মার্স্ গ্যাস]

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা এই খেলাটি দেখাইয়া প্রচুর আমোদ পাইতে পার।

মিথেন বা মার্স গ্যাস ডোবার বা এঁদোপুকুরের পাঁকের তলায় জন্মে। নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ্‌ও পাঁকের মধ্যে জমিয়া থাকে।

খানিকটা জলজ উদ্ভিদ্ (যেমন শেওলা, অন্য উদ্ভিদ্‌ও লওয়া যাইতে পারে) যদি একটা মালসায় করিয়া ছাদের উপর রাখিয়া দেও তা হইলে কি হইবে ?

যদি জোর রোদ থাকে তা হইলে একদিনের মধ্যেই দেখিবে খানিকটা শুষ্ক শেওলা পড়িয়া রহিয়াছে। যদি মালসাতে জল বেশী থাকে বা মালসাটি ছায়ায় থাকে তা হইলে শেওলাগুলি দু'-এক দিনের মধ্যেই পচিয়া উঠিবে,—দুর্গন্ধও বাহির হইতে পারে। এক মালসা শেওলা যদি এক বৎসর ধরিয়া, রোদেই হউক বা ছায়াতেই হউক, রাখিয়া দাও তা হইলে কি হইবে ? দিনের পর দিন শেওলাটা কমিয়া আসিবে। শেওলাটাকে যদি রৌদ্রে বেশ খরখরে করিয়া শুকাইয়া লইয়া একটা কাচের জারে পুরিয়া ষ্টপার দিয়া রাখ উহা বহুকাল একই ভাবে থাকিবে।

কিন্তু ছাদের জল, বাতাস ও রৌদ্রের প্রভাবে (আর উহাতে জীবাণু জন্মিয়া) শেওলার অতি অল্পমাত্র বস্তুই বাকী থাকিবে। যাহা থাকিবে তাহা শুষ্ক শেওলা, আগুন দিয়া পোড়াইলে যে ছাই থাকে সর্ব্বাংশে তাহারই সমান বস্তু।

শেওলার যে অংশ পুড়িয়া উপিয়া গেল তাহার কার্ব্বন অংশ বাতাসের অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড হইয়া বায়ুমণ্ডলে রহিয়া গেল, হাইড্রোজেন অংশ জল হইল, নাইট্রোজেন অংশ আবার গ্যাস হইয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের সহিত মিলিত হইল।

কিন্তু পাঁকের মধ্যে দরকার মত অক্সিজেন না থাকায় শেওলা প্রভৃতি দেহজ-পদার্থ উপরি-উক্ত ভাবে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। উহার হাইড্রোজেন অংশ মার্স্ গ্যাস্ হইয়া পাঁকের মধ্যে জমিয়া থাকে। পাঁকে পা দিলেই ঐ গ্যাস ভুড়ভুড়ি কাটিয়া জলের মধ্য দিয়া বাহিরের বায়ুতে মিশিয়া যায়।

একটু চেষ্টা করিলেই কিন্তু উহাকে পৃথক্ ভাবে শিশি বা জারের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। কেমন করিয়া, বলিতেছি।

একটি শিশি বা জার জলপূর্ণ করিয়া পুষ্করিণীর জলের মধ্যেই ডুবাইয়া উপুড় করিয়া লও। এইবার শিশির মুখের তলাকার কাদায় পা দিয়া বা লাঠি দিয়া খোঁচা দাও। গ্যাস ভুড়ভুড়ি কাটিয়া উঠিতে থাকিবে। কতক গ্যাস শিশির মধ্যে ঢুকিয়া উহার ভিতরকার জল বাহির করিয়া দিবে, কতক পলাইয়া বাতাসের সহিত মিশিবে। শিশি বা জার গ্যাসপূর্ণ হইলে জলের নীচেই কর্ক্ বা ষ্টপার দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া তুলিয়া লও।

শিশির ভিতরের গ্যাস দেখিতে ঠিক সাধারণ বায়ুরই মত কিন্তু একটি দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়া শিশির মুখের কাছে আনিয়া কর্ক্ বা ষ্টপার খুলিয়া দাও, গ্যাস সশব্দে জ্বলিয়া উঠিবে।

সাবধান! বড় শিশি লইবে না (অন্ততঃ প্রথম প্রথম) কারণ বেশী গ্যাস যখন জ্বলিবে 'এক্সপ্লোসন্' (explosion) অর্থাৎ ফাটনের জোরও তত বেশী হইবে।

আর শিশির মুখের কাছে খবরদার, নিজের মুখ (অপরের মুখও বটে) লইয়া যাইও না ; কারণ সহসা প্রজ্বলিত শিখায় মুখ পুড়িয়া যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামে জলা জমিতে এবং ধানের জমিতেও মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রিতে একটা আলোক-শিখা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং তেমনি হঠাৎ নিভিয়া যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে লোকে আলেয়া বলে। ইংরাজীতে Ignis fatuus, Will-o'-the Wisps বলে। ভীতু লোকেরা বলে উহা পেত্নীর আলো। পেত্নী যখন মুখ হাঁ করে তখন আলো জ্বলে, আবার যখন মুখ বন্ধ করে তখন আলো নিভিয়া যায়।

ঐ আলোর কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-মহলে কিছু মতভেদ আছে। আগে বলা হইত মার্স্‌গ্যাস্ জ্বলিয়া ঐ আলো হয়। কিন্তু মার্স্‌গ্যাস্ শুধু বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলে না, উহাতে আগুন দিতে হয়। পাঁকের মধ্যে যখন জীবদেহ পচে (যেমন মড়া শেয়াল, কুকুর, কাছিম, বেঙ প্রভৃতি) তখন জীব-দেহের ফস্‌ফরাস্ অংশ হইতে "ফসফুরেটেড্ হাইড্রোজেন" নামক গ্যাস বাহির হয়। এই গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া আলোকময় হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ উহাই আলেয়ার কারণ।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর শেষের দিকে দেখ]

(১) বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে কোন্ পাখী সব চেয়ে বড়? কোন্ পাখী সব চেয়ে ছোট?

(২) শ্যাম দেশের যমজ (Siamese Twins) বলিতে কি বুঝায়? ঐ নাম কেন হইল?

(৩) নীচের কথাগুলিতে কি বুঝায়—

(ক) আইনু (খ) ত্রিপিটক (গ) লিরা (ঘ) রেডিয়াম্ (ঙ) ডিমাই (চ) ব্যালে (Ballet)।

(৪) কেরোসিন জিনিষটা কি? উহা কোথায় পাওয়া যায়?

(৫) গত অলিম্পিক্ খেলায় নিম্নলিখিত খেলাগুলিতে কোন্ কোন্ দেশ পৃথিবী-জয়ী (World Champion) হইয়াছে?

(ক) ফুটবল্ (খ) পোলো (গ) হকি (ঘ) বাস্কেটবল্।

(৬) নিম্নলিখিত সনগুলি ইতিহাসে কি জন্য বিখ্যাত?

১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮, ১৮৬১, ১৮৭০

(৭) "বর্ত্তমান তরুণ কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি উর্দ্দু ভাষায় কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইঁহার বাড়ী পাঞ্জাবে।" কথাগুলি কি ঠিক?

(৮) নীচের ১নং ও ২নং ছবি দু'টি কার বা কিসের?

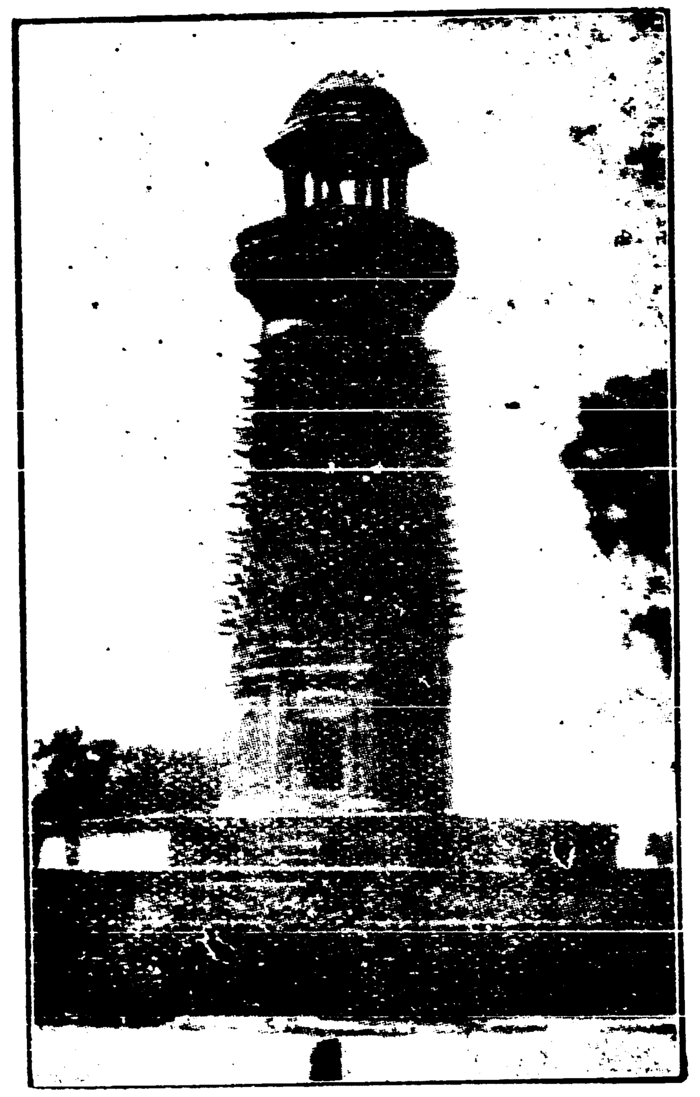

১নং

২নং

মকরকেতুর অভিযান

(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

পাৎলা মেঘের সার দক্ষিণ বাতাসে ভর ক'রে উত্তরে ভেসে চলেছে। সেই মেঘের চাদর ভেদ করে আকাশের সুনীল রাজ্য আর নীচের জনপদ বন্ধুর হয়ে এল। ওপর থেকে সমতল পৃথিবী আর সবুজ গালচের মত দেখায় না, রৌদ্র-প্রতিচ্ছুরিত নদী আর বাঁকা তলোয়ারের মত সুশাণিত ভাবে শায়িত নয়। পৃথিবী এখন এখানে বন্ধুর পর্ব্বতময়, নদী এখানে ঝর্ণার রূপে, উপলে উপলে উচ্ছলিত হয়ে নামতে থাকে।

মেঘের মাথায় যাযাবর বালী হাঁসের দল হাঁক দেয়,—"প্যাঁক, প্যাঁক-পেঁয়াক্!"

গতি তাদের তির্য্যক, তীব্র। তীরের ফলার মত ত্রিকোণ সারে, সবল পাখার ঘায়ে বায়ুস্তর ভেদ করে তারা ছুটে চলে একমুখী। বালী হাঁসের দল চলে তিব্বত অভিমুখে। শীতের সময়টা তারা নাতিশীতোষ্ণ বাংলার বাদায় কাটিয়েছে। কালশরীর বিল, এখান থেকে তিন যাত্রার পথ, তারা পেছনে ফেলে এল! বাংলায় গরমের ঝলকা আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথে হাঁসেরা ধরেছে পথ। গরমের সঙ্গে সঙ্গে যুগান্তরের তিব্বতীয় আড্ডা আবার ডাক দিয়েছে তাদের।

পৃথিবীর পর্ব্বতরাজ্য দেখা দেবার সাথে সাথে হংস যূথপতি আনন্দে ডেকে উঠল আবার—"প্যাঁক প্যাঁক পেঁয়াক!"

হাঁসের দল যোগ দিল সেই ডাকে। সেই চিরপরিচিত পথ, সেই পরিচিত ঠাণ্ডা রাজ্য,—সুতীক্ষ্ণ গ্রীষ্মের হাত হ'তে পরিত্রাণ!

এবার কালশরীর বিল থেকে একমাত্র মকরকেতু শুধু এই দলে যোগ দিয়েছে। কালশরীর বিলে এবার শিকারীর দল এসেছিল, বিলে নেমেছিল মড়ক। একমাত্র মকরকেতুই শুধু পেয়েছে পরিত্রাণ। তা ছাড়া মকরকেতুর এই প্রথম যাত্রা।

বালী হাঁসেদের মধ্যে মকরকেতু একটা বিশেষত্ব। প্রথমতঃ সে সাধারণ হাঁসেদের চেয়ে আকারে বড়, পক্ষ তার আরও বিস্তৃত, আর সাধারণ বালী হাঁসেদের মেটে রঙের ওপর মাথায় তার এক বিস্তৃত কৃষ্ণ তিলক। তার এই বিশেষ চেহারাই প্রথমটা তাকে হাঁসের দলে বেশ বেগ দিয়েছিল। উড়ন্ত পথে দলের ল্যাজের দিকে সে যখন প্রথমটা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে ডাকতে যোগ দিয়েছিল, হাঁসের দল একমুহূর্ত্ত শিথিল করেছিল তাদের পাখা। এমন কি

হাঁসের ডাক চিনেও যূথপতি কৃষ্ণবেগ একটা সাবধানী ডাক ডেকে উঠেছিল। তার পরে মকরকেতুকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণবেগ বল্‌ল, "এটা আবার কোথা থেকে এল, পেঁয়াক?"

বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন মকরকেতু করুণ ভাবে ডেকে উঠল—"পেঁয়াক পেঁয়াক!"

হাঁসের দল আবার দ্রুত করল তাদের পাখা।

মকরকেতুর এই প্রথম যাত্রা, তার ওপর বয়সে সে অনভিজ্ঞ। দলে চলার সুশৃঙ্খলতা সে শেখে নি। বার বার সে দল থেকে ছটকে পড়ছিল। ত্রিকোণ তীরের আকারে সাজান হাঁসের দলের একবার এ কোণায় আর একবার ও কোণায়, কখন বা মাঝখানে ছ'টকে যাচ্ছিল সে।

দলপতি কৃষ্ণবেগ লক্ষ্য করল সেটা। পেঁয়াক করে একবার হাঁক দিল সে। হাঁসের দল তীরের মত চল্‌ল এগিয়ে। আর কৃষ্ণবেগ চট্ করে পাখার গতি বন্ধ করে এল পেছিয়ে যেখানে মকরকেতু দল ছাড়া হয়ে ছট্‌ফট্ করছিল। কৃষ্ণবেগ পেছিয়ে এসে মকরকেতুকে সজোরে মারল এক ডানার ঝাপট।

মকরকেতু চেঁচিয়ে উঠল—"প্যাঁক প্যাঁক কঁ-অ-ক!" আবার এক ডানার ঝাপট মেরে ঠেলে তাকে হংস-তীরের বাঁ-কোণায় নিয়ে এল কৃষ্ণবেগ।

"পেঁয়াক্ পেঁয়াক্"—অর্থাৎ "এইখানে তোমায় চলতে হবে, বুঝেছ? পেঁয়াক্!" কৃষ্ণবেগ আর একটা ডানার ঝাপটা মেরে বুঝিয়ে দিল তার দলপতিত্ব। আর সেই ডানার ঝাপটায় ঝাপটায় অস্থির হয়ে হঠাৎ মকরকেতু সঞ্চালন করল তার বিস্তৃত ডানা কৃষ্ণবেগের ওপর। রাগে নয়, অনেকটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে, যেমন মানুষ কোন আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সঞ্চালন করে তার বাহু।

মকরকেতুর সেই প্রকাণ্ড ডানার ঝাপটায় কৃষ্ণবেগ অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকখানি নেমে গেল বায়ুস্তরে। সে বুঝল মকরকেতুর পাখার শক্তি। ক্রুদ্ধস্বরে সে একটা হাঁক দিল, "পেঁয়াক্ পেঁয়াক্ পেঁয়াক্!"

মকরকেতু তার অতি ব্যস্ততায় আবার ছটকে যাচ্ছিল দল থেকে, হঠাৎ তার পাশ থেকে আর একটা হাঁস তাকে ঠেলে ধরল বায়ুর গতিমুখে—"পোঁয়াক্-পাঁক, সামনে চল, সামনে, সোজা ডানা চালাও—গলা আর ল্যাজ সোজা এক লাইনে।"

মকরকেতু বুঝে গেল কায়দাটা, অনুভূতিও সাহায্য করল তাকে। কৃষ্ণবেগ ততক্ষণে দলের নীচে দিয়ে ডুব মেরে গিয়ে সামনে উঠেছে।

চল্‌ল হাঁসের দল তীরবেগে।

মরালের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল মকরকেতুর। এই অচেনা দলে মরালই তাকে সাহায্য

করেছে। পথ চলার কায়দাটা মরালই বলে দিল তাকে। মকরকেতু ঘাড়টা হেলিয়ে লক্ষ্য করল মরালকে, একবার চঞ্চু দিয়ে স্পর্শ করল তার দেহ, মুখ দিয়ে তার মৃদু আওয়াজ বেরোল—"পুঁক্-কুঁক্ কুঁক!"

এইভাবে বোধ হয় সে প্রকাশ করল তার কৃতজ্ঞতা। রোদে ঝকমক্ করে উঠল মরালের নবীন দেহ। তীক্ষ্ণস্বরে সে ডেকে উঠে মকরকেতুকে সাবধান করে দিল—"ঘাড় সোজা, সোজা চল—পেঁয়াক!" মেঘের শিয়রে শিয়রে, কখন বা পেঁজা মেঘ ভেদ করে উড়ে চলল হংসযূথ, আর আকাশ প্রতিধ্বনিত করে বাজতে লাগল তাদের যাযাবর যাত্রার আনন্দধ্বনি—"হঁক্-হঁক্-হঁক্!"

এইভাবে কালশরীর বিল, তিনদিনের পথ, পেছনে ফেলে পর্ব্বতরাজ্য হিমালয় অঞ্চলে এসে পৌছাল হাঁসের দল। পথে মাঝে মাঝে বাদায় রাতটা কাটিয়ে নিয়েছে তারা। বাদায় নেমে হাঁসেরা যে যার আড্ডা খুঁজে নেয়। মকরকেতু আর মরাল একসঙ্গে হোগলা-ঝোপের আড়ালে রাতগুলো কাটিয়েছে। বাদার জলে মকরকেতু খুব ওস্তাদ্। কালশরীর নিঃসঙ্গ বিলে সে শিক্ষা তার হয়েছে প্রচুর। আর কান তার সর্ব্বদা সজাগ, অনুভূতি তীক্ষ্ণ।

সেদিন রাতে ডানার মধ্যে ঠোঁটটা গুঁজে দিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দেহের সান্নিধ্যে নিবিড় হয়ে মকরকেতু আর মরাল ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ মাথার ওপর অতি সামান্য এক শব্দ শুনে মকরকেতু সজাগ হয়ে উঠল। ডানা থেকে ঠোঁটটা বার করে সে সাবধানী এক হাঁক ছাড়ল—"পেঁয়াক্!"

নিস্তব্ধ রাত, বাদা-বনে জল শির শির করে কাঁপছে, আর আকাশে হীরেকুচি তারা-দলের নিস্তব্ধ ফিসফিসানি; গাঢ় ঘন কালো রাতের অদ্ভুত রহস্য, বাদার ওপর একটা অস্পষ্ট আবছা ঘোমটা; কোথাও কোন শব্দ নেই, কিন্তু মকরকেতু ভোলবার নয়, সে চিনেছে যে ওটা প্যাঁচার পাখার শব্দ। জাগ্রত অবস্থায় হাঁসেদের প্যাঁচারা কিছু করতে পারে না কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তারা ভীষণ শত্রু।

মকরকেতু আবার সাবধানী হাঁক দিল—"পেঁয়াক্ পেঁয়াক্!"

সমস্ত হাঁসের দল শরের আড়াল থেকে থেকে আড়-মোড়া দিয়ে উঠল।

মরাল বলল—"কি, হয়েছে কি? রাতবিরেতে চীৎকার!" আর ঠিক সেই সময় কৃষ্ণবেগের ডাক শোনা গেল, দলকে সাবধান করে দেওয়া—"প্যাঁচা প্যাঁচা, ঘুমন্ত হাঁসেরা জাগো, পেঁয়াক্!"

আবার পথ, পাহাড়ের মাথায় মাথায়, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে। এই অঞ্চলে হাঁসেদের সাবধানে চলতে হয় কারণ বায়ুর গতি এখানে বিচিত্র। নানা পাহাড়ে আহত হয়ে বাতাসের গতি প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণবেগ অভিজ্ঞ পরিচালক। উত্তরে বাতাসের টান ধরে মহাশূন্যে একটা উঁচুনীচু আঁকা-বাঁকা রেখা কেটে চালিয়ে নিয়ে চল্ল সে তার দল। নীচে

কখনও পাহাড়ের ধাপে বনানীর শ্যামলতা, দেওদার আর ফার গাছের তীব্র গন্ধ, কখনও বা ধূসর অনুর্ব্বর কৃষ্ণ পাথরের, সমষ্টি দিগন্তবিস্তৃত। হিমালয় অন্তহীন বিশাল, স্তরে স্তরে মেঘ ভেদ করে আকাশের সুনীল উচ্চতায় তার আশা। আর হিমালয়ের সেই বিশাল শান্ত স্তব্ধতা!

দুপুরের দিকে হঠাৎ পশ্চিম কালো করে একটা নীলচে কালো মেঘের হুমকী দেখা দিতেই কৃষ্ণবেগ ডেকে উঠল। আর হাঁসের দল সজোরে পাখা চালিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ মেঘের চাপ যেন হুমড়ী খেয়ে পড়ল। ঝড় ভেঙ্গে এল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের চীৎকার পাহাড়ের সুউচ্চ তীক্ষ্ণ চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল; আর মেঘের গর্জ্জনের সাথে সাথে বিশাল শব্দ করে পাথরের চাঁই ভেঙ্গে লাফাতে লাফাতে নীচে নামতে লাগল।

হাঁসের দল গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে। মরাল মকরকেতুর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল—"পাখা ভাসিয়ে দাও, আর বাতাস হাল্‌কা পেলেই ওপরে ওঠ!"

ঝড়ের দাপটে হংসযূথের কে কোথায় ছটকে গেল ঠিকানা নেই। সকলেই তখন যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। মরাল প্রাণপণে মকরকেতুর সঙ্গে লেগে রইল। মকরকেতুর জীবনে ঝড়ের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

প্রাণপণে—প্রাণপণে মরালকে লক্ষ্য করে মকরকেতু ওপরে উঠতে লাগল—ঝড়ের রাজ্যের ওপরে, বাতাস যেখানে হাল্‌কা আর আকাশ যেখানে সুনীল। প্রাণপণে—প্রাণপণে ওপরে উঠে এল তারা। দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। পাৎলা বাতাসের মাথায় উঠে এসে মকরকেতু আর মরাল হাঁফাতে হাঁফাতে আবার ধীর পাখা সঞ্চালন করল। নীচে হিমালয়ের বরফ-ঘেরা মুলুক। যে দিকে দৃষ্টি চলে শুধু নীলাভ শ্বেতের ওপর প্রতিফলিত সূর্য্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর ঠিক সেই সময় মকরকেতু চমকে উঠল। তার তীক্ষ্ণ কানে একটা ক্ষীণ অস্বাভাবিক শব্দ ভেসে এসেছে।

মরালের পেছনে যেতে যেতে মকরকেতু ডাকল তার সাবধানী ডাক—"পেঁয়াক পেঁয়াক!"

মরাল ঘাড় ফেরাল—"কি হয়েছে?"

"ও কিসের শব্দ?"

নিস্তব্ধ আকাশে একটা সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমাগতই বড় হচ্ছে। বরফে চমকান রোদে তাদের চোখের সামনে তখন নীল নৃত্য করছে। আকাশের তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণে ওপরে চাওয়া যায় না। তবু মকরকেতুই লক্ষ্য করল এক মুহূর্ত্তে যে সেই স্বচ্ছ নীল আকাশের ওপরে একটা কালো কুটি তীব্র বেগে নেমে আসছে, দুরন্ত গতিতে তার শব্দ হচ্ছে—সোঁ সোঁ-ও!

মকরকেতু চীৎকার করে উঠল—"ওই যে—ওই যে!" মরালও ততক্ষণে দেখেছে। একটা প্রচণ্ড ভয়ার্ত্ত চীৎকার তার মুখ থেকে বের হোল—"স্বর্ণ ঈগল! প্যাঁক প্যাঁক—পেঁয়াক!"

স্বর্ণ ঈগলটা ততক্ষণে তার শিকারী ডুব মেরেছে। মরাল দিক্ হারিয়ে ফেলেছে ভয়ে।

ভয়ই প্রাণী-জীবনের প্রচণ্ড শত্রু। আর সেই ভয়েই মরাল দিক্ হারিয়ে একেবারে সোজা ঈগলের ছোঁ-এর মুখে গিয়ে পড়ল।

একটা মুহূর্ত্ত।

মকরকেতু দেখল মরালের ওপর এক যোড়া তীক্ষ্ণ নখর নির্দ্দয়ভাবে নেমে আসছে। বিশাল দুই পক্ষ ঢেকে ফেলেছে সূর্য্যকে। মকরকেতু প্রচণ্ড এক চীৎকার করে উঠল—"পেঁয়াক!"

তারপরে ডানার তীব্র একটা গতি এনে তীরের মত সে গিয়ে পড়ল মরালের ওপর। ঈগল ততক্ষণে ছোঁ মেরেছে।

কি যে হ'ল তারপরে মরাল জানে না। উদ্যত মৃত্যুর সামনে চোখ বন্ধ করে সে ডানা গুটিয়ে ফেলেছিল। মাধ্যাকর্ষণের টানে সে পাথরের মত নীচে নামছে, এমনি প্রচণ্ড টানে সে আবার ওপরে উঠে যাবে। কিন্তু সে টান, সেই ছোঁ আর পড়ল না তার ওপর! মরাল হঠাৎ পাখা মেলে দিল। পৃথিবীর সে প্রচণ্ড টান আর সহ্য করা যায় না। ডানা মেলে দিয়ে একটা ভীত চীৎকার করল মরাল—"প্যাক প্যা-য়্যা-ক্ পেঁয়াক!"

মকরকেতুর উদ্দেশ্যে ডাক ছাড়ল মরাল। কিন্তু কোথায় মকরকেতু?

মরাল একবার ঘাড় হেলিয়ে পেছনে চাইল—মকরকেতু নেই। তারপর ওপরে তাকাল সে। দেখ্‌ল, সোজা তার দৃষ্টিপথে ঈগলটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার থাবার মধ্যে কুটির মত একটা হাঁস নির্জ্জীব হয়ে ঝুলে পড়েছে। মরাল আর্ত্তনাদ করে উঠল—"কুঁঃ-কুঁক্ কুঁক, পুঁক্ পেঁয়াক্!"

পাগলের মত বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে নামতে লাগল সে।

কর্ণেলিয়সের রত্ন

[ইতিহাসের কথা]

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

গ্রীস্ দেশের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, এবং ইহাও বোধ হয় সকলেই জান যে এক সময় সভ্যতায় গ্রীসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে পারে এমন দেশ পৃথিবীতে খুব কমই ছিল। আজকাল ইয়োরোপের যে সব বড় বড় দেশ সভ্যতার গৌরব লইয়া বড়াই করে তাহারা প্রায় সকলেই নানা দিক্ দিয়া এই গ্রীসের কাছে ঋণী।

সক্রেটিস্ প্লেটো

প্রাচীন গ্রীসের দু'জন মনীষী

কিন্তু কোন দেশ আপনা-আপনি বড় হয় না, তার জন্য সাধনা চাই—দেশে খাঁটী মানুষ থাকা চাই। প্রাচীন গ্রীসেও খাঁটী মানুষের অভাব ছিল না। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়, চরিত্রে—সব দিক্ দিয়াই নাম করিবার মত লোক সে দেশে যথেষ্ট ছিলেন। দেশের মেয়েরাও ছিলেন তেমনি তেজস্বিনী। জাতিকে গড়িতে হইলে যে উপযুক্ত মায়েরও দরকার সে দেশের মেয়েরা তা জানিতেন। গ্রীসের মেয়েরা কি রকম ছিলেন আজ তারই একটি কাহিনী তোমাদের শুনাইব।

প্রাচীন গ্রীসে কর্ণেলিয়স্ নামে একজন মহিলার কথা শোনা যায়।

কর্ণেলিয়স্ ছিলেন যেমন বিদুষী তেমনি তেজস্বিনী। তাঁহার ছু'টি ছেলে ছিল, তাহাদের নাম ছিল গ্রেকাই। কর্ণেলিয়স্ ছেলে ছু'টির শিক্ষাদীক্ষার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। ছেলে ছু'টিও মায়ের হাতে সত্যিকারের মানুষ হইয়া উঠিতেছিল।

এক দিন সহরে মস্ত বড় ভোজ হইবে। সহরের যত গণ্যমান্য ভদ্র-মহিলাদের—বিশেষ করিয়া ধনী গৃহিণীদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কর্ণেলিয়স্ও নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। সভায় শুধু খাওয়া-দাওয়াই হইবে না, ঠিক হইয়াছে উপস্থিত মহিলারা তাঁহাদের সব চেয়ে ভাল ভাল রত্ন-অলঙ্কার এই সভায় দেখাইবেন। সাজ-পোষাক, রত্ন-অলঙ্কার সর্ব্ব দেশে সকল যুগে মেয়েদের বড় প্রিয় জিনিষ, বিশেষতঃ অপরকে নিজের দামী অলঙ্কারপত্র দেখাইয়া মেয়েরা যেমন তৃপ্তি পান অমন তৃপ্তি বোধ হয় তাঁহারা আর কোন ব্যাপারেই পান না। কাজেই ভোজ-সভায় ঐ রকম একটা ব্যবস্থা থাকায় সহরের মেয়ে-মহলে খুবই হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পুরমহিলারা সাজিয়া-গুজিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন, বলা বাহুল্য যাঁহার যত ভাল পোষাকপত্র, গহনা-গাঁটী আছে কেহই তাহা পরিয়া লইতে ছাড়েন নাই; কর্ণেলিয়স্ও তাঁর ছেলে ছু'টিকে লইয়া সভায় হাজির হইয়াছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রত্ন প্রদর্শনের পালা। উপস্থিত মহিলারা সকলেই যার যার দামী দামী গহনা বাহির করিয়া দেখাইতেছেন,—হীরা-জহরতের জৌলসে সভা ঝক্‌মক্ করিতেছে,—কাহার রত্ন সব চেয়ে দামী ঠিক করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এ কি, কর্ণেলিয়স্ তো কোনও রত্ন বাহির করিতেছেন না! তিনি ধনী-কন্যা, ধনীর গৃহিণী, তাঁহার কাছে সকলেই অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এ কি কাণ্ড!

অবশেষে কয়েকটি মহিলা আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া কর্ণেলিয়স্‌কে তাঁহার রত্ন বাহির করিবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিয়া দিলেন। কর্ণেলিয়স্ হাসিয়া তাঁহার ছেলে ছু'টিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন, "এরাই আমার রত্ন, এদের চেয়ে দামী রত্ন আমার নেই।"

কথাটা শুনিতে একটু কেমন কেমন লাগে বৈকি। কর্ণেলিয়সের কথা শুনিয়া

উপস্থিত মহিলাদের অনেকেই আড়ালে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিলেন, অনেকে হয়তো মনে করিয়াছিলেন, "দেখেছ, মেয়েটার কী দেমাক!" কিন্তু কর্ণেলিয়স্ যে মিথ্যা বলেন নাই কিছুদিন পরেই তা প্রমাণিত হইল। মায়ের সুশিক্ষায় গ্রেকাই ভ্রাতৃদ্বয় কালে সত্যি-সত্যিই দেশের উজ্জ্বল রত্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সময় সমস্ত

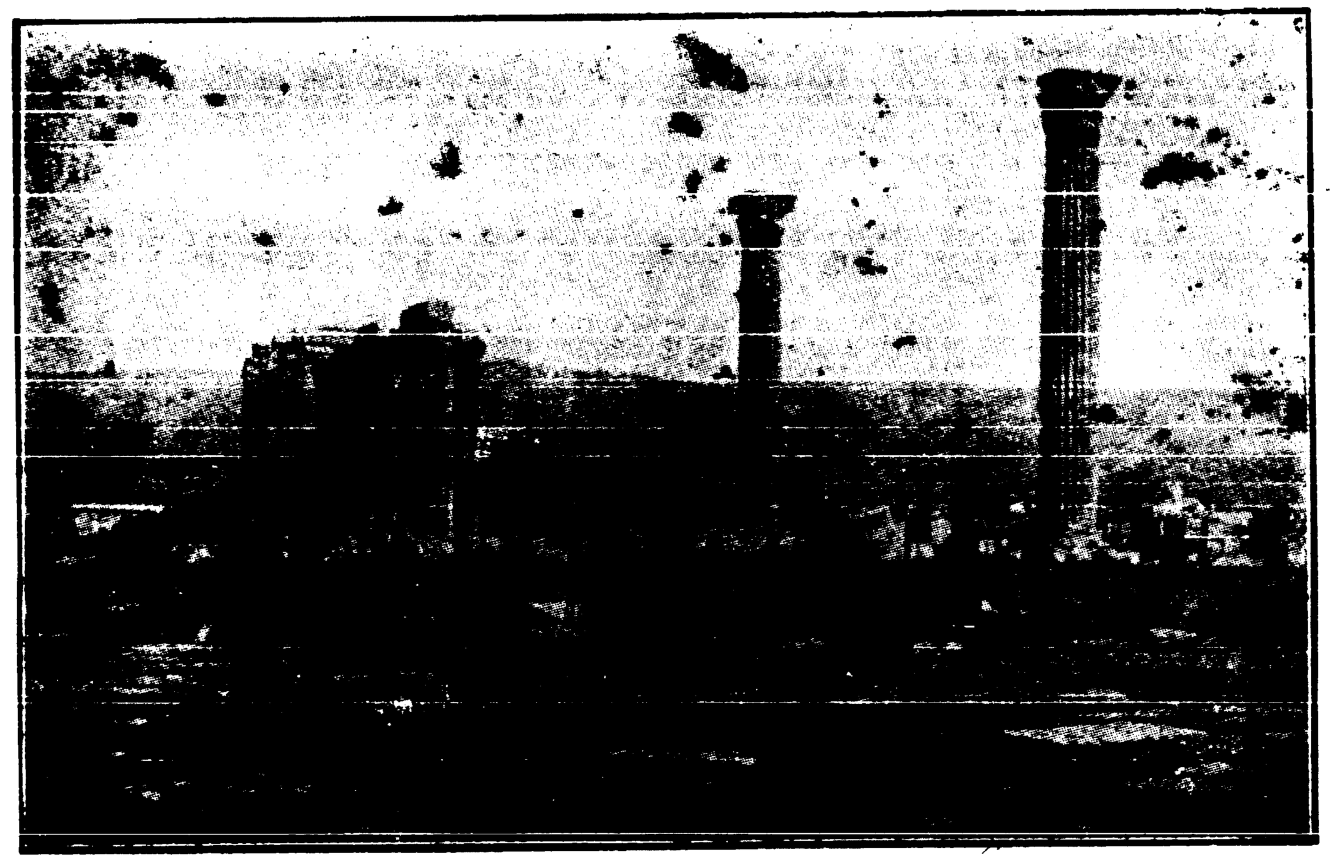

প্রাচীন গ্রীসের একটি কীর্ত্তি

গ্রীসে তাঁহাদের মত প্রভাবশালী লোক বেশী ছিল না, দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অমন মা'য়ের ছেলেরা কি যেমন-তেমন হইতে পারেন?

তাঁহাদের এবং তাঁহাদের মা কর্ণেলিয়সের নাম গ্রীসের ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। এমন মা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন সে দেশ জগতে এত বড় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

ফায়া-ফুঙ্গীর মুল্লুকে

[ভ্রমণ-কাহিনী]

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্)

যাঁরা হাত দেখতে জানেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে সমুদ্র-যাত্রা কপালে লেখা থাকলে হাতেও তার দাগ থাকে। আমারও যে ছিল তা' টের পেলুম ১৯৩৩ সনের পূজোর ছুটীতে। সেই কথাই আজ বলব'। কিন্তু আগেই ব'লে রাখি যে সেটা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের কোনও তেপান্তরের মাঠের গল্প নয়, আমাদেরই ঘরের কোণের বর্ম্মা-মুলুকের কথা।

শরৎবাবু তাঁর "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্ব্বে বর্ম্মা যা'বার জাহাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয় প'ড়েছ'। যা'রা পড়'নি, তারা প'ড়ে নিও। এখন অবশ্য অবস্থার খানিকটা উন্নতি হ'য়েছে, কিন্তু তবুও আমরা একটু ভয়ে ভয়েই কল্‌কাতার ইডেন গার্ডেনের ওপাশে আউট্‌রাম ঘাটে একদিন সকালবেলা এসে গাড়ী থেকে নামি। সেদিন ছিল রবিবার। রবিবারের জাহাজ বিলিতী ডাক নিয়ে বাহান্ন' ঘণ্টার মধ্যে রেঙ্গুন পৌঁছয়, অন্যবারের অর্থাৎ মঙ্গল আর শুক্রবারের জাহাজে আর কিছু বেশী সময় লাগে।

আমরা দুই ভাই তৃতীয়শ্রেণী অর্থাৎ ডেকের যাত্রী। আউট্‌রাম ঘাটের সামনে যে রেল লাইন তা' পার হ'য়ে জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে টিকিট কিনে আনা গেল। তারপর আমাদের মালপত্র খানাতল্লাসী হ'ল। সমস্ত জিনিষ খুলে ফেলে আবার সাজিয়ে বাক্স বন্ধ করে পরীক্ষকের চিহ্ন সেই বাক্সে লাগান হ'লে তবে মালপত্র কুলির হাতে দিলুম, সে জাহাজে উঠে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখি সকলেরই মোটঘাট ঐ ভাবে পরীক্ষা হচ্ছে।

জাহাজে মাল ওঠ্‌বার পথ এক, যাত্রীদের পথ আর। যাত্রীদের ওঠবার জায়গায় গিয়ে দেখি আর এক কাণ্ড! সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন? না, 'ডাংদারী হোবে'। সে আবার কি রে বাবা! খানিক বাদেই দেখি ডাক্তার সাহেব এসে একে একে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসীক-মুসলমান-খৃষ্টানী'

নির্ব্বিশেষে সকলের ভুঁড়িতে একটী মাত্র খোঁচা মেরে ছেড়ে দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য, কারুর ছোঁয়াচে রোগ আছে নাকি তা পরীক্ষা করা। যাত্রীরা, যেই খোঁচা খাওয়া শেষ হচ্ছে অমনি বোঁচকা-বুঁচকী তুলে নিয়ে এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে, জাহাজে উঠে যাচ্ছে। আমাদের পাল্লা যেই এল অমনি আমরাও দৌড় লাগালুম। আরও খানিক সময় গেল কুলী ও মালপত্র খুঁজে নিতে।

জাহাজের মাঝখানে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড্ ক্লাস যাত্রীদের ঘর ইত্যাদি থাকে। দু'পাশে খানিকটা খোলা যায়গা, এই হ'ল তেতলার থার্ড ক্লাস ডেক। যে তিন দিন জাহাজ চল্‌ল, সে ক'টা দিন এই জায়গা দুটো তেরপল দিয়ে ঢাকা ছিল। তার তলায় যে যার তিন দিনের সংসার পেতে বসেছে। বাক্স পেঁটরা দিয়ে ঘেরা এক একজনের এক একটী কেল্লা। আমাদের ডাইনে পাঞ্জাবী দু'জন, তারপর ঝুড়ি, বাক্স, আমরা, লাড্ডুভরা কয়েকটা ক্যানেস্তারা, কয়েকজন সিন্ধী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আবার লাল-কালো বাক্স, তারপর জন দশেক গুজরাটী মুসলমান,—পর পর এইভাবে সব ব'সেছে।

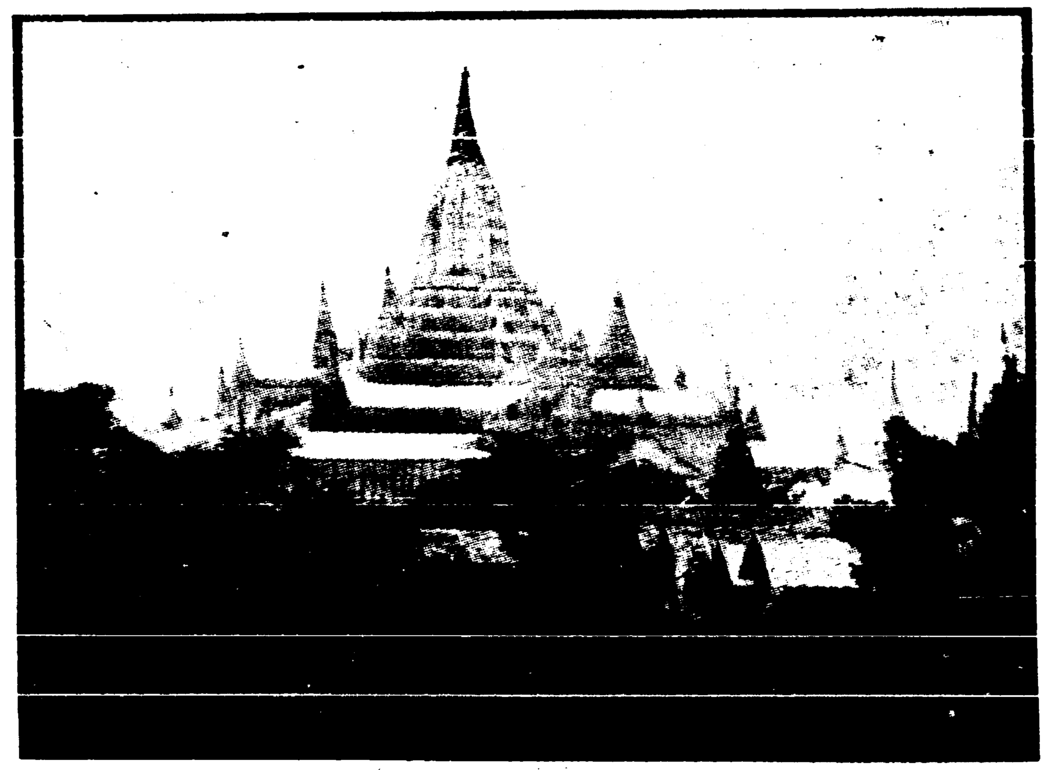

ব্রহ্মদেশের একটি 'ফায়া' বা 'প্যাগোডা'।

জাহাজ ছাড়্‌ল বেলা আটটায়। রাজগঞ্জ, বজ্‌বজ্, ফল্‌তা একে একে ছাড়িয়ে গেলুম। নদী ক্রমশঃ চওড়া হচ্ছে। ডায়মণ্ড হারবার বাঁয়ে প'ড়ে রইল; মাতলার কাছে দেখি নদীর এপার ওপার দেখা মুস্কিল। ক্রমে বিকেল হ'য়ে গেল, সন্ধ্যাও এল। নদী শেষ হয়ে আস্‌ছে, তাই নদীর মধ্যে জাহাজের কর্ত্তা যিনি থাকেন সেই পাইলট্ এখানে নেমে গেলেন, তাঁর জন্য সাদা একখানা ষ্টীমার অপেক্ষা

করছে দেখা গেল। সমুদ্রে যতক্ষণ জাহাজ থাকবে, ততক্ষণ কিন্তু কাপ্তেনই জাহাজের কর্ত্তা।

রাত্রিতে সমুদ্রে পড়লুম, কলকাতা থেকে ৮০ মাইল আসা হ'ল। পশ্চিমী মেয়েরা বরুণ দেবতার উপহার-স্বরূপে ঝপ্ঝপ্ করে সমুদ্রে নারকেল ফেলতে লাগ্ল। ওদিকে চাঁদের আলো লক্ষ টুকরো হয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউএর মাথায় মাথায় নাচ্তে লাগ্ল। কি সুন্দর সে দৃশ্য!

জাহাজে তো কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। খাওয়ার ব্যবস্থাটা শোনো, শোয়ার ব্যবস্থা তো আগেই ব'লেছি। যাঁরা রেঁধে খাবার ব্যবস্থা করেন তাঁরা তো ভালই থাকেন। কিন্তু আমাদের মত লোকের একমাত্র গতি হচ্ছে গিয়ে 'ভাণ্ডারী', একটা হিন্দুস্থানী খাবারের দোকানদার। ছ'আনা পয়সা পেলে সে একগাদা ভাত, হাতাখানেক হল্দে একটা জল, লোহার মত রংওলা ট্যাড়স্-চচ্চড়ি আর ফোঁটা-খানেক চাটনী দেয়। হল্দে জলটায় একটু ডালের গন্ধও থাকে। আবার আলাদা পয়সা দিলে কি না মেলে? মটরভাজা, ছোলাসিদ্ধ, জিবেগজা, ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়।

স্নানের বন্দোবস্তও বেশ। সমুদ্রজল তুলে স্নান করবার কল আছে, পরিষ্কার জলের কলও অনেকগুলি। এগুলো সব নীচের তলায়। জাহাজটা তেতলা। একতলা হ'ল জলের নীচে, তাকে বলে খোল (Hold), এখানেও অনেক লোক রয়েছে দেখলুম। ওপর থেকে বড় বড় চোঙা দিয়ে সেখানে হাওয়া যায়, আলোর বন্দোবস্ত হ'চ্ছে ইলেক্ট্রিক লাইট্। এর ওপরের তলাটাও থার্ডক্লাস যাত্রীতে ভর্ত্তি, এঁরা বোধ হয় ওপরের ডেক্-এর মত অতটা খোলামেলা যায়গা পছন্দ করেন না। তার ওপরের তলায়ই আমরা ছিলুম, সেটা হ'ল ওপরের ডেক্। ঝড়ের সময় ওপরে থাকা যায় না, ঢেউ এসে ঝাপ্টা মারে, তখন সকলকে নীচে গিয়ে থাকতে হয়। আমরা যে সময়ে গিয়েছিলুম তখন সমুদ্র ভারী শান্ত ছিল।

সকালে উঠে দেখি চমৎকার নীল জল। ঘন কালো নীল, উজ্জ্বল, মসৃণ, স্বচ্ছ। এই কুচ্কুচে নীল জলভরা একখানা থালার মত গোল সমুদ্র, তাকে যেন আকাশের ফিকে নীলরংএর ঘেরাটোপ দিয়ে কে ঢেকে রেখেছে! মাঝখানে

জাহাজ সেই জলরাশি কেটে চ'লেছে, দু'পাশে তার সাদা ফেণার পাখা ছড়িয়ে। দু'একটা উড়ুক্কু মাছ তার থেকে ছিট্কে ছিট্কে পড়ছে। ছোট ছোট এই মাছগুলির পাখ্না একটু বড় থাকায় তা'রা তা'তে ভর দিয়ে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত লাফ দিতে পারে। এ ছাড়া আর কোনও প্রাণীর দেখা পাওয়া মুস্কিল, এক-আধটা মাছ হয়ত লাফ দিয়ে উঠ্ল, কিংবা বড় জোর একটা হাঙ্গর দেখা গেল, এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় রাত্রিতে বেসিনের লাইট্ হাউস দেখা গেল। শুনলুম এখান থেকে রেঙ্গুন আর বারো ঘণ্টার পথ। ক্রমে জাহাজ বঙ্গোপ-সাগর ছেড়ে মার্টাবান উপসাগরে পড়্ল। ধীরে ধীরে নীলজল ফিকে সবুজ হয়ে এল। দূরে দূরে ডাঙা দেখা যেতে লাগ্ল। ঘরও এক-আধখানা দেখতে পেলুম, একটু নতুন রকমের তাদের গড়ন। তার পর জাহাজ রেঙ্গুন নদীর মোহানার কাছে এলে নতুন পাইলট্ এসে জাহাজের ভার নিলেন।

শোয়েড্যাগন প্যাগোডা

ইরাবতীর এক শাখা রেঙ্গুন নদীর ওপর রেঙ্গুন সহর, মোহানা থেকে কুড়ি মাইল দূরে। এই মোহানার জল সাংঘাতিক ঘোলা, যেন কাদা গড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাই এটাকে বলে Mud-Point। এটা পার হয়ে নতুন দেশের নতুন নদীর দু'ধার দেখতে

দেখতে বেলা বারোটার পরই রেঙ্গুনে গিয়ে জাহাজ লাগ্‌ল। কিন্তু নামবার ব্যাপারটা বেশী সহজ হ'ল না। জাহাজ একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে ঘাটে লাগতেই তো পনর মিনিট; তার পর সিঁড়ি ফেলা, কুলীদের দৌড়, চেঁচামেচি, আগে যাবার জন্য ধাক্কাধাক্কি,—সব মিলে এক মহামারী ব্যাপার। তার পর পুলিশের কাছে নাম-ধাম-জ্ঞাতি-গোত্র লিখিয়ে, আর এক পত্তন 'ডাংদারী' আর মালপত্র খানাতল্লাসী করিয়ে তবে নিষ্কৃতি।

উত্তর ব্রহ্মের এক রাজা দক্ষিণ ব্রহ্ম জয় ক'রে একটী সহর স্থাপন করেন, তার নাম হয় 'ইয়ান্‌-গন' (অর্থাৎ 'জয় শেষ হ'ল'), সেইটাই আমাদের বর্দ্ধমান সহরের নাম 'বার্ডোয়ান' হবার মত 'রেঙ্গুনে' পরিণত হয়েছে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে শোয়েড্যাগন প্যাগোডা। প্যাগোডা হচ্ছে বৌদ্ধমন্দির, বর্ম্মাভাষায় ওকে বলে 'ফায়া'। বর্ম্মা দেশটাই এই ফায়াতে ভর্ত্তি, তার মধ্যে এটী আবার সব চেয়ে বড়। মাথায় সোনার মুকুট, চারিদিকে ঘিরে আলোর মালা পরান, প্রকাণ্ড এই মন্দিরটী একটী পাহাড়ের ওপর, পাহাড়টী আবার একটী লেক্‌-এর কাছে। আমরা একটা উৎসবের দিন ওখানে যাই। নীচে জুতো খুলে, অনেকগুলি ধাপ বেয়ে উপরের উঠানে উঠে দেখি অসংখ্য মন্দির আর বুদ্ধমূর্ত্তি—শোয়া, বসা নানা ভঙ্গীতে। দলে দলে মেয়ে পুরুষে ফুল আর বাতি দিয়ে পূজো করছে। উঠানটীর বেড় ৪০০ ফুট।

এ ছাড়া দেখবার জিনিষ স্থুলে প্যাগোডা, বিশ্ববিদ্যালয়, তার ধারে কোকাইন লেক্‌, রয়াল লেক্‌, ইত্যাদি। সহরটীর রাস্তা-ঘাট বেশ পরিষ্কার। অনেক বাঙালী, বেশীর ভাগই চাটগাঁয়ের লোক। মাদ্রাজী ঢের, তার মধ্যে একদল চেট্টি বা মহাজনী কারবার করে, আর বাকী সব কুলীগিরি করে, 'লাঞ্চা' (রিক্‌শ') টানে। ভারতীয়দের বলে 'কালা' (অর্থাৎ 'বিদেশী')। এদের মধ্যে অনেকেই বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে ক'রেছে। তাদের যে ছেলেপুলে হয়, বাপ হিন্দু হ'লে তাদের বলে 'কালাই' আর মুসলমান হ'লে বলে 'যেরবাদী'। এদের দিয়েই সহরটা ছেয়ে গেছে। ও দেশের লোকের পরনে সব লুঙ্গী বা 'লৌঙ্গি', গায়ে 'এঞ্জি' (বর্ম্মা কোট), পায়ে 'ফানা' (বর্ম্মিজ স্যাণ্ডাল), আর মুখে তো 'সালে' (চুরুট) লেগেই আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা খুব বেশী, মেয়েরা খাটেও খুব। ফুলের বড় আদর ওদের কাছে।

রেঙ্গুনে সাত দিন থেকে যাই ম্যাণ্ডালে, ৩৮৬ মাইল উত্তরে। ছোট রেলগাড়ী, ঝাঁকুনীর চোটে পেটে খিল লাগিয়ে দেয়; তাতেই রাত আটটায় চেপে পর দিন বেলা ১১টায় ম্যাণ্ডালে এলুম। গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক হাতখানেক লম্বা একটা 'সালে'তে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে এমন টান লাগাচ্ছিল যে দেখে অবাক্‌ হ'তে হ'ল। তার পর আবার সে-ই যখন এক ষ্টেশনে একটা ভিখিরীকে চটি খুলে 'তুয়া' 'তুয়া' ('দূর হ') ব'লে তাড়া করলে তখন বুঝলুম যে সে একখানা চীজ্‌ বটে!

ম্যাণ্ডালের পুরোনো রাজবাড়ী একটা বিস্তীর্ণ চারদিক্‌-ঘেরা-খালের ওপরের পোল পার হ'য়ে দেখতে যেতে হয়। এখন সেই বিস্তীর্ণ জায়গা প্রায় সবটাই ফাঁকা, বাড়ীটাও কাঠের ছিল ব'লে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। সৌন্দর্য্য কিছুই নেই, এক আধ জায়গায় একটু সোনালী রংএর জৌলুষ মাত্র ছিল। এ ছাড়া ম্যাণ্ডালে হিল্‌-এর ৮৫০ ধাপ চ'ড়ে একটী প্যাগোডা আর চার দিকের সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। এখানে বাক্সে পয়সা দেওয়াতে ফুঙ্গীরা (অর্থাৎ সাধুরা) আমাদের 'দারু' 'দারু' ব'লে আশীর্ব্বাদ করলেন। তার পর দেখে এলুম শান্‌জু-ফায়া, এই মন্দিরটী অতি সুন্দর, আর খুব বিখ্যাত। ম্যাণ্ডালে সহরের বাজারটীও খুব প্রকাণ্ড। এখানে কয়েক জন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

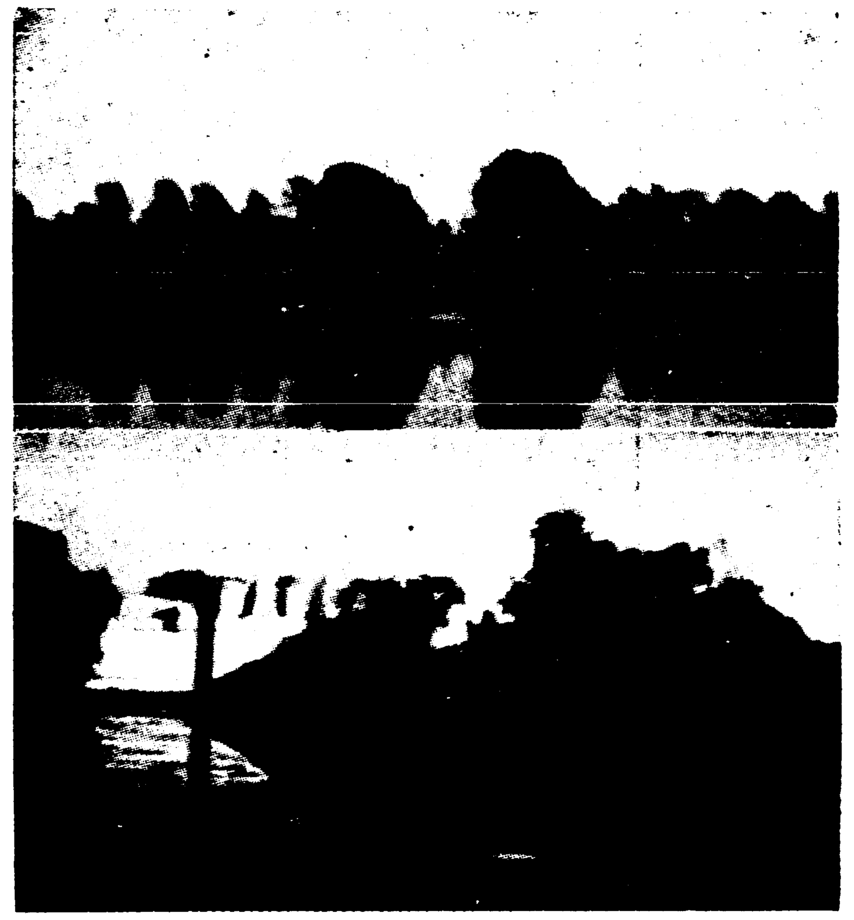
ওপরে—মেমিওর বোটানিক্যাল গার্ডেন
নীচে—ম্যাণ্ডালের রাজবাড়ী

এখান থেকে আমরা প্রথমে যাই শোয়েবো। পথে অমরাপুরা-শোর ঘাটে ষ্টীমারে ইরাবতী নদী পার হ'লুম, তখন বাঁ দিকে সাগাইং পোল দেখা গেল। প্রায়

এক মাইল লম্বা। আজকাল ঐ পোলের ওপর দিয়েই ট্রেন যায়, আর জাহাজে নদী পার হ'তে হয় না।

শোয়েবো এক সময় উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী ছিল, এখানেই প্রবলপরাক্রান্ত রাজা আলঙফায়ার সমাধি দেখলুম। দেখবার মত কিছুই নয়। শোয়েবোতে এক জায়গায় দেখলুম সকালবেলা বাড়ীর গিন্নী এক হাঁড়ি ভাত নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে একে একে ফুঙ্গীদের ভিক্ষে দিতে লাগলেন, ফুরিয়ে গেলে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। বেশ বন্দোবস্ত!

শোয়েবো থেকে নাবা, সেখান থেকে কাথা-তে এসে ষ্টীমার ধরে ভামো

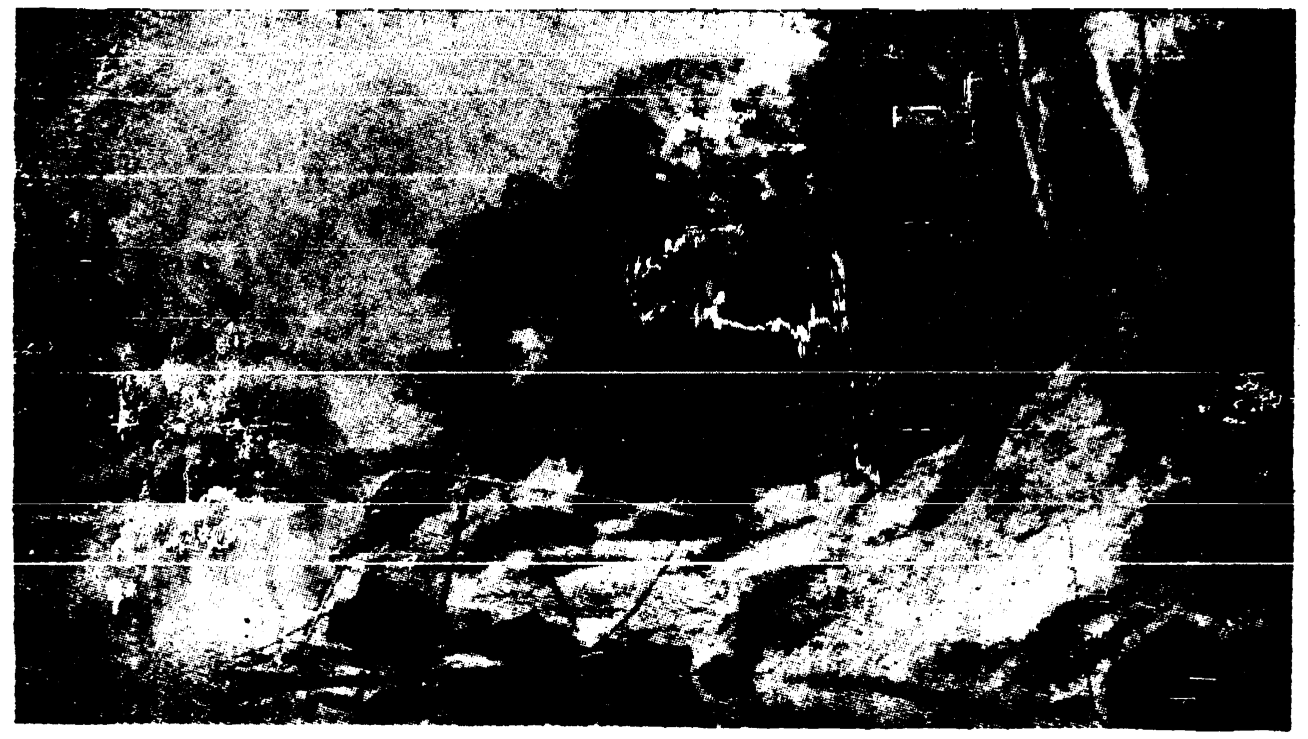

বর্ম্মার জঙ্গল ও ইরাবতী নদী

রওনা হলুম। পথে পড়ল ইরাবতী নদীর ডিফাইল (Defile)। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নদী গেছে, এঁকে বেঁকে। পাহাড়ে ঘন বন, সেগুন গাছই বেশী। অতি নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য। এত সুন্দর দৃশ্য আমি খুব কম দেখেছি। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন যে নরওয়ের ফিয়র্ড (Fjord) নাকি এই রকম দেখতে।

ভামো সহরেও বাঙ্গালী আছেন। এখান থেকে চীনদেশ মাত্র ৫২ মাইল দূরে। চমৎকার রাস্তা—পাহাড়, বন আর সমতলভূমির মাঝ দিয়ে। আমরা মোটরে রওনা হ'য়েছিলুম, কিন্তু একটা গোলমাল হওয়ায় ১৭ মাইল মাত্র গিয়ে

'নাম্-ফা-খা' জলপ্রপাত দেখেই ফিরে আসি। ওখানে আর দেখলুম একটা চীনে মন্দির (Joss House)। ভামো সহরে অনেক চীনে থাকে। ভামোতে মাছ আশ্চর্য্য রকম সস্তা।

ফিরবার সময় চারদিন ষ্টীমারে চ'ড়ে ম্যাণ্ডালে। পথে আবার ইরাবতী ডিফাইল ছাড়িয়ে, কাথা পার হ'য়ে এলুম। থাবেচিন (Thabetkyin) নেমে মোগকের চুণীর খনি দেখতে যাব' ঠিক ছিল, তা'ও হ'ল না। ষ্টীমারের যাত্রী কয়েক

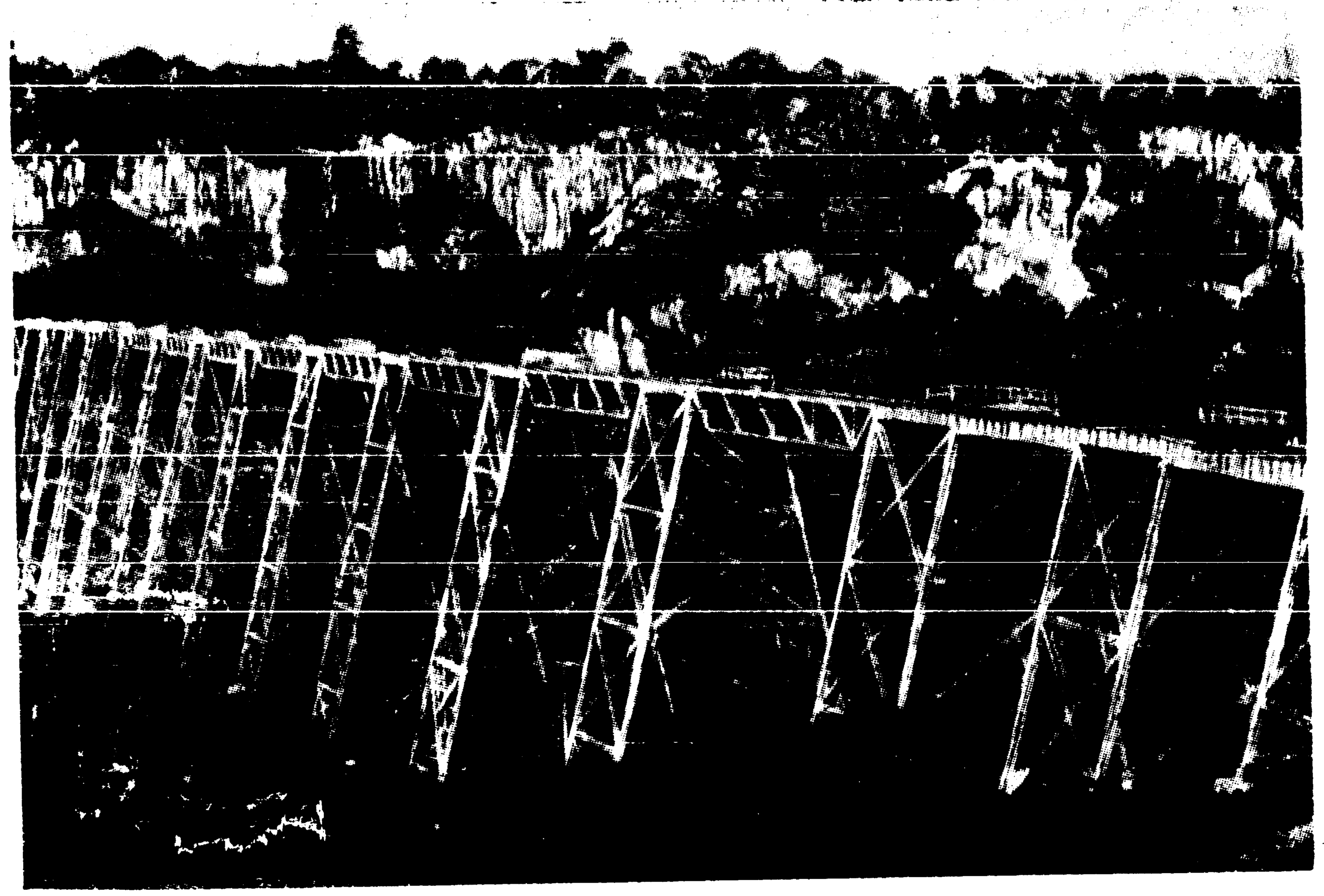

গটিক্ ভায়াডাক্ট

জন ফুঙ্গীর অদ্ভুত কাণ্ড দেখলুম। পয়সা তাঁদের ছুঁতে নেই, তাই ষ্টীমারের দোকানে খেয়ে ট্যাঁক থেকে রুমাল ফেলে দিতেন, তার গাঁট খুলে পয়সা নিয়ে দোকানদার রুমাল ফেরৎ দিত'। এই দোকানটার থেকে 'ঙাপ্পি'র (শুটকীমাছের) গন্ধ এসে আমাদের পাগল করত'। ষ্টীমারে দেখতুম একটী মহিলা মুখে চন্দনের মত কি মাখতেন রোজই, পরে জানলুম তাকে বলে 'তানাখা'। ওটা ওদেশে পাউডারের বদলে চলে।

ম্যাণ্ডালেতে ফিরে এসে আবার বেরোই, এবার যাই মেমিও (Maymyo)। এই সহরটীতে লাটসাহেব গ্রীষ্মকালে থাকেন। ম্যাণ্ডালে থেকে ৫৭ মাইল পথ। রেল আছে, কিন্তু আমরা মোটরে গেলুম। অনেক ঘুরপাক খেয়ে পাহাড়ে উঠে উঠে তবে বিকেলে মেমিও পৌঁছলুম। পাহাড়ের মাথায় সমতল জায়গা, কোথাও পাহাড়-টাহাড় দেখা যায় না। ছোট্ট জায়গাটী, ছবির মত, পরিষ্কার। এত পরিষ্কার সহর আমি দেখি নি'। এখানেও বাঙ্গালী আছেন, আলাপ হ'ল।

মেমিও থেকে যাই গটিক্ (Gokteik)। সেখানে দুটো পাহাড়ের মধ্যে একটা খুব উঁচু পোল আছে, সেটাকে বলে গটিক্ ভায়াডাক্ট (Viaduct), ম্যাণ্ডালে থেকে লাশিও যাবার ট্রেণ ওর ওপর দিয়ে যায়। পোলটির বিশেষত্ব এই যে নীচে যে বন-জঙ্গল, সেগুলি ৩২৭ ফুট নীচে। নীচে চাইতে মাথা ঘুরে যায়। ঐ বন-জঙ্গলেরও তলায় মাটীর নীচে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে। দূর থেকে একটা পাহাড়ী নদী এসে হঠাৎ ঐখানে মাটীর তলায় গুহার ভেতর ঢুকে আবার কতকটা দূরে মাটীর ওপর বেরিয়ে এসেছে। এই গুহার ভেতরকার চূণ জাতীয় জিনিষ ক্ষয়ে আশ্চর্য্য সব আকার আর রং ধরেছে। এগুলিকে Stalactite এবং Stalagmite বলে। আলো নিয়ে ভেতরে যেতে হয়। সাপ, বিছে তো আছেই, পা পিছ্‌লে জলে প'ড়ে মারা যাবারও ভয় খুবই, তা'ছাড়া আলোতেই রংএর খেলা হ'তে থাকে গুহার ভেতর।

সেদিনই গটিক্ থেকে ফিরি। পথে দেখি মালগাড়ী বোঝাই হ'য়ে লালমাটী যাচ্ছে। শুনলুম ঐ লালমাটী ধুয়ে সোনা পাওয়া যায়, নাম্‌টুতে তার কারখানা ক'রেছে। এ সব জায়গা শান্-রাজ্যে। পথে ষ্টেশনে সোনার গুঁড়ো ফেরী করতে দেখলুম, 'শোয়ে' (সোনা) চাই কিনা জিজ্ঞেস করল। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ এই যে ষ্টেশনে ষ্টেশনে সব বাঙ্গালী কর্ম্মচারী।

মেমিও থেকে ম্যাণ্ডালে ফিরে এলুম। ম্যাণ্ডালে থেকে ইরাবতী নদী দিয়ে রেঙ্গুন আস্‌বার পথে মিন্‌বুর কাছে আশ্চর্য্য এক পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি থেকে যেমন আগুন বেরোয়, এর থেকে তেমনি বেরোয় কাদা। রেঙ্গুনে ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ রেঙ্গুনের রয়াল লেকে নেমেছেন,

পৃথিবীর সাঁতারের রেকর্ড ভাঙ্‌বেন ব'লে। সহরের অর্দ্ধেক লোকই সেখানে। এত লোক যাওয়া আসা ক'রছে যে ট্রাম কোম্পানী স্পেশাল ট্রামগাড়ী দিয়েছে, রিক্‌শা-ওয়ালারা খেটে খেটে আর পারে না। এত লোক ওখানে রাত্রেও থাকৃত' যে রীতিমত হোটেল গোছের দোকান খোলা হ'য়েছিল, লোকগুলি ঐখানে খেয়ে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে থাকৃত'। বর্ম্মা, শিখ, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী,—কেউ বাকী ছিল না। একটা চীনা-বাদামওয়ালা বহু টাকার চীনাবাদাম বেচতে পেরে ভক্তিভরে তো এই 'মৎস্য-অবতার'কে (মচ্ছি-অওতার) এক প্রণামই ক'রে ফেল্‌ল'। তারপর যখন সত্য সত্যই পৃথিবীর নূতন রেকর্ড ক'রে ৭৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট বাদে প্রফুল্ল ঘোষ জল ছেড়ে উঠ্‌লেন, তখন এক রৈ-রৈ কাণ্ড! পট্‌কা ফাটান', মানুষের চীৎকার, বেলুন ওড়ান', ঠেলাঠেলি, লাফালাফির চোটে অস্থির। দু'-চারজন বর্ম্মী তো ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে 'ফায়া, ফায়া' বলে জলে সোনার গুঁড়ো ফেল্‌তে লাগ্‌ল। ওরা মন্দিরকেও 'ফায়া' বলে, দেবতাকেও 'ফায়া' বলে।

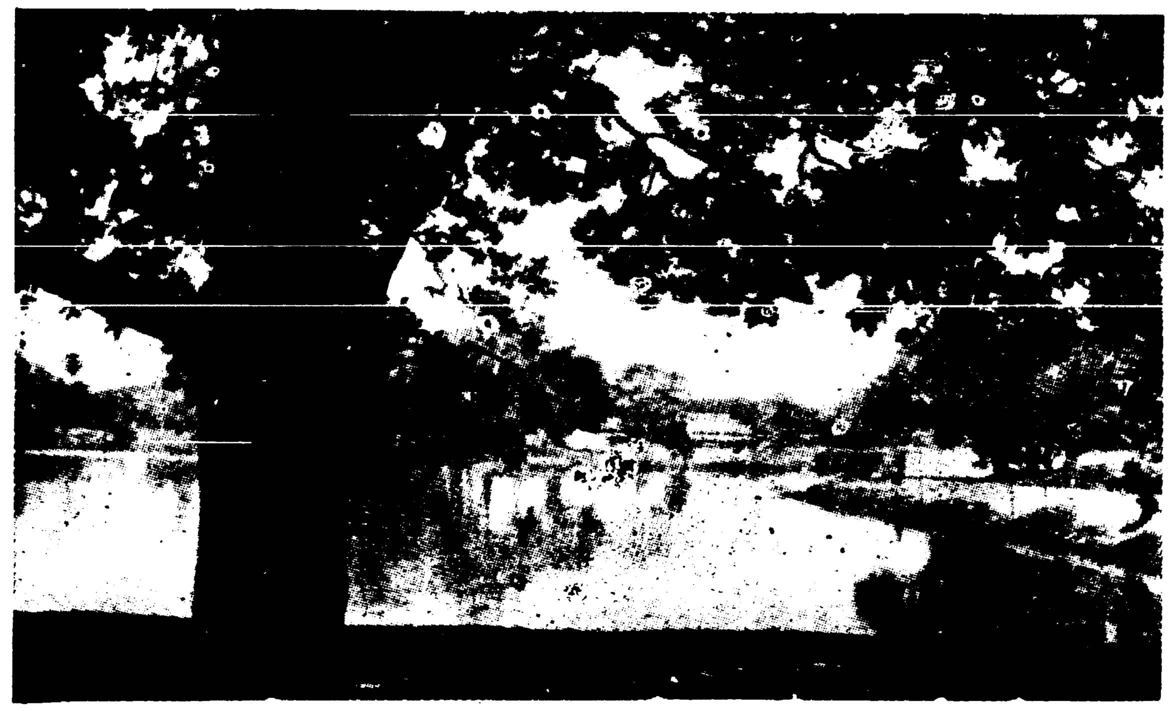

রয়াল্ লেক্, রেঙ্গুন

রেঙ্গুনে আবার সপ্তাহখানেক থেকে কলকাতার দিকে ফিরি। এবার ষ্টীমারে যেখানে যায়গা পাই তার মাথার কাছে একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় কয়েকটা রাজহাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানিতে বড় জ্বালাতন করেছিল। তাস খেলে, গল্পগুজব করে তিনটে দিন কেটে গেল। কত রকম লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সমুদ্র খুব শান্ত ছিল, কোনও অসুবিধে হয় নি। কিন্তু জাহাজ চলবার সময় যে একবার এ পাশে আর একবার ও পাশে সামান্য একটু কাৎ হয় (যা'কে বলে Rolling), আর আগার দিক্‌টা

একবার একটু উঁচু হয় আবার একটু নীচু হয় (যা'কে বলে Pitching), তাতেই তো অনেকের মাথা ঘোরে দেখ্‌লুম। এই বেচারীরা ঝড়-বাদলের মধ্যে পড়লে যে কি হ'ত, তা ভাবতে কষ্ট হয়।

তোমরা একবার বর্ম্মাদেশ দেখে এস না! নতুন জায়গা, নতুন দৃশ্য, মানুষ, পোষাক, আচার-ব্যবহার সবই নতুন। অসংখ্য নতুন ধরণের মন্দির আর সাধু-সন্ন্যাসী যেখানে যাও সেখানেই দেখ্‌তে পাবে। এই ফুঙ্গী সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য কত ফুঙ্গী-চৌঙ (মঠ) দেখ্‌বে। আর নিজেদের থাক্‌বার কথা ভাব্‌ছ? বর্ম্মাদেশে বাঙালীরা খুব অতিথিবৎসল, তাঁরা তোমাদের কোনও কষ্ট পেতে দেবেন না। গল্প আছে যে ৩০।৩৫ বছর আগে কলকাতা থেকে জাহাজ এলে রেঙ্গুন জাহাজ-ঘাটে রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীরা এসে বাঙালী যাত্রীদের নিয়ে টানাটানি করতেন। খাওয়া, থাকার তো বটেই, চাকরীরও বন্দোবস্ত হ'য়ে যেত। তাই এখনও অনেক আফিস্ বাঙালীতে বোঝাই। এখন আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, তবু বল্‌ব যে উত্তরভারতের যে কোনও জায়গার চেয়ে বর্ম্মাদেশে বাঙালী অতিথির আদর এখন বেশী। তোমরা যাচ্ছ তো?

দোকানের উপসংহার

(শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী)

নাঃ, গোবিন্দকে নিয়ে আর পারা গেল না।

ম্যাট্রিক ফেল করে ঝাড়া দু'বছর চুপ্‌চাপ্ বসে আছে—স্রেফ হাই তুলে আর গা মোড়ামুড়ি দিয়েই। কিছু বলার উপায় নেই; বল্লেই যা তেড়েমেড়ে ওঠে!

গোবিন্দের বুড়ো বাপ দেখে-শুনে হাল ছেড়ে দিলেন অবশেষে—শেষ নাগাৎ আমরা, গোবিন্দের বন্ধুর দল, গোবিন্দকে পাকড়াও করলাম একদিন—দৈবাৎ বড় রাস্তার মোড়ে।

'এই গোবিন্দ', আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত আরম্ভ করতে হ'ল, 'একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা কর্ দিকিনি'।

'চাকরী?' গোবিন্দ এমন ভাবে হাস্‌ল এবার যে আমার নিজেরই ভারী লজ্জা করতে লাগল। 'আচ্ছা বোকা ত' তুই! আমাকে কে চাকরী দেবে আজকালকার বাজারে?' সত্যি, গোবিন্দের মত কুঁড়েকে কে সেধে চাকরী দিতে যাচ্ছে! বন্ধু ফাজলেমীর সুরে বল্লে, 'তার চেয়ে তুই কলম ধর্ গোবিন্দ, লিখতে সুরু করে দে ছোটবড় মাসিক পত্রিকায়। তোর মধ্যে যে দ্বিতীয় শরৎ চাটুয্যে লুকিয়ে নেই কে হলফ্ করে বলতে পারে?'

গোবিন্দ এবার হো হো করে হেসে ফেটে পড়লে, 'হোঃ, আমি লিখব বই? তবেই হয়েছে—তোরা ছাড়া আর কেই বা পড়তে যাচ্ছে? আর তোরা ত' কস্মিন্ কালেও দাম দিয়ে কিনবি না। তবে?' গোবিন্দ হি হি করে হেসে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে আর কি!

উঃ, কি বোকা এই গোবিন্দটা! ওকে কি সত্যি সত্যি সাহিত্যিক হতে বলা হচ্ছে নাকি! তোমরা হয়ত বা মনে করছ, বাঃ গোবিন্দ ত' বেশ হাসিখুসী মানুষ! তোমাদের ত' দোষ নেই—স্বয়ং গোবিন্দেরও তাই ধারণা। এবং সকলেরই নিজের সম্বন্ধে এই ধারণাই থাকে। কিন্তু তা আদপেই সত্য নয়। এমন বদ্‌মেজাজী, খেয়ালী এবং বোকাও আমাদের সাম্‌নে আর দ্বিতীয়টি পড়ে নি। হঠাৎ দপ্ করে রেগে উঠে ও মাঝে মাঝে এমন যা তা' কাণ্ড বাধায় যে তা আর বলার নয়। তোমরা ত' ছেলেমানুষ, আমরা পর্য্যন্ত (আমরা কেন—ওর বাবাও) মনে মনে ওকে বেশ ভয় করি। মুখে অবশ্য স্বীকার করি না—তা হ'লে মাথায় চড়বে ও—হয়ত বাড়াবাড়িই সুরু করে দেবে।

ততক্ষণে আমি একটা লাভের হদিস্ পেয়ে গেছি, গোবিন্দকে বলি, 'তা হ'লে ব্যবসা করবি গোবিন্দ?—স্বাধীন ব্যবসা? একটা দোকান খুলে দে বাজারে।'

'মনোহারী, কি কাপড়ের—কি মুদিখানা কিংবা জুতোর দোকানই। হ্যাঁ, সেই ভাল হবে—বেশ আরামে থাক্‌বি।'

গোবিন্দ এবার যেন একটু ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল, ভুরু কুঁচকে বল্লে, 'দোকান দিতে বলছিস্? সেটা মন্দ না—বেশ ভাল 'আইডিয়া' এটা। হ্যাঁ, দোকানই দেব, বেশ হবে। কিন্তু চলবে কি? (একটু ভেবে) নাঃ, দোকান-টোকান দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। উঁহুঃ—কিছুতেই দেব না—এই-ই বেশ আছি।' গোবিন্দের দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি মুষড়ে যাই—আন্তরিক মুষড়ে যাই—আমার মৎলব এমন ভাবে বান্‌চাল হয়ে যাচ্ছে দেখে। তবুও শেষ চেষ্টা করি, 'ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন তুই? দোকানটা আগে খুলেই দে না—তার পর আমরা ত' পেছনেই আছি।' ওকে উৎসাহিত করা দরকার—আহা, বেচারা 'নির্জ্জলা' বেকার!

গোবিন্দ চোখ পিট্ পিট্ করে বল্লে, 'হ্যাঁ, শেষকালে লাল বাতি জ্বালি আর তোমরা পেছন থেকে হাততালি দিয়ে, হো হো কর।' তোমরাই বল, এমন লোককে কেমন করে

কাজে নামান যায়? তবু অনেক কষ্টে আমরাই ওকে রাজী করালাম। মনোহারী দোকানই ও দেবে।

'একটা কাজ করিস্ যদি গোবিন্দ, তবে বেশ হয়।' বন্ধুর রসিকতা করার পুনঃ প্রয়াস। "যদি দুটো দোকান দিস—একটা ময়রার, একটা কাপড়ের—তবে বেশ তোর খাওয়া-পরার ভাবনা ঘোচে—" বন্ধুকে চাঁটি মেরে থামিয়ে দি। গোবিন্দটা যা গেঁতো, হয়ত সেই মতই কাজ করবে। ঠাট্টা ত' আর বোঝে না।

দিন পাঁচ সাত পরে গোবিন্দ মুখ কাঁচুমাচু করে আমার কাছে উপস্থিত। 'দোকান একদম চলছে না ভাই', গোবিন্দের সখেদ উক্তি, 'কেউই দোকানে ঢোকে না তা আবার দোকান চলবে! পাড়ার 'খোদ'দের কত তোয়াজ করলাম তবু তারা খদ্দের সেজে আমার দোকানে আসতে চায় না। খদ্দের না হ'লে কি দোকান চলে? তুই-ই বল্।' ও প্রশ্নটা আমার ওপরই ছেড়ে দেয়। 'আবার মুস্কিল কি জানিস্?' গোবিন্দ পুনশ্চ যোগ দেয়, 'একবার যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে সে ফের আবার কোনদিন ভুলেও দোকানের রাস্তা মাড়ায় না—কদাপিও না; লক্ষ্য করে দেখেছি।' আমি সত্যিই ঘাবড়ে যাই। আর ঘাবড়াবারই কথা—দোকানের অবনতির জন্য আমিই ত দায়ী আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহস সঞ্চয় করে ফেলি, 'দোকান চলবে না কিরে? কেন চলবে না? খুব চলবে—আচ্ছা, আজ দুপুরে তোর দোকানে যাব। আমি আর বন্ধু; গিয়ে তোর দোকানের না চলার কারণ খতিয়ে দেখা যাবে। বুঝলি?'

গোবিন্দ নীরস স্বরে বল্‌লে, 'গিয়ে আর কি করবি? আচ্ছা যাস্, কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, যাস্ একটু সকাল সকালই—এক যোড়া তাস নিয়েই বরঞ্চ যাস্।' অকস্মাৎ গোবিন্দের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

তার পর সে কেলেঙ্কারীর কথা আর বল কেন?

গিয়েছিলাম গোবিন্দের দোকানে—আজ দুপুরেই গিয়েছিলাম—এই ত' আসছি। গিয়ে দেখি গোবিন্দ ঘুমুচ্ছে—অঘোরেই ঘুমুচ্ছে, 'কাউণ্টারে' মাথা রেখে সশব্দে ঘুমুচ্ছে। সজোরে ঠেলা দিলাম, 'এই গোবিন্দ, ওঠ্ ওঠ্।' ওতে কি আর গোবিন্দের ঘুম ভাঙ্গে? ওর ঘুম বিখ্যাত জিনিষ, বংশগত সম্পত্তিও বলতে পার, উত্তরাধিকারসূত্রে গোবিন্দরই তা পাবার কথা। বন্ধু জানে ওর ঘুমের ওষুধ। ওর চুল ধরে ও নির্ম্মমভাবে টানতে সুরু করে। গোবিন্দ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে। 'এই যে, তোরা এসেছিস্? তোদের কথা ভাবতে ভাবতেই একটু তন্দ্রার মত এসেছিল।'

—'যত্তো সব ছোটলোকী ঘুম'—আমার কথা মুখেই থেকে যায়। ঘরে ঢুকল দশ পনেরটি ছেলে, ১০।১২ বছরের মধ্যেই তারা। প্রত্যেককেই চিনি, না চেনার উপায় নেই, পাড়ার 'মার্কা-মারা' ছেলেই এরা। অনেককেই এদের হাতে নাজেহাল হ'তে হয়েছে এক-একবার।

'গোবিন্ দা', একজনে সশব্দে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করে। তার পর এগিয়ে এসে গোবিন্দর পিঠের গেঞ্জী তুলে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং সজোরে পিঠে হাত বুলোতে আরম্ভ করে—বারো যোড়া হাত সম্মিলিত ভাবেই।

আমি অবাক্, পাগল নাকি এরা? এ যে একদল দলবদ্ধ বদ্ধপাগল!

'চল্লুম এবার গোবিন্ দা',—প্রতিনিধি ছেলেটি আবার মুখর হয়ে ওঠে। তার পর তারা গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে লজেন্সের কোন এক বোয়মের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে—দু'-এক মিনিট পরেই, ভিতরের জিনিষ শুদ্ধ তারা অন্তর্দ্ধান। আমাদের দমে ফিরে আসতে একটু সময় লাগে। বন্ধু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করে, 'এরা কারা হে গোবিন্দ?'

'আর বলো কেন সে দুর্ভোগ'—গোবিন্দ ভণিতা করেই আরম্ভ করে, 'প্রথম দিনই এদের মধ্যের একটিকে পাকড়াও করেছিলাম। তাকে দুটো লজেঞ্চুস কবলিয়ে, পিঠটা ঝাড়া আধঘণ্টা চুলকিয়ে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বড় জিতলাম। তার পরের দিনও সে ছোকরা এল—তার পরের দিনও, এবং একটা লেজুর যুড়েই। ক্রমশঃ তিনটে—পাঁচটা—ন'টা, অবশেষে আজ দেখলি ত' স্বচক্ষেই—।' গোবিন্দ দুঃখে অভিভূত হয়ে কথাটা শেষ করতে পারে না। আমি, বল্‌লাম, 'দ্বিতীয় দিনেই থামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এ রকম দান খয়রাৎ করলে কি দোকান চলে?' গোবিন্দ এরও একটা বেয়াড়া রকমের কৈফিয়ৎ দিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অকস্মাৎ ঘরে ঢোকেন জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

টাকওয়ালা এবং টাকাওয়ালাও মনে হ'ল। শাঁসালো কিনা বুঝতে পারি না, তবে গোবিন্দের দিক্ থেকে 'আশালো' বলা যেতে পারে—গোবিন্দের প্রচুর আশা থাকে কিছু গছাবার।

বুড়ো ঘরে ঢোকেন, এবং দম্‌কা প্রশ্ন বর্ষিত হয়—'বিস্কুট আছে তোমাদের দোকানে? বিস্কুট?' 'বিস্কুট? আছে বৈকি—সব রকমই আছে।' গোবিন্দের তৎপর জবাব, এমন সুযোগের যোগ তার জীবনে খুব কমই হয়েছে।

—'দাও দেখি হে' এক টিন—উঁহু, দু'টিন—না হে দোকানদার, তুমি বরং তিন টিনই দিয়ে দাও। বারে বারে আসা এক ঝক্‌মারী।' গোবিন্দ বিস্কুট এনে দিল, এবং তিন টিনই। বুড়োর

এবার চাই জাপানী খেল্‌না—মাতির জন্তই বোধ হয়। গোবিন্দ খেল্‌নার আলমারীর পাল্লা খুলে দেয়—একেবারেই উন্মুক্ত করে দেয়। ভদ্রলোক খেল্‌না বাছেন এবং সহর্ষে আমাদের আপ্যায়িত করেন, 'হ্যাঁ এগুলিই নিলাম—একটু 'প্যাক্' করে দাও দেখি হে।' আমি এবং বন্ধু গোবিন্দ সহযোগে জিনিষগুলি বেঁধে দিই—গলদঘর্ম্ম হয়েই। গোবিন্দ আবার ভদ্রলোকের গাড়ীতে ওটা উঠিয়ে দিয়ে আসে—দোকানদার হিসেবে কোন ত্রুটিই সে রাখতে চায় না। গোবিন্দকে ঘিরে আমাদের উল্লাস চলে অতঃপর। বুড়ো বোধ হয় বাঁধা খদ্দের হয়েই রইল। বন্ধুর তরফ থেকে প্রস্তাব আসে, "আজ বাইশ-কোপ্ দেখাচ্ছিস ত' ? উঃ, এতগুলি কড়কড়ে টাকা—'

টাকার কথা উঠতেই গোবিন্দ অকস্মাৎ আঁৎকে ওঠে। 'টাকা ? টাকা ? ? আমার টাকা ? ? ? বুড়ো ত' আমার টাকা দিয়ে যায় নি!' গোবিন্দ সাঁৎ করে ফুটপাথে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু বুড়ো ততক্ষণে হাওয়া,—হাওয়া-গাড়ী করেই একদম হাওয়া। মুহ্যমান গোবিন্দকে বাগে আনা যায় না—অর্থনাশের হেতু সে অনর্থ ঘটাতেই প্রস্তুত। পাগলের মত দুম্‌দাম্ ক'রে পায়চারী করে এবং মুখ দিয়ে অবাধে বেরিয়ে আসে প্রচুর গালাগালি—বুড়োর উদ্দেশ্যে। আমি ততক্ষণে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলি—গোবিন্দের খদ্দের দ্বিতীয়বার দোকানে ঢোকার সদিচ্ছা কেন রাখে না।

'সত্যি' বন্ধুর তরফ থেকে সান্ত্বনা আসে, "বুড়ো এ রকম করবে ভাবা যায় না—পয়সাওয়ালা দস্তুর মত—"

আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। এক শ্রেণীর লোকের এতেই আনন্দ ; অনেক বড় লোককে দেখা গেছে তারা খবর-কাগজওয়ালাকে ফাঁকি দেয়, এবং তাতে অনাবিল আনন্দ পায়। তারা কি ২।১০ টাকা দিতে পারে না ? উঁহু, খুব পারে—অনায়াসেই পারে। কিন্তু ওই এক আমোদ—ওতেই তারা সুবিমল সুখ পায় মনে মনে।

হ্যাঁ—গোবিন্দের বুড়ো খদ্দেরের কি দু'-চার টাকার অভাব ? মোটেই না। তবুও কিছু ত' পরস্মৈপদীর' উপর দিয়ে গেল—ওর আনন্দের আবেগেই ত' বুড়োর সবেগে প্রস্থান, ফাঁকি দিয়েই—এবং কথাবার্ত্তার ফাঁক দিয়েই। আমার কিন্তু বেশ রাগই হয়ে যায়, অবশ্য গোবিন্দের ওপরে, 'এঃরকম করলেই তোমার দোকান চলবে গোবিন্দ—একটুও হুঁস নেই!' গোবিন্দ চীৎকার করে ওঠে, 'তুই থাম্ বেকুব—'

গোবিন্দের কথা শেষ করার অবকাশ হয় না। ঘরে ঢুকলেন—অন্ততঃ ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করলেন জনৈক ভদ্রমহিলা। আচম্‌কা চম্‌কে ওঠে গোবিন্দ। মুখের কথা মুখেই থেকে যায়—গোবিন্দকে উন্মুখ হবার কোন সুযোগ না দিয়েই। চার ফুট দরজাকে পাঁচমণী দেহ নিয়ে তিনি যুড়ে আছেন—সমস্তটাই যুড়ে আছেন, কোথাও ফাঁক নেই—স্রেফ ভরাট হয়ে আছে দোকানে

ঢুকবার পথ। তার পর ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে আসেন—ওঃ, তাঁকে আরও ভাল করে দেখবার সুযোগ পাই। ট্রামে, বাসে—বায়স্কোপের হলে—ইদানীং খেলার মাঠেও বহু স্থূলকায়া মহিলা দেখেছি—কিন্তু এঁর কাছে তাঁরা সব বালখিল্য, বুড়ো আঙুলের সমানও বলা যেতে পারে। প্রথম চোটে আমি একটু-ধাক্কা খাই, অবশ্য মনে মনে—তার পরেই আসে বেদম্ হাসি, গা কাঁপিয়ে বিশ্রী হাসি, আর বলো কেন ? কিন্তু কষ্ট করে সামলিয়ে যাই। হাসলে গোবিন্দের দোকানেরই ক্ষতি—আশু ক্ষতিরই সম্ভাবনা এবং তার ধাক্কা সামলাতে তার গতাসু হবারও আশঙ্কা। বন্ধুটা একবারে কুঁক্ করে উঠেছিল—এক চিমটিতে ওটাকে থামিয়ে দি। কিন্তু যে গোবিন্দটার জন্য এত কাণ্ড সে মিনিট দুই-তিন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে, তার পর—উঃ, সে কথা আর বলো কেন—তার পর সে হতভাগাটা, মহিলাটির সামনেই হোঃ হোঃ করে হেসে ফেটে পড়ে। আর জান ত' হাসি এমনই জিনিষ যে তার ছোঁয়া লাগতেই আমাদেরও সুপ্ত হাসি আর কোন রকমেই গুপ্ত থাকে না—অকস্মাৎ প্রকট হয়ে পড়ে এবং বিকট ভাবেই। ঘরময় শুধু শোনা যায় হাঃ হাঃ আর হিঃ হিঃ, আর গায়ে ঢলে পড়া। ভদ্রমহিলাটি মিনিট দু'-তিন চুপ্ করে থেকে লজ্জায় মাথা নীচু করে বেরিয়ে যান। একটু পরে আমিই কিছু সামলিয়ে যাই, গোবিন্দকে উদ্দেশ করে বলি, 'গোবিন্দ, আজ বুঝলাম তোমার দোকান কেন চলে না—আর যাই হোক্, দোকান তোমার দ্বারা আর হবে না—উঁহু, কস্মিন্ কালেও হবে না'। আমি ওর প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গে হিঁচড়ে আনতে আপ্রাণ এবং আন্তরিক চেষ্টা করি। 'তবে আর কেন এই অপচেষ্টা ? সময় থাকৃতেই দরজা বন্ধ করে দাও। কেন বাপকে বুড়ো বয়সে হাইকোর্ট দেখাবে ?' গোবিন্দের হাসি থেমে আর্ত্তনাদ বের হয়, 'দেখলি ত' ? আগেই বলেছিলুম না আমার দ্বারা দোকান চলবে না ? কেন করতে বল্লি দোকান ? কেন খাটালি বল্ ত' মিছামিছি ? মিথ্যামিথ্যি টাকা নষ্ট—ঘুম নষ্ট।' গোবিন্দ আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। তার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে, 'হ্যাঁ, দোকানই যদি উঠ্‌ল—তবে এগুলি রেখে লাভ ?' কাঁচের বোয়মের ভিতরের জিনিষগুলিই গোবিন্দের লক্ষ্যস্থল, আমার বুঝতে দেরী হয় না। 'আয় তবে এগুলিই শেষ করা যাক্।' গোবিন্দ লজেন্সের দ্বিতীয় বোয়মটা সাদরে কোলের কাছে টেনে নেয় এবং আমাদের চূড়ান্ত জব্দ করেছে আন্দাজ করে হো হো করে হেসে ওঠে—দোকান এবংআমাদেরও কাঁপিয়ে।

মোয়া, ডোডো আর তার সঙ্গীরা

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

মানুষ পৃথিবীতে আসবার আগে যে সব অতিকায় জানোয়ার পৃথিবীর বুকে রাজত্ব কর্‌ত তাদের কথা তোমরা অনেক বার শুনেছ। সেকালকার সেই অতিকায় সরীসৃপ—মেগালোসরস্, ব্রণ্টোসরস্, প্লিষ্টোসরস্, ইগুয়ানোডন্, উড়ুক্কু সরীসৃপ—টেরোডাক্‌টাইল, মেছো-কুমীর ইক্‌থিওসরস্, অতিকায় হাতীর জাতভাই ম্যাষ্টোডন্, ম্যামথ, খড়্গদন্ত বাঘ আর গুহা-ভালুক—এদের কথাই আমি বল্‌ছি। অতিকায় সরীসৃপদের অধিকাংশই পৃথিবীতে মানুষ আসবার অনেক আগেই লোপ পেয়ে গেছে। ম্যাষ্টোডন্, ম্যামথ, গুহা-ভালুক প্রভৃতি জীবগুলি মানুষের সঙ্গে একত্র কিছুদিন কাটিয়েছিল, তার পর তারাও বিদায় নিয়েছে। অবশ্য যে মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি তারা বাস করত তারাও প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই মানুষ। আদ্যিকালের গুহা-মানুষ গুহার গায়ে ধারাল পাথরের সাহায্যে বা অন্য রং দিয়ে সমসাময়িক প্রাণীদের ছবি এঁকে রেখে গেছে, তাই থেকে আমরা তাদের কিছু কিছু বিবরণ পেয়েছি। গুহার মধ্যে আদ্যিকালের মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে এই সব অতিকায় ভয়াবহ প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, পণ্ডিতেরা তার থেকেও এদের সম্বন্ধে নানা খবর সংগ্রহ করেছেন।

কিন্তু আদ্যিকালের মানুষের কথা ছেড়ে দিয়ে এই ঐতিহাসিক যুগে—মাত্র কয়েক শ' বছরের মধ্যে, সভ্য মানুষের চোখের সামনে যে কত প্রাণী লোপ পেয়ে গেল তার হিসাব রাখ কি? সকলের কথা বলা সম্ভব নয়, আজ মাত্র কয়েকটি পাখীর কথা তোমাদের বল্‌ব।

পাখীর কথা বলতে প্রথমেই মনে পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের মোয়ার কথা। এত বড় পাখী পৃথিবীতে এখন তো আর নেই-ই, আদ্যিকালেও বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। মোয়া দেখতে ছিল অনেকটা উটপাখীর মত কিন্তু আকারে ছিল হাতীর চেয়েও বড়। ১৪।১৫ ফুট উঁচু মোয়া হামেশাই দেখা যেত। এ পাখীর এক-একটা

ঠ্যাংও ছিল হাতীর মত মোটা—আর অসাধারণ ছিল সেই ঠ্যাংএর শক্তি। কিন্তু হ'লে কি হবে, পাখী হ'লেও পাখীর যে আসল সম্পদ্—উড়বার উপযোগী পাখা—তারই ছিল এদের অভাব। যত দিন নিরিবিলিতে ছিল ততদিন তাতে কোন অসুবিধা হয় নি, কিন্তু উৎপাত দেখা দিল যখন নিউজিল্যাণ্ডে এই পাখীদের আড্ডায় আবির্ভাব হ'ল মানুষের। মানুষের মত ভয়ানক রাক্ষস দুনিয়ায় বোধ হয় দু'টি নেই। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, মানুষ শুধু শিকার করে করে এই পাখীকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি—অর্থাৎ মাত্র দেড়শ'-দু'শ' বছর আগেও নিউজিল্যাণ্ডে যথেষ্ট মোয়া দেখা গেছে, কিন্তু এখন পৃথিবীতে একটি মোয়াও নেই। নিউ-জিল্যাণ্ডের ঠাকুরদা' গোছের বুড়োরা এখনও তাঁদের নাতিদের কাছে গল্প করেন, কেমন ক'রে তাঁরা তাঁদের ঠাকুরদা'দের কাছে নিজের হাতে মোয়া শিকারের গল্প শুনতেন। পৃথিবীর এত বড় একটা আশ্চর্য্য জিনিষ মানুষের অবিবেচনার ফলে কেমন ক'রে ধ্বংস হ'ল!

নিউজিল্যাণ্ডের অতিকায় মোয়া
আজকাল পৃথিবীতে একটি মোয়াও নেই।

মোয়ার পরে নাম করা যেতে পারে ডোডো পাখীর। ভারত মহাসাগরে মরিশাস্ দ্বীপের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেখানেই ছিল ডোডোর বাড়ী। সুন্দর সুন্দর পাখীগুলো—বিরাট্ লম্বা ঠোঁট, ঈষৎ হলদে পাখা, আকারে এক-একটা বেশ বড় গোছের টার্কী পাখীর মত। এদেরও মোয়ার মত উড়বার ক্ষমতা ছিল না, তাই হ'ল তাদের কাল। ১৫১০ সনে কর্ণেলিয়াল্ ভ্যান্ নেক্ নামে একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক জাহাজ নিয়ে হাজির হলেন এই দ্বীপে—উদ্দেশ্য কিছু জল আর

খাবার সংগ্রহ করা। দ্বীপে নামতেই তাঁর লোকেদের সঙ্গে হ'ল ডোডোর দেখা, উড়ে পালাতে পারে না—ক্ষুধার্ত্ত নাবিকেরা লাঠির ঘায়ে অনায়াসেই তাদের কতকগুলোকে ঘ্রাল করে তুলে নিল।

সেই থেকে মানুষ লাগ্‌ল ডোডোর পেছনে। ডোডোর মাংস যে খুব সুস্বাদু তা নয়, কিন্তু মানুষের রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটাতে তাই হ'ল যথেষ্ট। মানুষ যা না পারল তা হাসিল কর্‌ল তাদের পোষা কুকুর-শূয়োরেরা। এরা শুধু ডোডোর বাচ্চাদের ধরে ধরে খেত না, ডোডোর ডিমও ছিল এদের একটা প্রিয় খাবার। ডোডো পাখী একসঙ্গে বেশী ডিম পাড়তে পারত না এবং সে ডিম তারা পাড়ত ঘাসে—শত্রুর হাত থেকে তা' বাঁচাবার কোন উপায়ই তাদের জানা ছিল না। দেশী লোকেরা তাদের বিশেষ ক্ষতি করে নি কিন্তু পর্ত্তুগীজ আর ওলন্দাজ নাবিকেরা হ'ল তাদের যম। ফলে আস্তে আস্তে ডোডোর বংশ নির্ম্মূল হয়ে এল। শেষ ডোডো দেখা গেছে ১৮৬১ সনে, তার পর আর কেউ জ্যান্ত ডোডোর দেখা পায় নি। এখন শুধু ডোডোর পরিত্যক্ত দেহ বড় বড় মিউজিয়ামে শোভা পাচ্ছে।

ডোডো
এরাও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

ডোডোর মত আরও দু'টি পাখী আমাদের—ঠিক আমাদের না হ'লেও আমাদের ঠাকুরদা'দের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইপিয়র্ণিস্ পাখীর নাম তোমরা শুনেছ কি? মাদাগাস্কার দ্বীপে ছিল এদের নিবাস। দেখতে এরা ছিল অনেকটা এমু পাখীর মত—বিরাট্ আকারের। ইপিয়র্ণিসের এক-একটা ডিম লম্বায় প্রায় ৩ ফুট আর বেড়ে আড়াই ফুট পর্য্যন্ত হ'ত। সে ডিমের মধ্যে অন্ততঃ দু' গ্যালন জল ভরে রাখা যায়। শ' খানেক বছর আগেও পৃথিবীতে ইপিয়র্ণিস্ পাখী দেখা গেছে।

আর একটি হচ্ছে অক্ পাখী। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পর আর অক্ পাখী দেখা গেছে বলে শোনা যায় নি। অক্ পাখী দেখতে ছিল অনেকটা পেঙ্গুইন্ পাখীর মত, তেমনি দু'পায়ে প্রায় মানুষের মত খাড়া হয়ে তারা ঘুরে বেড়াত—পৃথিবীর উত্তর-অঞ্চলে। অক্ পাখীর এক-একটা ডিমের দাম এখন অন্ততঃ ৩০।৪০ হাজার টাকা, তাও পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।

অক্ পাখীর জাতভাই পেঙ্গুইন্ পাখীও বেশী দিন পৃথিবীতে থাকবে কিনা সন্দেহ। পেঙ্গুইন্ ঠাণ্ডার দেশের পাখী, ডানা থাকলেও এদের উড়বার ক্ষমতা নেই। কাজেই মানুষ-দস্যুর হাতে এদের রেহাই পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় পেঙ্গুইন্ মারা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে—পাছে এদের বংশ লোপ পায় এই ভয়ে। কিন্তু সর্ব্বত্র তো সে রকম আইন নেই, আর, পেঙ্গুইনের গায়ের তেল আর পালকের চাহিদা বাজারে ভয়ানক বেশী, শিকারীদের পক্ষে লোভ সামলান কষ্টকর বৈকি।

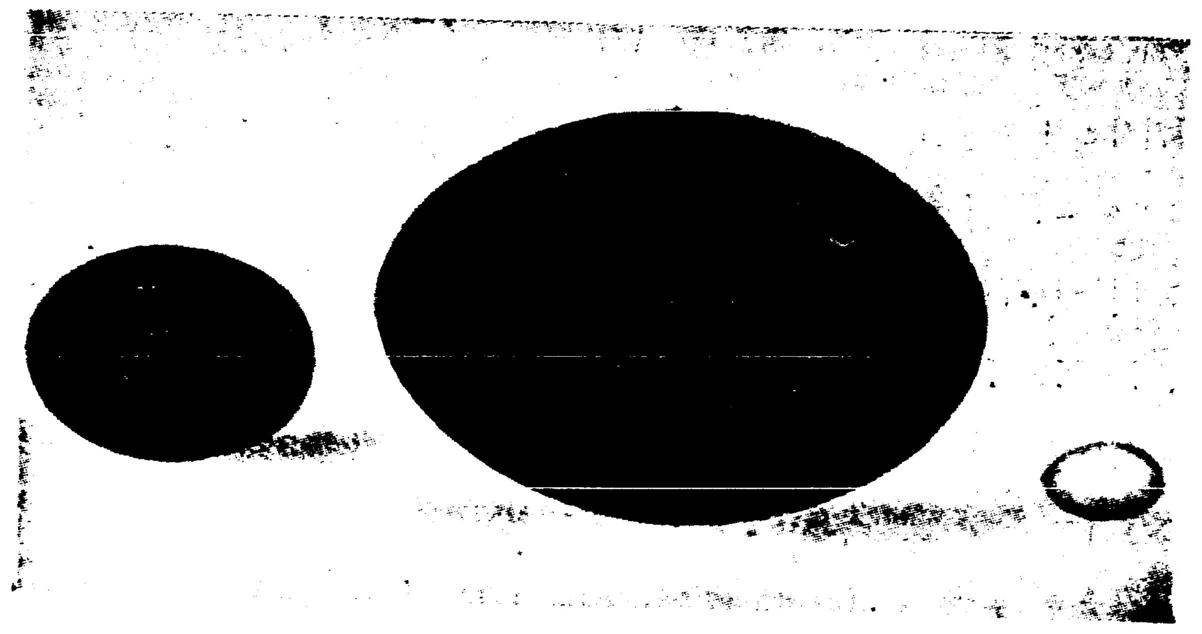

বাঁয়ে উটপাখীর ডিম, মাঝখানে অধুনালুপ্ত ইপিয়র্ণিসের ডিম, ডাইনে হাঁসের ডিম।

পেটুক মানুষের লোভের ফলে পৃথিবীর কত জীবকে যে নির্ব্বংশ হ'তে হয়েছে—তার আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত 'প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন'—বাংলা করে বল্লে বলতে হয় "যাত্রী পায়রা"। এরা পায়রা জাতের পাখী, দেখতে শুধু সুন্দর নয়—অতি সুন্দর বলা যেতে পারে। এদের বাড়ী ছিল উত্তর আমেরিকায়। এক সময়ে, বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র শ'খানেক বছর আগেও, এদের সংখ্যা ছিল পঙ্গপালের মত। পঙ্গপালের মতই ঝাঁক বেঁধে তারা উড়ে বেড়াত—এক-এক ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন্ দেখা যেত। উইলসন্ নামে গত শতাব্দীর

একজন নাম-করা পক্ষিতত্ত্ববিদ্ লিখে গেছেন, একবার ১৮০৮ সনে তিনি এই পাখীর একটা ঝাঁক দেখেছিলেন—ঝাঁকটা ছিল দশ মাইল লম্বা, এবং মেঘের মত ঘন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা ১ মাইল চওড়া এবং ১৫০ মাইল লম্বা ঝাঁকও দেখেছেন। শুনলে বিশ্বাস হয় কি? অথচ মাত্র শ'খানেক বছর পরে আজ পৃথিবীতে একটি প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন্‌ও বেঁচে নেই। ১৯১৪ সনে ওহিওর এক চিড়িয়াখানায় এদের শেষ বংশধরটিও মারা গেছে।

এই অদ্ভুত—অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব হ'ল ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। একমাত্র মানুষের প্রচণ্ড লোভই এর জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। ডিম পাড়বার সময় প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন্‌রা দলে দলে এসে জঙ্গলে গাছের ডালে বাসা বাঁধত। এক-একটা গাছে একশ'টা বাসাও দেখা যেত। সময় সময় এইভাবে ২০০ মাইল জায়গা যুড়ে সমস্ত গাছ তারা দখল করত। কাজেই শিকারীদের হ'ত মহা সুযোগ। লাঠি, সোঁটা, বন্দুক, মশাল—যে যা পেত তাই নিয়ে তারা পক্ষী-শিকারে মেতে যেত,—ছেলে, বুড়ো কেউই বাদ যেত না। দেখতে দেখতে গাছের তলা স্তূপীকৃত মৃত পাখীতে ভরে যেত। প্যাসেঞ্জার পিজিয়নের মাংস ছিল বেশ সুস্বাদু, কাজেই ভোজের পক্ষে জিনিষটার ছিল খুবই আদর। তা ছাড়া নুন মাখিয়ে মাংস চালানও দেওয়া হ'ত অনেক। কুকুর, শূয়োর প্রভৃতির খাদ্য হিসাবেও অনেক মাংস খরচ হ'ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও জঙ্গলে পড়ে থাকত প্রচুর। বলা বাহুল্য এর সবটাই নষ্ট হ'ত।

প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন্ শিকার এমন বিপুলভাবে চলত যে অবশেষে একদল লোক আশঙ্কা করলেন যে ব্যাপারটা না কমালে অদূরভবিষ্যতে হয়তো এ "পঙ্গপালের"ও বংশ লোপ পেয়ে যেতে পারে। আইন করে এই হত্যালীলা বন্ধ করার প্রস্তাবও কেউ কেউ করলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সে রকম আশঙ্কা নিতান্ত হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিলেন।

তারপর দেখতে দেখতে এই "পঙ্গপালের" সংখ্যাও কমতে লাগল—তাদের শিকারও আপনা-আপনি বন্ধ হ'ল, কিন্তু তখন ইংরেজীতে যাকে বলে "টু লেট্"। দেখতে দেখতে শেষ প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন্‌টিও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল।

অবশ্য কেউ কেউ আছেন যাঁরা মনে করেন, মানুষের অজ্ঞাত, অগম্য বন-জঙ্গলে এই সব লুপ্ত পশুপাখীর কিছু কিছু হয়তো এখনও আছে। তেমন ভাবে খোঁজ করলে অতিকায় মোয়া, অক্—এদেরও দু'-একটার হয়তো দেখা মিলতে পারে। কিন্তু সে তাঁদের অনুমান মাত্র, না থাকার সম্ভাবনাই ষোল আনা। কেউ কেউ আবার বলেন, শুধু এরা কেন, গভীর অরণ্যের মধ্যে—মানুষের অগম্য জায়গায় হয়তো সেকালকার অতিকায় জীব—যেমন ধর, হাতীর মত অতিকায় স্লথ্ জাতীয় জানোয়ার মেগাথিরিয়াম্, মাইলোডন প্রভৃতির দু'-একটা এখনও বেঁচে আছে। কিছুদিন আগে একদল বৈজ্ঞানিক মাইলোডনের খোঁজে প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে জানোয়ারের কোন হদিসই মেলে নি। আফ্রিকার ভ্রমণকারীরাও মাঝে মাঝে অসভ্য জাতের লোকেদের মুখে অদ্ভুত, অতিকায় জানোয়ারের গল্প শুনতে পান। সে জানোয়ার তারা স্বচক্ষে দেখেছে বলে জানায়। বিখ্যাত বন্যপশু-ব্যবসায়ী কার্ল হ্যাগেনবেক্ রোডেসিয়ার জলাভূমিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের লোকের মুখে একই ধরণের অতিকায় জন্তুর কথা শুনেছিলেন। তাদের কথাবার্ত্তায় তাঁর সন্দেহ হয়, যে ঐ ভীষণ জানোয়ার—যা তারা দেখেছে বলে বলছে—তা নিশ্চয়ই ব্রণ্টোসরস্ জাতীয় কোন অতিকায় সরীসৃপ। হ্যাগেনবেক্ অবশ্য লোকজন নিয়ে সেই অদ্ভুত জীবের খোঁজ করতে ছাড়েন নি, কিন্তু সেই ভীষণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করে ভেতরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শুধু সেই বিষাক্ত আব্‌হাওয়ায় নরখাদকদের হাতে এবং মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর লোকক্ষয় করে তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছিল।

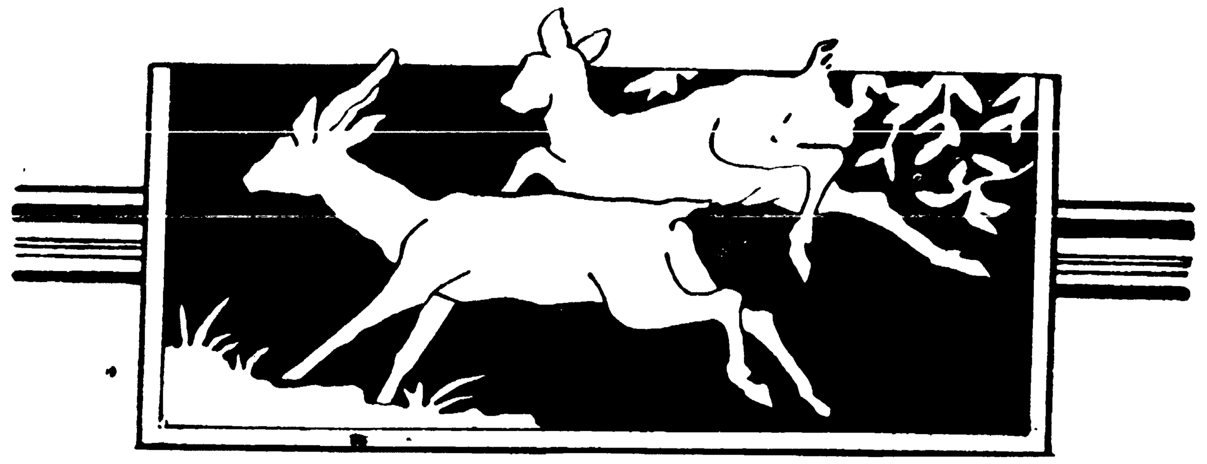

শেষ রক্ষা

(:শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

ছোট্ট দু'খানা ঘর আর একটা রাঁধুনী হ'লেই চলে যায়। এর বেশী আর কী দরকার? একখানা বসবার ঘর আর একখানা শোবার। কিন্তু সমস্যা হ'ল রাঁধুনীসংগ্রহ নিয়ে। একটা রাঁধুনী নইলে আর একবেলাও চল্‌ছে না।

সমরেশ সাহিত্যিক—যদিও এ কথা তোমাদের বলে দিতে হবে না, কারণ নিশ্চয়ই তোমরা তার লেখা দু'একটা অন্ততঃ পড়েছ। হ্যাঁ, সে এত দিন কলকাতার বাইরে থাকৃত—স্পষ্ট করেই বলি, থাকৃত নোয়াখালীতে। সম্প্রতি কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছে এবং "রামধনু" প্রভৃতি কাগজেও লেখা পাঠাচ্ছে। কী বল্‌ছ? তার নাম তোমরা শোনই নি আর তার লেখা মোটে পড় নি? ও, সে বুঝি তোমাদের কাগজে লেখে না? আচ্ছা, এখন থেকে লিখ্‌তে বলে দেব'খন।

কিন্তু এ খবরটা জেনে রাখ যে বাসা সে নিয়েছে এবং একটা রাঁধুনী সংগ্রহের জন্য রীতিমত তদ্বির-তদারক করছে। মানে, তার দু'-চারজন বন্ধুকে বলে দিয়েছে একটা লোক দিতে। একটা লোক—যে অন্ততঃ ভাত-ডাল-ঝোলটা রাঁধ্‌তে পারে, সাফ্‌ করে দু'খানা থালা মাজ্‌তে পারে এবং দু'পয়সা গাফ্‌ করেও বাজারটা সেরে আস্‌তে পারে। এর পর যদি একটু-আধটু লেখাপড়া জানা লোক হয়, তা হ'লে আরও একটা কাজ করতে পারে—যেমন ধর, ওর লেখাটা নিয়ে কোনো কাগজের অফিসে দিয়ে এলেও তো সমরেশের একটু সুবিধে হ'তে পারে। কলকাতায় এসে অবধি ছুটোছুটির তো বিরাম নেই! শ্যামবাজারে পিসীমা রয়েছেন আর বালীগঞ্জের শেষ প্রান্তে রয়েছেন মাসীমা। আবার কি করে বড় বড় কাগজের সম্পাদক আর জাঁদরেল "পাব্লিশার"দের ধরতে পারা যায় সে ভাবনা তো রয়েছেই।

ভাগ্যক্রমে দু'দিনের বেশী ষ্টোভ জ্বেলে খেতে হ'ল না ওর। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলায় অকস্মাৎ ওর দরজার কড়াটা নড়ে উঠ্‌ল। ঘরেই ছিল সমরেশ, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হয়েই। নিজেই সে উঠে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দোর খুলে দিলে।

দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত লোক। নেহাৎ কলকাতা সহরের বিজলীবাতি ঝল্‌সাচ্ছিল বলেই সমরেশ ভয় খেয়ে গেল না। লোকটার রং মিশ্‌মিশে কালো, মুখের উপর অদ্ভুত উজ্জ্বল এক যোড়া চোখ, নাকটা থ্যাব্‌ড়া, আর ঠোঁট যোড়া কি-রকম একটু

বাঁকা—যেন সব সময় মুচ্‌কে হাস্‌ছে। বগলে তার একটা ছোট্ট টিনের স্যুট্‌কেস্‌—তার ভেতর থেকে ময়লা একখানা গামছা উঁকি দিচ্ছে।

সেই রকম মুচকি হাসির ভাব বজায় রেখে লোকটা একখানা কাগজের টুকরো সমরেশের হাতে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লে—"বিজনবাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

মনে মনে বিজনবাবুর মুণ্ডুপাত করে সমরেশ কাগজের টুকরোটির উপর দৃক্‌পাত করলে: "ভাই সমরেশ, তোমার রাঁধুনী ঠিক করে পাঠালুম—ইতি বিজন।" ওঃ, চমৎকার রাঁধুনী উনি পাঠিয়েছেন। গুম্‌ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কী করবে সে ভেবে পেল না। অমন চেহারা দেখ্‌লে কার মেজাজ না সপ্তমে চড়ে ওঠে, বল?

লোকটা কিন্তু ততক্ষণ এগিয়ে এসে তার টিনের বাক্সটা নামিয়ে জামা খুলে কাঁধের উপর রেখেছে। একটুও ইতস্ততঃ না করে সে বল্‌লে—"বিজনবাবু বল্লেন ছ'টাকা—তা' টাকার জন্যে খুঁৎ খুঁৎ করার স্বভাব আমার 'নয়'—এখন রান্না-ঘরটা একটু দেখিয়ে দিলেই 'হয়'।" "নয়" আর "হয়"-এর মিলটা শোনালো প্রায় কবিতার মত। কিন্তু এর চেয়েও বেশি আশ্চর্য্য সে হ'ল লোকটার এই "উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা" ধরণ দেখে। তবু, মাইনেটা পছন্দ-সই। দেখা যাক্‌ গুণের নমুনাখানা—এই ভেবেই সমরেশ লোকটাকে রান্না-ঘরের দোরটা দেখিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়্‌ল।

ঘরে ঢুকেই ওর মনে পড়্‌ল লোকটার নাম-ধাম কিছুই যে জানা হয় নি। সর্ব্বনাশ! কাগজে পুলিশ কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি তো ও দেখেছিল; তবু এ রকম ভুল করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি সে রান্না-ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল। লোকটা তখন উনুনে আঁচ ধরাচ্ছিল, তার ধোঁয়ায় ছোট্ট ঘরখানা ভরে উঠেছে। সমরেশ জিজ্ঞেস করলে—"তোমার নামটী কি হে?"

এক গাল হেসে লোকটা জবাব দিলে,

"নামটী আমার দিগম্বর,
পিতা আমার পীতাম্বর;
দেশটী আমার হিঞ্চলে,
কি রাঁধ্‌ব তা দিন্‌ ব'লে।"

সমরেশ আর এক প্রস্থ অবাক্‌। এ অবস্থায় লোকটার চুল ধরে টান্‌বে, না কান ধরে বের করে দেবে কিংবা হো-হো করে হাস্‌বে, তার সাহিত্যিক মগজে এ সমস্যার সমাধান হ'ল না। শুধু সে বল্‌তে পারলে—"আজ্‌কে আর কী, লুচি ভেজে দাও খান কতক" এবং কথাগুলো ছুঁড়ে ফেলে প্রায় পালিয়ে গেল সে সেখান থেকে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু হঠাৎ ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল সে।

ক্রমে মুচ্‌কে হাস্‌লে—তারপর দু'একটা দাঁতও বের হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত হো-হো করে না হেসে সে পারলে না। শুধু "ইউরেকা" বলে চ্যাঁচাতেই যা বাকী রাখ্‌লে। ওঃ, এই রাঁধুনীটাকে নিয়ে গোটাকতক নক্সা লিখ্‌তে পারলে হয়। তা'হ'লে নিশ্চয় আলু-কাব্‌লীর মত লোকে লুফে নেবে কিংবা বর্ষার দিনে গরম ডাল-মুটের মত।

(২)

মাস-খানেক বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাট্‌ল। সকালে উঠে গরম চা-লুচি-হালুয়া পাওয়া যেতে লাগ্‌ল, দুপুরে খাওয়ার উপযুক্ত ঝোল-ভাত এবং বিকেলে রকমারি খাবার। বাস্তবিক, লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছিলুম তত খারাপ ও নয়—সমরেশ একদিন খাওয়ার পরে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌লে—এবং ওর মনে হ'ল যেন লোকটার বিশ্রী মুচ্‌কি হাসিটাও মিলিয়ে গেছে। আর ওর অদ্ভুত হাব-ভাব দেখে মনটাও নেহাৎ মন্দ যাচ্ছে না। বিশেষ করে, ওর কথা লিখেই "হুক্কাহুয়া" কাগজ থেকে যথেষ্ট রকম কিছু টাকাও পাওয়া গিয়েছে। কোথায় যেন সে পড়েছিল, বিশ্রী চেহারার লোকরা খুব "পয়মন্ত" হয়, সে কথাটা আবার তার নতুন করে মনে পড়্‌ল। কিন্তু একদিন—হ্যাঁ, সেই কথাই বল্‌ছি।

সেদিন রোব্‌বার। অনেক দিন মাসীমাদের বাড়ী যাওয়া হয় নি, সমরেশের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এবং বাড়ী থেকে বেরুবার আগে তার মনে পড়ল গত রাত্রে পাশের ফ্ল্যাটে এক চুরি হয়ে গেছে। অগত্যা দিগম্বরকে বাড়ীতে থাক্‌তে এবং একটু সাবধান থাক্‌তে বলে বালীগঞ্জের ট্রামে সে চাপ্‌লে।

ফিরতে ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল—মানে, প্রায় সাড়ে ন'টা। দোরে পা দিতে না দিতে দিগম্বর ছুটে এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগ্‌ল—"বাবু, আপনি এই এতক্ষণে এলেন! আর এদিকে—" দম নেবার জন্যে খানিকক্ষণ থাম্‌তে হ'ল তাকে।

সমরেশ চোখে আঁধার দেখ্‌লে,—"য়্যাঁ, সব নিয়ে গেছে তা হ'লে?" গলা একটু খাটো করে দিগম্বর বল্‌লে—"আজ্ঞে, আপনার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে রেখেছি—কুলুপ দিয়ে।"

বিস্ময়ের সীমা থাকে না সমরেশের। সে শুন্‌তে পায় দিগম্বর ঘটনাটার বিবরণ দিচ্ছে। সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ দরজার সাম্‌নে গেঞ্জি গায়ে, পায়জামা-পরা একটা জোয়ান্‌ লোকের গলা শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়।

—"এই, তোর বাবু কোথায় রে?"—লোকটা বল্‌লে। "আমি বলি", দিগম্বর বর্ণনা দিতে সুরু করে, "বাবু যে বাইরে গেছে তা' আমিও জানি, তুমিও জান। তা' তোমার সঙ্গে একটু চালাকিই করা যাক্‌। তারপর লোকটাকে শোবার ঘরে একটু বস্‌তে বলে বাইরে থেকে দিয়েছি কুলুপ এঁটে। বাইরের ঘরের হুড়্‌কোটা তেমন সুবিধের নয় কিনা।"

"এখন আপনি একটু বাইরে দাঁড়ান"—দিগম্বরের মুখখানা খুসীতে ভরে ওঠে—"আর দোরটা খুলে দিই, চোর-মশাই বাইরে যান্‌"—কথাটা প্রায় কবিতার মত করে সে আউড়ে দেয়।

এ সময়ে—অর্থাৎ এই দারুণ অসময়ে কবিতা শোনার মত রসবোধ সমরেশের মত রসিক সাহিত্যিকেরও নেই। আর, নিজের শারীরিক সামর্থ্য সম্বন্ধে আস্থাও তার খুব বেশী নয়। এক মিনিটে মন ঠিক করে সে বলে ফেল্‌লে—"চট্‌ করে গিয়ে একটা পাহারাওলাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

রঙ্গমঞ্চে পাহারাওলার আবির্ভাব হ'তে সময় লাগল প্রায় পাঁচ মিনিট। ভাগ্যিস্‌, ওর ফ্ল্যাট্‌টা ছিল দোতলায়, তাই রাস্তার ভিড়টা জম্‌তে সুযোগ পেল না। শোবার ঘরের দোরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শুধু সে, দিগম্বর আর আগন্তুক পাহারাওলাটা।

সে একটা অদ্ভুত মুহূর্ত্ত! সমরেশ আর পাহারাওলা দু'জনে দোরের সাম্‌নে 'ক্যাচ্‌-য়্যাজ্‌-ক্যাচ্‌-ক্যান্‌' ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে; দিগম্বর চুপে চুপে এগিয়ে গেল, দরজায় কান পেতে কী যেন শুন্‌লে—নাঃ, কোনো সাড়াশব্দ নেই (প্রথমে কতক্ষণ যা হুটোপাটি সুরু করেছিল লোকটা) —তারপর খুট্‌ করে তালা খুলে দরজাটা ঠেলে দিলে। সমরেশ সবিস্ময়ে দেখ্‌লে "সুভাষী" কাগজের সম্পাদক এবং বিখ্যাত "সুদুর্ল্লভ পাব্লিশিং হাউসের" স্বত্বাধিকারী ননীবাবু তাঁর বিপুল দেহটা নিয়ে সমরেশের ছোট্ট ইজি-চেয়ারটাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ফর্সা আকাশ থেকে বাজ পড়লেও সমরেশ এতটা বিস্মিত হ'ত না। সে ভাব্‌তে পারলে না, ননীবাবুর মত গণ্যমান্য ব্যক্তি কী করে তার ঘরে এসে আটক পড়তে পারেন। তার গলা থেকে শুধু বেরুলো—"আরে, এ যে ননীবাবু!"

ততক্ষণে দিগম্বরের আত্মপ্রকাশের কলরবে আর পাহারাওলার ভারী বুটজুতোর শব্দে ননীবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তড়াক্‌ করে ইজি-চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌তে, সাম্‌নেই সমরেশ তাঁর চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে—

"আপনার নামে আমি পুলিশ-কেস্‌ করে ছাড়ব মশাই"—তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ অবিরাম চল্‌তে লাগ্‌ল—"একজন ভদ্রলোককে আপনি এ রকম অপমান করতে সাহস পান! চাকর দিয়ে তাকে বন্ধ ঘরে পূরে রাখা—এই আপনার ভদ্রতার নমুনা? ছি, ছি—"

সবিনয়ে—(এ অবস্থায় স্বয়ং বিনয়ের অবতার হওয়া ছাড়া সমরেশ আর কী-ই বা করতে পারে?) হাত যোড় করে সমরেশ বল্‌লে—"দেখুন ননীবাবু, কি করে যে কি ঘট্‌ল আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। আমি তো এতক্ষণে বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলুম। এই হতভাগা চাকরটাই—ও আপনাকে বোধ হয় চো—"

বাধা দিয়ে ননীবাবুর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠ্‌ল—"কেন, চোরের চেহারা আর আমার চেহারা একই রকম না কি? বলুন, আপনিই বলুন। আর বল তো পাহারাওলা, তুমি তো হরদমই চোর দেখ্‌ছ—"

ব্যাপার গভীন্ মোড় নিচ্ছে দেখে সমরেশ পাহারাওলাকে যেতে বলে দিলে। দিগম্বর অনেক আগেই সমস্ত ব্যাপার টের পেয়ে গেছে, এবং টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়েছে। অগত্যা সমরেশ ননীবাবুর দিকে তাকিয়ে সুরু কর্‌লে—"আপনার কাছে কী করে যে মাপ চাইব ভেবে পাচ্ছি না—" ওর গলার স্বর প্রায় শূন্য ডিগ্রীতে নেমে এল কিংবা তারও নীচে। "আপনি যে আমার মত লোকের বাড়ীতে কষ্ট করে আস্‌বেন—এ আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ওই চাকর ব্যাটার জন্যেই আপনার এ কষ্ট—"

"কষ্ট? কষ্ট কি বল্‌ছেন"—ননীবাবু প্রায় ধমকে উঠ্‌লেন। "এই যে আমার এতটা সময় নষ্ট করলেন আপনি—আপনি বা আপনার চাকর সে একই কথা, এর কী খেসারৎ দেবেন আপনি? শুনেছি ভালো লেখেন, ভাব্‌লুম এক পাড়াতে বাড়ী, সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে দেখা করে আসি ভদ্রলোকের সঙ্গে—কিন্তু তার ফল যে এ রকম দাঁড়াবে, নাঃ, লোকের সঙ্গে ভদ্রতা করতে নেই, উঃ"—অনর্গল বাক্যস্রোতের ধাক্কায় প্রায় বেচাল হয়ে পড়লেন উনি।

ননীবাবু একটু দম নিয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকল দিগম্বর; হাতে নানা রকম খাবার—গরম গরম ঘিয়ে-ভাজা লুচি, চপ্, ওম্‌লেট্, আর নানা রকমের মিষ্টি, আর মুখে এক গাল বোকা-হাসি। এত খাবার এইটুকু সময়ের মধ্যে সে কোত্থেকে যোগাড় কর্‌ল, আশ্চর্য্য! ননীবাবুর সামনে প্লেট্‌টা নামিয়ে দিগম্বর বল্‌লে, "মাপ করবেন, আপনাকে একটু কষ্ট দিয়েছি। কি কর্‌ব, বাবু বলেছেন তাঁর বাড়ীতে এসে কেউ যেন মিষ্টিমুখ না ক'রে ফিরে যেতে না পারে। বাবুর আসতে একটু দেরী হবে শুনে আপনি পাছে চলে যান তাই শিকলটা একটু টেনে দিয়েছিলাম। লুচি ক'খানা ভাজতে একটু দেরী হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা হ'লে—" সমরেশ যেন অকূলে কূল পেল। দিগম্বরটা বোকা হ'লে কি হবে—বুদ্ধি আছে তো! আশ্চর্য্য ভাবটা কাটিয়ে সে তাড়াতাড়ি নিরীহ মেষশাবকের মত বল্‌লে "হেঁ-হেঁ, যখন এতটা সময় নষ্ট করেছেন তখন দয়া করে আর একটু সময়ও নষ্ট করুন। আপনার সঙ্গে যে পরিচয় হবে এ ভরসাই আমার ছিল না। দয়া করে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে গেলে—"

বিশেষ উচ্চবাচ্য না করে ননীবাবু একখানা প্লেট্ টেনে নিলেন। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত প্রায় দশটা—চার ঘণ্টার উপোসই তাঁর মত বিপুলবপু লোকের পক্ষে যথেষ্ট। তার উপর এ রকম গরম-গরম বক্তৃতার পর 'ডিস্‌পেপ্সিয়ার' রোগীরও ভীষণ ক্ষিদে পেতে বাধ্য। কাজেই—

চুপি চুপি বল্‌ছি, প্রায় রাক্ষসের মত—তিনি এক প্লেট্ সাবাড় করলেন এবং দিগম্বর যখন আরও এক প্লেট্ আহার্য্য এনে তাঁর সাম্‌নে ধরল তখন এমন কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল—"ওঃ, চপ্‌গুলো বেশ হয়েছে তো!"

আরও খান কয়েক চপ্ শেষ করার পর ননীবাবুর কণ্ঠ হঠাৎ অপূর্ব্ব মোলায়েম হয়ে এল। তিনি বেশ পুলকিতকণ্ঠেই বল্‌লেন, সমরেশকে লক্ষ্য করে, "দেখুন, ঘরে আটকা পড়ে সময় কাটাবার জন্য আপনার এই লেখার খাতাখানা আমি দেখছিলাম। এখন আমার মনের ইচ্ছাটা বলি। আমাদের "সুভাষী" কাগজের জন্য একজন সহকারী সম্পাদক দরকার। আপনার আপত্তি না থাকলে আপনাকেই আমি নিতে চাই। আপাততঃ আপনাকে শ' দুই টাকা ক'রে দেওয়া হবে, তা ছাড়া আপনার বই-টই আমরা বিনি-খরচায় 'পাব্লিশ' করব। কেমন, আপনি রাজী তো?"

সমরেশ বোধ হয় তখন শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করেই চেয়ে ছিল। কিন্তু এখন সে সত্যিই "সুভাষীর" সহকারী সম্পাদকের কাজ করছে।*

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন ৫২৪ পৃষ্ঠায় দেখ]

(১) বড়—উটপাখী বা অষ্ট্রিচ্, ছোট—হামিং বার্ড্।

(২) যমজের শরীর একত্র যোড়া থাকিলে তাদের শ্যামদেশের যমজ বলে। শ্যামদেশে ঐ রকম যমজের খবর প্রথম পাওয়া যায় বলিয়া।

(৩) (ক) জাপানের আদিম অধিবাসী (খ) বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ (গ) ইটালী দেশীয় মুদ্রা (ঘ) এক রকম ধাতু; এই ধরণের ধাতুকে রেডিও-এক্‌টিভ্ ধাতু বলে (ঙ) একটি বিশেষ মাপের কাগজ (২২½ ইঞ্চি × ১৭½ ইঞ্চি) (চ) ইয়োরোপে প্রচলিত নৃত্য বিশেষ।

(৪) খনিজ তেল। মাটীর নীচে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়, ঐ পেট্রোলিয়াম্ নির্দ্দিষ্ট আঁচে 'ডিষ্টিল্' করিয়া উহা হইতে কেরোসিন পাওয়া যায়।

(৫) (ক) ইটালী (খ) আর্‌জেনটিনা (গ) ভারতবর্ষ (ঘ) আমেরিকা।

(৬) ক্রিমিয়া-যুদ্ধ আরম্ভ, ভারতে সিপাহী-যুদ্ধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

* একটী ইংরাজী গল্পের কাঠামোর উপর।

ইংরাজ সরকারের হাতে ভারতের রাজ্যভার অর্পণ, আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধ (Civil War) আরম্ভ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান্ যুদ্ধ আরম্ভ।

(৭) ১নং—হিরণ মিনার, ফতেপুরসিক্রী, ২নং—রাজা মানসিংহ।

শারদীয়া

(শ্রীমতী মাধুরীরাণী ঘোষ)

বরষের পরে সোনার শরৎ
আবার ফিরিয়া এসেছে,
বরষা-অশ্রু মুছিয়া ধরণী
নবীন পুলকে হেসেছে।
ঝলমল করে রবির কিরণ,
নব তৃণদলে জাগে শিহরণ,
অমল শোভায় শুভ্র কমল
নীল সরোবরে ভেসেছে।

শারদ-লক্ষ্মী এসেছেন আজি
সাজি অপূর্ব্ব ভূষাতে,
সোনালী আলোর উৎসব জাগে
শান্ত মধুর উষাতে।
রক্ত চরণে শোভে শেফালিকা,
অলকে শিশির মুকুতা-মালিকা,
বিমল হাস্যে চির বরাভয়
নিখিল-শঙ্কা ঘুচাতে।

শরতের গান

(শ্রীফাল্গুনী রায়)

লাগে ওই ঢেউ-এর দোলা
আকাশের কাশের বনে,
হাসি তাই ঝল্‌কে ঝলে
অকারণ হাঁসের মনে।
শ্যামল ঘাসের পরে
চপল চড়ুই চরে,
পাখারা চখার কারো
বল তো বারণ শোনে?

ওরে আজ কাজ না কিছু—
বাতাসে বাজনা বাজায়,
ঝরে যায় ঝরণা রোদের,
সবুজের ওড়্‌না সাজায়।
মরতে শরৎ আসে,
প্রাণে মোর পুলক ভাসে,
নিয়ে আয় বাঁশের বাঁশী,
বাজুক্ আজ সকল ক্ষণে।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

নবম পরিচ্ছেদ

কে এই ভীমাবতার?

শেষ চা-টুকু দু-চুমুকে নিঃশেষ ক'রে কুমার বললে, "সুন্দরবাবু আবার হঠাৎ কি বিপদে পড়লেন হে?"

'ড্রয়ার' খুলে রিভলভারটা বার ক'রে পকেটে ফেলে বিমল বললে, "থানায় গেলেই জানা যাবে। চল।"

রাস্তায় বেরিয়ে কুমার বললে, "খবরের কাগজে দেখেছি, সুন্দরবাবু এখন নৃমুণ্ড-শিকারীর মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমাদের ডাক পড়েছে বোধহয় সেইজন্যেই।"

—"খুব সম্ভব তাই। কিন্তু সুন্দরবাবুর বন্ধু ডিটেক্‌টিভ জয়ন্ত থাকতে আমাদের ডাক পড়বে কেন? আমরা তো আর ডিটেক্‌টিভ নই, আমরা হচ্ছি মাত্র য়্যাডভেঞ্চারার!… … … আরে, আরে! বাঘা, তোকে তো আমরা ডাকি নি, তুই এলি কেন রে?"

বাঘা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাদের আগে আগে যেতে লাগল। বাঘাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে তারাও আর কিছু বললে না।

থানায় ঢুকতেই সুন্দরবাবু ছুটে এলেন বেগে। তাড়াতাড়ি বিমলের হাতদুটো চেপে ধ'রে ব'লে উঠলেন, "ভয়ানক কাণ্ড বিমলবাবু, ভয়ানক কাণ্ড! জয়ন্ত আর মাণিক বোধ হয় বেঁচে নেই!"

বিমল প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন চুপ ক'রে রইল। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' মামলায় জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়, সে আজ বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু এই অল্পদিনেই তারা পরস্পরের বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছে। কাজেই খবরটা শুনে তার বুকের ভিতরে একটা ধাক্কা লাগল।

কুমার বললে, "কেন, তাঁদের কি হয়েছিল ?"

—"হুম্, তারা নৃমুণ্ড-শিকারীদের পাল্লায় পড়েছে। হয়তো এতক্ষণে তাদের প্রাণ গেছে !"

—"হয়তো ? তবে যে বললেন তাঁরা বেঁচে নেই ?"

—"তা ছাড়া কি বলব ? নৃমুণ্ড-শিকারীদের পাল্লায় পড়ার মানেই তো হচ্ছে মুণ্ডু উড়ে যাওয়া !"

বিমল বললে, "আচ্ছা, সব কথা আগে খুলে বলুন দেখি !"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে খুলে বলবার সময় নেই। চলুন, ট্যাক্সিতে উঠে সংক্ষেপে সব বলছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই, এ-রকম রহস্যময় ব্যাপারে আপনাদের বাহাদুরি তো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি !"

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। বিমল ও কুমারের সঙ্গে বাঘাও এক লাফে গাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাজির।

দেখেই সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে গাড়ী থেকে আবার নেমে পড়বার উপক্রম করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধ'রে বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু, যান কোথায় ?"

—"হুম্, রাস্তায়। আপনাদের সখের নেড়ী-কুকুর গাড়ীতে চড়েছে। বাপরে, ওকে দেখলেই ভয় হয় !"

—"আমি বলছি, কোন ভয় নেই।"

—"আমি বলছি, রীতিমত ভয় আছে। আমার ওপর এখন শনির দৃষ্টি। জানেন, ঘণ্টা কয় আগে আমি আছাড় খেয়েছি, অজ্ঞান হয়েছি, জলে ডুবেছি ? এর ওপরে একটা ধাড়ী নেড়ী-কুত্তার কামড় আর সইবে না।"

—"কিন্তু বাঘা যে আজ গোঁ ধরেছে, আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না ! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্। বাঘা, তুই ড্রাইভারের পাশের সিটে বস্-গে যা"—এই ব'লে কুমার সেইদিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করলে।

বাঘাও অমনি অত্যন্ত সুবোধের মত টুপ ক'রে ছোট্ট একটি লাফ মেরে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করলে। সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে নিয়েই একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। একবার আড়-চোখে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর জিভ বার ক'রে হাঁপাতে লাগল।

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "এত বড়, এত মোটা, এত ভারি নেড়ী-কুত্তা জীবনে আমি আর দেখি নি !"

কুমার বল্‌লে, "বাঘা আমাদের স্বদেশী কুকুর, নেড়ী-কুত্তা ব'লে ওকে তাচ্ছিল্য করবেন না সুন্দরবাবু। বরং যত্ন করলে আমাদের দেশী কুকুরও কত বৃহৎ আর কত বলিষ্ঠ হ'তে পারে, সেইটেই একবার ভেবে দেখুন।"

—"কুকুর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এখন সব কথা বলি শুনুন।"

....

ট্যাক্সি বিষ্ণুবাবুর লেনে ঢুকে থামল যথাস্থানে।

মনোহর বোঁ বোঁ ক'রে ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়েই সেলাম ঠুকে বল্‌লে, "স্যর, স্যর ! এসেছেন স্যর ? বাঁচলুম স্যর ! শেষ রাতটুকু যে দুর্ভাবনায় কেটেছে !"

—"হুম্, তোমার আবার দুর্ভাবনা কিসের বাপু ? বিপদ্ দেখলেই যে-লোক রেসের ঘোড়ার মত দৌড়োতে পারে, তার আবার দুর্ভাবনা কিসের ?" মনোহর যে কাল রাতে রাক্ষসের মুখে তাঁকে ফেলে লম্বা দৌড় মেরে পালিয়ে গিয়েছিল, সুন্দরবাবু সে রাগ এখনো হজম করতে পারেন নি।

—"আজ্ঞে স্যর ! দৌড়ের কথা বলছেন স্যর ? দৌড়ে আমি তো স্যরের কাছে একেবারেই নাবালক ! আমি দৌড়োই খালি ডাঙায়, আর আপনি যে জলে-স্থলে সমান দৌড়োতে পারেন ! খালের কথা এখুনি ভুলে গেলেন স্যর ?"

—"আঃ, মনোহর ! সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে বাজে তর্ক কোরো না। কাজের কথা বল।"

—"কাজের কথা আর কি বলব স্যর ? সকলে মিলে ঐ মরা বাড়ীখানার ওপরে পাহারা দিচ্ছি।"

—"মরা বাড়ী ? সে আবার কি ? বাড়ী কখনো জ্যান্তো আর মরা হয় ?"

কুমার বল্‌লে, "মনোহরবাবু বোধ হয় বল্‌তে চান যে, ও-বাড়ীতে মানুষের সাড়াশব্দ নেই ?"

মনোহর উৎসাহিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আজ্ঞে স্যর, ঠিক ধরেছেন। আমি তো ঐ কথাই বলতে চাই স্যর ! আমার বিশ্বাস, মশা-মাছি আর পিঁপড়ে ছাড়া ও-বাড়ীর ভেতরে এখন আর কেউ নেই।"

—"সেই রাক্ষসটা আর দেখা দেয় নি ?"

—"আজ্ঞে, না স্যর !"

—"কোনরকম গর্জ্জন-টর্জ্জনও করে নি ?"

—"টুঁ শব্দটি শুনি নি স্যর !"

—"হুম্, শুনে হাঁপ ছাড়লুম। চলুন বিমলবাবু, এইবারে আমরা ও-বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ি।··· ··· ··· দুর্গা, দুর্গা!"

সবাই অগ্রসর হ'ল। সর্ব্বাগ্রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল বাঘা। কিন্তু দরজা পার হয়েই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল এবং চারিদিকের ঘ্রাণ নিতে লাগল।

বিমল বল্‌লে, "বাঘার মনে বোধ হয় কোন সন্দেহ হয়েছে।"

সুন্দরবাবু চম্‌কে গিয়ে বল্‌লেন, "কিসের সন্দেহ?"

—"সে বুঝতে পেরেছে, এটা শত্রুপুরী।"

—"বুঝতে পেরেছে না ছাই পেরেছে!"

হঠাৎ বাঘা গরর্‌-গরর্‌ ক'রে গজ্‌রাতে লাগল।

—"ও বাবা, আপনাদের কুকুর অমন করে কেন মশাই? কামড়াবে নাকি?"

—"না। বাঘা বলছে—আমি এখানে কোন শত্রুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি!"

—"শত্রুর গায়ের গন্ধ? শত্রু তা হ'লে এখনো এখানেই আছে? হুম্!" সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলেন এবং তাঁরও পশ্চাতে ঠিক সেই তালে-তালেই পিছু হটতে লাগল মনোহর।

বিমল কোনরকমে হাসি চেপে বল্‌লে, "মাভৈঃ সুন্দরবাবু, মাভৈঃ।"

—"হুম্!"

—"আজ্ঞে স্যর, সে-মূর্ত্তিটাকে আপনি তো দেখেন নি, তা হ'লে আর মাভৈঃ বলতেন না। পালিয়ে আসুন স্যর, পালিয়ে আসুন। এখনো পালাবার সময় আছে।"

কিন্তু বিমল ও কুমার একবারও পিছন ফিরে তাকালে না, দৃঢ়পদে বাঘার অনুসরণ ক'রে বাড়ীর ভিতর দিকে অগ্রসর হ'ল। বাঘা তখন কিসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মনোহর বল্‌লে, "ওঁরা যে পাগলের মতন মরতে চল্‌লেন! চলুন স্যর, আমরা লম্বা দি।"

রুমাল বার ক'রে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "না মনোহর, সেটা ভালো দেখায় না। ডিউটি ইজ্ ডিউটি। কিন্তু কুকুরটা কিসের গন্ধ পেলে বল দেখি?"

—"আজ্ঞে স্যর, বিপদের গন্ধ।"

—"মনোহর, মাঝে মাঝে তুমি এমন বিট্‌কেল কথা কও, কোন মানে হয় না। খানিক আগে বল্‌লে, মরা বাড়ী! এখন আবার বলছ, বিপদের গন্ধ! বিপদের আবার গন্ধ কি হে? যাক্, এখন আমার সঙ্গে চল।"

—"আজ্ঞে স্যর, আমি বাড়ীর বাইরে গিয়ে পাহারা দিলেই ভালো হয় না?"

—"ও, তার মানে আবার তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাও? না, না, ও-সব হবে-টবে না। এবারে তোমার পালাবার পথ আমি বন্ধ করব। এবারে তুমি আমার সামনের দিকে থাকো।"

তখন বাঘার সঙ্গে বিমল ও কুমার একতালার একখানা প্রায়-অন্ধকার ঘরের ভিতরে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বাঘার গজ্‌রানি আরো বেড়ে উঠল। বিমল ও কুমারও অনুভব করলে, সমস্ত ঘরখানা একটা উগ্র, ভয়াবহ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ!

কুমার বল্‌লে, "এ ঘরে কে থাকত?"

বিমল অঙ্গুলীনির্দ্দেশ ক'রে বল্‌লে, "জান্‌লার লোহার গরাদেগুলো দেখছ? দু-ইঞ্চিরও বেশী চওড়া!"

—"দরজার সামনেও 'কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট'!"

—"তার মানে, এ ঘরে কারুকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল।" ব'লেই বিমল মেঝের উপরে ব'সে প'ড়ে কি যেন বেছে তুলে নিতে লাগল।

—"কি করছ বিমল?"

—"চুপ। এই দেখ। এখন কারুকে কিছু বোলো না। আগে ভালো ক'রে পরীক্ষা করি।"

এমন সময়ে সুন্দরবাবু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বল্‌লেন, "খবর কি?"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "খবর শুভ। চলুন, বাইরে যাই।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "কাল আমরা যখন এখানে আসি, তখন তেতালার ঐ কোণের ঘরটায় আলো জ্বল্‌ছিল। আমাদের দেখেই কারা আলো নিবিয়ে দেয়। চলুন, আগে আমরা ঐ ঘরেই যাই!"

বিমল বল্‌লে, "না, আগে একতালার আর দোতালার সব ঘর পরীক্ষা না ক'রে তেতালায় ওঠা নিরাপদ নয়।"

একতালার ও দোতালার অন্য সব ঘর দেখে তারা সেই সাজানো-গুছানো হল-ঘরে প্রবেশ করলে। জয়ন্ত ও মাণিক সেই হল-ঘরটাকে যে-অবস্থায় দেখেছিল এখনো তার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা বা সাড়া নেই। মনোহর ঠিক বর্ণনা দিয়েছে, মরা বাড়ী।

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "যা ভেবেছিলুম তাই। আসামীরা পালিয়েছে। তবু চলুন, একবার তেতালাটা দেখে যাই।"

বিমল জবাব দিলে না, ঘরের লেখবার টেবিলের দিকে হেঁটমুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমারও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন সুন্দরবাবুও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন।

বিমল বল্‌লে, "দেখ তো কুমার, ব্লটিং প্যাডের উপরে কি লেখা রয়েছে ?"

কুমার ভালো ক'রে দেখে বল্‌লে, "কেউ কার ঠিকানা লিখে খামখানা প্যাডের উপর চেপে কালি শুকিয়ে নিয়েছে। উল্টো ছাপ্ পড়েছে, সব জায়গায় স্পষ্টও নয়। তবে নামের গোড়ার অক্ষরটা দেখছি 'এস্' আর উপাধি হচ্ছে 'চৌধুরী'। আর একটা কথা পড়া যাচ্ছে—'ক্রেজারগঞ্জ' বোধ হয়।"

বিমল বল্‌লে, "আমিও ঠিক ঐটুকু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "এস্ চৌধুরী, অর্থাৎ সত্য চৌধুরী। সেইই এ বাড়ীর মালিক, আর বোধ হয় পালের একজন গোদা। আমরা খবর পেয়েছি, সে এখন কলকাতায় নেই।"

বিমল বল্‌লে, "খুব সম্ভব চিঠিখানা কালকেই লেখা হয়েছে।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "কি ক'রে জানলেন ?"

—"অক্ষরের ছাঁদগুলো দেখলেই বোঝা যায়, খুব তাড়াতাড়িতে লেখা। চেয়ে দেখুন, কলমদানে কালো কালির কলম নেই। সেটা প'ড়ে রয়েছে টেবিলের তলায়।"

—"তাতে কি বোঝায় ?"

—"লেখক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখে কলমটা যথাস্থানে রাখবার সময় পায় নি—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গেছে। কাল এখানে যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তার ব্যস্ততার আর উত্তেজনার কারণ বোধ হয় তাই।"

—"হুম্, এখন ও-সব বাজে কথা রেখে তেতালার ঘরে চলুন।"

কিন্তু তেতালার ঘরও খালি।

মনোহর বল্‌লে, "স্যর, স্যর ! ঐ দেখুন টেলিফোন ! জয়ন্তবাবু তা হ'লে এই ঘর থেকেই ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন !"

সুন্দরবাবু ম্রিয়মান মুখে বল্‌লেন, "কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিকের কি হ'ল ?"

বিমল বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, খুব সম্ভব তাঁকে এখনো হত্যা করা হয় নি। বাড়ীর কোন ঘরে এক ফোঁটা রক্ত বা হত্যার কোন চিহ্নই নেই। সম্ভবতঃ এখনকার মত তিনি আর মাণিকবাবু বন্দী হয়ে আছেন।"

—"কিন্তু কি ক'রে তাদের উদ্ধার করব ? কোথায় গেলে তাদের পাব ?"

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইল। তার পর যেন নিজের মনেই বল্‌লে, "একটিমাত্র সূত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটা কি কাজে লাগবে ?"

—"হুম্, আমি তো সূত্র-ফুত্র কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ! সব অন্ধকার !"

—"আপনার মুখে শুনলুম, সত্য চৌধুরী আসামীদের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি, আর সে

এখন কলকাতায় নেই। ধরুন, সে আছে ক্রেজারগঞ্জে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসামীরা জয়ন্তবাবুদের বন্দী ক'রে পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে চিঠি লিখে সত্য চৌধুরীকে খবর জানিয়ে চিঠিখানা এখানকার কোন ডাকবাক্সে ফেলে গেছে।"

—"হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। না হওয়াই সম্ভব।"

—"তা বটে। তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি ?"

—"কি চেষ্টা করব ?"

—"এখন বেলা মোটে সাতটা। কাল শেষ রাতে যদি কেউ চিঠি লিখে থাকে তবে সেখানা এখনো বোধ হয় এই পাড়ার ডাকঘরেই বা ডাক-বাক্সে আছে। সেখানা কোন রকমে সংগ্রহ করা যায় না কি ?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "কিছু ফল হবে ব'লে মনে হয় না। তবু ডাকঘরেই যাচ্ছি—এখানকার পোষ্ট মাষ্টার আমার বিশেষ বন্ধু।"

—"বন্ধু না হ'লেও ক্ষতি ছিল না, কারণ আপনি যাচ্ছেন রাজকার্য্যেই। আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আমরাও বাড়ীতে যাই। খবরটা দেবেন।"

... ...

আধ-ঘণ্টা পরেই বিমল ও কুমারের বৈঠকখানায় দিগ্বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। তাঁর দুই চক্ষু সমুজ্জ্বল উৎসাহে ও আনন্দে।

বিমল হাসিমুখে বললে, "কি সংবাদ ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ! বিমলবাবু, আপনি গোয়েন্দা না হয়েও আমাদের সবাইকে যে হারিয়ে দিলেন ! জয়ন্তকে যদি ফিরে পাই, বলব—দুয়ো জয়ন্ত !"

—"কেন বলুন দেখি ?"

—"ব্লটিং প্যাডে উল্টো ছাঁদে তুচ্ছ দুটো কালির আঁচড় আর ঘরের মেঝেতে একটা স্থানচ্যুত কলম ! এইমাত্র দেখেই আপনি কত-বড় একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন ! হুম্, আশ্চর্য্য !"

—"কি আবিষ্কার ?"

—"নৃমুণ্ড-শিকারীদের আস্তানা আবিষ্কার—তাদের দলপতিকে আবিষ্কার, এতদিন ধ'রে আমরা কেউ যা করতে পারি নি ! তার উপরে জয়ন্ত আর মাণিককে আবিষ্কার !"

—"তা হ'লে সত্যসত্যই ওখানে কাল রাতে কেউ চিঠি লিখেছিল ?"

পকেট থেকে একখানা খাম বার ক'রে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "এই নিন সেই চিঠি।"

খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বার ক'রে বিমল পড়লে :

"মাননীয় মহাশয়,

আজ রাতে ডিটেক্‌টিভ জয়ন্ত আর তার বন্ধুকে আমরা বন্দী করিয়াছি জানিবেন। তার পর পুলিসের সঙ্গে আমাদের দাঙ্গা হইয়াছে। ভীমাবতারের হাতে মার খাইয়া পুলিস পলাইয়া গিয়াছে, হয়তো এখনি আবার ফিরিয়া আসিবে। আপনার অনুমতি পাই নাই বলিয়া বন্দীদের বধ করিতে পারিলাম না। তাহাদের লইয়া আমরা নৌকায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িব। তার পর পথে আপনার বাগানবাড়ী হইতে মোটর-বোট লইয়া বুলছড়ি দ্বীপের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইব। আপনিও যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানে যাইলে ভালো হয়। আর কিছু লিখিবার সময় নাই।

ইতি—আপনার অনুগত

শ্রীপশুপতি হাজরা"

(ক্রমশঃ)

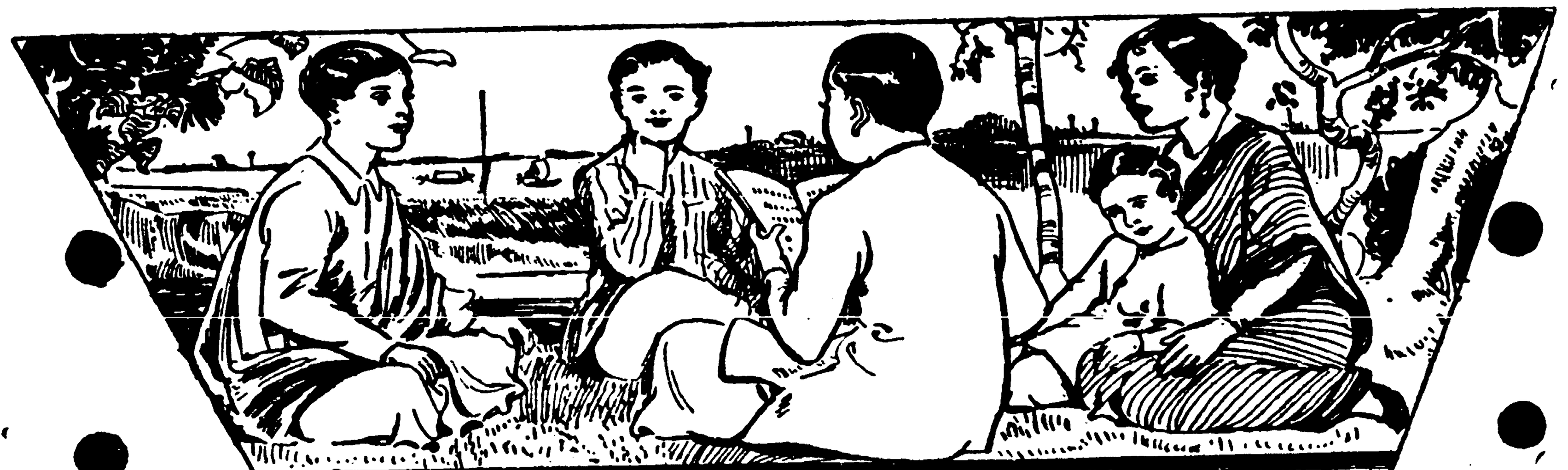

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

'বর্ষায়'

(শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল)

আজি ঝর ঝর ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে,
জল-ঝরান' ভাদ্র মাসে
মেঘে ঢাকা নীল আকাশে
আঁধার দেখে পরাণ আমার আনন্দেতে ভরে।

মনে পড়ে গাঁয়ের ধারের শ্যামলতার ছবি,
মনে পড়ে খোড়ো ঘরে
এমন দিনে বর্ষা-ঝড়ে
চাষার মনে ওঠে অনাগত আশার রবি।

টোকা মাথায়, খুরপী হাতে, লক্ষ্য রেখে দূরে
আনন্দেতে পূর্ণ হিয়া
চল্‌ছে চাষী সে পথ দিয়া
মাঠের মাঝে আলের পথে যে পথ গেছে ঘুরে।

(সেথা) রুক্ষ মাঠের শুষ্ক মাটী সকল গেছে ঢেকে;
সবুজ ধানে সবুজ আশা,
শুষ্ক মাঠে বাঁধ্‌ছে বাসা
সবুজ হাসি—সারা মাঠের দৈন্য ঢেকে রেখে।

আজকে বসে অনেক দূরে সহরের এই বুকে,
মন চলে যায় অনেক দূরে
পথ যেথা যায় ঘুরে ঘুরে
সেইখানেতে সুখ পেতে আজ তুচ্ছ চাষার সুখে।

'বাদ্‌লা হাওয়া'

(কুমারী নীলিমা রায়)

বাদল সাথী বাদ্‌লা হাওয়া
আসলে ছুটে বাদল সাথে,
সবার হৃদয় উঠল নাচি'
তোমার মাতাল চরণপাতে।

উড়িয়ে দিয়ে মেঘের আঁচল
চপল বেশে চলছ ধেয়ে,
হরষ ভরে কুসুমকলি
ফুটল তোমার পরশ পেয়ে।
পরাণ তোমার গভীর ব্যথায়
কাহার পানে ছুটছে গো ?
কোন্ মায়াবীর পুরাণ স্মৃতি
নূতন হ'য়ে ফুটছে গো ?
অচিন পুরের গোপন সাথী
ডাক দিল কি আকুল তানে ?
তাইতে কিগো এমনি করে
চলছ সদা উদাস প্রাণে ?

চিঠিপত্র

রামধনুতে প্রকাশিত রচনার সমালোচনা ক'রে এবার খুব বেশী গ্রাহক চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের সব চিঠি প্রকাশ করার মত জায়গা আমরা কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। তবে অধিকাংশ চিঠির ভাষাই প্রায় এক রকম—রামধনুর প্রত্যেকটি লেখাই তাঁদের প্রচুর আনন্দ পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছে। নিম্নলিখিত গ্রাহকদের চিঠিগুলি উল্লেখযোগ্য —অবনীমোহন ঘোষ, নির্ম্মলকুমার দে, আতাউর রহমান, কুট্টু ও বাচ্চু, বীণা রায়, রাবেয়া খাতুন, চিত্রলেখা দাশগুপ্তা, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত রায় ও সুকুমার মিত্র।

শ্রীরবীন্দ্রমণি দত্ত রামধনুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন, এবং লেখনী-বন্ধু বিভাগের জন্য অনুরোধ করেছেন। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এবং রামধনুতে আমরা আমাদের মতামত জানিয়েছি। আমাদের এ বিভাগ খুলতে কোনই আপত্তি নেই, তবে যাঁরা লেখনী-বন্ধু হ'তে চান শুধু তাঁদের নাম ও ঠিকানা ছাপিয়ে কোন সার্থকতা নেই।

শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় 'ফটো-প্রতিযোগিতা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে যে সব গ্রাহকের ক্যামেরা নেই বা উক্ত বিষয়ে ঝোঁক নেই তাঁরা এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না ভাবলে দুঃখ হয়। কথাটা ঠিক। কিন্তু, আমরা পুরস্কার-প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ব্বাচন প্রত্যেক বার এক ভাবে করছি না—যাঁদের যে বিষয়ে 'হবি' আছে তাঁদের সে বিষয়ের সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক বার বিষয় বদলে দিচ্ছি। অর্থাৎ কোন বার প্রতিযোগিতা দেওয়া হচ্ছে লেখার, কোন বার ছবি আঁকার, আবার কোন বার এমন বিষয় দেওয়া হচ্ছে যাতে সবাই যোগ দিতে পারেন, যেমন—ছবি দেখে কিসের ছবি বলা, নানা বিষয়ে ভোট দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই ফটো তোলার হবি যাঁদের আছে তাঁদেরও একবার সুযোগ দেওয়া উচিত বই কি।

কোন কোন গ্রাহক নিজেরা রামধনুতে "পুরস্কার-প্রতিযোগিতা" দিতে চান এবং তদনুযায়ী বিবৃতি পাঠান। তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ঐ রকম প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার রামধনু কার্য্যালয়ে আগে জমা না দিলে রামধনুতে সে প্রতিযোগিতার বিষয় ঘোষণা করা সম্ভব হয় না। —রাঃ সঃ

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

হেমেন্দ্র বাবু বাংলা শিশু-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। ছোটদের জন্য লেখা এই নতুন রহস্যময় উপন্যাসখানি বাংলা শিশু-সাহিত্যে তাঁর আর একটী বিশিষ্ট দান। এই উপন্যাসের গল্পাংশটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। গ্রন্থকার প্রথম থেকেই এক অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার অবতারণা করেছেন এবং শেষে তার যে সমাধান করেছেন তা যেমন যুক্তিসম্মত তেমনি সুন্দর। আখ্যানভাগ পাতার পর পাতা যতই এগিয়ে যায় রহস্য ততই ঘনীভূত হ'তে থাকে, কোথাও কষ্টকল্পনা পাঠককে পীড়ন করে না। আর বইএর রচনাভঙ্গী তো লেখকের নিজস্ব জিনিষ—বাংলার ছেলেমহলে তার আর নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই।

এই বইতে হেমেন্দ্রকুমারের শিশু-উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্রগুলি—বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মাণিক, সুন্দর বাবু, মায় রামহরি ও বাঘার সঙ্গেও তোমাদের দেখা হবে।

বইখানির ছাপা, কাগজ সুন্দর, ভিতরেও কয়েকখানি সুন্দর ছবি আছে। মলাটের ছবিটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর দাম, হেমেন বাবুর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায়, বোধ হয় সব চেয়ে কম। তোমাদের সবাইকে আজই পড়ে দেখতে বলি।

লামাদের দেশে—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্ ৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০। এটি ছোটদের উপযোগী একটি উপন্যাস। তিনটি বাঙ্গালী ছেলের তিব্বত অভিযান নিয়ে লেখা। পড়তে বেশ ভাল লাগে। সুদৃশ্য কাগজে পরিষ্কার ছাপা, অনেক ছবিও আছে।

ছেলেখেলা—ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৪৬। সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী দেবী ও শ্রীমতী মিনতি ঘোষ। ১৩এ, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। বার্ষিক ॥০, প্রতি সংখ্যা ৴১৫। ছোটদের জন্য ছোট্ট মাসিক। এই সংখ্যায় ১টি কবিতা, ৩টি 'ক্রমশঃ' গল্প, খবরাখবর, চিঠি, ধাঁধা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আছে।

অচিন দেশের রাজকন্যা—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল :হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

এটি একটি রূপকথা। বলার ধরণটায় নূতনত্ব আছে। লেখকের নিজস্ব রচনাভঙ্গী ও ভাষা অনেকেরই ভাল লাগবে। খুব মোটা কাগজে ছাপা, ছবিও অনেক আছে।

মৃত্যুবিভীষিকা—অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও মণিলাল অধিকারী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিভূতি সরকার, শঙ্খপদ্ম, ১১বি, ডাক্তার রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর। মূল্য ।৵০

আজকাল বাংলা শিশু-সাহিত্যে য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বইএর খুব বাহুল্য দেখা যায়। এই বইখানিতেও নানা রকম য়্যাড্‌ভেঞ্চার সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। খুন, প্রতিশোধ, আত্মহত্যা, ছদ্মবেশ, সখের ডিটেকৃটিভ—সব কিছুই এই অল্প ক'টি পৃষ্ঠার মধ্যে পাবে। লেখকদের ভাষা মন্দ নয়, ছাপা-কাগজও ভালই।

দুরন্ত—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০

এটি একটি কিশোর-উপন্যাস। এই গল্পের নায়ক নিধু পল্লীগ্রামের দুরন্ত ছেলে, তারই দৈনন্দিন জীবনচিত্র গ্রন্থকার নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। নিধুকে তার শত দুষ্টামি সত্ত্বেও পাঠকদের ভাল লাগবে। লেখকের ভাষা ও গল্প বলার ভঙ্গীটিও সুন্দর।

এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। কয়েকখানি সুদৃশ্য ছবিও বইখানার অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। তোমরা বইখানা পড়ে দেখো।

এ মাসের বড় খবর ইয়োরোপে যুদ্ধারম্ভ। কিছুদিন থেকেই ইয়োরোপের আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে এ আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন, তবুও হোমরা-চোমরার দল আপোষ করার চেষ্টা করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই যুদ্ধ ঠেকানো গেল না।

যুদ্ধ বেধেছে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেনীর,—ডান্‌জিগ্ বন্দর উপলক্ষ্য করে। গত মহাযুদ্ধের পর ডান্‌জ্রিগ্‌কে লীগ্ অব্ নেশন্‌স্‌এর তত্ত্বাবধানে স্বাধীন নগরী-রূপে মেনে নেওয়া হয়েছিল; তার শুল্কবিভাগ ছিল পোল্যাণ্ডের অধীনে। ডান্‌জিগের অধিবাসীরা বেশীর ভাগ জার্ম্মান্ বলে হিট্‌লার সাহেব জায়গাটা দাবী করলেন এবং সেই সঙ্গে তার পাশের জায়গাটুকুও—যাকে বলে পোলিশ করিডর। (ইয়োরোপের ম্যাপটা খুলে জায়গাটা দেখে নাও।) পোল্যাণ্ড্ তাতে রাজী হ'ল না, হিট্‌লার সাহেব চোখ রাঙ্গালেন, জোর করে দখল করবার ভয় দেখালেন, কিন্তু পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা রক্ষায় অটল।

তার পরেই এক কাণ্ড হ'ল। যুদ্ধ বাধলে রুষিয়া পোল্যাণ্ডের সহায় হবে, ফলে হিট্‌লার যতই চোখ রাঙ্গান, চট্ করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে সাহস পাবেন না এই ধারণা ছিল অনেকেরই। কিন্তু হঠাৎ ফস্ করে রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মেনী করে বস্‌ল এক অনাক্রমণ চুক্তি, তারপর, সহসা, ঠিক মত যুদ্ধ ঘোষণা না করেই কর্‌ল পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ। এদিকে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স বিপদের সময় পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত ছিল। জার্ম্মেনীর ব্যবহারে এই দুই দেশ বিরক্ত হয়ে জার্ম্মেনীকে সাবধান করা সত্ত্বেও জার্ম্মেনী নরম হ'ল না। ফলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌ল,—দেখতে দেখতে সমস্ত ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

অন্যান্য দেশ, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, রুষিয়া, জাপান প্রভৃতি এখনও নিরপেক্ষ আছে, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মেনীর সীমান্তে এবং পোল্যাণ্ডের ভিতরে পোল্‌দের সঙ্গে জার্ম্মান্‌দের এবং পশ্চিম জার্ম্মান্ সীমান্তে

ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে জার্ম্মান্‌দের তুমুল যুদ্ধ—বিশেষ করে বিমান-যুদ্ধ সুরু হয়েছে।

* * *

বাংলা দেশের একজন মস্ত বড় শিশু-সাহিত্যিককে কয়েক দিন হ'ল আমরা হারিয়েছি। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কথা বলছি। তাঁর লেখা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মত নবকৃষ্ণের লেখা ছড়া-কবিতাগুলিও ছিল যেমন সরল তেমনি মিষ্টি। ছেলেমেয়েদের জন্য নবকৃষ্ণ অনেক বই লিখে গেছেন। সেকালকার নাম-করা শিশু-মাসিক "সখা"র নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ, নবকৃষ্ণ অনেক দিন এই "সখা"রও সম্পাদক ছিলেন। নবকৃষ্ণ সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন; সেকালকার "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি নানা বিখ্যাত সাময়িক পত্রেও নবকৃষ্ণের অনেক লেখা বেরিয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় আশী বছর হয়েছিল।

* * *

বোম্বাইএর রোভার্স্ কাপ্ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বাংলা থেকে হু'টি দল এবার এই প্রতিযোগিতায় খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কল্‌কাতা লীগ্‌এর রানার্স্-আপ্ রেঞ্জার্স্ দল সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত গিয়ে ২৮নং ফিল্ড রেজিমেণ্টের কাছে পরাজিত হয়েছে। আর হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট্ দল নাম নিয়ে, আর একটা দল একেবারে ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল। তাদেরও উক্ত ফিল্ড রেজিমেণ্টের কাছেই হার স্বীকার করতে হয়েছে।

* * *

এ বছর ভারতে টেষ্ট্ ম্যাচ্ খেলার জন্য বিলেত থেকে এম্. সি সি. ক্রিকেট দলের ভারতে আসবার কথা ছিল, মাস খানেকের মধ্যেই সম্ভবতঃ তাঁরা এসে পড়তেন, ইয়োরোপে হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হওয়ায় এ বছর আর তাঁরা আসবেন না।

* * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা জাত নাকি সুইডিশ্‌রা। সাধারণতঃ এক-একজন সুইডিশ গড়ে পৌণে ৬ ফুট উঁচু হয়।

* * *

আফ্রিকার গাডামিস্ নামক মরু-রাজ্যে নাকি গত ৮৫ বছরের মধ্যে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। তাই ব'লে সেখানে লোক থাকে না মনে ক'র না। লোক থাকে, তবে তাদের ঘর-বাড়ী সব মাটীর নীচে।

* * *

সিন্ধু প্রদেশের জাকোবাবাদে ১২৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হ'তে দেখা গেছে।

* * *

রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব জারের জমির

পরিমাণ ছিল ২৭০০০০০০০ বিঘে। আয় ছিল কত ভাবতে পার?

* * *

ফরাসী সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই ৭২ বছর রাজত্ব করেছিলেন; ইংল্যাণ্ডের মাহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করেছিলেন প্রায় ৬৫ বছর। দক্ষিণ ভারতে নবম শতাব্দীতে রাজা অমোঘবর্ষও ৬২ বছর রাজত্ব করে গেছেন।

* * *

ক্যালিফোর্ণিয়ার ক্যালাভেরাস্ বনে জেনারেল শার্মান্ নামে একটা সেকোয়া জাতের গাছ আছে। গাছটির বয়স প্রায় ৫০০০ বছর। এটির গুঁড়ির বেড় ১০১½ ফুট। গাছটি ২৭৩½ ফুট উঁচু।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার শত করা ৫৭.৮ ভাগ হিন্দু, ২২.২ ভাগ মুসলমান, ৩.৬ ভাগ বৌদ্ধ, ১.৮ ভাগ খৃষ্টান এবং ১.২ ভাগ শিখ।

হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত (গান্ধীজি যাদের নাম দিয়েছেন হরিজন) সম্প্রদায় সব চেয়ে বেশী যুক্ত প্রদেশে (১ কোটি ১৩ লক্ষ); তারপর মাদ্রাজে (৭২ লক্ষ)। বাংলায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৬৯ লক্ষ মাত্র; বিহারে আরও কম।

* * *

কলকাতায় "মহাজাতি সদন"এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

* * *

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১ ক	২ য়	৩ লা	৪ নি	৫ শা	৬ চ	৭ র
৮ চ	৯ স	১০ লি	১১ ল	১২ খা	১৩ ল	১৪ জ
১৫ চ	১৬ ক	১৭ ম	১৮ কি	১৯ মৃ	২০ হু	২১ কা
২২ শ	২৩ ল	২৪ আ	২৫ য়ো	২৬ গ	২৭ র	২৮ ল
২৯ মা	৩০ স	৩১ কা	৩২ টো	৩৩ য়া	৩৪ ভ	৩৫ য়
৩৬ ম	৩৭ হা	৩৮ শ	৩৯ য়	৪০ ব	৪১ স	৪২ ন
৪৩ ন	৪৪ স্থ্য	৪৫ গ	৪৬ ম	৪৭ মা	৪৮ ল	৪৯ য়

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পুতুল, মিনু, কাজল, নির্ম্মল (কালীঘাট) ; রীণা রায় (টালীগঞ্জ) ; ছায়া দেবী (রতনপুর) ; শক্তিরাণী বসু, বিমলকান্ত, রোহিনীকান্ত, অবনীকান্ত, কার্ত্তিক, খোকন প্রভৃতি (শ্রীপুর-বনগ্রাম) ; চন্দন, আতাউর রহমান (লাখপুর শিমুলিয়া) ; মিনতি, অঞ্জলি (দেওবাঁধ) ; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা) ; অরুণ, বীরেন, সুপ্রিয়া, সুব্রত, মঞ্জুশ্রী (ছাপরা) ; অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর) ; লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি (পাটনা) ; কালিদাস পাল (ইনাথপুর) ; সবিতা দত্ত (কানপুর) ; মঞ্জুরী গুহ (নিউ দিল্লী) ; রাবেয়া খাতুন (ঢাকা) ; সতীকান্ত বসু (গয়া) ; বল্লরী রায় (মাদ্রাজ) ; নূরজাহান বেগম ও আবদুল আজিজ (কলিকাতা) ; সুখময় গুপ্ত (রেঙ্গুন) ; জয়দেব, কণা (কলিকাতা) ; শীলা হালদার (কলিকাতা) ; মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—

নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (পাটনা) ; সন্তু, বলু, সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (চাপাই নবাবগঞ্জ) ; সন্তু ও নন্তু (খুলনা) ; কৃষ্ণা সেন (লক্ষ্ণৌ) ; শুভ্রা সেন (দিল্লী) ; আর্থার রায় (কলিকাতা) ; প্রণতি ঘোষাল (এলাহাবাদ) ; সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নাগপুর)।

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) মুখের মধ্যে কখন সের ২।৩ দই রাখা যায় ?
(২) কার চোখ দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে ?
(৩) ছোট ছেলেরাও কখন মাথার ওপর হাজার মণ মাল চাপাতে পারে ?
(৪) কয়েক ফোঁটা জলেই কোথায় ভাসা যায় ?
(৫) টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মানুষ কখন জ্যান্ত থাকে ?
(৬) ছেঁড়ার কাজ কখন হেসেই হাসিল করা যায় ?

দ্রষ্টব্য—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে, তাই কার্ত্তিকের রামধনু ১লা কার্ত্তিক বাহির না হইয়া আশ্বিনের ৪র্থ সপ্তাহে বাহির হইবে।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ২০শে আশ্বিনের মধ্যে তাহা আমাদের কার্য্যালয়ে পৌছান দরকার। পূজা সংখ্যা নানা দিক্ দিয়া আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হইবে।

তোমাদের চিরপ্রিয় লেখক

ছোটদের হাসির গল্পের রাজা

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

দু'খানি হাসির গল্পের বই

হাল্কা-হাসির খাতা ও হাসিতে হাসুব না—

৷৷০ ৷৵০

বা'র হ'চ্ছে পূজোর আগেই

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সুলভতম কিশোর-মাসিক

ছেলেখেলা

বার্ষিক আট আনা। ষাণ্মাসিক—চার আনা। প্রতিসংখ্যা—তিন পয়সা।

ধাঁধায় ২০৲ ও রচনা প্রতিযোগিতায় প্রতি মাসে দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার! আবার বছরে যারা একবারও পুরস্কার পাবে না, তারাও ২৷৷০ টাকা দামের উপহার পেতে পার। রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক হবে গ্রাহক-গ্রাহিকারাই, অন্য কেউ নয়! নমুনা সংখ্যার জন্য এক পয়সা দামের ৪ খানি ডাক-টিকিট পাঠাও। 16th October হইতে 30th October পর্য্যন্ত ছুটি। এর মধ্যে চাঁদা বা চিঠি পাঠাবে না।

S. R. Sen, B. A. 31, P. K. Tagore Street, Calcutta.

আবশ্যক

রামধনু খচরা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

"মামীর জীবন্ত হাত"

পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। সুন্দর বাঁধাই। দাম ৷৵০

* * *

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

জন্মদিনের উপহার

মজার গল্পের বই

দাম—৷৷৵০ আনা

* * *

পুরাতন বাঁধান রামধনু

কোন কোন বছরের কয়েক সেট এখনও পাওয়া যায়। শীঘ্রই নিঃশেষ হবে।

দাম প্রতি সেট মাত্র ১৷৷০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চা যদি খেতে হয়

তবে

এরিয়ানের চা-ই খাবে।

এরিয়ানের চা

সবার উপরে

রংএ, স্বাদে ও গন্ধে

অদ্বিতীয়

চা তোমরা সকলেই খাও, কিন্তু চায়ের মত চা না হ'লে খেয়ে সুখ হয় কি?

এরিয়ানের চা অন্ততঃ একটিবার

পরীক্ষা করে দেখ'

তার পর কোন্ চা খাবে তোমরাই ঠিক ক'র।

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵৹, ষান্মাসিক ১।৵৹ ; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শিশু-সাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী
রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছোট গল্প

নূতন পুরাণ—॥৵৹
(অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার)

হাস্য ও রহস্য—॥৵৹
(একাধারে হাসি ও রহস্য)

চা'য়ের ধোঁয়া—॥৹
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
অনাবিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে)
(বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক এক সঙ্গে এ বই লিখেছেন—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

ছোটদের উপন্যাস

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)—১৲
(রামধনুর গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশু-সহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই)

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—৸৹
(পদ্মরাগের নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি, অদ্ভুতকর্ম্মা হুকা-কাশির আর একটি রহস্যময় কাহিনী)

সোনার হরিণ
"পদ্মরাগ" ও "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" নায়ক কুশাগ্রবুদ্ধি 'হুকা-কাশি'কে নিয়ে আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যময়
সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—দাম এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড, (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বঙ্গলক্ষ্মী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। বার্ষিক মূল্য ৩৷০ টাকা; ভিঃ পিঃ তে ৩৷৵০ টাকা।

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী'।
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷০ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি
প্যারিমোহন সেনগুপ্তের

মজার পদ্য—মূল্য ৷০ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের

দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷০ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রণীত

কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা

মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷০, সাধারণ—১৷০

জে. সি. ব্যানার্জ্জী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চলমান যুগের সঙ্গে চলতে হলে এ বইখানি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির উচ্চপ্রশংসা বার হয়েছে। পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, ঝকঝকে সুন্দর রঙ্গীন মলাট।

দাম দশ আনা

বিজ্ঞান-বুড়ো

কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কার্য্যাবলী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।......" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ছেলেরা বইখানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে।" —বিচিত্রা

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট

দাম এক টাকা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর আর একখানি
বিজ্ঞানের বই

আকাশের গল্প

প্রকাশিত হবার পরই প্রশংসায় সমস্ত দেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বলেন—"লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের, লেখনী সাহিত্যিকের।"

না পড়লে
তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অজস্র ছবি, সুদৃশ্য রঙ্গীন মলাট

দাম সাড়ে বার আনা

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সদ্য-প্রকাশিত বই

আবিষ্কারের গল্প

কয়েকটি দুঃসাহসী আবিষ্কারকের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী। আফ্রিকার গহন বনে মাঙ্গো পার্ক কি ভাবে প্রাণ হারালেন, নীল সমুদ্রের বুকে হাডসন্ কোথায় হারিয়ে গেলেন, মধ্য এশিয়ার মরু-রাজ্যে স্বেন হেডিন বেঁচে থেকে কি ভাবে দিন কাটালেন, রহস্যময় আমাজনে ম্যালডোনেডোর জীবন কি ভাবে শেষ হ'ল—প্রভৃতি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাট। অসংখ্য ছবি।

দাম আট আনা

উপরের সমস্ত পুস্তকেরই প্রাপ্তিস্থান

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা) ও বড় বড় দোকান

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ছোট বালকদিগের

বলবর্দ্ধক ও দৃঢ়তা সম্পাদক

ইহার ন্যায় আর কোন

ঔষধ নাই।

ইহা নানাবিধ

রোগের প্রতিষেধক।

তোমাদের চিরপ্রিয় লেখক

ছোটদের হাসির গল্পের রাজা

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

দু'খানি হাসির গল্পের বই

হাল্কা-হাসির খাতা ও বলি ত হাস্‌ব না—

৷৷০ ৷৵০

বা'র হ'চ্ছে পূজোর আগেই

নতুন ভাবে—সুদৃশ্য ছবিতে ও বাঁধাই হয়ে

পূজোর বাজার মাৎ করবে

সুলেখক শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী, বি.এ.

প্রণীত

তিমির পেটে তিন মাস

অভিনব গল্পের বই।

রংমশাল, পাঠশালা, জলছবি, রামধনু ইত্যাদি

নানা পত্রিকা দ্বারা সুপ্রশংসিত।

মূল্য—আট আনা মাত্র

শিশু সাহিত্য কুটীর

১০ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা।

ছোটদের উপহারের সুন্দর বই

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল

হাস্যরসপূর্ণ উপন্যাস ৸৵০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

হাস্যরসপূর্ণ ছোটগল্প ৷৷০

যশস্বী লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু

গল্পের বই। সব হাসির গল্প ... ৷৷৵০

প্রতিভাবান্ লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং

কেবল হাসি, কেবল মজা ... ৷৷০

সুলেখক প্রবোধরঞ্জন সেনের

চোরের মেয়ে

ও

অরুণ আলো

একসঙ্গে দু'খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ... ৷৷৵০

সুলেখিকা নির্ম্মলা দেবীর

ঠাকুরমার মহাভারত

মহাভারতের মূল গল্প মিষ্টি করে লেখা ... ৸০

শিশু-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

ছোটদের রহস্যময় নতুন উপন্যাস

এতে বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত, মাণিক—
এরা সকলেই আছে আর আছে লা-উৎজুর
অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী।
এ বই ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মাসিকে বেরোয় নি।
চমৎকার ছাপা, ছবি। বাঁধান রঙিন মলাট
অথচ দাম মাত্র দশ আনা

কয়েকখানি কাজের বই:

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, লজেন্স্, কালি, জুতোর কালি, সিরাপ্ প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। দাম মাত্র ১৲

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে জানতে হ'লে এ বই পড়া দরকার। ২০০ পৃষ্ঠা। দাম ৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ।

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক: রামধনু শাখা-কার্য্যালয়: ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

—পূজার ছেলেমেয়েদের উপহার—

গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত

কাউণ্ট অব মণ্টেক্রীষ্টো ১৲

ডিকেন্স্-এর গল্প ॥৶০

তরুণ গুপ্তের

বিচিত্র কীর্ত্তিকথা ৸০

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর সদ্য প্রকাশিত

আশ্চর্য্য দেশের ভয়ানক রহস্য ৸০

যক্ষপুরী ৸০ **আকাশ পথে** ৸০

বিশ্বেশ্বরদাস প্রণীত

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ১॥০

হেমচন্দ্র বাগ্‌চি প্রণীত

মায়াপ্রদীপ ॥০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাতের অতিথি ॥৶০

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের সদ্য প্রকাশিত

আদি মানুষ ॥০

রেডিও ডাকাত ॥৶০

রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

গল্পের বেলুন ॥০

মন্মথনাথ ঘোষের সদ্য প্রকাশিত

ট্রেজার আইল্যাণ্ড ॥৶০

থ্রি মাস্কেটীয়ার্স ১৲

কিডন্যাপড্ ১৲

বাংলার টার্জ্জান ১৲

সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

মায়াদ্বীপ ॥৶০

রমেশচন্দ্র দাস প্রণীত

চম্পাদ্বীপ ১॥০ **পাতালনগরী** ১৲

হারাণ চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কারের সাধনা ॥০

ল্যাঙরাই আম ।৶০

সুধীরচন্দ্র রায়ের—সোনালি পদ্ম ।৶০

—স্ত্রীচরিত্রবিহীন ছেলেদের নাটক—

কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

মহারাষ্ট্র গৌরব ।৶০ একলব্য ।৶০

সোনার বাংলা ।৶০ অভিমন্যু ।৶০

দেশের ছেলে ।৶০ জয় পতাকা ।৶০

রাখাল রাজা ।৶০

সাবিত্রী (মেয়েদের জন্য) ॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বীর বালক ।/০ **সীতা** ॥০

দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত

ভরত ।৶০ ভক্তের ভগবান ।৶০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজায় নূতন বই

দাম ৸০

মজাদার গল্পে ভরা। পড়লে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল্ লেগে যাবে।

—লেখক সুকবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দাম দশ আনা

বিশ্ববরেণ্য সম্রাটশ্রেষ্ঠ অশোকের জীবন-কথা গল্পের মতই সুখপাঠ্য।

মাখন দেঁড়ে ॥৶০
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালুচরের বিভীষিকা ৸০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

পদ্মার বুকে রহস্য ৸০
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

মণিকাঞ্চন ॥৶০
শ্রীভীমাপদ ঘোষ

জানোয়ারদের যুদ্ধযাত্রা ॥০
শ্রীইন্দুভূষণ রায়

অসম্ভবের দেশে ১৲
রক্তবাদল ঝরে ১৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ভিক্কুর হুগোর গল্প ॥৶০
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সবেমাত্র বাহির হইল
শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত
রাক্ষুসে দ্বীপ দাম—১৶০

সেন ব্রাদার্স্ এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়্যার, কলিকাতা

বাহির হইল————বাহির হইল

মরণের মুখোমুখি … ॥০

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও
নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঘরের ছেলে কোনও বদ সাধু কর্তৃক ধৃত হইয়া শেষে একদম চীন জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হইল, পড়িবার সময় গা শিংরিয়া উঠিবে। যুদ্ধের ঘটনা সত্যিকারভাবে দেওয়া হইয়াছে।

মানুষ, না কেউটে ? … ॥০

(যতীন্দ্রনাথ ঘোষ)

দেশের জমিদার তার মেয়ের বিবাহ দিতে আসিয়া কিরূপে ডাকাতদলের হাতে অপদস্থ হইল, এবং একমাত্র নিলরতন দারোগা কিরূপ বুদ্ধি করিয়া সেই দুর্জ্জন ডাকাতদল গ্রেপ্তার করিল, তাহারই মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

১৩৪৬ সনের ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ পূজা-বার্ষিকী

এতে নানারূপ গল্প, গাথা, ভ্রমণ কাহিনী, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, ম্যাজিক সম্বন্ধীয়, কল্পনাট্য, জীবনী, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি-ইত্যাদি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

প্রায় ৩৫০ শত পৃষ্ঠা, একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র হবে সংখ্যাতীত

এই গ্রন্থের মূল্য মোটে ১॥০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ হইতে বড় বড় খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকা ও শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক রচিত
এ ছাড়া হেমেন রায়ের একখানি রোমাঞ্চকর উপন্যাস আছে।

নিঝুমপুরের স্বপন কথা ॥০

(সুনির্ম্মল বসু)

রূপকথার গল্প সাজান। মভ্ কালীতে ছাপা, পাতায় পাতায় রং বেরংএর ছবি।

মন ছোটে মোর তেপান্তরে ॥০

(সুনির্ম্মল বসু)

এতে নানারূপ হাসি, করুণ বীরত্ব, গল্পতে ও কবিতাতে সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন।

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম ।৵০

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী ।৵০

এতে পৃথিবী, শব্দ, বাতাস, সূর্যের আলো, ইহার গল্পচ্ছলে লেখা আছে।

সচিত্র পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর সদ্য-প্রকাশিত নতুন হাসির বই

পূজার পূর্ব্বে

শ্রীকেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

নূতন ছেলেমেয়েদের সুবৃহৎ রোমাঞ্চকর উপন্যাস

মণি-কল্যাণ

প্রকাশিত হইবে।

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি

ইস্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্য-ফেরতা—সশরীরেই ফেরৎ আসা—শ্রীযুক্ত হর্ষবর্দ্ধন ও শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন—চূড়ান্ত হাস্যকর সেই দু'ভাই—যাদের লড়ায়ের ধুমধাড়াকায় জেনারেল্ ফ্রাঙ্কো প্রায় কাৎ হতে বসেছিলেন আর কি! সেই দু'ভাই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মাৎ করবার মৎলব নিয়ে আবার কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন!

প্রকাণ্ড গল্প—অসংখ্য ছবি—প্রসিদ্ধ শিল্পী শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অদ্ভুত সব কার্টুন্—চমৎকার ছাপা-কাগজ—প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠার বই—দাম মাত্র আট আনা।

একটা বইয়ে এক গাড়ী হাসি,
এক বাড়ী হাসি একটা বইয়ে!

রহস্য-রোমাঞ্চ-সিরিজ

=ডিটেকটিভ গ্রন্থ=

বাজার-সেরা গোয়েন্দা-কাহিনী। নূতন ধরণের লোমহর্ষণ ঘটনা সংস্থাপন। চিত্তবিহ্বলকারী। ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এমন গোয়েন্দা-কাহিনী পড়েন নাই। এই সিরিজের প্রতি গ্রন্থ—বার আনা মাত্র।

সুবৃহৎ ও সুচিত্রিত

মৃত্যুচক্র	সয়তান-সঙ্গিনী	শত্রু-সংঘর্ষ
রক্তপিপাসা	মরণের মায়াজাল	মৃত্যু-ষড়যন্ত্র
রহস্য-বিভীষিকা	রোজার ঘাড়ে বোঝা	খুনের-জের
গুপ্ত-চক্রান্ত	মৃত্যু-প্রহেলিকা	রক্ত-তাণ্ডব

প্রকাশক

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস্

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজার দিনে সোনার বাংলার ঘরে ঘরে সোনার চাঁদের রুচি মুখে

হাসির লহর উঠিবে—

যদি তাদের হাতে দেওয়া হয় একখানা

বার্ষিক শিশুসাথী

বার্ষিক শিশুসাথী

বার্ষিক-শিশুসাথীর

সম্পাদন ভার লইয়াছেন

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বার্ষিক শিশুসাথী

নানা বিষয়ক গল্প, কবিতা, রূপকথা, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বহু একবর্ণ ও বহুবর্ণ * ছবিতে ভরপুর। *

বার্ষিক শিশুসাথী
রঙিন কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা, বিচিত্র প্রচ্ছদ মণ্ডিত
মূল্য ১৷৷০ টাকা
মাশুল স্বতন্ত্র

'উৎসবের দিনে খোকন-মণিদের হাতে দিবার মত সুন্দর ও সুলভ উপহার' একথা সবাই বলে ; দেখিলে * আপনিও বলিবেন। *

[সরস—সচিত্র] উপহারের ভাল ভাল বই [সরস—সচিত্র]

তারাবাই	... ।৵০
আল্‌পনা	... ।৵০
অলখ্ চোরা	... ।৵০
পূজার ছুটি	... ।৵০
নাগরদোলা	... ।৵০
মেনির কুটুম	... ।৵০
বেদানা	... ।৵০

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত
রত্নপুরী
পাঁচটি সরস ও সচিত্র গল্প এবং একটি নাটিকায় পূর্ণ।
মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীবরদাকুমার পাল প্রণীত
ছুটির গল্প
সাতটি সরস ও সচিত্র গল্পে সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৷০ আনা

ঠাকুর্দ্দা	... ।৵০
টুলটুল	... ।৵০
পাতাবাহার	... ।৵০
বাদুড় বয়কট	... ।৵০
রাজকুমার	... ।৵০
চোর জামাই	... ।৵০
রঙ্গিলা	... ।৵০

আশুতোষ লাইব্রেরী

পূজার উপহারের ভাল ভাল বই

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত
পারিজাত
কচি শিশুদের জন্য ছড়া ও ছবির বই। পুরু কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীললিতমোহন নন্দী প্রণীত
বাজিকর
পাঁচটি তাজা ও তেজী গল্পে পূর্ণ। সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত
হসন্ত মহারাজ
কয়েকটি হাসির গল্পে সম্পূর্ণ। পুরু কাগজে ছাপা অনেক ছবি আছে। মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত
হাসির দেশ
হাসির গল্প আর হাসির কবিতায় ঠাসা। সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। মূল্য ৷৷০ আনা

মণি-কুণ্ডল ... ৷৷০ (সচিত্র পৌরাণিক গল্প)
রূপ-সনাতন ... ৷৷০ (ভক্ত-চরিত্র)
বাঙ্গালীর গল্প ... ৸০ (বাঙ্গালীর অতীত যুগের গৌরব-গাথা)

মনোরঞ্জন বাবুর
দুনিয়ার আজব
আজব ও আজগুবি সত্য-সচিত্র। মূল্য ।৵০ আনা

বহুরূপী ... ৷৷০ (সচিত্র গল্প-গুচ্ছ)
স্যর রাজেন্দ্রনাথ ... ৷৷০ (জীবন-চরিত)
আফ্রিকার জঙ্গলে ... ৷৷০ (শিকার-কাহিনী)
পাঁচমিশালী গল্প ৷৷০

কাফ্রি-মুল্লুকে ... ৷৷৵০ (মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী)
ভোম্বোল সর্দ্দার ৷৷৵০ (তাজা ও তেজী গল্প)
কাজের বিজ্ঞান ৷৷৵০ (বৈজ্ঞানিক উন্নতির কাহিনী)
সপ্ত-বৈচিত্র্য ... ৷৷৵০ (জানোয়ারদের কথা)
বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৷৷৵০ (বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার)
দুঃসাহসী ... ৸০ (রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার)
কালো ভ্রমর (১ম) ৸০
কালো ভ্রমর (২য়) ৸০ (চমকপ্রদ উপন্যাস)
স্বামী বিবেকানন্দ ৸৵০ (সরস জীবন কাহিনী)

ময়ূরপঙ্খী ... ৷৷০ (সরস ও সচিত্র গল্প)
জাহাজের কথা ৷৷০ (আবিষ্কার-কাহিনী)
বিজ্ঞানের গল্প ... ৸০ (বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির কাহিনী)

কার্ত্তিক বাবুর
আগডুম-বাগডুম
ছবি ও ছড়ার বই। মূল্য ।৵০ আনা

খেয়াল ... ৷৷০ (মনোরম গল্প-স্তবক)
মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ৷৷০ (জীবন-চরিত)
পাঁচ শিকারী ... ৷৷০ (শিকার-কাহিনী)
সাতরাজ্যের গল্প ৷৷০

=প্রত্যেকটি পুস্তক চিত্র-সম্পদে অতুলনীয়=

পত্র লিখিলে উপহার পুস্তকের তালিকা প্রেরিত হয়

আশুতোষ লাইব্রেরী

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ... নং জনসন রোড

পূজায় ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার
এ'বছরের তিনখানি শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়
এল্ ডোর্য্যাডোর বন্দী
(রোমাঞ্চকর শিশু-উপন্যাস) ১৫৬ পৃষ্ঠা। —দাম এক টাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
রাঙ্গা মামার ভাঙ্গা আসর
(১২টি শ্রেষ্ঠ গল্পের সমাবেশ) ১০৬ পৃষ্ঠা। দাম দশ আনা

শ্রীশশধর দত্ত
আধুনিক সমাজ (উপন্যাস)
৪০৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। —দাম আড়াই টাকা

প্রফুল্ল লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক—৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দারুণ বই !

সুবিনয় রায়চৌধুরীর

কাড়াকাড়ি

কাড়াকাড়িই বটে! গল্প, হাসি, মজায় ঠাসা! সুন্দর, মজবুত বাঁধাই। অনেক ছবি।

—দাম ৷৷০ আনা মাত্র—

রকমারি

আজব "ভৌতিক ছবি"! গল্প, খেলা, গান, "কেন ?", ধাঁধা, ছবিতে ভরা। চমৎকার মজবুত্ত বাঁধাই!

—দাম ৷৷৵০ আনা মাত্র—

বড় বড় বইএর দোকানে পাওয়া যায়।

প্রকাশক : পি, রায়, ৩বি, শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের সেরা বই!

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি

হাসির গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার

দাম আট আনা

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মরণের ডঙ্কা বাজে

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন্ত ছবি

দাম এক টাকা

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

রক্ত গঙ্গার দেশে

অদ্ভুত অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী

দাম চৌদ্দ আনা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পৃথিবী ছাড়িয়ে

বুধগ্রহে অভিযানের কল্পনাতীত কাহিনী

বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়া বিচিত্র উপন্যাস

দাম এক টাকা

বুদ্ধদেব বসুর

দস্যুর দলে ভোমরা

রোমাঞ্চকর উপন্যাস

দাম চৌদ্দ আনা

গৌরাঙ্গ বসু সম্পাদিত

২৭শে নভেম্বর

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত

রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস

দাম দশ আনা

সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

বি এন. পাবলিশিং হাউস.

৩২ বৃজ মিত্র লেন, ঝামাপুকুর, কলিকাতা

ফোন, বড়বাজার ৩৫২০

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

বাহির হইল

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ
কালগ্রাসে কালযাপন ॥০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
গল্পবেণু ... ।৵০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
কায়াহীনের প্রতিশোধ ॥০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়ের গৌরব (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
কল্পলোকের কথা (বড় গল্প) ॥০

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
পাতালপুরীর আংটি (উপন্যাস) ॥৵০

বাহির হইল

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
মড়ার মৃত্যু (নূতন উপন্যাস) ॥৵০

শীঘ্রই বেরুবে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
আদিম দ্বীপে (উপন্যাস)

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
হারাণবাবুর ওভার কোট

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
ব্যোমদাসের মাদুলী

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
পথের রাত্রি

ছোটদের বার্ষিকী

দাম ১৷০ দাম ১৷০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকম গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ। সমস্ত লেখাই মৌলিক।

শ্রীসুকুমার দে সরকার
অরণ্য রহস্য ।৵০

প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

=এবার পূজায় পড়া চাই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।** মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—॥০

কাশ্মীরের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য—৸০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲**

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আপনি নিশ্চয়ই

পুষ্পপাত্র পড়িবেন—

অন্যান্য মাসিকপত্রের তুলনায়—

পুষ্পপাত্রে অনেক বেশী সুন্দর গল্প থাকে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের গল্প ও লেখা বাহির হয়; রাণী সুরুচিবালা ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; এই দুইখানিই পুস্তক-আকারে বাহির হইলে ৩৷০৷৪৲ টাকার বেশী দাম হইবে।

অনেক ছবি থাকে—আকারেও বৃহৎ—প্রায় আট আনা দামের মাসিক পত্রের মতন; অথচ দাম তার অর্দ্ধেক, প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। এত অল্প দামের এত বড় কাগজ বাঙ্গলায় নাই, আট বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থানঃ—A. H. Wheeler & Co,এর প্রত্যেক রেলওয়ে বুক ষ্টল এবং সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র-বিক্রেতার নিকট খুচরা পাওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠান। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷০ টাকা মাত্র।

পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়

৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত [illegible]

ও

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

আগমনী **আগমনী** আগমনী

ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছড়া ও গল্পের এমন সুন্দর সংগ্রহ-পুস্তক বাংলাতে অতি অল্পই আছে। পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার। সুন্দর চিত্র শোভিত—মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী

ছড়া ও ছবি ৬ষ্ঠ সংস্করণ—তিন আনা

মজার গল্প ১৬শ সংস্করণ—চার আনা

ছবির বই ১৮শ সংস্করণ—চার আনা

নূতন ছবি ১৩শ সংস্করণ—চার আনা

আষাঢ়ে স্বপ্ন ১৪শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

খেলার সাথী ১৬শ সংস্করণ পাঁচ আনা

খেলার গান ৪র্থ সংস্করণ—ছয় আনা

রাঙা ছবি ২০শ সংস্করণ—ছয় আনা

হিজিবিজি ৮ম সংস্করণ—ছয় আনা

হাসি খুসি ১ম ভাগ ৩৭শ সংস্করণ—মূল্য ।৶০ আনা

—০—

হাসি খুসি ২য় ভাগ ২০শ সংস্করণ—মূল্য ।৶০ আনা

'বর্ণমালা' ও 'সংযুক্তবর্ণ' শিখাইবার এমন সহজ, সুন্দর অথচ 'বিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতি আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। অসংখ্য ভাল ভাল চিত্রে সুশোভিত।

—০—

গল্প-সঞ্চয় সচিত্র—মূল্য ১৷৶০ আনা। ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মত এত সুন্দর গল্পের বই বাংলা ভাষায় আর একখানিও নাই।

হাসিরাশি ১৯শ সংস্করণ—আট আনা

ছড়া ও পড়া ৪র্থ সংস্করণ—আট আনা

মোহনলাল ছেলেদের উপন্যাস—॥০ আনা

হাসি ও খেলা ১৬শ সংস্করণ—দশ আনা

হাসির গল্প ৭ম সংস্করণ—দশ আনা

ছবি ও গল্প ১৫শ সংস্করণ—এক টাকা

খুকুমণির ছড়া ১০ম সংস্করণ—এক টাকা

জানোয়ারের কাণ্ড ২য় সংস্করণ—এক টাকা

ছোটদের চিড়িয়াখানা ৩য় সংস্করণ—এক টাকা

সিটি বুক সোসাইটি ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার ছেলে-মেয়েদের জন্য—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বই

"বিজ্ঞান-বুড়োর গল্প"

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—দশ আনা

ছেলেমেয়েদের জন্য

বিজ্ঞানের কথা এমন ধরণে আর লেখা হয় নি।

গল্প ফেলে এই বই পড়তে হবে!

এই সূর্য্য-চন্দ্র-তারা কোথা থেকে এলো? কোথা থেকে এলো আদিম মানুষ? আমরা কি করে তার পেলাম সন্ধান? কত দিনের এই পৃথিবী? কি সম্বন্ধ এই পৃথিবীর সঙ্গে ঐ গ্রহ-তারার? নির্জীব জগতে কি করে এলো জীবন?

এই সব প্রশ্ন

নিশ্চয়ই তোমার মনে একদিন না একদিন উঠেছে।

তার উত্তর পাবে এই বইতে।

প্রকাশক— দি বুক সোসাইটী

২২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিকারী

কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত

ঝিলে জঙ্গলে শিকার

এইমাত্র প্রকাশিত হইল। বন জঙ্গলের ও বিভিন্ন শিকারের বহু চিত্রশোভিত, মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা—

মূল্য মাত্র ১।৷০

ছোট ছেলেদের হাসির বই

মালাই বরফ ... ৷৵০

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা

প্রাপ্তিস্থান—

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এখন হইতেই দাঁতের যত্ন লওয়া উচিত......

শিশুর কচি দাঁত অবহেলার নয়। ছোটবেলা থেকে দাঁতের যত্ন না নিলে, পরে দাঁত নিয়ে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু শিশুর নরম মাড়ি ও কচি দাঁতে যা তা মাজন ব্যবহারে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয় অনেক বেশী। তাদের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী মাজন হ'চ্ছে নিম টুথ পেষ্ট ও মার্গোফ্রিস্।

মার্গোফ্রিস্

এতে 'নিম টুথ পেষ্ট'এর সর্ব্বগুণই বজায় আছে। যাঁরা গুঁড়া মাজন পছন্দ করেন, তাঁরা "মার্গোফ্রিস্" ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাবেন। ছোট এবং বড় শিশিতে এবং সুদৃশ্য টিনে পাওয়া যায়।

নিম টুথ্ পেষ্ট্

নিম দাঁতনের সর্ব্বগুণ সংরক্ষিত ক'রে তার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দাঁতের উপকারী বিশিষ্ট উপাদান সংযোগে প্রস্তুত। মাড়ি দৃঢ় হয় এবং সর্ব্বপ্রকার দাঁতের রোগ দূর করে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্নিগ্ধ সুরভিত হয়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এবার পূজায় তোমাদের আনন্দ দেবে এই 'সেরা বই' ক'খানা

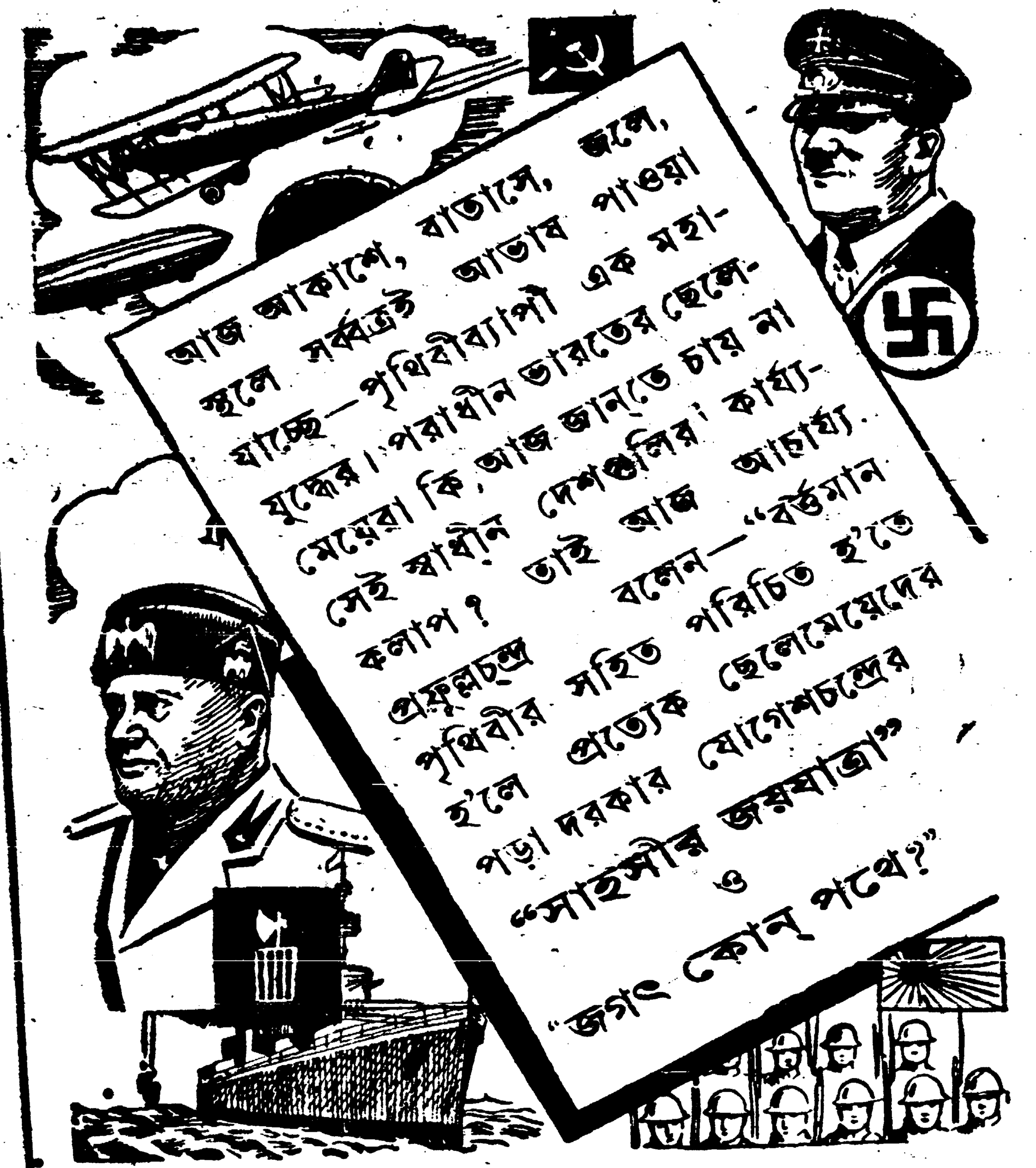

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

অজানা দেশের পথে ১৲
আকাশ-পাতাল ৮০
সৈনিকের ডায়েরী ॥৵০
আগুনের পাহাড় ॥৵০
আশ্চর্য্য দেশ ॥৵০
কারাকোরাম পর্ব্বতে ॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অদৃশ্য মানুষ ১৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত

অসম্ভব দুনিয়ায় ৮০
জীবন্ত কঙ্কাল ৮০
মরণের মুখে ॥০
দিল্লীকা লাড্ডু ॥০

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

শয়তানের ফাঁদ ৮০

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গভীর জঙ্গলে ৮০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল ॥৵০

শ্রীআলোক দূত প্রণীত

মুক্তোর সন্ধানে আফ্রিকায় ॥৵০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নিঝুম পুরী ॥৵০ চালিয়াৎ চন্দর ॥০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ভূমিকম্পের পর ॥৵০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

টিকিমেধ ॥০

শ্রীফণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ডাকাত-সর্দ্দার ॥০

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

কেদার রায় (শিশু নাটক) ।৵০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

দুর্য্যোগের মাঝে ।৵০

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২নং নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা।

সোনার শরৎ

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

সাধারণ জ্ঞানের বিরাট্ বই

—দেড় টাকা—

Amritabazar Patrika বলেন—

"It contains information about all subjects—Science, Economics, History, Geography, Politics, Sports, Religion etc. We are glad to congratulate the author on his noble venture. Indeed his efforts deserve congratulation. We commend this book to the reading public of Bengal and specially to those who are preparing themselves to appear in competitive examinations."

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—

"অনুসন্ধানী দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ করিবে। পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর, ভাষা সহজ ও সরল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।"

খেয়ালী বলেন—

"বইখানা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। আমাদের ভাষায় ছোট একখানা reference বইএর বড়ই অভাব ছিল,...বইখানা সেই অভাব পূর্ণ করিবে।......স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার প্রচার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

প্রকাশকঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

বাহির হইল! বাহির হইল!!

বিমল দত্ত, এম্-এ প্রণীত

স্কটের গল্প

বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম

যাদুকর ইংরাজ লেখক সার ওয়াল্টার স্কটের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্য হইতে বাছাই করা কয়েকটী গ্রন্থের আখ্যানভাগ লইয়া কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা।

একবার পড়ো দু'বার পড়ো

আবার পড়িতে ইচ্ছা করিবে

রহস্য ও রোমাঞ্চ, হাসি ও অশ্রু পরিপূর্ণ

বিরাট বই

মূল্য এক টাকা

চারু সাহিত্য-কুটীর

১৯।১৯ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

সোনার শরৎ

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

সাধারণ জ্ঞানের বিরাট্ বই

—দেড় টাকা—

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—

"অনুসন্ধানী দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ করিবে। পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি অতি সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর, ভাষা সহজ ও সরল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।"

Amritabazar Patrika বলেন—

"It contains information about all subjects—Science, Economics, History, Geography, Politics, Sports, Religion etc. We are glad to congratulate the author on his noble venture. Indeed his efforts deserve congratulation. We commend this book to the reading public of Bengal and specially to those who are preparing themselves to appear in competitive examinations."

খেয়ালী বলেন—

"বইখানা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। আমাদের ভাষায় ছোট একখানা reference বই এর বড়ই অভাব ছিল,…বইখানা সেই অভাব পূর্ণ করিবে।……স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার প্রচার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

প্রকাশকঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

বাহির হইল! বাহির হইল!!

বিমল দত্ত, এম্-এ প্রণীত

স্কটের গল্প

বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম

যাদুকর ইংরাজ লেখক সার ওয়াল্টার স্কটের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্য হইতে বাছাই করা কয়েকটী গ্রন্থের আখ্যানভাগ লইয়া কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা।

একবার পড়ো দু'বার পড়ো

আবার পড়িতে ইচ্ছা করিবে

রহস্য ও রোমাঞ্চ, হাসি ও অশ্রু পরিপূর্ণ

বিরাট বই

মূল্য এক টাকা

চারু সাহিত্য-কুটীর
১৯।১৯ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প— চার আনা

অনেক গল্প— চার আনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

গল্প-সল্প— চৌদ্দ পয়সা

ছুটীর গল্প— চৌদ্দ পয়সা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা

প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার অভিমত

"বাংলা শিশু-সাহিত্যে শিবরাম বাবুর নাম সুপরিচিত। তাঁহার রচনার স্বকীয় ভঙ্গী আছে। ছেলেদের বইয়ের মধ্যে নির্দ্দোষ অনাবিল 'হিউমার' বস্তুটার বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অভাব। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর রচনা ছেলেদের হাসিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। হাসি জীবনের লক্ষণ। সরলতা এবং স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ। কাতুকুতু দিয়া হাসানো, ভাঁড়ামি করিয়া হাসানো এবং নির্ম্মল রহস্য-রসিকতার দ্বারা হাসানো, এর মধ্যে প্রভেদ অনেক। বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের নাম যেমন সর্ব্বজনবিদিত ও উজ্জ্বল, বাংলা শিশু-সাহিত্যে শিবরামবাবুও তেমনি আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বই ছেলেদের প্রত্যেকের হাতে উপহার দিবার মত সামগ্রী। ছেলেমেয়েদের বিষণ্ণ মুখে নির্ম্মল মধুর হাসির প্রসন্ন রেখা ফুটাইয়া তুলিতে হইলে এঁর বইগুলিই শিশুমনের স্বাস্থ্যপথ্য বলা চলে।

(পাঠশালা—আশ্বিন, ১৩৪৬)

—অন্যান্য নামকরা বই—

কল্‌কাতার হালচাল—	৸৶০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—	॥০
পঞ্চাননের অশ্বমেধ—	৸০

হাসির গল্প এবং উপন্যাস

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা

সদ্যপ্রকাশিত সুদীর্ঘ উপন্যাস

হর্ষবর্দ্ধন-অপহরণ !

আধ শতাব্দী আগে যাঁরা ছেলেবেলাকে ছাড়িয়ে এসেছেন—হর্ষবর্দ্ধন এবং গোবর্দ্ধন—চূড়ান্ত হাস্যকর সেই দু ভাই—ছেলে তো নয়ই, বরং ছেলের বাবা এবং জ্যাঠাই বলা চলে যাঁদের—কলকাতা এসে তাঁরাই কি না ছেলে-ধরাদের পাল্লায় পড়লেন, এ কথা ভাবতেই তো হাসি পায়! সকাল থেকে সন্ধ্যা—একদিনের এই ক' ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা কত মজার কথা বলেছেন এবং মজার কাণ্ড বাধিয়েছেন, পড়তে বসলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। কার্টুনিস্ট্ কল্যাণ সেনের আঁকা অজস্র ছবি—প্রসিদ্ধ শিল্পী শৈল চক্রবর্ত্তীর অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম আট আনা মাত্র।

শিবরামবাবুর আরেকখানি ভারী মজার বই

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন !

হর্ষবর্দ্ধনদের সঙ্গে, কামানের মুখে বসে'—না না, গোলাগুলির নয়, হাসির ধাক্কাতেই প্রাণ যাবে! ছ' আনা দাম!

মণ্টুর মাষ্টার—	।৶০
জীবনের সাফল্য—	।৶০
কালান্তক লালফিতা	॥৶০
বাড়ী থেকে পালিয়ে—	১৲
হাতির সঙ্গে হাতাহাতি—	॥০
মালাই বরফ—	।৶০
বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ—	॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা, দি বুক্ সোসাইটি, ২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও অন্যান্য সব বড় বড় বইএর দোকানেই পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও অধ্যাপক ৺ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } **কার্ত্তিক, ১৩৪৬** { ১০ম সংখ্যা

খোকন যাবে বাণিজ্যেতে—

(বন্দে আলি মিয়া)

খোকার বাড়ী কলমডাঙার গাঁয়,
শালিক ঘুঘু ডাকে সেথায় সবুজ পাতার ছায়।
সেইখানেতে ফোটে শালুক পদ্মবিলের জলে,
পানকৌড়ি ডুব ভাডিয়া সাঁতার দিয়া চলে;
সেই বিলেতে দাম বেঁধেছে কলমি কাজললতা,
সেথায় বসে ডাহুক বকে জানায় মনের কথা।
পাল তুলিয়া ওই গাঁ পানে নৌকা ভেসে যায়,
মাঝিরা সব বৈঠা ফেলে সারির গান গায়—

সে গান শুনি খোকনমণি রইতে নারে ঘরে,
বেরিয়ে আসে আগড় খুলি পদ্মবিলের চরে ;
চাহিয়া থাকে চোখ তুলে সে দূরের সীমানায়
বড় যখন হবে খোকন যাবে সে ওই গাঁয়।
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে—দশটা যাবে না'
লোকজন যে কত যাবে নাইকো ঠিকানা।
ময়নামতী কন্যা আছে কোন্ সে অচিন্ দেশে
নৌকা নিয়ে ঘুরেফিরে সেথায় যাবে শেষে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাহার ভাঙিয়া দেবে ঘুম,
তারে নিয়ে ঘরে ফিরি লাগিয়ে দেবে ধূম।

খোকন থাকে কলমডাঙার গাঁয়,
ফুলের বনে প্রজাপতির সাথে সে বেড়ায়।
তালীপাতার আব্ডালেতে চাঁদ যে ওঠে রাতে,
বাঁশের বনের দীঘল ছায়া পড়ে আঙিনাতে।
জোনাকিরা হীরার মত জ্বলে—কেবল জ্বলে,
ঘুমপরীরা দল বাঁধিয়া নাচে গাছের তলে।
খোকার গায়ে কাতুকুতু দেয় যে স্বপন-বুড়ি
ঘুমের ঘোরে হাসে সে তাই—আঙুলে দেয় তুড়ি।
পক্ষিরাজে চড়ে খোকন মায়ার দেশে যায়—
পিছন হ'তে দত্যিদানা ধর্তে পিছু ধায়।
বীর সিপাহী খোকন দাঁড়ায় খুলে তরোয়াল
বাঁ হাতে তার ঝল্কে ওঠে মকরমুখী ঢাল।
শড়্কী হাতে বাগিয়ে ধরে যায় রে খোকন তেড়ে,
পালিয়ে বাঁচে দৈত্যেরা সব—পালায় সে দেশ ছেড়ে।

ঘোড়ায় চড়ে হাওয়ার বেগে এগিয়ে আরো যায় ;
সোনার গাছে মাণিক জ্বলে—দেখ্তে সে দেশ পায়।
জ্বলে সেথায় হীরার ফুল মুক্তা পাহাড় ঘিরে
কোঁচড় ভরে নিয়ে খোকন আস্বে দেশে ফিরে।
মা দেখে খুব হবেন খুসি—চুমো খাবেন মুখে,
গর্ব্ব ভরে খোকন বসে হাস্বে মনের সুখে।

ভূত-দেখা

(শ্রীসুবোধ বসু)

তালপাহাড়ী বিদ্যানিকেতনের হষ্টেলে শনিবার সন্ধ্যাটা অতি আনন্দকর সময় ; সে-রাত্রির জন্য পড়া না-পড়া যার যার ইচ্ছাধীন। সুতরাং না-পড়ার ইচ্ছাটাই যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত তা বলাই বাহুল্য। সেই একটামাত্র সন্ধ্যায় যে-পরিমাণ কোলাহল এবং মাতামাতির অনুশীলন হয় তাতে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতি বছরেই ভাবিয়ে তোলে, স্বাধীনতা-হরণই যুক্তিযুক্ত হবে কিনা।

আজও শনিবার। সন্ধ্যা হ'তেই কমন্-রুম্ জমজমাট হয়ে উঠেছে ; একমাত্র সেকেণ্ড ক্লাসের বিশু ছাড়া আর একজনও অনুপস্থিত নেই। বিশু কিন্তু শনিবারেও আড্ডার দিকে ঘেঁষে না—শনিবারেও তার পড়ার কামাই নেই, এতই সে মনোযোগী। অবশ্য ক্লাসে যে সে প্রথম-দ্বিতীয় হয় তা নয় ; তবু শুধু মাত্র পাশ করার জন্যই তার এই অধ্যবসায় ! ছেলেরা বলে—কেবল পড়ে-পড়েই ছেলেটার মাথা গোবর-ভর্ত্তি হয়েছে।

আড্ডা জমেছে খুবই। পিংপঙের টকাটক্ এবং ক্যারমের খুট্খাট্ অসংখ্য রসনা হ'তে একই সময়ে উত্থিত বাক্যজালের মধ্যে চাপা পড়ে যাবার জোগাড়—এতই অজস্র শব্দ। পাশের মঞ্চ থেকে বিরাট্ অর্গ্যানটার গম্ভীর শব্দ এরই সাথে গম্ গম্ ক'রে মিশে এক অদ্ভুত ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। ক্ষণে ক্ষণে শেয়াল-কুকুর, বেড়াল-ব্যাঘ্র ডেকে উঠছে—বাইরে থেকে নয়, ঘরের ভেতর থেকেই। সহসা ক্লাস টেনের গবু-দা বৃংহিত কর্তে কর্তে ষ্টেজের উপর উঠে গজনৃত্য সুরু করলে। সে-নৃত্য একটা দেখবার জিনিষ ; আধুনিক প্রাচ্য-নৃত্যের মত মিহি-মোলায়েম, ইনানো-বিনানো, এলিয়ে-পড়া ভাব নয়,—সে রীতিমত বীরনৃত্য !

গবুর সম্পূর্ণ নাম গবেন্দ্র নায়ক; জাতে সে উড়িষ্যাবাসী; তবে কথায়-বার্ত্তায় কার সাধ্য বলে সে বাঙালী নয়? অমন জনপ্রিয় ব্যক্তি শনিবাসরীয় সভায় আর দ্বিতীয় নেই; তার মেদ-বহুল, ভুঁড়ি-মেখলা দেহ নিয়ে সে যখন নৃত্য সুরু করে দেয় তখন কে বলবে শুঁড় তুলে, ভুঁড়ি উঁচু ক'রে এক হস্তিশিশু আনন্দ প্রদর্শন করছে না? কিন্তু এই নৃত্যের দ্বারা গবু-দা সর্ব্বসাধারণের চিত্ত জয় করে ফেলেছে।

"আঙ্কোর", "আঙ্কোর", "আবার", "আবার"—চতুর্দ্দিক থেকে ধ্বনি উঠল। গবু-দা ডান হাত দিয়ে কপালের ঘাম দর্শকদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে পায়তারা কষ্‌লেন। স-হুঙ্কারে বল্‌লেন—"কী নৃত্য?"

"ভীম নৃত্য।" অপূর্ব্ব বল্‌লে।

"নো, গবু-দা" মাণিক ফরমাস করলে, "সূর্পণখা-নৃত্য, কথাকলি ষ্টাইল।"

"ভীম-নৃত্য, ক্লাসিক্যাল ষ্টাইল।" অপূর্ব্ব প্রতিবাদ জানালে।

"সূর্পণখা।"

"ভীম।"

"রাবণের বোন।"

"অর্জ্জুনের দাদা।"

মাণিক এবার জনতার কাছে আবেদন করলে—"তোমরা সব কোন্‌টা? সূর্পণখা না ভীম?"

মিলিত উচ্চকণ্ঠে জবাব এল, "আমরা ওর কোনওটাই নই—আমরা তালপাহাড়ী স্কুলের ছাত্র। তুমি কোন্‌টা?"

মাণিক বল্‌লে, "তবে তোমরা প্রত্যেকেই সূর্পণখা।"

নৃপেন বল্‌লে, "আর তুই জাম্বুবান। সূর্পণখার নাক বড়, জাম্বুবানের লেজ!"

"কী নৃত্য?" গবু-দা পুনর্ব্বার বৃংহিত ক'রে শুধাল।

"পাঞ্জাব মেইল।" পাঞ্জাবী ছেলে সত্যবীর রগড় ক'রে বল্‌লে।

"ব্যস্‌" বলে গবু লম্ফ দিয়ে নীচে নেমে এল; পলকে সত্যবীরকে নিজস্কন্ধে তুলে নিলে, এবং সর্ব্বসাধারণে ঘটনাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার পূর্ব্বেই মঞ্চারোহণ ক'রে গবু ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে তাথৈ তাথৈ শব্দে 'পাঞ্জাব মেইল' নৃত্য সুরু ক'রে দিল। অর্গ্যান বেজে চল্‌ল—গাউম্‌, গাউম্‌, ঘাউম্‌। ছেলেরা হেসে কুটি কুটি হ'ল।

প্রতিবাদস্বরূপ মাণিক অবশ্য বার হয়ে এল।

কমন্‌-রুম্‌ হ'তে বেরুলেই বাগান,—ঠাণ্ডা বাতাসে নানান্‌ দিক্‌ থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ

ভেসে আসছে। দেবদারু আর ঝাউগাছ পথের দু'ধারে সান্ত্রীর মত সঙীন খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে; স্কুল-বাড়িটাকে একটা আব্‌ছা-ছবির মত মনে হয়।

এমন সুন্দর আবেষ্টনে দাঁড়িয়ে মাণিকের মনে সহসা অতি সুন্দর একটা ভাবোদয় হ'ল। সে অতি পবিত্র মধুর ভাব—ফুল-সংক্রান্ত। অর্থাৎ, মালীদের চক্ষু এড়িয়ে, সেদিনকার নোটিশকে যথোচিত অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে বড় দেখে একটা ম্যাগ্‌নোলিয়া আত্মসাৎ করা। ভক্তদের যেমন ঈশ্বর, মাণিকেরও তেমন ম্যাগ্‌নোলিয়া পরমারাধ্য। দু'জনকে লাভ করতেই পরম কষ্টস্বীকার করতে হয়। তালপাহাড়ীর বাগানে ফুল চুরি ঘোরতর অপরাধ।

চতুর্দ্দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাণিক অন্ধকারের মধ্যে সাধনার পথে অগ্রসর হ'ল। কত ঝোপ, কত ঝাড়, কত ছায়ার আল্‌পনা! মাণিক ক্রমেই উদ্দেশ্যের নিকটবর্ত্তী হ'ল। গাছে গাছে নিবিড় এই স্থানটাকে অন্ধকারের মধ্যে অরণ্য ব'লে ভ্রম হ'তে পারে; এখানে এ সময়ে একা এলে স্বতঃই গা একটু ছম্‌ছম্‌ করে। এ-জায়গাটা পার হয়ে এসে, এঁদো পাৎকুয়োটার পাশ দিয়ে, ময়ূরদের জালের ঘর বাঁয়ে রেখে, তবেই ম্যাগ্‌নোলিয়ার ঝাড়। অবশ্য স্কুলের গাড়ি-বারান্দার পাশে মস্ত একটা গাছ আছে, কিন্তু সেদিকে সাধনার পথে অনেক বিঘ্ন; কাজেই মাণিক সেদিকে ঘেঁষল না।

নিবিড় অন্ধকার রাত; জন-মানবের সাড়া নেই। শুধু ঝিল্লীর একটানা ডাক আর ঝাউগাছে হাওয়ার আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। এখান থেকে চীৎকার করলেও স্কুল বা হষ্টেল থেকে কেউ শুনতে পাবে না—এমন নিরাপদ স্থান এটা।

দূর থেকেই ম্যাগ্‌নোলিয়ার অপূর্ব্ব গন্ধ পাওয়া গেল। পুলকিত, রোমাঞ্চিত হয়ে মাণিক অগ্রসর হ'ল।

সহসা মাণিক থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। ঝোপের তলায় কে? স্পষ্ট মনে হ'ল, ফুল গাছের তলায় ধোঁয়ার মত ধূসর অস্পষ্ট একজন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাণিক চোখ রগ্‌ড়ে আবার তাকালে। সহসা বুকটা যেন কেমন একটু দুরু দুরু ক'রে উঠল।

গাছতলার জীবটি হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে কাণখাড়া করলে, এবং ঈষৎ ফিরে, সম্পূর্ণ-ভাবেই এদিকে তাকাবে কিনা, ভাবতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরাট নাসিকাটি মাণিকের দৃষ্টিগোচর হ'ল। সে কী নাক! শুধুমাত্র মানুষের অস্থিতে তৈরি হাত-দেড়েক লম্বা একটা জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নকে যদি উপুড় ক'রে ধ'রে কেউ নাকের জায়গায় ঠুকে বসিয়ে দেয়, তবে যেমন দেখতে হয়, এ-নাকের রূপও তেমনি। ইচ্ছে করলে, এই নাক দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আকাশ স্পর্শ করতে পারে, এমন একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

মাণিক হাঁটু-যুগলের মধ্যে সহসা একটা কম্পন অনুভব করলে; তার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়তে

লাগল। মাণিক গল্প শুনেছে, ভূতের পা পিছন দিকে থাকে; সংস্কারবশতঃই মাণিক সে-মূর্ত্তির পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। দেখলে, কুহেলিকার মত বস্তু-হীন শুভ্রতায় তার আপাদগ্রীবা আচ্ছাদিত; সে শূন্যেই চলাফেরা করছে না মাটীতে দাঁড়িয়ে আছে, বোঝবার উপায় নেই।

সহসা সে-মূর্ত্তি মাণিকের দিকে স্পষ্টই ফিরে তাকালে। পলকের মধ্যে মাণিক যা নিরীক্ষণ ক'রে নিলে তার সমগোত্রদের ছবি বহুবার সে দেখেছে ছেলেদের মাসিক-কাগজে, পিলে-চম্‌কানো গল্পে, আরও ছোটবেলায় যারা তার নিদ্রার মধ্যে পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসে মধ্যরাত্রে তাকে চমকিয়ে দিয়ে যেত। সেই ভাঁটার মত চোখ এদিক্ থেকে ওদিকে পলকে পলকে ছুটোছুটি করছে, কর্ণ হতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুখমণ্ডলের মধ্য থেকে শাণিত অস্ত্রশস্ত্রের মত অগণিত দন্তরাজি বেশ খুসির সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। ক্ষয়ে-যাওয়া খ্যাংড়া-ঝাঁটার মতো গোঁফ, ডানা-মেলা বাদুড়ের মত কান,—অর্থাৎ আঁকিয়েরা যে সত্যই আর মিথ্যে কল্পনা থেকে ওদের চেহারা তৈরি করত না, তা নিঃসন্দেহ। জীবনের দুঃস্বপ্নগুলি যেন সত্য হয়ে উঠল।

এমন সময়ে সহসা চতুর্দ্দিকের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্যে অত্যন্ত সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসের ছড়াছড়ি পড়ে গেল, ওরা যেন মাণিকের আসন্ন বিপদ্ পূর্ব্বাহ্লেই টের পেয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কিম্ভূত জীবটির দেহ সবেগে আন্দোলিত হ'তে লাগল। এটা যে ছুটে এসে আক্রমণ করবার পূর্ব্বলক্ষণ তা মাণিক এ-অবস্থায়ও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলে, অথচ, স্বপ্নের মধ্যে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়েও যেমন ছুটে পালান যায় না, তারও ঠিক সেই অবস্থা।

মাণিক ভয়ে দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেল্‌লে, এবং অকস্মাৎ একটা সানুনাসিক চীৎকার এবং ঐ সঙ্গে একটা দৌড়ের শব্দ শুনে সহসা সে মরিয়া হয়ে বন্ধ চোখেই পিছন ফিরে ছুট্ লাগালে—গাছ, জঙ্গল, পাৎকুয়ো, কাঁটাতার, কিছুই আর তার হুঁস রইল না।

অনেক রহস্যজনক গল্প এই তালপাহাড়ী প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত; তালপাহাড়ী বাগান-বাড়ির আদি-মালিকের বংশের একাধিক ব্যক্তি নাকি এক অদৃশ্য আকর্ষণের দ্বারা ঐ পাৎকুয়োর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ কূপজলে প্রাণবিসর্জ্জন করেছে। গল্পটার সঙ্গে ছেলেরা সহজেই গাঁজার সংযোগ আবিষ্কার করত, কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষক ব্রজবল্লভবাবু পর্য্যন্ত এই কিম্বদন্তীর পৌরাণিকতা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এমন কি মালীরা তো হলফ্ ক'রে বলে, এক কিম্ভূতাকার জীবকে ওরা একাধিক রাত্রে ও-দিক্‌কার অশথ্ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জোনাকি ধ'রে খেতে দেখেছে।

প্রাণ-ভয়ে পাগলের মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে অবশেষে প্রায় হষ্টেলের সিঁড়ির কাছাকাছি এসে মাণিক ধড়ে প্রাণ পেল। এইবার সাহসে ভর ক'রে সে পিছনে তাকালে। কাউকে আবিষ্কার

করতে পারলে না, কিন্তু 'তিনি' যে পিছনের ঝোপটার আড়ালে দাঁত-কিড়মিড় ক'রে ছুটে আসছেন না, তেমন ভরসা কোথায়? স-দৌড়েই মাণিক হষ্টেলের অন্ধকার হল্‌ঘরটায় প্রবেশ ক'রে দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুট্‌তে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে, স্খলিতকণ্ঠে নিজের কাছেই বল্‌লে,—"বাব্বাঃ, আর একটু হ'লেই গিয়েছিলাম!"

"হুম্!"

সহসা বিপরীত দিক্ থেকে কে-একজন ছুটে এসে মাণিকের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। দুই বিভিন্ন দিক্ থেকে বিদ্যুৎগতিতে দু'টো ট্রেন যেমন পরস্পরের উপর লাফিয়ে পড়ে কলিশান্ করে, এ-ও তদ্রূপ। কিন্তু এই বিপুল সংঘর্ষের মধ্যেও অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন মাণিক শিউরে উঠে আবিষ্কার করলে সেই কিছুপূর্ব্বে দেখা ভয়ঙ্কর মুখখানি, এবং স্পষ্ট অনুভব করলে সেই সাংঘাতিক নাকের স্পর্শ! মানুষে ভূতে একটা রোমাঞ্চকর জড়াজড়ি পড়ে গেল।

"মাঃ!" জড়িত ভয়ার্ত্ত চীৎকার করলে মাণিক।

"ওঃ!" ভূত কম্পিতকণ্ঠে উক্তি করলে।

"গেলুম।" মাণিক মরিয়ার মত ভূতের টুঁটি টিপে বল্‌লে।

"ছাড়ো, ছাড়ো মাণিক-দা,—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে", ভূত মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে আবেদন জানালে, "আমি বিশু।"

কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে উঠে মাণিক তাড়াতাড়ি তাকালে। মুখোসটা অর্দ্ধেক খসে এসেছে; টান মেরে মাণিক সেটা খুলে দিলে,—ক্লাস নাইনের বিশ্বজিৎ, ওরফে বিশু, প্রকাশিত হ'ল।

কপাল থেকে অজস্র ঘাম কাচিয়ে ফেলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাণিক ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লে—"এ সব কী?"

বিশু মলিনমুখে বল্‌লে, "বলে দিও না ভাই, মাণিক-দা,—এই মুখোস প'রে ফুল চুরি করতাম; ম্যাগ্‌নোলিয়া না ছিঁড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারি না—তাই গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা থেকে দুটো মুখোস কিনে এনেছিলাম। এই তার একটা মুখোস।"

মাণিক গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—"কিন্তু, ছি, এই রকম ভয় দেখাতে হয়?"

"দু'বার ধরা পড়বার যোগাড় হয়েছিলাম, মাণিক-দা", বিশু বল্‌লে, "শুধু এই মুখোসের জোরেই মালী-ব্যাটাদের এড়িয়ে এসেছি; আবার আজ এই মুখোসই ধরিয়ে দিলে—তাড়াতাড়িতে মুখোস খুলে ফেল্‌বার কথাটা মনেই পড়ে নি।"

"এই বুঝি তোর শনিবার সন্ধ্যায় পড়া?"

"হ্যাঁ", বিশু স্বীকার করলে। "কিন্তু, তুমিই বা এ-সময় ঐ অন্ধকার জায়গাটায় গেলে কেন?"

মাণিক গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, "ও-সব আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তুই বুঝবি না। ও-কথা থাক। কিন্তু ফুলচুরি বড়ই গর্হিত কাজ।"

বিশু বিনীতভাবেই অপরাধ স্বীকার করলে। বল্‌লে, "মাণিক-দা, এ খবর যদি প্রকাশ পায়, তবে সেদিনই আমাকে এখান হ'তে বিদায় হ'তে হবে—এই কথাটি যেন মনে রেখো।"

মাণিক বল্‌লে, "ভয় নেই, আমি কারুকেই বল্‌ব না। তবে মনে রেখো, ফুলচুরি অতিশয়ই বদ্‌-অভ্যাস। ও-সব নিন্দনীয় কাজের মধ্যে আর কদাপি হাত দিও না। এবং অন্য মুখোসটা আমাকে কালই দিয়ে দিও।"

"মুখোস!" বিস্মিতদৃষ্টিতে চেয়ে বিশু প্রশ্ন করলে, "মুখোস দিয়ে তুমি কি করবে?"

"কেন?" মাণিকের প্রশ্ন, "ম্যাগ্‌নোলিয়া আজ থেকে আর ফুটবে না নাকি?"

আর কয়েকটী যৌগিক ব্যায়াম

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)

গত বছর 'রামধনু'র পূজা সংখ্যায় 'কয়েকটী যৌগিক ব্যায়াম' সম্বন্ধে একটী ছোট সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ লেখাটী পড়ে অনেকে এই বিষয়ে আরও জান্‌তে চেয়েছেন। কেউ কেউ এই ব্যায়াম অভ্যাস করে বিশেষ উপকারও পেয়েছেন। তাই এ বছরও পূজা-সংখ্যায় আর কয়েকটী ব্যায়ামের কথা লিখ্‌ছি।

যৌগিক ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই যে, এর দ্বারা শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় বন্ধ হয়, শরীর নীরোগ হয়, এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। শরীর থেকে রোগের বীজাণু এবং রোগের সম্ভাবনা দূর করে এই ব্যায়াম শরীরকে সবল ও সুস্থ করে এবং স্নায়ু-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রকৃত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন শুধু সুগঠিত ও সুপুষ্ট মাংসপেশীর উপর নির্ভর করে না। এইজন্য স্নায়ুগুলিকে সতেজ ও সবল রাখতে হবে, এবং যৌগিক ব্যায়ামেই তা সম্ভব। তাই যোগীরা বলেন যে এই ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে দীর্ঘকাল অভ্যাস করলে জরা ও ব্যাধিকে শরীর থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসিত করা যেতে পারে। বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ ডাঃ হালিবার্টন সাহেব

বলেন—বার্দ্ধক্য-হেতু মৃত্যু অপেক্ষাকৃত কম। দুর্ঘটনাই সাধারণ মৃত্যুর প্রধান কারণ। অসুখ-বিসুখও দুর্ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত।

ডাঃ এফ্‌, এ, ই ক্রু তাঁর 'How to live' নামক বইতে বলেছেন যে, দীর্ঘজীবন ও পূর্ণযৌবন লাভের যে উপায় যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত। ডাঃ ফিস্‌, ডাঃ ফিস্ক ও আমি এ বিষয়ে এক মত যে আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা করা যেতে পারে না। মৃত্যুর ভাল ও মন্দ দু'রকম কারণই আছে কিন্তু কোনটাই মৃত্যুর নিশ্চিত কারণ নয়। ডাঃ ক্যারেল তাঁর 'Conquest of Disease' নামক বইতে কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পশু-শরীরের জীবন্ত 'সেল্‌'গুলিকে শরীর থেকে বার ক'রে তিনি দীর্ঘ সাত বৎসর জীবিত রেখেছিলেন। সেল্‌গুলি কেবল যে বেঁচে ছিল তা নয়, সেগুলি বাড়্‌ছিল—সংখ্যায় ও আকারে। মাঝে মাঝে তিনি এইগুলি থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতেন এবং সময় মত পুষ্টিকর খাদ্য দিতেন। ক্যারেলের বিশ্বাস, তিনি এইভাবে চিরকাল সেল্‌গুলিকে জীবিত রাখ্‌তে পারেন। গত মহাযুদ্ধে ক্যারেল সাহেব সৈন্যদের উপর অস্ত্রোপচারে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর মতে মানুষের শরীর থেকে রোগবীজাণু ও অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য দূর করে তাকে উপযুক্ত আহার দিয়ে পরিপুষ্ট করলে এবং মাঝে মাঝে উপবাস দ্বারা আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে বিশ্রাম দিলে মানুষ চিরজীবী হ'তে পারে। যৌগিক ব্যায়ামের সঙ্গে যদি আহার সংযম থাকে তা হ'লে আয়ু বৃদ্ধি বা দীর্ঘজীবন লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব।

গেল বারের প্রবন্ধে আমি পদ্মাসন, ময়ূরাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, সর্ব্বাঙ্গাসন ও হলাসন—এই পাঁচটী আসনের বিষয় লিখেছিলাম। এই প্রবন্ধে শীর্ষাসন, মৎস্যাসন, ধনুরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন ও উড্ডীয়ানাসনের কথা লিখ্‌ব। প্রথমে শীর্ষাসনের কথা বলি। এই আসনটী শিখ্‌তে একটু শক্ত মনে হ'লেও এর উপকারিতা অশেষ। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নাকি এই আসনটী অভ্যাস করেন এবং প্রায় আধঘণ্টা এই আসনে থাকতে পারেন। এর উপকারিতার কথা তিনি 'আত্ম-জীবনী'তে স্বীকার করেছেন। আসনটী এই ভাবে অভ্যাস করতে হয়:—দুই হাতের আঙ্গুল-

গুলি পরস্পর সংবদ্ধ করে মাটীতে রাখ। পরে প্রণাম করবার সময় যেমন উপুড় হ'তে হয়, সেইভাবে মাথা নীচু করে তালুটী আবদ্ধ হাত দুটীর উপর দৃঢ়ভাবে রাখ। কনুই দুটীর মধ্যে ৮।৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাকবে। তাব পর কোমর উপরের দিকে তুলে মেরুদণ্ড খাড়া ও পা দুটী সোজা কর। পরে মাথা ও ঘাড়ের উপর শরীরের সমস্ত ভার সমান ভাবে রেখে পা দুটী ধীরে ধীরে মাথার দিকে গুটিয়ে আন। মাথার উপর শরীরের ভারটী যতই সম ভাবে রাখা যাবে ততই পা দুটী আপনা হ'তে উপরে উঠবে। শেষে পা দুটী সোজা ভাবে (১ম চিত্রের ন্যায়) উপরে তোল। প্রথমে কারো সাহায্যে এটা শিখতে হয়। ১ম সপ্তাহে আধ মিনিট, ২য় সপ্তাহে এক মিনিট ও পরে প্রত্যেক সপ্তাহে এক মিনিট করে বাড়ান যায়। পা তুলবার বা নামাবার সময় ভাঁজ করে রাখলে পড়বার ভয় থাকে না। সাধারণের পক্ষে তিন মিনিটের বেশী এই ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই। এই আসন অভ্যাস করতে অনেকে ভয় করেন, কিন্তু এই ভয় নিতান্ত অমূলক। ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে প্রাতে এই আসন করা প্রশস্ত। এই আসন করবার পূর্ব্বে ও পরে কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই আসনে শরীরের সর্ব্বস্থানে রক্ত-সঞ্চালন হয় এবং পাকস্থলী, ক্ষুদ্র অন্ত্রাদি পরিপাক-যন্ত্রের শক্তি বাড়ে। আমেরিকার বিখ্যাত ডাঃ সি, জে, মুটার্ট 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' নামক বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে এই ব্যায়ামের সুফল স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছিলেন। একবার ফিলাডেলফিয়া মেডিক্যাল কলেজে তিনি এই আসনটী দেখিয়ে বলেছিলেন যে এই ব্যায়ামটী কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। তিনি নিজে ও

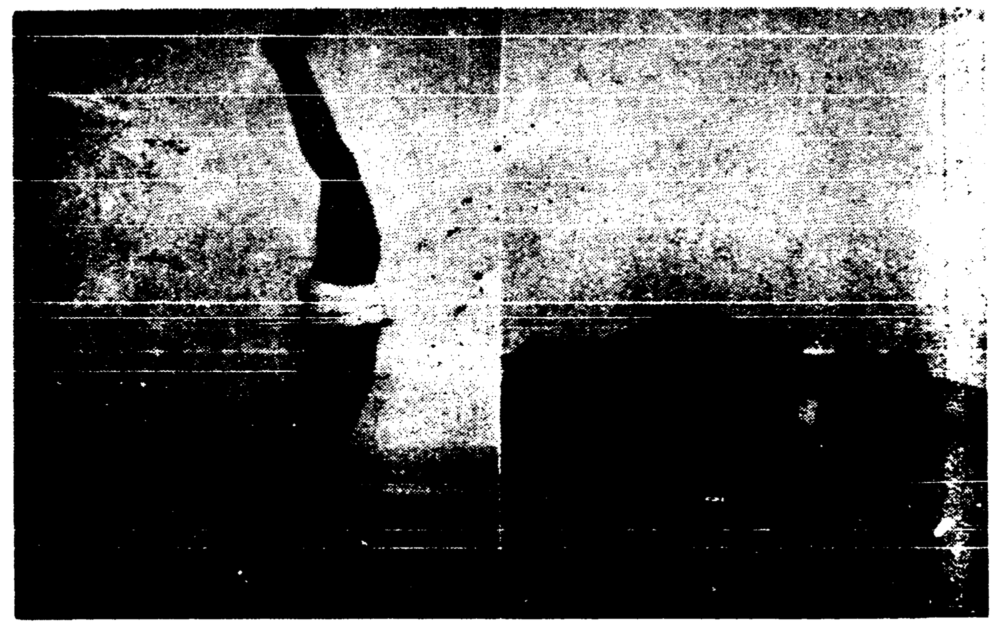

১ম—শীর্ষাসন ২য়—মৎস্যাসন

তাঁর অসংখ্য রোগী এই আসনের দ্বারা ঐ দুরারোগ্য রোগদ্বয় থেকে মুক্ত হয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যায়াম মৎস্যাসন। পদ্মাসন ক'রে (অর্থাৎ বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা এবং ডান হাঁটুর উপর বাঁ পা রেখে) চিৎ হয়ে শোও। পরে শরীর উপরের দিকে ও মাথা পেছন দিকে বেঁকিয়ে ২য় চিত্রের ন্যায় রাখ। পিঠ ভূমিস্পর্শ করবে না, কেবল মাথা, পাছা ও হাঁটু দুটী মাটীতে লাগবে ও হাত দুটী সোজাভাবে পা দুটী ধরে থাকবে। ১ মিনিট হ'তে ৪।৫ মিনিট এই আসনে থাকা যায়। এই আসনে অভ্যস্ত হ'লে যে কেউ মাছের মত জলে ভাসতে পারে। শিরদাঁড়াটী সাম্‌নের দিকে আমরা সর্ব্বদা বেঁকিয়ে থাকি; বিপরীত দিকে ওটাকে বাঁকালে ওটা নমনীয় (flexible) ও সতেজ থাকবে। মেরুদণ্ডের মধ্যে শরীরের প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত এবং সেটা শক্ত Stiff) ও বাঁকা হ'লে জরা উপস্থিত হয়। মেরুদণ্ডকে সবল ও সক্রিয় রাখবার পক্ষে এই ব্যায়াম বিশেষ সহায়ক।

তৃতীয় ব্যায়াম ধনুরাসন। উপুড় হয়ে (অর্থাৎ মুখ ও পেট প্রভৃতি নীচের দিকে করে) তৃতীয় চিত্রের মত শোও। হাত দুটী পেছন দিকে বাড়িয়ে পায়ের গোড়ালী দুটী ধর এবং কেবলমাত্র তলপেটটী মেজেতে লাগিয়ে শরীরের অন্যান্য অংশ ধনুর ন্যায় উপরের দিকে বাঁকাও। এই ব্যায়ামের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ভাবে সহজ ব্যায়াম দুটী অভ্যাস কর। উপুড় হয়ে নাভি হ'তে শরীরের উপর দিক্‌টা সাপের মত তোল। হাত দুটী বুকের দুইদিকে থাকবে এবং মেরুদণ্ড পেছনের দিকে বেঁকবে কিন্তু শরীরের ভার হাতের উপর না রেখে শিরদাঁড়ার উপর রাখতে হবে। অন্ততঃ এক মিনিট এইভাবে থেকে মাথা ও পিঠ নামিয়ে মাটীতে লাগাও এবং হাত দুটী মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সোজা ভাবে দেহের উভয় পার্শ্বে প্রসারিত কর। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটী উপরের দিকে রাখ। এবারে নাভি হ'তে শরীরের নিম্নাংশ—বিশেষতঃ পা দুটী যুক্ত ক'রে উপরের দিকে তোল। নাভি হ'তে শরীরের উর্দ্ধাংশ মেজেতে লাগবে এবং শরীরের ভার মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটীর উপর থাকবে। এটি বেশ কঠিন ব্যায়াম। এই দুটী প্রাথমিক ব্যায়াম অভ্যাস করবার পর ধনুরাসন সহজ হবে।

মৎস্যাসনের মত ধনুরাসনের দ্বারা মেরুদণ্ড সতেজ ও সবল থাকে এবং প্লীহা ও যকৃৎ ক্রিয়াশীল হয়।

৪র্থ ব্যায়াম পশ্চিমোত্তানাসন। চিৎ হয়ে শোও, হাত দুটী মাথার দুই দিকে সোজা ভাবে রেখে ধীরে ধীরে উঠ, এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক পেটটী খালি করে ও ভেতরের দিকে টেনে মাথা হাঁটুতে লাগাও এবং হাত দুটীর দ্বারা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টী ধর। এইভাবে (৪র্থ চিত্রের ন্যায়) এক মিনিট থেকে আবার

৩য়—ধনুরাসন ৪র্থ—পশ্চিমোত্তানাসন ৫ম—উড্ডীয়ানাসন

চিৎ হয়ে শোও। দুই তিনবার এই ব্যায়াম অভ্যাস করতে পার। এই ব্যায়ামের ফলে মেরুদণ্ডের সম্প্রসারণ, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং জড়তার নিবারণ হয়। এই আসন প্রত্যহ অভ্যাস করলে কখনও ভুঁড়ি হবে না। কঠিন মূত্ররোগও এতে আরোগ্য হয়।

৫ম ব্যায়াম উড্ডীয়ানাসন। পা দুটী পেছনের দিকে ভাঁজ করে হাঁটু দুটী সামনে পেতে বস। পরে হাত দুটী হাঁটুর উপর রেখে ও নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক পেটটী শূন্য করে পেটটী ভেতরের দিকে টেনে নাও। তার পর পেটের দুই দিকে চাপ দিয়ে পেটের মধ্যস্থলের প্রধান মাংসপেশীদ্বয় ফুলিয়ে (৫ম চিত্রের ন্যায়) তোল। মাংসপেশী দুটীকে আলাদা করে একটীর পর একটী মাংসপেশী তালে তালে নাচাতে পারা যায়। এই ব্যায়ামটী প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন। আমাদের পেটের মাংসপেশীগুলি সাধারণতঃ খুব শক্ত (Stiff)। স্নানের পূর্ব্বে তলপেটে তেল

মালিশ করলে এবং নিঃশ্বাস ফেলে তলপেটটী অন্ততঃ রোজ দশ বার পেছনের দিকে টেনে নিলে এইগুলি নরম হয়। এইভাবে কিছুদিন অভ্যাস করলে উড্ডীয়ানাসন করায়ত্ত হ'বে। এই ব্যায়ামটী নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করলে অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, পেটে বায়ু সঞ্চয় ও কোষ্ঠকাঠিন্যাদি কঠিন রোগ সহজে হবে না এবং হ'লেও স্থায়ী হবে না—অচিরে আরোগ্য হবে।

পাঁচটী যৌগিক ব্যায়ামের কথা সংক্ষেপে বল্‌লাম। আমার কোন পাঠক এইগুলি শিখতে চাইলে আমি আনন্দের সঙ্গে তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সাক্ষাতে দীর্ঘজীবন ও প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের যৌগিক কৌশলও তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারব। যৌগিক ব্যায়াম প্রচার করা আমার অন্যতম জীবনব্রত। এই বিষয়ে যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা নীচের ইংরাজি বই তিনখানির সাহায্য নিতে পারেন।* স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের উপযোগী কয়েকটী যৌগিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে এবার প্রবন্ধের শেষ করি।

অন্নাদি স্থূলাহারের মত শুদ্ধবায়ুও শরীরের একটী প্রধান আহার। পবিত্র বায়ু যত বেশী সেবন করা যায় ততই রক্ত পরিষ্কার হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ এবং সুবৃহৎ কেলগ্ হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ জে, এইচ্, কেলগ্, এম, ডি, তাঁর "Itinerary of a Breakfast" নামক বইতে বলেন যে, অন্নাদি অপেক্ষা বায়ুর প্রয়োজন শরীরে অধিক। অনেক রোগী এখনও বেঁচে আছেন, যাঁদের পাকস্থলী অস্ত্রোপচার দ্বারা তুলে ফেলা হয়েছে। সাধারণ লোকের পরিত্যক্ত নিঃশ্বাস দীর্ঘ এবং গৃহীত প্রশ্বাস ক্ষুদ্র। অন্যান্য ব্যায়ামের দ্বারা পরিত্যক্ত নিঃশ্বাস দীর্ঘ হয় বলে আয়ু ক্ষয় হয়। পরিত্যক্ত নিঃশ্বাসের গতি সাধারণতঃ ১২ ইঞ্চি। ওটা যত ছোট হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে তত আয়ু বৃদ্ধি হবে। জেনেভিভ ষ্টেবিন্ সাহেব তাঁর 'Dynamic Breathing' নামক গ্রন্থে বলেন যে, মানুষ মিনিটে প্রায় ১৬ বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু দীর্ঘজীবী মানুষের নিঃশ্বাস মিনিটে প্রায়

(১) Asanas—by Swami Kuvalayananda, Bombay.
(২) Yogic Physical culture—by S. Sundaram, Bangalore.
(৩) Yoga Personal Hygiene—by Shri Yogendra, Bombay.

৬ হ'তে ৮ বার। সুতরাং গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ দীর্ঘজীবন লাভের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ই, এ, ফ্লেচার সাহেব তাঁর 'The Law of Rhythmic Breath' নামক গ্রন্থে বলেন যে সুগভীর নিঃশ্বাস নিলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয়ে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের সমস্ত রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রাতে (যখন বায়ু-মণ্ডলে অক্সিজেন বেশী থাকে) গভীর নিঃশ্বাস প্রত্যহ অন্ততঃ বিশবার নেওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বইতে প্রত্যহ গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করা স্বাস্থ্যলাভের অন্যতম প্রধান উপায় বলে স্বীকার করেছেন। এই ব্যায়ামে কোনও প্রকার অনিষ্টের ভয় নেই, কারণ এগুলি প্রাণায়াম নয়। তবে আরম্ভ করার আগে এর নিয়ম কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত। আমেরিকার Life Extension Institute এর ডাঃ আর্ভিং ফিসার এবং ডাঃ ইউজেন ফিস্ক যোগশাস্ত্রবর্ণিত গভীর নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস-প্রণালীর খুব প্রশংসা করেছেন।

নাসাপান আর একটী সহজ যৌগিক প্রক্রিয়া, যা অতি উপকারী। আমেরিকার প্রাকৃতিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ হেনরি লিণ্ডলেয়ার বলেন, এই নাসাপান দ্বারা সর্দ্দি ও মাথাধরা সহজে সারে এবং এতে মস্তিষ্ক ও নেত্র-স্নায়ু স্নিগ্ধ ও সবল করে। এই প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। এক গ্লাস জলে আধ চামচ বিশুদ্ধ (শোধিত) লবণ (Table Salt) মিশিয়ে জলটি ভাল করে নেড়ে প্রাতঃকালে উভয় নাসাদ্বারা জল টেনে মুখ দিয়ে সে জল ফেলে দিতে হয়। একটী বাটীতে নাক ডুবিয়ে নাসাপান করা আরও সহজ। এক নাক বন্ধ করে অপর নাক দিয়ে জল টানাও যায়। গলায় বা জিহ্বামূলে যে কফ জমা হয়, তা নাসাপানে সাফ হয়। বড় ছেলেরা প্রথম প্রথম এই প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে এবং সাবধানে আরম্ভ করবে। ছোটরা আগে করতে যেও না—তাদের কাছে শিখে নিও।

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর অধিক বিশ্বাস বলে আমরা পাশ্চাত্য ডাক্তারদের অভিমত উদ্ধৃত করে যৌগিক ব্যায়াম ও প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছি। তোমরা শুনে সুখী হবে যে, বর্ত্তমান চিকিৎসা-

বিজ্ঞান ধীরে ধীরে আমাদের প্রাচীন যৌগিক সিদ্ধান্তের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। [আমি "যৌগিক ব্যায়াম" নামক একখানি নাতিবৃহৎ বই লিখেছি। বইখানি শীঘ্রই কলকাতার কোন পুস্তক-প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হবে। এতে যৌগিক ব্যায়ামের প্রায় বিশখানি চিত্র আছে। এই প্রবন্ধের ফটোগুলি স্বামী বিমুক্তানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]*

রাজপুত্রের ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে আছে।

রাণী, রাজপুত্রের মা, গেছেন রাক্ষসের পেটে। রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে নেড়া তালগাছে থাকে রাক্ষুসী।

রাণীকে সে খেয়ে ফেলেছে। খেয়ে নিজে তাঁর বেশ ধ'রে রাজপুরীতে রাণী হ'য়ে বসেছে।

কবে কখন যে এই কাণ্ড হ'ল কেউ জানে না। আর কেউ টেরও পায় নি। রাজপুত্র কিন্তু পেয়েছে। নইলে হঠাৎ রাণীর মতিগতি অমন বদ্‌লে গেল কেন! আর বিশেষ ক'রে

* (যোগশাস্ত্রের ব্যায়ামের কথা ছেলেদের পত্রিকায় দেওয়া উচিত কিনা এ সম্বন্ধে আমরা কিছু সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইল 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' পত্রে ঐ ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় বলেন, তিনি লাহোরের বিজ্ঞান কংগ্রেসে সেখানকার একাউন্ট্যান্ট-জেনারেল মিষ্টার নেহেরুর যোগ-ব্যায়াম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় বক্তা (তিনি কৃতবিদ্য এবং সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন) বলেন যে তিনি যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস দ্বারা নিজের অপহৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ যোগ-ব্যায়াম স্বয়ং অভ্যাস করিয়া নিপুণ হইয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে লোকের উপকার হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। —রাঃ সঃ)

রাজপুত্রের ওপরেই তার এত রাগ কেন ! রোজ সকালে রাণী—মানে পুরোনো রাণী, রাজপুত্রের আসল মা—তাকে মিছরি-মাখন-বাদামের শরবৎ খাইয়ে দিতেন। ক'দিন ধ'রে তার বদলে সে খেতে পাচ্ছে খালি মস্ত মস্ত কুইনিনের বড়ি। এমন বিচ্ছিরি তেতো লাগে খেতে, তবু তাই খেতে হয়। না খেলে রাণী—মানে নতুন রাণী, আসলে সে রাক্ষুসী—জোর ক'রে তাকে গিলিয়ে তবে ছাড়ে। আগে সে সারাদিন খেত ক—ত ভালো ভালো সব খাবার। না খেতে চাইলে রাণী—মানে সত্যিকার রাণী—রাগ করতেন। চোখের জল ফেলতেন। এখন সে খাচ্ছে শুধু বাটি বাটি বার্লি-ওয়াটার। রসগোল্লা, রাবড়ি, শোন্‌পাপড়ি দূরে থাক, এত-যে ল্যাংড়া-ফজলি আমে বাজার ভেসে যাচ্ছে, তাকে এতটুকুন একটুকরো আমও কেউ দিচ্ছে না। অথচ, আম খেলে কি হয়? ফ্রেশ ফ্রুট্ খুব বেশি ক'রে খাওয়া উচিত, এ কথা ডাক্তাররাই বলে না? রাজপুত্রের হাইজীন্ বইয়ে নেই এ কথা লেখা?

আর অসুখই বা তার কি? জ্বর? জ্বর না হাতী। ও ত হ'য়েছে রাক্ষুসী রাণী এ বাড়িতে এসেছে ব'লে। জ্বর-টর কিচ্ছু নয়, য়্যানিমিয়া। রাক্ষুসী রাণী চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার রক্ত শুষে নিচ্ছে, তাই। নইলে রাক্ষুসী রাণী যেদিন এল ঠিক সেই রাত্তির থেকেই তার জ্বর হ'ল কেন? আগে ত হ'ত না। রাক্ষুসী রাণীও এল, তারও জ্বর হ'ল, আর রাক্ষুসী রাণী মনের আনন্দে তাকে কুইনিন্ খাওয়াতে সুরু করল। তাই থেকেই ত সে টের পেলে, তার সে মা আর নেই, এ নতুন লোক, মনে হিংসে না থাকলে কেউ কাউকে কুইনিন্ খাওয়ায়? খালি খালি বার্লি-ওয়াটার খাইয়ে রাখে? জ্বর ত শরবৎ খাওয়ালেই হয়। নাইয়ে দিলেই হয়। জ্বর মানে ত গা গরম হওয়া। কুইনিনেই যদি ঠাণ্ডা হ'ত তবে আর লোকেরা আইস্‌ব্যাগ্ মাথায় দিত না, দার্জ্জিলিং, সিম্‌লে পাহাড়ে যেত না। কিচ্ছু নয়, শুদ্ধু তাকে মেরে ফেলবার মতলব।

অথচ এখন কি করা যায়? রাজাকে বল্‌তে গিয়ে লাভ নেই। তিনি মোটেই বিশ্বাস করবেন না। রাক্ষুসীর মায়ায় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন।

আর কাউকে বল্‌তেও ভয় করে। রাক্ষুসী রাণী যদি টের পায় সে সন্দেহ করেছে, তবে আর রক্ষে থাকবে না। তক্ষুণি নিজমূর্ত্তি ধারণ করবে।

এক বলা যেত মন্ত্রীপুত্রকে। বয়সে সে অবশ্য রাজপুত্রের চাইতেও এক বছরের ছোট, কিন্তু তবু তার খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি। আর মোটেই ছ্যাব্‌লা নয়, কথা পেটে রাখ্‌তে জানে। কিন্তু হ'লে হবে কি, সেও ক'দিন ধ'রে আস্‌ছে না। সেদিন এসেছিল, চাদরের তলায় ক'রে লুকিয়ে এনেছিল কাঁচা আমের ঝাল-আচার। কিন্তু মুখে দিতে না-দিতে রাক্ষুসী রাণী হাঁ-হাঁক্ ক'রে এসে পড়ল। রাজপুত্রের হাত থেকে আচার কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে। মন্ত্রীপুত্রকে বল্‌লে, 'তুমি যাও বাছা, তোমায় এখানে আর আস্‌তে হবে না।'

মন্ত্রীপুত্র চুপ্ ক'রে রইল। রাণী ক্যাট্ ক্যাট্ করতে লাগল, 'ছেলেটার অসুখ, আর তুমি ওকে আচার এনে খাওয়াচ্ছ! দেবার হ'লে কি আমরাই দিতাম না? না আমের আচার আমাদের ঘরে নেই?'

মন্ত্রীপুত্র মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে গিয়েছে। আর আসে নি।

উঃ, কী জোচ্চোর! 'আমরাই কি দিতাম না!' যেন কতই দিচ্ছে! ইচ্ছে করে তলোয়ার খুলে দিই এক কোপ।

কিন্তু তলোয়ারের কোপে ত সে মরবে না, সেই হ'চ্ছে মুস্কিল। রাক্ষুসীদের প্রাণ তাদের নিজেদের মধ্যে থাকে না। কোথায় সেই ভ্রমরা-ভ্রমরীর মধ্যে তার প্রাণ আছে রাজপুত্র অবশ্য জানে। বইয়ে সে পড়েছে। কিন্তু এখন সেখানে সে যায় কি ক'রে? ডাক্তার বলেছে তার হাঁটা-চলা, বাইরে বেরোনো একদম বারণ।

আর এক পাজি হয়েছে এই ডাক্তারটা। নিশ্চয় রাক্ষুসী রাণীর কাছে ঘুষ খায়। নইলে কেন খালি খালি বলে রাজপুত্রকে কুইনিনই খেতে হবে? বার্লিই খেতে হবে? ভালো মিষ্টি ওষুধ নেই তার ডিস্পেন্সারিতে? ভাত আজকাল রাজপুরীতে রান্না হচ্ছে না? পৃথিবীশুদ্ধ চকোলেট, লজেঞ্চুস্ সব ফুরিয়ে গেছে?

রাজপুত্র ভাব্‌লে, রাজাকে বলা ত যাবে না, শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীমশাইকেই বল্‌তে হবে, যা থাকে কপালে। কাল ভোরবেলা মন্ত্রীমশাই তাকে দেখ্‌তে আসবেন। রোজই আসেন। তখন মনে মনে সঙ্কল্প স্থির ক'রে রাজপুত্র সে রাত্রে ঘুমুল।

বলা কিন্তু হ'ল না। সকালবেলায় রাজপুরীতে হৈ-চৈ কাণ্ড। অনেকখানি বেলা হ'ল, রাণী এখনো ওঠেন নি, দোর খোলেন নি। অসুখ-বিসুখ হ'ল, না কি! রাজমাতা নিজে এসে দু'তুবার ক'রে দোরে ধাক্কা দিয়ে গেলেন। তবু সাড়া নেই।

পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজপুত্র সব শুন্‌ছে, আর মনে মনে হাস্‌ছে। তার কাছে ত কিচ্ছু অজানা নেই। অসুখ না ঘোড়ার ডিম। নিশ্চয় রাক্ষুসী পালিয়েছে। রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হয়েছে, সেই কথা টের পেয়েছে আর কি।

আরো অনেক—অনেক পরে রাক্ষুসী রাণী দোর খুল্‌লে। দুই চোখ ফুলো ফুলো। গলা থেকে বিকট রাক্ষুসে আওয়াজ বেরোচ্ছে। মুখটা ভার হ'য়ে এত বড় হ'য়েছে। নিজমূর্ত্তি ধরবার পূর্ব্বলক্ষণ।

সবাই কিন্তু তা বুঝ্‌লে না, ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'এ কি! কি হ'ল রাণীমা, চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?'

রাণী 'হ্যাঁচ্ছো' ক'রে বিদ্‌ঘুটে রকম হাঁচ্‌লে। বল্‌লে, অসুখ করেছে। সারা গায়ে ব্যথা।

সবাই মহা কোলাহল ক'রে বল্লে, 'তবে উঠ না, উঠ না, শুয়ে থাক।'

রাজপুত্র বুঝ্লে। অসুখ আর কিছু নয়, হাড়্‌মুড়্‌মুড়ি ব্যারাম। সব 'সিম্‌টম্' মিলে যাচ্ছে দেখ্‌ছ না? তার সন্দেহ মিথ্যে নয়। রাক্ষুসী টের পেয়েছে।

ডাক্তার এল। দেখে বল্লে, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

রাত জেগে ঠাণ্ডা লেগেছে। রুগীকে নিয়ে জাগ্‌তে হচ্ছে কিনা।

বা রে আবদার! দোষ এখন সব রাজপুত্রের। কে বলেছিল তার অসুখ বানিয়ে দিতে? কে বলে রাণীকে রাত জাগতে?

ডাক্তার বল্লে, শুয়ে থাকতে হবে। খুব গরম লাগাতে হবে। ওষুধ খেতে হবে।

রাক্ষুসী রাণী ককিয়ে ককিয়ে বল্লে, 'মাথাটা খ'সে যাচ্ছে। একটু অরেঞ্জ পিকোর পাচন দাও, নইলে গেলাম।'

ডাক্তার বল্লে, 'উত্তম প্রস্তাব। মহারাজ, ব্যবস্থা করুন।'

রাজপুত্র সব শুন্‌লে। বইয়ের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। অরেঞ্জ পিকো আনা কি সোজা কথা রে দাদা?

এ-রাজার দেশ, সে-রাজার দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পেরিয়ে, আসাম পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, বন ভেঙে যেতে হবে। সে বনে কিলবিল করছে বাঘ, হাতী, পাইথন। বনের ওধারে গিয়ে হেড্‌-হাণ্টার রাক্ষসদের দেশ, সেই দেশে পাহাড়ের মাথায় জন্মায় শ্যামপর্ণী বৃক্ষের গাছ।

তারই কচিপাতার কুঁড়ি রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে তারা সাতপুরু টিনের কৌটোয় পূরে রেখে দেয়, সে কৌটোর জান্‌লা নেই, দরজা নেই, আলো ঢোকে না সেখানে, হাওয়া ঢোকে না। সেই গুঁড়োর নাম অরেঞ্জ পিকো। ঝাঁজ কি তার!—ছোট্ট এক চাম্‌চে গুঁড়ো একবাটি জলে এক মিনিট ভিজিয়ে সেই জল ছেঁকে নিয়ে বড়লোক বড়লোক রাক্ষসেরা সকালে এক বাটি বিকেলে এক বাটি ক'রে খায়; সাতশ' রাক্ষসে কৌটো ঘিরে দিবারাত্র পাহারা দেয়। সেই কৌটো চুরি ক'রে আনতে যাবে কে?

যাবে কে তা বোঝাই যাচ্ছে, যাবে রাজপুত্রই। তার জন্তেই ত এত কাণ্ড। দেখ না, কালই রাক্ষুসী রাজাকে বল্‌বে, রাজপুত্রকে পাঠানো হোক্।

বটে! রাজপুত্রকে পাঠানো হোক্, যেন তাকে রাক্ষসেরা ধ'রে খেয়ে ফেল্‌তে পারে, কেমন ত? সেটি আর খেতে হচ্ছে না। আসুকই না, রাজপুত্রও দেখে নেবে কত বড় রাক্ষুসী সে। যাবে সে অরেঞ্জ পিকো আন্‌তে। আজই যাবে। বল্‌বার অপেক্ষা করবে না, আজ রাত্রেই কাউকে না ব'লে ক'য়ে চুপ্‌সে বেরিয়ে পড়্‌বে। রাক্ষসের পুরীতে দীঘির তলায় স্ফটিকের স্তম্ভে কোথায় রাক্ষসদের প্রাণ থাকে সে জানে। একেবারে সব রাক্ষস মেরে ফেলে জন্মের মত

অরেঞ্জ পিকো খাইয়ে দেবে রাক্ষুসী রাণীকে। তখন বুঝ্‌বে মজা। ভেবেছে রাজপুত্র 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়ে নি, না? এই বলে তার মুখস্থ—হুঁ হুঁ বাবা, তার সঙ্গে চালাকি!

নিশুতি রাত। রাজপুরীতে কেউ জেগে নেই, লোকলস্কর, হাতী-ঘোড়া, পাখ্‌-পাখালি সবাই ঘুমুচ্ছে।

রাজপুত্র কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুমোলে পরে যদি সময় মত জাগ্‌তে না পারে? ঘড়িতে ত য়্যালার্ম্‌ দেওয়া চল্‌বে না।

সবাই যখন ঘুমে অচেতন, রাজপুরী নিঃসাড় নিঃশব্দ, তখন রাজপুত্র বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। ধুতি ছেড়ে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌, হাফ্‌শার্ট্‌ পর্‌লে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে নিলে। নিয়ে সাবধানে দোর খুলে দুর্গা স্মরণ ক'রে পা বাড়ালে।

পক্ষিরাজকে নিতে পার্‌লে হ'ত। কিন্তু পক্ষিরাজ আস্তাবলে ঘুমুচ্ছে। এখন তাকে বার করে আনা শক্ত। যদি সহিসরা কেউ জেগে ওঠে? বা পক্ষিরাজই আচম্‌কা ঘুম ভেঙে চিহিঁ ক'রে ওঠে? কাজ নেই ঝঞ্ঝাটে, তার চেয়ে সে হেঁটেই যাবে।

রাজপুরীর সীমানা পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে বাইরে এসে রাজপুত্র নিঃশ্বাস ছাড়্‌ল। আর ধরা পড়বার ভয় নেই।

হেঁটে হেঁটে হেঁটে এ-রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে, সে-রাজার রাজ্য পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক্‌ রোডে যখন পড়্‌ল তখন ভোর হ'য়ে এসেছে।

সেখান থেকে তেপান্তরের মাঠ ঠিক একদিনের পথ। কিসে ক'রে গেলে একদিনের পথ বা ক' জনে মিলে গেলে একদিনের পথ সে সব কিছু কথা নেই। নিয়ম হচ্ছে, রাস্তা ধ'রে সোজা নাক বরাবর চলতে হবে।

যেতে যেতে যেতে যেতে যেখানটাতে গিয়ে সন্ধ্যে হবে, সামনে পেছনে আর পথ দেখা যাবে না, চারদিকে খালি অন্ধকার আর গা-ছম্‌ছম্‌, সেইটেই হচ্ছে তেপান্তরের মাঠ। রাজপুত্র হাঁটতে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন রাজপুত্র হাঁট্‌ল। কোথাও থামল না, বসল না। চারটে পয়সা পকেটে ছিল, এক পয়সার শুধু মুড়ি কিনে খেলে।

হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যেবেলা তেপান্তরের মাঠের কিনারায় রাজপুত্র এসে পৌঁছল। সূর্য্য তখন পাটে বসেছে। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। রাজপুত্র দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লে। না ভুল হয় নি, ঠিকই সে এসেছে। ঐ-যে হোই দূরে উইঢিবির ওপর শিমুল গাছটা। ঐ গাছে থাকে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী। তাদের কাছে একটা বাচ্ছা চেয়ে নিতে হবে। সবাই নেয়।

অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে রাজপুত্র শিমুল-গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। তলোয়ার বার

ক'রে তার ধারে বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুলটা একটুখানি চিরে নিলে। আঙুল বেয়ে রক্তের ধারা নামল। ডান্ হাতে আঙুল চেপে ধ'রে রাজপুত্র ডাকলে, 'গাছে কে আছেন?'

হাজার হোক ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী অনেক কালের লোক। নাম ধ'রে ডাকতে কেমন-কেমন লাগে।

একবার ডাকলে, দু'বার ডাকলে, তিনবার ডাকলে, সাড়াশব্দ নেই। রাজপুত্র এবার খুব চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'দেখুন, শুন্‌ছেন?'

এইবারে গাছের ওপর থেকে জবাব এল। কচি গলায় কে বল্‌লে, 'কে?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'আমি। রক্ত এনেছি।' কচি গলাটা চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'মা, অ মা, ফেরি-অ'লা এয়েছে।' তার পর একটা বড়-মানুষের গলা শোনা গেল। কি ক্যার্‌কেরে গলা, যেন করাত দিয়ে টিন কাট্‌ছে! গলা বল্‌লে, 'কে গা?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'রক্ত এনেছি। নিয়ে যান।'

গলা বল্‌লে, 'রক্ত! রক্ত কি হবে? রক্ত আমরা খাই নে। আমরা খাই মাছ।'

সে কি কথা! বইয়ের সঙ্গে ত মিল্‌ছে না! নিশ্চয়ই পার্ট ভুলে গেছে। মুখস্থ নেই, তাই বানিয়ে বল্‌ছে। কিন্তু এখন ত রাজপুত্রকেই সাম্‌লে নিতে হয়। ভেবে-চিন্তে রাজপুত্র বল্‌লে, 'খাবার জন্যে নয়। চোখ ফোটাবার জন্যে।'

—'চোখ ফোটাবার জন্যে! চোখ আবার ফুট্‌বে কি! চোখ কি পদ্মফুল? না বাবলাকাঁটা?'

আবার আবোল-তাবোল বলে! রাজপুত্র ভাবলে, এটা বোধ হয় ঝি-টি কেউ হবে, জানে না। বল্‌লে, 'আপনি বোধ হয় জানেন না। ওঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

—'কাদের আবার জিজ্ঞেস কর্‌ব।'

—'গাছের ভেতরে জিজ্ঞেস করুন। মিঃ ব্যাঙ্গমদের গাছ এইটেই ত?'

—'না ত। এটা চিলেদের গাছ।'

তা কি ক'রে হয়! না, এই ত সেই শিমুল গাছ, রাজপুত্রের চিন্‌তে ভুল হয় নি। একটু থেমে বল্‌লে, 'মিঃ ব্যাঙ্গমরা কোথায় থাকেন বল্‌তে পারেন?'

—'কে জানে বাছা। ব্যাঙ ট্যাঙ চিনি নে।'

—'আজ্ঞে ব্যাঙ নয়, ব্যাঙ্গমা। এই খানেই ত ছিলেন।'

—'সে তারা এখন নেইকো। উঠে গেছে।' জানে না কচুও, তবু চিল বুড়ী চাল মেরে দিলে।

—'উঠে গেছেন? কেন?'

—'তা কি ক'রে বল্‌ব! ভাড়া-টাড়া বাকি প'ড়ে থাক্‌বে।'

—'কোথায় গেছেন তাঁরা, বল্‌তে পারেন?'

—'না।'

—'ঠিকানা রেখে যান নি? চিঠিপত্তর যদি আসে?'

—'অত শত জানি নি বাবু। এখন বকিও না ত। দেখছ লোকটা ঘুমুচ্ছি।'

'কী অসভ্য! যেন ব্যাঙ্গমদের বাড়িটা ব'লে দিয়ে তার পর ঘুমোনো যেত না। একেবারে ছোটলোক। হবে না, চিল ত।'

কিন্তু ছাড়্‌লে হবে না তাই ব'লে, ঠিকানা তার জানা চাই-ই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাজপুত্র জোর্‌সে গাছের কড়া ধ'রে নাড়া দিলে—খট্‌খট্‌খটাখট্‌। এবার ওপর থেকে ভারী হেঁড়ে গলায় সাড়া এল, 'কে?'

—'আমি। রাজপুত্র।'

—'রাজপুত্র, তা এখানে কেন? এটা রাজসভা নয়।'

—'তা জানি। তার জন্যে নয়, এটা ক' নম্বর গাছ বলুন ত?'

—'কেন, সে খবরে তোমার কি দরকার হে?'

—'দরকার না থাকলে কি আর শুধোচ্ছি?'

রাজপুত্রের গলা গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। কত আর সওয়া যায় মশায়?

হেঁড়ে গলাও চ'টে উঠ্‌ল: 'কে হে তুমি ছোক্‌রা! খুব যে চড়া চড়া কথা বল্‌ছ?'

সঙ্গে সঙ্গে টিন-কাটা গলাটা চ্যাঁ ক'রে উঠ্‌ল: 'ঐ ত গো, এতক্ষণ ধ'রে জ্বালাচ্ছিল্। কে ব্যাঙ না কে কোথায় ছিল, তা সে কোথায় গেল, তবে কেন গেল—তার কি বিত্তান্ত সব ওঁকে ব'লে দাও। আবদার কত!' হেঁড়ে গলা বল্‌লে, 'নম্বর-টম্বর এখন বলা হবে না। ডিসেম্বর অবধি মাইনে চুকিয়ে দিয়েছ?'

ব'লেই দ্রাম্ ক'রে দোতলার জান্‌লা বন্ধ ক'রে দিলে।

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে গেল। কী ইতর লোকগুলো! হাতের তলোয়ারটা তলোয়ার না হয়ে কুড়ুল যদি হ'ত, রাজপুত্র গাছের গুঁড়ি দু' ফাঁক না ক'রে নড়্‌ত না।

কিন্তু এদের ওপর রাগ ক'রে ব'সে থেকে লাভ নেই। রাজপুত্র এগিয়ে চল্‌ল।

এক পা, দু'পা, তিন পা গিয়ে অন্ধকারে হেঁই ক'রে মাথায় এক গুঁতো। থেমে দেখ্‌লে, বিরাট্ এক গাছ, চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চটে গিয়ে গাছের গায়ে এক ঘুষি মেরে বল্‌লে, 'পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, হর্ণ্ দাও না কেন?'

গাছের ওপর থেকে কে বল্‌লে, 'কে কথা বলে ?'

—'আমি রাজপুত্র।'

—'আরে এস এস এস, উঠে এস। তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম।'

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সিঁড়ি বেয়ে রাজপুত্র উঠে গেল। দোতলার এক ডালে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ব্যাঙ্গমা শুয়ে আছে। বল্‌লে, 'এস ভাই, এস। তার পর, শরীরগতিক ভালো ত ?'

ময়লা ছেঁড়া কাঁথার বিছনা, গন্ধ ছাড়্‌ছে। কি আর করে, তারই এককোণে আলগোছে ব'সে পড়ে রাজপুত্র বল্‌লে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন আজকাল ?'

ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'আর ভাই থাকাথাকি, এখন গেলেই বাঁচি। ম্যালেরিয়ায় যা ধ'রেছে, শরীরে আর পদাৰ্থ নেই।'

রাজপুত্র চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লে। ব্যাঙ্গমী, বাচ্ছারা—কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বল্‌লে, 'এঁরা সব কোথায় ?'

—'কেউ নেই বাড়ীতে। বড় ছেলে বিদেশে চাকরি করে, গিন্নী আছেন তার ওখানে। ছোট ছেলে গেছে শ্বশুরবাড়ী। তামাকটুকু সেজে দেবার লোক নেই।'

কাজ গোছাতে হ'লে সবই করতে হয়।

রাজপুত্র বল্‌ল, 'কল্‌কে হুঁকো কোথায় ?'

ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'ঐ কোণে ত ছিল।'

কল্‌কে খুঁজে রাজপুত্র তামাক সেজে দিলে। তামাক খেয়ে-টেয়ে ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'তোমার হাতে ও কি ?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'রক্ত এনেছিলাম খানিকটা।'

ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'কিন্তু রক্ত ত এখন দরকার নেই। ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে। নাতিপুতি এখনও হয়নি।'

যাচ্চলে। রাজপুত্র বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, 'সে-কথা আগে বল্‌লেই হ'ত !'

—'কি হ'ত ?'

—'আঙ্গুলটা কাট্‌তাম না তা হ'লে। তামাক লেগে ঘা টাটাচ্ছে।'

—'আঙ্গুল কেটেছ বুঝি। আহা, নিয়ে এস একটু থুতু লাগিয়ে দিই।' 'টিংচার আইডিন গাছে নেই কিনা।'

থুতু ! নাক মুখ সিঁটকে রাজপুত্র হাত বাড়িয়ে দিলে।

হোয়াক্ থু ক'রে ব্যাঙ্গমা ইয়া বড় এক ডেলা থুতু তুল্‌লে। তুলে তাই দিয়ে আঙুল যুড়ে

দিলে। চমৎকার, দেখে কে বল্‌বে রিপু করা ! রাজপুত্র খুসী হ'য়ে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'তা এই রাতে কেন এসেছ ত বল্‌লে না !'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'ব'লে আর কি হবে ? ছেলেরা নেই, আপনারও ত দেখছি অসুখ।'

—'আহা, বলই না। শুন্‌তে ত আর দোষ নেই।'

—'তা নেই। এসেছি, রাক্ষসের দেশে যাব। অরেঞ্জ পিকো আনতে হবে।'

—'তবেই হয়েছে। উড়ব যে সে শক্তিই নেই। একে জ্বরে ভাজাভাজা, তায় পাখার স্প্রিংয়ে গেঁটেবাত ধরেছে। বুড়ো হয়েছি ত এখন।'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'যাক্ গে, কি আর কর্‌ব, হেঁটেই চলে যাই।'

ব্যাঙ্গমা ভেবে বল্‌লে, 'হেঁটে ত যেতে পার্‌বে না, অনেক দূর। তা এক কাজ কর না। সাইকেল চড়্‌তে জান ?'

—'ভালো জানি নে। একটু একটু শিখেছি। যদি আছাড় খাই ?'

—'খেলেই বা। কেউ ত দেখ্‌তে পাচ্ছে না। তেপান্তরের মাঠে জন-মানুষ নেই।'

তা বটে। কেউ যদি দেখে ফেলে তবেই লজ্জা। নইলে আর আছাড় খেতে দোষ কি ? রাজপুত্র বল্‌লে, 'আচ্ছা।'

ব্যাঙ্গমা বল্‌লে, 'তবে যাও, সিঁড়ির ঠিক নীচেয় সাইকেল পাবে। ছোট ছেলে বিয়েয় পেয়েছিল, চড়ে-টড়ে না, পড়েই থাকে। ফেলে রেখে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি নিয়ে যাও।'

ব্যাঙ্গমাকে নমস্কার ক'রে রাজপুত্র গাছ থেকে নেমে এল।

মন্ত্রপূত র‍্যালে সাইকেল, চ'ড়ে বস্‌তে না বস্‌তে হু-হু ক'রে ছুটে চল্‌ল। প্যাডেল করতে হয় না, হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে হয় না, খালি চেপে ব'সে থাকলেই হ'ল। মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে, নদী-নালা লাফিয়ে, পাহাড় টপ্‌কে সাইকেল গিয়ে একেবারে সেই রাক্ষসপুরীর দোরে থাম্‌ল।

রাত তখন ন'টা বাজে। রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই চর্‌তে বেরিয়ে গেছে। এক লেবু-ঝোপের মধ্যে সাইকেলখানাকে লুকিয়ে রেখে রাজপুত্র পুরীর মধ্যে ঢুক্‌ল।

যা ভেবেছিল ঠিক, অত বড় সাতমহলা পুরী, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। থাকবে না সে ত জানা কথাই। এখন রাজকন্যা গেল কোথায় ? তাকে খুঁজে না বার করলে ত চলবে না।

রাজপুত্র খুঁজে খুঁজে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

এ-ঘর সে-ঘর, এ-মহল সে-মহল করে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে তিন-তলার এক ঘরে গিয়ে রাজকন্যার দেখা মিল্‌ল।

দুধের ফেনার মত তুল্‌তুলে নরম আর শাদা বিছানার ওপর ফার্ষ্ট ক্লাশ রামধনু-রঙা জাপানী

ছিটের বালিশ মাথায় দিয়ে রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে। টকটকে কাঁচা সোনার রং, তেমনি মুখের শ্রী-ছাঁদ, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। আর ঘুমোবার ভঙ্গীটিই বা কী সুন্দর—একেবারে বই থেকে অবিকল টানা মুখস্থ। দেখে দেখে রাজপুত্রের মনে হ'ল, ঘুমের কোশ্চেনটায় রাজকন্যা দশের মধ্যে দশ নম্বরই পেয়ে যাবে।

কিন্তু, এখন খালি তার ঘুমোলে ত চল্‌বে না। ভোর রাত্রে রাক্ষসেরা ফিরে আস্‌বে, তার মধ্যে কাজ সারা চাই। রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে হচ্ছে। সোনার কাঠিটা কোথায় গেল?

রাজপুত্র খুঁজতে লাগ্‌ল। টেবিলে, ড্রয়ারে, আলমারির মাথায়, মশারির ছাতে, বালিশের তলায়—কোথাও নেই। খুঁজে খুঁজে শেষে একেবারে বিছানার সতরঞ্চি তুলে তার তলা থেকে বেরুল সোনার কাঠি। সোনার নয় কিন্তু। কাগজের, মস্ত বড় ভারী বই, পিজবোর্ডের মলাট, রঙিন ছবি। চমৎকার ছাপা, চমৎকার বাঁধাই। ব্যস্‌, আর যায় কোথা, বই খুলে রাজপুত্র পড়্‌তে বসে গেল। বই পড়া তার রোগ-বিশেষ, পেলে আর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না।

খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে···পড়্‌ছে।

রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে, আর তার শিয়রে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে ব'সে রাজপুত্র বই পড়্‌ছে। একটা গল্প পড়া হ'য়ে গেল। দু'টো গল্প। তিনটে। পড়্‌তে পড়্‌তে রাজপুত্রের ঝিমুনি এল। ঝিমুতে ঝিমুতে যেই টাল খেয়েছে অমনি হাত ফস্‌কে সেই দেড়সেরি সোনার কাঠি ঠকাস্‌

ক'রে রাজকন্যার মাথার ওপর। 'উঃ কে রে পাজি!' ব'লে রাজকন্যা লাফিয়ে উঠ্‌ল। তারি পর রাজপুত্রকে দেখেই জিভ কেটে লজ্জায় অধোবদন।

রাজপুত্র বল্‌লে, 'ভয় পেয়ো না কন্যা, আমি রাজপুত্র।'

রাজকন্যা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, ভয় পাই নি, লজ্জা পেয়েছিলাম; না জেনে গাল দিয়ে ফেল্‌লাম কিনা!'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'গাল দিয়েছ? কই শুনতে পাই নি ত!' শুনতে সে ঠিকই পেয়েছে। কিন্তু এ রকম 'পরিস্থিতি'তে এক-আধ লাইন মিথ্যে বলায় পাপ নেই।

রাজকন্যা তার পাশে পা ঝুলিয়ে বস্‌ল। বল্‌লে, 'আমার ওপর রাগ ক'র নি?'

—'রাগ কেন কর্‌ব? আমি ব'লে তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে এলাম। তোমার সঙ্গে আমার ভাব।'

—'ভাব। কিন্তু আমাকে উদ্ধার কর্‌তে এলে কি? কি হয়েছে আমার?'

রাজপুত্র ভাবলে, বলি। আহা, রাক্ষসেরা মায়ামন্ত্রে ওকে সব কথা ভুলিয়ে রেখেছে! আবার ভাবলে, থাক্‌, বল্‌ব না। ছেলেমানুষ, জানলেই ত ভয় পাবে।

তার পর ভাবলে, আচ্ছা, একটু কৌশল ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে দেখিই না, জানে কিনা।

রাজকন্যা বল্‌লে, 'কথা বল্‌ছ না যে? কি ভাব্‌ছ?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'কিচ্ছু না। আচ্ছা, তোমার বাবা, তোমার মা, এঁরা সব কোথায়?'

রাজকন্যা বল্‌লে, 'বাবা য়্যাসেম্বলিতে গেছেন।'

—'য়্যাসেম্বলি? সে কা'কে বলে?'

—'কোথাকার বোকা তুমি! বাঙাল বুঝি?'

—'বাঙাল মানে?'

—'কিচ্ছু না। য়্যাসেম্বলি হচ্ছে যেখানে ব'সে সব আইন তৈরী হয়। খবরের কাগজ পড় না?'

—'ও, রাজসভা? তাই বল।'

—'ওই হ'ল। আর মা গেছে মামার বাড়ি। আমার সামনে সেকেণ্ড টার্মিনাল কিনা, তাই আমায় নিয়ে যায় নি।'

বেচারি! এই সব মিথ্যে কথা ব'লে ব'লে ওকে ভুলিয়ে রাখা হ'য়েছে। আচ্ছা, রাজপুত্রও দেখে নেবে। এর যদি না শোধ নেয় ত তার নামই নয়।

রাজকন্যা বল্‌লে, 'তুমি কে ত বল্‌লে না?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'বল্‌লাম যে, রাজপুত্র।'

—'কোথাকার রাজপুত্র ?'

—'আছে। অচিন দেশের।'

—'অচিন'? ভূগোল বইয়ে ত নাম পাই নি! চায়না নয় ত? বা ইণ্ডোচায়না ?'

—'না।'

রাজকন্যা উঠে গিয়ে ভূগোল বই নিয়ে এল। পৃথিবীর ম্যাপ্ খুলে বল্‌লে, 'দেখিয়ে দাও না, কোন্ জায়গাটা তোমার দেশ ?'

নাঃ, মেয়েটা বড্ড ডেঁপো। ও এটা কি পরীক্ষার হল্ পেয়েছে? না রাজকন্যা তার হেড্‌মাষ্টার? রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, 'ম্যাপে নেই।'

—'কেন? ও, বুঝেছি। খুব ছোট রাজ্য বুঝি, তাই। না?'

—'না। খুব বড় রাজ্য, ম্যাপে ধরে না। তাই।'

—'ও!'

আবার বল্‌লে, 'এখানে তুমি এলে কি ক'রে ?'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'উঃ আসতে কি একটু কষ্ট? এ ঘর খুঁজেছি ও ঘর খুঁজেছি—একতলা আর দোতলাটা সমস্ত ঘুরেছি তবে না এইখানে এসে পেলাম তোমাকে!'

—'এ মা, একতলা দোতলাতে গিয়েছিলে? সেগুলোয় ত সব ভাড়াটেরা থাকে!'

—'তা;আমি কি ক'রে জান্‌ব? দেখ্‌লাম না ত কাউকে!'

—'ও, তারা আজ সিন্‌মাতে গেছে, বয়েজ টাউন দেখতে।'

—'তা যাক্, তুমি আর দেরি কোরো না ত। ওঠো।'

—'কোথায় উঠব ?'

—'বল্‌লাম যে, আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। মানে রাক্ষসরা সব আছে না?'

—'রাক্ষস!'

—রাজকন্যা যেন খুব বিস্মিত হ'ল শুনে। তার পর বল্‌লে, 'ওহো, বুঝেছি। বইটার কথা বল্‌ছ ত? কিন্তু রাক্ষস ত নেই ওতে! রাক্ষসের গল্প এখন আর কেউ পড়ে না। ভূতের গল্প আছে একটা।'

নাঃ, একে কিছু বোঝানো শক্ত। একেবারে নিরেট মাথা। যাক্, আপাততঃ উদ্ধার ত করা যাক্, বুঝিয়ে পরে দিলেই চল্‌বে।

রাজপুত্র বল্‌লে, 'যাক্ গে রাক্ষস। তা এটাকে সতরঞ্চির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? সোনার কাঠি ত থাকে বালিশের তলায়!'

—'হ্যাঁঃ, যেমন তোমার বুদ্ধি। বালিশের তলায় রাখি আর পিসীমা এসে ধরে ফেলুক। বল্‌লাম না এগ্‌জামিন সাম্‌নে ?'

কি-যে মাথামুণ্ডু সব বলে, বোঝাই যায় না ছাই। রাজপুত্র বল্‌লে, 'যাক্। তা সোনার কাঠি ত এ রকম ক'রে বানিয়েছে কেন? নাম না লেখা থাকলে ত চিনতামই না দেখে।'

—'ও নতুন এডিশনে ঐ রকম করেছে।'

—'ধ্যেৎ, বাজে। কাগজের নাকি সোনার কাঠি হয় কখনো?'

—'বা রে, তবে কিসের হবে শুনি? সত্যি সোনার ?'

—'না ত কি আনারসের ?'

—'তবেই হয়েছে। সোনার এখন দাম কত, জান? ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা ক'রে ভরি।'

ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা! রাজকন্যার যা নাদুসনুদুস দেহ, পাকা সওয়া মণ ওজন হবে। সওয়া মণে হ'ল গিয়ে তা হ'লে পঞ্চাশ সের—তার মানে পঞ্চাশ সের ইন্টু আশি ভরি ইন্টু ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা।

রাজপুত্র মনে মনে হিসেব করতে লাগ্‌ল। মস্ত বড় অঙ্ক হয়ে পড়ে, খানিক দূর হ'য়ে খালি গুলিয়ে গুলিয়ে যায়।

রাজকন্যা বল্‌লে, 'আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? আমার গায়ের রঙ্? এটা আসল সোনা নয়, 'রোল্‌ড্ গোল্ড্।'

—'রোল্‌গোল্ড্? সে কা'কে বলে ?'

—'কোথাকার বাঙাল এটা! কত বয়স তোমার তাই শুনি? কোন্ ক্লাশে পড়?'

কেন, সে খোঁজে রাজকন্যার কি দরকার? রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, 'তোমার বয়স কত ?'

রাজকন্যা পিঠ টান ক'রে বল্‌লে, 'দশ বচ্ছর।'

রাজপুত্র বুক চিতিয়ে বল্‌লে, 'আমার বারো। এবার ?'

রাজকন্যা বল্‌লে, 'মোট্টে ত দু'বছর। আমার চেয়ে তুমি এই এত্তটুকুন্ মোটে বড়।' বাঁ হাতের বুড়ো-আঙুল আর তর্জ্জনীর মধ্যে সিকি ইঞ্চি প্রমাণ ফাঁক ক'রে রাজকন্যা রাজপুত্রকে দু' বছরের মাপটা দেখিয়ে দিলে।

রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, 'তবু ত বড়।'

রাজকন্যা বল্‌লে, 'ওকে বড় বলে না।'

রাজপুত্র দুম্ ক'রে খাটে শুক কিল মেরে বল্‌লে, 'বলে।'

—'আচ্ছা, বলে ত বলে।' রাজকন্যা এক ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলে। 'এবার সর, বাবা এলেন, দেখে আসি।'

—'বাবা এলেন? তোমার বাবা?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, নয় ত কার বাবা আবার? শুন্‌লে না গাড়ির শব্দ হ'ল।' রাজকন্যা বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজপুত্র তার জামা টেনে ধর্‌ল। বল্‌লে, 'দাঁড়াও, আগে আমি লুকিয়ে নিই।'

রাজকন্যা বল্‌লে, 'আঃ কি আপদ্! লুকোবে কেন তুমি? বই পড় না ব'সে ব'সে। ফ্যান্‌টা খুলে নাও।'

রাজপুত্র বল্‌লে, 'না না, তুমি জান না, তুমি জান না, আমাকে লুকোতে হয়। তুমি চট্ করে বলে দাও ত শিবমন্দিরটা কোথায়।'

—'শিবমন্দির? শিবমন্দির কি হবে?'

—'বা, সেইখানে বেলপাতার গাদার ভেতর আমি লুকাব যে!'

—'সে কি! লুকোবে কেন?'

—'তাই নিয়ম। বেলপাতাগুলো বেশ টট্‌কা আছে ত? পচা পাতার গন্ধ আমি মোটে সইতে পারি নে।'

—'কিন্তু শিবমন্দির ত নেই।'

—'শিবমন্দির নেই মানে?'

—'নেই মানে নেই। মানে কি আবার?'

—'কিন্তু সে না থেকেই যে পারে না। সব গল্পে থাকে, এখন তুমি নেই বল্‌লেই আমি শুন্‌ব? তুমি চেন না তাই বল।'

—'বেশ ত মজা। আমাদের বাড়ীতে, আর আমি চিন্‌ব না! ছাড় ছাড়, বাবা ডাক্‌ছেন।'

বিপদ্ আসন্ন। রাজপুত্রের উত্তেজনায় রক্ত চড়ে গেছে। জামাটা শক্ত করে ধ'রে রেখে বল্‌লে, 'চেন না ত বল্‌লেই পার।'

—'আঃ, বল্‌ছি নেই।'

—'নেই অমনি বল্‌লেই হ'ল! তা হ'লে বল্‌লেই পার তোমাদের রাজপুরীতে দীঘিও নেই, তাতে জল নেই, সেই জলের তলায় স্ফটিকের স্তম্ভ নেই, সেই স্তম্ভের মধ্যে সোনার কৌটা নেই, কৌটার মধ্যে ভ্রমরা-ভ্রমরী নেই, তাদের মধ্যে রাক্ষসদের প্রাণ নেই—এসব কিছুই নেই, কেমন? বল না, বল তাই।'

রাজকন্যা অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে, 'তোমার কি মাথার অসুখ আছে? বলছ কি এ সব পাগলের মত?'

—'আজ্ঞে ঠিক কথাই বল্‌ছি। বলি পড়াশুনা কিছু কি করা হয় বাবুর? না ব'সে ব'সে খালি গেলাই হয় আর কোলাই হয়?'

—'তার মানে?'

—'মানে আবার কি! 'ঠাকুমার ঝুলি' খানা পড়া হয়েছে একবারও?'

—'ঝুলি পরতে যাব কেন? বা রে! কেন, আমার ফ্রক্ নেই?'

—'আঃ, সে ঝুলি নয়, বই, বই।'

—'ও বাবা! রাজকন্যার দু'চোখ গোল গোল হ'য়ে উঠল: 'বইয়ের নাম বুঝি ঝুলি!'

—'কেন, ঝুলি হ'লে দোষটা কিসের?' রাজপুত্র এবারে তেড়ে উঠল। 'বইয়ের নাম কাঠি হ'তে পারে, আর বইয়ের নাম ঝুলি হ'তে পারে না, না? বইয়েতেও গল্প থাকে, ঝুলিতেও গল্প থাকে। কাঠির সঙ্গে বইয়ের মিল কোন্‌খানটাতে, তাই শুনি?'

—'যা-যাঃ, যত বাজে কথা।' ব'লে রাজকন্যা পেছন ফিরে দাঁড়াল।

—'বাজে কথা? ভূতের গল্প প'ড়ে প'ড়ে আস্ত একটা ভূত হ'য়ে গেছ আর কি। এই নাও, দেখ।'

ওভার-কোটের পকেটে হাত পূরে রাজপুত্র ফস্ ক'রে তার 'ঠাকুরমার ঝুলি'খানা বার ক'রে ফেল্‌লে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার গায়ে ওভারকোট ছিল না। কিন্তু রাগের মাথায় কি আর সে সব কথা মনে থাকে? বইটা রাজকন্যার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, 'দেখুন। চেনেন? দেখেছেন কোন দিন?'

রাজকন্যা বইটাকে উল্টেপাল্টে দেখলে। তার পর নাক সিঁটকে বল্‌লে, 'ছেঁড়া।'

রাজপুত্র সগর্ব্বে বল্‌লে, 'ছেঁড়াই ত। ভালো বই-ই ছেঁড়া হয়। যে বই লোকে টানাটানি ক'রে একশ'বার ক'রে পড়ে তাই-ই ছিঁড়ে যায়। চিরকাল চক্‌চকে আস্ত থাকে ত সব বাজে বই, যা কেউ ছোঁয় না।'

—'ছাই জান তুমি। ঠকুরমার ঝুলি না হাতী, কোন্ ডাষ্ট্‌বিন থেকে এক পচা ধ্যাৎলা বই কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস্ ক'রে রাজকন্যার গালে এক চড়।

চড় মেরে রাজপুত্র বল্‌লে, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, লেখাপড়া কিচ্ছু করিস্ নে তাই বল্। নইলে ঠাকুরমার ঝুলি চিনিস নে, তাকে বলিস পচা, ধ্যাৎলা বই!'

আর যায় কোথা? হাঁউ মাউ খাউ ক'রে নখদন্ত খিঁচিয়ে এক লাফে রাজকন্যা রাজপুত্রের ঘাড়ে। খিম্‌চে, কাম্‌ড়ে তাকে একেবারে অস্থির ক'রে দিলে।

রাজকন্যা নাদুস-নুদুস যেন হাতীর বাচ্ছাটি, আর রাজপুত্র জ্বোরো-রুগী—পার্‌বে কেন

তার সঙ্গে ? তায় রাজকন্যা সবলা হ'লেও নারীজাতি, রাজপুত্র তার গায়ে হাত তুলতে পারে না। সে খালি কোনো রকমে রাজকন্যার মার এড়িয়ে আত্মরক্ষা করছে। এরই মধ্যে লড়তে লড়তে এক সময় চেয়ে দেখে, সর্ব্বনাশ ! তার চোখের সামনেই রাজকন্যার মুখটা বদ্‌লে বদ্‌লে বীভৎস বিতিকিচ্ছি হ'য়ে যাচ্ছে—যেন রাক্ষসের মুখ !

তাই বল, এটা রাজকন্যা নয়, রাক্ষুসী। বইয়েতে এ রকম লেখা ছিল না। কিন্তু এখন রাজকন্যাই যদি না থাকল তবে কার জন্যে আর কষ্ট স'য়ে রাক্ষস মারা ?

এক ধাক্কায় সে রাজকন্যা-রাক্ষুসীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে দৌড় মারলে।

দৌড় দৌড় দৌড়। আগে আগে রাজপুত্র, পেছনে পেছনে রাজকন্যা রাক্ষুসী। ধুমসী হ'লে হবে কি, মেয়েটা ছুটতে পারে ঘোড়ার মত। ওদিকে রাজপুত্রের পায়ের তলায় মাটি কেবলই স'রে স'রে যাচ্ছে, যতই প্রাণপণ দৌড়োয় যেখানকার মানুষ সেইখানেই—এক পা-ও সামনে এগোয় না। রাজকন্যা ওদিকে এসে পড়েছে, ধ'রে ফেলে আর কি। বেগতিক দেখে রাজপুত্র শূন্যে লাফ মারল। মেরেই দেখে, বাঃ, বেশ ত সে উড়তে পারছে ! দু'টো হাত দিয়ে ডানার মত ক'রে হাওয়া টেনে সে উড়ে এগিয়ে চল্‌ল—ঠিক যেন 'এঞ্জেল'। রোগা রোগা হাত দু'টোতে অবশ্য বেশি হাওয়া টানা যায় না ; হাত দুটো পাখার মতো চ্যাপ্‌টা হ'লে ভালো হ'ত। কিন্তু যা নেই তা নেই, দুঃখ ক'রে কি হবে ?

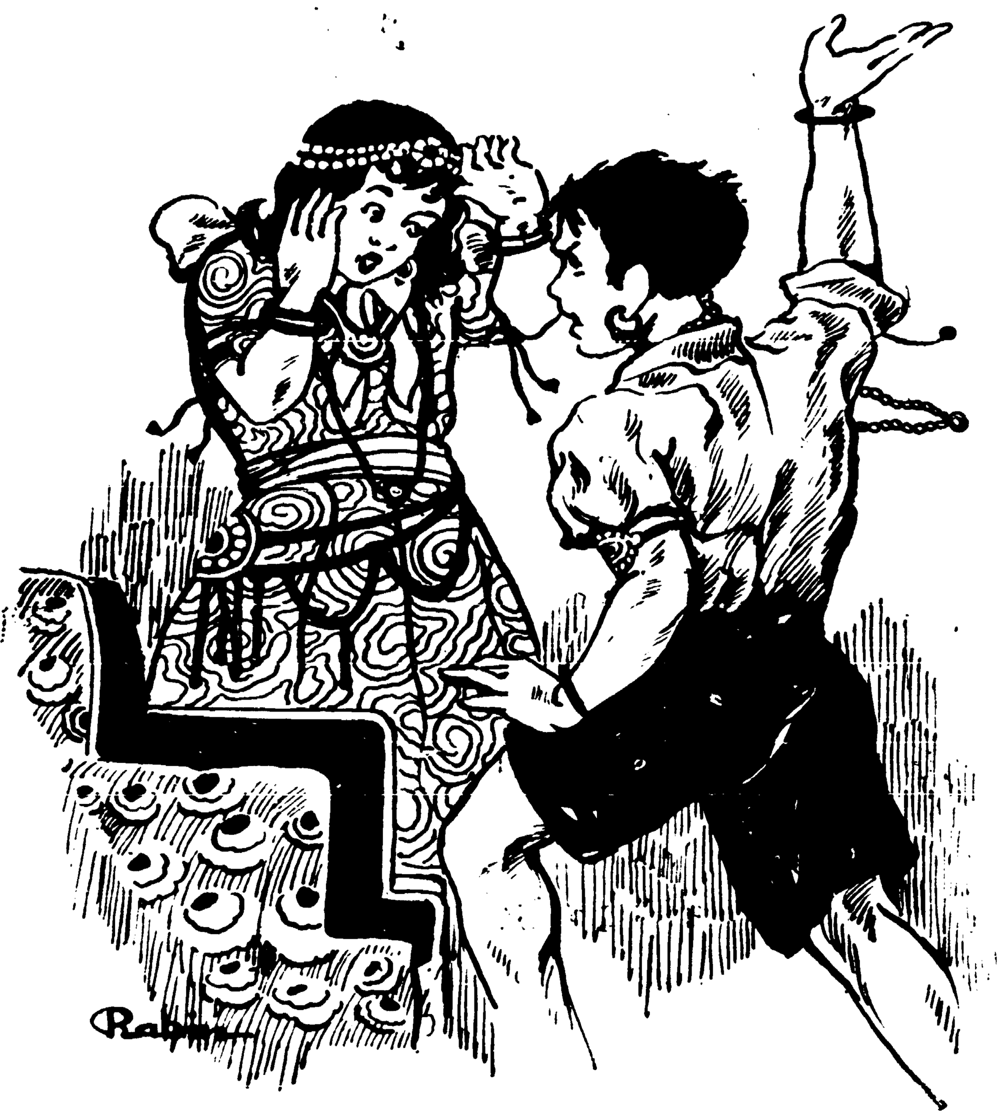

এক চড়

অনেকক্ষণ রাজপুত্র উড়ল। তার পর তার হাত ক্রমে ভারী হ'য়ে এল। উপায় নেই, মাটিতে থেমে দম নিতেই হবে। আস্তে আস্তে রাজপুত্র মাটির দিকে নাম্‌তে লাগল। চেষ্টা করছে ওপরে উঠতে, হাতের জোরেই কুলোয় না।

'নাম্‌তে নাম্‌তে যেই তার পা মাটিতে ঠেকেছে অমনি পেছন থেকে রাজকন্যাও তার

শার্ট খাম্‌চে ধরেছে। ধরেই তার ঘাড়ের ওপর একটা ভয়ঙ্কর চিম্‌টি কেটে গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, 'এইবার ? এঁবার দিয়ে দিই ইঞ্জেক্‌শন্‌ ?'

ইঞ্জেক্‌শনের নামে পেট-মোটা সেনাপতি মশাইয়েরও ভিরমি লাগে। রাজপুত্র ত ছেলেমানুষ। ভয়ে সে চোখ বুজলে। তার পরই ভাবলে, ছিঃ, একটা মেয়েকে দেখে ভয় পাচ্ছি !

রাজপুত্র চোখ খুল্‌লে। খুলে দেখলে…এর পরের পাতাগুলো সব একদম ছিঁড়ে গেছে।

পৃথিবীতে জলযানের প্রথম আবির্ভাবের কাহিনীটা বোধ হয় অনেকটা এই ধরণেরই কিছু হবে :—

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে, দুটী দুষ্ট ছেলে একদিন এক পাহাড়ের উপর থেকে মস্ত একটা গাছের কাটা গুঁড়িকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলে নীচের দিকে, আর অমনি সেই গুঁড়িটা পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে ঝপাং করে গিয়ে পড়্‌ল পাহাড়ের তলায় এক হ্রদের মধ্যে।

কিন্তু গুঁড়িটা ডুবে তলিয়ে গেল না—ভেসে থেকে ধীরে ধীরে এদিক সেদিক্ ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছেলে দু'টি তখন সেটাকে তীরে ফিরিয়ে আনবার জন্য জলে নামল।

গুঁড়ি হস্তগত ক'রে ছেলে দুটার একটা এমনি খেয়াল বশতঃ গুঁড়িটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে চেপে বস্‌ল। তার পর আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌ল, বসা সত্ত্বেও সে গুঁড়ি সমেত দিব্যি 'নিরাপদে ভাসছে! ব্যাপার দেখে তার সঙ্গীটীও চেপে বস্‌ল গুঁড়িটার ওপর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা দেখলে যে জলের ভেতর প্যাডেলের মত হাত আর পা ছুঁড়ে নিজেদের ইচ্ছে মতই তারা গুঁড়িটাকে ঘোরাতে ফেরাতে সমর্থ হচ্ছে। তখন আর কি, দু'বন্ধুতে খুব খানিকটা হৈ-হৈ ক'রে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ল তখন তাদের সেই নতুন খেলনাটাকে তীরে এনে পরের দিনের খেলার জন্য বেশ করে লতা দিয়ে বেঁধে রেখে দিল।

এই কাঠের গুঁড়িটাই বোধ হয় জগতের আদিম জলযান, আর ঐ কৌতূহলী দু'টী দুঃসাহসী বালকই সম্ভবতঃ জগতের আদিম নাবিক! এ কিন্তু আজ বহু বহু যুগ আগের কথা—আমাদের এই পৃথিবীটা তখন ছিল যাকে বলে নেহাৎ শিশু।

যাই হোক, জলযানের ওই যদি প্রথম ধাপ হয়ে থাকে তা হ'লে তার পরের ধাপ হচ্ছে সম্ভবতঃ এই যে সেই হ্রদের বড় বড় মাছ বা কুমীরের হাত থেকে ছেলে দু'টীকে রক্ষা করবার জন্য তাদের বাবা একটু কষ্ট করে গুঁড়িটার মধ্যেটাতে একটা লম্বা গর্ত্ত করে দিল। জিনিষটা দাঁড়াল অনেকটা ডোঙ্গার মত। ছেলেরা তখন গুঁড়িটার খোলের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিব্যি আরামে হাত দিয়ে জল ঠেলে হ্রদের বুকে পরম নিশ্চিন্তে ঘোরা-ফেরা করতে সুরু করল।

কিন্তু সেই সুদূর অতীতে লোহার আবিষ্কার হয় নি। ছেলে দু'টীর বাবাকে হয়তো গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে অথবা পাথরের তৈরী কোন ধারাল অস্ত্রের সাহায্যেই গর্ত্তটা করতে হয়েছিল।

এর পর জলযানের উন্নতির বিভিন্ন ধাপগুলো আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

ধ'র, ঐ ধরণের মাঝ-খোদাই ডোঙ্গা যখন বেশ নিরাপদেই ভাসতে পারল তখন অনেকেই তাদের দেখাদেখি অসংখ্য ডোঙা তৈরী করে ফেলল। তখন তাদের মনে হ'ল যে কোন রকমে ডোঙ্গাটাকে ধরাধরি করে যদি স্রোতময়ী নদীর মধ্যে

নিয়ে গিয়ে ফেলা যায় তা হ'লে স্রোতের অনুকূলে ভেসে বহুক্ষণ ধরে তারা নৌকা-বিহার ত' করতে পারেই, সঙ্গে সঙ্গে নদীতে মাছও ধরতে পারে। কিন্তু গ্রাম থেকে নদী পর্য্যন্ত ঐ অত ভারী ডোঙ্গা ঘাড়ে করে আনাগোনা করা বেশ কঠিন কাজ; কাজেই তারা তখন আরো হাল্‌কা ধরণের জলযান তৈরী করায় মন দিল।

আমরা জানি প্রচীন কালের লোকেরা খুব সুদক্ষ শিকারী ছিল। তারা হরিণ, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি যে সব জীবজন্তু শিকার করত সেগুলোকে বয়ে নিয়ে যেত তাদের আড্ডায়—আর সেই সমস্ত শিকার-করা জীবজন্তুর মাংসই ছিল তখনকার লোকেদের প্রধান খাদ্য। তা ছাড়া সেই সব জীবজন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরী হ'ত তাদের সব রকম পোষাক আর তাঁবু। সরু ও হালকা কাঠ বা বাঁশের 'আড়া' (frame) তৈরী করে তার ওপর চামড়া বসিয়ে তখনকার লোকেরা চমৎকার বাসস্থান তৈরী করত। ঐ তাঁবু বানানোর কায়দাতেই তারা তখন নৌকো বানাতে সুরু করল; তাঁবুর আড়ার মতই নৌকোরও প্রথমে আড়া তৈরী করে তার ওপরে চামড়া বসিয়ে তারা দিব্যি হালকা ও দ্রুতগামী জলযানের সৃষ্টি করে ফেলল।

জলযানের আবির্ভাবের আদিকালে অনেকটা ঝুড়ির মত দেখতে খুব হাল্‌কা এক ধরণের নৌকো তৈরী করা হ'ত, তার নাম হচ্ছে "কোরাক্‌ল"। এই "কোরাক্‌ল" প্রাচীন কালের বৃটনরাই প্রথমে ব্যবহার করতে সুরু করে এবং আজও কোন কোন দেশের অনগ্রসর জাতের মধ্যে এবং আয়ারল্যাণ্ডের চাষী সম্প্রদায়ের কোন কোন দলের মধ্যে এ জিনিষটা প্রচলিত আছে দেখা যায়। কাদা আর চর্ব্বি দিয়ে চামড়ার ফুটো বা যোড়ের মুখ বন্ধ করে তারা এই ধরণের নৌকোর মধ্যে জল ঢুকতে দিত না।

তার পর এল লোহার যুগ। লোহা আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই লোহা ও অন্যান্য নানা রকম ধাতু থেকে নানা রকম অস্ত্র তৈরী হ'তে লাগল আর ঐ সমস্ত অস্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে নতুন ধরণের এবং আরো অনেক উন্নত ধরণের জলযানের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল। মানুষ দেখল যে ঐ সমস্ত অস্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে বড় বড় কাঠ কেটে, শক্ত করে আড়া তৈরী করে তার ওপরে চামড়ার বদলে পাৎলা তক্তা বসিয়ে দিব্যি নৌকো করা যায়।

এর পরই তারা বুঝতে পারল যে জলযানের গতি বাড়িয়ে জলের ওপর দ্রুত চলাচল সম্ভবপর করতে হ'লে জলযানের গঠনেরও কিছু পরিবর্ত্তন দরকার। এবং ওই কারণেই ভেবে-চিন্তে তারা সেই থেকে তাদের জলযানের সামনের দিক্‌টা সরু ও ছুঁচালো করে তৈরী করতে লাগল—যাতে ক'রে সহজেই জল কেটে জলযান এগিয়ে যেতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারী কড়িকাঠের মত নৌকোর মাঝ-বরাবর একটা বড় কাঠ বসিয়ে জলযানের উভয় দিকে সমভার করবার ধারণাও তখনই এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাচীনকালের নৌকোগুলোর খরস্রোতা চঞ্চল নদীতে সহজেই উল্টে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই জলযানের ঠিক পাশাপাশি বড় বড় ছুটো কাঠের পাল্লা বেঁধে দিয়ে তাদের জলযাত্রাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ করবার ব্যবস্থা হ'ল। ওই ধরণের দুই পাশে কাঠ-বাঁধা ডোঙ্গা আজও পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচলিত আছে।

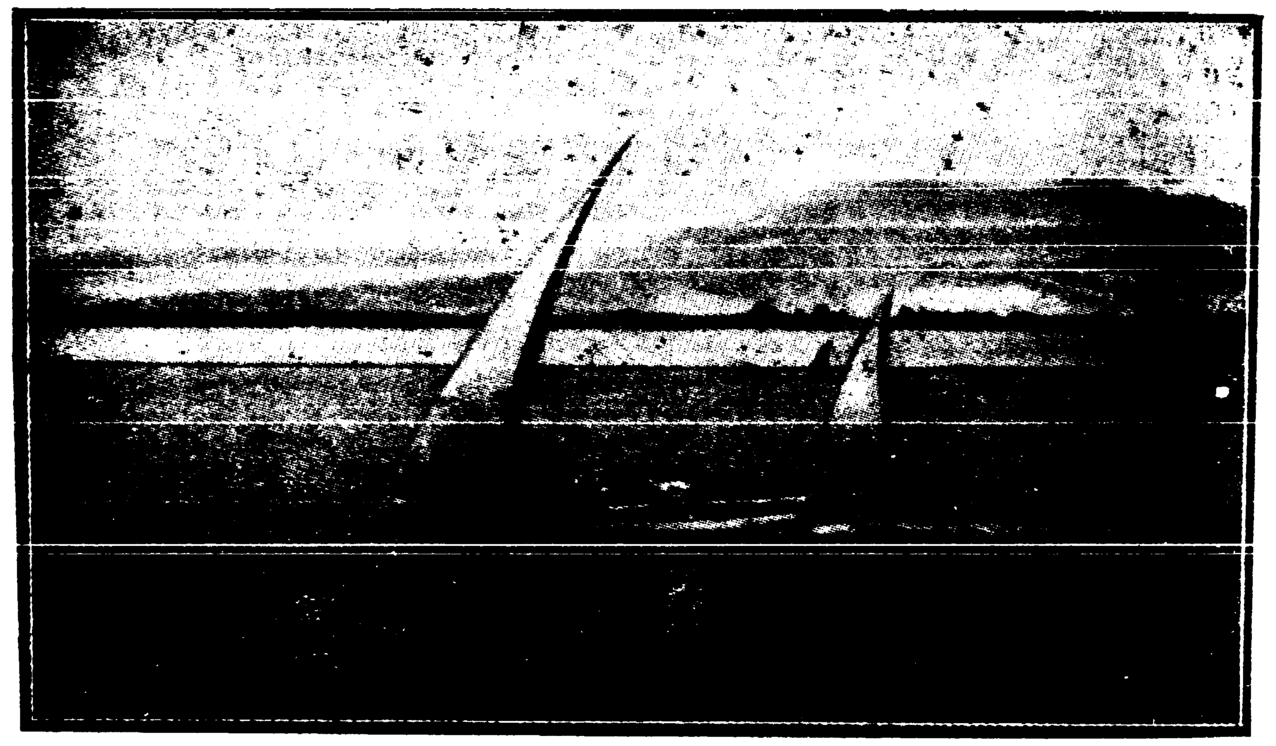

মিসর দেশের নৌকা

এর পর জলযানকে আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা—সমস্ত দিক্ দিয়েই বড় ও মজবুত করে তখনকার লোকেরা বাহির সমুদ্রে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। সুরু হ'ল জাহাজের পাটাতন তৈরী। ওই জন্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত যোগ বিয়োগ করা হ'ল তার ফলে বাহির সমুদ্রের শক্তিশালী তরঙ্গ ও তুফানের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি পেল তাদের জলযান।

সেই সময়ে পৃথিবীর নানাদিকে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল; সমুদ্রগামী বড় বড় জলযানের দাঁড় টানবার কাজে নিযুক্ত করা হ'ল এই সব ক্রীতদাসদের।

সুদৃঢ় মাস্তুল আর পাটাতনে সজ্জিত হয়ে, শক্তিশালী ক্রীতদাসদের প্রচণ্ড দাঁড় টানার ফলে সেই থেকেই জলযান প্রায় পূর্ণ পরিমাণে নিরাপদ ও দ্রুতগামী হয়ে উঠল। আর সেই থেকেই ঐ ধরণের জলযানকে আশ্রয় করে পৃথিবীর দিকে দিকে বিভিন্ন সমুদ্রে মহা পরাক্রমশালী নিষ্ঠুর জলদস্যুদের আড্ডা গড়ে উঠল। ওদেরই সাহায্যে অজানা অচেনা কত দেশ আবিষ্কৃত হ'ল, কত জাতি দূর দূরান্তের কত দেশ জয় করল—নানা জাতির মধ্যে সুবিস্তৃত সমুদ্রের বাধা ডিঙিয়ে বিভিন্ন রকমের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠল। ওই ভাবেই নরওয়ের ভাইকিংসরা (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান জলদস্যু) বৃটেনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, আর আফ্রিকা থেকে মূরেরা বিপুল বিক্রমে গিয়ে পড়ল স্পেনের ওপর।

প্রাচীনকালের ওই সমস্ত বিভিন্ন ধরণের জলযানের নমুনা ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি জায়গার মিউজিয়ামে সাজান আছে। বহু বহু বছর পরেও বালির তলা থেকে টেনে বার করে অনেক যত্নে তাদের সেখানে রাখা হয়েছে।

বৃটেনের লোকেরা দ্বীপবাসী বলে সাধারণতঃ নৌবিদ্যায় চিরকালই পারদর্শী। প্রাচীন ফিনিসীয়দের সংস্পর্শে এসে তারা এ বিদ্যায় আরও পটু হ'ল। রাজা য়্যালফ্রেডের সময়েও সেখানে এক বিরাট্ নৌবাহিনী ছিল ব'লে পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমে দিনের পর দিন জাহাজের নানা উন্নতি হ'তে লাগল, আকারেও জাহাজ ক্রমে বড় হ'তে লাগল। ইংল্যাণ্ডের রাজা "রিচার্ড দি লায়ন্-হার্টেড্" যখন ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য প্যালেষ্টাইনে যান তখন তাঁর সঙ্গে ছিল তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজ, তার এক-একটাতে নাকি ১৫০০ যাত্রী ধরত। অবশ্য বর্ত্তমানে দেড় হাজার যাত্রীবাহী জাহাজ একটা খুবই বড় হবে নিশ্চয়; কিন্তু তখন, সেই মধ্যযুগে, যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে এতখানি দৃষ্টি দেবার রীতি ছিল না বলে অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজেও হয়তো অত লোকের যাত্রা করা অসম্ভব হ'ত না।

এর পরই জাহাজ দেখা গেল ভূমধ্যসাগরের বুকে। তবে এ জাহাজ-গুলোর আকার বেশ একটু নতুন ধরণের, অনেকটা ঠিক দুর্গের মত! পূর্ব্বে কাঠের সাহায্যে যে রকমের দুর্গ তৈরীর প্রচলন ছিল এই জাহাজগুলোও দেখতে

ছিল অনেকটা সেই রকমের। জলের ওপর এগুলো যখন ভেসে বেড়াত মনে হ'ত যেন পুরাকালের এক-একটা কাঠের দুর্গ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ধরণের জাহাজ করার উদ্দেশ্য হ'ল সেই একই—অর্থাৎ জলে-স্থলে দেশকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা।

সেই সময়ে ভূমধ্যসাগরে ভয়ঙ্কর জলদস্যুর উপদ্রব ছিল। দস্যুরা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি তাদের ক্ষিপ্রগামী নৌকা চালনা করে অকস্মাৎ নিরীহ যাত্রীবাহী বা ব্যবসায়ীদের জাহাজের ওপর পড়ত, তারপর হত্যা ও লুঠতরাজ করে একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিত। সুদৃঢ় ও নিরাপদ দুর্গের মত জাহাজের আবির্ভাবের পর দস্যুরা আর ততখানি সুবিধা করে উঠতে পারত না। দুর্গ-জাহাজে এমন কতকগুলি গোপন ঘুলঘুলি তৈরী করা থাকত যার মধ্য দিয়ে জন কয়েক শান্ত্রী সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে পারত—কোনও শত্রু আসছে কিনা। শত্রুর দেখা পেলে আগে থেকেই প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করা যেত।

সমুদ্রগামী প্রাচীন হিন্দু জাহাজ

এখনও অনেক জাহাজের সামনেটাকে "দুর্গমুখ" বলা হয়। তা ছাড়া জাহাজের সামনেটাকে অন্যান্য অংশের চেয়ে কিছু উঁচু করে গড়াও সেই প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন কালে এইখানেই থাকতে হ'ত জলযানের পরিচালককে; এখনও অনেক সমুদ্রগামী জাহাজে কাপ্তেন আর ছোট ছোট ষ্টীমারএর সারেংএর স্থান ওইখানেই। আর একটা কথা, সেকালের অনেক জাহাজে পাল টাঙ্গানোর জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাস্তুলের ওপর বেশ খানিকটা উঁচুতে তৈরী করা থাকত একটা খাঁচা; আর তার মধ্যে এক-একজন তীরন্দাজ বসে থাকত শত্রুদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। কোন শত্রু যদি কোন জাহাজের

কাছাকাছি আসতে সমর্থ হ'ত তা হ'লে প্রথমেই তারা এই খাঁচার তীরন্দাজকে বা জাহাজের সারেংকে তীর মেরে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করত।

এতক্ষণ বিদেশী জলযানের কথাই বললাম। আমাদের দেশেও প্রাচীন হিন্দুরা নৌবিদ্যায় অদ্ভুত রকম হাত পাকিয়েছিলেন। সে কথা তোমাদের আর একদিন শোনাবার ইচ্ছে রইল। তা ছাড়া আজকালকার যুগে জলযানের কি রকম অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে সে কথাও একদিন বলা যাবে।

শহর ও গ্রাম

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

রূঢ় খর রোশনাই লাগে না ক' ভাল,
দীন ভালবাসি ক্ষীণ প্রদীপের আলো।
আঁধারেতে পায় মন
দেবতার পরশন,
পরিহরি দূরে জাঁক-জমক রঙালো।

ঘন জন-কোলাহল, জনতার ভিড়
গর্ব্ব জাগায় মনে উঁচু করে শির।
সেথা দেব-অঙ্গনে
রহি যে আপন মনে,
চারিদিকে ঘিরে রয় দীনতা নিবিড়।

শব্দ সহিতে এত পারে নাক' কান,
ছবি, আলো, গানে করে আন্‌চান্‌ প্রাণ।
সেথা দেবতারে স্মরি
হরিগুণ গান করি,
ধীরে ধীরে তন্দ্রায় মুদি দু'নয়ান।

সংযত সংহত কায়মনোবাক্
দেবতা শুনিতে পায় হৃদয়ের ডাক।
স্বর্গ মরতে হায়
ব্যবধান কমে যায়,
গায়ে ঝরে পারিজাত ফুলের পরাগ।

বুঝি আমি প্রতিভা ও গরিমার দাম,
বৃহৎ, মহৎ, সৎ শহরে প্রণাম।
সেথা রহে ধনী, মানী,
দেশনেতা, গুণী, জ্ঞানী,
জানি তবু অভিমানী ভালবাসি গ্রাম।

বিপদ্-নাট্যের ছুটি দৃশ্য

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে ছোট ছোট এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা বর্ণনা করলে গল্পের আসরে নিতান্ত মন্দ শোনায় না। বার-কয়েক আমিও এমনি ঘটনা-বিপ্লবে পড়েছিলুম, অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। আজ গুটি-দুয়েক ঘটনার কথা তোমরা শোনো। কিন্তু মনে রেখো, এ ছুটি সত্য-সত্যই, সত্য ঘটনা!

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল বছর ষোলো আগে, দেওঘরে। সপরিবারে হাওয়া খেতে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম উইলিয়মস্ টাউনে। আমাদের বাসা ছিল ওদিক্কার শেষ বাড়ীতে। তারপরই মাঠ আর বন, তারপর নন্দন পাহাড়।

পূর্ণিমা। নন্দন পাহাড়ের উপরে একলাটি ব'সে ব'সে দেখলুম, পশ্চিমের আকাশকে রঙে ছুপিয়ে সূর্য্য নিলে ছুটি। তারপর কখন্ যে বেলাশেষের আলোর সঙ্গে ঝর্‌ঝরে চাঁদের আলো মিলে অন্ধকার আসার পথ বন্ধ ক'রে দিলে, কিছুই জানতে পারি নি। মিষ্টি জ্যোছনায়

চারিদিক্ হয়ে উঠল স্বপ্নলোকের চিত্রশালার মত। মনের ভিতর থেকে বাসায় ফেরবার জন্যে কোন তাগিদ এল না।

কিন্তু হুকুম এল বাহির থেকে। বোধ করি অন্ধকারই ষড়যন্ত্র ক'রে হঠাৎ একরাশ কালো মেঘকে দিলে আকাশময় ছড়িয়ে, চন্দ্রালোক হ'ল তাদের মধ্যে বন্দী। যদিও অন্ধকার খুব গাঢ় হ'ল না, তবু রাত্রির রহস্যের ভিতরে চিত্রজগৎ গেল অদৃশ্য হ'য়ে। কবিত্বের খেয়াল ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে ধরলুম বাসার পথ।

হাঁটতে হাঁটতে উইলিয়মস্ টাউনে এসে পড়েছি, ঐ তেমাথাটা পার হ'লেই বাসার পথ। তেমাথা পার হয়ে বাসায় গিয়ে পৌঁছতে দেড় মিনিটের বেশী লাগে না।

কিন্তু ঠিক তেমাথার পথ যুড়ে ব'সে আছে কে ও? যদিও অন্ধকারে তার চেহারা বোঝবার উপায় ছিল না, তবু সে যে মানুষ নয় এতে আর সন্দেহ নেই। কুকুর? উঁহু, কুকুর অত-বড় হয় না। কালো গরু কি মোষ? না, তাও তো মনে হচ্ছে না! আমার কাছ থেকে হাত-পনেরো তফাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছে, অন্ধকারের চেয়ে কালো এক পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত,—এবং দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে তার দু-দুটো দুষ্ট, হিংসুক চক্ষু!

হাতে ছিল এক গাছা বাবু-ছড়ি—অর্থাৎ যার দ্বারা ইঁদুরও বধ করা যায় না। তবু সেইটেকেই মাটিতে ঠুকে ঠকাঠক্ শব্দ ক'রে বললুম, "এই! হট্, হট্!"

ভয় পাওয়া দূরে থাক—অন্ধকার-মূর্ত্তিটা আমার দিকে আরো কয় পা এগিয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে প'ড়ে নীরবে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাত্রে তার বেপরোয়া নীরবতাকে ভয়ানক ব'লে মনে হ'ল। ওটা কি জানোয়ার? ও কি আমাকে খাবার ব'লে মনে করেছে?

বুকের মধ্যে সুরু হয়েছে তখন রীতিমত কাঁপুনি। তবু বাইরে কোন রকম ভয়ের ভাব না দেখিয়ে পকেট থেকে বার করলুম সিগারেটের কৌটো। ধাঁ ক'রে মাথায় কি বুদ্ধি এল, একসঙ্গে দুটো সিগারেটে অগ্নিসংযোগ ক'রে খুব-বেশী হুস্-হুস্ শব্দে টানতে লাগলুম! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু টানের পর টানের আর বিরাম নেই।

দুই সিগারেটের আগুন আর ধোঁয়া দেখে জানোয়ারটা কি ভাবলে জানি না, কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে তেমাথা পার হয়ে আরো খানিক দূরে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল, তার পর সেই ভয়ানক দপ্-দপে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। বোধ হয় সে কিঞ্চিৎ ভড়্‌কে গেছে; বোধ হয় সে কখনো একটা মানুষের মুখে দুটো জলন্ত জিনিষ দেখে নি।

আমি বুঝলুম, এই আমার সুযোগ। প্রাণটি হাতে ক'রে দুটো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি অগ্রসর হলুম—তাকে যেন গ্রাহ্যই করি না এমনি ভাব দেখিয়ে।

তেমাথার মোড় ফিরে বাসার পথে পড়লুম। কয়েক পা চ'লে মাথাটি একটু ফিরিয়ে আড়চোখে দেখলুম, সেই মস্ত বড় কালো জন্তুটা আবার আমার অনুসরণ করছে। আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখে সে বোধ করি বুঝতে পেরেছে, আমার মুখে একাধিক আগুন থাকলেও তার পক্ষে আমি বিপদ্‌জনক নই!

আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। প্রাণপণ বেগে ছুটতে সুরু করলুম। জন্তুটাও তখন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল কি না জানি না। কারণ আমি আর ফিরে তাকাই নি। বাসাবাড়ীর সদর-দরজার দিকে গেলুম না, কারণ দরজা হয়তো ভিতর থেকে বন্ধ আছে এবং খুলতে দেরি হ'লে পিছনের জানোয়ারটা হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে আমার ঘাড়ের উপরেই এসে পড়তে পারে। অতএব লম্বা দৌড়ে চার-পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে এসে পড়লুম বাসার পাঁচীলের সামনে এবং তারপর একটিমাত্র লাফে পাঁচীল টপকে একবারে ভিতরকার উঠানে।

তোমরা আমার ছোট ছোট বন্ধু, এবং বন্ধুদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জীবনে আর কখনো আমি সেদিনকার মত ভয়ানক ভয় পাই নি।

পরদিন সকালে খবর পেলুম, গতকল্য রাত্রে উইলিয়ম্‌স্ টাউনে একটা ভল্লুক নৈশ 'বায়ু সেবন করতে এসেছিল।

....

....

....

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর আগে। আমার বয়স তখন অল্প। জীবনটা কবিত্বের রঙিন কল্পনায় সুমধুর।

গোমো-জংসন খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনে বাবা আমায় পাঠালেন গোমোয় একখানা বাড়ী ভাড়া করবার জন্যে।

বসতি হিসাবে আজকাল গোমোর কতটা উন্নতি হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন গোমোয় 'হাওয়া-ভক্ষক'দের উপযোগী বাড়ী পাওয়া যেত না। অনেক খুঁজে রীতিমত জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাসা পাওয়া গেল, তার নাম 'ডি'-কষ্টা সাহেবের বাংলো'।

আমার চোখে মনে হ'ল তাকে আদর্শ বাংলো। মানুষের বেড়াতে যাওয়া উচিত এমন কোন জায়গায়, যেখানে নেই ক্লিষ্ট সহরের ধোঁয়া, ধুলো আর হট্টগোলের উপদ্রব। এক সহর থেকে আর এক সহরে গেলে বায়ু-পরিবর্ত্তন হয় না।

ডি-কষ্টা সাহেব কবিতা লিখতেন কি না খবর পাই নি, কিন্তু মনে মনে তিনি কবি ছিলেন নিশ্চয়ই। কারণ বাংলোখানি তৈরি ক'রেছিলেন শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালার কোলে, লোকালয় থেকে দূরে। উপরে পাহাড়ের বুকে আম্‌লকি-গাছের সবুজ ভিড়, নীচে চারিদিকে শালবনের পর শালবন আর ছোট-বড় ঝোপঝাপ। মানুষের চীৎকার নেই, আছে শুধু মর্ম্মর-তান আর পাখীদের গান। দূরে দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশের অনেকখানি যুড়ে, ধব্‌ধবে-সাদা জৈন-মন্দিরের চূড়ো প'রে চিরস্থির নিরেট মেঘের মত পরেশনাথ পাহাড়। প্রকৃতির রূপে মন নেচে উঠল। বাংলোখানি ভাড়া ক'রে ফেললুম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আমরা সপরিবারে গোমোয় গিয়ে হাজির হলুম।

কিন্তু বাংলোর অবস্থা দেখেই আমার বাবার চক্ষুস্থির! রেগে আমাকে বললেন, "হতভাগা ছেলে, আমাদের তুই বনবাসে এনেছিস্? সব-তাতেই তোর কবিত্ব? এখানে থেকে শেষটা কি বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাব? এ যে গহন বন, কি সর্ব্বনাশ!"

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলোর হাতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রাখাল ছেলে। বাবার কথায় সায় দিয়ে সে বললে, "হাঁ্যা বাবুজী, এ কুঠী কেউ ভাড়া নেয় না। শীতকালে ঐ বারান্দায় বাঘ এসে শুয়ে থাকে।"

তখন শীতকাল। বাবা অত্যন্ত চম্‌কে উঠে বললেন, "য়্যাঁঃ, বলিস্ কি রে? না, মজালে দেখছি!"

মা কিন্তু বাংলোর পিছনের পথের দিকে খুসি-চোখে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "আহা, কি চমৎকার! ওগো, দেখ—দেখ, ওখানে কেমন বনের হরিণরা চ'রে বেড়াচ্ছে,—ঠিক যেন তপোবন!"

বাবা আরো রেগে গিয়ে বললেন, "রাখো তোমার তপোবন! খবর্দ্দার, কেউ আর মোটমাট খুলো না, আজ রাতটা কোনগতিকে এখানে কাটিয়ে কালকেই কলকাতায় পালাতে হবে।"

মা বেঁকে ব'সে বললেন, "কলকাতায় পালাতে হয় তুমি একলা পালাও। আমরা এখানেই থাকব।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পর মায়ের জিদ দেখে বাবা শেষটা হার মানতে বাধ্য হ'লেন।

কিন্তু বাবা যে মিথ্যা ভয় পেয়েছিলেন তা নয়। তোমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দিদি, সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? তাঁর কাছেও পরে আমি এই বাংলোর উজ্জ্বল বর্ণনা করেছিলুম। বাংলোখানি বিক্রয় করা হবে শুনে, তিনি কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পরে স্বচক্ষে বাংলোর অবস্থান দেখে তাঁর সমস্ত উৎসাহ

জল হয়ে যায় এবং আমাকে চিঠিতে লেখেন, "হেমেন্দ্র, বাঘ-ভাল্লুক কি ডাকাতের পাল্লায় প'ড়ে আমার প্রাণ গেলেই কি তুমি খুসি হও? এ কি ভীষণ স্থান, এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে?"

সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ, আমি কবিত্বে অন্ধ হয়ে কি-রকম জায়গা নির্ব্বাচন ক'রেছিলুম। কিন্তু এটাও শুনে রাখো, দু-মাস সেখানে ছিলুম, বাংলোর মধ্যে কোন রকম বিপদে পড়ি নি।

কিন্তু বিপদে প'ড়েছিলুম বাংলোর বাইরে "প্র্যাক্‌টিক্যাল্ জোক্" করতে গিয়ে। সেই কথাই এবারে বলছি।

খাঁচায় বন্ধ পাখী ওড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কলকাতার মেয়েরা দিন-রাত ইঁটের পিঞ্জরে বন্দী হয়ে থেকেও পদচালনার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেন না, তাঁদের সহরের বাইরে নিয়ে গেলেই সে-প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে মা রোজ বৈকালেই মহা-উৎসাহে বেড়াতে যান এবং বন-জঙ্গল-পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নদীর ধার পর্য্যন্ত গিয়ে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রে তবে বাংলোয় ফিরে আসেন।

বাবা নিয়মিত-রূপে প্রতিবাদ করেন। আমিও মানা করি। সত্যই এটা বিপদ্‌জনক। কিন্তু মেয়েরা কেউ আমাদের আপত্তি আমলেই আনেন না।

শেষটা মনে দুষ্টবুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। আমার একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ছিল। আমি সেখানিকে আসনরূপে ব্যবহার করবার জন্যে গোমোতেও নিয়ে গিয়েছিলুম।

একদিন বৈকালে বাড়ীর মেয়েরা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছেন, সেই বাঘ-ছালখানি গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে আমিও বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধার থেকে বাংলোয় ফেরবার পথ আছে একটি মাত্র,—মেয়েদের সেই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।

স্থির করলুম, এই বাঘ-ছালে নিজের সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে, পথের ধারের কোন ঝোপের ভিতর থেকে মেয়েদের ভয় দেখাতে হবে। তা হ'লেই, অর্থাৎ একবার ভয় পেলেই তাঁরা কেউ আর বন-জঙ্গলে বেড়াতে আসবেন না।

অবশ্য এই "প্র্যাক্‌টিক্যাল্ জোক্"-এর মূলে ছিল সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল দাঁড়াল হিতে বিপরীত।

পথের ধারে, পাহাড়ের পায়ের তলায় ঘুৎসই একটি ঝোপ খুঁজে পেলুম। আকাশে তখন সূর্য্য নেই, সন্ধ্যা হয়-হয়। বাঘের ছালে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে সেই ঝোপের মধ্যে আধখানা দেহ ঢুকিয়ে জমি নিয়ে বাগিয়ে বসলুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই দূর থেকে শুনতে পেলুম মেয়েদের কৌতুক-হাসিময় কণ্ঠ। বুঝলুম, সময় হয়েছে।

বাঘ-ছালের মুখের দিক্‌টা নিজের মুখের উপরে চাপা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাহাড়ের উপর দিকে চোখ প'ড়ে গেল অকারণেই। যা দেখলুম দুঃস্বপ্নেও কখনো দেখি নি।

হাত-ত্রিশেক উপরে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্থির ভাবে ব'সে, একটা আসল মস্ত-বড় বাঘ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে আমার পানে!

প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল। কারণ বাঘের দেহটা স্থির বটে, কিন্তু তার ল্যাজটা লট্‌পট্ ক'রে আছড়ে পড়ছে পিছনের ঝোপ দুলিয়ে বারংবার! ও-রকম ল্যাজ আছড়ানোর অর্থ বোধ হয়, সে উত্তেজিত হয়েছে দস্তুরমত!

এ দৃশ্য দেখবার পরেও কারুর প্রাণে আর প্র্যাক্‌টিক্যাল্ জোক-এর প্রবৃত্তি থাকে না,—থাকে কি? তাড়াতাড়ি বাঘ-ছালখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেনে লম্বা দিতে যাচ্ছি,—

এমন সময়ে উপরের বাঘটা অস্পষ্ট একটা গর্জ্জন ক'রে হঠাৎ লাফ মেরে তার পিছনের ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল! অদৃশ্য হবার সময়ে তার সেই চাপা গর্জ্জনের অর্থ তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সে বোধ হয় বলতে চেয়েছিল, 'ওরে ধূর্ত্ত মানুষের বাচ্ছা! তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস্, আমি ততটা বোকা নই!'

বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু সেখানে আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াই নি। পাগলের মতন দিলুম বাংলোর দিকে সুদীর্ঘ এক দৌড়,—একবারও এ-কথা মনে উঠল না যে, বাঘটা যদি আবার তদারক করতে আসে তা হ'লে বাড়ীর মেয়েদের অবস্থা কি হবে!

কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে নিজের কাপুরুষতার কথা মনে করবার সময় পেলুম। বাসায় বাবা তখন ছিলেন না। লাঠি-সোটা, চাকর-বাকরদের নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এলুম তখন দেখি, মেয়েরা মনের সুখে হাসতে হাসতে ও গল্প করতে করতে ফিরে আসছেন!

ভাবলুম, বাঘটা হঠাৎ অমন ক'রে পালালো কেন? বোধ হয় একে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মানুষ দেখেই সে চম্‌কে গিয়েছিল, তার উপরে মরা বাঘের চামড়াখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখে জ্যান্তো বাঘটা ভেবে নিয়েছিল যে, তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে দুষ্ট মানুষের এ কোন নূতন ফাঁদ বা ফন্দী! এ ছাড়া তার আচরণের আর কোনই মানে হয় না।

আমার স্মৃতির 'গ্রামোফোনে' আরো কয়েকটি বিচিত্র ঘটনার 'রেকর্ড' আছে। কিন্তু এক দিনেই আমার পুঁজি খালি করতে চাই না। তোমাদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আরো গল্প বলতে পারি।

জান কি ?

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্)

(১)

পেন্‌সিলের শীষ কিসে তৈরী ? তোমরা অনেকেই হয়তো ব'লে বস্‌বে সীসার তৈরী। কিন্তু তা' নয়। তোমাদের দোষ দিয়েই বা কি হ'বে, পেন্‌সিলকে যে সাধারণতঃ বলা হয় লেড-পেন্‌সিল (Lead pencil), আর Lead মানে যে সীসা তা' কে না জানে ? তবুও পেন্‌সিলে একটুও সীসা নেই। গ্র্যাফাইট্ ব'লে কয়লাজাতীয় একটা জিনিষকে গুঁড়ো ক'রে আঠালো কোন জিনিষের সঙ্গে মেখে তাকে বাষ্পের মধ্যে গরম ক'রে ছাঁচে ফেলে শুকিয়ে নিয়ে সাধারণ পেন্‌সিলের শীষ তৈরী হয়।

(২)

হাঁসেদের সর্দ্দি হয় না কেন ? সারাদিন তো জলেই ভাসে, তবু গায়ে একটু জলও লাগে না ! হাঁসের প্রত্যেকটি পালকের নীচে একটি থ'লের মতন আছে, তার থেকে তেল বেরিয়ে হাঁসের পালক এমন পিছল হ'য়ে থাকে যে তাতে জল লাগে না। হাঁসও দিব্যি প্যাঁক প্যাঁক ক'রে সাঁতার দিয়ে বেড়ায়।

(৩)

ওলিম্পিক খেলা কা'কে বলে জান ? হাজার হাজার বছর আগে গ্রীক্‌রা এই সব খেলার গোড়াপত্তন করে। হিন্দুদের যেমন কৈলাস পর্ব্বত, সেকালের গ্রীক্‌দের ছিল তেমনি ওলিম্পিয়া পাহাড়, সেখানে তাদের দেবতা থাকতেন বলে তারা বিশ্বাস করত'। সেই দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসবে যে খেলাধূলো হ'ত তা'তে নানা দেশের লোক এসে যোগ দেওয়াতে ক্রমে ক্রমে সেটা একটা বিখ্যাত প্রতিযোগিতার জায়গা হ'য়ে পড়ে। ওলিম্পিয়া পাহাড়ের নীচেই খেলাধূলো হ'ত, তাই নাম হয় ওলিম্পিক খেলা। চার বছর অন্তর একবার খেলা হ'ত। অনেক কাল পরে এই উৎসব বন্ধ হ'য়ে যায়, কিন্তু পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ কুবার্তা চেষ্টা উদ্যোগ ক'রে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ করান। সেই থেকে আবার চার বছর পর পর এক এক দেশে খেলাগুলো হ'য়ে আসছে, ঐ ওলিম্পিক খেলা নামেই।

(৪)

মৌমাছি আর বোলতার হুলের একটু তফাৎ আছে জান ? মৌমাছির হুলের গায়ে খাঁজ কাটা থাকে, তাই সে হুল ফুটিয়ে দিলে হুলটা আর টেনে বের ক'রে নিতে পারে না, খাঁজগুলোতে আট্‌কে যায়। তখন বেশী টানাটানি করতে গিয়ে হুলটা ছিঁড়ে যায় এবং সাধারণতঃ তা'তে মৌমাছিটি এমন জখম হয় যে সে মারা পড়ে। বোল্‌তার হুল কিন্তু সূচের মত, তাই সে এক জায়গায় হুল ফুটিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা টেনে নিয়ে বের ক'রে আবার আর এক জায়গায় হুল ফোটাতে পারে।

(৫)

তোমাদের বাড়ীতে কি কেউ চুরুট খা'ন ? তা হ'লে হয়ত দেখে থাকবে যে তার মাঝখানে মিছামিছি একটা সরু রঙীন কাগজের ফালি (band) জড়ান আছে। এক সময়ে এটার একটা দরকার ছিল। আগেকার দিনে যখন তামাক-পাতা তত ভাল ক'রে শোধন না ক'রেই তা' দিয়ে সিগার তৈরী হ'ত, তখন তা'তে আগুন ধরালেই তার গা' দিয়ে একটা রস বেরোত। সেটা সৌখীন লোকদের হাতের দস্তানায় লেগে পাছে দাগ ব'সে যায় সেইজন্য একটুক্‌রো ঢিলে কাগজ তা'তে জড়িয়ে দেওয়া হ'ত ধরবার সুবিধের জন্য। এখন আর তা' করবার দরকার নেই, তবুও ঐ কাগজের টুকরোটুকু থেকে গেছে।

আরশি-চরিত

[প্রবন্ধ]

(শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি)

আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের হাসি-হাসি মুখ দেখিতেছি মনে করিয়া যখন মুগ্ধ হও তখন কি মনে হয় এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ কখনও নিজের আসল মুখ দেখিতে পায় নাই ? যে চক্ষু দিয়া সব কিছু দেখা যায় সেই চক্ষু নিজেকেই নিজে দেখিতে পায় না, আরশির সাহায্য লইয়া তবে দেখে। আরশির

মধ্য দিয়া মুখ দেখিলে অবশ্য মনে হয় ঠিকই দেখিতেছি কিন্তু আসল জিনিষটা তাহা নয়; দেখা যায় উল্টা; উপরে নীচে উল্টা নহে, ডাইনে বাঁয়ে উল্টা। নীচের পরীক্ষাটা করিলেই আমার কথা বুঝিবে।

এক টুক্‌রা সাদা ঘুড়ির কাগজ লইয়া (ঐরূপ সিগারেট-মোড়া কাগজ এক টুক্‌রা হইলেও চলিবে) তাহার উপর কয়েক ছত্র লিখ - কবিতা, গান বা চিঠি—যা তোমার মন চায়। এইবার ঐ পাৎলা কাগজটি উল্টাইয়া দেখ তার পিছন দিকেও লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু সে লেখা তোমার কাছে দুর্ব্বোধ্য—উড়িয়া ভাষায় লেখার মতই মনে হইবে। এখন একখানা আরশি লইয়া ঐ দিক্‌টা আরশির সামনে ধর। কাগজের লেখা উল্টা, কিন্তু দেখিবে আরশির মধ্যে সে লেখা বেশ সোজা হইয়া উঠিয়াছে।

এই সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনাটি অনেক ডিটেক্‌টিভ গল্পের মাল-মশলা যোগাইয়াছে। ধর, একজন দোষী তাহার সহকর্ম্মীকে সাবধান করিবার জন্য একখানা চিঠি লিখিয়া টেবিলের উপরকার ব্লটিং প্যাডে ব্লট্ করিয়া সেটা ডাকে ফেলিতে গেল। ইত্যবসরে বাড়ীর ভৃত্য-বেশী গোয়েন্দা আরশির সাহায্যে ব্লটিংয়ের উপর উল্টা লেখাগুলি পড়িয়া ফেলিল এবং সেই আবিষ্কারের ফলে সমস্ত দল ধরা পড়িয়া গেল।

ব্লটিংয়ের লেখা পড়িবার চেষ্টা কর। এখানে কয়েকটা অবান্তর কথা বলিয়া নেই। এই সব ছোট ছোট পরীক্ষাগুলি তোমরা নিজে হাতে করিবে। বাঙ্গালীর ছেলেদের একটা মস্ত বদ্‌নাম তাহারা নাকি শুধু পড়িয়া বা শুনিয়া শুনিয়া যাবতীয় খবর আয়ত্ত করে, নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কোন কিছু অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে না। বিলাতের ছেলেমেয়েরা বুদ্ধিতে বা স্মৃতিশক্তিতে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা আমি মোটেই মানিতে রাজী নই, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার ভিতরে প্রথম হইতেই কার্য্যকরী শিক্ষার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। তাহারা হাতে কাজ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া শেখে। এই অভ্যাসের ফলেই ভবিষ্যতে তাহারা বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বা কলকারখানার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালীর ছেলেদের শিক্ষায়ও নিজের হাতে পরীক্ষা করিয়া স্বয়ং জ্ঞান আহরণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

হ্যাঁ, যা বলিতেছিলাম; আরশি লইয়া আর একটা সোজা খেলা আছে, এবং কোনও লোককে এই করিয়া বেশ উত্যক্তও করা যায়। আর কিছুই না, আরশির উপর আলোর—বিশেষতঃ সূর্য্যের আলোর প্রতিফলন (Reflexion)। একটা আয়না নিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের আলো ঐ আয়নার উপর পড়িতে দাও, তার পর আয়না নাড়াইয়া উহা কোথায় কোথায় যায় দেখ। আলোটাকে একটু চেষ্টা করিলেই যে কোনও ছায়াময় জায়গায় লইতে পারিবে। কাহারও মুখের উপর ফেলিয়া তাহাকে প্রথমতঃ কৌতুকান্বিত ও পরে বিরক্ত করিতেও পার। আলোটা আরশির চক্‌চকে গা হইতে প্রতিফলিত হয়—অর্থাৎ বিপরীত দিকে যায়। আলোটা যদি আরশির কাচের তলায় লম্ব ভাবে পড়ে তবে উহা লম্ব ভাবেই প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু উহা পাশ দিয়া পড়িলে পাশের দিকে প্রতিফলিত হইবে। আলো আরশির তলার সহিত যে পরিমাণ কোণ করে প্রতিফলিত আলোও তাহার সহিত বিপরীত দিকে ঠিক সেই মাত্রার কোণ গঠন করে।

একটা বল্ লইয়া তাহার গায়ে বেশ করিয়া খড়ি বা চূণের গুঁড়া মাখাইয়া নাও। পরে উহাকে পাশের দিক্ হইতে মেঝের উপর দিয়া দেওয়ালের দিকে গড়াইয়া দাও। বল্‌টি দেওয়ালে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইবে। দেওয়ালের দিকে যাইবার সময় এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময় বল্‌টি দু'টি চূণের দাগের রেখা সৃষ্টি করিবে। এই রেখা দু'টি দেওয়ালের তলদেশের রেখাটির সহিত দু'টি কোণ করিবে। মাপিয়া দেখ কোণ দুটী সমান।

কোণ মাপিতে জান তো? আচ্ছা, একটা সহজ উপায় শোন। খানিকটা ঘুড়ির সাদা কাগজ কোণকারী রেখা দুটির উপর ফেল এবং দাগ দিয়া কোণটি আঁকিয়া ফেল। ঐরূপ অন্য কোণটির বেলাও কর। তার পর একটি কাগজ অন্যটির উপর ফেলিয়া দেখ কোণ দু'টি সমান হইয়াছে কিনা। দেওয়ালে বল্ লাগিয়া যে রকম ব্যবহার করিল, আরশিতে আলো পড়িয়াও ঠিক সেই রকম করে।

আরশিতে আলোর প্রতিফলন কাজে লাগাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক বড় বড় কাণ্ড করিয়াছেন। একটি বিখ্যাত গল্প শোন।

সেকালকার মস্ত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তাঁহার বাড়ী ছিল সাইরাকিউসে—ইটালির কাছে সাইরাকিউস্। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রোমের প্রচণ্ড প্রতাপ; কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়—"কাঁপিত যাহার তেজে মহী-সিন্ধু-ব্যোম"। সাইরাকিউসের লোকেদের সঙ্গে রোমান্‌দের বেশী বনিবনাও ছিল না। একবার রীতিমত ঝগড়া সুরু হইল। রোমান্‌রা ঠিক করিল এবার আর সাইরাকিউস্‌কে সহজে ছাড়া হইবে না, একেবারে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। অসংখ্য বিরাট্ বিরাট্ যুদ্ধ-জাহাজ সাজাইয়া রোমান্ সৈন্য সাইরাকিউস্ আক্রমণ করিতে রওনা হইল।

ছোট্ট সাইরাকিউস্, রোমের এ আক্রমণ ঠেকাইবার কোন সাধ্যই তাদের নাই। এখন উপায়? সকলে তখন ছুটিল আর্কিমিডিসের কাছে, একটা উপায় করা চাই-ই।

আর্কিমিডিস্ ভাবিতে লাগিলেন। সে মাথা অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছে,

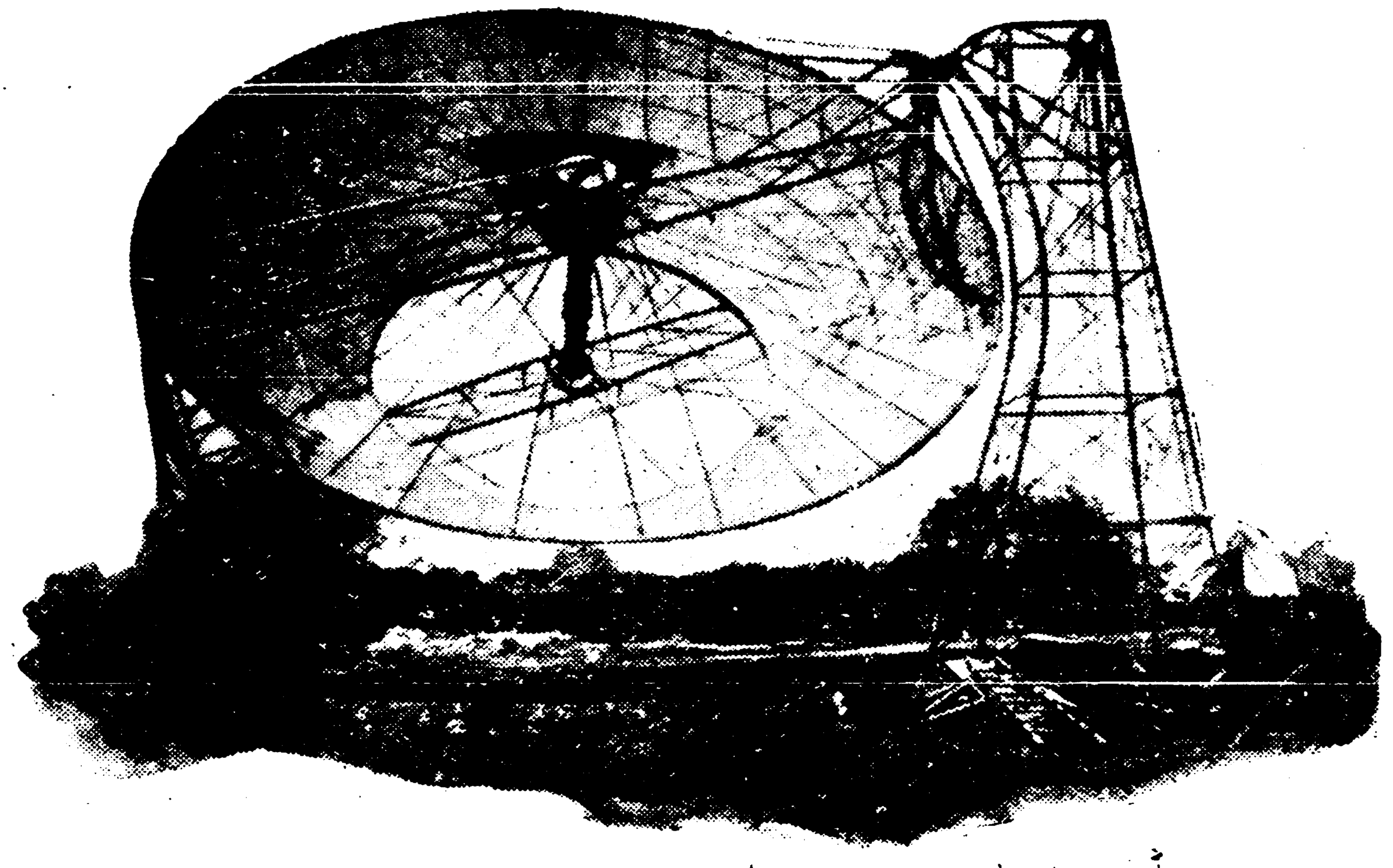

আয়না দিয়া সূর্য্যের আলো একত্র জড় করিবার বিরাট্ ফাঁদ

এটির বেলাই বা ঠেকিবে কেন? অবশেষে তাঁহার আরশির কথা মনে পড়িল।

আরশিতে সূর্য্যের আলো পড়িলে প্রতিফলিত হয়। কতকগুলি আরশিকে যদি এমন ভাবে সাজান যায় যে তাহাদের প্রতিফলিত আলো সব ঠিক এক জায়গায় গিয়া পড়ে তাহা হইলে সে আলো এত জোর হইবে যে সেখানে আগুন ধরিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর্কিমিডিস্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাঁহার অনুমান ঠিক।

তার পর? তার পর আর কি? আর্কিমিডিস্ এক রাশ বড় বড় আয়না সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া হাজির হইলেন, তার পর আয়নাগুলিকে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে সাজাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে বড় বড় জাহাজ সবই হইত কাঠের তৈরী। রোমান্‌দের বিরাট্ বিরাট্ জাহাজগুলিও ছিল কাঠের। দলে দলে সেই কাঠের জাহাজ রোমান্ সৈন্যে ভর্ত্তি হইয়া সাইরাকিউসের বন্দরে ঢুকিতে লাগিল। আর্কিমিডিস্ সময় বুঝিয়া আয়না ঘুরাইয়া সমস্ত সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত করিয়া ফেলিলেন সেই সব জাহাজের উপর।

কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে সমস্ত জাহাজে আগুন ধরিয়া গেল। হতবুদ্ধি সৈন্যদল কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট্ সৈন্যবাহিনী কতক আগুনে পুড়িয়া, কতক বা প্রাণভয়ে জলে পড়িয়া ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এইভাবে সামান্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রোমান্ শক্তিকে হার স্বীকার করিতে হইল।

আরশির সাহায্যে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া সেই উত্তাপে কল-কারখানা চালাইতেও বৈজ্ঞানিকেরা কসুর করেন নাই। আগের পৃষ্ঠার ছবিটায় দেখ বিরাট্ আয়নার সাহায্যে সূর্য্যের আলো কি ভাবে একত্র জড় করিয়া সেই তাপ বয়লারের জল গরম করিবার কাজে লাগান হইয়াছে।

আলোর প্রতিফলন দিয়া অনেক সঙ্কেতও করা হয়। সে কথা আর একদিন বলা যাইবে।

কলিকাতার কয়েকটি দৃশ্য

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্

এটি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সৌধ। আগাগোড়া শ্বেত-পাথরে তৈরী বিরাট্ অট্টালিকা—কলিকাতার একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার। জগদীশচন্দ্র এই গৃহে বসিয়া অনেক বড় বড় আবিষ্কার করিয়াছেন। পাশেই তাঁর নিজের বাড়ী।

উপরে—আলিপুরের চিড়িয়াখানার এক টিদৃশ্য
নীচে—কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গার উপর বিরাট্ সেতু—
'উইলিংডন্ ব্রিজ্' (বালী)।

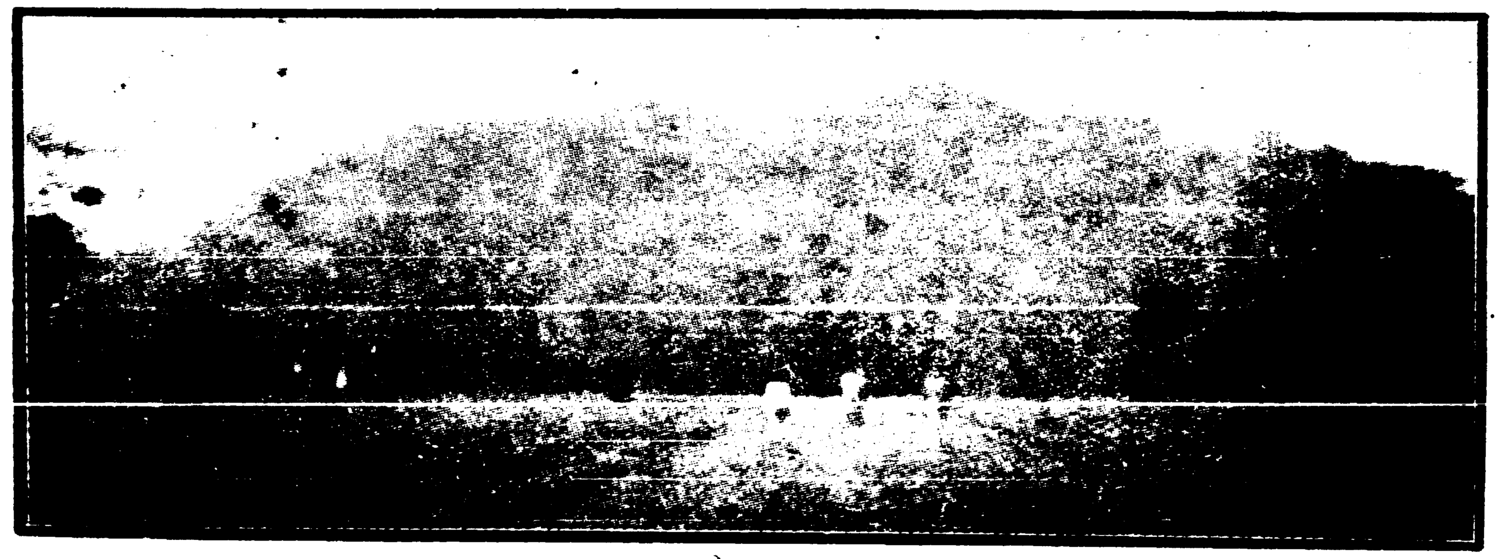

শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছ

এটির বয়স এখন ১৬৯ বছর।

নতুন জুতো

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

["ন—তুন্ জু—তো ন—তুন্ জু—তো,
লাল্ গো—লা—পী নীল্ রং জু—তো;"
এই ভাবে গানের সুরে টেনে টেনে পড়তে হবে।]

১

নতুন জুতো, নতুন জুতো,
লাল, গোলাপী, নীল রং জুতো,
কোন্‌টা তোমার মনের মতো
বলো দেখি ভাই ?

২

ডার্‌বি, সেলিম, নিউকাট্ জুতো,
ষ্ট্র্যাপ্ লাগানো ফিট্‌ফাট্ জুতো,
গোড়ালীতে আঁট্-সাঁট্ জুতো
কিছুই অভাব নাই !

৩

লপেটা কি পাম্প্ সু জুতো,
"চীনে-ম্যানি চ্যাং সু" জুতো,
'ইউ-আর-অল্-ওয়েলকাম্'-সু জুতো
সবই আছে ভাই।

৪

মন্‌সুনিয়া রবার-জুতো,
ফুটবল ম্যাচে যাবার জুতো,
'পথে-হোঁচট্-খাবার' জুতো
পাবে যেমন চাই।

৫

থ্যাব্‌ড়া জুতো, ঢোস্‌কা জুতো,
উইলো-কাফ্ কি ভোঁস্‌কা জুতো,
'পায়ে-দিলেই-ফোস্‌কা' জুতো
তাই কি নেবে ভাই ?

৬

টাকায় যোড়া সস্তা জুতো,
রোদে ভাজা খাস্তা জুতো,
মাঝ-রাস্তাতে-পস্তা জুতো
করো দেখি ট্রাই।

৭

'রঙিন্ চামড়ার তালি' জুতো,
'জালী' জুতো, 'ফালি' জুতো,
'উপরটা-সব-খালি' জুতো
তাও পাবে ভাই ;

৮

আগ্রা দেশের তাগ্‌ড়া জুতো,
পাঁইয়াজীদের নাগ্‌রা জুতো,
'হাঁটবার-বেলা-বাগ্‌ড়া জুতো'
পছন্দ কি তাই ?

—এক 'ক্ষণজন্মা'র কাহিনী—

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি)

থাকি বিলাসপুরে—কলকাতা থেকে চব্বিশ মাইল দূরে একটী পল্লীতে। সেদিন সারা দিনের কাজ সেরে কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরছি যেমন অন্য দিনও ফিরি। সন্ধ্যা হ'তে তখনও একটু দেরী আছে। ট্রেন্ থেকে নেমে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকতেই দেখি একদল ছেলে হৈ-চৈ করতে করতে ষ্টেশনের দিকে আস্‌ছে। প্রথমে এল কতকগুলি বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—তা'দের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল যে বেচারারা যেন বেশ একটু ক্লান্তই হ'য়েছে। তা'দের সামনে এবং পিছনে দু'তিন জন বয়স্ক ভদ্রলোক—তা'দের ঠিক করে চালিয়ে নিয়ে আস্‌ছেন—অনেকটা যেন মেষপালকের মত। এর পর ওদের চেয়ে কতকগুলি বড় বড় ছেলে

এল, এদের সঙ্গে অবশ্য 'মেষপালকের' মত কেউ নেই—তবে ছিলেন একজন পচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের ভদ্রলোক—যেন অনেকটা তাঁ'দের সঙ্গীর মতই। ছেলেগুলির কারো হাতে কতকগুলি বুনো ফুল, কারো কাছে কতকগুলি কাঁচা আম, কারো হাতে বা চকোলেট, টফির বাক্স, কারো হাতে আবার নানা রকম খেলার সাজ-সরঞ্জাম। দু' চারজনের হাতে আবার কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট মেডেল। এরা ছাড়াও আরো দু' একটি বড় ছেলে ছিল ওদের পিছনে।

অন্য দিন ষ্টেশনটা এ সময় এক রকম নির্জ্জনই থাকে। আমরা দু' একজন যা'রা নামি ট্রেন্ থেকে তা'রা দু' একটা কথা বলে'ই যে যা'র বাড়ীর দিকে রওনা হই। আজ কিন্তু, ষ্টেশন একেবারে জমে উঠেছে—মনে হ'চ্ছে যেন কিসের একটা মেলাই হ'বেও বা। বড় ছেলে ক'টা নিজেদের মধ্যে করছে গল্প, ছোট ছেলেগুলি ছুটোছুটি লাগিয়েছে, গোটা কতক বাচ্চা ছেলে আবার মহা ঝগড়া লাগিয়েছে একটা টিনের বাঁশী নিয়ে—কে আগে বাজাবে তাই নিয়ে বেধেছে গণ্ডগোল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কলকাতার ট্রেন এসে গেল। ট্রেনের কতকগুলি খালি কামরা মুহূর্ত্তের মধ্যে গেল ভর্ত্তি হ'য়ে। মনে হ'ল, ট্রেনটা বোধ হয় ফেটেই যাবে ও'দের চীৎকারে। ট্রেন দিল ছেড়ে। ওরা জানালা দিয়ে মুখ বা'র করে' হৈ-চৈ করতে লাগল—কেউ লাগ্‌ল গান করতে, কেউ লাগ্‌ল নিছক চেঁচাতে—কেউ বা আবার বিলিতি 'ঢং'এ রুমাল নাড়াতে লাগ্‌ল—যেন ষ্টেশনে তা'দের মেলা বন্ধু-বান্ধব, বহু আত্মীয়-স্বজন দাঁড়িয়ে আছে—এমনি ভাবটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্টেশন নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের মজা দেখ্‌ছিলাম; এইবার বাড়ী যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম।

ষ্টেশন ছাড়িয়ে অল্প একটুখানি গেছি—দেখি, একটী ছোট্ট ছেলে—বছর আষ্টেক দশ বয়স হ'বে,—আসছে ষ্টেশনের দিকে। ঐ ছেলেদের দলেরই কেউ হ'বে নিশ্চয়—কারণ, ওর হাতেও দেখি ফুল, একটা ব্যাট্, কতকগুলি চকোলেটের বাক্স আর তা ছাড়া তিন চারটে মেডেলও।

বুঝ্‌লাম, ছেলেটী কোথায় পিছিয়ে পড়েছিল বা পথ হারিয়ে ফেলেছিল; ওরা ওকে ফেলেই চলে গেছে। বেশ একটু রাগ হ'ল ঐ সঙ্গের বয়স্ক ভদ্রলোকদের উপর, এতটুকু একটা ছেলেকে ফেলে চলে' গেল, একটু দায়িত্ব-জ্ঞান নেই!

আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম ছেলেটী যখন একেবারে কাছে এল আমার। তা'র মুখে কোন ভয়ের চিহ্নই ত দেখ্‌তে পেলাম না! সে যে ট্রেন্ 'মিস্' করেছে বা একা পড়ে আছে সে জন্য কোন ব্যাকুলতাই নেই ওর। অদ্ভুত মুরুব্বিয়ানা চাল ছোক্‌রার—মনে হয় যেন বছর ত্রিশেক বয়স হবে।

প্রথমটায় অবাক্ হয়ে গেলেও পরে ব্যাপারটা বুঝলাম যেন খানিকটা। ছেলেটী এতই বাচ্ছা, যে ও যে কতখানি মুস্কিলে বা বিপদে পড়েছে তা ও বুঝতেই পারছে না বোধ হয়। মহা চিন্তা হ'তে লাগ্‌ল ছেলেটীর জন্য। কা'দের ছেলে, কোথায় বাড়ী তার ঠিক নেই। এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে এল—পরের ট্রেনটার বোধ হয় তখনও আধ ঘণ্টাখানেক দেরী। যাই হোক, ছেলেটীকে ডাক্‌লাম কাছে, বল্‌লাম—"তোমাকে ফেলে রেখে ওরা চলে গেছে? তুমি ত মহা মুস্কিলে পড়েছ তা হ'লে?" ছেলেটী গম্ভীর ভাবেই বল্‌লে—"না, মুস্কিল আর কি? আমরা আরও কতবার 'এক্স্‌কারশানে' এসেছি—এই রকমই সব জায়গায়। ওরা আমাকে ফেলে যাবে কেন? আমিই যাই নি ইচ্ছা করে ওদের সঙ্গে।"

চমকে উঠ্‌লাম—আরে, ছেলেটা বলে কি! আচ্ছা বিচ্ছু ছেলে ত'!

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"ইচ্ছে করে যাও নি—মানে?"

দেখ্‌লাম, ওর মেজাজটা বেশ বনিয়াদী গোছের। কারণ, ও বল্লে, "যাই নি—তার কারণ ঐ ভিড়ের মধ্যে চেঁচামেচির মাঝে ঠেসাঠেসি করে যেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

আমি বল্‌লাম,—"তা ত' লাগে না, কিন্তু, এখন বাড়ী যাবে কেমন করে—একা একা বাড়ী চিন্‌তে পারবে?"

ছেলেটী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বল্‌লে, "খু-উ-ব, ষ্টেশনের ধারেই ত' আমাদের বাড়ী। আর তা ছাড়া কলকাতার সব রাস্তাই আমি চিনি।" —একটু থেমেই আবার বল্‌লে, "সলিলটাকে বল্‌লাম—থেকে যা, আমরা দু'জন পরে যাব, ও রাজি হ'ল না; পয়লা নম্বরের ভীতু"—বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর চালেই বল্‌লে, "ওদের মত ভীতু ছেলেদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না, বুঝলেন?"

বল্‌লাম, "তা ত' বুঝ্‌লাম, কিন্তু, তোমার মাষ্টার মশাইরা তোমাকে কিছু বল্‌লেন না—থাক্‌তে দিলেন তোমাকে?"

ছেলেটী বল্লে, 'থাক্‌তে দিলেন আমাকে মানে? যাওয়ার ঠিক আগে তাঁরা কি আর আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন নাকি? ষ্টেশনে আসার আগে ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে সত্যেন বাবু—আমাদের 'ক্লাস্-টীচার' আমাদের সকলকে গুণে দেখলেন যে সবাই ঠিক আছে—তারপর সকলকে নিয়ে যেই ষ্টেশনের দিকে এগিয়েছেন আমিও পিছন দিক্ থেকে স্রেফ্ হাওয়া—"

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তা হ'লে তোমার কাছে টিকিট নেই নিশ্চয়ই?" সে হেসে বল্লে, "টিকিট আমার কাছে কোথা থেকে থাক্‌বে? সব টিকিট যে আমাদের অঙ্কের মাষ্টার মশায়—কার্ত্তিক বাবুর কাছে আছে!"

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম এবার একটু চিন্তিতভাবেই—"তা হ'লে যাবে কি করে? সঙ্গে পয়সা আছে?" ও বল্লে, "না, পয়সা বেশী নেই।"

"আমি বল্লাম—"তবে?"

ও বল্লে—"তা'র আর ভাবনা কি? যেই ষ্টেশনে যা'ব—প্ল্যাটফর্‌মে যদি কোনও ভদ্রলোক থাকেন তিনি নিশ্চয়ই আমাকে টিকিট একখানা কিনে দেবেন—কারণ, আমাকে সকলে একা রেখে চলে গেছে শুনে তাঁর মায়া হবেই, নয়ত, ষ্টেশন মাষ্টার 'গার্ড্‌ সাহেবকে বলে দেবেন আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে তাঁর সঙ্গে করে। ঐ ভিড়ের মধ্যে 'ব্যাঙ-চ্যাপ্টা' হয়ে না গিয়ে তোফা আরাম করে গার্ডের গাড়ীতে যাব—কেমন!"

আমার চোখের মণি দুটো আর স্বস্থানে থাকৃতে চায় না—কপালে উঠবার যোগাড়; শুধু হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও বলে চল্‌ল—"এ রকম আমি আরও অনেক বার করেছি। এই ত' গত বৎসর আমরা জয়পুরে গিয়েছিলাম। ঠিক এমনি চালাকি ক'রে রয়ে গেলাম পিছনে। প্ল্যাটফর্‌মে ছিলেন এক ভদ্রলোক—খুব বড়লোক হ'বেন নিশ্চয়—বুকে সোণার ঘড়ি চেন—হাতে রূপো-বাঁধান লাঠি, আমাকে একখানা 'সেকেণ্ড ক্লাসের' টিকিট কিনে দিলেন— আর গার্ড্‌কেও বলে দিলেন আমাকে একটু দেখ্‌তে। কি আরামে 'সেকেণ্ড ক্লাসে' গেলাম! আর কেউ ছিল না—মজা করে একাই গেলাম।"

একটু দম নিয়েই আবার বল্‌ল—"শুধু তাই? ঐ ভদ্রলোকের পাশে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বল্‌লেন, 'খোকা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? কিছু খাবে?' ষ্টেশনের কাছেই একটা দোকান ছিল, সেখানে নিয়ে পেট ভরে খাবার খাইয়ে দিলেন—ট্রেন আসবার আগেই।" বলে, আমার দিকে তাকিয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌লে, "অবশ্য এ রকম অবস্থায় এ কাজ যে কোনও ভদ্রলোকেরই করা উচিত; যাই হোক, ছোট ছেলে ত' আমি?"

মার্‌লে—ছোকরা মার্‌লে আমাকে! উঁচুদরের প্যাঁচ কষেছে। এখন যদি ওকে কিছু না খাওয়াই ঐ সামনের খাবারের দোকানটায়—তা হ'লে আজ ঐটুকু একটা ছোঁড়ার কাছে অ-ভদ্রলোক বনে যেতে হয়। এ দিকে পকেটে অছে ত' মাত্র আনা আঁষ্টেক পয়সা। কি জানি ছোকরা কত খাবে? হায় হায়, একটু আগে শেয়ালদহে বৈঠকখানা বাজারে 'কপিওয়ালা'র সঙ্গে কি ঝগড়াটাই না কর্‌লাম—চারটে কপি ছ' আনায় দিল না বলে'। বলে' এলাম—"দেখিস, এই আট-আনি রইল—কাল এই আট আনা দিয়েই ছ'টা কপি কিন্‌ব।" তখন কি আর জানতাম ও আট আনা আমার এক বোম্বেটে ছোকরা মেরে নেবে!.........যাই হোক, কপি খাবার আগে নিজের ভদ্রলোক নামটা বজায় রাখা দরকার। না হ'লে ও যা গাপ্পুয়ে ছেলে—স্রেফ

ঢ্যাড়া পিটিয়ে বেড়াবে; এ ছেলে যে একেবারে খবরের কাগজের 'স্পেশাল্‌ এডিশনের' বাবা!

যাই হোক, খাবারের দোকানে নিয়ে গেলাম ওকে। খেতে খেতে ওর সারা দিন কাটল কি করে'—সেই সব গল্প করতে লাগ্‌ল।

বল্‌লে—"বিনয়টাকে আজ এইসা ভয় দেখিইছি। ঐ যে আপনাদের একটা ভাঙ্গা জমিদারের বাড়ী আছে—ওর মধ্যে আগে থাকৃতে সমরেশকে রেখেছিলাম লুকিয়ে। তারপর বিনয় আর আমরা তিন চার জন গেছি ঐ বাড়ীটার মধ্যে। সবাই এ দিক্‌ ও দিক্‌ ঘুরে ঘুরে দেখছি; বিনয়টা যেই একা একা গেছে একটা ঘরের দিকে—অমনি সমরেশকে যেমন শিখিয়ে রেখেছিলাম সে তেমনি নাকি সুরে—'বিঁনঁয়' বলে' ডেকেছে। বিনয় সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করতে করতে এক দৌড়ে স্রেফ্‌ মাষ্টার মশাইদের কাছে হাজির—বলে, 'ভূত, ভূত আছে ঐ জমিদারের ভাঙ্গা বাড়ীতে।' ব'লেই সে থর থর করে' কি কাঁপুনি ওর!"

একটু থেমেই আবার বল্লে, "ঠকিয়েছি আজ জয়ন্তকে। প্রমোদ বাবু, আমাদের 'গেম্‌স্‌ টীচার', বল্লেন সেদিন—তোমাদের ওখানে গিয়ে ছোট মত একটা স্পোর্টস্‌ হ'বে। আমি খুব ভালই দৌড়াই কিন্তু জয়ন্তটা দৌড়ায় আমার চেয়ে বেশী জোরে। করলাম কি—স্কুলে প্রমোদ বাবুর সামনে দু'দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্লাম। এখানে এসেও প্রমোদ বাবুর সামনে খোঁড়াতে লাগলাম। আমার পায়ে ব্যথা বলে' প্রমোদ বাবু প্রায় জয়ন্তর চেয়ে আমাকে পঁচিশ গজ 'হ্যাণ্ডিকাপ' দিলেন। আর আমাকে পায় কে? জয়ন্তকে মেরে ফিনিসের সময় এসে পা মচকে গেল ভীষণ, এমনি ভাবে পড়ে গেলাম। পায়ে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে মালিশ করতে লাগ্‌ল। এদিকে ফাষ্ট প্রাইজটা মেরে দিলাম। স্কুলের ম্যাগাজিনে আমার 'ফোটো' বা'র হ'বে—প্রমোদ বাবু বলেছেন।"

একটা সিঙ্গাড়া শেষ করেই ও হেসে উঠ্‌ল—বল্‌লে, "ওহো হো, আদত মজার কথাটাই বলা হয় নি। মিহির—মস্ত বড় লোকের ছেলে, নাদুস্‌নুদুস্‌ গোল গাল চেহারা; কলকাতার বাইরে কোনও পাড়াগাঁয়ে কখনও যায়নি ও। মোটারে করে' স্কুলে আসে আবার মোটারে করেই ফিরে যায়,—বড়লোকী চাল ঝাড়ে খুব লম্বা লম্বা! ও এসেছিল আমাদের সঙ্গে—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে আমরা একটা মাঠের ধারে এলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে মিহির, প্রজাপতি চিনিস্‌?"

"ও বল্লে—'হ্যাঁ'

"বল্লাম—'ফড়িং—ফড়িং চিনিস্‌?'

"ও বল্লে—'না'

"আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'বোল্‌তা দেখেছিস্‌ কখনও?'

"ও বোকার মত তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—'না ত !'

"আমি তখন আমার সঙ্গীদের একটু চোখ টিপে দিয়ে বল্লাম—'দাঁড়া, আমি ঐ ফড়িংটাকে ধরে নিয়ে আসি।'

'ও আমার কাছে অনেক ফড়িং ধরার গল্প শুনেছিল এর আগে ক্লাশে বসে'। ফড়িং ধরার কথায় ও বেশ উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্‌ল, 'তুই ধরিস্‌ না ভাই, আমি ধর্‌ব।'

"বল্লাম—'বেশ, ধর্‌—'

"ও ধরলে সেই ফড়িংটাকে অনেক কষ্টে—কিন্তু ফড়িংটা দিল ওর হাতে দারুণ কামড়ে। কামড়াবে না ? আসলে ত, সেটা ফড়িং ছিল না, ছিল একটা বোল্‌তা। দারুণ বোকা—ফড়িং বলে' বোল্‌তা ধরে ! ঐ সব ছেলেই 'ধান গাছের তক্তা' তৈরীর গল্প করে। বোল্‌তার কামড় খাইয়ে ভবিষ্যতে ওর মোটারের চাল মারার মুখ বন্ধ করে দিইছি আজ——" বলে টেনে টেনে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ওর এতক্ষণে খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সিঙ্গাড়া, নিমকি আর কত খাবে ? সাড়ে ছ'আনা খরচ হ'ল আমার। ভাব্‌লাম, যাক্‌, তবু ছ'টা পয়সা বেঁচে গেল। কিন্তু যো কি ? খাবারের দোকান থেকে বা'র হ'য়ে সামনে ও দেখ্‌ল একটা পানের দোকান—সোডা লেমনেডও আছে সেখানে। বল্‌লে, "ও একটা লেমনেড্‌ খেতে পারলে বেশ হ'ত !"

শেষ ছ'টি পয়সায় লেমনেড্‌ কিন্‌লাম।

ও পানের দোকানের ঘড়িটার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল "বল্‌ল, এখনই ট্রেন আসবে, চল্লাম, কাকাবাবু !" বলে বোঁ করে' আমার পায়ের ধূলো নিয়ে ছুট্‌ল ষ্টেশনের দিকে।

আমি আস্তে আস্তে চল্‌লাম—ভাইপো বাবাজীবনটীর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে।

মহা চিন্তা হ'তে লাগল কেবল—এ ছেলে বাঁচবে ত' ?

পরদিন ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন, "দেখুন, কাল কল্‌কাতা থেকে একদল ছেলে এসেছিল—এক্‌স্কারশানে ; খুব হৈ-চৈ করে' গেল। তা'দের মধ্যে একটী ছেলে আবার পথ হারিয়ে যাওয়ার জন্য পিছনে পড়ে' ছিল। আমি অবশ্য তা'কে গার্ডের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি কল্‌কাতায়। কয়েক জন মহিলা যাচ্ছিলেন কল্‌কাতায় ঐ ট্রেনেই ; তাঁরা আবার সব শুনে' ওকে খুব আদর ক'রে সাহস দিতে লাগলেন, তাঁদের খাবারের কৌটা খুলে কি খাওয়ালেনও।……ছেলেটি ভারী চমৎকার কিন্তু, যেমনি সপ্রতিভ তেমনি তার মিষ্টি কথা। আপনি তা'কে দেখলে নিশ্চয়ই খুসী হ'তেন সান্যাল মশায়—"

কি আর বল্‌ব আমি এর উত্তরে ? আমি শুধু একটু হেসে চলন্ত ট্রেনটায় উঠে পড়লাম।

বৃষ্টি পড়ে

(শ্রীসমর সরকার, এম্‌, এ)

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে—টুপুর টাপুর টুপ্‌,
গাছের পাতে ফোঁটা ঝরে ঝুপুর ঝাপুর ঝুপ্‌।
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে—ঝুম্‌ ঝুমা ঝুম্‌ ঝুম্‌,
বাদল-রাতে খোকার চোখে আস্‌ল নেমে ঘুম।
দুধের মত—ননীর মত শয্যা 'পরে শুয়ে
শুধায় খোকা চুপি চুপি মায়ের গলা ছুঁয়ে—

'মাগো, আমায় বল্‌তে পার মেঘ এসেছে কেন,
নীলের আকাশ কালোয় কালো কর্‌ল আঁধার হেন ?
আজকে রাতে রাজার কুমার পক্ষিরাজে চড়ে
কেমন করে যাবে বল বৃষ্টি যদি পড়ে ?
কলাবতীর দেশে কোথায় কন্যা জেগে রয়,
রাজপুত্রের আশায় বসে কত প্রহর বয় ;

রাজপুত্র আসবে কিনা বল্‌তে পার মোরে ?'
এমন সময় ডাক্‌ল মেঘ ভারী গলায় জোরে।
মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চোখটি ধরে চেপে,
মেঘের ডাকে খোকন্ বাবু উঠ্‌ল তবু কেঁপে।

বাইরে তখন বিলের বুকে শালুক ফুলের মেলা,
অন্ধকারে কাশের কুসুম খেল্‌ছে কত খেলা !
ডাহুক ডাকে আপন মনে পুলক-মাখা স্বরে,
ডানার উপর পাতার জল ঝর্‌ছে অঝোর-ঝরে।
কদম-বাসে ভর্‌ল ধরা, ভর্‌ল খোকার প্রাণ,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়ে—অলস করে কান।
রেশমী চুলে হাত বুলিয়ে খোকায় ডাকেন মা,
খোকা তখন বল্‌ছে, 'ঘোড়া—এইখানে থামা।'
সেইখানেতে খোকার লাগি' কন্যা জাগি' রয়,
মায়ের কোলে ঘুমের খোকা রাজার কুমার হয়।

ক্যাপ্‌টেন কুকের অভিযান

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ইংরেজী ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ; জ্যোতির্ব্বিদ-মহলে ভীষণ সাড়া পড়ে গেছে। কি ব্যাপার, না আসছে বছর—অর্থাৎ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহকে ঠিক সূর্য্যের উপর দিয়ে যেতে দেখা যাবে। সাধারণ লোকের কাছে ব্যাপারটি বিশেষত্ব-হীন হ'লেও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদের কাছে এটি একটি ভয়া—নক কিছু ব্যাপার ! গ্রহ-তারা সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র খবর তাঁরা এ থেকে বা'র করবার আশা রাখেন।

কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এ সব ব্যাপার এক রকম দেখা যায় না,—কোন কোন বিশেষ জায়গা থেকে দেখা যায় সব চাইতে ভাল। ঐ বছরও পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখলেন, শুক্রগ্রহের এই কাণ্ড সব চেয়ে ভাল দেখা যাবে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা বিশেষ অংশ থেকে।

তারিখটার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝবে, যে সময়কার কথা বলছি সেটা ঠিক আজকালকার যুগ নয়; পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান তখন এত সুস্পষ্ট ছিল না—বিশেষতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক জায়গায়ই তখন পর্য্যন্ত সভ্য মানুষের পা পড়ে নি। কাজেই প্রশান্ত মহাসাগরের কোন বিশেষ জায়গায় গিয়ে শুক্রকে পর্য্যবেক্ষণ করা খুব যে সহজ কাজ ছিল তা মনে ক'র না। কিন্তু এমন সুযোগও তো সব সময়ে পাওয়া যায় না, একে হাত-ছাড়া করাটাই বা যায় কি ক'রে ?

ইংল্যাণ্ডের 'রয়াল জিওগ্র্যাফিক্যাল্ সোসাইটি' খুব তোড়-জোর আরম্ভ করল। ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন তখন তৃতীয় জর্জ্জ্। তিনি ঠিক করলেন, ইংল্যাণ্ড এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না—"এন্‌ডেভার" নামে একটা জাহাজকে এই অভিযানে পাঠান হবে।

অভিযানের নেতা হবে কে তাই নিয়ে আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। এমন একজন লোকের দরকার যাঁর জাহাজ চালানো বিদ্যায় যেমন খ্যাতি আছে, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেও তেমনি জ্ঞান আছে। খুঁজে পেতে জেম্‌স্ কুক্ নামে এক ভদ্রলোককে ঠিক করা হ'ল। কুক্ ইতিপূর্ব্বে ক্যানাডায় ফরাসীদের সঙ্গে নৌযুদ্ধে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন, তা ছাড়া জরীপের কাজেও তিনি ছিলেন একজন পাকা ওস্তাদ্। এদিকে রয়াল সোসাইটি নামে যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে তাঁরাও কুকেরই নাম করলেন—কারণ বছর দুই আগে এক সূর্য্যগ্রহণের সময় কুক্ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এক উজ্জ্বল প্রভাতে আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম, লোকজন সঙ্গে ক'রে কুক্ নীল সাগরের বুকে ভাসলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের

কোলে তাহিতি দ্বীপ—সেইখানেই তিনি যাবেন ঠিক করলেন। ব্যাঙ্কস্ ও সোল্যাণ্ডার নামে আরও দু'জন বড় বড় পণ্ডিত কুকের সঙ্গী হ'লেন।

দীর্ঘ আট মাস নানা রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, কখনও প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, কখনও অসভ্য বুনোদের হাত এড়িয়ে, নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুক্ তাঁর জাহাজ নিয়ে তাহিতি-দ্বীপে নোঙর ফেললেন। কুক্ ভেবেছিলেন তাহিতির লোকেরা না জানি তাঁদের কি চোখে দেখবে! কিন্তু তারা কুকের লোকেদের সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার কর্‌ল—অবশ্য এজন্য তাদের নানা রকম সৌখীন জিনিষ ঘুষ দিতে হয়েছিল। সেখানকার রাণী স্বয়ং এক কাঁদি কলা আর মস্ত একটা শূয়োর উপহার নিয়ে কুকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কুক্ প্রতিদানে তাঁকে দিলেন একটা সুন্দর মস্ত বড় পুতুল। পুতুল পেয়ে রাণী তো ভারী খুসী। কিন্তু ডাঙ্গায় নামতেই আর একজন সর্দ্দার এসে গোলযোগ সুরু কর্‌ল,—রাণীর পুতুলটি সে-ই নেবে। দেখতে দেখতে সর্দ্দারের সঙ্গে রাণীর মহা ঝগড়া! শেষটায় কুক্‌কে আর একটা পুতুল দিয়ে ঝগড়া থামাতে হ'ল।

কুকের লোকেদের কাছে অজস্র উপহার পেয়েও কিন্তু তাহিতির লোকেরা খুসী ছিল না, তারা সুযোগ পেলেই জাহাজ থেকে নানা জিনিষ চুরি ক'রে পালাত;—কোন দিন কারও গায়ের কোট্, কোন দিন কারও একপাটি জুতো, কোন দিন একটা টুপি, আবার কোন দিন বা কারও দাড়ি কামাবার ক্ষুর। একবার একজন সর্দ্দার গোছের লোক একটা বন্দুক দখল কর্‌ল—অবশ্য চুরি ক'রে নয়, চেয়ে। তোমরা বোধ হয় জান, বন্দুকের গুলি ছুঁড়বার পরই পেছন দিকে একটা ধাক্কা লাগে। সর্দ্দারের অত-শত জানা ছিল না। মনের আনন্দে বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই তো বেচারা মাটীতে কুপোকাৎ। 'বাপ্ বাপ্' ব'লে বন্দুক ফেলে দিয়ে তবে সে রেহাই পায়।

যথা সময়ে শুক্রগ্রহ তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হ'ল। কুক্ ও তাঁর সঙ্গীরা খুব ভাল ক'রে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করলেন—তা থেকে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার পর তাঁরা তাহিতি দ্বীপ জরীপ ক'রে তার সম্বন্ধে নানা রকম ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ ক'রে কাছাকাছি অন্যান্য

দ্বীপগুলো আবিষ্কার করতে বেরোলেন। এই সব দ্বীপের কোন কোনটায় তাঁরা রীতিমত বিপদে পড়েছিলেন। তাহিতি থেকে তাঁরা একজন সর্দ্দারকে সঙ্গী পেয়েছিলেন; এক দ্বীপের লোকেরা সেই সর্দ্দারের ছেলেটিকে বেমালুম চুরি কর্‌ল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কুক্ তাই জায়গাটার নাম রাখলেন "কিড্‌ন্যাপার্‌স্ পয়েন্ট" (ছেলেধরা-অন্তরীপ)।

আর একবার তাঁরা একদল নরখাদকের দ্বীপে পৌঁছেছিলেন। সেখানকার লোকেরা যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের মেরে তাদের মাংস খায়। কুকের দলের অবশ্য তারা বিশেষ অনিষ্ট করতে পারে নি। এই দ্বীপের কাছাকাছি উপসাগরের নাম কুক্ রাখলেন "ক্যানিবাল্ বে" অর্থাৎ "নরখাদক-উপসাগর"।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কুক্ নিউজিল্যাণ্ড পৌঁছলেন। নিউজিল্যাণ্ড্ এখন খুব নাম-করা জায়গা, কিন্তু কুকের আগে তার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে ইয়োরোপের লোকদের কোনই জ্ঞান ছিল না। অবশ্য কুকেরও প্রায় পৌণে দু'শ' বছর আগে টাস্‌ম্যান্ নামে এক ভদ্রলোক নিউজিল্যাণ্ড্ এসেছিলেন কিন্তু তিনি জায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খোঁজ-খবর দিতে পারেন নি। কুক্‌ই নিউজিল্যাণ্ডের আসল পরিচয় লোকচক্ষুর গোচরে আনলেন।

নিউজিল্যাণ্ডের পর কুক্ এমন একটা দেশ আবিষ্কার করলেন যার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম কে না জানে? ফলে-ফুলে, কৃষি-সম্পদে, খনিজ-সম্পদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আজকাল অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধি দেখে অনেকেরই চোখ টাটায়। অথচ কুকের আগে এই অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের কথা সভ্য-জগতের কাছে অপরিচিত ছিল বলা যেতে পারে। অবশ্য কুকের আগেও ২।৩ দল ইয়োরোপীয় নাবিক অষ্ট্রেলিয়ায় নেমেছিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে একদল স্পেনীয় নাবিক এবং তার পরে একদল ওলন্দাজ (হল্যাণ্ডের লোক) অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে নামেন। কিন্তু ওদিক্‌টা হচ্ছে একেবারে জংলী পাথুরে জায়গা, কোন রস-কষ নেই। তা ছাড়া আব্‌হাওয়াও ওদিক্‌কার ভীষণ বিশ্রী। কাজেই তাঁরা দেশে ফিরে অষ্ট্রেলিয়ার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা মোটেই লোভনীয় নয়। তার পর, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ড্যাম্পিয়ার নামে একজন ইংরেজ

নাবিক অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে হাজির হন। ওদিক্‌টাও পশ্চিম উপকূলের মতই, কাজেই ড্যাম্পিয়ারের আবিষ্কারও অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদ্‌লাতে পারে নি। কিন্তু কুক্ এসে নামলেন ঠিক তাঁদের বিপরীত দিকে—দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে। এদিক্‌কার চেহারা একেবারে অন্য রকম—ফুলে-ফলে-গাছপালায় অতি সমৃদ্ধ জায়গা। কুক্ তো ভারী খুসী। তিনি জায়গাটার নাম দিলেন—'নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্'।

অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত গাছপালা, অদ্ভুত জানোয়ার এবং তার চেয়েও অদ্ভুত মানুষদের কথা তোমরা অনেক বার শুনেছ। এই সব জংলী অসভ্য জাতের লোকেরা সময় বিশেষে কুক্ ও তার সঙ্গীদের যথেষ্ট জ্বালাতন করেছিল আবার কখনও বা বন্ধুর মত ব্যবহার করেছিল। এরা কাপড় পরতে জান্‌ত না। একবার কুক্ এদের একজন মোড়ল গোছের লোককে একটা জামা পরতে দেন। জামা পেয়ে সে বেচারা ভারী মুশ্‌কিলে প'ড়ে গেল—কি ক'রে এবং কোথায় ওটা ব্যবহার করবে! অনেক ভেবে-চিন্তে সে সেটা মাথায় বেঁধে নিল।

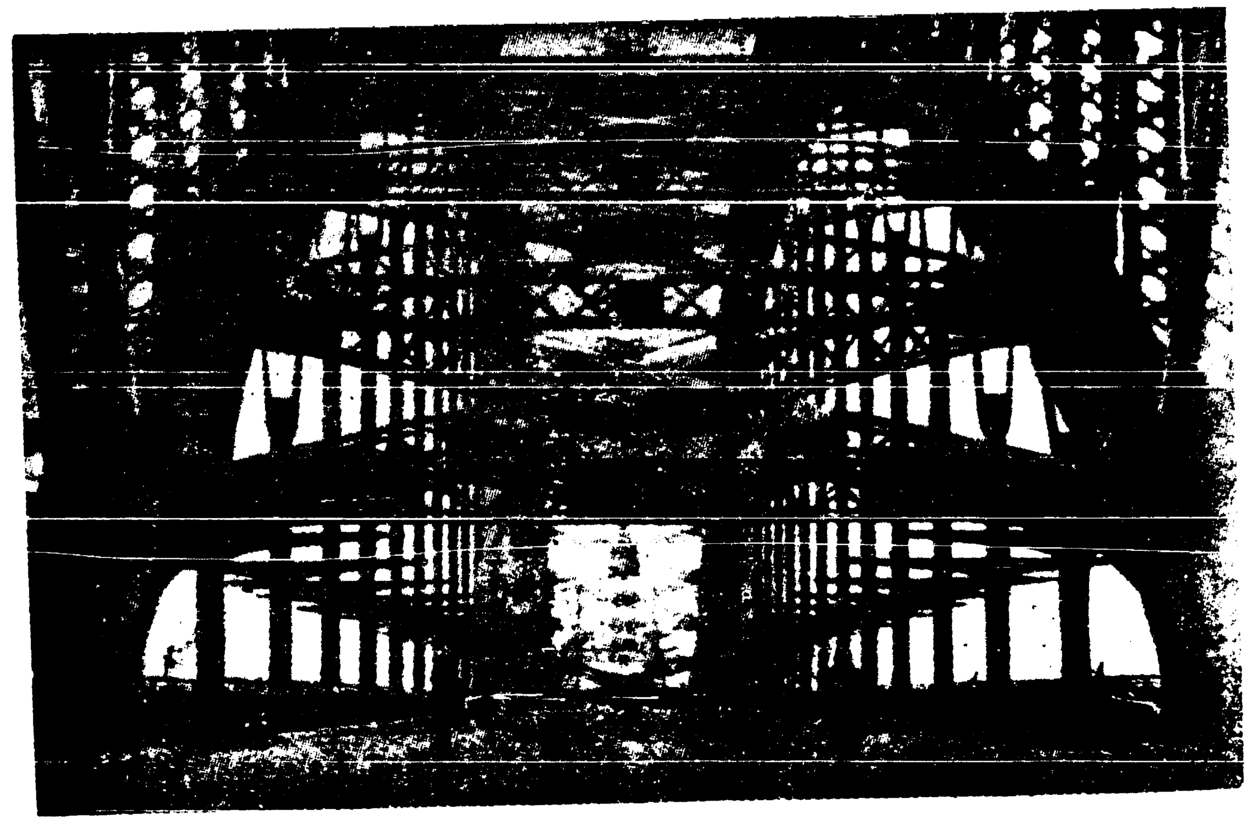

আধুনিক অষ্ট্রেলিয়ার একটি দৃশ্য—সীডনি বন্দরের বিরাট্ পোল

অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে নানা রকম ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করে কুক্ দেশের দিকে রওনা হ'লেন। পথে জাভার কাছে ব্যাটাভিয়া-অঞ্চলে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার পাল্লায় প'ড়ে তাঁদের দলের অনেক লোককে প্রাণ হারাতে হ'ল।

দেশে গিয়ে অবশ্য কুক্ খুবই সম্মান পেলেন। তাঁর নাম হ'ল—ক্যাপ্‌টেন কুক্।

এর কিছু দিন পরে কুক্ আবার দক্ষিণ-সাগর সন্ধানে বেরোলেন। এবার সঙ্গে নেওয়া হ'ল তিন বছরের মত খাবার-দাবার, আর তা ছাড়া প্রচুর গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জানোয়ার। উদ্দেশ্য, যে সব দ্বীপ তাঁরা আবিষ্কার করবেন সে সব দ্বীপে এই সব জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে আসা হবে—যাতে ভবিষ্যতে কেউ সেখানে গেলে খাদ্যাভাবে না পড়ে। নানা নতুন অঞ্চল, কুমেরু-বৃত্ত (Antarctic circle) প্রভৃতি ঘুরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কুক্ দেশে ফিরলেন।

কিন্তু সাগরের ডাক তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, কুক্ কি ঘরে থাকতে পারেন? ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন। প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে আমেরিকার উত্তর উপকূল ধরে ইংল্যাণ্ডে ফেরা যায় কিনা তাই তিনি দেখবেন। নিউজিল্যাণ্ড, তাহিতি প্রভৃতি হয়ে, স্যাণ্ডউইচ্, হাওয়াই প্রভৃতি নতুন নতুন কয়েকটি দ্বীপের তিনি সন্ধান পেলেন। কুক্ আরও এগিয়ে চল্‌লেন, আরও কত নতুন জায়গা দেখলেন। অবশেষে প্রচণ্ড শীতে তাঁকে ফিরতে হ'ল, কিন্তু তাঁর আয়ু শেষ হয়েছিল। হাওয়াই দ্বীপে এসে দেশী লোকেরা তাঁদের জাহাজ থেকে একটা নৌকো চুরি করায় তাদের সঙ্গে বাধ্‌ল ঝগড়া; এবং সেই সময় অতর্কিতে বিপক্ষ দলের এক বল্লম এসে বিঁধল তাঁর পিঠে। মানুষের জানা পৃথিবীর আয়তন যিনি অনেক—অনেকখানি বাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এমনি ভাবে অসভ্য লোকেদের হাতে নিতান্ত অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

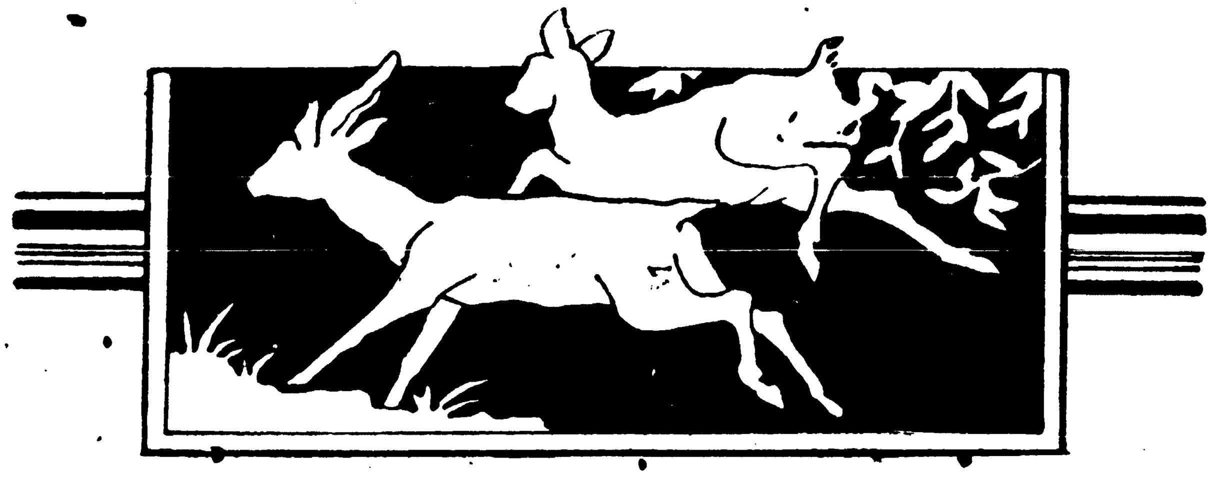

ছোটদের

—চিত্রশালা—

স্বর্গের হাসি

(শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী গৃহীত আলোকচিত্র)

নাগপুরে নৌকা-বিহার

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র গৃহীত আলোকচিত্র)

শঙ্খিনীর পাক

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র)

তারিণীবাবু বল্লেন,—"হুজুর, এ অঞ্চলে যে কাহিনীটা প্রচলিত আছে, সেটা আপনার কাছে নিবেদন করছি।

এই শঙ্খিনী নদীর এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ ভাটিতে একখানা গ্রাম ছিল। ঘটনাটা যেদিনকার সেদিন দুপুরে ঐ গ্রামের সাধুচরণের ছোটভাইয়ের ছেলে বৃন্দাবন ক্ষেত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে,—'শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির—পশ্চিম দিক্ ধূলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে।'

খবরটা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মত সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তারা পালাবে কোথায়? গ্রামের তিনদিক জুড়ে ক্ষেত ও মাঠ, একদিকে এই নদী শঙ্খিনী।

বর্গীরা আসছে ঘোড়ায়।

কয়েকজন গ্রামের বাইরে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে পশ্চিম দিক্‌টা লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। হাঁ—ঐ—দূরে ধূলো উড়ছে। একজন সেখানে শুয়ে মাটীতে কান দিয়ে শুন্‌লে। শব্দ হচ্ছে—দপ্ দপ্ দপ্ দপ্। বোধ হয় একসঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী আস্‌ছে।

তারা আর কেউ দাঁড়াল না, 'পালাও—পালাও—' বলে চীৎকার করতে করতে গ্রামের ভেতর ছুটল। সকলের একমাত্র ভরসা শঙ্খিনী নদী। নদীর ও-পারে কিছুদূরে খানিকটা জলা। তার চারধারে ঘন শরবন। নদীটা সাঁতরে পার হয়ে বনটার মধ্যে গা-ঢাকা দিলে প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু ও-খানে পৌছতে সময়ও লাগ্‌বে অনেক।

সকলে ঘর-বাড়ী ফেলে নদীর দিকে ছুটল। শিশু ও নারীরা ভয়ে কাঁদ্‌ছে। বৃদ্ধেরাও প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। বর্গীরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ—কারুকেই নিষ্কৃতি দেয় না। তারা যদি কেবল যুবক ও প্রৌঢ়দের ওপর অত্যাচার করত! কি ঘোর অন্যায়!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শঙ্খিনীর তীরে ভয়ার্ত্ত গ্রামবাসীদের ভীড় জমে গেল। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ও-পারের দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। পরাণও গেল তাদের সঙ্গে।

ঘাটে তিন-চারখানা ডিঙি ছিল। যাদের ডিঙি তারা আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে ডিঙিতে উঠে ও-পারে রওনা হ'ল।

সাধুচরণের মেয়ে ভবানী তখনও কাঁদছে। সাধুচরণ দেখ্‌লে, তাদের দু'জনের পালাবার উপায় নেই। এ বয়সে সে আর শঙ্খিনী সাঁতরে পার হ'তে পারবে না। ভবানী গ্রামের মেয়ে;

সাঁতার জানে বটে কিন্তু নদীপারের শক্তি তার নেই। সিকি ভাগ গিয়েই সে তলিয়ে যাবে। পালাবারও শক্তি চাই।

সে ভবানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—'কাঁদিস্ নে। ভয় নেই—চল্ আমার সঙ্গে।'

তখনও অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তারা যখন দেখ্‌লে, নদী পার হবার আর কোনই উপায় নেই, তখন নদীর তীর ধ'রে ছুটতে লাগ্‌ল। কিন্তু পালাবে কোথায়? ক্ষেতগুলিতে তখন ধানগাছের ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে মাত্র। তারা আশ্রয় দিতে পারে না, নিজেরাই পায়ের তলায় প'ড়ে প্রাণ-ভিক্ষা করে।

ভবানীর এক হাত ধ'রে সাধুচরণ তাকে টান্‌তে টান্‌তে বাড়ীর দিকে নিয়ে চল্‌ল। ভবানীরও মনে সাহস এল। সে আর এক হাতে চোখের জল মুছল।

যেতে যেতে সাধুচরণ বল্‌লে—'আমি বুড়ো মানুষ। ওদের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করে নেব। কিন্তু ভয় তোর জন্যে। তোকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। হয়ত আমার চোখের সামনে তোকে কেটে ফেলবে, কি, আগুনে পোড়াবে!'

সাধুচরণের গলা ধরে এল। ভবানীর বয়স দশ বছর। দেখতে চমৎকার! সাধুচরণ ঠিক করেছিল, সেবারই বিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হ'ল।

বাপের কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে ভবানী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

সাধুচরণ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—'কাঁদিস্ নে। তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখ্‌ব—'

ভবানী বল্‌লে—'আর তুমি?'

'আমি কিছুদূরে বসে তোকে পাহারা দেব। ওরা চ'লে গেলে তোকে সেখান থেকে বার করে নেব। ঐ যে আমাদের বাড়ী।'

সেখান থেকে গ্রামের বাইরেটা দেখা যায়। সাধুচরণ ভবানীর হাত ধ'রে সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিক্‌টায় তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ধু—ধু করছে মাঠ। আর ঐ ধুলো উড়ছে যেন কাল মেঘ।

সে ভবানীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে বল্‌লে—'তুই এখানে দাঁড়া। আমি আস্‌ছি।'

ভবানী বাপের কথামত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুচরণ বড় ঘরখানার বারান্দায় উঠে গেল। একধারে একখানা কোদাল ছিল। সাধুচরণ সেখানা হাতে নিয়ে উঠোন দিয়ে ঘরের পিছনে বাগানখানার দিকে চলে গেল। তারপরই সে শুন্‌তে পেল, মাটি কাটার শব্দ হচ্ছে—ধপ্—ধপ্।

কিছুক্ষণ পরে সাধুচরণ ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রান্নাঘরে উঠে গেল। তারপর চালশুদ্ধ বড় ডোলটা মেঝেতে উপুড় করে ফেলে সেটা খালি ক'রে টান্‌তে টান্‌তে উঠোনে নামিয়ে ভবানীকে বল্‌লে—'আয় আমার সঙ্গে।'

ভবানী তার পিছন পিছন গিয়ে দেখে, ঘর থেকে হাত চার-পাঁচ দূরে যে গর্ত্তটা ছিল, সাধুচরণ সেটাকে কোদাল দিয়ে কেটে আরও বড় ও আরও গভীর করেছে।

সাধুচরণ গর্ত্তের ধারে এসে বল্‌লে—'এইখানে দাঁড়া। ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' ব'লেই সে ডোলটা গর্ত্তর মধ্যে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করলে—'এটা দিয়ে কি করবে?'

'তোর ঘর। ভয় নেই। তুই শীগগির ওর মধ্যে নেমে গিয়ে বস্। আমি দু'খানা তক্তা আন্‌ছি। যা—শীগগির—ঐ শব্দ শোনা যাচ্ছে।' বল্‌তে বল্‌তে সাধুচরণ ভবানীকে হাত ধ'রে টেনে গর্ত্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে।

ভবানী ডোলটার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাধুচরণ ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দুখানা তক্তা এনে বল্‌লে—'বস—বস্—ভয় নেই। আমি তোর বাপ। তুই আমার বড় আদরের জিনিস। আমার আর কেউ নেই। ডাকাতগুলোর কাছে থেকে লুকিয়ে না রাখলে—আবার তোকে তুলে নেবে—বস্—বস্—'

বর্গীবাহিনী তখন মাঠের শেষপ্রান্তে দেখা দিয়েছে।

ভবানী ভয়ে ডোলটার মধ্যে জড়সড় হয়ে বস্‌তেই সাধুচরণ ডোলের মুখ তক্তা দুখানা দিয়ে বন্ধ করে দিলে। কেবল বাতাস যাবার জন্য আঙ্গুল চারেক ফাঁক রইল। তারপর সাধু সেই তক্তা দুখানার ওপর ক্ষিপ্র হাতে মাটী চাপা দিতে লাগ্‌ল, আর তক্তার ফাঁকে মুখ রেখে মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগ্‌ল—'নড়িস্ নে, শব্দ করিস্ নে।'

মাটি দেওয়া হয়ে গেলে চারপাশ থেকে শুক্‌নো ডাল-পালা কুড়িয়ে এনে সাধুচরণ সেগুলোকে মাটির ওপর চাপা দিলে। তারপর তক্তার ফাঁক-বরাবর মুখ রেখে বল্‌লে—'ভবানী, ভয় নেই, ওরা চলে গেলেই তোকে তুল্‌ব। আমি কাছেই রইলাম।'

মাটির নীচে থেকে চাপা আওয়াজ উঠ্‌ল—'আমাকে শীগ্‌গির তুলে নিও বাবা।'

'আচ্ছা—' ব'লেই সাধুচরণ কোদালখানা বাগানের কোণে ভাঁট-জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে ঘরে ঢুকে কাপড়-মুড়ী দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তা'র একটু পরেই, বর্গীবাহিনী গ্রামে এসে ঢুকল। জনশূন্য গ্রামে, বর্গীরা বাড়ীতে বাড়ীতে ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। জিনিষ-পত্র উল্টে, বাসন-তৈজস ও সিন্দুক-

চৌকী ভেঙে, গোলা-মরাই কেটে, কাপড়-বিছানা ছিঁড়ে, শস্য ছড়িয়ে, জায়গায় জায়গায় মাটি খুঁড়ে, নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগ্‌ল। জনচারেক সাধুচরণের ঘরে ঢুকল। একজন বিনাবাক্যব্যয়ে বর্শার আগা দিয়ে তার গা থেকে কাপড়খানা তুলে নিল। একজন তার কাঁধে তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে বল্‌লে—'রূপেয়া—'

সাধুচরণের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগ্‌ল। সে তবুও শুয়ে শুয়ে হাত-জোড় ক'রে বল্‌লে—'বাবারা, বুড়োমানুষ আমি। বড় অসুস্থ। আমার কিছুই নেই— ।'

বর্গীরা তবুও কথা শোনে না; তারা দয়া-মায়াহীন। একজন সাধুচরণের পাঁজরায় বর্শার একটা খোঁচা দিয়ে চড়া-গলায় বল্‌লে—'রূপেয়া—'

আর একজন সাধুচরণের যন্ত্রণা আর না বাড়িয়ে তলোয়ারের এক কোপে মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। বাকী সকলে 'হা-হা' ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

তারপর তারা সাধুচরণের ঘরখানা বেশ ভাল করে খুঁজে বেরিয়ে এল। কোথাও কিছু পেল না। সেই সময় বর্গীবাহিনীর অধিনায়কের তুর্য্য গম্ভীর শব্দে বেজে উঠ্‌ল। তৎক্ষণাৎ বর্গীরা ঘোড়ায় উঠে মশাল জ্বালিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাপের মত ফণা তুলে অগ্নি-শিখা ঘরের চালে চালে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। বর্গীরাও আর দাঁড়াল না; শঙ্খিনীর তীর ধ'রে পূর্ব্ব দিকে এগিয়ে চল্‌ল। সেদিকে যারা পালিয়েছিল, বর্গীরা তাদের সকলকেই হত্যা করল।

এদিকে সারা গ্রাম পুড়ছে। ধোঁয়ায় আকাশ কালো। হঠাৎ চাল থেকে এক লাফে ভবানীর গর্ত্তটার মুখে শুক্‌নো ডাল-পালার ওপর পড়ে আগুনটা চারধারে ছড়িয়ে গেল। ভবানীও সেই সময়ে ভয়ে আকুলকণ্ঠে ডেকে উঠ্‌ল—'বাবাগো, আমায় তুলে নাও। ও বাবা—বাবা গো—'

সাধুচরণের দেহটি তখন পুড়ছে।

ভবানীর শেষ ডাকটি মিলাতে না মিলাতে তার পাশের ঘরখানার জ্বলন্ত চাল গর্ত্তটার ওপর ভেঙে প'ড়ে শব্দটাকে যেন মাটির সঙ্গে চেপে ধরল।

এই ঘটনা প্রায় দু'শ বছরের আগের। সে গ্রাম আর নেই। শঙ্খিনীও পথ বদ্‌লে সেই গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে চলছে এবং সেখানে একটি বড় পাক দেখা যায়। যে সব নৌকো নিশীথ-রাতে ঐখান দিয়ে যায়, তাদের দাঁড়ি-মাঝিরা শুন্‌তে পায়, পাকের মধ্য থেকে যেন শব্দ উঠ্‌ছে—'বাবাগো, আমায় তুলে নাও—ও বাবা—বাবা গো—'

এই শব্দ আমিও শুনেছি।

শেষের শব্দটা অবশ্য বিশেষ স্পষ্ট হয় না, জলধারার শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। এই কারণে একটু রাত হলেই শঙ্খিনীর পাকের পাশ দিয়ে কোন নৌকো যেতে চায় না।

এখন মাঝিদের ওপর আপনার যা হুকুম হয়।"

বল্‌লাম—"অগত্যা রাতটা এখানেই কাটাব।"

তারিণীবাবুরা আমার কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন, কিন্তু খুসী হলেন কি না বল্‌তে পারি না। সে রাতে চোখের পাতা দুটো একবারও বন্ধ করতে পারলাম না, শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—"সত্যই কি ঐ পাকের নীচে ভবানীর দেহাবশেষ আছে?"

চিঠিপত্র

সামনেই পূজার ছুটী; ছুটীর দিনগুলি তোমাদের খুব আনন্দেই কাটবে আশা করি। ছুটীতে কে কি করলে, কে কোথায় বেড়াতে গেলে আমাকে জানিও। যুদ্ধের জন্য ইয়োরোপে মহা অশান্তি বেধেছে, আমাদের দেশেও তার ধাক্কা এসে লেগেছে। জিনিষপত্রের দাম শুধু দুর্ম্মূল্য নয়, অনেক সময় প্রচুর অর্থের বিনিময়েও তা পাওয়া দুষ্কর। কাজেই তোমাদের পূজার রামধনু আমাদের আশানুরূপ করে গড়ে তুলতে পারি নি; তবে চেষ্টার ক্রুটী করি নি। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে।

এবারেও সমালোচনাচ্ছলে আশ্বিনের রামধনুর প্রত্যেকটি লেখার প্রশংসাপূর্ণ অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। শ্রীরীণা রায়, আতাউর রহমান, শ্রীকল্যাণী ঘোষ, শ্রীদেবব্রত ঘোষাল, শ্রীমৃণ্ময় ব্যানার্জ্জি, শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ, শ্রীসীতা মজুমদার, শ্রীগায়ত্রী রাও প্রভৃতির চিঠি উল্লেখ-যোগ্য। সব ক'টি বিভাগ সব বারে কেন বেরোয় না সে জন্য ২।১ জন অনু-যোগও করেছ। এর উত্তর আমরা আগেও দিয়েছি, ছোট কাগজে সব বারে সব বিভাগের স্থান সংকুলান করা মুশ্‌কিল, তাই মাঝে মাঝে বদলে বদলে দিতে হয়।

'ফুলের মূল্য' শেষ হয়েছে, শীগ্‌গিরই আর একখানা নতুন উপন্যাস বার করার ব্যবস্থা হবে। বরাবরকার মত এবারেও পূজার সংখ্যায় কোন ধারাবাহিক লেখা দেওয়া হ'ল না। হেমেন্দ্র বাবু "নৃমুণ্ড-শিকারীর" বদলে এবারে আর একটা ছোট লেখা দিয়েছেন। আসছে বার থেকে আবার নৃমুণ্ড-শিকারী বেরুবে।

—রাঃ সঃ

যুদ্ধের খবর

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্)

গত মাসে তোমরা যুদ্ধের খবর পেয়েছ। ইতিমধ্যে যুদ্ধের এক পালা শেষ হ'য়েছে। যা'দের নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বেধেছিল, সেই পোল্যাণ্ড্কে জার্ম্মানী প্রায় ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১লা সেপ্টেম্বর, তার পাঁচদিন বাদেই খবর আসে যে জার্ম্মান্‌রা ক্র্যাকভ্ (Cracow) দখল ক'রেছে। পরদিনই পোল্যাণ্ডের রাজধানী 'ওয়ার্‌স' সহর থেকে লুবলিনে উঠে যায়। দশ-বারো দিনের মধ্যেই জার্ম্মান্‌রা ওয়ার্‌স থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। এবং তিন দিক্ থেকে সমস্ত পোল্যাণ্ডের সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সৈন্যদল 'লাল ফৌজ' পূর্ব্ব পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, এবং জার্ম্মান্‌দের সঙ্গে রাশিয়ার সৈন্যেরা ব্রেষ্ট-লিটফ্স্কে এসে মিলিত হয়। পরদিনই, অর্থাৎ ১৬ই তারিখে জার্ম্মান্‌রা লুবলিন দখল করায় পোল্যাণ্ডের কর্ত্তারা রুমানিয়ার সীমান্তে কুটি-তে চ'লে যা'ন। ইতিমধ্যে ওয়ার্‌স আক্রমণ ক'রে

জার্ম্মান্-নেতা হিটলার দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছেন।

সৈন্যদলকে সহর ছেড়ে যেতে বলা হয়। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ ক'রে নি। কিন্তু ততক্ষণে বোঝা গেছে যে পোল্যাণ্ডের আর কোনও ভরসা নেই। তবু ওয়ার্‌স এবং মড্‌লিন দুর্গ-রক্ষকেরা যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকে। অবশেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মান্‌রা এ দুটী জায়গা দখল করে। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধও মোটামুটী শেষ হয়। জার্ম্মান্‌রা বল্‌ছে যে তারা সাড়ে চার লাখ পোলিশ সৈন্যকে বন্দী ক'রেছে। মরেছে তো কতই!

তার পর হ'ল পোল্যাণ্ড্ ভাগ। মোটামুটী ভাবে বল্‌তে গেলে পূর্ব্ব দিক্‌টা পেয়েছে রাশিয়া, পশ্চিম দিক্‌টা পেল জার্ম্মানী। রাশিয়ার ভাগে যা' প'ড়েছে তার মধ্যে আছে ইউক্রেন প্রদেশ আর লাও সহর। বেশীর ভাগ পেট্রোলের খনিও তার ভাগে প'ড়েছে। জার্ম্মানী যা পেয়েছে তার মধ্যে ওয়ার্‌স আর লুবলিন আছে।

এ যুগের যুদ্ধের একটি বিরাট্ কামান

এখন শোনা যাচ্ছে যে ইংরাজ, ফরাসী, বেলজিয়াম আর পর্টুগাল দেশ ছাড়া ইউরোপের অপর সব দেশ মিলে একটা নতুন জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) গড়বে। দেখা যাক্ কি হয়।

ওদিকে কিন্তু যুদ্ধ থেমে গেছে ব'লে মনে ক'র না। জার্ম্মানীর পশ্চিম সীমান্ত যেখানে ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্তে এসে ঠেকেছে, সেইখানে ফরাসী আর জার্ম্মানে জোর

যুদ্ধ চলছে। হিট্‌লার, ব্রাউশিট্‌শ্‌ ইত্যাদি জার্ম্মান্‌ প্রধান সেনাপতিরা সব এখানে এসে পড়েছেন। এখানে তত তাড়াতাড়ি কিছু হবার যো নেই। আগাগোড়া এই সীমান্তের দু'পাশে কয়েক মাইল তফাতে দু'পক্ষেরই মাটীর তলায় সারি সারি দুর্ভেদ্য কেল্লা রয়েছে। ফরাসীদের এই দুর্গশ্রেণীকে বলে মাজিনো লাইন (Maginot line আর ওপক্ষের এই দুর্গশ্রেণীর নাম হচ্ছে সিগ্‌ফ্রীড লাইন (Sigfried line)। ফরাসীরা খানিকটা এগিয়েছে, এবং জার্ম্মান্‌দের অনেকগুলি গ্রামও দখল করেছে। সারব্রুকেন আর সয়ব্রুকেন অঞ্চলেই প্রধানতঃ ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে।

মণি-মঞ্জুষা

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

['নোতরড্যাম্‌' নামক উপন্যাসটি লিখেছেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্তর হিউগো। তোমরা নিশ্চয়ই হিউগোর নাম শুনেছ। তাঁর আরও অনেক সুন্দর উপন্যাস আছে—যেমন লে মিজারেবল, নাইন্টিথ্রি, টয়লার্স্‌ অফ্‌ দি সি ইত্যাদি। বড় হয়ে হিউগোর গল্প পড়লে তোমরা তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় পাবে।]

নোতরড্যাম্‌

ফ্রান্সের গীর্জা নোতরড্যামের পাদ্রী ক্লদের একটি অনুচর ছিল—তার নাম কোয়াশিমোদো! কোয়াশিমোদো দেখতে ছিল অতি কুৎসিৎ—বেঁটে, কালা, এক চোখ কানা, আর তার পিঠে ছিল প্রকাণ্ড একটা কুঁজ—যার জন্য তাকে বলা হ'ত হাঞ্চ্‌ব্যাক্‌। এই কুঁজো কোয়াশিমোদোর কাজ ছিল নোতরড্যাম্‌ গীর্জার ঘণ্টা বাজানো। কুৎসিত হ'লেও কোয়াশিমোদোর গায়ে ছিল খুব জোর। আর ক্লদের সে ছিল অন্ধ ভক্ত। মনিবকে সে ভয়ানক ভালবাসত, ক্লদ যা' বল্‌ত কোয়াশিমোদো সঙ্গে সঙ্গেই তাই করত। কেননা প্রচুর স্নেহ ক্লদ তা'কে দিয়েছিল।

একদিন ক্লদ কোয়াশিমোদোকে বল্‌ল একটি মেয়েকে চুরি করে আনতে—মেয়েটার নাম এস্‌মেরাল্‌দা। সে পথে পথে তার দুধের মত সাদা ছাগলের সঙ্গে নেচে বেড়াত—তার নাচ অদ্ভুত। আর এস্‌মেরাল্‌দার ছিল অসামান্য রূপ—এই জন্য ক্লদ মুগ্ধ হয়েছিল।

এস্‌মেরাল্‌দাকে চুরি করে আনতে গিয়ে কোয়াশিমোদো ধরা পড়ল একজন সৈনিক ক্যাপ্টেনের কাছে। এই ক্যাপ্টেনটিকে এস্‌মেরাল্‌দা খুব বেশী পছন্দ করত।

যা হোক, এই অন্যায় কাজের জন্য কোয়াশিমোদোকে শাস্তি পেতে হ'ল। তার হাত, পা শিকলে বেঁধে পথের মাঝখানে বসিয়ে তাকে চাবুক এবং পাথর মারার ব্যবস্থা করা হ'ল—মজা দেখতে ভীড় জমল। বেচারী কোয়াশিমোদো নিরুপায়, ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে শাস্তি ভোগ করতে লাগল। এমনি সময় অকস্মাৎ কোথা থেকে ভীড় ঠেলে এস্‌মেরাল্‌দা এসে কোয়াশিমোদোকে খেতে দিল ঠাণ্ডা জল। সেই মুহূর্ত্ত থেকে কৃতজ্ঞতায় সারা জীবনের জন্য কোয়াশিমোদো এস্‌মেরাল্‌দার ক্রীতদাসের মত হয়ে রইল।

এদিকে ক্যাপ্টেন এবং এস্‌মেরাল্‌দার উপর হ'ল ক্লদের ভয়ানক রাগ, কারণ ক্যাপ্টেনকে এস্‌মেরাল্‌দা বেশী পছন্দ করত আর তাকে মোটেও দেখতে পারত না। ক্লদ এই অবজ্ঞার প্রতিশোধ ভীষণ ভাবে নিল।

একদিন ক্যাপ্টেন আর এস্‌মেরাল্‌দা বেড়াচ্ছিল—হঠাৎ কোথা থেকে ক্লদ এসে ক্যাপ্টেনকে ছোরা মেরে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এই অপরাধের জন্যে এস্‌মেরাল্‌দা ধরা পড়ল—সকলে ভাবল ক্যাপ্টেনকে সে-ই খুন করেছে। আসলে কিন্তু ক্যাপ্‌টেন মরে নি।

এস্‌মেরাল্‌দাকে সন্দেহ করবার আরও একটা ভয়ানক কারণ ছিল—অনেকে ভাবল সে ডাইনী, আর সাদা ছাগলটি তার শয়তান—যার সঙ্গে সে অদ্ভুত সুন্দর নাচ নাচত। এস্‌মেরাল্‌দাকে ফাঁসি দেয়া ঠিক হ'ল। কিন্তু কোয়াশিমোদো ফাঁসি-কর্ত্তাদের কাছ থেকে এস্‌মেরাল্‌দাকে ছিনিয়ে এনে লুকিয়ে রাখল গীর্জ্জার একটি গোপন কক্ষে, আর যারা তাকে নিতে এল, গীর্জ্জার ওপর থেকে পাথর, গলানো সীসে প্রভৃতি ফেলে তাদের কাছ থেকে তাকে সযত্নে রক্ষা করতে লাগল। গীর্জ্জার বাইরে না গেলে এস্‌মেরাল্‌দার কোন ভয় নেই।

এই কাজে যখন কোয়াশিমোদো ব্যস্ত তখন চুপে চুপে ক্লদ গোপন পথ দিয়ে গীর্জ্জায় প্রবেশ করে এস্‌মেরাল্‌দাকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল, এখন ফাঁসিকাঠ আর ক্লদ এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টিকে এস্‌মেরাল্‌দা পছন্দ করে? এস্‌মেরাল্‌দা জানাল, ফাঁসিকাঠকে। রাগে, হিংসায় ক্লদ ফাঁসিকর্ত্তাদের কাছে সমর্পণ করল এস্‌মেরাল্‌দাকে।

তারপর এক সময় কোয়াশিমোদো দেখল যে এস্‌মেরাল্‌দা নেই। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সমস্ত গীর্জ্জা সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল—কোথাও এস্‌মেরাল্‌দাকে পাওয়া গেল না। কোয়াশিমোদো ভেবে দেখল ক্লদ ছাড়া এ কাজ আর কারুরই নয় কেননা তার কাছে গোপন কক্ষের আর একটি চাবি ছিল। যে ক্লদকে কোয়াশিমোদো অত ভালবাসত আজ তার প্রতি জেগে উঠল তার প্রচণ্ড ঘৃণা।

ভোর হচ্ছিল। গীর্জ্জার ওপর তলায় একটি মূর্ত্তিকে কোয়াশিমোদো এগিয়ে যেতে দেখল; সে চিনল ওই ক্লদ। তাকে অনুসরণ করে কোয়াশিমোদোও চলে এল ওপর তলায় এবং

অতি সন্তর্পণে দাঁড়াল তার পেছনে। ক্লদের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর—কি যেন সে দেখছে নীচে এক দৃষ্টিতে।' কোয়াশিমোদোর ইচ্ছে হ'ল ক্লদকে জিজ্ঞেস করতে যে কোথায় সে এস্‌মেরাল্‌দাকে রেখেছে কিন্তু কিছুই সে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ক্লদ অত মন দিয়ে কি দেখছে জানবার জন্য কোয়াশিমোদো নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল—একটি মেয়ের ফাঁসি হচ্ছে। গীর্জ্জার নীচেই ফাঁসিকাঠ। মেয়েটিকে চিনতে তার এক মুহূর্ত্তও দেরী হ'ল না—সে এস্‌মেরাল্‌দা। কোয়াশিমোদো আর নিজেকে সামলাতে পারল না—এক ধাক্কা দিয়ে ক্লদকে সে নীচে ফেলে দিল। ক্লদের জীবনের অবসান হ'ল।

পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির নির্ব্বাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে কোয়াশিমোদো এস্‌মেরাল্‌দার ফাঁসি দেখল আর দেখল ক্লদের মৃতদেহ। সে কাঁদতে লাগল। একটু পরেই তার বুক চিরে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘনিঃশ্বাস; সে আপন মনে বলল, 'যে দু'জনকে আমি ভালবাসতাম তারা আর নেই!'

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক ও শিশু-সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঘাটশীলা-প্রবাসী ও রামধনুর শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক শ্রীজয়ন্ত বসু, বি. এস্‌-সি এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি বছরই পূজার সময় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।

ইয়োরোপের কোন কোন জায়গায় যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে চিরকাল অগ্নিশিখা (Eternal flame) জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। বাংলা শিশু-সাহিত্যে মনোরঞ্জনের পবিত্র স্মৃতি যাতে চিরদিন জেগে থাকে তারই জন্য জয়ন্ত বাবুর এই চেষ্টা।

এবারকার প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে,—(১) "বাপ-মা'র প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি বাপ-মা'র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" ও (২) শিশু-সাহিত্যে মনোরঞ্জন—এই দু'টির যে কোন একটি বিষয় নিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ (এক্সারসাইজ বুকের

৫ পৃষ্ঠার মধ্যে) লিখে ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। যাঁর লেখা সব চেয়ে ভাল হবে তাঁকে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে রামধনুর গ্রাহক ক'রে নেওয়া হবে, এবং রামধনুতে তাঁর ছবিও প্রকাশ করা হবে। রামধনুর যে কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা বা পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। খামের উপর "প্রতিযোগিতার লেখা" কথাটি লিখে দিতে হবে এবং রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

ভাদ্র মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

এবারকার প্রতিযোগিতায় আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ফটো পেয়েছি। যাঁরা পুরস্কার পান নি তাঁদেরও অনেকের ফটো বেশ সুন্দর হয়েছে। পুরস্কার পাবেন শ্রীশক্তিপ্রসাদ গর্গ (গ্রাহক নং ১৫২), কলিকাতা। এঁর প্রেরিত ফটো এবং এর আগের বারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "আমি চঞ্চল হে" আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

রকমারি—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক পি, রায়, ৩বি, শ্যামানন্দ রোড্‌, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ৸৹

সুবিনয় বাবু বাংলা শিশুসাহিত্যের যশস্বী লেখক। মজার মজার গল্প, নাটিকা, গান, স্বরলিপি, ধাঁধা, বিচিত্র প্রবন্ধে ভরা তাঁর এ বইখানি ছেলে-মহলে খুবই আদর পাবে। সবই পাকা হাতের লেখা। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে। ভৌতিক ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাড়াকাড়ি—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক পি, রায়, ৩বি, শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ॥৹

এই বইখানিতেও সুবিনয় বাবু অনেকগুলি মজার মজার ছোট গল্প, নাটিকা, কবিতা, খেলা, প্রবন্ধ প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত লিপিচাতুর্য্যের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুন্দর মন-ভুলান ছবিগুলি বইখানিকে আরও লোভনীয় করেছে। ছেলে-মহলে কাড়াকাড়ি পড়বে সন্দেহ নেই।

পৃথিবী ছাড়িয়ে—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত। প্রকাশক বি এন্‌ পাবলিশিং হাউস, ৩২, ব্রজ মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর কল্পনার রঙ্গিন তুলি বুলিয়ে নানা রকম য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প লিখে প্রেমেন্দ্র বাবু খ্যাতিলাভ করেছেন। এ বইটিও তেমনি ধারা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই—মানুষের বুধ-গ্রহে অভিযান-কাহিনী। ছেলেরা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করবে।

বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক বি এন্ পাবলিশিং হাউস্, ৩২, ব্রজ মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥০

হাস্যরসিক শিবরাম বাবুর নতুন বই। একে শিবরাম বাবুর লেখা, তার উপর এর কোন কোন গল্প রামধনুতে বেরিয়েছিল। কাজেই পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।

ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস, ১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ৸০

চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত বইএর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। বাংলা ভাষায় এই অমর গ্রন্থ পরিবেশন ক'রে লেখক বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অরণ্য রহস্য—শ্রীসুকুমার দে সরকার। প্রকাশক ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

সুন্দরবনে য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প। সুকুমার বাবুর লেখার সঙ্গে তোমরা পরিচিত। তাঁর এই নতুন বইটাও পড়ে দেখ, ভাল লাগবে।

বার্ষিক শিশুসাথী—সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য ১॥০

প্রতি বছরের মত এবারেও পূজোর সময় এই সুন্দর বার্ষিকীখানা বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দেওয়া হয়েছে। এবার সম্পাদনার ভার নিয়েছেন সুসাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, আর সেই সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন বাংলা শিশু-সাহিত্যের অধিকাংশ সুলেখক। সুন্দর সুন্দর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ আর অসংখ্য রং-বেরংএর ছবিতে ভর্ত্তি এই সুবৃহৎ বইখানি বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

টম্ সয়্যারের গল্প—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার নন্দী। প্রকাশক—শ্রীমন্দির, ১১, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

বিখ্যাত হাস্যরসিক মার্ক টোয়েনের "য়্যাড্‌ভেঞ্চার্স্ অব্ টম্ সয়্যার" বিখ্যাত বই। সেই বই থেকে বাছাই-করা অংশ নিয়ে বাংলার ছেলেদের উপহার দিয়েছেন এই দুই সাহিত্যিক। আমাদের চমৎকার লেগেছে, তোমাদেরও লাগবে।

ইয়োরোপের আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা এখনও সমানে চলিয়াছে। পোল্যাণ্ডের ভাগ্য বিরূপ হইলেও পশ্চিম জার্ম্মান-সীমান্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে এবং ফরাসী বাহিনী জার্ম্মানদের বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধের খবর অন্য জায়গায় দেওয়া হইল।

* * *

ইতিপূর্ব্বে রামধনুতে বিখ্যাত ইংরাজ মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যাভ্‌লক্ এলিসের মৃত্যুসংবাদ দিয়াছিলাম, সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ার পৃথিবীবিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড্‌ও পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। ফ্রয়েড্ ভিয়েনায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। মনোবিজ্ঞানে ইঁহার দান পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ইনি জাতিতে ইহুদী; শুধু সেই অপরাধে, এই বৃদ্ধ বয়সে, নাৎসীদের অষ্ট্রিয়া দখলের সময় প্রথমে বন্দী এবং পরে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হন। নির্ব্বাসিত হইবার পর ফ্রয়েড্ সাহেব লণ্ডনে বসবাস করিতেছিলেন।

* * *

কলিকাতার আই-এফ্-এ মরশুম যথাকালে শেষ হইয়াছে। আই-এফ্-এ হইতে যে তিনটি বিখ্যাত দল—ইষ্ট-বেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ও কালীঘাটকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন্ বা বি-এফ্-এ নাম দিয়া একটা নতুন সমিতি গড়িয়াছে সে খবরও তোমরা পাইয়াছ। সম্প্রতি এই বি-এফ্-এর পরিচালনায় ব্র্যাবোর্ণ কাপ্ নামে একটা কাপ্ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। দেশ-বিদেশ, এমন কি সুদূর সিংহল হইতেও নানা দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল, অবশ্য অধিকাংশ দলই তেমন নাম-করা নয়। একদিকে ফাইনালে উঠিয়াছিল মহামেডান্ স্পোর্টিং, অপর দিকে ইষ্ট বেঙ্গল। ফাইনালে মহামেডান্ স্পোর্টিং এক গোলে জয়লাভ করিয়া কাপ্ বিজয়ী হইয়াছে। ইতিমধ্যে মহামেডান্ দলের সহিত অবশিষ্ট দলের বাছাই-করা খেলোয়াড়দের মধ্যেও একটা প্রদর্শনী খেলা হইয়াছিল। ঐ খেলায় অবশিষ্ট দলই এক গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) যখন রাগে মুখ হাঁড়ী হয়। (২) যার চোখ ছানাবড়া হয়েছে। (৩) যখন চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে। (৪) চোখের জলে। (৫) যখন মানুষ আহ্লাদে 'আটখানা' হয়। (৬) যখন হেসেই কুটিকুটি হয়।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পুতুল, মিনু, কাজল ও নির্ম্মল (কালীঘাট); শেফালিকা রায় ঢাকা; প্রণব সেন (দিল্লী); খোকন ও রমা (কলিকাতা); উষা দেবী (বর্দ্ধমান); অনন্তলাল মজুমদার (আলিগড়); জ্যোৎস্না সেন (এলাহাবাদ); গীতা ও গায়ত্রী (লাহোর); নূরজাহান বেগম (কলিকাতা)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—

কালিদাস পাল (ইনাথপুর); দীপা, রাণীদি, অঞ্জলি সেন (পাটনা); পুতুল ও গৌরী (খারুয়া); বিমলেন্দু ও নির্ম্মলেন্দু ঘোষ, আতাউর রহমান (লাখপুর-সিমুলিয়া); শীতল দত্ত (কলিকাতা), উৎপল বসু (গয়া); নিবারণ দাশগুপ্ত (কাশী); শিপ্রা চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ)।

আরও বহু গ্রাহক উত্তর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তার কোনটাই শুদ্ধ হয় নি।

নূতন ধাঁধা

(১)

এক সময় মুনিঋষিরাও আমাকে সমীহ করে চলতেন, এখনও যে কেউ কেউ করেন না তা নয়, কিন্তু আজকাল বেশীর ভাগ ছোকরাই আমাকে বরদাস্ত করতে পারে না। তা ছাড়া এক জাতের লোক তো আমার পেছনে লেগেই আছে, আমাকে নিঃশেষ করাই তাদের জীবনের ব্রত। কিন্তু আমি অত সহজে যাবার নই, যতই তাড়াও ততই আমি ফিরে ফিরে আসব। বল তো কে আমি?

(২)

আমার সঙ্গে যেমনটি ব্যবহার করবে আমিও তোমার সঙ্গে ঠিক তেমনি করব। আমাকে মুখ ভ্যাংচালে আমিও তোমাকে মুখ ভ্যাংচাব, আমাকে আদর করে চুমু খেলে আমিও তোমাকে আদর করে চুমু খাব। কে বল তো আমি?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে, তাই অগ্রহায়ণ মাসের রামধনু ১লা অগ্রহায়ণ বাহির না হইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ বাহির হইবে। পূজার বন্ধে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের ব্যবস্থাও ছুটীর পরে করা হইবে।

রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

প্রণীত

মহাভারতের গল্প-গুচ্ছ

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

২য় খণ্ড ... ৷৷০

দিগ্বিজয়ী বীর

মহাবীর আলেকজান্দারের জীবন-কথা ... ৷৷০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রমা রোড, কলিকাতা

আবশ্যক

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

"মমীর জীবন্ত হাত"

পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। সুন্দর বাঁধাই। দাম ৷৷৵০

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

জন্মদিনের উপহার

মজার গল্পের বই

দাম—৷৷৵০ আনা।

পুরাতন বাঁধান রামধনু

কোন কোন বছরের কয়েক সেট্ এখনও পাওয়া যায়। শীঘ্রই নিঃশেষ হবে।

দাম প্রতি সেট্ মাত্র ১৷৷০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রমা রোড, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C—1641

পূজার দিনগুলিকে
আনন্দমুখর করতে হ'লে

সকালে চা'য়ের মজলিস্‌টি
ভাল হওয়া চাই।

এরিয়ানের চা

না হ'লে কোন মজলিস্‌ই ভাল জমতে পারে না।

কারণ—
রংএ, স্বাদে, গন্ধে এর যুড়ি নাই।

এরিয়ানের চা'য়ের আস্বাদ একবার পেলে
অন্য কোন চা-ই তোমাদের তৃপ্তি দিতে পারবে না।

মনে রেখ,

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

রামধনু

ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

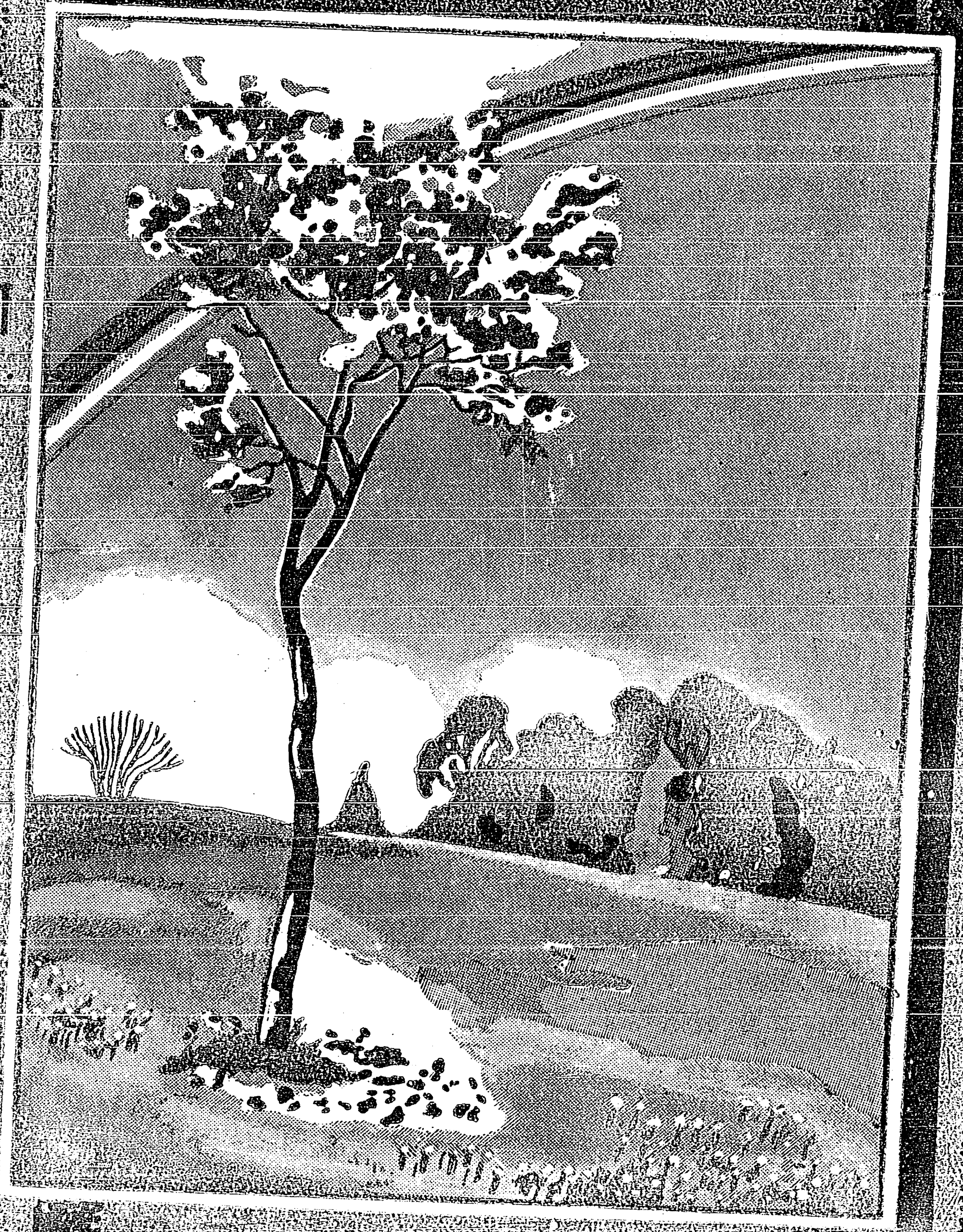

১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৪৬
বার্ষিক ২।৹, ষাণ্মাসিক ১।৹
প্রতি সংখ্যা।৹

— সম্পাদক —

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতিসংখ্যা ৷৹০। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। নমুনা সংখ্যার জন্ম চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
"রামধনু" কার্য্যাধ্যক্ষ

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ছোট বালকদিগের বলবৰ্দ্ধক ও দৃঢ়তা সম্পাদক ইহার ন্যায় আর কোন ঔষধ নাই।

ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক।

সব চেয়ে সস্তা কিশোর-মাসিক

ছেলেখেলা

পড়িয়াছেন কি? প্রতি মাসে একটি করিয়া ধারাবাহিক উপন্যাস, দুইটি ধারাবাহিক বড় গল্প এবং একাধিক ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, হাস্যকণা, প্রভৃতি লইয়া প্রকাশিত হয়। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর অপূর্ব্ব হাস্যরসাত্মক গল্পে আমাদের প্রত্যেক সংখ্যা সমৃদ্ধ। অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকের রচনাও প্রায় প্রত্যেক মাসেই থাকে। ইহা ছাড়া কেবল গ্রাহকদের জন্য প্রবেশমূল্যহীন রচনা-প্রতিযোগিতা, ধাঁধা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ত আছেই। বিশ্বাস না হয় মাত্র ৫ পয়সা দামের ৪ খানি ডাকটিকিট দিয়া নমুনা সংখ্যা আনাইয়া দেখুন। চাঁদা বার্ষিক ॥০ আনা, ষাণ্মাসিক ।০ আনা।

S. R. Sen, B. A. Puranratna.
31, Prasanna Kumar Tagore Str, Cal.

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ (ছোটদের উপন্যাস) ১৲
পদ্মরাগ (২য় সং) ঐ ১৲
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ঐ ৸০
নূতন পুরাণ (ছোট গল্প) ॥৵০
হাস্য ও রহস্য ঐ ॥৵০
চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং) ঐ ॥০
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ঐ ॥৵০
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

দাম ১।০ **ছোটদের বার্ষিকী** দাম ১।০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকম গল্প, কবিতা কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ, সমস্ত লেখাই মৌলিক।

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

কায়াহীনের প্রতিশোধ ॥০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ের গৌরব (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কল্পলোকের কথা (বড় গল্প) ॥০

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

পাতালপুরীর আংটী (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মড়ার মৃত্যু (নূতন উপন্যাস) ॥০

আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ॥০

মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

কালগ্রাসে কালযবন ॥০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

গল্পবেণু ॥৵০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৵০

গুজবের জন্ম ।৵০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৵০

বুদ্ধির লড়াই ।৵০

পরীর গল্প ।৵০

শ্রীক্ষিতিবিনয় রায় চৌধুরী

বলতো (ধাঁধার বই) ॥৵০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রাজার ছেলে (উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

অচিন দেশের রাজকন্যা (উপকথা) ।৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে ॥৵০

শ্রীসুকুমার দে সরকার

অরণ্য রহস্য (উপন্যাস) ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মণ্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৵০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্প ঠাকুরদা ।৵০

এক পেয়ালা চা ।৵০

প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

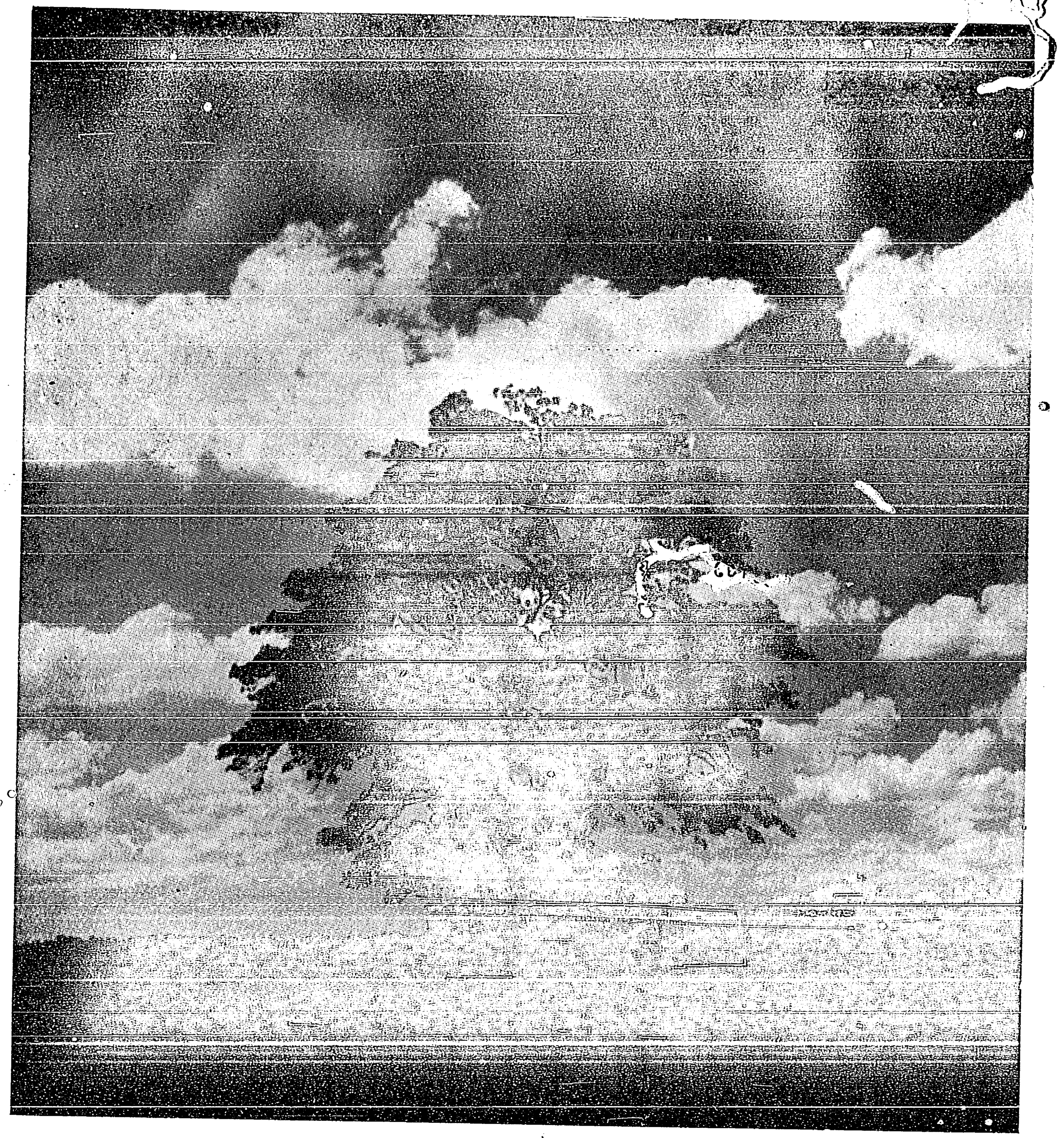

নিঃসঙ্গ

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীশক্তিপ্রসাদ গর্গ

C. H. ARAN & CO., CALCUTTA.

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ { ১১শ সংখ্যা

শিশুর ডাক

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আমেরিকায় বন্ধু মোদের
করতেছ কি ভাই ?
তোমরা যখন আলোক জ্বালো
আমরা দীপ নিভাই।
তোমরা যখন ঘুমাও পড়ে
আমরা তখন বেড়াই দোড়ে,
তোমরা যখন স্বপন দেখ
আমরা পান চিবাই।

আফ্রিকাতে সুহৃদ্ মোদের
শুনছ না কি ডাক ?
উষ্ট্রপাখীর পৃষ্ঠে চেপে
দাও লাগিয়ে তাক্।
ভয় কর না সিংহ সাপে,
হস্তী ভীত তোমার দাপে,
জেব্রা এবং জিরাফ খুড়া
করে তোমার ডাক।

শ্বেত ভালুকের চর্ম্ম গায়ে
সীল ধরিতে যাও—
এস্কিমো ভাই হস্কা ফেলে
আমার পানে চাও।
বল্গা হরিণ আল্গা পেলে
দেবে তোমার স্লেজটী ফেলে,
রাত দুপুরের রবির দেশে
দৌড়াবে উধাও।

বিশ্বভরা বালক চমূ
হ'ক্ না যতই দূর,
আর্য্য এবং অনার্য্য হ'ক
হটেন্‌টো কি মূর।
ভালবাসা আমরা দিব,
গোটা জগৎ এক করিব,
জগৎ-যোড়া জয়ন্তীদল
আমরা রামধনুর।

উনিশ শ' উনচল্লিশের মহাযুদ্ধ

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বেণী খুড়োকে কঞ্জুষ বলা যায় না কিছুতেই। বেশ একটু খরচে লোকই তিনি বরং। কিন্তু তিনিও চোখ কপালে তুলে ফেলেছেন !

ব্যাপার আর কিছু না, তেসরা সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহাদুর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আর, চৌঠো সকালে তিনি বেরিয়েছেন বাজার করতে—

রোজ যেমন বেরিয়ে থাকেন।

প্রথমেই তিনি বাড়ীর পাশের পানের দোকানে গিয়ে ফর্‌মাস্ করেছেন—"এক প্যাকেট্ ক্যাভেণ্টার দাও তো হে !" যেমন ক'রে থাকেন রোজ।

প্রত্যহ ঐ এক প্যাকেট্ সিগ্‌রেট্ তাঁর বহু দিনের বদ্-অভ্যাস। তাঁর সারাদিনের খোরাক্—খোরাক্ কি ঠিক্ ?—বরং 'ধোঁয়াক্' বল্‌লেই সঠিক হবে।

দোকানী সিগ্‌রেট্ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গলাও বার করেছে: "আট আনা দিতে হোবে বাবু !"

"কেন ? আট আনা কেন ?" হাত গুটিয়ে নিয়েছেন বেণী খুড়ো।

"যুদ্ধো বাধেসে যে। খবর জান্‌সেন্ না ? উসিলিয়ে দম্ ভি বঢ়ে গিয়েসে !"

"তবে সিগ্‌রেট্ আর খাব না।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন বেণী খুড়ো: "বিড়িই দাও তবে। এক পয়সার দাও। খেয়ে দেখি আগে সহ্য হয় কি না। খাই নি তো কখনও।"

"সিগ্‌রেট্‌সে কুছ্ সস্তা আছে, আখ্‌নুভি রোয়েসে, লেকিন্ বিঁড়ি ভি ভারী মাহাঙ্গা !"

দুটো বিড়ি আগিয়ে দিয়েছে বিড়িওলা।

এইবার বেণী খুড়ো চোখ কপালে তুলেছেন: "য়্যাঁ! বিড়ি আক্রা কেন ? যুদ্ধ তো বিড়ির কি ? বিড়ি কি চালান আসে বিলেত থেকে ? ও তো এ দেশে হয়—এ দেশী লোকরা নিজের হাতে পাকায়। তবে ? তবে কেন ?"

সমস্ত 'তবে ?'-র একমাত্র জবাব দোকানীর মুখে: "যুদ্ধ লগেসে যে বাবু! উসি বাস্তে এইসন্ হোয়েসে। সাহাব্ লোগ্‌সে আউর্ জর্‌মন্ লোগ্‌সে বহুৎ ভারী জোর্ লড়াই হোস্‌সে—"

"ধুত্তোর লড়াই ! সিগ্‌রেট্, বিড়ি কিসসু খাব না। আমাদের ভারতবাসীদের হুঁকোই ভালো! তাই টান্‌ব আজ থেকে। সনাতন আর্য্য-প্রথায় গড়াগড়ি দেব আর গড়্‌গড়া টান্‌ব, আবার কি ?" এই ব'লে বেণী খুড়ো, দোকানীর কাছ থেকে যুদ্ধের বার্ত্তা বেশী আর না জেনে, বিড়ি না নিয়েই, এমন কি পয়সাটা ফেরৎ নেবার কথাও বেমালুম ভুলে সবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করেছেন।

বাজারের থলি হাতে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে তিনি এগিয়ে চলেছেন, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে, অপর কোন সিগ্‌রেট্-বিড়ির দোকানে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না ক'রে, পলাতক সৈন্যের মত, তর্ তর্ বেগে তিনি পা চালিয়েছেন। থেমেছেন সেই জগুবাবুর বাজারে গিয়ে।

"এক পয়সার কাঁচ্‌কলা দাও তো হে কর্ত্তা !"

"এক পয়সার ? এক পয়সার আর কট্টুক্ পাবেন বাবু ? চার পয়সায় একটা কাঁচাকলা।"

"য়্যাঁ? কী বল্‌লে?" বেণী খুড়ো স্বকর্ণকে বিশ্বাস করতে পারেন না: "এক পয়সায় চারটে? চারটে কী হে? কাল যে ছ'টা করে নিয়েছি! তোমার কাছেই তো!"

"কালকের কথা রেখে দিন্ বাবু।" পসারী আজকের দরটা পুনরুচ্চারণ করে, "আজ এক পয়সায় চারটে দূরে থাক্, তুটোও না, একটাও নয়; আজ চার পয়সায় একটা। যুদ্ধ বেধে গেছে যে সে খবর কি জানেন না বাবু?"

বেণী খুড়ো যেন জার্ম্মানের একটা শেলের ধাক্কায় এইমাত্র আকাশেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে, দম নিয়ে বল্‌লেন: "তা বটে! যুদ্ধ বেধেছে বটে। কাঁচ্‌কলার দর চড়্‌বে বই কি! কাঁচকলাও বিলেত থেকে আসে যে!"

"তবেই বুঝুন্ বাবু!" দোকানী এক গাল হেসে, বেণী খুড়োর পরিত্যক্ত সিকির বদলে চারটে কাঁচকলা বেণী খুড়োর হাতে গুঁজে দিয়েছে: "আজ তো তবু চারটে পেলেন, কাল ফের কী হয় কে জানে! কাল আবার যুদ্ধ কদ্দূর গড়ায়—"

সিকির বদলে, বল্‌তে গেলে পনেরটা পয়সা এবং অন্ততঃ পাঁচটা কাঁচকলার প্রত্যাশার বিনিময়ে, চারটে মাত্র কাঁচকলা পেয়ে বেণী খুড়োর মাথার ভেতরটা কেমন চড়াৎ ক'রে উঠ্‌ল হঠাৎ। সেই বহুমূল্য কাঁচকলা চারটে নিয়ে কী যে তিনি করবেন ভেবে পেলেন না। সামান্য থলির মধ্যে স্থান দেবেন না নিজের মাথায় ক'রে রাখ্‌বেন? অবশেষে, এ হাতে তুটো, ও হাতে তুটো ক'রে ধ'রে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়্‌লেন বাজার থেকে। বাজারের ভেতরে পা বাড়াবার তাঁর সাহস হ'ল না। তুচ্ছ কাঁচকলার যদি এ হেন উচ্চ দর হয়ে থাকে তা হ'লে চাল, ডাল, আটা, ঘি, নুন, তেল, মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ এরা সব আছে কোথায়? নিশ্চয়ই এত উঁচুতে যে বেণী খুড়োর সেদিকে তাকাতেই ভরসা হয় না।

কিন্তু, না-ভাব্‌তে ভাব্‌তেই বেণী খুড়োর মাথা ধ'রে গেল। সাত সমুদ্দূর পারে, সাত হাজার মাইল দূরে, সিগ্‌ফ্রিড্ লাইনে যে-যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এত দূরে থেকেও, তার বেয়নেটের খোঁচা যেন বেণী খুড়োকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

আপন মনেই উঃ আঃ করতে করতে বেণী খুড়ো নিজের বাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়্‌লেন।

তাঁর বাড়ীর সাম্‌নেই কেমিষ্ট ড্রাগিষ্টের দোকান। সেখানে ঢুকেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন বেণী খুড়ো।

"আঃ, কী মাথাটাই না ধরেছে! বাজার করতে গিয়ে চড়াৎ ক'রে ধরে গেল কেমন! এক প্যাকেট্ ক্যাফিয়াস্পিরিন্ দিন্ তো। হার্ট উইক্ আমার, কিন্তু কী আর করব! উঃ!"

চক্‌চকে আনিটা, ঈষৎ ইতস্ততঃ করেই, হাতছাড়া করলেন বেণী খুড়ো।

"আজ্ঞে, আরো তিন আনা দিতে হবে যে!"

"চার আনা! চার আনা কেন? চার পয়সা করেই তো বরাবর কিন্‌ছি! চার প্যাকেট তো না, এক প্যাকেট্ চেয়েছি যে মশাই!"

"আজ্ঞে, ঐ এক প্যাকেটই চার আনা। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। যুদ্ধ বেধেছে যে! তাই নয় কি? ওষুধ-পত্রের দাম তো বাড়বেই। সবই তো বিলেতের আম্‌দানি বল্‌তে গেলে। ক্যাফিয়াস্পিরিন্ তো আবার বেয়ার কোম্পানীর, আসল জার্ম্মানী—নয় কি? চার আনা দিয়েও যে পাওয়া যাচ্ছে এই ঢের।"

এই ব'লে বেণী খুড়ো, আর তিন আনা বার না ক'রে চক্‌চকে আনিটা, খুব বেশী দুঃখিত না হয়েই, পুনরায় পকেটে পুর্‌লেন। তার পরে তাঁর অন্যান্য ওষুধ-বিষুধের দাম জান্‌বার কৌতূহল হ'ল: "তা হ'লে হর্‌লিক্সেরও দাম বেড়েছে নিশ্চয়? পাঁচসিকের-টা পাঁচ টাকা? কেমন কি না? ঠিক ধরেছি, দেখুন। এম্‌নি সব ওষুধেরই তো? বাঃ বাঃ! যুদ্ধে দেখ্‌ছি ব্যবসায়ীদেরই সুবিধে! যে কাঁচকলার ব্যব্‌সা ফেঁদেছে তারও! আমরাই কেবল মারা যাব যুদ্ধে—যুদ্ধ না ক'রেও বেঘোরে মর্‌ব আমরা। হায়, আমাদের যে কোন ব্যবসাই নেই!"

কেমিষ্ট্ ওঁকে সান্ত্বনা দেন: "একটা যা হোক্ কিছু খুলে ফেলুন্ না ঝট্ ক'রে। ব্যব্‌সা কর্‌তে কতক্ষণ? আইডিয়া থাক্‌লেই হয়। অবশ্যি কিছু টাকাও থাকা চাই।"

"কিন্তু, যুদ্ধ তো বেধেই গেছে, বেশ একটু দেরী হয়ে গেল না কি?"

"এই তো সবে লাগ্‌ল মশাই, এখন তো যুদ্ধের সুরু—এর পর এখনও কদ্দিন পড়ে রয়েছে!"

"এখন তো কেবল অগ্নিমূল্য, এর পর দাবানলমূল্য হবে, কী বলেন?" বেণী খুড়ো জিজ্ঞেস করেন।

"তা হবে বই কি। হ'তেই হবে। এ যুদ্ধ কি দু'দিনে থাম্‌বার? গত বারের মহাসমর চার বছর ধরে চলেছিল। আমরা সাত দিন ধরে কেবল মাল ষ্টক্ কর্‌ছি। তুলোই কিনে ফেলেছি বিশ হাজার টাকার। ঐ দেখুন না, ওপরটা গাদাগাদি করা ও কি? ব্যাণ্ডেজের তুলো কেবল।"

"লাখ টাকায় বেচ্‌বেন তো? কেমন কি না? তুলো বেচেই লাখ টাকা! একেই বলে বরাত! এরই নাম ব্যবসা। তার পরে আবার ওষুধ আছে!" বেণী খুড়োর চোখ এবার ভয়ানক ভাবে কপালে গিয়ে ঠেকে: "য়্যাঁ? তা হ'লে তো লাল হয়ে গেলেন আপনারা! যুদ্ধ তো দেখ্‌ছি আপনাদেরই! বাঃ বাঃ!"

চোখ কপাল থেকে নামিয়ে দোকান থেকে নেমে পড়লেন বেণী খুড়ো।

"ক্যাফিয়াস্পিরিন্ নিলেন না?"

"নাঃ। দাম শুনেই মাথা ধরা ছেড়ে গেছে। কী হবে আর?"

বেণী খুড়ো ভাবিত মনে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। এই ত সবে যুদ্ধের সুরু—! এখনই সাক্ষাৎ অগ্নিমূল্য, এর পরে দাবানলমূল্য দাঁড়াবে! বেণী খুড়ো রাতারাতি বড়লোক হবার দুঃস্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বাড়ী ফিরে, নাকে মুখে দুটো গুঁজেই—বেশী গুঁজ্‌বার ছিলও না, তরকারীর হাঙ্গাম্ তো নেই, আজ কেবল কাঁচ্‌কলা আর ভাত—বেরিয়ে পড়্‌লেন বেণী খুড়ো। পোষ্ট আপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে তাঁর যা ছিল, এবং এখানে ওখানে এর ওর কাছে ছড়িয়ে-টড়িয়ে যা কিছু ছিল বন্ধুবান্ধবের বেহাত থেকে হাতিয়ে আন্‌লেন সে সব,—কোম্পানীর কাগজ যা দু'একখানা ছিল তাও পড়্‌তি দামের মুখেই ঝেড়ে ফেল্‌লেন ঝট্ ক'রে,—মহাজনদের কাছ থেকে ধার-ধোর যা পাওয়া গেল এবং খাতকদের কাছ থেকে মার-ধোর ক'রে যা জুটল— সমস্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক জোট্ কর্‌লেন বেণী খুড়ো।

তার পরে তিনি চড়া দরের বাজারেই গিয়ে চড়াও হলেন। আক্রা দামেই কিন্‌তে লাগলেন মালপত্তর—চাল, ডাল, আটা, ঘি, নুন, তেল, চিনি, মশ্‌লা—বস্তাকে বস্তা, টিন্‌কে টিন্—কিনে কিনে ষ্টক্ করতে লাগ্‌লেন নিজের বাড়ী। চালে আর ডালে, নুনে আর তেলে চারধার ছয়লাপ্— ঘরদোর সব বোঝাই; শোবার ঘরে পর্য্যন্ত পা ফেল্‌বার জায়গা নেই—জিনিসপত্রের অলিগলি দিয়ে বেঁকে-চুরে, ভেঙে, দুম্‌ড়ে, ডিঙিয়ে, হোঁচট্ খেয়ে কোন রকমে হয়ত বিছানায় গিয়ে ওঠা যায়!

বেণী খুড়ো আপন মনেই মৃদুমন্দ হাসেন: "এইবার! যুদ্ধ তো এখনও চার বচ্ছর! আর এই সবে অগ্নিমূল্য! অগ্নিমূল্যে কিন্‌লাম দাবানলমূল্যে ছাড়্‌ব। যখন বাজারে আর কারু কাছে মাল থাক্‌বে না তখন ছাড়্‌ব এ সব, হুম্! কেমন ক'রে ব্যবসা ফেঁদে খদ্দের দাবিয়ে টাকা আদায় করতে হয় জানা আছে আমার। অন্ততঃ বাড়ীর সামনের দাবাইওলা-ব্যাটাকে দাবাতেই হবে। কে বেশী লাল হয় দেখা যাক্!"

বিশ্বের নির্ভাবনা মাথায় নিয়ে, খুব নিশ্চিন্ত মনেই সে রাত্রে নিদ্রা গেলেন বেণী খুড়ো। কিন্তু সকালে উঠে, খাটের নীচে পা নামাতেই চম্‌কে উঠ্‌তে হ'ল তাঁকে। চলমান কার সঙ্গে যেন ঠোকাঠুকি বেধে গেল পা-র।

তিনি বিচলিত হয়ে পা গুটিয়ে নিলেন। য়্যাঁ? এ কি?

বাড়ীতে তো দুটি মাত্র প্রাণী—তিনি আর তাঁর রাঁধুনে-চাকর। তা হ'লে, এই তৃতীয় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব কোথ্ থেকে আবার? তা ছাড়া, সেই চাকুরে রাঁধুনীটিও আজ বাড়ী নেই, চালের বস্তার ওপরে শোয়ার চেয়ে বাইরের সস্তা রোয়াক্ই সে বেশী পছন্দ করেছে—গত রাত্রে তাকে দরজার বহির্গত ক'রে দিয়েই তিনি খিল্ এঁটে নিজের বিছানায় এসেছেন।

অতএব, একমাত্র তিনিই অদ্বিতীয় হয়ে বিরাজ কর্‌ছেন বাড়ীতে। তবে?— তা হ'লে?—

বিছানার ওপর উবু হয়ে বসে তিনি উঁকিঝুঁকি মার্‌তে থাকেন। ও বাবা! ইঁদুর যে! ধাড়ী ধাড়ী ইঁদুর! এক আধটা নয়, প্রায় ডজন খানেক! বস্তার ফাঁকে ফোকরে বীরদর্পে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

বেণী খুড়ো সভয়ে পা টিপে টিপে ঘরের বাহিরে আসেন, এবং সেখান থেকে কয়েক লাফে বাড়ীর বাহিরে গিয়ে উত্তীর্ণ হন্।

রোয়াকে তাঁর রন্ধনবিদ্ চাকর তখনও নিদ্রায় অকাতর। সামনের ওষুধের দোকানে গিয়ে তিনি হাজির হন্।

"সাডন্ প্যাল্‌পিটেশনের কোন ওষুধ আছে মশাই? ভয়ানক বুক টিপ্ টিপ্ কর্‌ছে হঠাৎ! বেশী দাম হ'লে বল্‌বেন না কিন্তু,—হার্টফেল্ করতে পারি।"

"প্যাল্‌পিটেশন্? তা, ক্যাফিয়াস্পিরিন্ খান্ না। ওতে সব ব্যারাম সারে। দাম বেশী নয়, চার পয়সাতেই পাবেন আজ্ঞে।"

শোন্‌বা মাত্রই তাঁর হৃৎ-স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসে।

"সে কি? এত সস্তা কেন? যুদ্ধ কি থেমে গেল নাকি?"

"না, না। থাম্‌বে কেন?" বেণী খুড়োর ধড়ে প্রাণ আসে। "—যুদ্ধ চল্‌বে এখন চার বচ্ছর।" বেণী খুড়োর মুখে হাসি দেখা যায় আবার। "কিন্তু মশাই, ওষুধপত্রের দাম বাড়ানো আর চল্‌বে না। বেশী দাম নেবার জন্যে, কাল আমাদের কর্ত্তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি হাজতে রয়েছেন এখন। পাঁচ শ' না পাঁচ হাজার কত জরিমানা হয় কে জানে!"

বেণী খুড়োর ফের মুখ শুকিয়ে যায়। আবার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌তে থাকে, এবার নতুন ধরণে করে।

"য়্যাঁ? এ তো ভারী অন্যায়! অগ্নিমূল্যকে ফের মাটির দরে নামিয়ে আন্‌বার মৎলব? এ তো ভালো কথা নয়।"

ব্যাপারটা ভাবতেই তাঁর মাথা ঘুরে যায়। পাঁচ শ' বস্তার মুখ একসঙ্গে মনে পড়ে, তাঁর সমস্ত বাৎসল্য শুকিয়ে যায়। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবেই তিনি কাহিল হ'তে থাকেন।

ভাবিত হয়ে চল্‌তে চল্‌তে তিনি বিড়িওলার দোকানে এসে পড়েন। "এক প্যাকেট্ ক্যাভেণ্ডার দাও তো বাপু!" অভ্যেস মত তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু নিজের গলা পেয়েই চম্‌কে ওঠেন নিজে। "না না, বড্ড দাম, থাক্ গে।"

"বেশী দাম নোই। যা দিতন্, ওহি দিবন্ বাবু।" সিগ্‌রেট্‌ওয়ালা বলে।

"তবু কত দিতে হবে শুনি ?"

"ওহি তিন আনা।" করুণ স্বরে বিড়ি-সম্রাট্ জানায়।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কাল এ-পাড়ার যে 'পচাশ জন' পানওয়ালাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছ্ল তার মধ্যে ইনিও অন্তর্গত ছিলেন। না, হাজত-ফাঁড়ি এমন কিছু নয়, পাঁচ শ' কি পাঁচ হাজার জরিমানাটানাও হয় নি, কিন্তু সমস্ত দিন ধরে যা ওদের ওঠবোস্ করিয়েছে, তাতেই, আফসোসের কথা আর কী বলা হবে, এ-বেচারীর গেঁটে বাত ছিল, তারই আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ওঠবোসের চোটে বেমালুম্ চম্পট্ দিয়েছে, বলাই বাহুল্য। এতখানি আরাম, বিশেষতঃ, এহেন কষ্টদায়ক আরোগ্য সে চায় নি, আশাও করে নি। পান-শিল্পী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

বেণী খুড়ো বলেন : "এ বাত তো আচ্ছা হো গিয়া, আচ্ছা হুয়া ; লেকিন্ ই বাৎ তো আচ্ছা বাৎ নেহি ! এইসা ফিন্ দাম কম্তি হোনে সে নাফা কেইসে হোগা ?"

"ওহি তো বাৎ হায় বাবুজি !"

কিন্তু বেণী খুড়োর মাথাতেই যেন বজ্রাঘাত হয়। সিগ্রেটওলার চেয়েও তাঁর মুখখানাই যেন বেশী অন্ধকার হয়ে আসে। আজকের সস্তার সিগ্রেটকে অগ্রাহ্য করে, এমন কি সিগ্রেটের কথা বিস্মৃত হয়েই, বিমনা পায়ে, বিশ্বের দিকে অগ্রসর হন্। থামেন এসে জগুবাবুর বাজারে।

সেই কাঁচকলাওলা, তাঁকে দেখতে পেয়েই, বলা নেই কওয়া নেই, তাঁর দু'পায়ে এসে জড়িয়ে ধরে। "দোহাই বাবু ! পুলিসে দিবেন না বাবু ! এই নিন্ আপনার পনেরডা পয়সা ফিরতি। কালকের কাঁচকলার দাম। আমার কোন দোষ নেই বাবু ! আপনি পয়সা ফেরৎ না নিয়েই হন্ হন্ ক'রে চলে গেলেন। কত পিছু ডাক্লাম আপনাকে ! আর এই নিন্, পাঁচটি কাঁচকলা ফাউ।"

এই ব'লে পসারী বেণী খুড়োর এক হাতে একটা সিকি, আর এক হাতে পাঁচটা কাঁচকলা গুঁজে দেয়।

রহস্য অবগত হ'তে বেশি দেরী হয় না বেণী খুড়োর। 'অগ্নিমূল্যতা'র জন্য কালকে বাজারের যত পয়লা নম্বরের মুদীকে পুলিসে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেছে, আঠারোই তারিখে বিচার হবে, জেল্ কিংবা ফাঁসী একটা কিছু না হয়ে আর যায় না। মহাজনদের পথই অনুসরণীয়, এ বিষয়ে কলা-কুশলীর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ফাটক কিংবা ফাঁসীকাঠ পর্য্যন্ত অনুসরণযোগ্য কিনা, এইখানেই ওর যা কিছু গোলমাল ঠেক্ছে। এই কারণেই, সিকিটা ফেরৎ দেওয়াই সে সমীচীন মনে করেছে।

জিজ্ঞেস্ না কর্তেই জানা যায় যে আজকের বাজার-দর যুদ্ধের আগের চেয়েও ঢের কম। এবং এঁদের আর কখনও যে বাড়বে এমন আশা নেই। যুদ্ধ থেমে গেলেও না।

বেণী খুড়োর হাত থেকে কাঁচকলা পড়ে যায়। সিকিটাও। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে টের্ পান, বসে আছেন সেই ডিসপেন্সারীতে, এবং তিনি বল্ছেন :

"তা, এমন মন্দ কি ! হাজার হাজার টাকার তুলো কিনে রেখেছেন তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে ? বিক্রী না হয়, লেপ তোষক বানিয়ে ফেল্বেন। মন্দ কি ? বরিক্ কটন্ তো ভালো জিনিষই মশাই। য়্যান্টিসেপ্টিক্ তোষক হবে কেমন ?"

এবং তাঁকে জোর করে' এক ঘোড়া ক্যাফিয়াস্পিরিন্ও খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এক গ্লাস জলের সঙ্গে। বিনা পয়সাতেই। পাড়াপড়শীর মাথা খারাপ হয়ে গেলে ডাক্তার মানুষরা পয়সার দিকে ফিরে তাকান্ না। অন্ততঃ হাজতে যাবার মুখে তো নয়ই।

ক্যাফিয়াস্পিরিন খেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে, বেণী খুড়ো বাড়ীর দিকে রওনা হন্। রাস্তা পেরুতেই, সেই রাঁধিয়ে চাকরের সঙ্গে দেখা হয়। দরজার গোড়ায়, রোয়াকে বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্ছে বেচারা।

"কর্ত্তা, আমার ইস্তফা নিন্ !" সে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। "এই দণ্ডেই নিন্।"

"কেন রে, কী হয়েছে ?"

"আজ্ঞে, কিছু হয় নি। বেতন আমার চাই নে, আমাকে জবাব দিয়ে দিন্ এক্ষুনি।" এই ব'লে সে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় না। নিজেকে বর্খাস্ত ক'রে এক ছুটে নিরুদ্দেশের দিকে উধাও হয়ে যায়।

না বুঝেই, বেণী খুড়ো সমস্তই যেন বুঝ্তে পান্। সন্ত্রস্ত মনে, অতি সন্তর্পণে দরজা ফাঁক্ ক'রে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে পা বাড়ান্ তিনি।

এক নিমিষে, তাঁর চোখ কপালে—উঁহু—কপাল ছাড়িয়ে টাকে গিয়ে ঠেকে। বাড়ীময় ইঁদুর আর ইঁদুর ! ধাড়ী ধাড়ী—কেঁদো কেঁদো—নাদুস্-নুদুস্—হোম্রা-চোমরা সব ইঁদুর ! যত রাজ্যের জাঁদ্রেল্ ইঁদুর সব ! নেংটিদেরও কিছু কম্তি নেই !

চালের বস্তা তারা ফাঁসিয়ে ফেলেছে, ঘিয়ের টিন্দের বম্বার্ড্ করেছে—ঘরময় ঘিয়ের স্রোত—চিনির ছত্রাকারকে তার ভেতরে চেনাই যায় না ! হৈ হৈ ব্যাপার !

ইঁদুরের দল কুচ্কাওয়াজ্ ক'রে চলেছে এ ঘর থেকে ও ঘরে—ও ঘর থেকে সে ঘরে। সিগ্ফ্রিড্ কি ম্যাজিনো লাইন্ কিছু তারা মান্ছে না ! খাদ্য-খাদকে ঘোরতর সংগ্রাম !

একটা জাঁদ্রেল্ ইঁদুর বেণী খুড়োকে দেখতে পেয়ে তাড়া ক'রে আসে।

"ওরে বাবা রে ! খেয়ে ফেল্লে রে !" বেণী খুড়ো বিকট চীৎকার ক'রে এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায়। একেবারে মোটরের—না, সাম্নে নয়, সটান্ পিছনে গিয়ে পড়েন—তাই যা রক্ষা !

বাড়ীর দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন বেণী খুড়ো। আকাশ পাতাল কত কী ভাবেন! তাঁর মাথার ভেতরটা বোঁ বোঁ করে।

হ্যাঁ, যুদ্ধ বেধেছে বটে! বেধেছে বেণী খুড়োর বাড়ীতেই। কবে ফুরোবে এ যুদ্ধ কে জানে?

ছাপার উন্নতির যুগে

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

প্রায় ছয় শ' বৎসর আগে গুটেনবার্গ সাহেব ছাপার প্রণালী আবিষ্কার করেন। সীসার অক্ষর ঢালাইও তিনিই প্রথমে করেন। সে সময়ের ছাপা আর এ সময়ের ছাপায় আকাশ-পাতাল তফাৎ, বলা যেতে পারে।

তখনকার দিনে, হাল্কা কাঠের ছাপার কলে, একটি হামানদিস্তার ডাঁটের মতন জিনিষে অল্প অল্প কালী লাগিয়ে, আস্তে আস্তে সাজানো হরফে কালী ঘষে, ছাপার কাগজটিকে যত্ন ক'রে ভিজিয়ে হরফের উপর রেখে, কলের হাতল ধ'রে, আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে, ছাপা তুল্‌তে হ'ত। একখানা ছাপা তুল্‌তেই মিনিট-খানেকের অনেক বেশী সময় লেগে যেত। সে সময়ে, ওস্তাদ্ না হ'লে চলনসই ছাপাও ছাপ্‌তে পার্‌ত না; সেকালে হরফ আর কালীও ছিল মাত্র দু'চার রকমের; নানা রকমের কাগজও ছিল না তখন।

ছাপার প্রণালী অবিষ্কারক গুটেনবার্গ

তিন শ' বছরের আগেকার একটি ছবি সেদিন দেখ্‌ছিলাম; সেটা দেখে কিছু কিছু বোঝা যায় তখনকার ছাপা কি ব্যাপার ছিল। ছবিটা হচ্ছে—"চলন্ত ছাপাখানা"। একটি লোক ছাপার কল, হরফ, কালী, কাগজ ইত্যাদি ছাপার সমস্ত

সরঞ্জাম নিয়ে হেঁটে চলেছে; আবশ্যক হ'লেই চট্ ক'রে ছাপার 'অর্ডার' নিয়ে, হরফ বসিয়ে, কালী লাগিয়ে, ছেপে খরিদ্দারকে দিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, ছোট ছোট বিজ্ঞাপন, কার্ড ইত্যাদি অল্প পরিমাণে ছাপার জন্যই এই "চলন্ত ছাপাখানা"। ছবিতে ছিল, লোকটির পিঠে ছাপা-কল ঝুল্‌ছে, বুকে হরফের 'কেস্', দুই কাঁধে কালীর কৌটা আর কালী লাগাবার ব্যবস্থা। চারিপাশ থেকে হরফ বসাবার সোন্না, 'বড্‌কিন' প্রভৃতি ঝুল্‌ছে; হরফের 'কেস্'এর উপর কিছু কাগজ, কার্ড প্রভৃতিও রয়েছে;—হয়ে গেল ছাপাখানা!

আর, আজকের দিনে? এখন প্রকাণ্ড বড় ছাপার কলে বড় বড় রোলারের সাহায্যে ভাল ক'রে পেশাই-করা কালী লাগিয়ে মস্ত বড় মসৃণ কাগজে মিনিটে ৫০।৬০ খানা কাগজ অতি সুন্দর ভাবে ছাপা হয়ে যায়। কলের সাহায্যেই কাগজ লাগান হয়, আবার, ছাপা হ'লে তুলেও নেওয়া হয়। আগেকার দিনের ছাপার কলে বড় কাগজ ছাপাই অসম্ভব ছিল; এখনকার দিনে, ৩।৪ হাত লম্বা আর ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত চওড়া কাগজ ছাপা হয়; আবার, ছোট ছোট কলে বিদ্যুৎ-বেগে ছোট কাগজও ছাপা হয়। কলের সাহায্যেই গণা, গোছান, কাটা, নম্বর দেওয়া প্রভৃতিও হ'য়ে যায়।

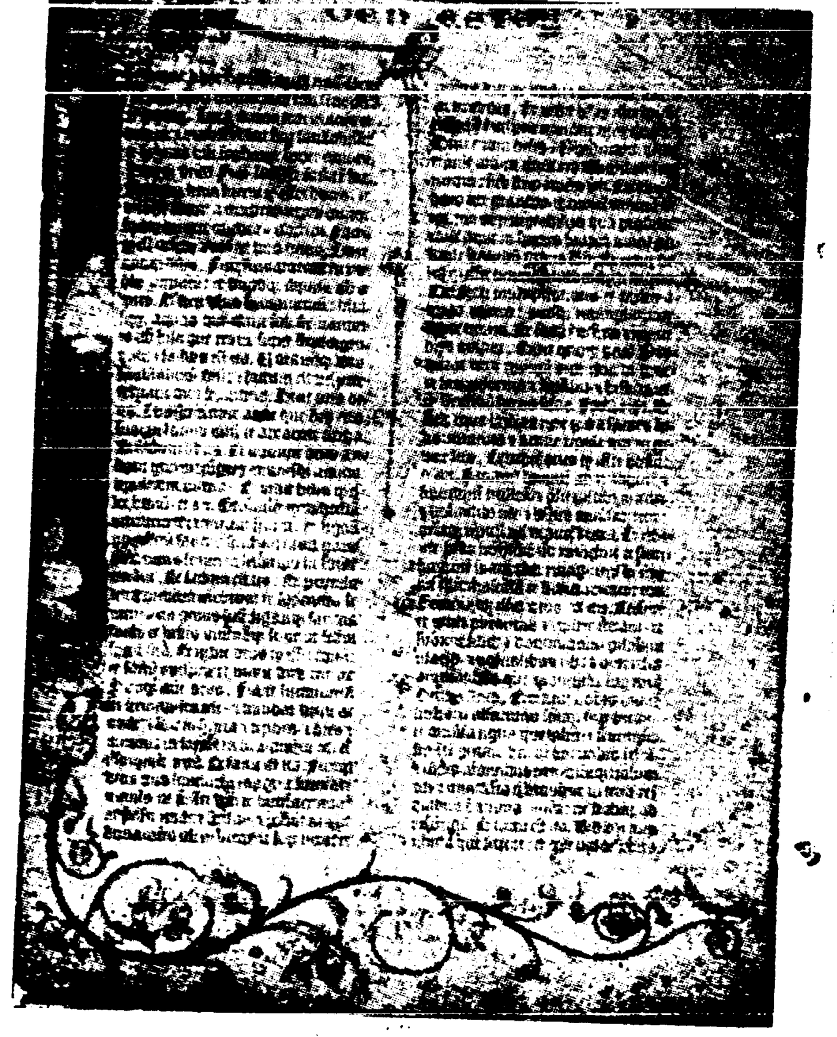

সর্ব্বপ্রথম ছাপা বইএর একটি পৃষ্ঠা

তখনকার ছাপাখানায় কালী তৈয়ারীর ব্যবস্থা রাখ্‌তে হ'ত; কারণ কালীর কারখানা সেদিনে ছিল না। এখনকার দিনে, বড় বড় কালীর কারখানা থেকে টিনে ভর্ত্তি হ'য়ে কালো, লাল, নীল, বেগুনী, সবুজ, হল্‌দে, কমলা, মেটে, সোণালী, রূপালী প্রভৃতি শত শত রংএর কালী ছাপাখানায় আসে। কালীর জন্য

যে রং ব্যবহার করা হয়, সে সব রং তৈয়ারীর জন্যই হাজার হাজার কারখানা আছে। শুধু কালো কালী তৈরীর জন্য যে ভূষো-কালী লাগে তা'রই প্রায় হাজার কারখানা আছে। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে তৈয়ারী কালীও আছে;—খবরের কাগজ ছাপার কালী, বিজ্ঞাপন-হ্যাণ্ডবিল ছাপার কালী, প্ল্যাকার্ড ছাপার কালী, বই ছাপার কালী, ছবির বই ছাপার কালী, ছবি ছাপার রঙ্গিন কালী, মলাট ছাপার কালী, কাপড়ের উপর ছাপার কালী, তিন-রঙ্গা ছবি ছাপার কালী, অতি-দ্রুত-প্রেসে ছাপার কালী, চক্‌চকে ছাপার কালী, ঠোঙ্গা ছাপার কালী,—আরো কত কি! কালী প্যাক্ করার কায়দা আর ব্যবস্থাই বা কত রকমের! ছোট 'টিউব', বড় 'টিউব', ছোট টিন, বড় টিন, প্রকাণ্ড টিন, ক্যানেস্তারা, লোহার ছোট পীপে, লোহার বড় পীপে, কাঠের পীপে প্রভৃতি। খবরের কাগজ ছাপার কালীর জন্যই পীপে এবং ক্যানেস্তারার ব্যবস্থা। বড় বড় খবরের কাগজের জন্য অনেক সময় নৌকায় ভর্তি ক'রে কালী এনে পাম্পের সাহায্যে বড় বড় লোহার ট্যাঙ্কে ভ'রে দেওয়া হয়। যে সব কাগজের দৈনিক কাটতি ৮।১০ লক্ষ, তা'র জন্য ঐ রকমের ব্যবস্থা না হ'লে চল্‌বে কেমন ক'রে? প্রতিদিন মণ-মণ কালী চাই যে!

আজকাল ছাপার হরফেরই বা কত রকমারি! কত হাজার হাজার বিভিন্ন রকমের যে হরফ আছে তা'র হিসাবই কে দেবে? একই হরফের কত বিভিন্ন ধরণ: (১) হাল্কা (Light face), (২) গাঢ় (Heavy face), (৩) অতি-গাঢ় (Extra-heavy), (৪) ইটালিক (ট্যার্‌চা), (৫) গাঢ় ইটালিক, (৬) চওড়া (Expanded), (৭) গাঢ় চওড়া, (৮) অতি-গাঢ় চওড়া, (৯) সরু (Condensed), (১০) গাঢ় সরু, (১১) অতি-গাঢ় সরু, (১২) ভিতর-ফাঁকা (Inline), (১৩) অতি-গাঢ় ভিতর-ফাঁকা, (১৪) কঙ্কাল (Skeleton অথবা Outline) প্রভৃতি। তা' ছাড়া, এক এক রকমের হরফের $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি থেকে আরম্ভ ক'রে ২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ রকম সাইজের অক্ষর ঢালাই হয়। অক্ষরের ছাঁদই বা কত রকমের! শুধু হাতের লেখার অনুকরণেই অন্ততঃ ২।৩শ' রকমের অক্ষর আছে। তা' ছাড়া, নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপার জন্য, টাইপ্‌রাইটিং অনুকরণের জন্য, ছোট উপহারের বই এর জন্য, চিঠির কাগজে নাম ছাপার জন্য, লেবেল ছাপার জন্য, দুই রংএ ছাপার

জন্য, শত শত রকমের হরফ আছে। কত ছাঁদ, কত ঢংএর যে হরফ আছে, তা'র হিসাব লিখ্‌তেই একটা বড় বই হ'য়ে যাবে। এ সব অবশ্য ইংরাজী টাইপ্ বা হরফের কথাই বলা হচ্ছে; বাংলা টাইপের এখনও অত বেশী উন্নতি হয় নি। বাংলায় বিশ-ত্রিশ রকমের মাত্র হরফ ঢালাই করা হয়; তবে, আজকাল ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে।

সম্প্রতি ফটোর সাহায্যে হরফ বসাবার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। একটি কলের মধ্যে অক্ষরের নেগেটিভ ভরা থাকে। আবশ্যক মত পর পর এক একটি অক্ষরের নেগেটিভের ছবি তুলে একটি লাইন পুরো করা হয়। এইভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার ছবি তোলা হয়। আবশ্যক মত অক্ষর ছোট-বড়, চওড়া-সরু, ট্যার্‌চা করা যায়; অক্ষর বদলানও যায়। পৃষ্ঠার ছবি তোলা হ'য়ে গেলে তা' থেকে ব্লক্ তৈয়ারী করা হয়।

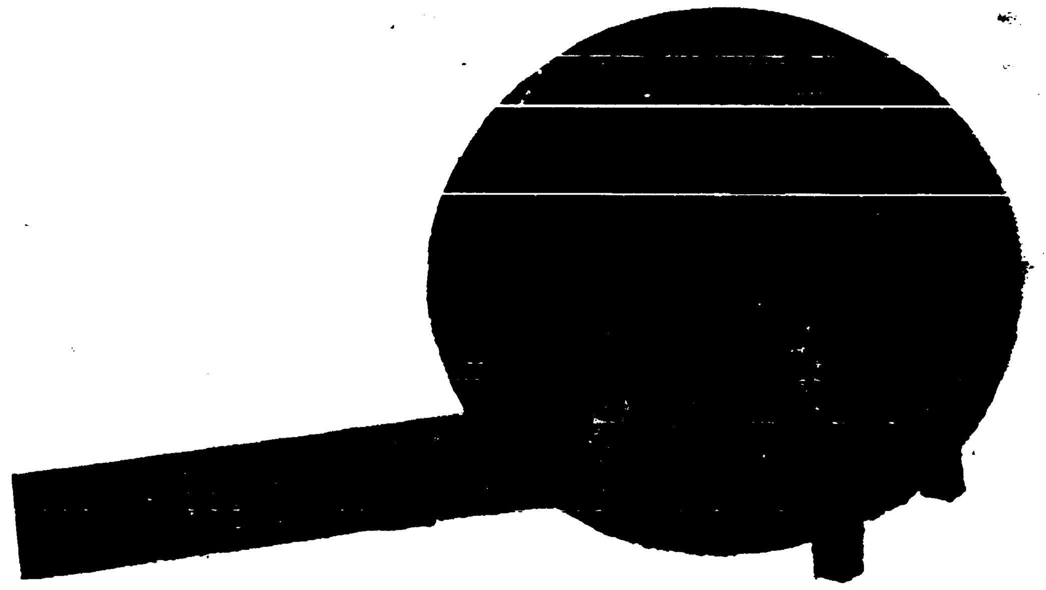
ফটোর সাহায্যে হরফ বসাবার কল; পাশে হরফের নেগেটিভ

খবরের কাগজ বড় বড় লম্বা থান কাগজে ছাপা হ'য়ে, কাটা এবং ভাঁজ-করা হ'য়ে প্রকাণ্ড 'রোটারি' কল থেকে হু হু শব্দে বেরিয়ে আসে, তা' বোধ হয় জান? ঘণ্টায় প্রায় ২৫।৩০ হাজার কাগজ এই সব কলে ছাপা হয়। আজকালকার দিনে এই রকম 'রোটারি' প্রেসে সস্তা বই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিও ছাপা হচ্ছে—কারণ, অনেক মাসিক এবং বইএর সংস্করণ লক্ষেরও বেশী হয়। এই সব কাজের জন্য বিরাট দোতালা-তেতালা কল তৈয়ারী হচ্ছে। এক এক বারে একটি সম্পূর্ণ বই বা মাসিক পত্রিকা ছাপা হ'য়ে, ভাঁজ হ'য়ে, কাটা হ'য়ে, গণা হ'য়ে সেলাই-করা কলের মধ্যে চ'লে যাচ্ছে। সেখানে বিদ্যুৎ-বেগে সেলাই হ'য়ে যাচ্ছে; কলে মলাট লাগানও হ'য়ে যাচ্ছে।

আজকাল দু'-চার আনা দামের মাসিক এবং সাপ্তাহিক অনেক পত্রিকায় এমন

সুন্দর ছবি ছাপা হচ্ছে যে, দেখ্‌লে ফটো ব'লে ভুল হয়। এই ছাপার নাম "রটোগ্রেভিয়োর" (Rotogravure)। এই ছাপার সঙ্গে সাধারণ ছাপার (Letter press Printing) অনেক তফাৎ। সাধারণ ছাপায় উঁচু-খোদাই জায়গায় ঘন, চট্‌চটে কালী লাগিয়ে, সেই কালীর ছাপ কাগজে তোলা হয়। "রটোগ্রেভিয়োর"

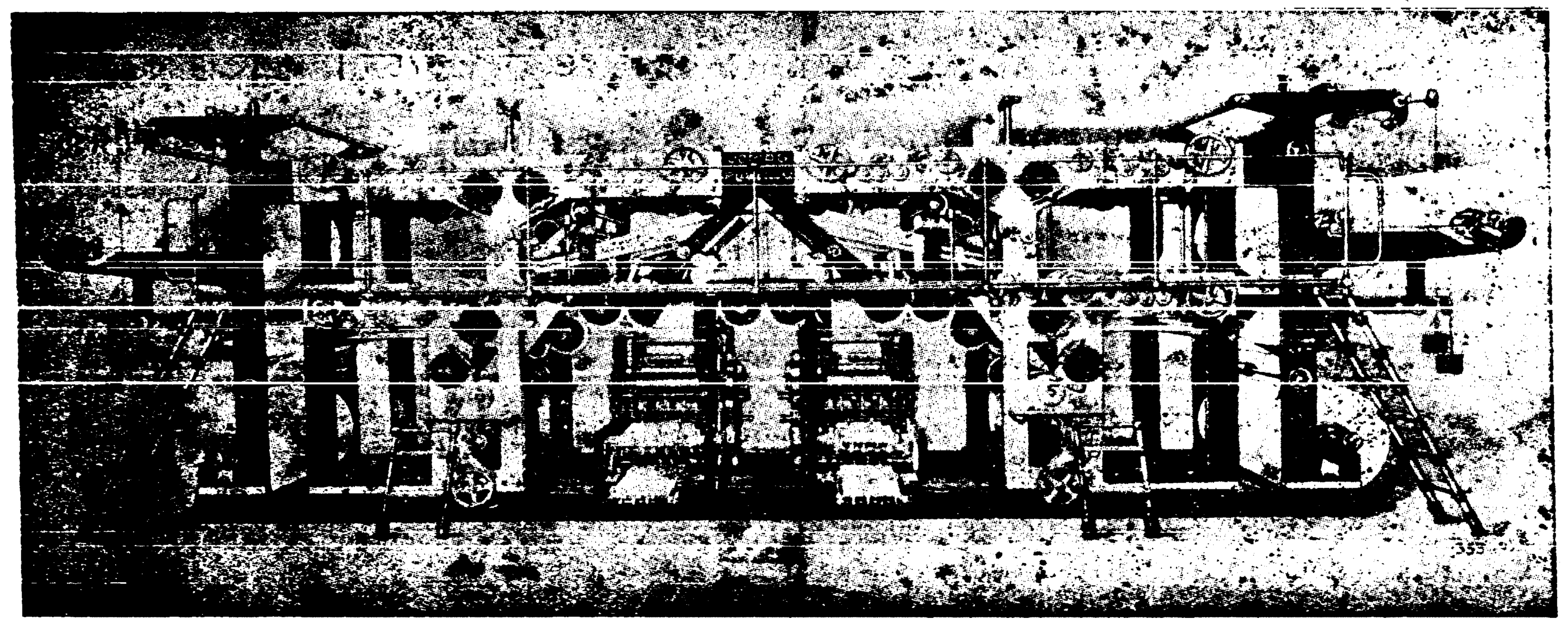

খবরের কাগজ ছাপার 'রোটারি' কল

ছাপায় গভীর-খোদা (নীচু খোদাই) জায়গায় পাতলা কালী লাগিয়ে, সেই কালীর ছাপ তোলা হয় ;—অর্থাৎ, সাধারণ ছাপার ঠিক উল্টা ব্যবস্থা। এই প্রণালীতে অল্প দামের কাগজে খুব ভাল ছবি ছাপা সম্ভবপর হয় ; ছাপার খরচও কম পড়ে,—যদি অন্ততঃ ৪০।৫০ হাজার ছাপার দরকার থেকে থাকে।

সিনেমার বিজ্ঞাপনের যে সব প্রকাণ্ড বড় রঙ্গীন ছবি দেখ্‌তে পাও তা'র ছাপার প্রণালী আবার এর থেকেও বিভিন্ন রকমের। এই ছাপা কোনও উঁচু বা নীচু খোদাই-করা প্লেট থেকে ছাপা হয় না—সম্পূর্ণ সমতল একখানি দস্তার প্লেট (পাতলা চাদর) থেকে এই ছাপা ছাপ্‌তে হয়। এই প্লেটের কোনও কোনও জায়গা এমন ভাবে মশলা মাখিয়ে (বা মশলায় ভিজিয়ে কি ডুবিয়ে) তৈয়ারী করা হয় যে সেখানে জল লাগা'লে সে জায়গা ভেজে না, প্লেটের বাকি জায়গা ভিজে যায়। এখন, এই ভেজা প্লেটে তেলা কালী মাখা'লে শুক্‌না জায়গায় কালী

লাগে—ভেজা জায়গায় কালী লাগে না। "তেলে জলে মিশ্‌ খায় না" এ কথা তোমরা তো জানই। শুক্‌না জায়গাগুলি হ'ল ছবি ; ভিজা জায়গা ছবির সাদা অংশ। কালী লাগাবার পর কাগজে ছাপ উঠালেই হ'ল। প্রত্যেক বার ছাপ উঠাবার আগে, প্রথমে ছাপার প্লেট ভিজা'তে হয়, তার পর কালী লাগা'তে হয়। এই প্রণালীর ছাপার নাম "প্লেনোগ্রাফী" (Planography), চলিত কথায় "লিথোগ্রাফী" বা "লিথো" ছাপাও বলা হয় ; যদিও "লিথো" ছাপা মানে ('লিথো'—অর্থাৎ পাথর) পাথর থেকে ছাপা। প্রথমে পাথর থেকে ছাপা হ'তো ; সম্প্রতি দস্তার প্লেট তৈয়ারীর এবং ফটো তুলে তা' থেকে প্লেট তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়েছে। সেজন্য আজকাল "Photolithography" কথাটিরও চল হয়েছে। আগেকার দিনে সবই হাতে আঁকা হ'ত।

এই সব ছবির ছাপার মধ্যেও একটা বিশেষত্ব আছে। প্রথমে ছাপার প্লেট থেকে একটা রবরের উপর ছাপ ওঠে ; সেই রবারের উপরের ছাপ থেকে কলের সাহায্যেই কাগজে ছাপ তোলা হয়। এই প্রণালীতে ছাপার নাম "অফ্‌সেট" (Offset) ছাপা। "অফ্‌সেট" প্রণালীতে খুব খস্‌খসে কাগজেও পরিষ্কার ছাপা যায়, খুব তাড়াতাড়ি ছাপা যায় এবং ছাপাও বেশ মোলায়েম হয়।

"অফ্‌সেট" ছাপার চল হওয়ার পর থেকেই কাপড়, রেশম, পশম, এমন কি টিন এবং অন্য পাতলা ধাতুর চাদর পর্য্যন্ত অফ্‌সেট ছাপার কলে সুন্দর ভাবে ছাপা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে, নানা রকমের কাপড়ের থানের উপর সুন্দর ফুল, লতাপাতা, নানা রকমের নক্সা প্রভৃতি অতি সস্তায় ছাপা হচ্ছে ; টিনের চাদরে, বাক্সে, কৌটায় সুন্দর রঙ্গীন ছাপা হচ্ছে। "রটোগ্রেভিয়োর" প্রণালীতেও কাপড়ের থান ছাপা হয়।

চকোলেট, টফি, লজঞ্চুষ, বিস্কুট প্রভৃতির বাক্সে, ঔষধের কৌটায়, ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্সে, স্কুলের জ্যামিতির যন্ত্রের বাক্সে, রুমালের বাক্সে, খেলনায়, কত ছাপা টিন ব্যবহার করা হয়, একবার হিসাব কর্‌তে বস্‌লে মাথা ঘুরে যাবে। আজকাল তো বোতলের ছিপির বদলেও ছাপা টিনের ঢাক্‌নি ব্যবহার করা হচ্ছে ; মাজন প্রভৃতির টিউবের উপর ছাপা হচ্ছে, দাড়ি কামাবার সাবান ছাপা-টিনের

চোঙ্গায় রাখা হচ্ছে;—মোট কথা, টিনের উপর ছাপা হু-হু শব্দে বেড়ে চলেছে।

আজকাল কাঠের তক্তার উপরও ছাপ্‌বার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'অফ্‌সেট' ছাপায় যেমন আগে রবরের উপর ছাপা উঠিয়ে তা' থেকে ছাপা তোলা হয়, কাঠের উপর ছাপার যন্ত্রে, তা' না ক'রে একেবারে রবারের ব্লক বানিয়ে তা' থেকে কাঠের উপর ছাপা হয়। অবশ্য, এ ছাপা একটু মোটা গোছেরই হয়, নইলে কাঠে ছাপা তোলা যায় না।

মোটর-বাসের গদি দেখেছ তো ?—কেমন চমৎকার দানাদার এবং রং-বেরংএর চামড়া দিয়ে মোড়া ! কিন্তু, এই 'চামড়া'র অধিকাংশই নকল, এবং এই সুন্দর 'দানা' নকল চামড়ার থানের উপর ছাপা !

ঘোর মেটে রংএর কাগজের উপর সাপের খোলসের মত নক্সা ছেপে, তার উপর চক্‌চকে বার্ণিশ লাগিয়ে সাপের চামড়ার এমন সুন্দর নকল করা হয়েছে যে দেখে আসল কি নকল বুঝ্‌বার জো নাই। ছাপার কেরামতিতে ব্যাঙের আর গোসাপের চামড়ারও অবিকল নকল করা হচ্ছে।

এ যুগের ছাপা সহজে হার মান্‌বার পাত্র নয়। রেশম, পশম, স্যাটিন, বনাত, মখমল প্রভৃতিরও নকল কাগজের উপর ছাপার সাহায্যে এমন সুন্দরভাবে করা হচ্ছে যে দেখ্‌লে আসল-নকলে কোনও তফাৎ বোঝা কঠিন। কাগজের উপর কাঠের নক্সা ছেপে পিস্‌বোর্ডের উপর লাগিয়ে নকল 'কাঠের-বাক্স' তৈয়ারী করা হচ্ছে—দেখ্‌তে আসল কাঠেরই মতন। এমন কি, ঝিনুকের খোলার রং পর্য্যন্ত ছাপার সাহায্যে সুন্দরভাবে নকল করা হচ্ছে।

ছাপার যে আশ্চর্য্য উন্নতি আজকাল হয়েছে তার গোড়ায় আছে (অবশ্য, ছাপার কল তো আছেই) প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ: (১) ফটোগ্রাফী এবং নানা ধরণের ছাপার জন্য ব্লক্; (২) নানা ধরণের কালী, বার্ণিশ এবং নকল-করা সরঞ্জাম; (৩) নানা রং-বেরংএর কাগজ। পরে আর একদিন এ যুগের ছাপা সম্বন্ধে আরও দু'-চার কথা তোমাদের বল্‌বার ইচ্ছা আছে।

প্রতিশোধ

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

গোলমালটা সুরু হয়েছিল এক মাছের দোকানে। বাজারে সেদিন প্রথম ইলিশ মাছ উঠেছে—চক্‌চকে পদ্মার ইলিশ্। একটি মাত্র দোকান, আর তার চারদিক ঘিরে মাছির মত ছেঁকে ধরেছে শ' খানেক লোক। মধু বিশ্বাস মাতব্বর লোক। টাকা না থাকলেও তার জাঁকটা আছে। একটা বড় রকম মাছ নিয়ে আধঘণ্টা ধরে দর কষাকষি চলছে। মাঝি হেঁকেছে দেড় টাকা। মধু বহু কষ্টে বারো আনা থেকে উঠেছে গিয়ে সাড়ে তের আনায়। আর এক পয়সা বাড়াতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠল,—এক টাকায় দেবে ? মাঝি কিছু বলবার আগেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল রজনী সরকার। মধু হাসবার মত মুখ করে বল্‌লে,—এটা কি রজনী বাবুর টাকার গরম ?

রজনী কথা বল্‌ল না; ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে মাছটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল।

মধু রুখে উঠল, ভাল চাও তো মাছ রেখে যাও, সরকার। রজনী ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—কেন ?

—ও মাছ আমি দর করেছি।

—জানি। আমিও দর করেই কিনেছি।

মধু গলা চড়াল,—পয়সা বেশী হয়ে থাকে অন্য মাছ নিয়ে যাও। ওটা তোমাকে নিতে দেবো না।

রজনী ব্যঙ্গ করে বল্‌লে,—জোর করে কেড়ে নেবে নাকি ?

মধু লাঠি ঠুকে বল্‌লে,—হাঁ জোর করেই নেবো।

রজনী হেসে উঠল—তা নিতে পার। হাজার হলেও "ঘানিটানা" জোর। তার সঙ্গে আমরা পারবো কি করে ?

কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু ছিল, সেটা অনেকেরই জানা ব্যাপার। ভিড়ের মধ্যে বেশ খানিকটা হাসির রোল পড়ে গেল; আর সেই হাসিটা তীরের মত বিঁধল গিয়ে মধু বিশ্বাসের বুকে। সে থমকে দাঁড়াল। দু' চোখ দিয়ে আগুনের ঝলকা বেরোতে লাগল; কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। মাছ কেনা আর হ'ল না। শূন্য চুপড়িটা হাতে করে মাথা নীচু করে সে ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বেশী দিনের কথা নয়। বছর খানেক আগে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের নায়েব মশায়ের রামখাসীটা উধাও হয়ে গেল। দারোগা এলেন; জোর তদন্ত হ'ল, এবং তার ফলে রাত প্রায় বারোটার সময় ঐ রামখাসীর এক ঠ্যাং পাওয়া গেল মধুর রান্নাঘরের কোণে। নায়েব ছাড়লে না। মামলা রুজু হ'য়ে গেল। হাকিম অপরাধ গুরুতর মনে করে মধুকে এক মাসের জেল ঠুকে দিলেন। জেলের "খাটনি" স্থির করবার জন্তে মধুকে যখন জেলার বাবুর সাম্নে হাজির করা হ'ল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি কাজ কর?

মধু যোড় হাত করে বল্‌লে—আজ্ঞে, হুজুর আমি কাজ করি না।

—কি করে চলে?

—মাতব্বরি ক'রে।

জেলার বাবু মুচকি হেসে, তার "টিকিটে" লিখে দিলেন, "ঘানি"।

পুরো একমাস ঘানি টেনে মধুর বুকের ছাতি বেড়ে গেল, কিন্তু মাথাটা পড়ল নুইয়ে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক দিন সে ঘরের বাইরে পা দিলে না, লোকের কাছেও মুখ দেখাল না। তার পর আস্তে আস্তে সব সয়ে গেল। আজ এতকাল পরে রজনী সরকার সবার সামনে তার সেই পুরাণো ব্যথার জায়গায় নতুন করে ঘা দিলে। মধু আগুন হ'য়ে উঠল। নির্জ্জন মাঠের পথে চলতে চলতে, ডান হাত মুঠো করে আকাশে তুলে বল্‌লে,—যদি ভগবান্ থাকেন, ঐ ঘানি তোমাকেও একদিন টানতে হ'বে রজনী সরকার। এখনও চন্দ্র-স্যূর্য্য উঠছে; মধু বিশ্বাসের কথা মিথ্যা হ'বে না।

বাড়ী ফিরতেই গিন্নী এগিয়ে এলেন,—কই, ইলিশ মাছ এনেছ?

মধু শূন্য চুপড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে,—হ্যাঁ, এনেছি।

ছোট ছেলেটা খেলা ফেলে ছুটতে ছুটতে এল—বাবা, বিস্কুট? উত্তরে মধু তার পিঠে এক চড় বসিয়ে দিলে।

(২)

মধুর দিনরাতগুলো একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই! এই ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ চাই। দিনের পর দিন, নতুন নতুন মতলব তার মনে আসতে লাগল; কিন্তু রজনী সরকারকে বাগে পাওয়া গেল না।

সেটা বোধ হয় আষাঢ় মাস। মেঘলা সন্ধ্যা। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। সমস্ত পাড়াটা একেবারে নিঝুম; শুধু শোনা যাচ্ছে একটা একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার গান। রজনী সরকার তার ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। মধুকে হাটের মধ্যে অপমান করে অবধি তার মনটা ভাল ছিল না। ভাবছিল, একটা মিটমাট করা দরকার।

এমন সময় দরজায় কার ছায়া পড়ল। রজনী চমকে উঠল, এ যে মধু বিশ্বাস। খাতির করে একটা মোড়া এনে মাতব্বরকে বসাল এবং সেদিনকার ব্যাপারটার জন্যে গোড়াতেই মাপ চেয়ে নিল। মধু রজনীর পিঠ চাপড়ে বল্‌লে,—সেজন্যে কিছু ভেবো না, ভাই। অন্যায় আমারও কম হয় নি। তাইতো ছুটে এলাম। একটা কথা আমার রাখতেই হ'বে।

রজনী বল্‌লে,—কি কথা, দাদা?

—আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে দুটো ডাল ভাত খাবে। তোমার বৌদির কি একটা ব্রত রয়েছে। পাড়ার দু' একজনকে বলেছি। বেশী রাত হ'বে না।

রজনীর মনে কি একটা খট্‌কা লাগল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'না' বলতে পারলে না।

রাত প্রায় এগারটা। মধুর বৈঠকখানায় তাস খেলা চলছে। রজনী আর বাকী তিনজন পাড়ার লোক। পাড়াগাঁ; ঘরে ঘরে অনেকক্ষণ কপাট পড়ে গেছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। খাবার ডাক আর পড়ে না। মধু, সেই ঘণ্টাখানেক আগে দেখাশুনার নাম করে ভিতরে গেছে; আর ফেরেনি। রজনী লোকটি সাহসী; কিন্তু এই ব্যাপারটা তাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। এমনি সময়ে, বাড়ীর ভিতর থেকে ভীষণ চীৎকার—"চোর, চোর, চোর ধরেছি! তোমরা শীগ্‌গির এস, চোর ধরেছি!" গলাটা মধুর ছেলে বনমালীর। তার সঙ্গে মিশেছে মেয়েদের কলরব।

তাস ফেলে সবাই মিলে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভীষণ গাঢ় অন্ধকার; একহাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। বনমালী তার চালা ঘরের ভিতর থেকে তখনও ক্রমাগতঃ চেঁচিয়ে চলেছে—চোর! চোর! রজনী এবং তার সঙ্গের সবাই গিয়ে দেখলে, ঘরের এক কোণে মস্ত বড় এক সিঁদ। চোরের সমস্ত দেহটা রয়েছে গর্ত্তের মধ্যে, উপরে শুধু মাথা। বনমালী দু'হাতে প্রাণপণে তার গলাটা টিপে ধরে চেঁচাচ্ছে, আর চোরটা গোঁ গোঁ করছে। রজনী বল্‌লে—আলো কোথায়? আলো নিয়ে এস, শীগ্‌গির। আর মধুদা কোথায় গেল?

বনমালীর মা জানালেন যে, মধু ঘণ্টাখানেক হ'ল বাজারে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছে।

আলো আনা হল; এবং সঙ্গে সঙ্গে "য়্যা" বলে এক চীৎকার দিয়ে সকলেই একেবারে কাঠ! চোর আর কেউ নয়; স্বয়ং মাতব্বর মধু বিশ্বাস।

বসন্ত ঘোষ বুড়ো মানুষ। অনেকক্ষণ পরে, সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লে—ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মধুটার কি শেষে মাথা খারাপ হয়ে গেল?

রজনী হেসে বল্‌লে,—না, দাদা, মাথা খুব ভালো আছে। এর ভেতরে একটা মস্ত বড় মতলব আছে, পরে জানতে পারবেন। সে যাই হ'ক, মধুদা আমাদের এক অভিনব জিনিষ দেখালে বটে। শেষকালে কিনা, নিজের ঘরেই সিঁদ।

ছোট গ্রাম। কথাটা রাষ্ট্র হ'তে দেরি হ'ল না। পর দিন ভোর না হতেই দলে দলে লোক এসে ভিড় করল বিশ্বাস বাড়ীর দরজায়। তারা শুনেছিল, চোর ধরা পড়েছে। যে আসে সেই বলে 'কোথায় চোর!' বেগতিক দেখে মধুর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ছেলেমেয়ের দল বাইরে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ করতে লাগল। বনমালী বেচারী একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকতেই, মধু একেবারে তেড়েমেড়ে উঠল,—হতভাগা গারল, বেরো, বেরো আমার সুমুখ থেকে। তোকে আমি ত্যাজ্য পুত্তুর করবো। গিন্নী মধুর গলায় গরম তেল মালিষ করছিলেন, বল্‌লেন—ওর দোষ কি? ও কেমন করে জানবে তুমি বাজারে যাবার নাম করে নিজের ঘরে সিঁদ কাটছ?

মধু গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বল্‌ল,—হুঁ, নিজের ঘরে সিঁদ কাটছ। আরে, মতলবটা তো জান না। ঐ ব্যাটা সরকারের পো এতক্ষণে হাতে হাতকড়ি পরে থানার হাজতে ছট্‌ফট্‌ করত।

গিন্নী বল্‌লেন, তার মানে?

মধু মাথাটা তুলে একটু নরম হ'য়ে বল্‌লে,—তার মানে, কাজ তো শেষ করেই এনেছিলাম। সিঁদটা কাটা হ'লেই, খাবার দেওয়া হয়েছে বলে ডেকে আনা, আর ঘরে ঢুকতেই "চোর" বলে চেপে ধরা। দড়ি পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম। "ঘানি" কাকে বলে বাছাধন এবার টের পেতেন! কিন্তু, উঃ—

মধু আবার শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। গলাটা তার রীতিমত ফুলে উঠেছিল।

শের শাহ্‌

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত বি-সি-এস্‌)

বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশের কথা তোমরা অনেকেই জান। স্বাধীন পাঠান রাজারা যখন বিপুলবিক্রমে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন সেই সময়ে এই হিন্দু জমিদার পাঠান নৃপতিকে সরাইয়া নিজে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসেন। মোগল রাজত্বকালে শেরশাহের কীর্ত্তি আরও অদ্ভুত। তিনি ছিলেন এক সাধারণ জায়গীরদারের পুত্র। হইয়া পড়িয়াছিলেন ক্রমে দিল্লীর বাদশাহ। বাবরের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীরের পুত্র দিল্লীশ্বর হুমায়ুন কাপুরুষ ছিলেন না। কিন্তু এই পাঠানবীরের শৌর্য্য ও কৌশলের নিকট তাঁহার সাম্রাজ্য যেন উবিয়া গিয়াছিল।

শেরের গোড়াকার নাম ফরিদ। দিল্লীর নিকট হিসার-ফিরোজা নামক স্থানে সম্ভবতঃ ১৪৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তাঁহার জন্ম। এইস্থানে জামাল খাঁ নামক এক পাঠান সেনানায়কের অধীনে তাঁহার পিতামহ একটী ক্ষুদ্র জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নার্নৌল নামক স্থানে জায়গীর প্রাপ্ত হন। ভাগ্যচক্র জামালকে পূর্ব্বদেশে টানিয়া আনিলে ফরিদের পিতা হাসান্‌ তাঁহার সহকারী হইয়া আসেন এবং সাসারাম (বর্ত্তমানে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত) প্রভৃতি স্থান জায়গীর-স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শের শাহ্‌

ফরিদের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। তাঁহার মাতা ছিলেন স্বামি-পরিত্যক্তা এবং তাঁহার কপালে ছিল বিমাতার নির্য্যাতন ও পিতার স্নেহশূন্য ব্যবহার।

ফরিদ ক্রমে বাড়ীর ব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া জৌনপুর চলিয়া গেলেন এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিপুল উৎসাহ ও সাফল্য দেখা গেল।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যস্থতায় ফরিদ বড় হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তি দেখিবার ভার পাইলেন। বেশ দক্ষতার সহিতই ফরিদ এই কার্য্য চালাইয়াছিলেন।

অনেক দিন এইভাবে কাটাইয়া ফরিদ আবার বিমাতার চক্রান্তে বিরক্ত হইয়া ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইলেন।

হাসানের মৃত্যু হইল—ফরিদ নিজ নামে সম্রাটের সনদ পাইয়া সাসারামে ফিরিলেন। তিনি বিহারের বাহার খাঁর অধীনে কার্য্য লইলেন এবং স্বহস্তে এক ব্যাঘ্র বধ করিয়া শের খাঁ উপাধি লাভ করিলেন। বাহার খাঁ ক্রমে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন কিন্তু শের খাঁর সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। শের যুদ্ধে হারিয়া গেলেন এবং জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার অধীনে অন্যত্র জায়গীর লইলেন।

সে সময়ে শাসনপ্রণালী খুব শৃঙ্খলার সহিত চলিত না। 'জোর যার মুলুক তার' অনেক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিই এই নীতির উপাসক ছিলেন। শের কখন মোগল পক্ষে, কখন মোগলের বিপক্ষে যোগ দিয়া আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। একবার তিনি মোগলরাজের বিরুদ্ধপক্ষ হইয়া বারাণসী দখল করিয়া ফেলেন কিন্তু কিছু দিন পরে উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি অনেকদিন মোগল সম্রাটের অধীন ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিহারে নাবালক শাসনকর্ত্তার অভিভাবকত্ব করিতে গিয়া শের সেখানে প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া বসেন এবং প্রচুর অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত থাকিয়া জোর শাসনকার্য্য চালাইতে থাকেন।

চুনার দুর্গের মালিক ছিলেন তাজ খাঁ নামক এক পাঠান। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রদের সহিত এক বিধবা পত্নীর বিবাদ বাধিল। শের সুযোগ বুঝিয়া এই বিধবাকে নিজের পত্নী করিয়া লইলেন এবং দুর্গের মালিক হইয়া বসিলেন। চুনারদুর্গ কিন্তু বেশীদিন তাঁহার দখলে থাকিল না। হুমায়ুন উহা জয় করিয়া লইলেন।

ইহার পর শের বিহারের পক্ষে বাংলার মুসলমান নৃপতির সহিত কিছু কাল যুদ্ধ কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। বাংলা দেশের মধ্যে তখন বর্ত্তমান বিহারের অনেকটা ছিল। শের উহার অধিকাংশই নিজের আয়ত্তে আনিলেন এবং হুমায়ুনের অধীন ভাবে চুনারেও কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

বাংলার রাজা মামুদ শা শের খাঁর নিকট মাথা নোয়াইলেন – অনেক উপহার ও রাজ্যের কতকটা ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শের খাঁ তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও পরে আবার আক্রমণ করিলেন। এদিকে হুমায়ুন বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে শের চুনারে অনেক সৈন্য সাজাইয়া রাখিলেন যাহাতে হুমায়ুনের সেখানে বিলম্ব হয়। ফলে তাহাই হইল। চুনার দখল করার চেষ্টায় হুমায়ুন অনেক সময় কাটাইলেন। এদিকে শের নিজের পরিবার রোটাস্‌দুর্গে নিরাপদ রাখিবার জন্য দুর্গটী ফাঁকি দিয়া রাজার নিকট হইতে হস্তগত করিলেন। শের বাংলার রাজধানী গৌড়ও দখল করিলেন বটে কিন্তু হুমায়ুন

আসিয়া পড়িলে তিনি উহা ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। বর্ষাকাল রোটাসে অপেক্ষা করিয়া তিনি আবার যুদ্ধে নামিলেন। হুমায়ুন যখন বাংলা দেশে থাকিয়া আরাম করিতেছিলেম, শের তখন বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধের পর যুদ্ধে দেশ জয় করিতে লাগিলেন। হুমায়ুন বাংলা হইতে ফিরিবার পথে চৌসাতে শিবির বসাইলে শের তাঁহাকে সেইখানেই আক্রমণ করিলেন। মোগলসৈন্য প্রস্তুত ছিল না, সহজেই হারিয়া গেল। গঙ্গা পার হইবার সময়ে হুমায়ুন বহু কষ্টে এক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে প্রাণ বাঁচাইলেন। বাংলা, বিহার, জৌনপুর, চুনার প্রভৃতিতে শের খাঁ কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। বাংলায় হুমায়ুনের প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর কুলী খাঁকে (শের খাঁর অধীন সেনানীর অভয়দান সত্ত্বেও) বধ করা হইল। শের খাঁ "শের শা" উপাধি লইয়া গৌড়ে স্বাধীন নৃপতি স্বরূপ গদীতে বসিলেন।

শেরের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলিল—তিনি আগ্‌রা জয় করিতে যাত্রা করিলেন। অনেকেই হুমায়ুনকে এই দুঃসময়ে ছাড়িয়া চলিয়া গেল—তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ পর্য্যন্ত। তথাপি তাঁহার সৈন্যবল শের সাহের অপেক্ষা কম ছিল না। থাকিলে কি হইবে? তাহারা সাহস হারাইয়াছিল। বিল্‌গ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। শের শাহ্‌ সহজেই বিজয়ী হইলেন।

পঞ্জাব পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শের আবার বঙ্গদেশে তাঁহার শাসনকর্ত্তার দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়া ফিরিলেন। শাসনকর্ত্তাকে শিকল পরাইলেন এবং বাংলা দেশে নানা শাসন সংস্কার চালু করিলেন। বাংলা দেশের আয়তন কমাইয়া দিলেন এবং এক জনের হাতে সমস্ত ভার না দিয়া ছোট ছোট অনেক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

এবার দিগ্বিজয়ের পালা। শের গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকাল ঘেরাও করার পর এই দুর্গ জয় করা সম্ভব হইয়াছিল। আরও স্থানে স্থানে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া শের আগ্রায় আসিলেন।

হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মাড়োয়াররাজ মালদেবের সহিত শেরের সঙ্ঘর্ষ বাধিল। মালদেব ইহা এক প্রকারে মিটাইয়া লইলেন—হুমায়ুন তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্জাব ও সিন্ধু শেরশাহের করতলগত হইল। দিল্লীতে আসিয়া শের নূতন

নগর নির্ম্মাণ করিলেন। আবার মাড়োয়াররাজ মালদেবের বিরুদ্ধে বিপুল যুদ্ধায়োজন চলিল। শের চক্রান্ত করিয়া মালদেবের নিকট তাঁহার সামন্তদিগের বিরুদ্ধে সন্দেহ জন্মাইবার জন্য জাল চিঠি পাঠাইলেন। ইহার ফল যে না ফলিল তাহা নহে কিন্তু যুদ্ধ জয় করিতে শেরশাহ্‌কে বিপুল বেগ পাইতে হইল। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন "আমি এক মুঠো বজ্‌রার জন্য হিন্দুস্থানের বাদশাহী হারাইতেছিলাম"।

শেরশাহ্‌ আজমীর ও আবুপর্ব্বত জয় করিলেন। আগ্রায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আবার রাজপুতানা জয় করিতে চলিলেন। মিবার তখন দুর্ব্বল রণবীরের হস্তে—চিতোর-জয় বেশী কষ্টসাধ্য হইল না।

ইহার পর কালিঞ্জর। এইখানে দুর্গ জয় করিতে গিয়া আগুন লাগায় শেরশাহ্‌ নিজের প্রাণ হারাইলেন। কালিঞ্জর বিজিত হইল কিন্তু শের আর ফিরিলেন না। তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইল তাঁহার প্রাচীন কর্ম্মক্ষেত্র সাসারামে। শেরশাহের সমাধিক্ষেত্র একটী দেখিবার জিনিষ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেরশাহ্‌ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি রাজার ঘরে জন্মেন নাই। পিতা দরিদ্র না হইলেও পারিবারিক তাড়নায় তাঁহাকে শিক্ষার সময় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাভাবিক প্রতিভার জোরেই তিনি এত উপরে উঠিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাঁহার প্রধান দোষ—আর, গুণ ছিল অনেক। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র বাদশাহী করিয়া রাজ্যের যেরূপ ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। রাজ-কর্ম্মচারীরা যাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারে সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অপরাধ করিলে তিনি নিজ পুত্রকেও শাস্তি দিতে ছাড়িতেন না এরূপ কাহিনীও আছে। বাংলা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে লম্বা রাস্তা এখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্‌ রোড্‌ নামে পরিচিত উহা গোড়ায় তাঁহারই কীর্ত্তি। তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ সরবরাহের জন্য তিনি ডাকের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি রাস্তার ধারে ধারে পথিকদিগের জন্য সরাই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন—হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু আমল হইতে এদেশে গুপ্তচরের

ব্যবস্থা দেখা যায়—শেরশাহের সময়েও উহা ছিল। শাসনকার্য্যের ও পুলিসের ব্যবস্থায় খুব কড়াকড়ি ছিল। খুনীকে ধরাইয়া দিতে না পারিলে গ্রামের মাতব্বরকে পর্য্যন্ত জীবন দিতে হইত। কথিত আছে সোণা লইয়া নির্জ্জন স্থানে ঘুমাইলেও পাহারার দরকার হইত না। রাজপুরুষদিগকে মূল্য দিয়া জিনিষ কিনিতে হইত।

নানা স্থানের টাঁকশাল হইতে শেরশাহের মুদ্রা বাহির হইত। ভূমির কর আদায় সম্বন্ধে শেরশাহ্‌ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন পরে আকবর ও টোডরমলের আমলে তাহারই ঘষামাজা হয়।

তখন গণতন্ত্রের আমল ছিল না—অন্ততঃ এদেশে। সৈন্যের জোরেই শের এত বড় হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য ছিল বিপুল এবং তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল প্রচুর। উচ্চ ও নিম্ন পদে অনেক হিন্দু তাঁহার সৈন্যবিভাগে কাজ করিত।

তিনি যে কেবল যোদ্ধা ও কড়া শাসনকর্ত্তা ছিলেন এমন নহে—দরিদ্রের সেবাও তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত। অন্ধের জন্য তাঁহার বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। তাঁহার পাকশালায় বহু লোক অন্ন পাইত। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যে মনোযোগী ছিলেন। অনেক কার্য্য তিনি রাত্রির শেষভাগে সমাধা করিতেন। তিনি নমাজ পড়িতে ভুলিতেন না কিন্তু অধিকাংশ সময়ই কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাইতেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে কৃষকের শস্য নষ্ট করিতে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন না। খুব সামান্য কাজেও তিনি মর্য্যাদাহানি মনে করিতেন না। জজিয়া প্রচলিত ছিল কিন্তু উহার জন্য বিশেষ নির্য্যাতন ঘটিত না—মন্দির বা দেবমূর্ত্তি ধ্বংস তাঁহার কার্য্য ছিল না।

গণতন্ত্রের যুগ না হইলেও শক্তিশালী প্রজারঞ্জক রাজা চিরকালই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। শেরশাহের বংশে তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইত, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ফুলঝুরি

(শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়)

ফুলঝুরি হাতে হাস্‌ছে খোকন,
ফুলঝুরি দেখে হাস্‌ছে ;
আজকের রাত রঙীন্, হাসিতে
আজকের রাত ভাস্‌ছে।
ফুলঝুরি থেকে ফুল ঝরে পড়ে,
ঝরে পড়ে নীচে থমকে ;
ওপরে তারারা চেয়ে চেয়ে দেখে,
দেখে আর ওঠে চম্‌কে।

আকাশে তারার শেষ নেই আজ,
তারাদের বুঝি দীপালী ?
আকাশের গায়ে নীল্‌চে চাদরে
চক্‌মকে আলো রূপালী।
ওখানেতে চাঁদ, তারা ঝক্‌মকে,
এখানে খোকন হাসে যে ;
ঝক্‌ঝকে আলো হয়েছে মলিন
সোনার হাসির পাশে যে !

আগুনের ফুল ঝেঁকে ঝেঁকে পড়ে
রঙের ফুল্‌কি ছল্‌কে ;
খোকনেরো হাসি ঝর্‌ছে অঝোর
হাসির ঝর্‌ণা ঝল্‌কে।
ফুলঝুরি হাসে, হাস্‌ছে খোকন,
হাস্‌ছে রজনীগন্ধা,
আজকে কি শুধু হাসির দেয়ালী ?
হাসছে রূপালী সন্ধ্যা !

আরো ফুল ঝরে, আরো ফুল ঝরে,
ফুলঝুরি অফুরন্ত ;
রঙ্-করা ফুল, রঙ্-ঝরা ফুল,
রঙীন্ ফুলে ফুলন্ত।
খোকনেরো হাসি ঝরছে মাণিক,
খোকনের হাসি মুক্তো ;
ঝল্‌মলে হাসি, টল্‌টলে হাসি—
এত হাসি কোথা থাক্‌তো ?

ফুলঝুরি থেকে চিক্‌মিকে ফুল,
ঝিক্‌মিকি ঝরে যাচ্ছে,
লাল, নীল আর হল্‌দে, বেগুনী
ঝিক্‌ঝিকে রঙ্ নাচ্‌ছে।
খোকনেরো মুখে রামধনু-রঙ্
হাসিতে খুসীতে ভাসছে,
প্রাণের আবেগ উজ্জ্বল হ'লো,
প্রাণের পুলকে হাস্‌ছে।

জীবাণুর অত্যাচার

[প্রবন্ধ]

(শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

অসুখ-বিসুখ জন্মায় জীবাণু হইতে এ কথা আজকাল সকলেই জানে। কিন্তু সেকালকার লোকেরা এ কথা জানিতেন না। লুই পাস্তুর নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ঐ তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন। রামধনুতে ইতিপূর্ব্বে তোমরা সে কাহিনী পড়িয়াছ।

কিন্তু তথ্যটি শুধু জানিলেই চলিবে না, উহার কার্য্যকর প্রয়োগ—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে ‘প্র্যাক্‌টিক্যাল্ য়্যাপ্লিকেশন্’—তাহাও জানা চাই। তবেই না অসুখ-বিসুখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ হইবে! এ সম্বন্ধেই আজ গোটা কয়েক কথা তোমাদের বলিব। ইহার কিছু কিছু হয়তো তোমরা জান—কিন্তু হিতকারী কথা পুনরাবৃত্তিতেও দোষ নাই।

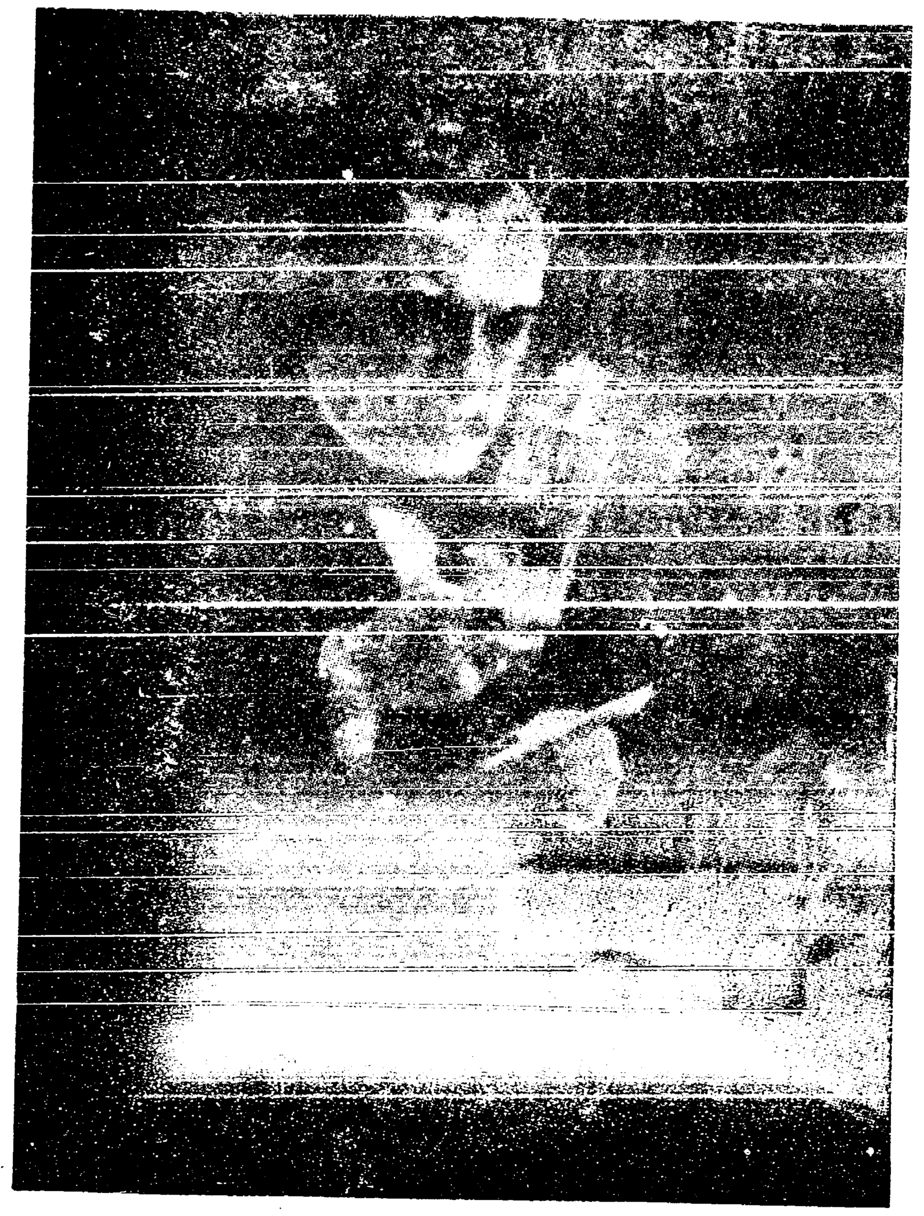
লুই পাস্তুর

কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না। একজন যে গেলাসে মুখ দিয়া জল খাইয়াছে বা অন্য পানীয় খাইয়াছে তাহাতে মুখ দিবে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের মুখ ও নাক দিয়া ঐ সকল রোগের ব্যাসিলি বাহির হয়। এঁটো পাত্রে খাইলে ঐ সব ব্যাধির বীজ তোমারও মুখে সংক্রমিত হইয়া তোমারও ঐ অসুখ হইতে পারে।

অজানা জল খাইবে না। অজানা জলে বিবিধ রোগের বীজ থাকিতে পারে। কলেরা ও টাইফয়েড জ্বর জল বা খাদ্যদ্বারা সংক্রমিত হয়। আমার মেজ ছেলে একবার তাহার এক বন্ধুর সহিত সাইকেলে চড়িয়া কলিকাতা হইতে গিরিডিহি পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম কখনও যেন সে কোনও পল্লীগ্রামে জল না খায়, তাহার বদলে যেন চা খায়। চা খাওয়াটা অবশ্য ভাল অভ্যাস নয় কিন্তু অজানা জায়গায় জলপানের বিপদ্ আনে না। চায়ের জলটা ফুটাইয়া লওয়া হয় এবং জিনিষটা খাওয়াও হয় গরম। সেইজন্য উহাতে জীবাণু-বীজ থাকিবার সম্ভাবনা খুব কম।

অপরিচিত গৃহে ঘুমাইতে হইলে বা অপরিচিতের সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করিতে হইলে ঘরের জানালা এবং সম্ভব হইলে দরজা খুলিয়া রাখিবে। অপরিচিত গৃহে যদি লুক্কায়িত ব্যাসিলি থাকে কিংবা অপরিচিতের দেহ হইতে যদি রোগ-ব্যাসিলি বাহির হয় তা হইলে উহা বাহিরের বাতাসের সহিত মিশিয়া মৃতবৎ মৃতপ্রায় হইবে—উহার মারাত্মক ভাব কমিয়া যাইতে পারে।

“ফিঙ্গার, ফ্লাই, ফিল্‌থ্”—অর্থাৎ আঙ্গুল, মাছি ও ময়লা হইতে সাবধান হইবে। হাত না ধুইয়া খাইবে না। নখের মধ্যে অনেক ময়লা জমিয়া থাকিতে পারে। নখ কাটিলে সে ময়লা জমিবার অবসর পায় না। মলমূত্র, কফ, মরা জন্তু—এই সকল রোগজীবাণুর আবাসভূমি। এগুলি বর্জ্জন করিবে। মাছি ঐ সকল ময়লায় বসিয়া উড়িয়া, আবার খাদ্য-দ্রব্যে গিয়া বসে। অতএব মাছি বসা জিনিস—বা আঢাকা জিনিস কখনও খাইবে না।

সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে যে ভাবে ময়লা বর্জ্জন করে তাহাতে ময়লা বর্জ্জন করা হয় না, ময়লা গ্রহণ করাই হয়। একটা ঘটনার বিবরণ দিতেছি। একদিন কলেজ হইতে বাড়ীতে আসিয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড পচা ইঁদুর কাকে বা অন্য পাখীতে আনিয়া উঠানে ফেলিয়া গিয়াছে। পর দিন মেথর আসিতে আরও ১২।১৪ ঘণ্টা দেরী। সকলেরই (চাকরদেরও) সে জিনিসটা ফেলিতে ঘৃণা বোধ হইতেছে। অথচ ঘণ্টাখানেকের উপর তাহার গন্ধে সকলেই অতিষ্ঠ হইয়াছে। তা ছাড়া অন্য বিপদও আছে। ছোট ছেলেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের পায়ে পায়ে জিনিসটার সামান্য কিছু অংশ উঠান হইতে ঘরের মেঝেতে এবং মেঝে হইতে বিছানায় উঠিতে পারে। দেখিলাম, উপদেশ দেওয়ার চেয়ে কাজে করিয়া দেখাইলেই ভাল শিক্ষা হয়। একখানা খবরের কাগজ লইলাম এবং একটা ছোট লাঠি লইলাম। লাঠি দিয়া মরা ইঁদুরটাকে কাগজে ঠেলিয়া তুলিলাম (হাতের সহিত ময়লার সংস্পর্শ হইল না), অতঃপর উহাকে দূরে ময়লা-ফেলা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম। যেখানে মৃত জীব ছিল তাহার উপর আর একটু কাগজ দিয়া উহাতে কিছু কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন দিলাম। জায়গাটা বীজাণুশূন্য (Sterilised) হইল তাপের প্রভাবে। পরে হাতটাকে সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিলাম।

পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এরূপ অবস্থায় স্নান করায়। শীতের দিনে সন্ধ্যায় কে স্নান করিবে? ফলে ময়লা বর্জ্জন হয় না, গ্রহণ করাই হয়।

শরীরের কোন স্থানে "আগন্তুক" আঘাত লাগিলে অর্থাৎ কোন জন্তুতে কামড়াইলে বা নখের আঁচড় লাগিলে বা কোন যন্ত্রে কাটিলে বা ছড়িয়া গেলে আহত স্থানকে বীজাণুশূন্য (Sterilise) করা উচিত। কাটা জায়গায় ভাল করিয়া টিঞ্চার আয়োডিন লাগাইয়া বাঁধিয়া দাও। আয়োডিন না থাকিলে স্থানটিকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেল এবং একটু রক্ত বাহির করিয়া দাও। বহির্গামী রক্ত জীবাণুকে ভিতরে ঢুকিতে দেয় না। ক্ষেপা কুকুর বা শিয়ালে কামড়াইলে ক্ষতস্থান হইতে তাড়াতাড়ি কিছু রক্ত বাহির করিয়া কার্ব্বলিক এসিড দিয়া পুড়াইয়া দিলে বিপদ্ অনেক কমিয়া যায়। যেখানে ডাক্তার বা ঔষধের সাহায্য পাওয়া যায় না সেখানে কামড়ান জায়গায় গরম লোহা বা জ্বলন্ত কয়লা বা প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা পুড়াইয়া দিলে বিপদের আশঙ্কা কমে।

কলেরা, টাইফয়েড বা বসন্ত রোগীর সেবা করিতে যাওয়া প্রয়োজন হইলে বা যেখানে চারিপার্শ্বে ঐ সকল রোগ হইতেছে সেখানে ঐ সব রোগের টীকা লওয়া আবশ্যক। ঐ সকল টীকায় রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অনেক কমে।

যে ঘরে কোনও সংক্রামক রোগী বাস করিয়াছে সে ঘরকে জীবাণুশূন্য (Sterilise) করিবে। ঘরটিতে উত্তমরূপে চূণকাম করিবে। উহা সম্ভব না হইলে ঘরের দেওয়াল ও মেঝে ভাল করিয়া ধুইয়া ঘর ভিজা থাকিতে থাকিতেই উহার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে একটা পাত্রে খানিকটা আগুন করিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা গন্ধকের গুঁড়া (পোয়া'টাক) দিয়া সত্বর গৃহ হইতে পলায়ন কর এবং দরজা বন্ধ করিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা রাখিয়া দাও। গন্ধকের ধোঁয়ার বীজাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে।

সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বস্ত্রাদি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিবে না বা পুকুরে কাচিবে না। উহা একটা পাত্রের মধ্যে ফিনাইলের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিয়া লইবে। এইরূপে উহার বীজাণু বিনষ্ট হইলে পরে উহা কাচিবে। এই ব্যবস্থা যে সব স্থানে ড্রেন নাই সেখানকার জন্য।

তাপ খুব চমৎকার বীজাণুনাশক পদার্থ। কোন জিনিস সিদ্ধ করিলে তাহার অন্তর্নিহিত জীবন্ত বীজাণু খুব তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়। তবে জীবাণুর বীজগুলি (Spores) অনেক স্থলে বেশীক্ষণ সিদ্ধ না করিলে মরে না। সূর্য্যকিরণ অতি সুলভ ও উত্তম বীজাণুনাশক। বিছানাপত্র ও বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেওয়া অতি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। অন্যান্য সহজ বীজাণুনাশক উপায়—তুঁতে ও উহার জল, টিঞ্চার আয়োডিন, ব্লিচিং পাউডার, পোটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট এবং চূণ।

কলেরা রোগীর মল (এবং অন্যান্য মলও) যদি একটা গর্ত্তে রাখিয়া ভাল করিয়া মাটি চাপা দেওয়া যায় তবে মাছি প্রভৃতি সে রোগ চারিদিকে ছড়াইতে পারে না। এই উপায় সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে গত কয়েক বছর ধরিয়া মহামেলা প্রভৃতি স্থানে কলেরা প্রভৃতির আক্রমণে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

হল্যাণ্ড

[প্রবন্ধ]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

ইয়োরোপের ম্যাপ্ খুললে দেখতে পাবে উত্তর সমুদ্রের ধারে, যেখানে রাইন্ আর মাস্ নদী গিয়ে সাগরের সঙ্গে মিশেছে তারই কাছে, ফ্রান্স আর জার্ম্মেনীর মধ্যে ছোট ছোট দু'টি দেশ পড়ে আছে। এ দেশ দু'টির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান—হল্যাণ্ড আর বেলজিয়াম্। দু'টি দেশকে একত্র ক'রে আবার বলা হয় "নেদারল্যাণ্ডস্"। প্রত্যেক নামেরই একটা মানে আছে, নেদারল্যাণ্ডস্ নামও অমনি অমনি হয় নি। "নেদার" কথাটার মানে হচ্ছে 'অধিকতর নীচু'। হল্যাণ্ড আর বেলজিয়াম্ দু'টো দেশই সমুদ্রের চেয়ে নীচু, তাই এই নাম।

সমুদ্রতীরের কোনও দেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নীচু হ'লে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই হবার কথা। হল্যাণ্ডকেও এদিক্ দিয়ে একটা অদ্ভুত দেশ বলতে হবে। এ রকম অবস্থায় যে কোন দিন জোয়ারের সময় বা বানের সময় সমুদ্রজল তীর ছাপিয়ে

সমস্ত দেশ ভাসিয়ে দিতে পারে। হল্যাণ্ডের লোকেদের তাই সর্ব্বদাই এ বিষয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। সমুদ্রের হাতে তাদের অনেক বার নাকাল হ'তে হয়েছে। এখন অবশ্য তারা ঠেকে শিখেছে, কি ভাবে সমুদ্রকে আটকে রাখতে হয় তা তারা ভাল করেই জানে। পাথর আর সিমেন্টের তৈরী বিরাট্ বিরাট্ বাঁধ তৈরী করে তারা সমুদ্রকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এ সব বাঁধ যেমন উঁচু তেমনি মজবুত। কোন কোনটা ৬০।৭০ ফুট উঁচু, চওড়ায়ও নেহাৎ কম নয়। এগুলিকে বলে "ডাইক্"। বাঁধের একদিকে কয়েক হাত নীচেই সমুদ্রের জল সহস্র টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, অপর দিক্ ক্রমে ঢালু হ'য়ে হ'য়ে দূরে বহু নীচে শস্যশ্যামল মাঠে বা লোকালয়ের মধ্যে নেমে গেছে। এই সব বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে বা তার পেছনের সমুদ্র থেকে ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। সমুদ্রের মাছগুলোও দেখতে পায়—দূরে তাদের পায়ের নীচে ডাঙ্গার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে পাখীর দল উড়ে চলেছে। ভারী মজার ব্যাপার নয় কি? হল্যাণ্ডের লোকেরা ঠাট্টা করে বলে, "ভ গ বা ন্ তৈরী করেছেন সাগর, আর আমরা তৈরী করেছি তার তীর।"

হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য
সহরের মাঝখান দিয়ে সুদৃশ্য খাল, দু'পাশে লোক চলাচলের রাস্তা।

বাঁধগুলি শুধু প্রাচীরের কাজই করছে না। তাদের গায়ে দস্তুরমত দরজা বসিয়ে, খাল কেটে সমস্ত দেশকে উর্ব্বরা করবারও ব্যবস্থা হয়েছে। তোমরা ইটালির ভেনিস সহরের গল্প শুনেছ; হল্যাণ্ডের অনেক সহরও অনেকটা ঐ ধরণের—অসংখ্য খালে ভর্ত্তি। খালের ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা গেছে, খালকেও অনেক সময় রাস্তার মতই ব্যবহার করা হচ্ছে, পা রা পা রে র জন্য এখানে-সেখানে পোল রয়েছে। এক আম্‌ষ্টারডাম্ সহরেই নাকি এই রকম তিনশ' পোল আছে। ভাবতে পার ব্যাপারখানা?

আম্‌ষ্টারডাম্ সহরটা আবার 'জুইডার জী' নামক সাগরের একটা ফালির

ওপর দাঁড়িয়ে। এই সাগরটি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অল্পবয়সী সাগর। এর বয়স্ মাত্র ছ'-সাতশ' বছর। যেখানে এই সাগর রয়েছে খৃষ্টীয় ১৩শ' শতাব্দীতেও সেখানে চমৎকার ডাঙ্গা ছিল, লোকালয়ে ভর্ত্তি বড় বড় গ্রাম ছিল। হঠাৎ একদিন উত্তর সাগরের কতক জল ক্ষেপে উঠে ডাঙ্গার উপর আছড়ে পড়ে লোকজন, গ্রাম সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই থেকে সেখানে এই সাগরের সৃষ্টি।

হল্যাণ্ডে বাঁধ দিয়ে শুধু সমুদ্রকেই বাঁধা হয় নি, সেখানকার বড় বড় হ্রদ, নদী প্রভৃতিতেও অমনি ধারা বাঁধ দিতে হয়েছে, তাদের থেকে অসংখ্য খাল কেটে নিতে হয়েছে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। বাঁধ যাতে না ভাঙ্গে, খালের ভিতর দিয়ে যাতে সহজে জল নিষ্কাশিত হয়, এবং নদী বা হ্রদ যাতে যখন তখন বানে না ভেসে যেতে পারে সেজন্যও সেখানকার লোকদের সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হয়। দেশের সর্ব্বত্র পথে-ঘাটে দেখবে সেকালকার সেই 'উইণ্ড মিল্' বা হাওয়া-কল। এগুলির বেশীর ভাগই জল পাম্প্ করবার জন্য বসান। আজকাল অবশ্য আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি বসিয়ে হাওয়া-কলগুলিকে তাদের পরিশ্রম থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

ওপরের বর্ণনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ হল্যাণ্ড খুব উর্ব্বরা দেশ, আমাদের বাংলা—বিশেষ করে পূর্ব্ব বাংলার মতই শস্যশ্যামলা এবং খালবিলে ভরা। বাস্তবিক দেশটা এত সমতল যে কোন একটা উঁচু জায়গা—যেমন ধর কোন গির্জ্জার টাওয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে চোখ কোথাও বাধা পাবে না। যত দূর দৃষ্টি যায় সবুজ ক্ষেতের মধ্যে রূপালী জলের রেখা—মাঝে মাঝে সাদা পাল-তোলা নৌকা—সে দৃশ্য নাকি অতি বড় অকবিকেও মুগ্ধ না করে ছাড়ে না।

হল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ তা তোমরা সবাই জান। ওখানকার লোকদের বলা হয় ডাচ্ বা ওলন্দাজ। দেশটা অবশ্য চিরকালই স্বাধীন ছিল না—নানা সময় নানা রকম ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্যে দিয়ে ওদের দিন কাটাতে হয়েছে। যে সময় রোমান্ সভ্যতা সমস্ত ইয়োরোপ কাঁপিয়ে তুলছিল তখন হল্যাণ্ড ছিল জঙ্গলে ভরা একটা জলা দেশ—রাইন্ আর অন্যান্য নদীর পলি পড়ে পড়ে সবে মানুষের বাসের উপযোগী হয়ে উঠছে। সেল্টিক্, টিউটনিক প্রভৃতি জাতের লোকেরা ওখানে

বাস করত। এদেরই মধ্যে এক জাতের লোকদের বল্‌ত বেল্‌জি—যাদের নাম থেকে বেলজিয়াম্‌ দেশের নামকরণ হয়েছে। রোমান্‌ বিজয়ের অনেক পরও হল্যাণ্ড ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে রক্ষা পায় নি। (হল্যাণ্ড অবশ্য সমস্ত দেশটাকে তখন বলত না—বল্‌ত একটা অংশকে, পরে তার নাম থেকেই গোটা দেশটার ঐ নাম হয়)। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। তিনি ছিলেন যেমন প্রবলপরাক্রান্ত তেমনি অত্যাচারী। এক সময় হল্যাণ্ডের মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে হল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল; সংক্ষেপে বল্‌ছি।

এক সময় ফিলিপের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে হল্যাণ্ডের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, স্পেনীয়দের সঙ্গে তাদের যুদ্ধবিগ্রহ সুরু হ'ল। লিডেন হল্যাণ্ডের একটা বিখ্যাত সহর—সমুদ্রের ধারে। এই লিডেনের লোকেরা বিপুল-বিক্রমে যুদ্ধে যোগ দিল। ফিলিপ্‌ লিডেন দখল করবার জন্য একদল স্পেনীয় সৈন্য পাঠালেন কিন্তু লিডেনবাসীদের কাছ থেকে সহর দখল করা সম্ভব হ'ল না।

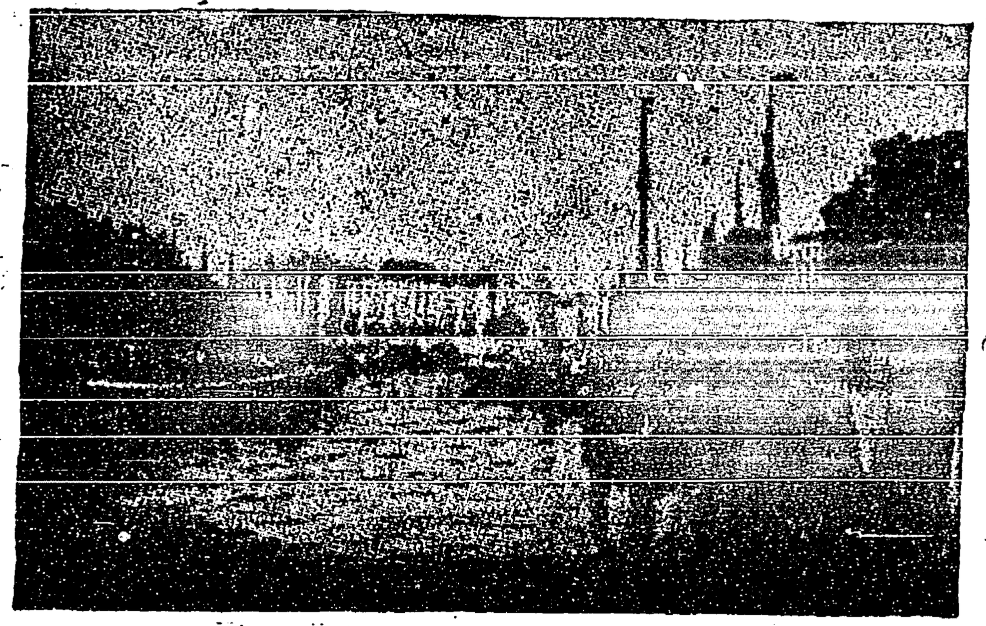

হল্যাণ্ডের একটি বড় বন্দর

স্পেনীয়রা তখন ঠিক করল লিডেনের লোকদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারবে, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা সহরটা অবরোধ করে রাখল।

এদিকে লিডেনে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ক্রমে ফুরিয়ে এল। বাইরে থেকে সাহায্য না পেলে এবার সহরশুদ্ধ লোককে অনাহারে মরতে হবে। কিন্তু তাই বা আসবে কি ক'রে? শত্রুপক্ষ নগর ঘেরাও করে রেখেছে—তাদের এড়িয়ে আসার তো কোন পথ নেই!

লিডেনের লোকেরা কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না। শেষে তারা এক চরম উপায় বার করল,—সহরের কাছ থেকে সমুদ্রকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যে বাঁধ ছিল

তার মধ্যে তারা বড় বড় গর্ত্ত করে দিল—যাতে সমুদ্রের জল বাঁধ ভেদ করে সহরে এসে হাজির হ'তে পারে। ব্যাপারটা নেহাৎ সামান্য মনে ক'র না। সমুদ্রের জল দেশের মধ্যে ঢুকলে দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে তা সবাই জানত। কত কষ্ট ক'রে কত দিনের সুদৃঢ় চেষ্টায় এই সমুদ্রকে তারা আটকে রেখেছে, তাই কিনা নিজের হাতে খুলে দিতে হবে! কিন্তু বাঁচতে হ'লে সমুদ্রের এ সাহায্য ছাড়াও পথ নেই।

বাঁধ খুলে দেওয়া হ'ল। প্রথমটা সমুদ্র স্থির। ক্ষুধার্ত্ত নরনারী গভীর উদ্বেগ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ উঠল, ঝড়ের দাপটে সমুদ্র ফুলে উঠল, তার পর বাঁধের ছিদ্র দিয়ে প্রচণ্ড বেগে সহরে গিয়ে পড়্‌ল। স্পেনীয় সৈন্যেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনায়ও আনতে পারে নি। সমুদ্রের এই অতর্কিত আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়্‌ল—কেউ বা পালিয়ে বাঁচল, কেউ ভেসে গেল, কেউ ডুবে গেল, কেউ তলিয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র, তাঁবু, ঘোড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনি ভাবে সেদিন সমুদ্রই লিডেনকে রক্ষা করল। ইতিহাসে এ রকম কাহিনী বড় একটা দেখা যায় না।

স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার পরও হল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার অধিবাসীরা নৌবিদ্যায় খুব পারদর্শী হয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ওলন্দাজ বণিকের দলও পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—তাদের বিক্রমে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ, জাভা, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ সাগর, আমেরিকা—সর্ব্বত্র ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি সুরু হয়। স্পেনীয়, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি সমস্ত ঔপনিবেশিক জাতিদের সঙ্গে তারা সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে, অনেককে দাবিয়েও রাখে। হল্যাণ্ডের ইতিহাসে সে আর এক গৌরবময় অধ্যায়।

হল্যাণ্ড আর বেলজিয়াম্‌কে একত্রে নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌ বলা হয় তা আগেই বলেছি। আগে রাজ্যশাসনও এক সঙ্গে চল্‌ত। ১৮৩০ সনে বেল্‌জিয়াম্‌ আলাদা হয়ে যায় এবং সেই থেকে আলাদা রাজ্য হয়েই আছে। হল্যাণ্ডে এখন আর প্রজাতন্ত্র নেই, রাণী উইল্‌হেলমিনা আইন-সভার সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। এঁর ছেলে নেই, ভাবী রাণী হচ্ছেন রাজকুমারী জুলিয়ানা। কয়েক বছর হ'ল এঁরও

ঘটা করে বিয়ে হয়েছে, এবং এঁরও ২টি মেয়ে হয়েছে। হল্যাণ্ডের লোকদের ভাগ্যে আর শীগ্‌গির 'রাজ'দর্শন হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, শুধু রাণীই চলবে বলে মনে হচ্ছে।

চাষবাসের পক্ষে হল্যাণ্ড চমৎকার জায়গা সে কথা গোড়াতেই বলেছি, গরু-ভেড়া পুষতেও এদেশের লোকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। চরবার মাঠ এদেশে এত রয়েছে এবং গরু-ভেড়ার খাদ্য এত বেশী জন্মায় যে ও রকম না হওয়াই আশ্চর্য্য। দুধের ব্যবসায়ে ওলন্দাজদের নাম দুনিয়া-যোড়া। হল্যাণ্ডের জমাট দুধ (কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক), মাখন, পণির প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান যায়। ছোট ছোট কুকুরে টানা গাড়ীতে করে ছোট ছোট গোয়ালার মেয়েরা পথে-ঘাটে দুধ বিক্রী করে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য হল্যাণ্ডের যে কোন জায়গায় পথে বেরোলেই চোখে পড়ে।

হল্যাণ্ডের আর একটা জাতীয় সম্পদ্ হচ্ছে ফুল—বিশেষ করে টিউলিপ্ জাতীয় ফুলের চাষ। কিছুদিন আগে রামধনুতে "ফুলের মূল্য" নামে যে ধারাবাহিক উপন্যাসখানা বেরিয়েছিল তা'তে তোমরা পড়েছ টিউলিপের চাষ নিয়ে হল্যাণ্ডে কি রকম কাণ্ড হ'ত। টিউলিপের চাষ এখনও হল্যাণ্ডের একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে যখন মাঠের পর মাঠ যুড়ে নানা রংএর টিউলিপ্ জাতীয় ফুল ফুটে থাকে তখনকার মত দৃশ্য নাকি পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়।

এ সব ছাড়াও হল্যাণ্ডে আরও নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে। স্রোতের সাহায্যে বড় বড় কারখানা চলছে। জল থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি ('হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার') তৈরী করেও বড় বড় কারখানা চালান হচ্ছে। জাহাজ তৈরী, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ সবই সেখানে চলছে।

সমুদ্রের ধারের দেশ, কাজেই মৎস্যজীবীর ব্যবসায়েও যে ওলন্দাজরা পাকা ওস্তাদ্ হবে তা'তে আর বিচিত্র কি? মধু আর মৌমাছির ব্যবসায়ও এক আমেরিকা ছাড়া এদের যুড়ি নেই। মৌমাছির ব্যবসায়ে ওখানে অনেক লোক খাটে। ভিনেনডালে মৌমাছির যে বাজার আছে পৃথিবীর আর কোথাও অমনটা নেই।

হল্যাণ্ডে যা পাওয়া যায় না ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি থেকে তা পাওয়া যায়।

যেমন ধর তামাক, কফি, চিনি, নানা রকম মশলা। বাঘা 'তামাক-খোর' জাত ব'লে ওলন্দাজদের একটা মস্ত সু বা কুনাম আছে।

শুধু একটা জিনিষ হল্যাণ্ডে পাওয়া সময় সময় একটু কষ্টকর। আর কিছু না—খাবার উপযোগী জল। চারদিকে জল অথচ তা খাওয়ার মত নয়, কি মুশ্‌কিল বল তো! সেই বিখ্যাত ইংরেজী লাইনটা জান তো—"ওয়াটার ওয়াটার এভরি-হোয়ার বাট্ নট্ এ ড্রপ্ টু ড্রিঙ্ক্"? ঠিক তাই। খালের ধারে ধারে পানীয় জলে ভর্ত্তি অমনিবাস্ ছুটে যাচ্ছে এ দৃশ্যও হল্যাণ্ডে প্রায়ই দেখা যায়।

হল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সুপটু বলে যে তারা কলাচর্চ্চার ধার ধারে না তা যেন মনে ক'র না। হেগ্, আমষ্টারডাম্, রটারডাম্ প্রভৃতি সহরে যদি কোন দিন বেড়াতে যাও তবে সেখানকার বিরাট্ বিরাট্ চিত্রশালা, মিউজিয়াম্ প্রভৃতি দেখে প্রশংসা না করে থাকতে পারবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

দশম পরিচ্ছেদ

ভূতরা অসামাজিক, অমানুষিক, অস্বাভাবিক

বিমল চিঠিখানা হাতে ক'রে খানিকক্ষণ ব'সে রইল নীরবে। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "তাহ'লে জয়ন্তবাবুরা এখন বুলছড়ি দ্বীপের দিকে যাত্রা করেছেন?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "বুলছড়ি দ্বীপের নাম আমি শুনেছি।"

কুমার বল্লে, "কিন্তু আমরা সেখানে একবার গিয়েছিলুম। সুন্দরবন ছাড়িয়ে মাতলা আর জামিরা নদী যেখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেখানে কতকগুলো দ্বীপ আছে। তাদেরই একটি হচ্ছে বুলছড়ি দ্বীপ। ফ্রেজারগঞ্জ তার খুব কাছে, সেখান থেকে জলপথে ঐ দ্বীপে যাওয়া যায়।"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "তাহ'লে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরাও কি পোর্ট-পুলিসের 'লাঞ্চ' নিয়ে পশুপতিদের পিছনে তাড়া করব?"

বিমল বল্লে, "না। কারণ প্রথমতঃ, তারা অনেক আগে বেরিয়েছে, হয়তো তাদের ধরতে পারব না। দ্বিতীয়তঃ, আসামীদের নাগাল পেলেও জলপথে তাদের সতর্ক চোখগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কাছে যেতে পারব না। দূর থেকে পুলিসের লাঞ্চ দেখতে পেলেই তারা নিশ্চয় জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবুকে খুন ক'রে জলে ফেলে দিয়ে নির্দ্দোষী সাজবার চেষ্টা করবে। আমাদের চুপিচুপি যেতে হবে একেবারে তাদের আড্ডায়, অর্থাৎ বুলছড়ি দ্বীপে।"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "কিন্তু তাদের আড্ডা আছে হয়তো গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোন গোপন স্থানে। আমরা তার সন্ধান পাব কেমন ক'রে?"

—"সন্ধান পাওয়া খুবই সহজ।"

—"সহজ!"

—"হ্যাঁ। আগে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে আমরা সত্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করব। সত্যই তার আড্ডার সন্ধান ব'লে দিতে বাধ্য হবে।"

—"কিন্তু দেরি হ'লে পশুপতিরা যদি জয়ন্ত আর মাণিককে মেরে ফেলে?"

—"পশুপতির চিঠিতেই দেখেছেন তো, সত্য চৌধুরীর হুকুম পায় নি ব'লেই সে বন্দীদের খুন করে নি।"

—"হুম্, সে কথা সত্যি। কিন্তু বলা তো যায় না, সত্য চৌধুরী যদি আমাদের আগেই বুলছড়ি দ্বীপে গিয়ে হাজির হয়?"

—"সে কেন যাবে? জয়ন্তবাবুরা যে বন্দী হয়েছেন এ-খবর সে জানে না। পশুপতির চিঠি আমাদের হাতে। এ চিঠি আমরা ফেরৎ দেব না। চিঠির বদলে তার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হব সদলবলে আমরাই। তার পর বোঝা যাবে সে আমাদের পথ দেখিয়ে বুলছড়ি দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা।"

কুমার বল্লে, "আমিও বিমলের প্রস্তাব সমর্থন করি। সুন্দরবাবু, আপনি এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেজারগঞ্জে যাবার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলুন। সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিস নিতে ভুলবেন না। জয়ন্তবাবুদের উদ্ধার করবার আগে হয়তো আমাদের একটা খণ্ডযুদ্ধে নিযুক্ত হ'তে হবে।"

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "হুম্, যুদ্ধে আমি ভয় পাই না, আমি কাপুরুষ নই! কিন্তু আমার ভয় সেই বীভৎস ভীমাবতারকে। আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে, সেপাইরা কি তাকে কাবু করতে পারবে?"

কুমার মুখ টিপে হাসতে হাসতে বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে, "কি হে, ভীমাবতারের গুপ্তকথা সুন্দরবাবুর কাছে খুলে বল্ব নাকি?"

বিমল মাথা নেড়ে বল্লে, "না, এখন নয়!"

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বল্লেন, "হুম্, হুম্! ভীমাবতার কে, আপনারা তা জানেন?"

বিমল বল্লে, "জানি।"

—"কি আশ্চর্য্য! জানেন, তবু বল্বেন না?"

—"না।"

—"কেন শুনি?"

—"বল্লে হয়তো ভয় পাবেন।"

—"হুম্, ভয় যা পেয়েছি তারই তুলনা হয় না। তার চেয়ে আর বেশী ভয় পাবার উপায় নেই। আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন। ভীমাবতার কে? সে কি মানুষ, না ভূত?"

—"যদি বলি ভূত, তাহ'লে কি করবেন?"

—"তাহ'লে তার সঙ্গে আর দেখা করব না। জয়ন্ত আর মাণিক জানে, আপনারাও জেনে রাখুন, ভূত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে। কারণ ভূতরা হচ্ছে অসামাজিক, অমানুষিক, অস্বাভাবিক। তাদের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকেরই সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি জানতে চাই এই ভীমাবতারটা ভূত কিনা।"

বিমল বল্লে, "তাহ'লে খালি এইটুকুই জেনে রাখুন যে ভীমাবতার হচ্ছে ভূতের চেয়েও অসামাজিক, অমানুষিক আর ভয়ানক।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, কোন বিশেষ প্রমাণ পেয়ে ভীমাবতার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু শেষটা সে সন্দেহ সত্য না হ'তেও পারে। কাজে-কাজেই ভীমাবতার সম্বন্ধে আপাততঃ বেশী কিছু আর বলতে পারব না। বিশেষ, এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রেজারগঞ্জে, যেখানে ভীমাবতার নেই। সুতরাং এখন আপনি নির্ভয় হ'তে পারেন।"

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "নির্ভয় হব না ছাই হব! হুম্, নমস্কার! চললুম আমি স্বশরীরে যমের বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে একখানা উইল ক'রে গেলেও বুদ্ধিমানের কাজ করা হবে বোধ হয়। দুর্গা, দুর্গা!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের জাগরণ

এইবারে জয়ন্ত ও মাণিকের খবর নেবার সময় হয়েছে।

জ্ঞান হবার পর জয়ন্ত সর্ব্বপ্রথমে দেখলে, সে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মাটির উপরে, একটা আধা-অন্ধকার ঘরে।

ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না। তার হাত দু'টো পিছমোড়া ক'রে বাঁধা এবং পা দু'টোও বাঁধা শক্ত দড়ীতে।

তখন নাচার ভাবে শুয়ে শুয়ে সে ঘরের চারিদিক্ লক্ষ্য করতে লাগল।

কিন্তু দেখবার বিশেষ কিছু নেই। চার দেওয়ালে চারটে ছোট ছোট জান্‌লা এবং একদিকে একটা দরজা। একদিকের একটা জান্‌লা খোলা—তার বাইরে দেখা যাচ্ছে উপরে আলোকিত আকাশ এবং নীচে মর্ম্মরিত অরণ্যের চূড়া!

হঠাৎ তার ডানপাশ থেকে সাড়া এল—"জয়ন্ত!"

চম্‌কে সেদিকে ফিরে জয়ন্ত দেখতে পেলে মাণিককে। তারও অবস্থা এক।

—"জয়ন্ত, এবারে বোধ হয় আমাদের লীলাখেলা ফুরুলো।"

—"হ্যাঁ মাণিক, সেই-রকমই তো মনে হচ্ছে! সুন্দরবাবু আর কোন নতুন মামলায় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন না। সুন্দরবাবুর হতাশ মুখ মনে ক'রে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।"

—"কিন্তু আমরা কোথায় আছি?"

—"বলা অসম্ভব। তবে কলকাতায় নয় নিশ্চয়। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। সহরের আকাশ এমন পরিষ্কার নীল হয় না। চারিদিকের স্তব্ধতার ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে কেবল বাতাস আর গাছপালার কানাকানি আর পাখীদের ডাক। মানুষ বা অন্য কোন জীবজন্তুর সাড়া নেই। খুব সম্ভব আমরা কোন নির্জ্জন বনের ভিতরে আছি—সহর বা গ্রাম এখান থেকে অনেক দূর।"

—"আমরা কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম ব'লে মনে হয়?"

—"তাও বলা শক্ত। একদিনও হ'তে পারে, দু'দিনও হ'তে পারে।"

—"কি ক'রে বুঝলে?"

—"আমরা যখন বিষ্ণুবাবুর লেনে গিয়েছিলুম তখন রাত্রিকাল। জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখ এখন রোদ উঠেছে গাছের টঙে। তার মানে, 'একটু পরেই সূর্য্য অস্তে যাবে, সন্ধ্যা হবে, আবার

রাত আসবে। আমরা যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম, তখন আলোকেও আর একবার দিন আর রাত এসেছে-গিয়েছে কিনা তা কে জানে?"

—"শোনো জয়ন্ত। স্বপ্নের মত আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। কতক্ষণ আগে জানি না, কিন্তু আর একবার আমার অল্প-অল্প জ্ঞান হয়েছিল। মনে হ'ল আমার কাণের কাছে যেন স্রোতের কল্-কল্ শব্দ হচ্ছে। যেন মোটর-বোটের আওয়াজও শুনলুম! কিন্তু ভালো ক'রে কিছু বোঝবার আগেই নাকের কাছে কেমন একটা বিষম উগ্র গন্ধ জাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলুম।"

—"তোমার এ স্বপ্ন সত্য হ'লে বলতে হয়, জলপথে আমাদের সহরের বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে আর যাতে আমাদের জ্ঞান না হয়, বার বার সেই চেষ্টা করা হয়েছে।... ... ... কিন্তু ও কিসের শব্দ?... ... ... চুপ!"

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেল। ভিতরে এসে দাঁড়াল একটা মূর্ত্তি। কালো রং, জোয়ান চেহারা, কুৎসিত নিষ্ঠুর মুখ। হাতে একগাছা তেলে-পাকা মোটা বাঁশের লাঠি।

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-খানেক ধ'রে বন্দীদের দেখলে। তার পর কালো মুখে সাদা দাঁত খেলিয়ে বল্‌লে, "এই যে জয়ন্ত! তাহ'লে আর তোমরা অজ্ঞান হয়ে নেই?"

—"না, এখন আমরা জ্ঞানবান্ হয়েছি। কিন্তু তুমি কে বাপু?"

—"আমি? আমি পশুপতি!" ব'লেই সে হা-হা-হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

—"অত হাসির ঘটা কেন বন্ধু?"

—"কেন হাসছি জানো না? হাসছি তোমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।"

—"আমাদের ভবিষ্যৎ কি এতই হাস্যকর? বেশ বন্ধু, তাহ'লে তোমার মুখে আমাদের ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে আমরা খুব খুসি হব।"

—"ওরে হাঁদারাম, ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে তোদের পেটের পিলে চম্‌কে যাবে।"

—"আমরা পিলে-রুগী নই হে! আমাদের পিলে সহজে চম্‌কায় না।"

—"তাহ'লে শোন্। কাল কি পশুর মধ্যেই তোদের দেহ দুটো হবে কন্ধকাটা, আর তোদের মুণ্ড দুটো থাকবে কাঁচের জারের ভেতরে স্পিরিটে ডোবানো।"

—"স্পিরিটে ডোবানো! এ আবার কি খেয়াল?"

—"খেয়াল নয় রে মুখ্যু, খেয়াল নয়! আমাদের কর্ত্তা সত্যবাবু হচ্ছেন মস্ত-বড় তান্ত্রিক সাধক, তাঁর উপরে মা-কালীর অসীম করুণা। স্বপ্নে মা জানিয়েছেন, তাঁর আসল নরমুণ্ডের মালা পরবার সাধ হয়েছে। তাই মায়ের কাছে কর্ত্তাও মহা-প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একশো-আট নরমুণ্ডের মালা তাঁর চরণে উপহার দেবেন। কিন্তু এই বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গিদের রাজত্বে একশো-আটটা

নরমুণ্ড যোগাড় করা তো দু'-চার দিনের কাজ নয়! তাই আমরা এক-একটা মুণ্ড কাটি, আর স্পিরিটে ডুবিয়ে টাট্‌কা রাখি। তেষট্টিটা মুণ্ড আমরা পেয়েছি—তোদের নিয়ে হবে পঁইষট্টিটা। আর তেতাল্লিশটা পেলেই মুণ্ডমালা গাঁথা হবে।"

—"সুন্দর প্রস্তাব। মায়ের গলার মালায় দুলব শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের এই মা কোথায় আছেন?"

—"এই বুলছড়ি দ্বীপেই। এইখানেই আমাদের কর্ত্তার সাধন-আশ্রম কিনা!"

—"বটে! তাহ'লে কলকাতা থেকে আমরা বেড়াতে এসেছি বুলছড়ি দ্বীপে?"

—"বেড়াতে নয় রে গাধা, মরতে।"

—"তুমি কি দয়া ক'রে এখনি আমাদের কন্ধকাটা করতে চাও?"

—"না, কর্ত্তার কাছে খবর পাঠিয়েছি। তাঁর হুকুম পাই নি ব'লে তোরা এখনো বেঁচে আছিস্!"

—"তবে এখন তুমি কি করতে এখানে এসেছ? চাঁদ-মুখ দেখাতে?"

—"আমার মুখ যে চাঁদের মতন নয়, সে-কথা আমি জানি রে হনুমান!"

—"আমার মুখ যে হনুমানের মতন নয়, সে-কথা আমিও জানি হে বন্ধু! কিন্তু তুমি দয়া ক'রে এখানে এসেছ কেন? কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ বর্ণন করতে?"

—"না রে গঙ্গারাম, না। বলির পাঁঠাকেও দানা-পানি দিতে হয় জানিস্ না? আমি জানতে এসেছি তোদের ক্ষিধে-তেষ্টা পেয়েছে কিনা।"

—"মাণিক, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে না তেষ্টা পেয়েছে?"

—"তেষ্টা।"

—"আমারও তাই।"

—"আচ্ছা" ব'লে পশুপতি বেরিয়ে গেল। একটু পরেই সে দুই বোতল জল নিয়ে ফিরে এল। জয়ন্ত ও মাণিকের মুখের কাছে বোতল ধ'রে সে একে একে দুজনকেই জলপান করালে।

জয়ন্ত বল্‌লে, "জল দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করলে ব'লে ধন্যবাদ। কিন্তু যখন আমাদের খাবার আসবে তখন আমরা খাব কেমন ক'রে? আমাদের হাত-পা বাঁধা।"

—"যতক্ষণ না জবাই হ'স ততক্ষণ তোদের হাত-পা বাঁধাই থাকবে রে ছুঁচো! আমরা এসে খাইয়ে যাব।"

—"বন্ধু, জীব-তত্ত্বে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি! আমি গাধা, আমি হনুমান, আমি ছুঁচো। তোমার কৃপায় আমি আরো কত মূর্ত্তি ধারণ করব বলতে পারো?"

পশুপতি হেসে ফেলে বল্‌লে, "সে কথা পরে এসে বলব, এখন আমি চল্‌লুম।" সে বেরিয়ে

গিয়ে আবার দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তার পর শোনা গেল দরজায় কুলুপ লাগানোর শব্দ। তার পর তার পায়ের শব্দও দূরে মিলিয়ে গেল।

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তার পর বল্‌লে, "মাণিক, মনে আছে?"

—"কি?"

—"এ মামলাটা যখন হাতে নি তখন তুমি বিলাতের পৃথিবীপ্রসিদ্ধ হত্যাবাতিকগ্রস্ত জ্যাক্ দি রিপারের কথা তুলেছিলে?"

—"হুঁ।"

—"মনে আছে, আমিও তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম যে, এই নৃমুণ্ড-শিকারীও হচ্ছে সেই রকম কোন বাতিকগ্রস্ত হত্যাকারী?"

—"হুঁ।"

—"দেখছ, আমার সন্দেহই সত্য? সত্য চৌধুরী হচ্ছে বাঙালী জ্যাক্ দি রিপার। অপরাধ-বিজ্ঞানে এই শ্রেণীর অপরাধীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এদের উন্মাদ-রোগ প্রকাশ পায় কেবল বিশেষ এক বাতিকের ক্ষেত্রে।"

—"ও-আলোচনা এখন আমার ভালো লাগছে না জয়ন্ত। চোখের সামনে চক্-চক্ করছে নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়া! ঐ দুরাত্মা পশুপতিটার সঙ্গে তুমি এই দুঃসময়ে হাসি-ঠাট্টা করছিলে ব'লে গা আমার জ্ব'লে যাচ্ছিল।"

জয়ন্ত অট্টহাস্য ক'রে বললে, "যে-পূজার যে মন্ত্র মাণিক, যে-পূজার যে মন্ত্র! আমরা যে ব্রত নিয়েছি তাতে এই ভাবেই আমাদের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং দুঃখ ক'রে লাভ কি? সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মৃত্যুর সামনে ব'সেও নিজের সমস্যা সমাধান করতে চান। আমরা হচ্ছি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র, মরবার ভয়ে অনুসন্ধিৎসা ভুলব কেন?"

—"কিন্তু জয়ন্ত, মাঝে মাঝে আমার মনে আশার সঞ্চারও হচ্ছে।"

—"কি আশা?"

—"মুক্তিলাভের একটা কোন উপায় তুমি আবিষ্কার করবেই। ভগবান্ তোমার ঐ অপূর্ব্ব মাথা নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়ার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। আমি জানি জয়ন্ত, বিপদ্ যত গভীর হয়, তোমার বুদ্ধি তত খোলে।"

"আশা কুহকিনী মাণিক, আশা কুহকিনী! আশার ছলনায় ভুলো না। অসম্ভবের বিরুদ্ধে কি চেষ্টা করব ভাই? হাত দুটো যদি পিছমোড়া ক'রে বাঁধা না থাকত তাহ'লেও কিছু আশা ছিল। ঐ জান্‌লাগুলোর লোহার গরাদে এক ইঞ্চির চেয়ে বেশী মোটা নয়। তুমি

আমার এই বাহুর শক্তি জানো মাণিক, ও-রকম গরাদে আমি মোমের মত নরম ব'লে মনে করি। কিন্তু হাত বাঁধা, পা বাঁধা,—কোন আশাই নেই!"

মাণিক বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, "দিনের আলো নিবে আসছে, বকের দল বাসায় ফিরছে, পাখীরা বিদায়ী গান গাইছে। জানি না, কালকের সন্ধ্যা এসে আর আমাদের দেখতে পাবে কিনা! জয়ন্ত, ফাঁসির আগের দিনে অপরাধীদের মনের ভাব কি-রকম হয় বুঝতে পারছ?"

—"উঁহু, মোটেই নয়। আমি এখন নিষ্পলক চোখে ঐ বোতল দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি।"

—"বোতল?"

—"হ্যাঁ দেখ না, আমাদের বন্ধু পশুপতি তাচ্ছিল্য ক'রে বোতল দুটো এইখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে।"

—"পশুপতিকে তুমি 'আমাদের বন্ধু' ব'লো না জয়ন্ত!"

—"নিশ্চয়ই বলব। এতক্ষণ ঠাট্টা ক'রে বলছিলুম, এইবারে গম্ভীর ভাবেই বল্ব!"

—"কেন?"

—"কারণ গ্রীক পণ্ডিত আর্খিমেদেসের ভাষায় এখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি—ইউরেকা! ইউরেকা!"

—"ইউরেকা শব্দের অর্থ বুঝি, কিন্তু তোমার কথার অর্থ কি?"

—"মাণিক, আমার এক টিপ্ নস্য নিতে সাধ হচ্ছে।"

মাণিক সানন্দে বললে, "জয়ন্ত, তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছ! কারণ নস্য নেওয়ার সাধ হচ্ছে তোমার বিপুল খুসির লক্ষণ।"

—"হ্যাঁ বন্ধু, ঐ বোতলই আমাদের বাঁচাবে।"

—"জয়ন্ত, কী বলছ!"

জয়ন্ত জবাব দিলে না। বোতল দুটো ছিল তার পায়ের কাছে। সে হঠাৎ তার বাঁধা পা দুটো দিয়ে একটা বোতলের উপরে সজোরে আঘাত করলে। বোতলটা ছিট্‌কে দেওয়ালের উপরে গিয়ে প'ড়ে ভেঙে গেল সশব্দে।

—"কি আশ্চর্য্য জয়ন্ত, ঐ বোতলই যদি আমাদের বাঁচায়, তবে ওটাকে ভাঙলে কেন?"

—"মাণিক, তুমি কি কখনো ভাঙা কাঁচের ধার পরীক্ষা কর নি? ভাঙা কাঁচ ক্ষুরেরও কাজ করতে পারে—এমন কি তা দিয়ে দাড়ি কামানোও যায়!"

—"জয়ন্ত! জয়ন্ত! বুঝেছি—বুঝেছি! কিন্তু আমাদের হাত যে বাঁধা ভাই!"

—"বিলিতী প্রবাদের কথা মনে কর। 'যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে উপায়ও আছে।' এই দেখ!" জয়ন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ভাঙা বোতলের টুক্‌রোগুলোর কাছে গেল। তারপর বললে, "মাণিক, তুমি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুয়ে থাকো দিকি।"

মাণিক কথামত কাজ করলে। জয়ন্ত কিছুক্ষণ ভাঙা কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বড় একখণ্ড কাঁচ বেছে নিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে। তারপর আবার গড়িয়ে গড়িয়ে মাণিকের পিছন দিকে এল। তারপর আবার মুখ বাড়িয়ে সেই কাম্‌ড়ে-ধরা কাঁচখানা দিয়ে মাণিকের পিছ্‌মোড়া-ক'রে-বাঁধা হাতের দড়ির উপরে ঘষ্‌তে লাগল। মিনিট-কয়েকের মধ্যেই মাণিকের হাত দুটো দড়ির কঠিন বন্ধন থেকে পেলে মুক্তি।

কাঁচখানা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "বন্ধু, এইবারে স্বাধীন হাতের সাহায্যে তুমি নিজের পায়ের বাঁধন খোলো। তারপর আমাকে মুক্তি দাও। তারপর? তার পর ভগবান্ ছাড়া এই দুনিয়ায় কারুকে আমি গ্রাহ্য করি না।"......

......দুই বাহু বার-কয়েক বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত ক'রে জয়ন্ত আগে তাদের আড়ষ্টতা দূর করলে। গোটা কয়েক ডন-বৈঠকও দিয়ে নিলে।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাইরে জাগল আবার কার পায়ের শব্দ!

মাণিক ত্রস্ত স্বরে বললে, "নিশ্চয় সেই সয়তান প পতি! হয়তো আমাদের খাবার নিয়ে আসছে।"

—"একজনের নয় মাণিক, আমি দু'-তিনজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!" ব'লেই সে এক লাফ মেরে জান্‌লার কাছে গিয়ে পড়ল।

—"জান্‌লা ভাঙো জয়ন্ত! শীগ্‌গির।"

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জান্‌লার দুটো লোহার গরাদে জয়ন্ত টান মেরে বেঁকিয়ে খুলে ফেললে। একটা গরাদে মাণিকের হাতে দিয়ে বললে, "দরকার হ'লে এটা অস্ত্রের মত ব্যবহার ক'রো।"

দরজায় কুলুপ খোলার শব্দ হ'ল এবং পর-মুহূর্ত্তে জয়ন্ত ও মাণিক জান্‌লা দিয়ে গ'লে একে একে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

মরন্ত দিনের নিবন্ত আলোয় তারা তাড়াতাড়ি একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। দৃষ্টি-সীমা আচ্ছন্ন ক'রে চতুর্দ্দিকেই বিরাজ করছে বড় বড় ঝুপ্‌সী গাছ, বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ। অধিকাংশ স্থলেই সে অরণ্য দুর্ভেদ্য—জোর ক'রে তার মধ্যে ঢুকলে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ দেখা যাচ্ছে একটি মাত্র, এত সরু যে জঙ্গলের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে সেও বেশী দূর এগুতে পেরেছে ব'লে মনে হয় না।

ওদিকে ঘরের মধ্যে জেগেছে তখন বিষম হট্টগোল।

ভাঙা জান্‌লার ফাঁকে দেখা গেল, পশুপতির হতভম্ব মুখ। জয়ন্ত ও মাণিককে দেখতে পেয়েই সে উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "ওরে—ওরে, উল্লুক্‌রা এখনো পালাতে পারে নি।"

হা হা ক'রে হেসে জয়ন্ত বললে, "জীবতত্ত্বের উপরে আর অত্যাচার ক'রো না পশুপতি। আমরা উল্লুক নই। কিন্তু তোমার বোতলকে ধন্যবাদ।"

—"ধর্‌, ধর্‌। এখনো পালাতে পারে নি!"

—"না বন্ধু। এইবারে আমরা সত্য-সত্যিই পালালুম।"—জয়ন্ত ও মাণিক সেই সরু পথ দিয়ে ছুটতে সুরু কর্‌লে।

—"কোথায় পালাবি—তোদের পিছনে যাবে মূর্ত্তিমান যম! ওরে, ভীমাবতারকে ডেকে নিয়ে আয়,—শীগ্‌গির!"

ছুটতে ছুটতে মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, "ভীমাবতার কে জয়ন্ত?"

নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "হয়তো সেই ভয়াবহ বিভীষণ! আরো জোরে পা চালাও মাণিক!"

মিনিট-খানেক পরেই তাদের পিছনে দূর থেকে জেগে উঠল এক বীভৎস গর্জ্জন!

[আগামী বারে সমাপ্য]

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।]

১। রবার পাওয়া যায় কিসের থেকে?

২। ঢাকা জেলায় ক'টা মহকুমা আছে? কি কি?

৩। নীচের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাইস্‌চ্যান্সেলার কে কে?
কলকাতা, ঢাকা, কাশী, আগ্রা, মাদ্রাজ, বোম্বাই।

৪। নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে কি বোঝায়?—(১) ভ্যাটিক্যান্; (২) 'হ্লিমেটাইট্; (৩) 'ব্যুমরাং; (৪) ফথাকলি।

৫। নীচের ছবিটি কিসের?

চিঠিপত্র

রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের আমাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারে বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা রামধনুকে এবং 'রামধনুর অসংখ্য পাঠকপাঠিকাকে' তাঁদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, রামধনু মারফৎ সেগুলোও আমরা যথা স্থানে পৌঁছে দিলাম। স্থানাভাবে প্রত্যেকের চিঠি আলাদা ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

প্রতিবারের মত এবারেও আমরা পূজা-সংখ্যার প্রশংসাপূর্ণ অনেক চিঠি পেয়েছি। শ্রীলক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি, শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ, শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, কুমারী অঞ্জলি বসু, কুমারী নূরজাহান বেগম, শ্রীযামিনী রায়, শ্রীবল্লরী সেন, শ্রীমৃগাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারী রাবেয়া খাতুন ও আবদুল আজিজ, কুমারী রেখা ও অজা দেবী, শ্রীঅণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চিঠি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত "আর কয়েকটি যৌগিক ব্যায়াম" পড়ে লিখেছেন যে সম্প্রতি নাকি লণ্ডনে দশহরা সম্মিলনেও চলচ্চিত্র যোগে নানা রকম যৌগিক ব্যায়াম দেখান হয়েছিল।

কয়েক মাস আগে সুলেখক শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের লেখা "পেশার বাহাদুরী" নামে একটি গল্প রামধনুতে বেরিয়েছিল। গল্পটি একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা; ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয় নি।

গত মাসের রামধনুতে যে "মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতার" কথা লেখা হয়েছিল তা'তে প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ দেওয়া হয়েছিল ১৫ই অগ্রহায়ণ। কিন্তু এখন অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাই তাঁদের বাৎসরিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অনেকে আরও কিছু সময় বাড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছেন। তদনুসারে প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণের পরিবর্ত্তে ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

গত বারের ফটো প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফটো "নিঃসঙ্গ" এ মাসের মুখপত্রে ছাপা হ'ল।

—রাঃ সঃ

অতিকায় মূর্ত্তি

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রধান নেতা ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের কথা তোমরা সকলেই জান। আমেরিকার লোকেরা ওয়াশিংটনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে তাঁর যে মূর্ত্তি তৈরী করেছে তা একটা দেখবার জিনিষ। মূর্ত্তিটি পাথরের, কিন্তু সাধারণ পাথরের মূর্ত্তি যেমনটা হয় এ তা নয়, পাহাড় কেটে, ক্ষুদে সেই পাহাড়ের গায়েই তারা ওয়াশিংটনের এক বিরাট্ মূর্ত্তি তৈরী করেছে যাতে বহু দূর থেকে সকলের চোখে সে মূর্ত্তি পড়তে পারে। মূর্ত্তিটির একটি ছবি দেওয়া হ'ল, ছবি দেখলেই বুঝবে জিনিষটা কেমন।

পাহাড়ের গায়ে ওয়াশিংটনের মূর্ত্তি

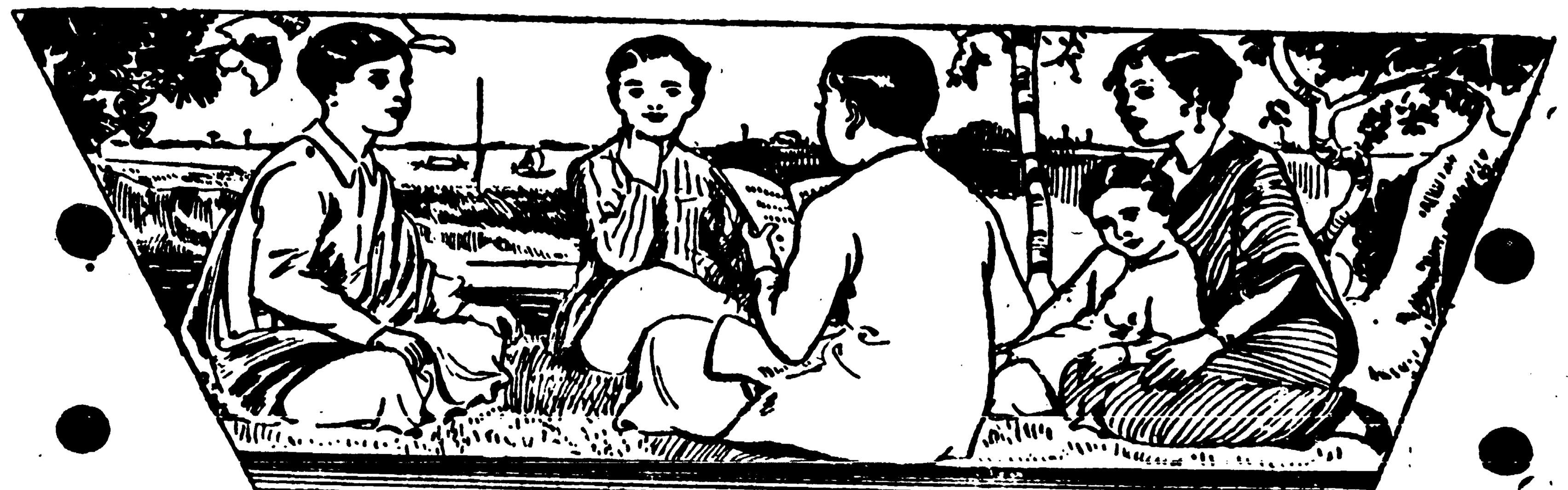

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

"আমি চঞ্চল হে—"

(ভ্রমণ-কাহিনী)

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত]

(শ্রীঅমিয়াংশু সেন)

রায় মশাই 'টাইম টেবিল' দেখিয়া বলিলেন, "দিল্লী মেল ছাড়ে রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটে। অতএব ওই ট্রেনেই যাত্রা, কি বল?" সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আমার তরফ হইতে কোন আপত্তি নাই। রায় মশাই কহিলেন, 'এই পাঁচ দিনের ছুটিটা মোদ্দা 'এন্জয়' করা চাই।' পাঁচ দিনের ছুটি আমাদের পাড়ার রায় মশাইয়ের, তাই তিনি আগ্রায় চলিয়াছেন বেড়াইতে, তাঁহার নাকি তাজমহল দেখিবার বড় সখ। আমিও জুটিয়া গেলাম। বাড়ীতে অনুমতির জন্য বেগ পাইতে হইল না। 'বাছা' পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছে যে! একটু জিরাইবে না? বেশী দেরী করিবার উপায় নাই, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া লইলাম। ঠিক রাত্রি ৮টার সময় গাড়ী লইয়া রায় মশাই হানা দিলেন। প্রণামাদি সারিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া অর্দ্ধেক উৎসাহ কমিয়া গেল। দ্বিতীয় অর্দ্ধোদয় যোগ কি হাওড়া ষ্টেশনের বুকে নামিয়াছে? গান্ধীজিকে ভক্তি করি, হ্যাঁ যথেষ্ট ভক্তিই করি, তাঁহার উপদেশও যথাসাধ্য পালন করি, কিন্তু আজ তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলাম। কোন

সুস্থ ব্যক্তি এখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতাম তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ইণ্টার ক্লাশে উঠিলাম। সেখানেও কি কম ভীড়! সন্দেহ হইল কবিগুরু কি 'ভারততীর্থ' কবিতার রসদ এখান হইতে পাইয়াছিলেন? 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' কি আমার একটু স্থান মিলিবে না? বহু ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া, এবং বহু বিজাতীয় গালাগালি শ্রবণ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম! দম্ নিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এক ঝলক বাতাস···সাথে এক রাশ আরাম। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে এক করস্পর্শ, এবং সপুলক প্রশ্ন—"নন্দ তুই?" ফিরিয়া দেখিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মুখ। কহিলাম, "আপনার বোধ হয় ভুল হয়েছে—"

নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া ভদ্রলোক জবাব দিলেন—"এক্সকিউজ্ মি, মানে ভুল হয়েছিল—যাক্ গে কিছু মনে—।" হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ চীৎকারে আমরা সচকিত হইয়া উঠিলাম—"মরতে হবে—মরতে হবে।" সবিস্ময়ে দেখিলাম চলন্ত গাড়ীতে এক শীর্ণকায় খদ্দরধারীর প্রবেশ। চমকিয়া উঠিলাম, 'খুনে নাকি? ভদ্রলোক বলিয়া চলিয়াছেন···"একেবারেই মরতে হবে; হ্যাঁ, তিল্ তিল্ করে মরবার চেয়ে একেবারে মরা অনেক ভাল, তাতে অত যন্ত্রণা নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে মরায় কষ্ট অনেক, এবং ভুক্তভোগীরা জীবন্মৃত হইয়াই থাকেন। কিন্তু আজ তাহারও প্রতিকার হইয়াছে। মহাশয়গণ, আমিই সেই আশার বাণী লইয়া আসিয়াছি। যাঁহারা খোস্, পাঁচড়া, দদ্রু অথবা চুলকানীতে ভুগিয়া বাঁচিয়া মরিয়া আছেন, তাঁরা আসুন আমার কাছে; মাথায় তুলে নিন ভগবানের দান 'কালীপদ দে'র কিমাশ্চর্য্য মলম'। বড় দু' আনা—ছোট এক আনা, ডজন কিনলে দশ আনা।" ভদ্রলোক থামিলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, না খুনে নহে; কোন বিপ্লবীও নহে।

বৃষ্টি আসিয়াছে। জলের ছাঁট আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। রায় মশাই জানালাটা উঠাইয়া দিতে গেলেন, বারণ করিলাম। যেখানে ইচ্ছা করিলেই আরাম পাওয়া যায় সেখানে কষ্ট পাওয়াতে একটা আনন্দ আছে—কোটিপতির পায়ে হাঁটিয়া চলার মতই।

অন্ধকারে সজলা বঙ্গমাতার নূতন রূপ দেখিলাম। হঠাৎ কাণে পৌছিল গানের রেশ—

"বাংলা মা, তোর শ্যামল গায়ে
বাদল ঝরে দিন রজনী·········"

চাহিয়া দেখিলাম সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাকে নন্দ ঠাওরাইয়াছিলেন। হাসিয়া কহিলাম, "বাঃ আপনার গলাটি ত' বেশ!"

ভদ্রলোক কহিলেন, "চর্চ্চা ছিল এককালে। আর ভাই, চাকরীর চাপে পড়ে সব রস নিংড়ে বেরিয়ে গেছে।" রজনীর অন্ধকারে ট্রেনের একঘেয়ে আবহাওয়ায় এক সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাইলাম। অতর্কিতে ট্রেন থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝাঁকুনি। আমরা ভয়ে চক্ষু বুজিলাম। বিহিটা হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝদিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দুর্ঘটনা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। য়্যাক্সিডেণ্ট? ডিরেল্ড? কি ব্যাপার? রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। একটি নিরীহ গো-বৎস নির্ম্মম লৌহদানবের পেষণে গো-লীলা সম্বরণ করিয়াছে। উঃ, আজ বড় বাঁচা বাঁচিয়াছি!

জনৈক যুবক বলিলেন, "একটা 'কিছু' হলে হ'ত বেশ। কিছু বৈচিত্র্য·····" চেকার উঠিল—অহেতুক ত্রাস সবার মনেই। অনেকক্ষণ রায় মশায়ের সাড়া পাইতেছি না। চাহিয়া দেখি, এক গাদা মালপত্রের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভদ্রলোক ঘুমাইতেছেন। হিংসা হইল। ধাক্কা দিয়া তুলিলাম। রায় মশাই চোখ খুলিয়া বলিলেন, "শুয়ে পড়্ না তুইও।" কিন্তু শুই কোথায়? রায় মশাই কহিলেন, "কেন, আমার মত করে শো' না—।" অগত্যা তাই করিলাম। ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছি। একঘেয়ে ট্রেনের দোলানি···বিরামহীন গর্জ্জন, তবু—তবু ভাল লাগে। ঘুম বোধ হয় আসিতেছে।

তাজমহল—

'শুভ্র সমুজ্জ্বল' তাজমহল আমার সম্মুখে। আমি কি আর বলিব? কবি যেখানে ভাবধারা পাইয়াছেন—সাহিত্যিক যেখানে সাহিত্যের রসদ পাইয়া আসিতেছেন, অরসিক আমার বর্ণনা সেখানে মিথ্যা প্রয়াস হইবে। সম্রাট্

শাজাহানের বড় আদরের তাজমহল। কঠিন মর্ম্মর যবনিকার অন্তরালে শান্তিতে ঘুমাইতেছেন ভারতের শাজাহান—মমতাজ। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কিরণ শুভ্র পাষাণ-ফলকে প্রতিফলিত হইতেছে। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে মমতাজ মৃত! নিবিড় কালো যমুনার কূলে এ কোন্ মৌনী তপস্বিনী? অতীতের স্মৃতি পুঞ্জীভূত; শাজাহানের দীর্ঘশ্বাস সযতনে লুকাইয়া রাখিয়াছে এ তাজমহল। আমি বিহ্বল, রায় মশাই উচ্ছ্বসিত।

আগ্রা 'ফোর্ট' তার পর।

আর কি ভাল লাগে—তাজমহলের পর আগ্রা ফোর্ট? তবু দেখিলাম। গাইড্ সঙ্গে ছিল। এই যোধাবাই-মহল, জাহাঙ্গীর-মহল, মচ্ছি-মহল। দেখিলাম দেওয়ানী খাস্……দেওয়ানী আম। হায়, কোথায় আজ শিল্পী সম্রাট্! সত্যই কি

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার…… "

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

আজও মনে পড়ে। 'রামধনুর' জন্য লিখিতেছি, মনে হইল 'তাজের' কথা। তার কতটুকুই বা লিখিতে পারি! যাহা দেখিয়াছি, যাহা অন্তরে ক্ষোদিত আছে সেই মূক ভাবকে ভাষায় মুখর করিবার শক্তি পঙ্গু লেখনীর নাই। তবু—তবু লিখি।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ছোটদের নাটমঞ্চ—শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স। মূল্য ৮০

মন্মথ বাবু নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত। এবার তিনি ছোটদের উপযোগী কয়েকটি ছোট ছোট নাটিকা লিখে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যে ভাল নাটক খুব বেশী নেই। এই নতুন বইখানি ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে পড়বে, এবং ততোধিক আনন্দ পাবে এর নাটিকাগুলি অভিনয় ক'রে এবং তা দেখিয়ে।

মড়ার মৃত্যু—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, কলিকাতা। মূল্য ॥০

হেমেন বাবুর লেখার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এটি তাঁর আর একটি ছোট্ট উপন্যাস,—বিদেশী কাহিনীর অনুসরণে লেখা। সুন্দর লাগল। লেখকের রচনাকৌশল, গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গী বইখানিকে ছেলেমহলে আদরণীয় করে তুলবে।

পাতালপুরীর আংটি—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০

লেখক একটি বিদেশী রূপকথা বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। রূপকথা শুনতে যারা ভালবাস তাদের এ বই ভাল লাগবে।

কবি বিষ্টু দা'—সতীকুমার নাগ, সনৎকুমার নাগ প্রণীত। বি, সরকার এণ্ড্ কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ।৵০

এতে দু'টি গল্প আছে, এবং তা'তে নানা রকমে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে।

বিখ্যাত মুষ্টি-যোদ্ধা জো লুইএর নাম তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীতে এখন ইঁহার মত বড় মুষ্টি-যোদ্ধা নাই। সম্প্রতি ইনি বব্ পাষ্টোরকে হারাইয়া আর এক দফা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বব্ পাষ্টোর আজকালকার একজন খুবই নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা। চল্লিশ হাজার দর্শকের সামনে এগার রাউণ্ড লড়িয়া জো বব্ পাষ্টোরকে পরাজিত করেন। জো জাতিতে নিগ্রো।

* * *

সুসাহিত্যিক ফণীন্দ্রনাথ পালের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল; ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হিসাবে ফণীন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। এক সময়ে তিনি 'যমুনা' নামে একখানি সুন্দর মাসিক পত্রের সম্পাদক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই 'যমুনা'রই পাতায় গল্প লিখিয়া শরৎচন্দ্র প্রথম বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ফণীন্দ্রনাথের "যমুনা"র নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এক ষোড়া জিরাফ ছিল। কিছুদিন আগে তাদের একটি ছোট বাচ্চাও হইয়াছিল। বাচ্চাটি একটু বড় হইয়াই মারা পড়ে। কিছুদিন হইল ঐ জিরাফ হু'টিরও মৃত্যু

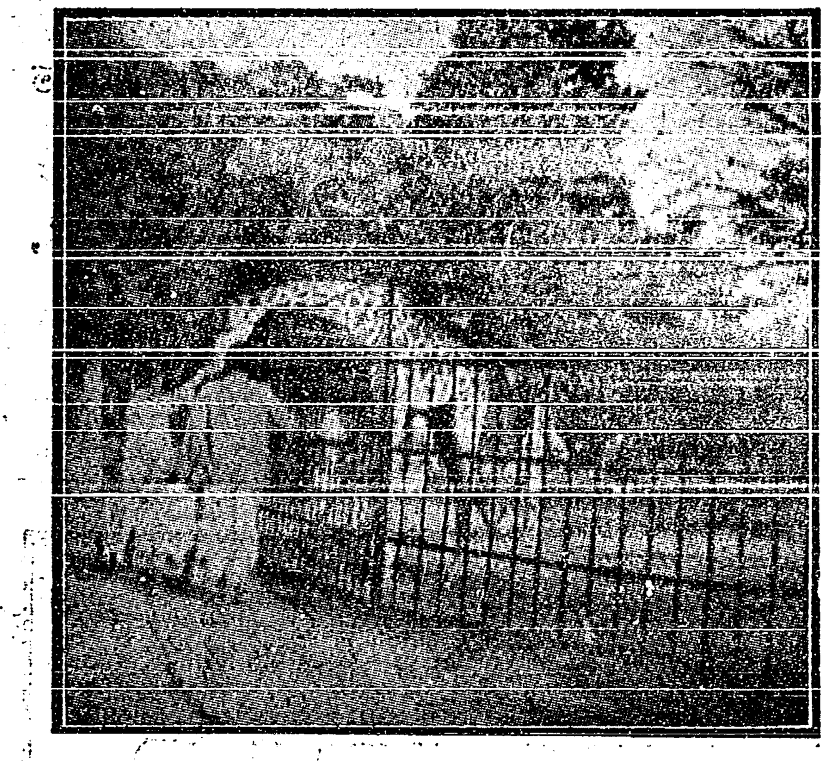

আলিপুর চিড়িয়াখানার জিরাফ

হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, জিরাফের শরীরে হাড় খুব বেশী, কাজেই তাদের দেহপুষ্টির জন্য খাবারে যে সব জিনিষ থাকা দরকার আমাদের দেশের ঘাসে তা উপযুক্ত পরিমাণে নাই। উপযুক্ত পুষ্টির অভাবেই জিরাফ হু'টি বেশী দিন বাঁচিতে পারে নাই। জিরাফের মৃত্যুতে চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষ এবং দর্শকগণ খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কারণ জিরাফ বেশ হুর্ম্মূল্য জীব, চট্ করিয়া নতুন জিরাফ আনানো কষ্টকর।

* * *

জিরাফের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তার পরেই আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কয়েকটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে,—একটি সিন্ধুঘোটকের ও ৪টি সিংহের। সিংহের বাচ্চাগুলির মধ্যে একটি বাদে বাকীগুলি কয়েক দিন পরেই মারা যায়। তবে সিন্ধুঘোটক বেশ হুষ্প্রাপ্য জীব।

* * *

যুদ্ধের জন্য জার্ম্মেনীতে এখনই খাবার-দাবার পাওয়া হুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে। সরকার হইতে লোক পিছু মাপিয়া মাপিয়া ময়দা দেওয়া হইতেছে। শিশুরা ছাড়া বয়স্ক লোকদের হুধ খাওয়া বন্ধ হইয়াছে। জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিকেরা নানা জায়গা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পুষ্টিকর খাদ্য বাহির করা যায় কিনা তারই গবেষণায় লাগিয়া গিয়াছেন।

* * *

ইয়োরোপের আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা সমানে লাগিয়া আছে। প্রায় রোজই একটা-না-একটা জাহাজ ডুবির খবর আসিতেছে। তা ছাড়া জার্ম্মান্‌রা পশ্চিম সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, শীঘ্রই একটা ব্যাপক আক্রমণ সুরু হইবে বলিয়া মনে হয়। বিমান আক্রমণও সমানে চলিতেছে। এমন কি মাঝে মাঝে ইংল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের উপকূলেও বিপক্ষ দলের বোমারু বিমান গিয়া হানা দিতেছে।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশও সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া আছে—যে কোন মুহূর্ত্তে জার্ম্মেনীর কোপে পড়িবার ভয়ে। হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেল্‌মিনা এবং বেল্‌জিয়ামের রাজা লিওপোল্ড্ একটা শান্তি-প্রস্তাবও তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই উহাকে বিশেষ আমল দেয় নাই।

* * *

সম্প্রতি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে একটা উলটপালট হইয়া গেল। ভারতশাসন ব্যাপারে ইংরাজ সরকার যে ভবিষ্যৎ নীতি ঘোষণা করিয়াছেন কংগ্রেস তা'তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৮টি কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন। সাতটি প্রদেশে লাটসাহেবরা নিজেদের হাতে শাসনভার লইয়াছেন এবং কয়েকজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে লইয়া একটি করিয়া পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন। শুধু আসামে স্যর মহম্মদ সাহুল্লার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছে।

* * *

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন 'দেশগৌরব' সুভাষ-চন্দ্র। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আনায় তিনি সে ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া লইয়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর অনুরোধ মত প্রবীণ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র দেব সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

ক্রিকেটে বিখ্যাত রঞ্জি প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে নওনগর (৩৮৭) ৩৬ রানে বোম্বাই দলকে (৩৫১) পরাজিত করিয়াছে। নওনগরের পক্ষে এস্ ব্যানার্জ্জি ১০৬ রান্ করেন। বোম্বাই দলে বিজয় মার্চ্চেণ্ট করেন ১৪০ রান্ ও তাঁর ভাই উদয় মার্চ্চেণ্ট করেন ৯৪ রান্।

ওদিকে মান্দ্রাজের (১৭২ ও ২০০, ৮ উইঃ) কাছে মহীশূর (১০৭ ও ২৬৩) পরাজিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ দলে রাম সিং ৯১ ও মহীশূর দলে রামকৃষ্ণাপ্পা ৯৯ রান্ করেন।

* * *

বোম্বাইএ পেণ্টাঙ্গুলার প্রতি-যোগিতাও সুরু হইয়াছে। হিন্দু, মুসলিম, পার্শী, ইয়োরোপীয়ান্ ও অবশিষ্ট দল ইহাতে খেলিতেছেন। ফলাফল আগামী বারে জানান যাইবে।

রিপন কলেজের 'মনোরঞ্জন-স্মৃতিরক্ষা' তহবিলে কুমারী মাধবী মিত্র ১৲ সাহায্য করিয়াছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। দাড়ি ২। আয়না।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; প্রফুল্ল, জগৎ, পতিত (মুড়াগাছা) ; অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ) ; অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর) ; বেলা, নমিতা, প্রবীর, প্রশান্ত, সিপ্রা, প্রীতি (পাতিহাল) : সুধাংশুরঞ্জন বক্সী (ভবানীপুর) ; লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি, শ্যামু, মায়া (পাটনা) : ভুটু, ধপু, মানু, মুমু, সন্তোষ ও আশুতোষ চৌধুরী (পাটনা) ; নূরজাহান বেগম (ঢাকা) ; বল্লরী সেন (দিল্লী) ; অপর্ণা রায় (এলাহাবাদ) ; সন্তোষ ঘোষ (লক্ষ্মৌ) , শোভা ও অনিল বসু (গয়া) ; গায়ত্রী রাও (কলিকাতা) ; শেফালিকা দাশগুপ্তা (ঢাকা) ; অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী) ; কবিতা ও সবিতা দেবী (লাহোর) ; নিশু ও বাণী (মান্দ্রাজ) ।

যাঁদের ১টি উত্তর শুদ্ধ হয়েছে—

আত্রেয়ী রায় (হরিপুর) ; কালিদাস পাল (ইনাথপুর) ; ননীগোপাল, বিধুগোপাল, গৌরগোপাল দে, রাধাশ্যাম, সঞ্জয়কৃষ্ণ (হাঁসাইল) ; কামালউদ্দীন আহ্‌মেদ চৌধুরী (চাঁদপুর) ; সন্তু, বুলু, সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (মালদহ) ; মণীন্দ্রলাল দে (পেগু) ; খুকু, অনু, ভানু ও অপর্ণা দে (কালীঘাট) ; সরোজকুমার মল্লিক (হাজারিবাগ) ; গীতা মল্লিক (ঢাকা) ; চন্দনকুমার দত্ত (আগ্রা) ; বন্দনা দেবী (রেঙ্গুন) ; সুনন্দা ও সুপ্রিয়া (রেঙ্গুন) ; দেবব্রত সেন (কলিকাতা) ; নীহার মজুমদার (নিউদিল্লী) ; জাহানারা বেগম (কলিকাতা) ; রাবেয়া খাতুন ও আবদুল আজিজ (ঢাকা) ; মতি, মণি ও রেবা (পুরী) ।

নূতন ধাঁধা

অদ্ভুত ওর কাণ্ড-কারখানা ! গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বার করতে পারে না অথচ কত কথাই না শোনাচ্ছে ! বিশ্বশুদ্ধ লোক ওর কথা শুনবার জন্য পাগল—কারণ অনেক নাম-করা লোকই নাকি তাঁদের মনের কথা ওকে জানিয়ে গেছেন । চিনতে পারছ কি ওকে ?

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

সাধারণ জ্ঞানের বিরাট্ বই

—দেড় টাকা—

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—

"অনুসন্ধানী দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ করিবে। পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর, ভাষা সহজ ও সরল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।"

Amritabazar Patrika বলেন—

"It contains information about all subjects—Science, Economics, History, Geography, Politics, Sports, Religion etc. We are glad to congratulate the author on his noble venture. Indeed his efforts deserve congratulation. We commend this book to the reading public of Bengal and specially to those who are preparing themselves to appear in competitive examinations."

খেয়ালী বলেন—

"বইখানা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। আমাদের ভাষায় ছোট একখানা reference বইএর বড়ই অভাব ছিল,…বইখানা সেই অভাব পূর্ণ করিবে।……স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার প্রচার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

প্রকাশকঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

আবশ্যক

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট্ আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো (বিজ্ঞানের গল্প) … ১৲
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (ঐ) … ॥৵০
আকাশের গল্প (গ্রহ-তারার কথা) ৸১০
আবিষ্কারের গল্প (অভিযান-কাহিনী) ॥০
জন্মদিনের উপহার (ছোটগল্প) ৷৵০

ভূতপূর্ব্ব রামধনু-সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ, এম্. আর. এ. এস্ প্রণীত

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড, প্রতি খণ্ড … ॥০
দিগ্বিজয়ী বীর (আলেক্‌জান্দার-জীবনী) ॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (রহস্যময় উপন্যাস) ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শীতের ভোরে যখন হাত-পা
ঠাণ্ডায় জমে আসে

তখন এক পেয়ালা

এরিয়ানের চা এর

মত আরাম আর কিছুতেই দিতে পারে না।

সাধারণ বাজারের চা আর এরিয়ানের চায়ে তফাৎ অনেক
কারণ—
রংএ, স্বাদে, গন্ধে এর জুড়ি নেই।

এরিয়ানের চায়ের আস্বাদ একবার পেলে
আর কোন চা-ই তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না।

এ চা আমাদের নিজেদের বাগানের।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

Cover Printed by—C. H. Aran & Co., Calcutta

রামধনু

লে মেয়েদের
সচিত্র
াসিক-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৪৫
বার্ষিক ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা ।০

— সম্পাদক —
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।, ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে, যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উক্ত মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রমা রোড, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

নতুন বছরের রামধনু

রামধনু আসছে মাসে তেরো বছরে পড়বে।

তোমার বয়স কত ? বাঃ, তবে কি রামধনু তার গ্রাহকদের সমবয়সী হ'তে চল্‌ল ?

আসছে বছরের রামধনুতে যাঁদের লেখা নিয়মিত বার হবে
তাঁদের কয়েক জন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
শ্রীবুদ্ধদেব বসু	শ্রীসম্বুদ্ধ	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	শ্রীসুকুমার দে সরকার	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যো
শ্রীসুবোধ বসু	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	জসীমউদ্দীন	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনির্ম্মল বসু	বন্দে আলি মিয়া	শ্রীঅমলেন্দু সেন

এবং আরো অনেকে।

এ ছাড়া আরও থাকবে ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অপ্রকাশিত রচনা। রামধনু-সম্পাদকের লেখা তো থাকবেই।

আসছে বছরের রামধনুতে

গল্প, কাহিনী, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিজ্ঞানের গল্প, ইতিহাসের গল্প, দেশবিদেশের কথা, নানা বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ, খবরাখবর, চিঠিপত্র, ধাঁধা, রঙ্গচিত্র, বিচার-সভা, সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ও উত্তর, মণিমঞ্জুষা, ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক, ছোটদের চিত্রশালা, নানা রকম ছবি প্রভৃতি সবই থাকবে, তা ছাড়া আরও নতুন নতুন বিভাগ যোগ করবারও চেষ্টা করা হবে।

দু'জন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের লেখা দু'খানি ধারাবাহিক উপন্যাস দেবার ব্যবস্থা হবে, আর থাকবে নিয়মিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতা।

পয়লা মাঘের জন্য অপেক্ষা কর।

স্কুলের বই

নতুন ক্লাসের সমস্ত বই এক জায়গায় পেতে হ'লে আমাদের দোকানে এস, কিংবা আজই ভি. পি. অর্ডার পাঠাও।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত

এণ্ড কোং লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ঃ

রামধনু শাখা কার্য্যালয়

২বি, রসা রোড, কলিকাতা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুলভতম কিশোর-মাসিক

ছেলেখেলা

পড়িয়াছেন কি? প্রতি মাসে একটি করিয়া ধারাবাহিক উপন্যাস, দুইটি ধারাবাহিক বড় গল্প এবং একাধিক ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, হাস্যকণা, প্রভৃতি লইয়া প্রকাশিত হয়। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর অপূর্ব্ব হাস্যরসাত্মক গল্পে আমাদের প্রত্যেক সংখ্যা সমৃদ্ধ। অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকের রচনাও প্রায় প্রত্যেক মাসেই থাকে। ইহা ছাড়া কেবল গ্রাহকদের জন্য প্রবেশমূল্যহীন রচনা-প্রতিযোগিতা, ধাঁধা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ত আছেই। বিশ্বাস না হয় মাত্র ৫ পয়সা দামের ৪ খানি ডাকটিকিট দিয়া নমুনা সংখ্যা আনাইয়া দেখুন। চাঁদা বার্ষিক ৮০ আনা, ষাণ্মাসিক ।৶০ আনা।

S. R. Sen, B. A. Puranratna.
31, Prasanna Kumar Tagore Str. Cal.

সি, এইচ্, আরান্

এণ্ড কোং

রঙ্গীন ও একবর্ণ হাফ্‌টোন এবং লাইন ব্লক্

অতি নিখুঁত ভাবে করিয়া থাকি

অথচ

দাম যত দূর হইতে হয় সস্তা।

অল্প লাভে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্য-সরবরাহই

আমাদের ব্যবসার মূলনীতি।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

২৩৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়ের নিকট)

ফোন :—বড় বাজার—৪৭৭

দাম ১।০ **ছোটদের বার্ষিকী** দাম ১।০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

৪৫০ পাতার বিশাল বই। সব রকম গল্প, কবিতা কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ, সমস্ত লেখাই মৌলিক।

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
কায়াহীনের প্রতিশোধ ॥০

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়ের গৌরব (উপন্যাস) ॥৶০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
কল্পলোকের কথা (বড় গল্প) ॥০

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
পাতালপুরীর আংটী (উপন্যাস) ॥৶০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
মড়ার মৃত্যু (নূতন উপন্যাস) ॥০
আজব দেশে অমলা (২য় সংস্করণ) ॥০
মানুষ-পিশাচ (উপন্যাস) ৸০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ
কালগ্রাসে কালযবন ॥০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
গল্পবেণু ॥৶০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
লালন ফকিরের ভিটে (২য় সং) ।৶০
গুজবের জন্ম ।৶০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
মায়াপুরীর ভূত (২য় সংস্করণ) ।৶০
বুদ্ধির লড়াই ।৶০
পরীর গল্প ।৶০

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
বলতো (ধাঁধার বই) ॥৶০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
রাজার ছেলে (উপন্যাস) ॥৶০

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়
অচিন দেশের রাজকন্যা (উপকথা) ।৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দুর্গম পথে ॥৶০

শ্রীসুকুমার দে সরকার
অরণ্য রহস্য (উপন্যাস) ।৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
মন্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ।৶০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
গল্প ঠাকুরদা ।৶০
এক পেয়ালা চা ।৶০

প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

=এবার পূজায় পড়া চাই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া **শীঘ্রই বাহির হইবে।**

মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১৷৹

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸৹

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶৹

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত মূল্য—৸৹

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য—৷৹

কাশ্মীরের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য—৸৹

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের **হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲**

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

নূতন দশম সংস্করণ—মূল্য ১৷৹ টাকা

শিশুসাহিত্যিক ও কবি

প্যারিমোহন সেনগুপ্তের

মজার পদ্য—মূল্য ৷৹ আনা

শিশুসাহিত্যিক ও সুলেখক

গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের

দৈত্যে ও মানুষে—মূল্য ৷৹ আনা

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

কাটিং ও সূচী-শিল্প শিক্ষা

মূল্য—রাজ সংস্করণ—১৷৹, সাধারণ—১৷৹

জে. সি. ব্যানার্জী

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

বাহির হইল——বাহির হইল

মরণের মুখোমুখি ... ৷৷৹

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঘরের ছেলে কোনও বদ সাধু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শেষে একদম চীন জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হইল, পড়িবার সময় গা শিহরিয়া উঠিবে। যুদ্ধের ঘটনা সত্যিকারভাবে দেওয়া হইয়াছে।

মানুষ, না কেউটে? ... ৷৷৹

(যতীন্দ্রনাথ ঘোষ)

দেশের জমিদার তার মেয়ের বিবাহ দিতে আসিয়া কিরূপে ডাকাতদলের হাতে অপদস্থ হইল, এবং একমাত্র নিরস্ত্র দারোগা কিরূপ বুদ্ধি করিয়া সেই দুর্জ্জন ডাকাতদল গ্রেপ্তার করিল, তাহারই মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

১৩৪৬ সনের ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ পূজা-বার্ষিকী

এতে নানারূপ গল্প, গাথা, ভ্রমণ কাহিনী, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, ম্যাজিক সম্বন্ধীয়, কথানাট্য, জীবনী, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি-ইত্যাদি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

প্রায় ৩৫০ শত পৃষ্ঠা, একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র হবে সংখ্যাতীত

এই গ্রন্থের মূল্য মোটে ১৷৷৹ টাকা

রবীন্দ্রনাথ হইতে বড় বড় খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকা ও শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক রচিত এ ছাড়া হেমেন রায়ের একখানি রোমাঞ্চকর উপন্যাস আছে।

নিঝুমপুরের স্বপন কথা ৷৷৹

(সুনির্ম্মল বসু)

রূপকথার গল্প সাজান। মত কালীতে ছাপা, পাতায় পাতায় **রং বেরংএর** ছবি।

মন ছোটে মোর তেপান্তরে ৷৷৹

(সুনির্ম্মল বসু)

এতে নানারূপ হাসি, করুণ বীরত্ব, গল্পতে ও কবিতাতে সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন।

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম ৷৶৹

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী ১৶৹

এতে পৃথিবী, শব্দ, বাতাস, সূর্য্যের আলো, ইহার গল্পচ্ছলে লেখা আছে।

সচিত্র পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন

—০—

দেব সাহিত্য কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ছোট বালকদিগের বলবর্দ্ধক ও দৃঢ়তা সম্পাদক ইহার ন্যায় আর কোন ঔষধ নাই।

ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক।

আবশ্যক

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র এজেণ্ট্ আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ,
বি.এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ (ছোটদের উপন্যাস)		১৲
পদ্মরাগ (২য় সং)	ঐ	১৲
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	ঐ	৬০
নূতন পুরাণ (ছোট গল্প)		৷৵০
হাস্য ও রহস্য	ঐ	৷৵০
চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)	ঐ	৷০
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে	ঐ	৷৵০

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

পাহাড়ের কোলে ঝিলম
(কাশ্মীর)

C. H. ARAN & CO.

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১২শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৬ { ১২শ সংখ্যা

মরাল

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

শ্যামল ধরা, শ্যাম সরোবর,
যাবার সময় ডাক দিয়ে যাই,
বেঁধেছিলাম সাধের যে ঘর
থাকবো যে তার উপায় ত' নাই।

ক্ষণের অতিথ পথিক আমি
মায়ার বাঁধন খুল্‌তে হবে,
কাট্‌লো কতই দিবস যামি,
দাগ ত' কিছু রবেই রবে!

৩

ওই নীলাকাশ পবন পাথার
সম্বল এই পক্ষ ছুটী,
কোথাও আলোক কোথাও আঁধার
ছুট্‌তে হবে এ ঘর টুটি'

৪

কমল-কানন ভুল্‌তে হবে,
ভুলতে হবে সবার প্রীতি,
বক্ষ সবই সয় নীরবে,
পক্ষ বড়ই টান্‌ছে ক্ষিতি।

৫

মানস-সরের ঊর্ম্মি ডাকে
ডাকে সলিল স্বচ্ছ তারি,
হেথায় পদ্মপাতার ফাঁকে
ভ্রমণ যে হায় ভুল্‌তে নারি!

৬

হয় না মধুর বিদায়-লগন
প্রিয়ের নয়ন সলিল বিনা,
মাগি বিদায়—বিষাদমগন
জানি না ত' ফিরবো কিনা!

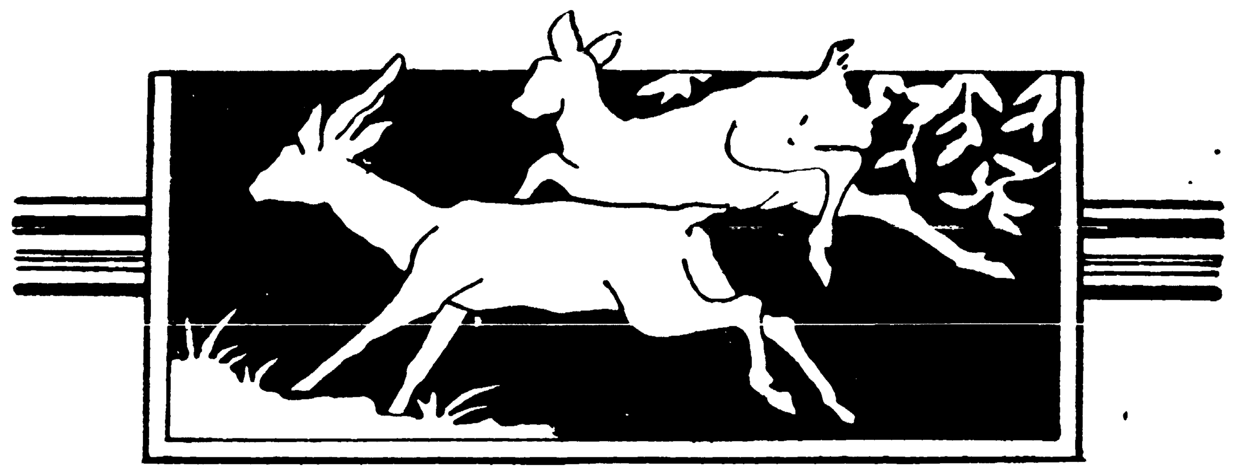

খণ্ডযুদ্ধ

(শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর)

রাত্রির অন্ধকারে কামান গর্জ্জে উঠল—বুম্ বুম্ বুম্‌ম্!

চীৎকার উঠল—শত্রু শত্রু শত্রু!

তন্দ্রাচ্ছন্ন নাগরিকেরা এক নিমেষে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, হাতের কাছে যার যা হাতিয়ার ছিল নিয়ে দরজা খুলে পথে বাহির হয়ে পড়ল। কেউ কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না, যারা কিছু জিজ্ঞাসা করল গোলমালে তার জবাব পেল না। সারা সহরের যুবকদল ভেঙে পড়ল পথের জনতার মাঝে, সারা পথ যুড়ে ভীড় এগিয়ে চল্‌ল সামনের পানে। কালো কালো অসংখ্য মাথা, দেখে মনে হয় যেন একটী চলমান কালো পাথরের টুকরো, গুঞ্জন শুনে মনে হয় যেন একটা ঘূর্ণি ঝড়ের সাড়া।

শাঁ শাঁ করে মাথার উপর দিয়ে গোলা ছুটে গেল, দূরে আগুনের ঝিলিক দিয়ে বুম্ বুম্ করে ফাটল। পিছনে একটী পাইন্ গাছে আগুন জ্বলে উঠল। জনতা উত্তেজিত হয়ে জয়োল্লাস তুললো—'তা তুই তাই! মহাচীনের জয়! সাম্যবাদের জয়! কুওমিন্‌টাংয়ের জয়!'

দোতলার এক ঘরে এক যুবক তখন সৈনিকের পোষাক পরতে ব্যস্ত। পিস্তল সহ চওড়া চামড়ার বেল্‌ট্‌টী যখন সে কোমরে বাঁধতে ব্যস্ত, এমন সময় একটী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল, বল্‌লে—'দাদা...'

—'চললুম রে', বলে যুবক হাসল।

জানালার সামনে পথের উপর দিয়ে সোরগোল তুলে তখন জনতা অগ্রসর হচ্ছে। সেদিক্ পানে তাকিয়ে মেয়েটী বল্‌লে—'ওই ওদের সঙ্গে?'

—'কেন, ওরা কি মানুষ নয়?'

—'ওরা যুদ্ধের কি জানে দাদা? ওরা কতক্ষণ দাঁড়াবে জাপানীদের সামনে! তুমি যেও না দাদা—'

—'পাগল নাকি! আমি কখনও না গিয়ে পারি? ওদেরকে ঠিক মত চালাতে না পারলে ওরা তো এখনি মারা পড়বে। সবার আগে আমারই যাওয়া দরকার!'

—'তুমি যেও না দাদা, ওদের সঙ্গে যাওয়া মানেই মৃত্যু—জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা পারবে না।'

—'পাগল নাকি! সংখ্যায় আমরা কত বেশী! কামানের সামনে যদি আমরা বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাই, তা হ'লেও তো মরতে মরতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা কামান কেড়ে নেব। এদের তুই বলছিস্ লড়াই জানে না, দু' একটা লড়াই লড়লেই এরা ঠিক হয়ে যাবে। স্পেনে এই রকম ভলান্টিয়াররাই ওস্তাদ্ জার্ম্মান আর ইতালিয়ান সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছিল জানিস্ তো?'

—'তা হোক দাদা, তুমি যেও না।'

—'পাগল হলি নাকি! অতগুলো লোক মরবে আর আমি সৈনিক হয়েও চুপ করে তাই দেখব?'

—'তুমি তো এখন ছুটিতে আছ—'

—'তাতে কি, এ যে আমার নিজের কর্ত্তব্য—'

—বুম্ বুম্ বুম্—

শব্দ আর আগুনের ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে জনতার মাঝে আর্ত্তনাদ উঠল, চলমান জনতা থমকে দাঁড়াল। নদীর ওধারে পুলের দিকে শত্রুরা এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলোয় ঢালু পাহাড়ের গায়ে তাদের আঁকাবাঁকা দীর্ঘ শ্রেণীর পানে তাকিয়েই জনতার উত্তেজনা বেড়ে গেল, চীৎকার উঠলো—'আক্রমণ কর—গুলি চালাও—'

যাদের হাতে বন্দুক ছিল তারা বন্দুক বাগিয়ে ধরল, কিন্তু গুলি চালাবার আগেই ওপারের জাপানী কামান আবার গর্জ্জে উঠল—বুম্ বুম্!

উদ্‌ভ্রান্ত জনতা কি করবে ঠিক করতে পারল না, ঠিক সেই সময় পথের উপর একটী বাড়ীর দোতলার জানালা থেকে এক যুবক চীৎকার করে উঠল—'শুয়ে পড়—শুয়ে পড়—'

এক লহমায় হাজার হাজার কালো মাথা পথের ধূলোর উপর লুটিয়ে পড়ল। আর এক ঝাঁক কামানের গোলা বুম্ বুম্ করে তাদের উপর দিয়ে চলে গেল, ওদিকের একখানি বাড়ীর ছাদের একটা অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যে যুবকটী একটু আগে চীৎকার করে উঠেছিল সে এবার জানালা টপকে পথের উপর লাফিয়ে পড়ল। তার পর তীরের মত ছুটল পুলের দিকে। যারা তাকে চিন্‌ত তারা ফিস্‌ফিস্ করে উঠল—'কমরেড্ ফুঃচিন্।'

ফুঃচিন্ পুলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, জাপানী সৈন্যরা তখন পুলের উপর উঠতে সুরু করেছে, আর অল্পক্ষণের মধ্যে তারা এপারে এসে পৌঁছাবে। তার পর সহর দখল করে ফেলতে আর কতক্ষণই বা লাগবে? ফুঃচিন টুপ করে নীচু হয়ে পুলের নীচে এক খাঁজের মধ্যে একটী বোমা রাখলে, তারপরে দেশলাই জেলে দূরে সরে এল। ফুরফুর করে পল্‌তেটী পুড়তে লাগল, কয়েকটী গুলি চলে গেল ফুঃচিনের মাথার উপর দিয়ে। ফুঃচিন তাড়াতাড়ি এক বাড়ীর আড়ালে এসে দাঁড়াল। পর মুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড শব্দে চারিপাশ কেঁপে উঠল, পুলটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে

গেল, যে সব জাপসৈন্য পুলের উপরে উঠেছিল তারা কোথায় হারিয়ে গেল। ইতস্ততঃ কাঠকুটো আর মাংসের টুকরো ছিট্‌কে এসে পড়ল এদিকে-ওদিকে।

কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ—বড় বেশী স্তব্ধ। তারপরেই জাপানী কামান গর্জ্জন করে উঠল—বুম্ বুম্ বুম্! অবিরাম অবিশ্রান্ত শুধু আগুনের ঝিলিক ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ উঠে তখনই আবার স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধূলিলুণ্ঠিত জনতা প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

হঠাৎ কামান থেমে গেল, নিস্তব্ধতার মাঝে চীৎকার উঠল—'ওরা আসছে, আক্রমণ কর—'

মাটী ছেড়ে কিন্তু কেউই উঠল না।

ফুঃচিন আবার চীৎকার করে উঠল—'এগিয়ে চল, ওরা এখনি এসে পড়বে—'

জনতার মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল, যুবকের কানে এসে পৌঁছাল—'মরতে যাব নাকি?'

—'ও কে? ওর কথা আমরা শুনব কেন?'

—'সর্দ্দারী করতে সবাই পারে, নিজে আগে এগিয়ে যাক না দেখি!'

ফুঃচিন এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, বল্‌লে—'আমার কথা শোনা না শোনা তোমাদের খুসি। কিন্তু ওরা যখন এসে তোমাদের বুকের উপর দিয়ে মেশিনগান চালাবে তখন তোমরা বুঝবে কমরেড্ ফুঃচিনের কথার মূল্য কত!'

—'কমরেড্ ফুঃচিন!'

নামটীতে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ আছে। জনতা হুড়মুড় করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তৎক্ষণাৎ ওপারে বন্দুক গর্জ্জে ওঠে—কট্ কট্—কট্ কট্—কট্ কট্!

রক্তাক্ত দেহগুলি লুটিয়ে পড়ে, জনতার ক্রুদ্ধ চীৎকারে আকাশ যেন ফেটে যায়!

সবগুলি গোলা উপেক্ষা করে ফুঃচিন তাদের নিয়ে আসে নদীর কিনারায়। পুলের একটা অংশ তখনও জ্বলছে, সেই আগুনের আভায় ছোট নদীটী আলোকিত হয়ে আছে। সেই আলোয় দেখা গেল কয়েকখানি নৌকো করে শত্রুসেনারা নদী পার হয়ে আসছে। কমরেড্ ফুঃচিন চীৎকার করে উঠল—'শুয়ে পড়! গুলি চালাও!'

ওপারে লিউইস্ গান গর্জ্জন করে উঠল—কট্‌কট্ কট্‌কট্ কট্‌কট্—

এপারের জনতাও আর চুপ করে রইল না, তাদের বন্দুক আওয়াজ তুলল—কড়কড় কড়কড় কড়কড়—

নদীর দু'তটে ঝড় বহে গেল—মৃত্যুর ঝড়।

অনাবৃত আকাশের নীচে, কোন দিকে আত্মরক্ষা করার এতটুকু অবলম্বন নেই এই অবস্থায়

শিক্ষিত সৈন্যের মেশিনগানের সামনে আত্মরক্ষা করা সহজ কথা নয়। অশিক্ষিত জনতার হাতের বন্দুক অল্পক্ষণের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কমরেড্ ফু:চিন্ আর একবার চীৎকার করে উঠল—'বন্দুক চালাও—গুলি চালাও—'

কিন্তু যারা বন্দুক চালাচ্ছিল তাদের দেহ তখন প্রাণহীন।

শত্রুর দল এই সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল, তাদের নৌকো এসে নদীর এপারে লাগল। সঙ্গীন উঁচিয়ে জাপ সেনারা তটে লাফিয়ে পড়ল। চীনা জনতার মধ্যে তখনও যারা অনাহত হয়ে পড়ে ছিল তারা এবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জন কয়েক আর চুপ করে পড়ে থাকতে পারল না, এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপরেই দিলে ছুট্। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল—পালাও, পালাও, পালাও—

জনতা সহসা যেন পথ খুঁজে পেলে, তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে সুরু করে দিলে। মৃত্যুর মুখ থেকে পালাবার জন্য তখন তারা ব্যাকুল।

জাপ সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ কয়েকটা হাত-বোমা ছোড়ে, সেগুলি গিয়ে পড়ে পলায়মান জনতার মাঝে, সামনে, পাশে, পিছনে। আহত হয়ে রক্তাপ্লুত দেহে কত জন লুটিয়ে পড়ে। জাপেরা পিছনে সঙ্গীন চার্জ্জ করে ছুটে যায়। যাদের সামনে পায় তাদের পিঠে সঙ্গীন চালিয়ে দেয়। আহতরা তাদের বুটের তলায় আর্ত্তনাদ করে ওঠে। পিচ্-ঢালা পথ নররক্তে লাল হয়ে ওঠে। আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। যারা পালাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল তাদের কেউই বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

ব্যাপার দেখে ফু:চিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। লোকগুলো মরবে তথাপি সাম্‌নাসাম্‌নি লড়াই করে একটাকে মেরে মরবে না! এমন ভীরুর মত—কাপুরুষের মত পিঠে অস্ত্রাঘাত নিয়ে মরবে! দাঁড়িয়ে উঠে সে চীৎকার করে উঠল—'ভীরু কাপুরুষের দল······'

পলায়মান জনতা তার কথা শুনতে পেল কিনা জানি না তবে একজন জাপ সৈন্য তৎক্ষণাৎ তার উপর লাফিয়ে পড়ল। তার ধারাল সঙ্গীনের এক আঘাতে ফু:চিন্ লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গীনটা ফু:চিনের ডান দিকের কাঁধ বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। হু-হু করে ক্ষতস্থানটা জ্বালা করে উঠল; ফু:চিন এক হাতে ক্ষতস্থানের একদিক্ চেপে ধরল। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের জন কয়েক সৈনিক তার দেহের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। ফু:চিনের মনে হ'ল তার পিঠের হাড়গুলি যেন মট্‌মট্ করে ভেঙ্গে গেল। অসহ্য ব্যথায় ফু:চিনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল, দেহ শিথিল হয়ে এল। ফু:চিন্ বুঝতে পারলে চেতনার দেশ থেকে সে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। যেন কত দূর থেকে মৃদু গুঞ্জনের মত তার কানে এসে আঘাত করল শত্রুসৈন্যের চীৎকার—বানজাই! বানজাই!

সহর দখল করে সবুজ ভুট্টাক্ষেতের উপকণ্ঠে জাপানী সেনারা তাঁবু খাটাল, থম্‌থমে সহরটির বুকে মাঝে মাঝে তাদের ভারী বুটের শব্দ আর চীৎকার শোনা যেতে লাগল। আহত ও মৃত-দেহগুলির উপর দিয়েই তাদের কালো কালো কামানগুলি এগিয়ে চলল। সহরের কোন বাড়ী থেকে কিন্তু এতটুকু সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, জানালা-দরজা বন্ধ প্রতিটী বাড়ী আজ মৃতের মত স্তব্ধ; দু'পাশের জানালার পাখী তুলে ভয়ে আতঙ্কে চীনা মেয়েরা নীচের পথের পানে তাকিয়ে থাকে।

শেষ রাত্রে কমরেড্ ফু:চিনের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ মেলে চারিপাশের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে তার মাথাটা কেমন যেন কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ সে কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না। তার পর উঠে বসার উপক্রম করে কিন্তু বসতে গিয়েই সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। আহত কাঁধে একটা অসহনীয় ব্যথা বোধ হয়, মাথা তুলে সে দাঁড়াতে পারে না। এইবার জাপানী-আক্রমণের ব্যাপারটা তার মনে স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে। কোন রকমে বাড়ীর দেয়াল ধরে ধরে সে অগ্রসর হয়। প্রতি পদক্ষেপে মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে, ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে জামাটা সপ্‌সপে হয়ে যায়। ফু:চিন তথাপি অগ্রসর হয় কিসের যেন নেশায়।

বাড়ীটা কাছেই, কিন্তু এই পথটুকু আসতেই ফু:চিন হাঁপিয়ে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কোন রকমে বাড়ীর দরজার সামনে এসে সে বসে পড়ে, ক'বার ধাক্কা দেয় দরজায়। বাড়ীর মধ্যে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—জাপানী সৈন্য নাকি? একপাশে একটা জানালার পাখী নড়ে ওঠে, ফু:চিন্ সেই শব্দে মুখ তোলে, অন্ধকারে জানালার অন্তরালে কে আছে ঠিক ঠাহর করতে পারে না, বলে—'মা-পোকে ডেকে দাও, বল কমরেড্ ফু:চিন্ ডাকছে।'

মা-পো যখন দরজা খোলে তখন ফু:চিন ফুটপাথের উপরেই শুয়ে পড়েছে। মা-পো দেখেই বিহ্বল হয়ে পড়ল, ডাকল—'দাদা! দাদা!'

ফু:চিন বারেক চোখ মেলে বললে—'জল—একটু জল—'

তাড়াতাড়ি আর একটি মেয়ে ছুটে এক গ্লাস জল এনে দিলে। জলটুকু পান করেও ফু:চিনের বুকের জ্বালা মিটল না। বুকের উপর ধীরে ধীরে একবার হাত বুলাল, তারপর বোনের মুখের পানে তাকিয়ে বলে উঠল—'প্রতিশোধ চাই—হত্যার প্রতিশোধ!'

মা-পো বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল ভাইয়ের মুখের পানে। ফু:চিন একটু থেমে একটা দম নিয়ে আবার বললে—'আমরা মরলাম, তোরা রইলি। তোরা বন্দুক ধরবি, তোরা নিবি প্রতিশোধ।—'

কমরেড্ আরো হয়তো কিছু বলত, একটু থেমে দম নিতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠল, যাতনায় চোখের তারা উল্‌টে গেল। মা-পো চীৎকার করে উঠল—'দাদা—দাদা—'

দিন দুই পরে বিজয়ী জাপ-সেনারা যখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে নতুন জয়-করা সহরে নতুন বিধি-ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা যখন অনেকটা কম, এমন সময় মধ্যরাত্রে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। সহরের উপকণ্ঠে জাপ-সৈন্যদের তাঁবু পড়েছিল, সেই সব তাঁবুতে একযোগে আগুন জ্বলে উঠল। রক্ষী সেনার চীৎকারে ঘুমন্ত সেনারা ধড়মড় করে উঠে বসল, তাড়াতাড়ি বন্দুক হাতে নিয়ে তাঁবুর বাহিরে এসে দাঁড়াল, দেখে লাঠির মাথায় মশাল জ্বেলে অজস্র চীনা মেয়ে তাদের চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। সেনানায়ক আদেশ দিলেন—'গুলি চালাও—'

সৈন্যেরা কাঁধের উপর বন্দুক তুলে নিলে। ট্রিকারের শব্দ উঠল—কট্‌কট্ কট্‌কট্ কট্‌কট্—

আঘাত পেয়ে মেয়েরা চঞ্চল উদ্দাম হয়ে উঠল। জন কয়েক ধরাশায়ী হ'ল, বাকী মেয়েরা মরিয়া হয়ে এগিয়ে এল, জ্বলন্ত 'লুক্'গুলো ধপ্ ধপ্ করে আছড়ে মারল সৈনিকদের গায়ে। কয়েকটী জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে দিলে যে তাঁবুগুলোয় তখনও আগুন ধরে নাই তাদের উপর।

মেয়েদের কাছ থেকে সৈন্যেরা এমন আক্রমণ প্রত্যাশা করে নি, ক্ষণিকের জন্য তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। সেনাপতি আদেশ দেন—'বেয়োনেট্ চার্জ্জ কর—'

মেয়েদের উপর বেয়োনেট চার্জ্জ করার অভ্যাস নেই, সৈন্যেরা বারেক ইতস্ততঃ করে। মেয়েরা সেই সুযোগে যে ক'জনকে হাতের কাছে পেলে বন্দুক ছিনিয়ে নিলে। অন্যেরা সঙ্গীন চার্জ্জ করল মেয়েদের দিকে। যারা আঘাত পেলে তারা ঘুরে পড়ল কিন্তু তথাপি তারা দমল না। দলে দলে অসংখ্য মেয়ে এসে তাদের ঘিরে ধরল। জ্বলন্ত লুক্ নিয়ে তাদের ঠেলে নিয়ে চলল একেবারে জ্বলন্ত তাঁবুগুলির কাছে।

এবার জাপেরা ক্ষেপে উঠল, পিস্তল চালাতে সুরু করল। যারা বেল্‌ট্ থেকে পিস্তল টেনে নেবার সুবিধা পেলে না তারা বন্দুকের কুঁদো ঘুরিয়েই মেয়েদের আঘাত করতে লাগল। মেয়েরাও সে আঘাত নীরবে সইল না, তাদেরও যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর মাঝে।

খানিকক্ষণ শুধু আর্ত্তনাদ, চীৎকার আর দাপাদাপি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তার পর দেখা গেল জাপ-সেনারা পিছু হঠছে। ক্রুদ্ধ নারীর দল তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। জাপেরা প্রাণপণে লড়ছে, কত মেয়ে খুন হচ্ছে কিন্তু তথাপি পিছু হটছে না।

হাতাহাতি লড়াই। যারা সংখ্যায় বেশী তাদেরই জয় অনিবার্য্য। সারা সহরের হাজার হাজার মেয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, জাপানীরা কত আঘাত করবে? দেখতে দেখতে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। চারিপাশে চীৎকার উঠল—'জয়, মহাচীনের জয়!'

সেনাপতি একটী ঘোড়ার পিঠে চড়ে পালাবার উপক্রম করছিলেন, মেয়েরা তাঁকে গ্রেপ্তার

করল। ক'জন মেয়ে তাঁর পা ধরে টেনে তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনলে। উত্তেজিতা মেয়েরা তাঁর পিস্তল, চামড়ার বেল্‌ট্, মাথার টুপী কেড়ে নিলে। দু'পাটটা চড়-চাপড়ও তাঁর উপর এসে পড়ল। সেনাপতিকে নিয়ে তারা কি যে করবে খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারল না। সহসা ভীড়ের মাঝে মা-পোর গলা শোনা গেল—'ফাঁসী। ওর আমরা ফাঁসী দোব—'

সেনাপতি কি করবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না; মেয়েরা তাঁকে টেনে নিয়ে চলল। একটী লাইট্ পোষ্টের নীচে এসে তারা থামল। ল্যাম্পপোষ্টে একটা দড়ি বেঁধে সেনাপতির গলায় তার একটা ফাঁস লাগিয়ে দিলে। সেনাপতির চোখে এবার ভয়ের ব্যাকুলতা ফুটে উঠল, এবার হাত যোড় করে করুণা ভিক্ষা চাইলেন—'আমায় দয়া কর—দয়া—'

মেয়েদের মন, একটু ইতস্ততঃ করছে, এমন সময় পিছন থেকে মা-পোর চীৎকার শোনা গেল—'তোমরা আমাদের ভাইকে খুন করেছ, আমাদের বাপকে খুন করেছ, আমাদের ছেলেকে খুন করেছ, আমাদের স্বামীকে খুন করেছ, তোমাদের করব দয়া!'

মেয়েরা গুঞ্জন করে উঠল, দড়ি টেনে সেনাপতিকে তুলে দিলে উপর দিকে। সেনাপতি একটু অবলম্বন পাবার জন্য হাত পা ছুড়লেন, জিভটা বাহির হয়ে পড়ল, চোখ দু'টি ফেটে বেরুবার উপক্রম হ'ল। নীচের মেয়েরা তাই দেখে হাততালি দিয়ে উঠল, হাসিতে তাদের দাঁতগুলি চিক্‌মিক্ করে উঠল। তারপরেই চীৎকার উঠল—'জয়—মহাচীনের জয়!'

জনৈক পলাতক জাপ সেনা হেড্‌কোয়াটার্সে গিয়ে খবর দিলে—'চীনের মেয়েরা আমাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে!'

সেনাধ্যক্ষ স্তব্ধ হয়ে সব শুনলেন; তার পর ফীল্‌ড্ টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরলেন মুখের কাছে।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীনা সহরের আকাশ ছেয়ে গেল বোম্বার প্লেনে। পটলের মত বোমাগুলো শাঁ শাঁ করে ঘুরতে ঘুরতে নীচে নামতে লাগল, তারপরেই ফাটতে লাগল বুম্ বুম্ বুম্। ইট পাটকেল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল; ধূলো, ধোঁয়ায় চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেল, তার পরেই উঠল আর্ত্তনাদ।

যে সব মেয়েরা রাত্রে লড়াই করেছিল করার মত কিছুই এখন তাদের ছিল না। প্লেন-বিধ্বংসী কামান নেই, আত্মরক্ষা করার কোন উপায় নেই। অসহায় বৃদ্ধ আর শিশুর দল আকাশের পানে শুধু তাকিয়ে রইল। অজস্র ধারায় বোমা পড়তে লাগল তাদের উপরে।

ঘণ্টা দু'য়েকের মুধ্যে সমগ্র সহরে আর একখানি বাড়ীও আস্ত রইল না। বিনা বাধায় অরক্ষিত সহরকে প্রাণহীন করে জাপানী কাওয়াসাকি স্কোয়াড্রন জয়গৌরবে ফিরে গেল।

পর দিন তোকিও থেকে খবর বেরুল—তুংকিং সহর গত রাত্রে জাপসেনারা অধিকার করেছে। পরাজিত হয়ে পালাবার সময় চীনা কম্যুনিষ্টরা সমগ্র সহর পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। সুন্দর সহরটী একটি রাবিশের স্তূপ হয়ে গেছে, ধনে প্রাণে যে ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। চীনা লাল ফৌজদের এই অন্যায়ের নিন্দা করার মত ভাষা নেই।

পালোয়ানী

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি)

আমাদের দেশে বড় বড় পালোয়ানের অভাব নাই। বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গামা ও তাঁহার ভাই ইমাম বক্স, কিঙ্কর সিং, বাঙ্গালী কুস্তিগীর গোবর বাবু প্রভৃতির নাম তোমরা সকলেই জান। তা ছাড়া শ্যামাকান্ত, ভীম ভবানী, মহেন্দ্রনাথ, রাজেন গুহ ঠাকুরতা, বিষ্ণু ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গীরা, বিজয় মল্লিক ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ, মুষ্টিযোদ্ধা জে. কে. শীল—এ সব বাঙ্গালী পালোয়ানেরাও নেহাৎ কম যান না। এ রকম আরও অনেক আছেন।

এই সব পালোয়ানদের জীবনযাত্রা-প্রণালী জানিতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ হয়,—ইহারা কখন কি খান, কি পরিমাণ খান, কতটা সময় শরীরচর্চ্চায় কাটান—ইত্যাদি নানান্ খবর। ইহাদের সম্বন্ধে আজ আর বিশেষ কিছু বলিব না, তবে আমার ছাত্রজীবনে এক পালোয়ান আর তার দুই ছেলেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। আজ তাহাদের কথা কিছু বলি।

পালোয়ানটির নাম ছিল যদু সিং, আর তার ছেলেদের নাম ছিল শিউনন্দন ও শিউচরণ। যদু সিং গরীব পালোয়ান ছিল, বেশী নামজাদাও ছিল না। আরা জিলার লোক,—জাতিতে ক্ষত্রিয় রাজপুত। আরা জিলার রাজপুত বীর কুমার সিংহের নাম সিপাহীযুদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এরূপ একটা প্রবাদ আছে যে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং কুমার সিংহের বীরত্ব-বিবরণ শুনিয়া

বলিয়াছিলেন, কুমার সিংহের বয়স যদি আর চল্লিশ বছর কম হইত তাহা হইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হইত। কুমার সিংহের বয়স তখন আশী বছর বা তাহার কাছাকাছি। কুমার সিংহের কথা বলিতে যদু সিংহের নয়ন বিস্ফারিত হইত—সেই মহাবীরের স্বজাতি ভাবিয়া তাহার মুখ ও বুক আভিজাত্যের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিত।

কিন্তু কোথায় কুমার সিং আর কোথায় যদু সিং! যদু সিং ছিল স্কুলের সামান্য দ্বারোয়ান্। তখনকার দিনে মাহিনা (চল্লিশ বছর আগের কথা) বোধ হয় মাসে ৮৷১০ টাকার বেশী ছিল না। কিন্তু যদু সিংকে আমরা—স্কুলের ছাত্রেরা বেশ শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতাম, এবং তাহার গল্প শুনিয়া প্রচুর আনন্দ পাইতাম।

প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গামা ও তাঁহার ভাই ইমাম বক্স

স্কুল-চত্বরে যদু সিংহের এক কুস্তির আখড়া ছিল। অতি সামান্য ব্যাপার—একটা আট দশ হাত লম্বা এবং ঐ রকম চওড়া চতুষ্কোণ জমি, আর কয়েকটা কাঠের মুগুর। এই মাত্র সরঞ্জামে সেই মহিষের মত পুষ্ট এবং বলবান্ চেহারাগুলি কেমন করিয়া তৈয়ারী হইত সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

যদু সিংহের অনেক সাকরেদ বা শিষ্য ছিল। তাহারা তাহার নিকট কুস্তি শিখিত, তাহাকে খুব মান্য করিত এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য বা অন্য রকম সাহায্যও করিত। তবে তাহাদেরও অধিকাংশেরই অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অনেক পাহারাওয়ালাও তাহার শিষ্য ছিল।

শীতকালটাই কুস্তির প্রকৃষ্ট সময়। প্রথমে আখড়ার মাটিটাকে ভাল করিয়া 'তৈয়ারী' করা হইত। খুব ভাল করিয়া কোপান হইত; ইটের টুকরা, কাঁকর বা অন্য শক্ত পদার্থ বাছিয়া দূর করা হইত। মাঝে মাঝে জমিতে সরিষার তেল দেওয়া হইত। জমি তৈয়ারী হইলেও প্রত্যেক দিন কুস্তির পূর্ব্বে উহাকে একবার ভাল করিয়া কোদলাইয়া লওয়া হইত। অতি প্রত্যূষ হইতেই আখড়ার কাজ আরম্ভ হইত। কোদলাইবার সময়েই জন কতক চেলার বেশ পরিশ্রম হইত। মল্লভূমিতে একবারে দু'জনের বেশী কুস্তি করা চলে না। তবে ডন, বৈঠক ও মুগুর লইয়া খেলা মল্লভূমির চারিদিকেই হইত।

প্রাচীন ভারতের শারীরিক শিক্ষার প্রণালী এতই অল্প ব্যয়সাধ্য ছিল যে অতি দরিদ্রেও উহা হইতে বঞ্চিত হইত না। মহাকবি ভাসের এক নাটকে ভীমসেনের অরণ্যবাসের সময়কার দেহচর্চ্চার বর্ণনা আছে। ভীমসেন বনের মধ্যে এক ফাঁকা জায়গা বাহির করিয়া ডন-বৈঠক করিতেন, ছুটিতেন, লাফাইতেন; গাছ কাটিয়া তাহা লইয়া লুফিতেন, বর্ষার মত করিয়া ছুঁড়িতেন। প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়া বাহুর দৃঢ়তা ও লক্ষ্যের স্থিরতা সম্পাদন করিতেন।

গোবর বাবু

আমাদের কুস্তির আড্ডার ক্ষুদ্র ভীমসেনগণও লেঙ্গট পরিয়া মল্লবেশে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ২০।২৫টা হইতে ৩০০।৪০০ ডন ও বৈঠক করিতেন। ইহাতে তাহাদের দম বাড়িত। শরীর-বিধান শাস্ত্রের (Physiology) ভাষায় বলা যাইতে পারে যে ডনের দ্বারা হাতের ও বৈঠকের দ্বারা পায়ের মাংসপেশীগুলি পুষ্ট হয়। আর উভয়ের দ্বারাই শরীরের হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্‌-যন্ত্র দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হয়। প্রথম অবস্থায় লোকের হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য করিবার উপযুক্ত থাকে

না, এজন্য বেশী উৎসাহের বশে প্রথম প্রথম হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় কোনও ব্যায়ামই করা সঙ্গত নহে। ৫।১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে ডন-বৈঠক অভ্যাস করিলে মাস তিনেক পরে তখন অনেক বেশী পরিশ্রম করা যাইতে পারে। ডন-বৈঠকের সম্বন্ধে যে সাবধানতার কথা বলা হইল তাহা সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম সম্বন্ধেই খাটে।

কুস্তিগীররা বলেন সমান বলশালী লোকের সহিত কুস্তি অভ্যাস করিলে শরীর যেমন শীঘ্র বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয় তেমন আর কিছুতে নহে। ভাল ওস্তাদের সহিত কুস্তি করিবার উদ্দেশ্য এই যে ওস্তাদ্ শিষ্যের শক্তি অনুযায়ী যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু শক্তি ব্যবহার করেন। তাহাতে শিষ্যের ক্ষতি হয় না। আনাড়ি অথচ অধিক বলবানের সহিত কুস্তি করিতে গেলে অতি পরিশ্রম (Over strain) হইয়া রোগ জন্মিতে পারে।

তুইজন সমান বলশালী লোক কুস্তি করিতে থাকিলে তাহাদের শরীরের সকল মাংসপেশীই সম্যক্‌রূপে পুষ্ট হইতে পারে। হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌-যন্ত্রও পুষ্ট হয়। যদু সিংহের আখড়ায় নতুন শিষ্যদের প্রথম প্রথম অতি অল্পক্ষণই কুস্তি করান হইত। দম বাড়িলে তাহারা ক্রমে ক্রমে অনেকক্ষণ কুস্তি করিতে পারিত।

কুস্তি আরম্ভ করিবার অল্পকালের মধ্যে শরীরের অদ্ভুত উন্নতি হইতে দেখিয়াছি। ক্ষুধা অসম্ভব রকমের বাড়িয়া যায়। কুস্তিগীরদের প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন, ও তাহা পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক।

যদু সিংহের চেহারা ছিল কাঠ কাঠ,—মোটা মোটা হাড়। এক মাস বাদে বাজি লড়িতে হইবে। যদু সিং তার জন্য 'ট্রেনিং'য়ে লাগিল। দিন পনের কুড়ির মধ্যে যদু সিংহের হাড়ে যেন নূতন মাংস গজাইল, বেশ গোলগাল সুপুষ্ট চেহারা হইয়া উঠিল। ভীষ্ম যেমন ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন যদু সিং তেমনি নিজের শরীরকে যেন ইচ্ছামত রোগা বা পুষ্ট করিতে পারিত। তাহার উপায় ছিল—প্রচুর ডন, বৈঠক ও কুস্তি এবং প্রচুর ভোজন ও নিদ্রা।

যদু সিংহের খাদ্য মূল্যবান্ ছিল না। বলিয়াছি সে দরিদ্র পালোয়ান ছিল। তাহার জন কতক কসাই সাকরেদ ছিল। তাহারা তাঁহাকে সপ্তাহে একদিন একটা

পাঁঠার মুড়ি এবং কয়েক টুকরা হাড় দিত। সেগুলি সে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া তরকারী করিয়া খাইত। এই তাহার একমাত্র আমিষ খাদ্য, সপ্তাহে একদিন রাত্রে। বাজী লড়িবার পূর্ব্বের অভ্যাস কালে (Training period) ঐ মাংস সপ্তাহে আর একদিন বাড়িত।

যদু সিং ও তাহার ছেলেরা সহসা একদিন ২০০।৫০০ ডন-বৈঠক আরম্ভ করিত না। ২০।২৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া দিন ৫।১০টা করিয়া বাড়াইত। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে খাবারও বাড়াইত। সকালে কুস্তি করিয়া ঘটি খানেক বাতাসার সরবং খাইয়া ছোলা চিবাইতে বসিত—তাও সে ভিজা ছোলা নয়, শুকনা ছোলা একটু ঝাড়িয়া মুখে ফেলিয়া দিত। প্রথম প্রথম এক মুঠা করিয়া ছোলা খাইতে আরম্ভ করিত, তার পর ২০।২৫ দিন পরে ২০০।৫০০ ডন-বৈঠক ও ঘণ্টা-খানেক কুস্তি অভ্যাসের সময় দিন প্রায় আধসের ছোলাই খাইয়া ফেলিত। ঐভাবে ছোলা খাওয়ায়, তাহারা বলিত, দাঁতের জোর হয়। কুস্তির পূর্ণ অভ্যাসের সময় ক্ষুধা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। পল্লীগ্রামে চাষাদের গুরুতর পরিশ্রম করিবার সময় আধসের ভিজা চাল চিবাইয়া খাইতে দেখিয়াছি।

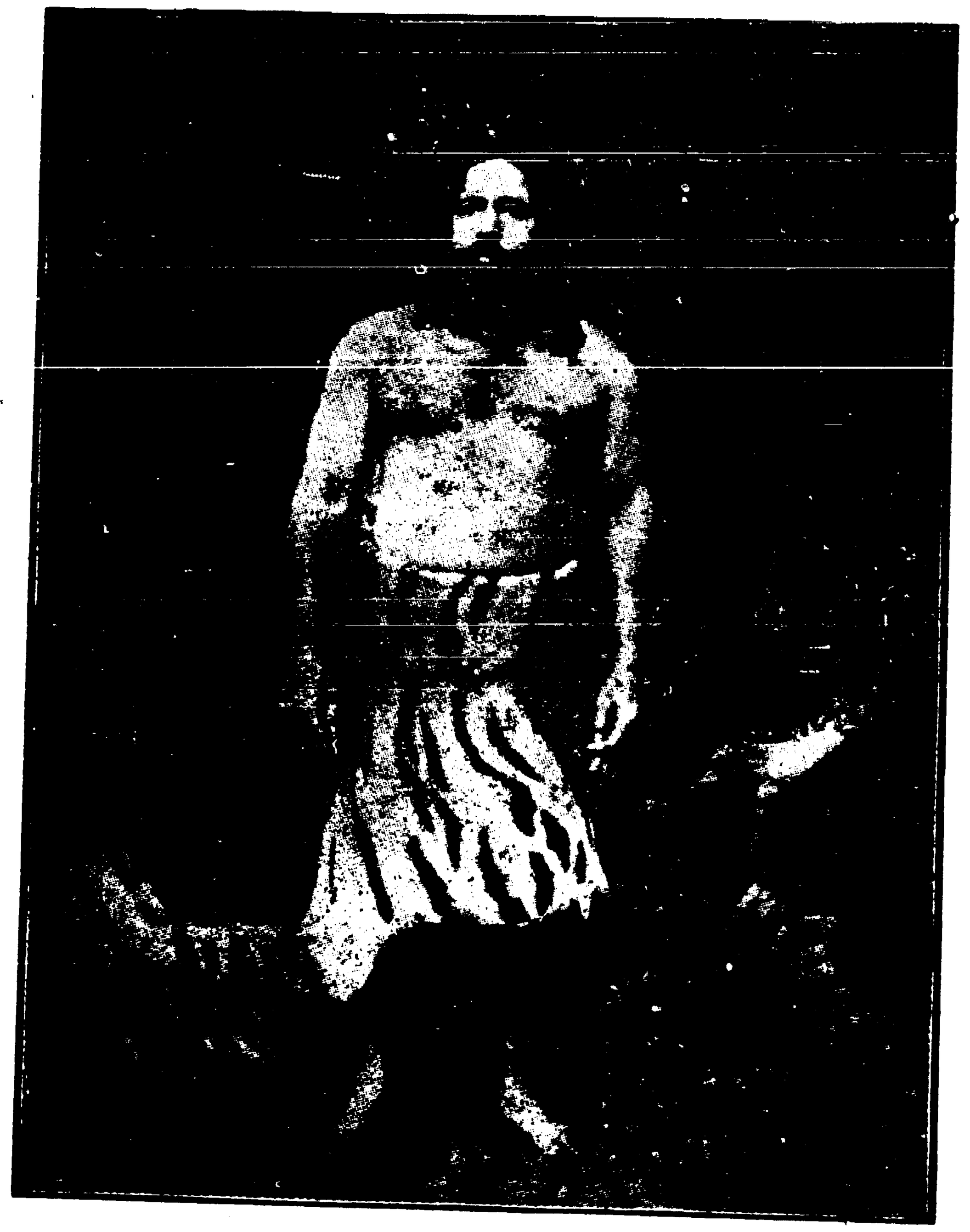

বাঙ্গালী পালোয়ান শ্যামাকান্ত

আমাদের পালোয়ানদের প্রাতরাশ বর্ণনা করিলাম। এবার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা। দুপর বেলা তাহারা ভাত খাইত (বোধ হয় বেহারে দেশ বলিয়া), অরহরের ডাল আর ভাত। ডালটা তাহারা অতি পরিপাটি করিয়া রাঁধিত। প্রথমে কাঁকর বেশ করিয়া বাছিয়া লইত, তার পর উহাকে একটা ঘটিতে করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিত। কাঠের জ্বাল ব্যবহার করিত—পাথুরে কয়লা নয়। তাহারা বলিত, কয়লার জ্বালে অম্বল হয়—শরীর ভাল পুষ্ট হয় না। তখন আমরা ঠাট্টা করিতাম, এখন জানিতেছি উগ্রতাপে খাদ্যদ্রব্যের অনেক ভিটামিন নষ্ট হয়। তাহাদের ডালের বিশেষত্ব ছিল উহাতে কোনও কাঁকর থাকিত না; উহা খুব ভাল করিয়া মৃদুসন্তাপে সুসিদ্ধ হইত এবং বেশ ঘন হইত। ডালের জন্য তাহারা অন্য পাত্র ব্যবহার করিত না; একই থালায় ডাল-ভাত বা ডাল-রুটি লইত। আর তাহাদের ডালে বেশ একটু ঘি থাকিত। তাহারা বলিত পর্য্যাপ্ত-মাত্রায় ঘি না দিলে ডাল ভাল হজম হয় না।

যদু সিং বিকালে কিছু খাইত বলিয়া মনে হয় না। ছেলেরা দু' এক পয়সার চানা ভাজা বা ঐ রকম জিনিস খাইত। কিন্তু যদু সিং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার সিদ্ধি তৈয়ারী করিতে বসিত। সেও এক ব্যায়ামের ব্যাপার বলিলেই হয়। কতকগুলি সিদ্ধির পাতা লইয়া একটা পাত্রে রাখিয়া একটা মোটা কাঠের লাঠির (সাধারণতঃ নিম কাঠের) সাহায্যে সে তাহার সিদ্ধি ঘুঁটিতে বসিত। আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা ধরিয়া এই কার্য্য চলিত। ঘোঁটা সিদ্ধির সহিত কয়েকটা বাদাম (বড় বড় পালোয়ানেরা অনেক বাদাম দেয়) ও গোলমরিচ দিয়া আবার ঘুঁটিত। সিদ্ধি, বাদাম ও গোলমরিচ সম্পূর্ণরূপে খিচশূন্য হইলে উহার সহিত খানিকটা দুধ, চিনি ও জল মিশাইয়া লইত। তার পর সে এই সিদ্ধি লোটা খানেক খাইয়া ফেলিত।

রাত্রে তাহারা ডাল ও রুটী খাইত। এ বেলায় ডাল প্রায়ই ছোলার হইত। রাত্রে সপ্তাহে একদিন মাংস হইত, আর সপ্তাহে দিন দুই তরকারী হইত। সব রকম তরকারী, বড় বড় করিয়া কুটিয়া উহার সহিত প্রচুর বড় বড় কড়াই ডালের বড়ি মিশাইত। তাহাদের রুটী তৈয়ারী ছিল একটা ছোটখাট কুস্তির

ব্যাপার। ময়দাকে প্রথমে ভিজাইয়া লইয়া তার পর উহা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধম্‌য়িয়া ঠাসিত। তার পর হাতে চাপড়াইয়া মোটা মোটা রুটী প্রস্তুত হইত। এক সের আটায় (জাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা) ৪ খানা হইতে দু'খানা রুটী হইত। এক-এক জনে তাহার তিন-চারিখানা খাইত। রুটীগুলা তাওয়ায় সেঁকিয়া তার পর আবার কাঠকয়লার আগুনে উত্তমরূপে সেঁকিত এবং তাহাতে যথেষ্ট ঘি মাখাইয়া লইত। সে রুটি খাওয়াতেও বেশ একটু বলের দরকার—দাঁত ও চোয়ালের বেশ ব্যায়াম হইত। রাত্রের খাবারের সঙ্গে তাহারা প্রায়ই একটু করিয়া আচার খাইত।

যদু সিং বলিত ভাল স্বাস্থ্য পাইবার উপায় হইতেছে এই কয়টি—যথোপযুক্ত কস্‌রৎ (কুস্তি, ডন ও বৈঠক , জাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা ও লাল চাল, প্রচুর সুসিদ্ধ ডাল, উৎকৃষ্ট ঘি। ইহার উপর যদি মাঝে মাঝে মাংস, দুধ ও বাদাম বাটা জুটে তবে তো সোনায় সোহাগা !

"লক্ষ্মীর বিচার"

(শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

আজকের পর কাল—তার পর পরশু। আর দেরী নেই—এ বছরকার প্রাইজ্-ডে তো এসে পড়্ল !

ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে ছাত্রী-মহলে। ছুটোছুটি, হাসাহাসি, পার্ট মুখস্থ করা, আবৃত্তিটা কায়দা-মাফিক করে ঠিক করে নেওয়া, গানের সুর ঠিক করে শেখা, নাচের নমুনাগুলো ভালো করে দেখে নেওয়া—মরবারও আর সময় নেই। আর ওদের কবলে পড়ে দিদিমণিদেরও বিশ্রাম নেই। ক্লাসের পড়াশুনা মাথায় উঠেছে, এখন শুধু হল্লা আর মাতামাতি। 'প্লে' কি হবে তা' অবশ্য অনেক আগেই ঠিক হয়ে গেছে—"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"—রবীন্দ্রনাথের। আর অম্‌নি সব ভূমিকাগুলো ভাগ করে দেওয়ার কাজও সারা হয়ে গেছে। এখন শুধু ষ্টেজে উঠে 'এক্‌টিং' করাই বাকী।

কমন্-রুমে একটা বড় বৈঠক বসেছে। এক গাদা মেয়ে ঠাসাঠাসি করে জড় হয়েছে সেই মাঝারি সাইজের ঘরটীতে—হাইজিন্-টীচার সুলতিকাদি'র ধমক সত্ত্বেও। সুলক্ষণা শেষ বারের মত উর্ম্মিলাদি'র কাছ থেকে ওর পার্টের কয়েকটা জায়গা ঠিক করে নিচ্ছে, ওর আবার রাণী কল্যাণীর পার্ট কিনা! "কী সুন্দর বলে ও," ভিড়ের মধ্যে থেকে একটী মেয়ে বল্‌লে, "চমৎকার মানাবে কিন্তু ওকে।"

—"তা ভাই, এমন কিছু আকাশের চাঁদও হবে না"—চম্পা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বল্‌লে। "ধর, এই আমাকেই যদি লক্ষ্মীর এক টুক্‌রো পার্ট না দিয়ে ওই পার্টটা দেওয়া হ'ত তা' হ'লে এমন কিছু বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হ'ত না বোধ হয়।"

পেছন থেকে ফিসফিস্ করে কি-যেন-একটা কথা বলা হ'ল, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠ্‌ল মঞ্জুর গলা—"চম্পা, সুলক্ষণা, তোমরা সব এস; মিসেস্ ব্যানার্জ্জি এক্ষুণি ডাক্‌ছেন।"

সংবাদ পাওয়া মাত্র এ'ঘরের জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে হেড্‌মিষ্ট্রেসের ঘরের দিকে চল্‌ল। উর্ম্মিলা-দি'ও পার্ট শেখানো বন্ধ করে সদলবলে চল্‌লেন সেদিকে। সে ঘরে আবার এক মস্ত ব্যাপার। হেড্‌মিষ্ট্রেস মিসেস্ ব্যানার্জ্জির চারধারে বসে সব টীচাররা জটলা পাকাচ্ছেন। সাম্‌নে টেবিলের উপর দুটী মুকুট—একটী বড়, একটী তার চেয়ে ঢের ছোট। কিন্তু ছোট মুকুটটা খুব সহজেই চোখে পড়ে যে ওটা সোণার তৈরী, দামী জিনিষ। ওটা—মেয়েরা পরে শুন্‌তে পেয়েছিল—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নাকি তাঁর বিয়ের সময় পেয়েছিলেন।

সব মেয়েরা হুড়মুড়্ করে ঘরে ঢুক্‌ল। সুলক্ষণা, চম্পা, মঞ্জু, রাবেয়া—এদেরই মেন্ পার্ট। সব মেয়েরা ওদের জন্য সাম্‌নে দাঁড়াবার জায়গা করে দিল। হেড্‌মিষ্ট্রেস্ শাড়ীর আঁচল দিয়ে চশমাটা মুছে নিয়ে সুরু কর্‌লেন—"একটা কাজের জন্যে তোমাদের এখন ডাক্‌তে হ'ল। আমাদের এখানে দুটো মুকুট আছে—একটা লক্ষ্মীর জন্যে, একটা রাণী কল্যাণীর জন্যে। কিন্তু কোন্‌টা কে পর্‌বে, সেই সমস্যা। আমাদের তো মনে হয়, বড় মুকুটটা লক্ষ্মীর জন্যেই রাখা দরকার। কি বল তোমরা?"

চম্পা আর সুলক্ষণা—মেয়েদের মন ঠিক করতে বেশী সময় লাগল না। চম্পা অবশ্য নিজেদের মোটরে চড়ে বাড়ী থেকে ইস্কুলে আসে আর সুলক্ষণা ফ্রী নিয়ে থাকে ইস্কুলের বোর্ডিংএ; চম্পার শাড়ী অবশ্য সবার সেরা আর সুলক্ষণা সপ্তাহে তিন খানার বেশী সাধারণ শাড়ীও পরতে পারে না; কিন্তু চম্পার যেমন কথায় কথায় বড় বড় চাল, সুলক্ষণার কথাগুলো তাঁর হাসির চেয়ে কম মিষ্টি নয়—তাই ভাল তারা সুলক্ষণাকেই বাসে। "ছোট মুকুটটা সুলক্ষণার জন্যেই থাক্"—ক্লাস্ টেনের রেণু বল্‌লে, "সেই ভাল হবে; বড় মুকুটটা লক্ষ্মীর জন্যেই দরকার।"

"সত্যি, বড় মুকুটটা নইলে লক্ষ্মীকে মোটে মানাবে না"—কণা চোখ টিপে বললে, "ওকেই বড় মুকুটটা নিতে দাও।"

—"সব তাতেই পক্ষপাতিত্ব"—চম্পা মনে মনেই রাগ সামলাতে বাধ্য হ'ল। তার হয়ে আপত্তি জানালে তার বন্ধু অনুভা, "হাঁ, লক্ষ্মীর মাথায় ওই সোনার মুকুট খুব মানাবে! যা বুদ্ধি তোমার!" কিন্তু তার পেছনে বলবার মত লোক বিশেষ চোখে পড়ল না। কাজেই সুলক্ষণা যখন সোনার ঝক্‌ঝকে মুকুটটা তার ঘরে রাখবার জন্য নিয়ে গেল, তখন শুধু মুখ ভার করে ঠোঁট কামড়ান ছাড়া চম্পা কী-ই বা করতে পারে?

প্রাইজের আগের দিন। ইস্কুল বসেছে—কিন্তু নীচের দিকের দু' একটী ক্লাস ছাড়া কোন ক্লাসেই একটীও মেয়ে নেই। কমন্ রুমে, খেলার মাঠে, সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে সব মেয়েরা শুধু কালকের গল্প করতেই ব্যস্ত। "এই চম্পা"—অনুভা ডেকে বললে, "চল্ না, বোর্ডিং থেকে একটু ঘুরে আস্‌বি। পড়া তো আর হচ্ছে না!"

বোর্ডিং হাউস্‌টা ইস্কুলের দেয়ালের ভিতরেই—যেতে আসতে এক মিনিটের বেশী লাগে না। চম্পা রাজী হ'ল। দোতলার আট নম্বর ঘরটা অনুভার—তার আগের ঘরটা সুলক্ষণার। চম্পা আর অনুভা দু'জনে প্রথমে সুলক্ষণার ঘরে ঢুকল। "এই যে ভাই, এস"—সুলক্ষণা একটা কাগজ মুড়ে রেখে বললে, "পার্টটা আর একবার দেখে নিচ্ছিলুম। কী লম্বা, বাবা, কিছুতে মুখস্থ হ'তে চায় না!"

পড়ার ডেস্ক্‌এর উপর কালকের মুকুটটা। ওটা বাক্সে বন্ধ করে রাখা ওর উচিত ছিল—চম্পা হঠাৎ ভাব্‌ল—কী সুন্দর মুকুটটা! "চল ভাই, তোমার ঘরে"—দাঁড়িয়ে উঠে চম্পা বললে, "রাণী কল্যাণীকে মিছিমিছি ডিস্টার্ব্ করা কেন?"

সুলক্ষণা অবশ্য খুব মিষ্টি ক'রে ওদের বস্‌তে বল্‌ল—কিন্তু চম্পা জেদী মেয়ে, ও আর কিছুতেই বস্‌ল না। মুকুটটা ওর চোখে বিঁধ্‌ছিল। তিনটে অবধি অনুভার সাথে বসে ও লুডো খেল্‌ল, লজেন্স্ খেল, সুলক্ষণা প্রমুখ অহঙ্কারী মেয়েদের বিষয় নিয়ে নানারকম গল্প কর্‌ল। তারপর বল্‌ল, "এবার ভাই, উঠি।"

পাশের ঘরে সুলক্ষণা যেন উঠে কোথায় গেছে। কিন্তু কী ভোলা মেয়ে! অমন দামী মুকুটটা বাইরে ফেলে গেছে! একটু ভাল করে মুকুটটা দেখে নিলে হয় না? একটু…অল্পক্ষণের জন্য? চম্পা চুপে চুপে এগিয়ে গেল। ঐ মুকুটটা আজ ওর বাড়ীতে থাক্‌তে পারত ওই দু' পয়সা দামের মুকুটটার বদলে। কী সুন্দর কাজ-করা মুকুটটা—কী রোমাঞ্চকর ওর স্পর্শ! চম্পা হাতে নিয়ে মুকুটটাকে দেখ্‌তে লাগল। ওই হেড্‌মিস্ট্রেসের জন্যেই তো—! কিন্তু দরজায় ওটা কিসের শব্দ! চম্পা চম্‌কে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়িতে ওর হাত থেকে মুকুটটা মাটীতে

পড়ে গেল—আর খানিকটা জায়গা, চম্পা ভীত চোখে দেখ্‌লে—নিদারুণ ভাবে তুম্‌ড়ে গেছে।

না, দরজায় কেউ নেই। কিন্তু, এক্ষুণি যদি কেউ এসে পড়ে ভয়ে ওর বুক দুড় দুড় কর্‌তে লাগ্‌ল। কী করবে সে? পালাবে?…তার চেয়ে এক্ষুণি মুকুটটা সারিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেলে হয় না! বেশী ভাব্‌বার ক্ষমতা ওর নেই—এক ঝট্‌কায় মুকুটটাকে এট্যাচ কেসে ভরে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে মোটরে এসে উঠ্‌ল।

কিন্তু দোকানী কোন রকমেই কালকে সকালের আগে মুকুটটা সারিয়ে দিতে রাজী হ'ল না। তবু ভাল, আরও দেরীতে দিলেও চম্পা কী করতে পার্‌ত? হয়ত কালকে কোন ফাঁকে মুকুটটা ফিরিয়ে দেওয়া চল্‌বে।…সে রাত্রে ভালো করে ওর ঘুম হ'ল না।

সুলক্ষণার ঘরে এদিকে হুলস্থুল পড়ে গেছে। হেড্‌মিস্ট্রেস্, মেট্রন, দু' একজন টীচার, আর বোর্ডিংএর সব ছাত্রীরা এসে জড় হয়েছেন। সুলক্ষণা বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—"কী আর করা যাবে?" হেড্‌মিস্ট্রেস্ অবশেষে বল্‌লেন, "একটা বাজে মুকুটই কিনে আন্‌তে হবে।…তোমার মত 'কেয়ারলেস্' মেয়েকে এই দামী মুকুট দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। খালি ঘরে মুকুট ফেলে তুমি বাইরে যাবে আর অন্যে তা নেবে না—ঐ ভরসা করা অন্যায় হয়েছে তোমার পক্ষে।"

—"বোর্ডিংএর মেয়েদের আমি এখনও বিশ্বাস করি"—সুলক্ষণা দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "আমার এখনও বিশ্বাস হয় না তারা কেউ এ কাজ করতে পারে।"

—"তর্ক ক'র না" হেড্‌মিস্ট্রেস্ বিরক্ত হলেন, "এটা শুধু বোর্ডিংএর কলঙ্ক নয়—তোমার অপদার্থতারও একটা প্রমাণ। চম্পাকে মুকুটটা দিলে হয়তো আমার দামী জিনিষটা এ ভাবে খোয়া যেত না।"

—"চম্পা? চম্পা তো এ কাজ করে নি!" একজন টীচার সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "একটু আগে যেন ওকে দেখেছিলুম বোর্ডিংএ!"

—"হ্যাঁ, ও এসেছিল"—অনুভা বল্‌লে, "কিন্তু ও কী করে নেবে?"

—"আর কেনই বা নেবে?"—সুলক্ষণা বল্‌লে, "তেমন মেয়ে ও নয়।"

—"যাক্, কে নিয়েছে তা' একদিন জানা যাবে"—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বল্‌লেন, "এখন কালকের কথা ভাব। আমার জিনিষ গেছে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু এমন আনন্দের দিনে তোমাদের কেউ যে এই কলঙ্কের কাজ করছ, এটাই সব চেয়ে দুঃখের।"

চম্পা যখন প্রাইজের দিন এগারোটার আগেই ইস্কুলে উপস্থিত হ'ল তখনও বোর্ডিংএর

মেয়েদের স্নানই হয় নি। মেয়েরা যখন খেতে যাবে সেই অবসরে মুকুটটা সুলক্ষণার ডেস্ক-এ ফিরে যাবে—এই ছিল ওর মতলব। এট্যাচ কেস্ হাতে অনুভার ঘরে এসে ও ঢুকল।

"ও মা!"—অনুভা গালে হাত দিয়ে বল্‌লে, "আজকে যে প্রাইজের জন্যে ইস্কুল ছুটী—সব ভুলে গেছ? এত তাড়াতাড়ি বাক্স-টাক্স নিয়ে যে এলে বড়?"

"এই, মানে···একটু···মানে কি জান, একটু গল্প-সল্প করতে এলুম"—চম্পা বোকার মত হেসে বল্‌ল, "কী করব বাড়ীতে বসে একা একা? তা' এখনও দেখ্‌ছি তোমারা চান্‌ই কর নি!"

"না, ষ্টেজ্ তৈরী করছিলুম কিনা···আজ সব মাপ। ভাল কথা, জানিস্"—অনুভার হঠাৎ মনে পড়্‌ল, "সুলক্ষণার মুকুটটা কাল বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে!"

—"বেশ করেছে"—চম্পার গলা একটু কাঁপ্‌ল, "কিন্তু কে নিল কেউ সন্দেহ করেছে?" ও উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"উর্ম্মিলাদি' বল্‌ছিলেন তোমার কথা"—অনুভা দরদ দেখিয়ে বল্‌লে, "তা আমরা বল্‌লুম—ও কেন নেবে? সুলক্ষণাও বল্‌লে···আশ্চর্য্য কিন্তু!"

চম্পা সহজে এ কথার উত্তর দিতে পারল না। হয়তো মনে মনে ও ভাবছিল, ওর কাজটা চুরির পর্য্যায়ে পড়ে কি না। "ওই বাক্সে কী এনেছ—শাড়ী নাকি? দেখি কি রকম?" অনুভার কথায় ওর চমক ভাঙ্গল।

"না না," বাক্সটা জোরে আগলে ধরে বল্‌ল, "ও কিছু না—ওটা আম্‌নি···ভুলে···চাকরটা গাড়ীতে তুলে দিল···আমারও খেয়াল নেই"—চম্পা থম্‌কে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

হঠাৎ অনুভার মনে সন্দেহ জাগ্‌ল। হোক্ ওর বন্ধু, তবু বোর্ডিং-এর সম্মান ও বাঁচাবেই। ও স্নান করবার নাম ক'রে বেরিয়ে এল, কিন্তু সরাসরি ঢুকল উর্ম্মিলাদি'র ঘরে।

ঢং ঢং করে বোর্ডিংএর খাওয়ার ঘণ্টা পড়্‌ল। সব মেয়েরা হুড়মুড় করে খাওয়ার ঘরে চল্‌ল।···দোতলায় এখন আর কেউ নেই—কোন মেয়েই নেই। চম্পা উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি সুলক্ষণার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌ল, এট্যাচ কেসের ভিতর থেকে বের করে মুকুটটাকে রাখ্‌ল ডেস্কের উপর। যাক্, এখন সে নিশ্চিন্ত। চম্পা বাইরে এল। উর্ম্মিলাদি' বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"আমার সঙ্গে এস চম্পা"—উর্ম্মিলাদি' মৃদুস্বরেই ডাক্‌লেন, কিন্তু চম্পার মনে হ'ল তাঁর কথাগুলো যেন ফাঁসীর আদেশের মত। "এস, হেড্‌মিষ্ট্রেসের ঘরে।"

হেড্‌মিষ্ট্রেসের ঘরে আবার সব মেয়েরা জড় হ'ল।

"ওর কথা যদি বিশ্বাস করা যায়"—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বল্‌লেন, "তা' হলে ওর দোষ খুব বেশী বলা যায় না। ওর কথাই সত্যি অথবা ও ভয় পেয়ে মুকুট ফিরিয়ে দিতে এসেছিল—সেটা ঠিক করবার ভার তোমাদের উপর। তোমাদের সঙ্গীর বিচার তোমরাই করবে"—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বেরিয়ে গেলেন।

প্রথমে কথা বল্‌লে অনুভা—চম্পার একটু আগের বন্ধু অনুভা। "না, ওর কথা বিশ্বাস ক'র না; সুলক্ষণাকে জব্দ করাই ওর মতলব ছিল আর সেই মতলবেই মুকুট নিয়েছিল ও। নইলে আমাকে ওটা দেখাতে ও ভয় পেল কেন?"

—"ও রকম ভয়"—সুলক্ষণা হেসে বল্‌লে, "সবাই পায়—আর সেইজন্যেই মানুষের বিচারে অনেক সময় ভুল হয়। ওর কথা বিশ্বাস কর বা না কর, আজকের আনন্দের দিনে ওকে শাস্তি দিয়ে ওর দুঃখটাকে বাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত হবে?"

—"তা' হ'লে"—কণা ঠাট্টা করে বল্‌লে, "মুকুটটা ওকেই পর্‌তে দাও—কেন আর এই মন-কষাকষি?"

সুলক্ষণা মুখে এ কথার উত্তর দিল না। চম্পা এক কোণে দাঁড়িয়েছিল—মুখে ওর এক-বিন্দুও রক্ত নেই। সুলক্ষণা আস্তে আস্তে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখ্‌লে, বল্‌লে, "ভাই, তোমার আর আমার তো একসাথে কোন পার্ট নেই, তা হ'লে মুকুটটা তো তুমিও পরতে পার, আমিও পর্‌তে পারি! সেই বেশ হবে।"

"না ভাই,"—চম্পা ওর হাত দুটি টেনে নিল নিজের হাতে—"তুমিই ওটা প'র, তোমাকেই শুধু ওটা মানায়।"

ভূগোলের মাষ্টার

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ., বি.টি)

দশটি বছর করিয়াছি আমি ভূগোলের মাষ্টারি,
কোন্ দেশ হ'ল কেন প্রসিদ্ধ নিমেষে কহিতে পারি।
সেদিন বলেছি আমেরিকা কেন আমের বাগানে ভরা,
কানাডায় কারা কান কেটে নিয়ে রঞ্জিত করে ধরা।
আজিকে কহিব আফ্রিকা দেশে কোথায় কি যায় পাওয়া,
বনে-জঙ্গলে কাফ্রীর ঘরে বহিছে কেমন হাওয়া।

কাফ্রিকা নাম না হয়ে কেন যে আফ্রিকা নাম হয়,
তাই ভেবে আজি জাগে মোর বিস্ময় !

ঐ যে দেখিছ 'মরক্কো'দেশ উত্তর কোণে লীন—
মড়কে অক্কা পায় যত লোক, হ'ল তাই জনহীন।
তারি কাছাকাছি 'আল্‌জিরিয়া'য় আল্‌জিভ-চেরা জাতি
'লিবিয়া'য় গিয়া বিয়া করে আর বনে বশ করে হাতী।
'মিশরের' মিশি বিখ্যাত ভারী, 'নীল' নদে স্নান করি
নীল হ'ল যত অধিবাসী,—তারা বেয়ে চলে নীল তরী।
'সুদানের' রাজা দান করে ভারী 'বার্বারে' বার বার,
'আস্‌মারা' দেশে আশ্‌ মরে করি আসনের কারবার।
'টানা-হ্রদে' খুব গুণ টানে মাঝি, দোটানায় পড়ে শেষ,
'আদিস্‌-আবাবা' রাজধানী কার ? আদি বাবাদের দেশ ?
এখন সেখানে ইতালী ছেলেরা 'ওবখ্‌'-এ বখিয়া যায় ;
হাব্‌সীরা চায় হাপুস্‌ নয়নে, হারা হয়ে নাচে গায়।
'কেনীয়ায়' শুধু কেনা হয়, সেথা বেচিবার কিছু নাই,
'নাইরবি' দেশে রবি নাই, সেথা চির আঁধিয়ার তাই।
'টাঙ্গানিকা'য় টাঙায় চড়িয়া আঙিনা নিকায় নারী,
'মোম্বাসা'পুর মোমের বাসায় মৌমাছি জমে ভারী।
'কঙ্গো' প্রদেশে কিং কঙ্‌ যেত জঙ্গলে বারো মাস ;
'নাইজিরিয়া'য় জিরা নাই, তাই মৌরির শুধু চাষ।
'গিনি-উপকূলে' গিনির পাহাড়, গিনিপিগ্‌ চরে তা'তে,
'চাঁদ-লেকে' পড়ে চাঁদের বিম্ব অমাবস্যারো রাতে।

'কিম্বালিতে' বার্লির চাষ শুধু—
'কালাহরি' ছিল কৃষ্ণের দেশ,—এবে মরুভূমি ধূ—ধূ।

'সাহারায়' কবে ইরাণের শাহ হয়েছিল পথ-হারা,
তাহারি কবরে উই-ঢিবি জমে পিরামিড হ'ল খাড়া।
'জাম্বেসি'-তীরে জাম-বন ছিল—জাম্ববানের বাড়ী।
'মাদাগাস্কায়' গাধা ঘাস খায় কূলে কূলে সারি সারি।
সভ্য-জগতে খেয়ে ফরাসীর তাড়া—
তারাই এসেছে বাঙালীর দেশে, ডাকিলেই দেবে সাড়া।

কি আর কহিব ভাই !
ভূগোল হয়েছে 'কম্পাল্‌সারি' তারি দৌলতে খাই।

উত্তর বাঙলায় কৈবর্ত্তরাজ

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌.এ)

প্রায় ন' শ' বছর আগেকার কথা। তখন পাল বংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপাল বাঙলা দেশ শাসন করছিলেন। মহীপাল এমন অত্যাচারী রাজা ছিলেন যে তাঁ'র অত্যাচার ও অনাচার তাঁ'র নিজের ভাইদের পক্ষেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নানা রকমের অসম্মান ও করবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে সামন্ত রাজারা পর্য্যন্ত ক্ষেপে গিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল। কেবল মাত্র উপযুক্ত নেতার অভাবেই তাঁ'রা মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারছিলেন না। আবার অনেক বৃদ্ধ সামন্ত দীর্ঘকাল ধরে পাল রাজবংশের অনুগত থাকার জন্য রাজা অত্যাচারী হ'লেও পূর্ব্ব আনুগত্য ও আগেকার রাজাদের সুশাসনের কথা মনে করে বিদ্রোহের প্রস্তাবে সায় দিতে পারছিলেন না। সামন্ত রাজাদের ঠেকিয়ে রাখা গেলেও প্রজাদের কিন্তু আর শান্ত রাখা যাচ্ছিল না। মহীপালের কুশাসনে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

বাঙ্গালীরা চিরকালই শান্তিপ্রিয়। অত্যাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করতে বাঙ্গালী কোনও দিনই দ্বিধা করে নি কিন্তু প্রতিবেশীর উপর বিনা কারণে জুলুমও বাঙ্গালী খুব কমই করেছে। বাঙ্গালী চিরকাল রাজাকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেছে—কিন্তু লোকের ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে! মহীপালের অনাচার ও অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে অবশেষে উত্তর বাঙলার সামন্ত রাজারা ও প্রজাবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা অবশ্য মহীপাল করেছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টার ফলে তিনি নিহত হলেন।

* * *

বাঙলা দেশের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ "কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। দিব্য নামে মহীপালের এক মন্ত্রী ছিলেন। দিব্য কৈবর্ত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বীর, স্থির, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরিশ্রমী ছিলেন। এই সব সদ্‌গুণের জন্য প্রজারা সকলেই দিব্যকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। এই বিদ্রোহে প্রজারা দিব্যকেই তাদের নেতা রূপে বরণ করে নিয়েছিল।

বিদ্রোহের ফলে দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্র বিকল হয়ে গেল। রাজা যুদ্ধে মারা গিয়েছেন—দেশ অরাজক। এই অবস্থায় সবল দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতে লাগল। সাধারণ লোকদের দুর্দ্দশা চরমে উঠল। এই অবস্থার সমাধান করতে পারেন একমাত্র রাজা। এখন সমস্যা হ'ল—কে রাজ্য শাসন করবেন? মহীপালের অত্যাচারের ফলে পালবংশের লোকদের প্রতি প্রজাদের আর বিশ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা ছিল না। এমন অবস্থায় স্বভাবতঃই লোকের দৃষ্টি পড়বে তাঁর দিকে যাঁর চেষ্টায় অত্যাচারীর উচ্ছেদসাধন সম্ভব হয়েছে। এমন অবস্থায় দিব্যই ছিলেন একমাত্র লোক যাঁর দিকে সকলের দৃষ্টি পড়তে পারে।

দিব্য রাজ্যলোলুপ ছিলেন না। অত্যাচারীর উচ্ছেদ সাধন ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি মন্ত্রী হয়েও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। দিব্যের প্রখর বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্র-সংযমে মুগ্ধ হয়ে সামন্ত রাজারা ও প্রজাবর্গ দিব্যকেই তাঁদের শাসকরূপে মনোনীত করলেন। কৈবর্ত্ত মন্ত্রী হ'লেন উত্তর বাঙলার রাজা। উত্তর বঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল।

* * *

দিব্য রাজা হলেন বটে কিন্তু তখনও দেশের অরাজক অবস্থা দূর হয় নি। সুরক্ষিত জায়গায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দিব্য অনুভব করেছিলেন। তাই মহাস্থান্ গড় নামে এক জায়গায় তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। এই মহাস্থান গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

পরিণত বয়সে দিব্য রাজা হয়েছিলেন—তাই খুব বেশী দিন তিনি রাজত্ব করতে পারেন নি। কিন্তু দিব্যের মত সুশাসন বাঙলা দেশের ইতিহাসে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজ দিব্যের সুশাসনের ফলে উত্তর বঙ্গে আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। তিনি যে কেবলমাত্র দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই নয়, তাঁর রাজ্যের আয়তনও অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছিলেন। দিব্যের চরিত্রগুণে ও সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যের বাহিরের কোনও কোনও রাজন্য তাঁর সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের পরিমাণ কতখানি ছিল তা এখনও ঠিক ভাবে জানা যায় নি। দিব্য ও তাঁর পরবর্ত্তী কৈবর্ত্ত রাজাদের কথা রাজা মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রচিত "রামচরিত" কাব্যে লিখে গিয়েছেন। কৈবর্ত্ত রাজাদের সুশাসন সম্বন্ধে এই কাব্যই প্রধান প্রমাণ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ দিব্য পরলোক গমন করলেন। অনেকের মতে দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই রুদক রাজা হয়েছিলেন। রামচরিতকার সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর কাব্যগ্রন্থে রুদক রাজারও খুব প্রশংসা করেছেন। সত্যসত্যই জনপ্রিয় ও সুশাসক না হ'লে শত্রু রাজার সভাকবি কখনও বিপক্ষ রাজার সুখ্যাতি করতেন না। মাহাস্থান গড় হ'তে প্রায় দশ মাইল দূরে তিনি এক নূতন রাজধানী স্থাপন করলেন। এই জায়গা এখনও রুদাইপুর নামে পরিচিত। এখানে এখনও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

* * *

রুদকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভীম রাজা হলেন। রাজা ভীম সম্বন্ধে অনেক কথা নানা ভাবে জানা যায়। কৈবর্ত্ত রাজাদের মধ্যে ইনিই সব চাইতে ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু ভীমের রাজত্বকালেই কৈবর্ত্ত বংশের পতন ঘটে। প্রায় ১০৮০

খৃষ্টাব্দ হ'তে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভীম রাজত্ব করেছিলন। উত্তর বঙ্গের কৃষক ও বৈরাগীরা এখনও ভীমের সুখ্যাতিমূলক গান গাইতে গাইতে চাষ ও ভিক্ষা করে থাকে। উত্তর বঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আমি নিজে কয়েক বার এই রকমের গান শুনেছি। উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষা বোঝা খুব কঠিন এবং এই সব গানের আবার বিষয়বস্তুও সব সময় খুব যে ভাল তাও নয়—তাই সে গানের নমুনা আর তোমাদের দিলাম না। এই সব গান শত শত বৎসর ধরে চাষী ও বৈরাগীদের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং ফলে অনেক জায়গায় বিকৃত রূপ পেয়েছে। কিন্তু এই সব গান যে কবেকার অথবা কার রচনা তা তারা বলতে পারে না।

আগেই বলেছি ভীম কৈবর্ত্ত বংশের শেষ রাজা। তাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপাল তাঁর মাতুলের সাহায্যে বাঙলাদেশের অন্য অন্য অংশের স্বাধীন রাজাদের সহায়তা লাভ করেন। বাঙলাদেশের রাজাদের কাছে কৈবর্ত্ত রাজারা ক্রমেই চক্ষুশূল হয়ে উঠছিলেন। দিব্য অত্যাচারী মহীপালের দৌরাত্ম্য থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন এ কথা আর সুখের সময় তাঁদের মনে রইল না। কেনই বা থাকবে! দেশে তখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান—অত্যাচারের ভয় নেই। অতএব সামন্ত রাজারা আর নীচবংশীয় কৈবর্ত্ত রাজার শাসন মানতে চাইলেন না। পাল রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ অনেক দিনকার—তাই রামপাল তাঁদের সাহায্য চাইবামাত্র তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে কৈবর্ত্তবংশের উচ্ছেদসাধনে রামপালকে সাহায্য করলেন। সামন্ত রাজাদের মিলিত আক্রমণে ভীম পরাজিত হলেন ও তাঁর রাজ্য আবার পালবংশীয় রামপালের হাতে চলে গেল।

কিন্তু ভীমকে পরাজিত ও রাজ্যহীন করতে রামপালকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা যে ভীম একেবারেই ভাবেন নি তা নয়। বাহিরের আক্রমণ হ'তে রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি অনেক দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন। রাজ্যের উত্তর সীমানায় ছিল কোচবিহার। কোচ জাতি ছিল অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত। তাদের আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য তিনি উত্তর সীমান্তে অনেক দুর্গ তৈরী করেছিলেন। উত্তর বঙ্গে নানা জায়গায় ভীমের তৈরী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি "ভীমের জাঙ্গাল" নামে

পরিচিত। কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে দিনহাটা নামে একটা ছোট সহর আছে। এই সহর হ'তে কিছু দূরে গোসাঁইর হাট নামে একট গ্রামে এই রকম একটা বড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমি একবার দেখেছি। রংপুর জেলা ও কোচবিহার রাজ্যের সীমান্তে ডোমার নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানেও আর একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। এখানে অবশ্য কেবল মাত্র একটা উঁচু টিলা ও প্রকাণ্ড পরিখা ভিন্ন আর কিছুই এখন দেখা যায় না। গঙ্গা ও মহানন্দা নদী তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা রক্ষা করছিল। ভীম বোধ হয় ভেবেছিলেন যে এই প্রাকৃতিক বাধাই শত্রুসৈন্যকে নিরুৎসাহ করবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই তিনি এই দুই নদীর পারে কোনও দুর্গ তৈরী করান নি। কিন্তু রামপালের ও সামন্ত রাজাদের সেনাবাহিনী এই পথেই ভীমের রাজ্য আক্রমণ করেছিল।

* * *

উত্তর বঙ্গের নানা জায়গায় এই কৈবর্ত্ত রাজাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলায় "দিবর দীঘি" নামে প্রকাণ্ড এক জলাশয় এখনও আছে। এই দীঘি মহারাজ দিব্যের কীর্ত্তি। ভীমও নানা জায়গায় দীঘি, মন্দির, স্তম্ভ, প্রাসাদ প্রভৃতি তৈরী করেছিলেন।

এই তিনজন কৈবর্ত্ত রাজা যে কেবলমাত্র লক্ষীমন্ত ও চরিত্রবান্ ছিলেন তাই নয় রামচরিতকার বলেছেন যে এঁরা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র ছিলেন। এই সব উক্তি হ'তেই বোঝা যায় যে উত্তর বঙ্গের সকল বর্ণই এই রাজাদের শাস্ত্রজ্ঞান, রাজোচিত মর্য্যাদা ও সুশাসন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কয়েক বৎসরের শাসনের মধ্যেই এই কৈবর্ত্ত রাজারা তাঁদের বিশাল রাজত্বে যে সব বিপুল কীর্ত্তিচিহ্ন রেখে গেছেন, বহু বৎসরব্যাপী পুরুষানুক্রমে রাজ্যভোগের পরও এত কীর্ত্তি স্থাপনের দৃষ্টান্ত খুব কম।

বিজ্ঞানের নানা কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

এক্স-রে'র নতুন ব্যবহার

এক্স-রে বা রঞ্জেন-রশ্মির কথা তোমরা সকলেই বোধ হয় অল্পবিস্তর জান। এই অদ্ভুত আলো অনায়াসে মানুষের চামড়া, মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে; অর্থাৎ তোমার শরীরের উপর এক্স-রে ফেলিয়া যদি ছবি নেওয়া যায় তবে দেখা যাইবে ছবিতে শুধু তোমার হাড় ক'খানি দেখা যাইতেছে। এক্স-রে চামড়া, মাংসের মত আরও অনেক জিনিষের মধ্য দিয়া যাইতে পারে, যাইতে পারে না শুধু হাড়, ধাতু প্রভৃতি কয়েকটা জিনিষের মধ্য দিয়া। এই জন্যই ডাক্তারী ব্যবসায়ে এক্স-রে'র ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শরীরের যে যে জায়গা বাহির হইতে খালি চোখে দেখা অসম্ভব, এক্স-রে'র সাহায্যে ডাক্তারেরা অনায়াসে তা দেখিয়া লইয়া রোগ নিরূপণ করিতেছেন।

কিন্তু শুধু ডাক্তারীতেই এক্স-রে'র ব্যবহার সীমাবদ্ধ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল আরও নানা ব্যাপারে এক্স-রে'র সাহায্য লইতেছেন এবং তার ফলে অনেক অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ডও সম্ভব করিতেছেন। আজ তারই ২।১টির কথা বলিব।

মেট্রোপলিটন্ মিউজিয়াম্ অব্ আর্টের নাম তোমরা শুনিয়াছ কিনা জানি না, এটা একটা খুব নাম-করা মিউজিয়াম্। সেকালকার অনেক দুর্ম্মূল্য জিনিষ এখানে সাজান আছে। একবার এই মিউজিয়ামে একটা প্রকাণ্ড ছবি আনা হয়। একজন ভদ্রমহিলার ছবি,—ছবিখানা সেকালকার একজন নাম-করা চিত্রকরের আঁকা। ছবির মুখ দেখিয়া কিন্তু মিউজিয়ামের কর্ত্তাদের সন্দেহ হইল—ছবিটা আসল ছবি না পরে তার উপর কিছু অদল-বদল হইয়াছে! অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিল, শেষটায় য়্যালান্ বারোজ নামে এক ভদ্রলোক রহস্যটির সমাধানের ভার লইলেন।

বারোজ্ করিলেন কি জান, ছবিখানা লইয়া তার উপর ফেলিলেন এক্স-রে। এখন, এক্স-রে'র একটা গুণ এই যে, সব রকম রংএর ভিতর দিয়া এ আলো

সমান ভাবে যায় না—রং গাঢ় বা হাল্কা তারই উপর এ আলোর গতি নির্ভর করে। কাজেই একটা পুরানো ছবির উপর যদি নতুন রং দিয়া নতুন করিয়া ছবি আঁকা হয় তবে সে ছবির এক্স-রে ফটোয় নতুন ও পুরানো রং-এ আলাদা আলাদা ছায়া পড়িবে, নতুন ছবির নীচে যদি কোন পুরানো ছবি আঁকা থাকে তবে তাহাও ধরা পড়িবে। বারোজের উদ্ভাবিত এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় সত্যি-সত্যিই কাজ হাসিল হইল। দেখা গেল, প্রাচীন শিল্পীর আঁকা আসল ছবিখানা সামান্য একটু বিকৃত হওয়ায় তারই উপর রংএর আঁচড় দিয়া একেবারে নতুন মুখ আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিউজিয়ামের কর্ত্তারা তখন রাসায়নিক মশলা দিয়া নতুন রং তুলিয়া ফেলিয়া আসল ছবিখানা উদ্ধার করিলেন। এমনি ভাবে এক্স-রে'র সাহায্যে একটা প্রাচীন শিল্পের নমুনার পুনরুদ্ধার হইল।

এক্স-রে'র আর একটি ব্যবহারের কথা বলি। তোমরা বোধ হয় জান, ফল-তরকারি—যেমন ধর, আলু, কমলা লেবু, আপেল প্রভৃতি অনেক সময় পচা বাহির হয়। পচা জিনিষ কেউই চায় না—যারা কিনিবে তারা তো নয়ই, যারা বেচিবে তারাও নয়—কারণ উহাতে ব্যবসায়ীর সুনাম নষ্ট হয়। আমেরিকার অনেক জায়গায় তরিতরকারি-ব্যবসায়ীরা শত শত মণ ফল-তরকারি নিয়া কারবার করে। কোন ফলে কোন গলদ থাকিলে সেগুলি আগেই বাছিয়া আলাদা করিয়া ফেলা উচিত—কিন্তু যাদের অমন রাশি রাশি পরিমাণ জিনিষ লইয়া কাজ করিতে হয় তাদের ধীরে-সুস্থে একটি একটি করিয়া বাছাই করিলে চলিবে কেন? এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ডক্টর হারভে নামে একজন বৈজ্ঞানিক এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছেন। তোমরা জান, পচা ডিমের ভিতর দিয়া আলো বাহির হইতে পারে না। ডিম ভাল কি পচা পরীক্ষা করিতে হইলে ডিমটিকে আলোর সামনে ধরিতে হয়। যদি দেখা যায় আলো ডিমের ভিতর দিয়া ঠিকমত বাহির হইয়া আসিতেছে তবে বুঝিতে হইবে ডিমটি ভাল। হারভে ভাবিলেন, তরকারির বেলায়ও এই ব্যাপারটি কাজে লাগাইলে হয় না! তিনি আলু লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখা গেল, সাধারণ আলোয় আলুর ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা যায় না। তিনি তখন নানা রকম আলো লইয়া পরীক্ষা করিতে

লাগিলেন। শেষে দেখিলেন, এক্স-রে দিয়া কাজ পাওয়া যায় সব চেয়ে ভাল। আলুর ভিতরটা ফোঁপরা হইলে বা তার মধ্যে আর কিছু দোষ থাকিলে এক্স-রে-ছবিতে তা নিখুঁত ভাবে ধরা পড়িয়া যায়। হারভে তখন মাথা খাটাইয়া এক কল বাহির করিলেন। কলের একদিকে রহিল একটা এক্স-রে নল, অপর দিকে একটা মশলা-মাখান পর্দ্দা—যার মধ্যে আলুর এক্স-রে-ছবি ফুটিয়া উঠিবে। কলের মধ্য দিয়া একটির পর একটি ফল গড়াইয়া আসিবার ব্যবস্থা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কলের অন্য দিকে চোখ লাগাইয়া পর্দ্দার গায়ে ছবি দেখিবার ব্যবস্থা রাখা হইল। পর্দ্দার গায়ে যদি কোন খারাপ আলুর ছবি ফুটিয়া উঠে অমনি চাবি টিপিয়া সে আলুটিকে আলাদা ঝুড়িতে ফেলিয়া দিবারও বন্দোবস্ত রহিল। যন্ত্রচালকের আঙ্গুল সব সময়েই এই চাবির উপর থাকিবে, কাজেই কোন খারাপ আলুর পক্ষে ফাঁকি দিয়া ভাল আলুর ঝুড়িতে যাওয়া সহজ হইবে না। এই কলে নাকি এই ভাবে ঘণ্টায় এক শ' মণ আলু বাছিয়া ফেলা যায়। শুধু আলু নয়, হাজার হাজার আপেল, কমলা লেবু প্রভৃতি ফলও আজকাল প্রতিদিন এই যন্ত্রের সাহায্যে বাছাই করা হইতেছে।

এক্স-রে-ছবিতে আলুর ভিতরকার গলদ ধরা পড়িয়াছে

ক্যামেরার কাণ্ড

বর্ত্তমান যুগটাকে ক্যামেরার যুগ বলিলে বোধ হয় খুব বেশী বাড়াইয়া বলা হইবে না। ক্যামেরার সাহায্যে আজকাল কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ হাসিল হইতেছে

তার খবর তোমরা এই রামধনুতেই পড়িয়াছ। আজ, ক্যামেরার সাহায্যে কেমন করিয়া মাটীর তলায় চাপা-পড়া এক সহর আবিষ্কার করা হইয়াছে তাহারই কাহিনী বলিব।

এরোপ্লেনে চড়িয়া আকাশ হইতে নীচেকার ফটো তোলার রেওয়াজ কিছুদিন হইল খুব বাড়িয়াছে। গত ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের পর হইতেই জিনিষটা আরম্ভ হয়। এরোপ্লেন হইতে ফটোর সাহায্যে বিপক্ষদলের সৈন্যসমাবেশ, তাদের গতিবিধি, অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতি জানিয়া লইয়া সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিলে শত্রুপক্ষকে জব্দ করা অনেকটা সহজ। যুদ্ধের পরেও আকাশ-ফটোগ্রাফীর রেওয়াজ কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অনেক—অনেক উন্নতি হইয়াছে। আজকাল আর এরোপ্লেনে ফটোগ্রাফারকে নিজের হাতে ক্যামেরার খুঁটিনাটি দেখিতে হয় না,—বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সবই আপনা-আপনি হয়। ক্যামেরায় ফিল্ম ভরা, ছবি তোলা, ছবি উঠিলে ফিল্ম বদলাইয়া দেওয়া, কতগুলি ছবি তোলা হইল, কত উঁচু হইতে ছবি তোলা হইল প্রভৃতি সমস্ত ভাবনা-চিন্তাই যেন ক্যামেরার নিজের। আকাশ হইতে বিভিন্ন অবস্থায় ছবি তোলার জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে তৈরী ফিল্ম, প্লেট্ প্রভৃতিও হরদম তৈরী হইতেছে।

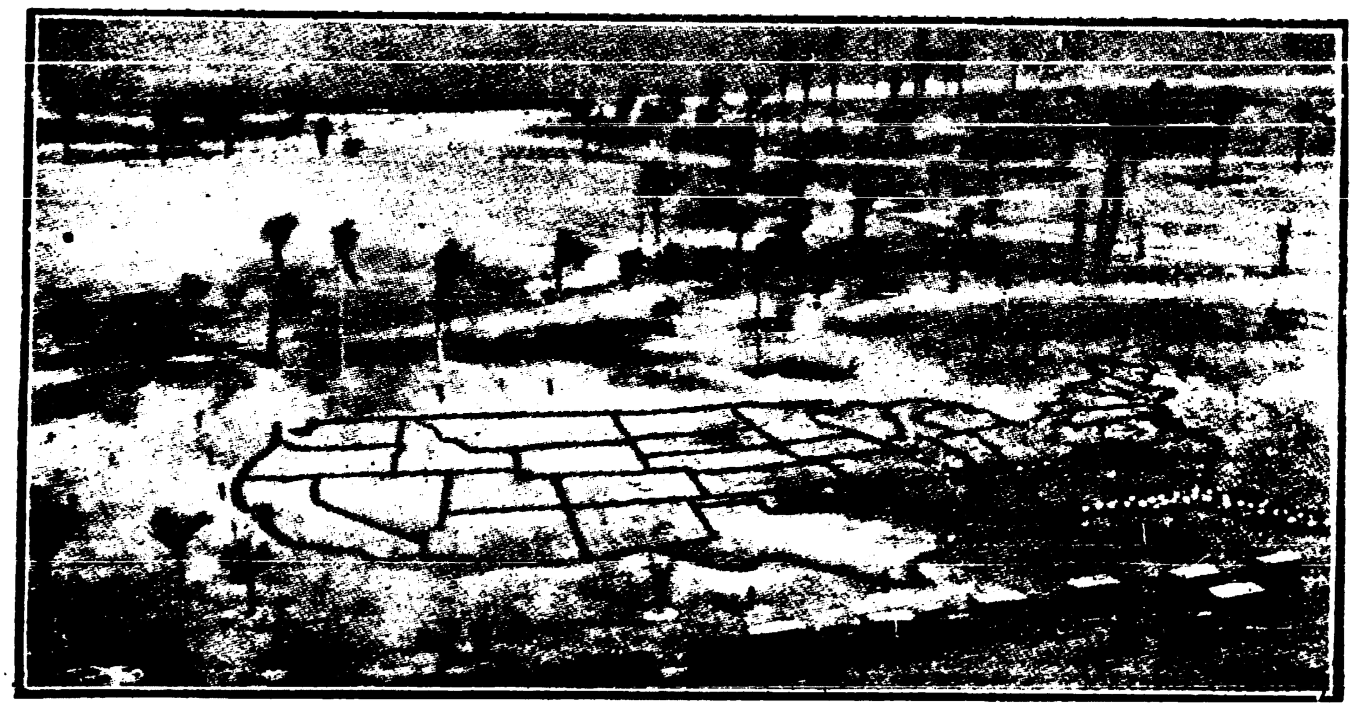

আধুনিক আকাশ-ক্যামেরায় তোলা ছবির একটি নমুনা

হ্যাঁ, যা বলিতেছিলাম। এক চাষী ভুট্টার চাষ করিত। অনেকটা জমি, ভাল করিয়া ফসল ফলিলে অনেক টাকা লাভ হইবার কথা, কিন্তু বেচারার ভাগ্যে তা হইত না। সমস্ত জমিটায় সমান ফসল হইত না, ক্ষেতের একটা দিকে বেশ ভাল ফসলই হইত কিন্তু অপর দিকের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি পাকিয়া শুকাইয়া যাইত।

লোকসান আর কত দিন মুখ বুজিয়া সহ্য করা যায় বল? নিরুপায় হইয়া বেচারা শেষটায় শরণ লইল বৈজ্ঞানিকদের। তাঁরা ছাড়া এ রহস্যের সমাধান কে করিবে? বৈজ্ঞানিকেরা নানা ভাবে জমিটা পরীক্ষা করিলেন, তার পর এরোপ্লেনে চড়িয়া উপর হইতে ক্ষেতটার ফটো লইলেন। তখন দেখা গেল, ক্ষেতের দু'টি অংশ, অর্থাৎ পাকা ভুট্টার ক্ষেত আর কাঁচা ভুট্টার ক্ষেত, ফটোতে দুই রকম রংএর দেখাইতেছে এবং ঐ দু'টি রংএর মধ্যে একটা বেশ পরিষ্কার সীমারেখা দেখা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞরা ছবি দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই যে দিক্‌টায় ভুট্টা তাড়াতাড়ি পাকিয়া যাইতেছে সে দিক্‌টায় মাটীর তলায় এমন কিছু আছে যার জন্য ভুট্টা গাছের শিকড় মাটীর নীচে বেশী দূর যাইতে পারিতেছে না; ফলে বেশী রস না পাওয়ায় তাড়াতাড়ি পাকিয়া যাইতেছে। অন্য দিক্‌টায় সে রকম কিছু না থাকায় ভুট্টাগাছ প্রচুর রস পাইয়া স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতেছে।

সাধারণতঃ মাটীর তলায় পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী, ইট-পাথর প্রভৃতি থাকিলেই এ রকমটা হইবার কথা। পণ্ডিতদের তখন সন্দেহ হইল, হয়তো এই জমির নীচে কোন পুরানো আমলের বাড়ী-ঘর চাপা পড়িয়া আছে! তখন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আসিয়া জমিটা খুঁড়িতে সুরু করিলেন, ফলে সে জায়গায় মাটীর নীচে এক প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িল।

বাসের যাত্রী (তাড়াতাড়ি কণ্ডাক্‌টারকে ছাতার খোঁচা মারিয়া)—এইটে কি ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক?

কণ্ডাক্‌টার—আজ্ঞে না, ওটা আমার পাকস্থলী।

—শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভীমাবতারের জাগরণ ও নিদ্রা

মাণিক শিউরে উঠে বললে, "ও কোন্ জীবের গর্জ্জন, জয়?"

জয়ন্ত বললে, "ভগবান্ জানেন! তবে মানুষের গর্জ্জন নিশ্চয়ই নয়!"

—"হয়তো ওটা এই বনেরই কোন জীব। মানুষ দেখে গর্জ্জন করছে।"

—"ওটা অজানা জীবের গর্জ্জন। ও-রকম গর্জ্জন করতে পারে, সুন্দরবনে এমন কোন জানোয়ার আছে ব'লে জানি না।"

তারা দুজনেই ছুটতে ছুটতে কথা কইছিল। গর্জ্জন হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু তার বদলে শোনা গেল, আর একরকম বেয়াড়া শব্দ। মনে হ'ল পিছনের গাছপালার ভিতরে মড়্-মড়্ শব্দ তুলে ডাল-লতা-পাতা ছিঁড়ে-ভেঙে কোন্ এক মত্তহস্তীর মতন বৃহৎ জীব তাণ্ডব-নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছে!······কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বোঝা গেল, শব্দটা তাদের দিকেই বেগে এগিয়ে আসছে!

এদিকে যে সরু পথ দিয়ে তারা ছুটছিল, সেটা এসে পড়ল একটা মাঝারি মাঠের উপরে। মাঠের ওধারে প্রায় সিকি মাইল পরে আবার বনজঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। মাঠের ডান ও বাম প্রান্তেও অরণ্যের প্রাচীর।

জয়ন্ত দৌড় থামিয়ে বললে, "দাঁড়াও মাণিক, আর ছুটো না।"

মাণিক দাঁড়িয়ে পড়ল।

শেষ-গোধূলির ঝাপ্‌সা আলোয় মাঠের চারিদিকে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "এখন কি করা যায় বল দেখি?"

—"বিনাবাক্যব্যয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন!"

—"উহু, ঐ খোলা মাঠ দিয়ে পালাতে গেলে আমরা বোধ হয় ধরা পড়ব! শুনছ না, পিছনের শব্দ আমাদের কত কাছে এসে পড়েছে? যে ঐ শব্দের সৃষ্টি করেছে, তার গতি আমাদের চেয়ে দ্রুত ব'লেই মনে হচ্ছে।"

—"তাহ'লে উপায়?"

—"একমাত্র উপায় হচ্ছে, চট্‌পট্‌ পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা। আমরা মাঠ দিয়ে পালিয়েছি ভেবে শত্রু যদি অন্যদিকে বিদায় হয়—সে তো বহুৎ আচ্ছা! আর সে যদি নিতান্ত অভদ্রের মত আমাদের আবিষ্কার ক'রেই ফেলে, তাহ'লে নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না!……এস মাণিক, এস! পা টিপে টিপে বনের মধ্যে ঢুকে মাথা গুঁজে ব'সে পড়। তারপর একটু নড়া নয়, একটি টুঁ-শব্দ নয়।"

বনের মধ্যে ঢুকে একটা মস্ত ঝুপ্‌সী ঝোপের তলায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

শব্দ তখন কাছে এসে পড়েছে। খোলা মাঠের উপর ঝাপ্‌সা আলো তখনো নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি বটে, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার তখন অবিচ্ছিন্ন না হ'লেও রীতিমত জ'মে উঠেছে।

এতক্ষণ পরে আর-একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বোঝা গেল। শব্দের উৎপত্তি জঙ্গলের নীচে নয়, গাছের উপরে! কে যেন গাছের পর গাছের বড় বড় ডাল ধ'রে ঝাঁকানির পর ঝাঁকানি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে! কী ওটা? হাতী? না দৈত্য-দানব?

মাণিক আর কৌতূহল চাপতে না পেরে ব'লে উঠল, "জয়!"

—"চুপ!"

পর-মুহূর্ত্তেই একটা বিপুল দেহ গাছে গাছে লাফ মেরে মূর্ত্তিমান্ ঝড়ের মতন মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে তার আসল চেহারার বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। খালি মোটা মোটা দু'খানা হাত আর দু'খানা পা। তারপরেই গাছেদের আর্ত্তনাদ স্তব্ধ!

জয়ন্ত ফিস্-ফিস্ ক'রে বললে, "মূর্ত্তিটা মাঠের ধারের শেষ-গাছে গিয়ে প'ড়ে আমাদের দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।"

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে ধুপ্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

—"মূর্ত্তিটা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। এখন দেখ, ও সর্ব্বনেশে আমাদের খুঁজতে আসে কিনা।"

এক মিনিট কাটল, দু-মিনিট কাটল, জয়ন্ত ও মাণিক দৃঢ়-মুষ্টিতে লোহার ডাণ্ডা ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু শত্রুর দেখাও নেই, পায়ের শব্দও নেই;

আরো এক মিনিট কাটল।

জয়ন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "যাক্, বোধ হয় আমরা ওর চোখে ধুলো দিতে পেরেছি। ও হয়তো আমাদের খোঁজবার জন্যে মাঠের ওপারে যাত্রা করেছে।"

—"কিন্তু কি ওটা? ঐ কি ভীমাবতার? না, ওটা কোন বড়-জাতের বানর, নিজের মনেই গাছে গাছে লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে, আমরা মিছেই ওর জন্যে ভয় পেয়েছি?"

—"মাণিক, এখন ও-সব ভাববার সময় নেই, ঐ শোনো, বনের ভিতর দূর থেকে নতুন গোলমাল শোনা যাচ্ছে! বন্ধুবর পশুপতি নিশ্চয়ই সদলবলে যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি রবে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে-নাচতে ছুটে আসছে! এখন কি করবে? লড়বে, না পালাবে?"

—"হরিণের মত ছুটে পালাব।"

—"আমারও ঐ মত। দুজনে একটা দলকে হয়তো ঠেকাতে পারব না! নাও, উঠে পড়। চালাও পা।"

তারা বনের অন্ধকার ছেড়ে মাঠের আলো-আঁধারির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলে, যেন প্রকাণ্ড একটা ঘনীভূত কালো ছায়া দ্রুতবেগে মাঠের ওপারকার অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! কিন্তু তখনো তার আসল স্বরূপ ধরা গেল না। বললে, "মূর্ত্তিটা গেছে সামনের দিকে। আমরা মাঠের কোন্ দিকে যাব? বাঁয়ে না ডাইনে?"

—"আমরা এখানকার কোন দিক্‌ই চিনি না। সুতরাং যে দিকে খুসি চল।"

—"চল তবে ডান দিকে। কিন্তু খুব জোরে ছুটতে হবে। পশুপতিরা যেন আমাদের টিকি পর্য্যন্ত দেখতে না পায়।"

তারা যখন আবার দৌড়তে আরম্ভ করলে, সেই শরীরী অভিশাপের মত চলন্ত কালো ছায়াটা তখন মাঠের ওপারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিদিকে এমন মৌন, যেন এ আমাদের নিত্য-পরিচিত পৃথিবী নয়! বনের পাখীরা পর্য্যন্ত বাসায় ফিরে নীরব হয়ে পড়েছে। চাঁদ আজ অন্ধকারের আসর ভাঙতে আসবে অনেক রাতে। বাতাসও শ্বাসরোধ ক'রে আছে, গাছের পাতায় পাতায় তাই জাগছে না তার নৃত্যধ্বনি। সমস্ত বনভূমি যেন কোন ভীষণ নৈশ নাটকের আসন্ন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত ও মাণিক যখন ডানদিকে ছুটে প্রায় মাঠের প্রান্তে গিয়ে পড়ল তখন আচম্বিতে তাদের সুমুখের বনের ভিতর থেকেও অত্যন্ত দ্রুত পদশব্দ জেগে উঠল—কে যেন মাঠের দিকেই ছুটে আসছে!

মাণিক হতাশভাবে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "আমাদের আর কোন আশাই নেই, জয়ন্ত! এদিকেও শত্রু"

জয়ন্তও দাঁড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেদ ক'রে আবির্ভূত হ'ল আর এক নূতন মূর্ত্তি! প্রথমটা সে তাদের দেখতে পায় নি—কিন্তু খানিকটা এগিয়ে এসেই সেও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল মহা বিস্ময়ে।

কাছাকাছি চোখ চলে, তখনো এমন আলো ছিল। জয়ন্ত সচকিত চোখে নূতন মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে বললে, "কি আশ্চর্য্য! তুমি! তুমিও এখানে আছ? আমি যে তোমাকে চিনি—আমার মনের ক্যামেরায় মহাপ্রভুর চেহারা যে ধরা আছে!"

তার বলিষ্ঠ দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনি চওড়া! কুচ্‌কুচে কালো তার গায়ের চামড়া, আর দুটো ক্ষুদ্র তীব্র চক্ষে জ্বলছে যেন তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-শিখা!

মাণিক সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "আমিও যে এর ফোটো দেখেছি,—এ যে সত্য চৌধুরী!"

সত্য কোন জবাব না দিয়ে দৌড়ে তাদের পাশ কাটাতে গেল—কিন্তু জয়ন্ত একলাফে তার সামনে গিয়ে প'ড়ে মাথার উপরে লোহার ডাণ্ডা তুলে কঠিন স্বরে বললে, "দাঁড়াও সত্য চৌধুরী! হাতে যখন পেয়েছি তখন আর তোমাকে পালাতে দেব না।"

সত্য হা-হা ক'রে হেসে উঠেই চোখের নিমেষে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জয়ন্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে, প্রাণপণে। জয়ন্ত এই আকস্মিক আক্রমণের আশা করে নি—তাকেও তখন বাধ্য হয়ে হাতের ডাণ্ডা ফেলে সত্যকে জড়িয়ে ধরতে হ'ল।

তখন আরম্ভ হ'ল বিষম ধস্তাধস্তি। জয়ন্তের দেহ যেমন পেশীবদ্ধ, পরিপুষ্ট ও সুদীর্ঘ, সত্যেরও তেমনি। সেও মাথায় প্রায় সাত ফুটের কম হবে না। দুজনেই দুজনকে প্রচণ্ড ভাবে আলিঙ্গন ক'রে ভূমিসাৎ করতে চায়, কিন্তু কেউ কাবু হবার পাত্র নয়। মাণিক একবার ভাবলে ডাণ্ডা মেরে সত্যকে ঠাণ্ডা ক'রে দেয়, কিন্তু তারপরেই ভাবলে,—না, জয়ন্ত যদি জেতে তো ন্যায়যুদ্ধেই জিতুক্। জয়ন্তকে সে কখনো হারতে দেখে নি, তার পরাজয়ের সম্ভাবনা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হঠাৎ পাশের নিস্তব্ধ অরণ্য যেন জেগে উঠল—পায়ের শব্দের পর পায়ের শব্দে! এ'যে অনেক লোক ছুটে আসছে! যেন একটা জনতা!

পর-মুহূর্ত্তেই পিছনেও হৈ-হৈ শব্দ! দূরে—মাঠের উপরেও অনেকগুলো ছুটন্ত ছায়ামূর্ত্তি।

মাণিক্ ব্যাকুল স্বরে বললে, "চারদিকে শত্রু! আমরা বেড়াজালে ধরা প'ড়ে গেছি!"

জয়ন্ত তার সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সত্যকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। সত্যের দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।

বনের ভিতরকার পায়ের শব্দ এবং মাঠের উপরকার ছায়ামূর্ত্তিগুলো তখন আরো কাছে এসে পড়েছে।

জয়ন্ত চীৎকার ক'রে বললে, "মাণিক! শত্রুরা যখন চারিদিক্ থেকে, দল বেঁধে আক্রমণ

করতে আসছে তখন আর ন্যায়যুদ্ধ নয়। মারো এর মাথায় লোহার ডাণ্ডা—পৃথিবীর একটা আপদ্ দূর হোক।"

মাণিক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এল,—সত্যও তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু জয়ন্তের দুই বাহুর লৌহ-বন্ধন শিথিল করবার সাধ্য তার হ'ল না।

মাণিক মাথার উপরে ডাণ্ডা তুললে।

ঠিক সেই সময়ে কাছ থেকেই শোনা গেল, "ডাণ্ডা নামান্ মাণিকবাবু! আমরা এসে পড়েছি—আর ভয় নেই।"

মাণিক চম্‌কে ফিরে দেখে, তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে বিমল ও কুমার,—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল! ওদিকে বনের ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসছে বন্দুক-হস্তে দলে দলে পুলিসের সেপাই!

দারুণ বিস্ময়ে মাণিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলের মত। তার মনে হ'ল, হয় সে একটা অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে, নয় দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু জয়ন্তের তখন বিস্মিত হবার অবকাশ নেই, সত্যের মারাত্মক আক্রমণ ঠেকাতেই সে ব্যতিব্যস্ত। চারিদিকে পুলিস দেখে সত্য মরিয়া হয়ে লড়ছে।

বিমল এগিয়ে রাইফেল তুলে কর্কশ স্বরে বললে, "চুপ ক'রে দাঁড়াও সত্য! নইলে তোমার মাথার খুলি ফুটো ক'রে দেব।"

সত্য পাগলের মত ব'লে উঠল, "ছোঁড়্ তুই গুলি। কিন্তু তার আগে জয়ন্তকে মেরে তবে মরব।"

কথা কইতে গিয়ে সত্য বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, কারণ সেইমুহূর্ত্তেই জয়ন্ত এক প্যাঁচ্ মেরে তাকে একেবারে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তার চতুর্দ্দিক্ ঘিরে দাঁড়ালো পাহারাওয়ালারা। সত্য মাটির উপর প'ড়ে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল, এবং সেই অবস্থাতেই উদ্‌ভ্রান্তের মত চেঁচিয়ে উঠে বললে, "তোরা যদি দল বেঁধে এসে না পড়্‌তিস, তাহ'লে দেখতুম ঐ জয়ন্তকে!"

জয়ন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "স্বীকার করি সত্য চৌধুরী! আমাদের দুজনের মধ্যে বাহুবলে কে বড়, আমিও তা বুঝতে পারছি না।"

সত্য চৌধুরী বললে, "তোর জন্যে আমি মা-কালীর মুণ্ডমালা গাঁথতে পারলুম না। ওরে পাষণ্ড, নৃমুণ্ডমালিনী তোর সর্ব্বনাশ করবেন।"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "কিন্তু আমি স্বপ্ন পেয়েছি, তুমি ফাঁশিকাঠে ওঠবার আগে, মা-কালী আমাকে কিছুই বলবেন না।"

মাণিক মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলে, যে-সব মূর্ত্তি তাদের দিকে ছুটে আসছিল তারা আবার অদৃশ্য হয়েছে কে কোথায়।

এমন সময়ে পাশের বনের ভিতরে জাগল এক বিষম আর্ত্তনাদ। কে পরিত্রাহি চীৎকার ক'রে বললে, "বিমলবাবু—কুমারবাবু! বাঁচান! ভীমাবতার! হুম্-হুম্-হুম্-হুম্!"

এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিক বনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তারা কয়েক পদ অগ্রসর হ'তে-না-হ'তেই সুন্দরবাবু জঙ্গল ভেদ ক'রে এক লাফে মাঠের উপরে অবতীর্ণ হয়েই মাটির উপরে ধপাস্ ক'রে প'ড়ে গেলেন এবং তারপর পেট-মোটা লাটাইয়ের মতন গড়াতে গড়াতেই পালাতে লাগলেন।

অকস্মাৎ আর এক সুবৃহৎ ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। তখন আকাশের আলো আর নেই বললেই হয়, মূর্ত্তিটাকে দেখাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে একটা ধ্যাবড়া আরো-ঘন অন্ধকারের মত,—কেবল তার জলন্ত চোখ দুটো ও দাঁতগুলো চক্‌চক্ ক'রে উঠছে।

বিমল ও কুমারের হাতের বন্দুক তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন ক'রে উঠল, পর-মুহূর্ত্তেই বিকট আর্ত্তনাদ ও গুরুভার দেহ-পতনের শব্দ।

সুন্দরবাবু দুই চোখ মুদে তখনো মাঠের উপরে গড়াতে গড়াতে আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছেন। মাণিক তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে দুহাতে চেপে ধ'রে বললে, "থামুন, থামুন। আর গড়াবেন না সুন্দরবাবু। ভীমাবতার পটল তুলেছে।"

অন্ধকার-মূর্ত্তিটা যেখানে ভূতলশায়ী হয়েছে জয়ন্ত সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু বিমল বাধা দিয়ে বললে, "এখনি ওদিকে যাবেন না জয়ন্তবাবু! হয়তো এখনো ও মরে নি, কাছে গেলে মরণ-কামড় দিতে পারে।"

—"কিন্তু, ও কে?"

—"ওরাং-উটান্।"

—"ওরাং-উটান্! কি ক'রে জানলেন আপনি?"

—"বিষ্ণুবাবুর গলিতে ওর ঘর থেকে আমি একগোছা লাল্‌চে-তামাটে রঙের চুল আবিষ্কার করেছি। সে চুল ওরাং-উটানের।"

—"আশ্চর্য্য! বোর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপের বনমানুষ বাংলাদেশে এল কেমন ক'রে?"

—"সে কথা আমরা সত্য চৌধুরীর মুখেই শুনতে পাব। তবে এইটুকু জানি, বাচ্ছা অবস্থায় ধরলে ওরাং-উটান্ মানুষের পোষ মানে। সত্য চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে অনেক দিন ধ'রে পোষ মানিয়েছে, ওকে নরহত্যা করতে শিখিয়েছে।"

—"কিন্তু বিমলবাবু, এখনো কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। এ ব্যাপারের মধ্যে আপনারা কেমন করে এলেন?"

বিমল হেসে বললে, "যথাসময়ে সে-সব কথা সুন্দরবাবুর মুখেই শুনতে পাবেন। আপাততঃ খালি এইটুকু জেনে রাখবেন যে, ফ্রেজারগঞ্জে আমরা গিয়েছিলুম সত্য চৌধুরীকে ধরতে। তার বাসা ঘেরাও করেছিলুম। কিন্তু সে ভয়ানক লোক। আমাদের তিনজন সেপাইকে গায়ের জোরে কাবু ক'রে পালিয়ে গিয়ে মোটর-বোটে চ'ড়ে এই দ্বীপের দিকে আসে, আর আমরাও তার পিছনে 'লাঞ্চ' নিয়ে তাড়া ক'রে এসে উঠেছি এই দ্বীপে। ভাগ্যে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, নইলে কি হ'ত বলা যায় না।"

জয়ন্ত অভিভূতের মত বিমলের হাত চেপে ধ'রে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, "আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। আর তিন-চার মিনিট দেরি হ'লে আমরা মারা পড়তুম।"

বিমল বললে, "সাধুর জীবন রক্ষার ভার নেন স্বয়ং ভগবান্, আমরা নিমিত্ত মাত্র।"

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ কম্‌ল। বিমলের দিকে অভিমান-ভরা চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনারা বেশ লোক যা হোক্! গহন বনে যমের মুখে আমাকে পিছনে ফেলে আপনারা কিনা অনায়াসে চ'লে এলেন?"

মাণিক বললে, "ভুল বলবেন না সুন্দরবাবু! ওঁরা তো আপনাকে পিছনে ফেলেন নি, আপনাকে পিছনে ফেলেছে আপনারই আশ্রিত ঐ বিপর্য্যয় ভুঁড়ি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, মাণিক! এই কি তোমার ঠাট্টার সময়? জানো, তোমাদের বাঁচাতে এসেই আমি মরতে বসেছিলুন? এর পরেও আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দিচ্ছ? অকৃতজ্ঞ!"

এমন সময়ে হঠাৎ চারিদিকের স্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে দূরে একখানা মোটর-বোটের শব্দ জেগে উঠল।

সুন্দরবাবু চম্‌কে বললেন, "ও আবার কি?"

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, "পশুপতি সদলবলে পলায়ন করছে! কিন্তু তাদের পালাতে দেওয়া হবে না! বিমলবাবু, চলুন আমরা জন কয় সেপাই নিয়ে 'লাঞ্চে' উঠে ওদের গ্রেপ্তার করি। সুন্দরবাবু বাকি লোকজন নিয়ে এখানে পাহারা দিন, আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত।"

সুন্দরবাবু একবার ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে জুল্-জুল্ ক'রে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর তাড়াতাড়ি দৃঢ়স্বরে বললেন, "না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, কারণ আমি হচ্ছি এ দলের মধ্যে 'সুপিরিয়র অফিসার', সব দায়িত্ব আমার।……মনোহর!"

মনোহর এগিয়ে এসে বললে, "আজ্ঞে, স্যর!"

—"এক ডজন সেপাই নিয়ে তুমি এখানে পাহারা দাও।"

মনোহর কাঁচুমাচু মুখে বললে, "আজ্ঞে স্যর, সেটা কি ঠিক হবে স্যর?"

—"ছি মনোহর, ভয় পেও না। ডিউটি ইজ্ ডিউটি। আমরা দুরাত্মা সত্য চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তবে আর ভয়টা কিসের?"

—"আজ্ঞে স্যর, ভরসাও তো কিছু দেখছি না। এ রাক্ষুসে বনে যদি আরো দু-তিনটে ওরাং-উটান্ থাকে স্যর?"

—"তোমাদের বন্দুক আছে। তাদের বন্দী কোরো, বধ কোরো। তাও না পারো, পলায়ন কোরো।"

"স্যর, স্যর! পালিয়ে কোথায় যাব স্যর? এটা যে দ্বীপ, স্যর! চারিদিকেই লোনা জল!"

—"সাঁতার কেটে পালিও।"

—"আজ্ঞে স্যর! সাঁতার, স্যর?"

—"হুম্!"

সুন্দরবাবু এমন জোরে 'হুম্' ব'লে গর্জ্জন করলেন যে বেশ বোঝা গেল, এটা হচ্ছে তাঁর চরম হুম্। মনোহর আর "আজ্ঞে স্যর" বলতে ভরসা করলে না।

—শেষ—

মাকড়সা

[প্রবন্ধ]

(শ্রীজগৎমোহন সেন, বি.এস-সি, বি.এড্)

নদীর ধারে মস্ত বাগান। তাহারই এক কোণের কয়েকটি ছোট ছোট গাছের পাতার আড়াল হইতে মাকড়সা-গিন্নী বাহির হইয়া আসিল। দেহটি চেপ্টা,—পীত বর্ণের, মাথার সামনে দুই সারি চোখ,—সংখ্যায় আটটি। সামনের দুই যোড়া পা লম্বা, পিছনের পা চারিটি অপেক্ষাকৃত ছোট। পা আটটির কর্ম্ম-ক্ষমতা চমৎকার,—সামনে, পিছনে, পাশে স্বচ্ছন্দে হাঁটিতে পারে।

মাকড়সা-গিন্নী ক্ষুধার জ্বালায় বাহিরে আসিল। পক্ষকাল পূর্ব্বে ক্ষুধার জ্বালায় সে সঙ্গীটিকে খাইয়া ফেলিয়াছিল, তার পর আর কিছুই জুটে নাই।

বেচারি আশা করিতেছিল যদি কোন মাছি কাছাকাছি বিশ্রাম করিতে আসে তবে আহার জুটিয়া যাইবে, কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই।

বাহিরে আসিয়া প্রথমেই দেখা হইল কৃষ্ণ-লূতার সঙ্গে। সে বাগানের এক কোণে নিরালায় জাল বুনিয়া বসিয়াছিল। দেখা গেল, জাল পাতা বৃথা হয় নাই, একটি মাছি জালে পড়িয়াছে।

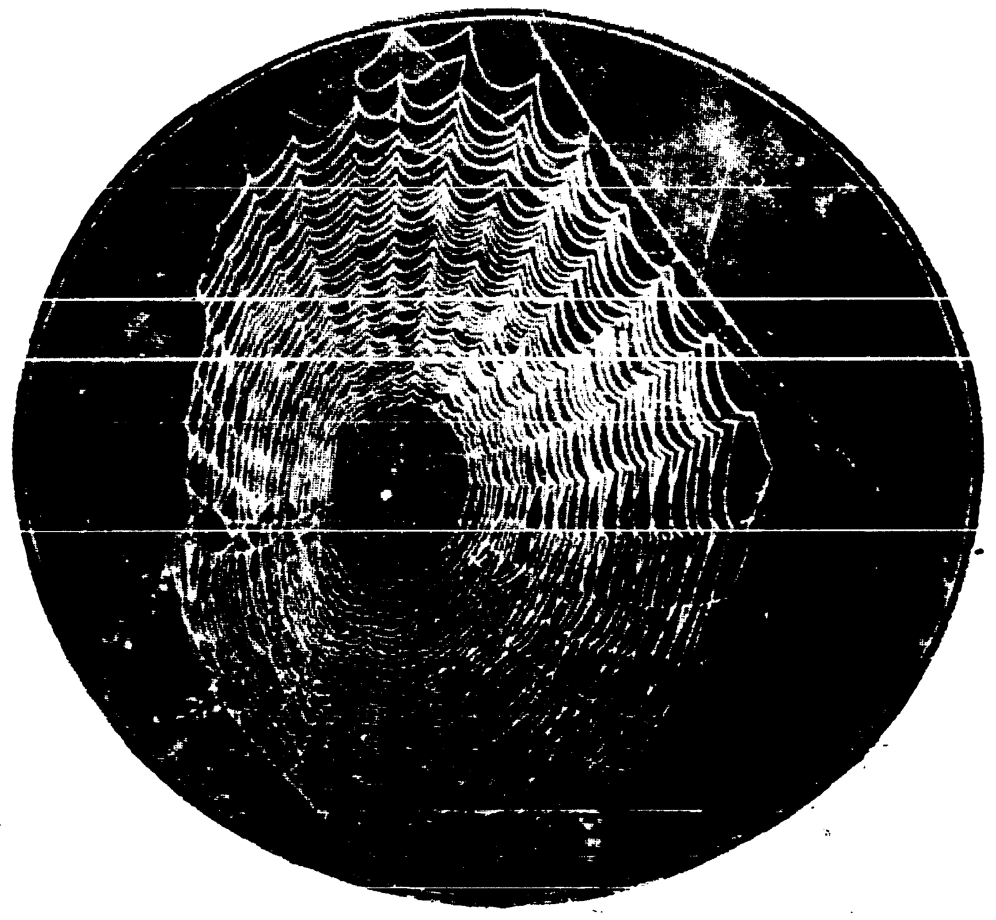

মাকড়সার জাল

পীত-লূতা কহিল, "কালী-দিদি, ভাল আছ ভাই? শিকার কেমন জুটিল?"

কৃষ্ণ-লূতা কহিল, "মন্দ নয়। কাল রাত্রি হইতে জাল পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু আগে একটা পড়িয়াছিল, সেটাকে খাইয়া ফেলিয়াছি। এই মাত্র আর একটা মাছি জালে পড়িল, উহাকে শিকায় বাঁধিয়া রাখিয়া দিলাম, পরে খাইব। তোমার কি শিকার মিলিল বল ত ভাই?

হলদে মাকড়সা দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িল, বলিল, "আমার অবস্থা বড় মন্দ। আজ দিন পনেরো হইল অনাহারে আছি। ক্ষুধার চোটে পেটে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে।"

কৃষ্ণ-লূতা কহিল, "বেশ ত ঐখানটায় তাড়াতাড়ি একটা জাল বুনিয়া ফেল দেখি; এখনি শিকার পাইবে।"

পীত-লূতা বলিল, "সে হয় না দিদি, ও বিদ্যাটি জানা থাকিলে আর দুঃখ কি ছিল? আমি যে জাল বুনিতেই জানি না। তুমি ভাগ্যবতী, আহারের জন্য তোমাকে ছুটাছুটি করিতে হয় না। যাই, আগে মুখে কিছু দিবার ব্যবস্থা করি, ফিরিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে গল্প করিব।

পীত-লূতার এতক্ষণ মনেই ছিল না যে সে সবুজ পাতার উপর বসিয়াই গল্পে মাতিয়াছিল। সে কথা মনে পড়িতেই চমকাইয়া উঠিল। ভাগ্য ভাল যে এতক্ষণ কাহারও নজরে পড়ে নাই। একটা তালচোঁচ এই পথে উড়িয়া গেলেই আর বাঁচিতে হইত না। সবুজের গায়ে সোণালী টিপের মত তাহার সুন্দর দেহটি নিশ্চয়ই শত্রুর চোখে পড়িত। তখন মাছি শিকার করিতে গিয়া বেচারি নিজেই শিকার হইয়া যাইত।

হল্‌দে মাকড়সা তাড়াতাড়ি শিকারের উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইল। অল্প দূরেই একটা বিলাতি কুমড়ার ফুল ফুটিয়াছিল, সেইটাই তাহার খুব পছন্দ হইল। ওখানে নিশ্চয়ই দু'-একটা পতঙ্গ ফুলের রেণু খাইতে আসিবে, তাহা ছাড়া হল্‌দে ফুলের সঙ্গে হল্‌দে গায়ের রঙ দিব্য মিলিয়া যাইবে, শত্রুর চোখে পড়িবার ভয়ও থাকিবে না। মাকড়সা দৌড়াইয়া গিয়া এক লাফে কুমড়া-ফুলের উপর উঠিল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কাছাকাছি মাছির ডানার ভনভনানি শুনা গেল। একটা সবুজ রঙের সুশ্রী মাছি আসিয়া কুমড়া-ফুলের উপর বসিয়া পড়িল। মাছিটা খানিকক্ষণ এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিল, পিছনের দুইটা পা দিয়া ডানা দুইটা ঝাড়িয়া লইল, তার পর সামনের পা দিয়া শুঁড় দুইটাও মুছিল। তার পর কি করিবে তাহা ভাবিবারও অবসর হইল না, অতর্কিতে যম আসিয়া ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

এতক্ষণ মাকড়সা যে নিঃশব্দে আসিয়া পিছনে হাজির হইতেছিল হতভাগ্য মাছিটা তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

পনেরো দিন উপবাসের পর মাকড়সা তৃপ্তির সহিত প্রথম পারণটা সারিয়া লইল।

গোটা তিনেক মাছি উদরস্থ করিবার পর তৃপ্ত হইয়া হল্‌দে মাকড়সা "কালীদিদির" কাছে ফিরিয়া আসিল। এখন সে সাবধান হইয়াছে, পাতার আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া সে "কালী"কে জানাইল, "তোমার আশীর্ব্বাদে ভরপেট খাওয়া হইয়াছে দিদি, এবার খানিক গল্প করিব।"

কৃষ্ণ-লূতার জালে তখন নূতন শিকার পড়ো-পড়ো হইয়াছে। সে ইসারায় বলিল, "সবুর।"

মাছিটা চক্র দিয়া উড়িতে উড়িতে হঠাৎ এক সময়ে জালে বাধিয়া গেল। আর মুক্তি নাই, "কালী" তখনও নড়িল না; মাছিটা মুক্তি-লাভের জন্য যতই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ততই বেশি করিয়া জালে আটকা পড়িল। কালী দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পিঠে দুইটা বিষাক্ত নখ ফুটাইয়া দিল, তার পর শিকারকে একবার পেটের নীচে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল। আবার সুরু হইল ভন্‌ভনানি। মাছিটা বিষের জ্বালায় যতই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ততই বেশি করিয়া লূতার সূতায় জড়াইতে লাগিল; কালীও ততক্ষণ তল পেট হইতে বেশি বেশি করিয়া সূতা ছাড়িতে লাগিল। অবশেষে মাছিটা সম্পূর্ণরূপে সূতায় জড়াইয়া গেল, তাহার নড়িবারও শক্তি রহিল না। কৃষ্ণ-লূতা নূতন শিকারটি নূতন শিকায় ঝুলাইয়া স্বস্থানে আসিয়া কহিল, "এইবার কি বলিতেছিলে বল।"

শিকারী মাকড়সা

হল্‌দে মাকড়সা কহিল, "আচ্ছা কালীদিদি, আগে ত তোমাকে এখানে দেখি নাই, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?"

কৃষ্ণ-লূতা বলিল, "ছিলাম অনেক দূরে, নদী পার হইয়া অনেক দূর।"

পীত-লূতা বিস্মিত হইয়া শুধাইল, "বল কি? নদী পার হইলে কি করিয়া বল দেখি?"

কৃষ্ণ-লূতা বলিল, "নদীর ওপারে এক জায়গায় বেশ ভালই ছিলাম। হঠাৎ কেমন যেন, একঘেয়ে লাগিল, ভাবিলাম একবার হাওয়া বদলাইয়া আসি। নদী পর্য্যন্ত আসিয়া দেখি রাস্তা বন্ধ। কি করিয়া নদী পার হইব তাই ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া পাতা কাঁপাইয়া এপারে বহিয়া আসিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল। একটা পাতার উপর মাথাটা নীচু করিয়া পিছন

দিকটা উপরে তুলিলাম, তার পর পেটের তলা হইতে আঠা বাহির করিয়া সূতা কাটিতে লাগিলাম। সূতা বেশ খানিকটা লম্বা হইয়া বাতাসে উড়িতে লাগিল, আমি আরও খানিকটা সূতা ছাড়িলাম। সূতায় ক্রমেই জোরে জোরে বাতাসের টান পড়িতে লাগিল, নিজেকে আটকাইয়া রাখা আমার কষ্টকর হইল, তখন ঐ সূতার বেলুন আশ্রয় করিয়া হাওয়ায় গা ভাসাইয়া এ পারে উড়িয়া আসিলাম।"

পীত-লূতা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার বুদ্ধি ত! তার পর?"

কৃষ্ণ-লূতা বলিল, "তার পর আর কি, কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিয়াছি। সারা রাত্রি জাল বুনিতেই কাটিয়া গেল, সকাল বেলা দিব্য আহারও জুটিয়া গেল। ভাবিতেছি দিন কতক এখানেই থাকিব।"

পীত-লূতা কহিল, "বেশ বেশ দিদি, তাই থাক। এখন তবু আমার দু'দণ্ড গল্প করিবার লোক জুটিল। আসি এখন, মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব। তোমার ত পাতা সংসার ফেলিয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই—আমিই না হয় লক্ষ্মীছাড়ী। আচ্ছা, আসি তবে।"

দীনেশচন্দ্র

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত বি-সি-এস্)

বাংলার সাহিত্য-গগন হইতে একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম্প্রতি খসিয়া পড়িয়াছে। রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আজকাল বাংলা ভাষা ও তাহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেককেই অনেক কিছু বলিতে শোনা যায় কিন্তু ইহার প্রেরণা কোথা হইতে আসিল তাহা জানিতে হইলে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে দীনেশচন্দ্র কি করিয়াছিলেন সেদিকে দৃষ্টি না দিলে চলে না।

দীনেশচন্দ্রের জন্ম ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাগ্‌জুরি নামক

গ্রামে—মাতুলালয়ে। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল সুয়াপুর গ্রামে। এইখানে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর তিনি কুমিল্লায় এণ্ট্রেন্স স্কুলে ও পরে ঢাকায় পড়াশুনা করেন। এখন আই,এ ও আই,এস্-সি পরীক্ষার নিয়ম হইয়াছে, তখন ছিল এফ্,এ। দীনেশচন্দ্র এণ্ট্রেন্স পাস হইবার পর ক্রমে এফ্,এ ও বি,এ পাস করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি ইংরাজীতে অনার্স পাইয়াছিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরেই দীনেশচন্দ্রের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল। ইচ্ছামত পুস্তকাদি পড়িতে ও লিখিতে তিনি ভাল বাসিতেন। তাঁহার পিতা প্রথমতঃ শিক্ষকতা ও পরে ওকালতী করিতেন। তাঁহারও বিদ্যানুরাগ ছিল এবং তিনিও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। দীনেশচন্দ্র অল্প বয়সে কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষে গদ্যেই সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার গদ্যও কবিত্বময় ছিল।

রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন

কিছুদিন কলিকাতায় শিক্ষকতা করিয়া দীনেশচন্দ্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেড্‌মাষ্টার হইয়া যান। কলিকাতার এক সমিতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করায় দীনেশচন্দ্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার প্রবন্ধই পুরস্কার লাভ করে। বলা বাহুল্য ইহাতে দীনেশচন্দ্রের

উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাংলা ভাষা ও ইহার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আপ্রাণ চেষ্টায় লাগিয়া যান। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া তিনি বহু প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিছুদিন কলিকাতায় চাকরীর অনুসন্ধানে ও কিছুদিন ভগ্নস্বাস্থ্যে তাঁহাকে ফরিদপুরে কাটাইতে হয়। কিন্তু বহু বাধাবিঘ্ন সত্বেও ত্রিপুরার মহারাজের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে। গভর্ণমেণ্ট ও ত্রিপুরার মহারাজ এই ভগ্নস্বাস্থ্য সাহিত্যিকের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

দীনেশচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তক প্রচারিত থাকিলেও তাঁহার পুস্তক নূতন নূতন উপাদানে এবং ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে একটী অপরূপ জিনিষ। তিনি পরবর্ত্তীকালে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু এই পুস্তকই গোড়ায় তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল যশ প্রদান করিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র কলিকাতায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি পরীক্ষক, বাংলা ভাষায় রিডার এবং রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট কার্য্য ত করিয়াছেনই—স্যার্ আশুতোষের অসাধারণতার আওতায় বাংলা ভাষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াও দীনেশচন্দ্র পল্লীগ্রাম হইতে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ কার্য্যে উদাসীন হন নাই। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট দীনেশচন্দ্রকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব্ লিটারেচর্ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বহু সাহিত্যিক সভাসমিতিতে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং পরিণত বয়সে 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে এক সুবৃহৎ পুস্তক বাহির করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র যখন কুমিল্লায় হেড্ মাষ্টার তখন হইতে তাঁহার সহিত এই

লেখকের বন্ধুত্ব। কত দিবা বা রাত্রির কত সময় যে একত্র কত বিষয়ের আলোচনায় কাটাইয়াছি তাহা মনে করিলে এখন এক কল্পনার রাজ্যে পৌঁছিতে হয়। আমি প্রথম উদ্যমে যে ২।১ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানা প্রকারে আমাকে সাহায্য করেন। তাঁহার প্রাণ-খোলা আলাপ ও অমায়িক ব্যবহার ভুলিবার নহে। রংপুর জেলার নীলফামারিতে থাকিবার সময়ে যোগীদিগের নিকট হইতে যে গোপীচন্দ্রের গান এই লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা দীনেশচন্দ্রের এবং তাঁহার একটী সহকর্ম্মীর উৎসাহেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস-নাটকও দীনেশচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রীতি ছিল অসাধারণ। তিনি যাহাতে হাত দিতেন তাঁহার প্রকাশভঙ্গী তাহাই সুপাঠ্য করিয়া তুলিত। জানি না কত দিনে বাংলার সাহিত্যসেবীরা তাঁহার অভাব ভুলিতে পারিবে।

কাজের লোক

(শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়)

যতীন আর আমি গল্প করছি, হঠাৎ ঝড়ের বেগে হরিশ এসে বল্‌লে, "সব ঠিক।"

দুজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "তার মানে?"

"তার মানে, আমরা কাল ভোর পাঁচটায় রওনা হচ্ছি নৌকোয় করে গোঁসাইহাটে; চড়ুই-ভাতি। পরাণ মণ্ডলের কাছ থেকে নৌকো চেয়ে আনতে লোক গেছে। ব্যস্, আর কথাটি নয়।"

"তা হলে—"

"আবার 'তা'হ'লে' কি?—সব ভার আমার। যতীন, এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে আয় তো;

ললিত, একটা পেন্সিল দে,—আর কেউ আমাকে একটু সাহায্য কর্, আমি এখনই ফর্দ্দ ক'রে দিচ্ছি।"

অদ্ভুত লোক এই হরিশ। একে দেখ্‌লেই আমার পাচু খুড়োর কথা মনে পড়ে যায়। খুড়ো সব কাজই নেবেন নিজের হাতে কিন্তু শেষকালে চাপাবেন অন্যের ঘাড়ে। যখনই খুড়ো কোনও কাজে হাত দেন, বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। বল্‌ছি শোন।—

একদিন খুড়োর বাড়ীতে দোকান থেকে একটা বড় ছবি এসেছিল টাঙ্গান হবে ব'লে। সেটা ড্রইংরুমে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হ'ল। ছবিটা কোথায় টাঙ্গান হবে জিজ্ঞাসা করায় খুড়ো বল্‌লেন—"আচ্ছা, ওটা আমাকে ছেড়ে দাও। ওটার জন্যে তোমাদের কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি একলাই দেখে নেব।" তার পর খুড়ো কোট্ খুলে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন। প্রথমেই ভাগ্নেকে পাঠালেন বাজারে দু-পয়সার পেরেক আনবার জন্য,—তার পরেই তার পেছু পেছু ছেলেকে, পেরেকের মাপ বলবার জন্য। এই রকম ক'রে খুড়ো কাজের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড় ক'রে তুল্‌লেন। খুড়োর আদেশ হ'ল—"বিলু, হাতুড়ীটা নিয়ে আয়—, আর টুনু, নিয়ে আয় আমার রুলটা। ওহে শুন্‌ছ, কেউ আমাকে একটা চেয়ার আর একটা সিঁড়ি এনে দাও তো। এই তুলু, তুই যা তো, মলয় বাবুর কাছ থেকে ফিতেটা একবার চেয়ে আন্। ছোটু, তুই কোথাও যাস না যেন, আমাকে আলো দেখাবি। ভাস্কর, তুই আমার হাতে ছবিটা তুলে দে।"

ছবিটা হাতে তুলে দিতেই খুড়োর হাত ফস্কে সেটা পড়ল মাটীর ওপর, আর খুড়ো কাচটা বাঁচাতে গিয়ে হাত কাটিয়ে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই খোঁজ পড়ল রুমালের। রুমাল ছিল কোটের পকেটে, কিন্তু কোট কোথায়? কাজেই সবাইকে নিজের নিজের কাজ ফেলে কোট খুঁজতে যেতে হ'ল, আর খুড়ো আঙুল চেপে ধ'রে গজরাতে লাগলেন—"এতগুলো লোকের কেউ কি জানে না আমার কোটটা কোথায়। এমন তো কখনও দেখি নি! এই পাঁচ মিনিট আগে কোটটা খুলেছি, আর তোমরা ছ'জন মিলে সেটা খুঁজে পেলে না?"

এই বলে খুড়ো চেয়ার থেকে উঠে দেখেন যে তিনিই কোটটার ওপর চেপে বসে আছেন। কোটটা তুল্‌তে তুল্‌তে খুড়ো বল্‌লে—"থাক্, থাক্, খুব হয়েছে। আর খুঁজতে হবে না। আমি নিজেই খুঁজে নিয়েছি। তোমাদের খুঁজতে বলার চেয়ে একটা বেড়ালকে খুঁজতে বলা ঢের ভাল ছিল।"

তার পর খুড়োর আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে, নতুন একটা কাচ আনতে, চেয়ার টেবিল্ সব ঠিক্ঠাক্ ক'রতেই আধঘণ্টা পার্। এর পর খুড়ো, আর একবার আরম্ভ ক'রলেন। দু'জন ধ'রে

রইল চেয়ার, একজন তাঁকে তুলে দিলে সিঁড়ির ওপর, একজন এগিয়ে দিল একটা পেরেক, আর একজন হাতুড়ীটা। আর খুড়ী ও বাড়ীর ঠিকে-ঝি নীচে দাঁড়িয়ে রইল তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। খুড়ো পেরেকটা নিয়ে ফের সেটাকে মাটীতে ফেলে হারালেন। কাজেই সবাইকে নীচু হ'য়ে পেরেকটা খুঁজতে হ'ল, আর খুড়ো রেগে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন যে তাঁকে সারা সন্ধ্যে চেয়ারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি! যদি বা অতি কষ্টে পেরেকটা খুঁজে বার করা হ'ল, খুড়ো ততক্ষণে হাতুড়ীটা হারিয়েছেন। বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠলেন—"আঃ, হাতুড়ীটা আবার গেল কোথায়? জ্বালিয়ে খেলে। সাত সাতজন দাঁড়িয়ে আছ আর আমি হাতুড়ীটা কোথায় রাখ্‌লাম জান না?" অতি কষ্টে ফের যদিবা হাতুড়ীটা খুঁজে বার করা হ'ল, খুড়ো দেওয়ালে পেরেক ঠোকবার যে দাগটা দিয়েছিলেন সেটা হারিয়েছেন। আমরা সবাই চেয়ারে উঠে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জায়গায় দাগ আবিষ্কার ক'রলাম। খুড়ো রেগে আমাদের সবাইকে নামতে বল্‌লেন এবং ফের ফিতে নিয়ে মাপতে বসলেন, কিন্তু হিসাব করবার সময় সব গুলিয়ে গেল। তখন তিনি একটুকরো সুতো নিয়ে ফের মাপ ক'রতে বস্‌লেন। খুড়ো চেয়ার থেকে ঝুঁকে তাঁর নাগালের তিন ইঞ্চি বাইরে এক জায়গা মাপতে গিয়ে, টাল সাম্‌লাতে না পেরে পড়লেন গিয়ে অর্গানটার ওপর, এবং তাঁর চাপে অর্গানটাও নানা সুরে বেজে উঠল। শেষকালে খুড়ো দাগটা খুঁজে বার ক'রলেন। বাঁ হাতে পেরেক ও ডান হাতে হাতুড়ী নিয়ে তিনি পেরেকটার ওপর আঘাত ক'রলেন কিন্তু হাতুড়ী পেরেকে না পড়ে পড়ল গিয়ে তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীৎকার ক'রে হাতুড়ীটা ফেলে দিলেন আর একজনের পায়ের ওপর।

খুড়ী রেগে বল্‌লেন—"এবার আবার যেদিন তুমি দেয়ালে পেরেক ঠুক্‌বে, আমাকে আগে থেকে জানিও, আমি ততদিনে একবার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌তে পার্‌ব।"

খুড়ো উত্তর ক'রলেন—"আঃ, আমি এই রকম ছোটখাট কাজ ক'রতে ভালবাসি,—কিন্তু তোমরা, মেয়েছেলেরা একটুতেই একটা হৈ-চৈ ক'রে থাক।"

এই বলে খুড়ো উঠে আর একবার চেষ্টা ক'রতেই দ্বিতীয় আঘাতে পেরেকটা সোজা দেয়ালে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ীরও অর্দ্ধেকটা। আর সেই সঙ্গে খুড়ো নিজেকে সামলাতে না পেরে দেয়ালে নাক ঠুকে নাকটা ক'র্‌লেন প্রায় থ্যাঁৎলা। কাজেই ফের ফিতে নিয়ে মেপে পেরেক ঠুকে যখন ছবিটা টাঙ্গান হ'ল তখন দুপুর রাত। ছবিটা বেঁকে ঝুলতে লাগল যেন আর একবার মাটীতে আছড়ে পড়বার জন্য। দেয়ালে চুণ-সুড়কী উঠে নানা জায়গায় গর্ত্ত হ'য়ে গেল, এবং এক খুড়ো ছাড়া আর সবাই ক্লান্তিতে প্রায় আধমরা।

"ঠিক হ্যায়"—বলে খুড়ো আনন্দে লাফিয়ে পড়লেন ঠিকে-ঝির পায়ের কড়ার ওপর, আর

সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে বসে পড়ল। "হ্যাঃ, আমি তো ভেবে অবাক্ হ'য়ে যাই যে অন্ত লোকেদের সামান্ত কাজ করবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য দরকার হয় কি ক'রে? কই আমায় তো তা দরকার হ'ল না!"

আমাদের হরিশও ঠিক পাঁচু খুড়োর মত। সে যখন কাজের ভার নিয়েছে তখন আর ভাবনা কি!

সে রাত্রে আর ঘুম হ'ল না। নৌকো ক'রে অতটা পথ যাওয়া—সঙ্গে তাস থাকবে নিশ্চয়ই। যতীনটা আবার নৌকোয় উঠলে বমি করে। ওকে সামলে রাখতে হবে। ও সাঁতার জানে কিনা তাই বা কে জানে! ইত্যাদি নানা ভাবনা মাথার মধ্যে তালগোল পাকাতে লাগ্‌ল। য়্যালার্মের ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে যায় নি ত'! উঠে উঠে সেটাও দেখতে হচ্ছিল।

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত আসছিল হঠাৎ হরিশের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একটা ভাল বৈঠা যোগাড় করে রেখেছিলাম, তাড়াতাড়ি সেটা হাতে করে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, হরিশ কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। "কি ব্যাপার!"

ও একটু বোকা-হাসি হেসে বল্লে, "ওরে, একটা ভুল হয়ে গেছে, গোঁসাইহাটে তো নৌকো যাবার রাস্তা নেই! খোঁজটা আগে নিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।"*

আসছে মাস থেকে
তোমাদের প্রিয় লেখক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন ধরণের উপন্যাস
মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর
ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে বার হবে।

* ইংরাজীর ছায়া

ছোটদের চিত্রশালা

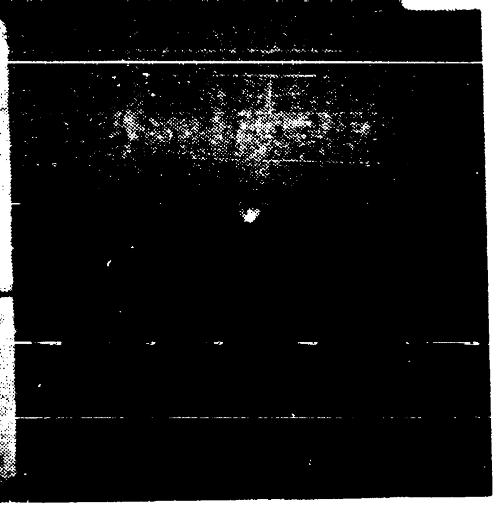

উপরে :— আলোছায়া
শ্রীহরিহর মজুমদার গৃহীত আলোকচিত্র

নীচে :—
বাঁ দিকে—বিক্রমপুরের পথে
ডান দিকে—টাইগার হিলে সূর্য্যোদয়
শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্র

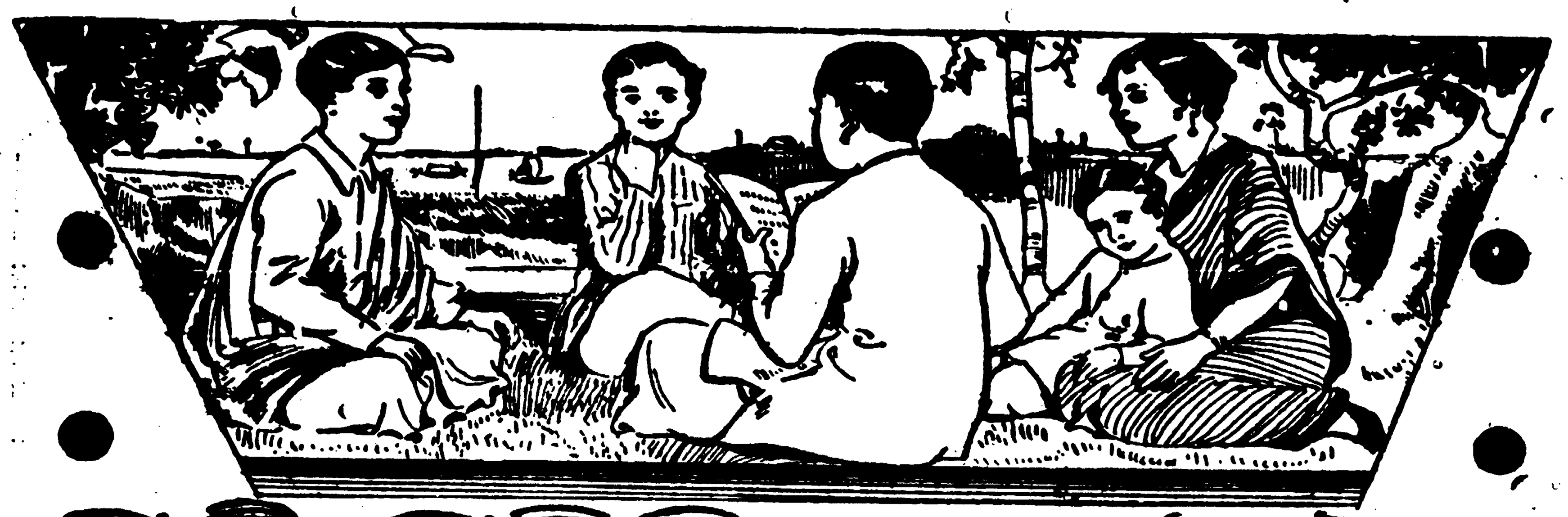

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গাহিকাদের লেখা

অতীত কবি

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

মৌনী থাকি যখন মনের রঙ্গিন তূলি নিয়ে—
আঁকি না আর আস্‌ছে কালের ছবি,
কমল সম কোমল হাতের মধুর পরশ দিয়ে
জাগাও সাড়া, ওগো অতীত কবি!
চল্‌তে পথে হয়েছিল যাদের সনে দেখা—
বিদায় যারা নিয়েছে ম্লানমুখে,
কালের খাতায় মুছে গেছে যাদের হাতের লেখা—
ঘুমায় যারা মহাকালের বুকে,
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তোমার প্রাণ ফিরে পায় তারা
চল্‌তে থাকে তাদের কাণাকাণি—
পুরানো সব কাজের কথা হয় নি যাহা সারা,
হারিয়ে-যাওয়া মনের গোপন বাণী।
তাই তো তোমায় ওগো কবি, ভালবাসি কত,
তাই তো কত কথা তোমার সনে,
তাই তো শুধু স্বপন তোমার দেখি অবিরত,
প্রণাম তোমায় জানাই মনে মনে।

কোলের লোভ

(শ্রীনির্ম্মলকুমার দে)

আকাশ যদি হ'ত আমার মা,
আমি তাহার চাঁদের মত খোকা,
বৃষ্টি-ধারায় ভিজেই যেতাম খালি,
আমায় তখন চল্‌ত না তো বকা!
দুপুর রোদে ফাটত যখন মাটি—
মানতে হ'ত আদেশ কি মা তোর?
জুটিয়ে নিয়ে নানান্ খেলার সাথী
খেলে যেতাম কেবলই 'চোর চোর'।
আদুল গায়ে হিমেল হাওয়া মেখে
বল্ দেখি মা, স্ফূর্ত্তি পেতাম কত!
বন-বাদাড়ে যেতাম যখন ছুটে
আকাশ, মা, কি বকত তোমার মত?
সেদিন যখন কালো মেঘের সাথে
ঝড়ো মেঘের হ'চ্ছে ডাকাডাকি,
তুমি আমায় বাইরে যেতে দিলে?
সাধছিল মা বিজলী-হাওয়া মাখি।
হ্যাঁ মা, তোমার শুক্‌নো কেন মুখ—
দুঃখ হ'ল শুনে আমার কথা?
তোমারই কোল সতত চাই আমি,
পাই নে বলে তাই তো এত ব্যথা।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দেখ।]

১। হিভিয়া জাতের গাছের রস থেকে।

১। ৪টি। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩। আজিজুল হক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকৃষ্ণণ, পি. সি. বসু, রঙ্গনাথম্, ভি.এন্ চন্দ্রাভরকর।

৪। (১) পোপের প্রাসাদ—পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাসাদ; (২) খনিজ পদার্থ—এর থেকে লোহা পাওয়া যায়; (৩) অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এক রকম কাঠের অস্ত্র—যা ছুঁড়ে মারলে আবার শিকারীর হাতে ফিরে আসে। (৪) মাদ্রাজ অঞ্চলের নৃত্যবিশেষ।

৫। শেরশাহের সমাধি—সাসারাম।

চিঠিপত্র

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ১২ বছর পূর্ণ হ'ল, আসছে মাসে সে তেরোয় পড়বে। তোমাদেরও অনেকেরই বয়স হয়ত ঐ রকম। কাজেই রামধনুকে তোমাদের সমবয়সী বন্ধু বলা যেতে পারে।

এ বছর রামধনুর উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে তা তোমরা সবাই জান। তোমাদের প্রিয় পরলোকগত সম্পাদক মশাইএর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে রামধনু তাঁর অসমাপ্ত কাজ ক'রে যাবে। আজ বছরের শেষে তোমাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি।

ইয়োরোপে যুদ্ধের জন্য যে অশান্তি জেগে উঠেছে তার ধাক্কা থেকে আমরাও নিষ্কৃতি পাই নি। এ অবস্থায় পত্রিকা পরিচালন কি রকম কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবু, তোমাদের রামধনু, সব দিক্ দিয়ে তোমাদের মনের মত করবার চেষ্টার ত্রুটী হবে না। বাংলার শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক-দের লেখায় আসছে বছরও রামধনুর প্রতিটি সংখ্যা সমৃদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হবে।

বরাবরের মত গত বারের রামধনুও তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। শ্রীমতী রাণু সরকার বুদ্ধদেব বাবু, শিবরাম বাবু প্রভৃতি লেখকদের ফটো বার করবার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বাবুর ছবির সঙ্গে রামধনুর পাঠকেরা ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত হয়েছ, শিবরাম বাবুর ছবি নিয়েই মুশ্‌কিল। কারণ তাঁর নিজের এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি। বারান্তরে অন্যান্য লেখকদের ছবি দেবার চেষ্টা করব।

আর একটা সুখবর দিচ্ছি। শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরী, বি.এস্.সি, বি.সি.ই. রাম-ধনুর একজন পুরোনো গ্রাহক। ইনি এ বছর

শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরী

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। ইনি এখনও রামধনুর গ্রাহক আছেন। এঁর ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

আসছে মাসে আবার দেখা হবে।

—রাঃ সঃ

রিপন কলেজের 'মনোরঞ্জন-স্মৃতিরক্ষা তহবিলে' শ্রীমতী মনীষা সেন ২৲ সাহায্য করিয়াছেন।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

হাল্কা-হাসির খাতা—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা। মূল্য ॥০

শিশুসাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা হাসির গল্প দেখবার জন্য ছেলেমেয়েরা প্রতি মাসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। ইতিপূর্ব্বে তাঁর "নতুন কিছু" নামক বইখানি ছেলে-মহলে বিশেষ আদর পেয়েছে, এই নতুন বইখানিও তেমনই আদর পাবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রত্যেকটি গল্পই অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মেসের মরীচিকা, দিন হয়ে যায় রাত, পেশার বাহাদুরী, দুর্য্যোগের রাতে প্রভৃতি গল্পের ছত্রে ছত্রে লেখকের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তোমাদের সকলকেই বইখানা পড়ে দেখতে বলি।

যুদ্ধের ঘনঘটা তেমনি লাগিয়া আছে। জাহাজ-ডুবি আর বিমান ধ্বংসের খবর প্রায় প্রত্যহই আসিতেছে। ওদিকে আবার সোভিয়েটের সহিত ফিনল্যাণ্ডের সংঘর্ষ বাধিয়াছে, স্থানে স্থানে ঘোরতর লড়াইও সুরু হইয়া গিয়াছে। লীগ্ অব্ নেশন্স্ সালিসি করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু উহাতে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা কম।

* * *

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ফিন্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ফ্রান্স ই সিলানপা। ফিন্‌ল্যাণ্ডের চাষীদের জীবনযাত্রা লইয়া ইনি অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন। ইঁহার লেখা কয়েকখানি বইএর ইংরাজী নাম—"মিক্ হেরিটেজ্", "ফল্‌স্ য়্যাস্লীপ্ হোয়াইল্ ইয়ং" প্রভৃতি। ইয়োরোপের অনেকগুলি ভাষায় এই সব বই অনূদিত হইয়াছে।

* * *

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল

পুরস্কার পাইয়াছেন বিখ্যাত 'সাই-ক্লোটোন' যন্ত্র আবিষ্কারক আর্নেষ্ট লরেন্স। ইনি আমেরিকার অধিবাসী। রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বুটেনাণ্ট্ (জার্ম্মেনী) ও রুজিকা (সুইট্জারল্যাণ্ড)। ১৯৩৮ এর রসায়নের নোবেল পুরস্কারও এই একই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে—কুনকে। ইনিও জার্ম্মেনীর অধিবাসী। কিন্তু জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিকেরা রাজনৈতিক কারণে নোবেল পুরস্কার লইতে রাজী হন নাই।

* * *

বোম্বাইএ পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু,

হিন্দু দলের অধিনায়ক সি. কে. নাইডু

মুস্লিম, পার্শী, ইয়োরোপীয়ান্ ও অবশিষ্ট দল ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু দল ইয়োরোপীয়ান্ ও পার্শী দলকে হারাইয়া ফাইনালে ওঠেন, মুসলিম্ দল ফাইনালে ওঠেন অবশিষ্ট দলকে হারাইয়া। ফাইনালে হিন্দু দল মুস্লিম দলকে ৫ উইকেটে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। (হিন্দু দল—১৫৯, ২২১

মুস্লিম দলের অধিনায়ক ওয়াজির আলি

(পাঁচ উঃ), মুস্লিম দল—১৯৯, ১৮০)। গত বৎসর মুস্লিম দলই বিজয়ী হইয়াছিলেন। এবার হিন্দু দলের অধিনায়ক ছিলেন মেজর সি. কে. নাইডু, মুস্লিম দলের—ওয়াজির আলি।

রঞ্জী ট্রফীতে বাংলা দল বিহার দলকে ১ ইনিংস ও ৫১ রানে পরাজিত করিয়াছেন। বাংলা দলের অধিনায়ক ছিলেন কার্ত্তিক বসু।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বই

উত্তরদাতাদের নাম

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য, বাপ্পা রাও (ভবানীপুর); জ্ঞান, অমর, প্রফুল্ল, জগৎ (মুক্তাগাছা); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); সুনীলকুমার সরকার (লাহেরিয়া সরাই); সৌরীন্দ্র, সতীনাথ, পেণ্টু, সেণ্টু, রেণ্টু (রামপুরহাট); শেফালিকা বসু (লক্ষ্ণৌ); নূরজাহান বেগম (ঢাকা); কবিতা ও সবিতা দেবী (লাহোর); চন্দনকুমার দত্ত (আগ্রা); বন্দনা দেবী (রেঙ্গুন); মনীশ সেন (কলিকাতা); ভুটু, বাচ্চু ও শৈলজাদি' (ঢাকা); জাহানারা বেগম (কলিকাতা); মণ্টু ও রমা (বোম্বাই); শান্তা ও শৈব্যা দেবী (দিল্লী); খগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি (বরিশাল); লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); সতীশচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা); মনীষা রায় (পুনা)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসীতা দেবী)

ঝাউতলা গার্ল্‌স্ স্কুলের সঙ্গে বাঁশতলা গার্ল্‌স্ স্কুলের বাস্কেট-বল্ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দুই স্কুলে ভারী রেষারেষি, কিন্তু ঝাউতলা দল খেলে ভাল। এ বছর এরই মধ্যে তাদের অনেকগুলো খেলা হয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে, যে দল অপর দলের চেয়ে মোট ৫ গোল বেশী দিতে পারবে তারাই কাপ্ পাবে। প্রথম ম্যাচে ঝাউতলা জিতেছে, ২য় ম্যাচে জিতেছে বাঁশতলা; তার পর আবার ঝাউতলা, তার পর আবার বাঁশতলা, এমনি ভাবে চলেছে। একবার এরা জেতে একবার ওরা। আর আশ্চর্য্য, ঝাউতলা দল যত গোলে জেতে বাঁশতলা দল তার চেয়ে ২ গোল কমে জেতে।

শেষ পর্য্যন্ত ঝাউতলা দলই অবশ্য কাপ্ পেল। কিন্তু এজন্য তাদের মোট কতগুলি ম্যাচ্ খেলতে হ'ল বলতে পার?

ভ্রম সংশোধন:—এবারকার রামধনুর মলাটে "১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা" ছাপা হইয়াছে; উহা "১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা" হইবে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই পৌষ সংখ্যায় রামধনুর দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বছর যাঁরা রামধনুর গ্রাহক আছেন, আশা করি আগামী বছরেও তাঁরা গ্রাহক থাকিবেন। যাঁরা মাঘ মাস হইতে গ্রাহক তাঁরা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ২৷৵০ বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৵০ মনি অর্ডারে আগামী **২০শে পৌষের মধ্যে** আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে রামধনু কার্য্যালয়ে বা শাখা-কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা) টাকা জমা দিতে পারেন। যাঁরা ব্রহ্মদেশে থাকেন তাঁরা বার্ষিক চাঁদার সহিত অতিরিক্ত ডাক-মাশুল ৵০ অর্থাৎ মোট ২৸৵০ পাঠাইবেন।

কেহ কোন অনিবার্য্য কারণে গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে অনুগ্রহ করিয়া **২০শে পৌষের মধ্যে** আমাদের জানাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে কাহারও টাকা বা চিঠি॰কোনটাই না পাইলে মাঘ-সংখ্যা আমরা তাঁহার নিকট ভি পি-তে পাঠাইব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকেরা সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না। আমাদের ক্ষতি করিয়া গ্রাহকদের কোনই লাভ নাই। আর ভি. পি. তে পত্রিকা লইলে অনর্থক অতিরিক্ত ।৶০ ভি. পি. মাশুল দিতে হয়, অর্থাৎ ২৷৵০ স্থলে ২৸৶০ দিতে হয়। (ব্রহ্মদেশে আরও বেশী লাগে)। তা ছাড়া ভি. পি. তে পত্রিকা পাইতেও অনেক সময় কিছু দেরী হয়। কাজেই মনি অর্ডারে টাকা পাঠানই সুবিধাজনক নয় কি?

আগামী বৎসরও রামধনুকে নানা দিক্ দিয়া বৈচিত্র্যময় করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা হইবে। পুরস্কার-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি তো থাকিবেই, তা ছাড়া আগামী বৎসরও বাংলার ত্ু'জন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের লেখা ত্ু'খানি ধারাবাহিক উপন্যাস রামধনুতে বাহির হইবে।

—রামধনু কার্য্যাধ্যক্ষ

টেলিফোন—সাউথ ১২৬ } ১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্. এ. বি. এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

সাধারণ জ্ঞানের বিরাট্ বই

—দেড় টাকা—

Amritabazar Patrika বলেন –

"It contains information about all subjects—Science, Economics, History, Geography, Politics, Sports, Religion etc. We are glad to congratulate the author on his noble venture. Indeed his efforts deserve congratulation. We commend this book to the reading public of Bengal and specially to those who are preparing themselves to appear in competitive examinations."

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন –

"অনুসন্ধানী দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ করিবে। পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর, ভাষা সহজ ও সরল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।"

খেয়ালী বলেন—

"বইখানা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। আমাদের ভাষায় ছোট একখানা reference বই এর বড়ই অভাব ছিল,···বইখানা সেই অভাব পূর্ণ করিবে।······স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার প্রচার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

প্রকাশকঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

দু'খানি কাজের বই

প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঘরে বসে অল্প খরচে স্নো, সাবান, পাউডার, ল্যাভেন্ডার, কুলি, জুতোর কালি, সিরাপ, প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এ-বই-এ দেওয়া আছে। সামান্য মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে।

দাম মাত্র ১৲

ঐ লেখকের লেখা

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি ৷৵০

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো (বিজ্ঞানের গল্প) ··· ১৲
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (ঐ) ··· ৷৵০
আকাশের গল্প (গ্রহ-তারার কথা) ৮১০
আবিষ্কারের গল্প অভিযান-কাহিনী) ৷০
জন্মদিনের উপহার (ছোটগল্প) ৷৴০

ভূতপূর্ব্ব রামধনু-সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড, প্রতি খণ্ড ··· ৷০

দিগ্বিজয়ী বীর (আলেকজান্দার-জীবনী) ৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (রহস্যময় উপন্যাস) ৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা